# বিলাতে বঙ্গনারী

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দত্ত, বি. এ.
ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিস ( অবসরপ্রাপ্ত )
'মধুমক্ষিকা ও তাহার পালন' প্রণেতা।

প্রকাশক
জে, সি, দত্ত,
১২১, রাসবিহারী এবিনিউ, বালিগঞ্জ,
কলিকাতা।

১৩৪৯

মূল্য ২৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—

১। জে, সি, দত্ত

১২১, রাসবিহারী এবিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। দি বুক কোম্পানী লিমিটেড

৪।৩বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৪। আর, পি, মিত্র এণ্ড সন্

৬৩ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র
এলম্ প্রেস,
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺ প্রতাপচন্দ্র দত্ত

১৮৭৬ ১৯৪২

এই ভ্রমণকাহিনী যাঁর মুখনিঃসৃত এবং সেই মুখনিঃসৃত কাহিনী যিনি পরম আগ্রহভরে লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই আজ লোকান্তরে। জীবনে স্বামী-স্ত্রীরূপে সংসার রচনায় তাঁহারা যেরূপ পরস্পর সহযোগিতা করিয়াছিলেন, এই কাহিনী রচনায় ও মুদ্রণেও তাঁহারা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কাহিনী-রচয়িত্রী ইহলোক ত্যাগ করিবার পর কাহিনীর লিপিকর বহির্জগত হইতে নিজেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করিয়া কাল কাটাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের সেই অবসন্ন মুহূর্ত্তগুলিতে এই কাহিনীর গ্রন্থরূপ লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছিলেন এবং অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রুফ্ দেখিয়া গিয়াছিলেন। প্রুফ্ দেখা শেষ হইবার পরদিবসই তিনিও পরলোকের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। আমাদের স্বর্গত পিতামাতার শেষ সন্তান—এই পুস্তকের সহিত আজ আমরা এক সুগভীর ভ্রাতৃসম্পর্ক অনুভব করিতেছি। তাই আমরা তিনজন এই নবজাতকের হাত ধরিয়া দেশের সাহিত্যে পৌছাইয়া দিতেছি।

ইলা মিত্র
জ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত
রবীন্দ্র চন্দ্র দত্ত

# ভূমিকা।

এই পুস্তকের উৎপত্তি দ্বৈত, ইহার রচনা আমার এবং তাহার দোষ-গুণের জন্য আমি দায়ী এবং ইহাতে যে সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা আমার পরলোকগতা স্ত্রীর এবং তাহার ভ্রম অভ্রমের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ইয়োরোপের কতিপয় দেশ আমাদের দেশের এক মধ্যবিত্তবংশসম্ভূতা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলার চক্ষে কিরূপ লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু ও কর্ণের ভিতর দিয়া তাঁহার মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারা তথায় কিরূপ আঁচড় কাটিল তাহা ব্যক্ত করা।

অন্ততঃ আমাদের দুইজনের মধ্যে এই চুক্তিতে, এই সর্ত্তে, এই কার্য্য আমরা আরম্ভ করি—আমার স্ত্রী দেখিবেন, শুনিবেন, মনে রেখা অঙ্কিত করিবেন, আর আমি লিখিব। পরে বোধ হয় অনেক স্থলে আমার মতামত আমার স্ত্রী তাঁহার বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহার বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য এই পুস্তকে ব্যক্ত কোন্ মতটি আমার স্ত্রীর এবং কোন্ মতটি আমার সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইলেই ভাল। পরে এই পুস্তকের রচনা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসে তখন যিনি এই কাহিনী বলিতেছিলেন তিনি হঠাৎ এক অতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বিলাতে অনেক চিকিৎসার পর দেশে ফিরিয়া আসেন এবং প্রায় দেড় বৎসর কাল রোগ ভোগ করিয়া অকালে মানবলীলা সমাপন করেন।

যে কাজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খেলার ছলে, খেয়ালের বশে, আমি আরম্ভ করি সে কাজ এক পবিত্র সুধাময় স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য আজ আমি শেষ করি। তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ মাত্র কৃতকার্য্য হইয়া থাকি তাহা হইলে আমি আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

এই পুস্তকের রচনার পর ইহার সংশোধন কার্য্যে সহায়তার জন্য শ্রীযুত অমিয়কুমার বসুর ও আমার ভাগিনেয় শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মিত্রের নিকট আমি অত্যন্তই কৃতজ্ঞ। ইংরাজী পদের বঙ্গানুবাদে তাহারা আমায় বিশেষ সহায়তা করে। পরে 'প্রুফ' দেখিবার কালে আমার ভাগিনেয় শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মিত্র ও আমার বড় বৌমা শ্রীমতী ছায়ারাণী আমায় যে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে আমি তাহা বলিতে পারি না। তাহাদের সাহায্য বিনা রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায় আমি এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন শেষ করিতে পারিতাম কি না আমার মনে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

১২১ রাসবিহারী এবিনিউ,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা
৮ই মে, ১৯৫২ সাল।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দত্ত

৺তরুলতা দেবী

১৮৯১ ১৯৩৯

বিবাহের কালে ১৭ বৎসর বয়সে

# এক নারীর আজীবন আবেদন ও মৃত্যুকালে তাহার উত্তর।

"ঠাকুর! আমি বড় সুখী। বয়স হইল, একদিনের জন্য শোক, তাপ, কষ্ট ভোগ করি নাই। স্বামী, সন্তান, স্বাস্থ্য, টাকা, মানসম্মান, আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা সবই পাইয়াছি। আমি পরম সুখী—আশাতীতরূপে সুখী। মানুষ হইয়া জন্মিয়া এত সুখের অধিকার কাহারও নাই। ঠাকুর! আমার বড় ভয় হয়। আমি আর কিছু চাহি না। তোমার চরণে করজোড়ে আমার একমাত্র ভিক্ষা যাহা দিয়াছ তাহা যেন শেষ অবধি বজায় থাকে, যাহা দিয়াছ তাহা যেন কাড়িয়া না লও।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে, সংসারের কাজ শেষ করিয়া, ঘরের এক কোণে বসিয়া এক নারী ঈশ্বরচরণে অনেক বৎসর ধরিয়া প্রায়ই এই আবেদন করিতেন। চিরজীবন অতি সুখে কাটাইয়া পরে ৪৭ বৎসর বয়সে স্বামী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, স্বহস্তে গঠিত সুখের সংসার ফেলিয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় মাথায় সিঁদুর, কপালে ও গালে চন্দনের ফোটা, পরিধানে বারাণসী সাড়ী, পায়ে আলতা, বিছানায় ফুল।

এ এক স্বর্গীয় দৃশ্য! দেখিয়াই হঠাৎ কবির কথা মনে পড়িল—

So coldly sweet, so deadly fair,
We start for soul is wanting there.
Here is the loveliness of death
That parts not quite with parting breath;
But beauty with that fearful bloom,
That hue which haunts it to the tomb,
Expression's last receding ray,
A gilded halo hovering round decay,
That farewell beam of Feeling past away!
Spark of the flame, perchance of heavenly birth,
Which gleams but warms no more its cherished earth.

দেখিয়া আত্মীয়স্বজন ক্রন্দন করিয়া বলিয়া উঠিল, কি সতী সাধ্বী মেয়েমানুষ, কি সুখেই জীবন না কাটাইল, কিন্তু এত পরিশ্রমের, এত আত্মত্যাগের ফল ভোগ হইল না, ঠিক ভোগের সময় সব ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কি অন্যায় বিচার!

ঠাকুর শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিয়া থাকিবেন, "আমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে কি বলি নাই

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

"নিষ্ঠুর!"

"মানি; হতে পারে তাই। তবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিকল্পনাই কি বুঝিয়া লইয়াছ? এ সংসার যে কেবল সুখের সংসার তাহা কে বলিল? তুমি ত মা যাহা চাহিয়াছিলে শেষ অবধি তাহা পাইয়াছ। তোমার কাছ হইতে আমি ত কখন কিছু কাড়িয়া লই নাই, জীবনের প্রথম হইতে শেষ অবধি সুখ ভোগ করিয়াছ, যেমন পিতৃগৃহে সেইরূপ পতিগৃহে। পিতৃগৃহে তোমার পিতামহ তোমায় "আমার দেখনহাসি" বলিয়া ডাকিত। পতিগৃহে আসিয়া মুখের সে হাসি একদিনের জন্যও মিলায় নাই। বিলাতে প্রায় ছয় বৎসর বাসের পর তোমার পুত্রদ্বয় তোমার মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তোমারই মনোনীত স্ব স্ব মনোমত দুই কন্যা হাসিমুখে বিবাহ করে। তোমার সংসার আজ জলজ্বল করিতেছে। তবুও ইহারা আক্ষেপ করিতেছে তোমার ভোগ হইল না। জীবনের কাজ করিয়াছ, কাজ করিবার সময় শান্তি পাইয়াছ, ভালবাসা পাইয়াছ, সুখ পাইয়াছ। সেই কাজ সাঙ্গ হইতেই চলিয়া গেলে। এ রকম কয়টা লোক পারে, কয়টা লোকের ভাগ্যে ঘটে?"

# সূচীপত্র।

---

# বিলাতে বঙ্গনারী

## প্রথম অধ্যায়

### সমুদ্র যাত্রা

জানিনা আজকাল আমাদের দেশের লোকে ইয়োরোপের ভ্রমণ-কাহিনী বড় একটা শুনিতে চায় কি না বা তাহাদিগকে তাহা রচনা করিয়া শুনাইবার বড় একটা প্রয়োজন আছে কি না। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের ছেলেরা অধ্যয়নার্থ তৎকালীন দেশাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া, কালাপানি পার হইয়া, যখন ইংল্যাণ্ডে আসিতে আরম্ভ করে তখন আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির মনে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বিষয় জানিবার কৌতূহল বড়ই প্রবল ছিল। তাঁহাদের অনেকেরই ইয়োরোপীয় সাহিত্যে, ইতিহাসে, ন্যায়শাস্ত্রে, বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা থাকিলেও, ইয়োরোপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রায় কাহারও ছিল না। এই দুই প্রকার জ্ঞানের ব্যবধান যে কত ব্যাপক, তৎকালীন দেশের বিদ্বান্ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন। তখন তাঁহারা ইয়োরোপ ও ইয়োরোপবাসীদিগকে যে চক্ষে দেখিতেন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি আমরা ঠিক সেই চক্ষে আর তাহাদের দেখিতে পারিনা। ইয়োরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, প্রতিষ্ঠান সকল তাঁহাদের নিকট অমূল্য পদার্থ ছিল বলিয়া তাঁহাদের পুঁথিগত বিদ্যা যে যথেষ্ট নয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেন। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু একদিকে অফিসে, আদালতে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ইংরাজদিগের সহিত প্রত্যহ মেলামেশা, বাল্যকাল হইতে ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন, ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইনশাস্ত্রাদি চর্চ্চা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, অপরদিকে স্বদেশে ইংরাজরা কি ভাবে জীবন যাপন করে,

কিরূপে তাহাদের পরিবার ও সমাজ গঠিত, তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি, আচার-পদ্ধতি কিরূপ তদ্বিষয়ে তদানীন্তন ইংরাজী-নবীশগণ গভীর অন্ধকারে ছিলেন। সেইজন্য ইয়োরোপে আসিয়া এদেশের আচার-ব্যবহার, গার্হস্থ্য রীতিনীতি, সামাজিকতা প্রভৃতি এদেশে কিছুকাল বাস করিয়া, সব স্বচক্ষে দেখিয়া যাহারা দেশে ফিরিত তাহাদের মুখে সেই সব বিষয়ের বিবরণ শুনিতে তাঁহারা বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। শুনিয়াছি যে পূজ্যপাদ ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তিন বৎসরকাল ইয়োরোপে বাস করিয়া যখন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান তখন একদিকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে যেমন সমাজচ্যুত করিয়া-ছিলেন অপরদিকে তাঁহারাই আবার দলে দলে পরিচিত অপরিচিত অনেকেই তাঁহার মুখে ইয়োরোপের গল্প শুনিতে তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। বিলাতের গল্প তাঁহাদের সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য, সবই অদ্ভুত মনে হইত এবং অনেক সময় তাঁহারা অতি হাস্যোদ্দীপক কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। শুনিয়াছি একদিন যখন তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া এইরূপ গল্প করিতেছিলেন তখন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক নীরবে অনেকক্ষণ তাঁহার গল্প শুনিবার পর হঠাৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা বাবাজি, বিলাতের মেথররাও কি সাহেব?" ইহার কতিপয় বৎসর পরে আমার শ্বশুর মহাশয় যখন এদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তাঁহাকে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা মহাশয়, বিলাতের পাহারওয়ালারাও কি লালপাগড়ী পরে?"

সে সব অনেক দিনের কথা। গত ষাট সত্তর বৎসরে আমাদের দেশে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমাদের দেশ হইতে অনেকে ইয়োরোপে আসিয়া দুই তিন চারি বা ততোধিক বৎসর এই দেশে বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। নানা লোকে নানা উদ্দেশ্য লইয়া ইয়োরোপে আসিয়াছেন, কেহ কেহ অর্থের সদ্ব্যবহার, অনেকে অপব্যবহার করিয়া, কেহ কেহ সফল, অনেকে নিষ্ফল হইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। এমন কি আমার মনে হয় যে কলিকাতা শহরে এমন বোধ হয় অতি অল্পই ভদ্রপরিবার আছে যাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ ইয়োরোপে আসেন নাই। ফলতঃ ইয়োরোপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ না হইলেও আজ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। এমন কি হিন্দু মহিলারাও আজকাল এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তবে একথা বোধ হয় সত্য যে এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের

সংখ্যা অতি অল্প। তাই মনে হইল যে তাঁহাদের একজনের চক্ষে ইয়োরোপ কিরূপ লাগিল তাহা হয়ত কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন।

**ইয়োরোপ যাত্রার উদ্যোগ:**--১৯৩২ সালে আমি যখন ইয়োরোপে প্রথমবার আসি তখন এখানে তিন মাস মাত্র থাকি। পরে দ্বিতীয়বার ১৯৩৪ সালে আবার ইয়োরোপে আসিয়া এখানে তিন বৎসর এক মাস আছি।* আমাদের পুত্রদ্বয় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ শিক্ষার্থে যখন বিলাতে আসিবে তখন আমার স্বামী ও আমি যে তাহাদের সহিত আসিব ও তাহাদের বিলাতে লেখাপড়া ও থাকিবার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কয়েক মাস পরে দেশে ফিরিব এই মতলব আমাদের অনেক দিন হইতেই স্থির হইয়াছিল। সেইজন্য ১৯৩২ সালে আমাদের পুত্রদ্বয় বি,এস্‌সি ও বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এই খবর শুনিবামাত্র আমাদের বিলাতে আসিবার বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। বিলাতে ব্যবহারের জন্য ছেলেদের অধিক পরিমাণে গরম পোষাক পরিচ্ছদ এদেশে লইয়া আসা যে ভুল তাহা আমরা জানিতাম। জাহাজে ও বিলাতে পৌঁছিয়া দিন কতকের জন্য ব্যবহারের আবশ্যকমত পরিধানোপযোগী দুই একটি সুট, একটি গরম ওবারকোট (সেটী পুরাতন হইলেই ভাল), কয়েকটি রঙ্গীণ শার্ট, কলার, টাই, গরম গেঞ্জী ও ড্রয়ারস্‌, মোজা, জুতা সঙ্গে লওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবং বিলাতে ব্যবহারের জন্য সেখানেই সব পোষাক ক্রয় করা ভাল। আমাদের দেশের সুট বা ওবারকোট বিলাতে ছেলেরা যে পরিতে পারে না তাহা সকলেই জানেন। এই প্রসঙ্গে আমার স্বামী এক গল্প করেন:— তিনি একবার দেশের তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সুট পরিধান করিয়া লণ্ডনে এক দোকানে এক নূতন সুটের অর্ডার দিতে যান। সুট অর্ডার দিবার পর তিনি দোকানের কর্ত্তাকে দুর্ভাগ্যক্রমে জিজ্ঞাসা করেন "আমি যে সুটটি পরিধান করিয়াছি সেটি ভারতে তৈয়ারী, তাহার কাট্ কি রকম আপনার মনে হয়?" ভদ্রলোক সুটটি অতি সতর্কতার সহিত দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল "সুটটি বড় সুন্দর, আপনার গায়ে খুব ভালই ফিট্ করিয়াছে, কিন্তু কোটটি কাঁধের

* ইহার পর আরও চারি মাস (১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ অবধি) বিলাতে ছিলেন, সব লইয়া দ্বিতীয়বার তিন বৎসর পাঁচ মাস ইয়োরোপে ছিলেন।

কাছে একটু কম উঁচু, বুকে ও পিঠে ঠিক বসে নাই, লম্বায় একটু ছোট, হাতের লম্বাও ছোট, ইজেরটিও লম্বায় ছোট, ঘেরেও ছোট ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এসব দোষ সত্ত্বেও স্যুটটি বেশ সুন্দররূপে তৈয়ারী করা হইয়াছে।” আমার স্বামী বলেন অতি ভদ্রভাবে লোকটি বুঝাইয়া দিল যে ঐ স্যুট পরিধান করিয়া কোন ভদ্রলোক যাহার আত্মমর্য্যাদা বোধ আছে সে কখন লণ্ডন শহরের রাস্তায় বাহির হইতে পারে না!

ছেলেদের পোষাকের বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু আমার জন্য যে কিরূপ পরিধেয় লওয়া আবশ্যক তাহা ঠিক কেহ আমায় বলিতে পারিল না। শাদা শাড়ী এদেশে ভারতীয় মেয়েরা যে বড় একটা পরে না তাহা আমি জানিতাম এবং এখানে যে শাড়ী কিনিতে পাওয়া যায় না তাহাও আমি জানিতাম। তাই কতিপয় বেনারসী, রেশমী, ও রঙ্গীন সূতার শাড়ী, জাহাজের জন্য সূতার জামা, কতকগুলি গরম জামা, শাদা ও গরম কিছু সায়া, সেমিজ ইত্যাদি মোজা ও জুতা লইলাম। একটি পুরাতন ওবারকোটও সঙ্গে লইলাম। কিন্তু বিলাতে আসিয়াই ছেলেদের স্যুট ও ওবারকোটের মত আমাকে একটি নূতন ওবারকোট এখানে করাইতে হইল। শীতের পূর্ব্বে দেশে ফিরিব ভাবিয়া বেশী গরম ভিতরের কাপড় সঙ্গে লই নাই। সেটা বড় ভুল করিয়াছিলাম, কারণ ইংল্যাণ্ডে নবেম্বর মাসে ও ফ্রান্সে ডিসেম্বর মাসে খুবই শীত পাইয়াছিলাম। বিশেষতঃ ফ্রান্সে ডিসেম্বর মাসে যে কয়েকদিন ছিলাম সে কয়দিনই প্রচণ্ড শীত পাইয়াছিলাম। শৈত্যতাপ সেখানে প্রায় ৩২°ফ এবং যেদিন মার্সেইএর জন্য প্যারিস হইতে রওনা হই তাহার পূর্ব্ব রাত্রে এত ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল যে স্থানে স্থানে জলও জমিয়া গিয়াছিল। হোটেলের গরম ঘরে শুইয়া আমরা সে বিষয়ে তখন কিছুই জানিতে পারি নাই।

বোম্বাই হইতে ‘পি এণ্ড ও’ কোম্পানীর জাহাজে লণ্ডন অবধি জলপথে আসিব বলিয়া আমরা ঠিক করিলাম। আমার স্বামী, আমাদের দুই পুত্র, আমাদের এক বন্ধুপুত্র ও আমি এই পাঁচজনে ইয়োরোপের মহাদেশের মধ্য দিয়া স্থলপথে আসিলে খরচ বেশী পড়িত এবং কলিকাতা হইতে সমস্তটাই জলপথে অন্য লাইন দিয়া আসিলে এদেশে পৌঁছিতে বড় দেরী হইত। বিলাতে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই অক্টোবর মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঠ আরম্ভ হয় এবং ঐ সময় হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসর আরম্ভ বলিয়া

গণ্য করা হয়। সেইজন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে লণ্ডন পৌঁছিলে সব বন্দোবস্ত করিবার দিন কতক সময় পাইব এই ভাবিয়া বোম্বাই হইতে ১০ই অগষ্ট তারিখে এস্, এস্, মাণ্টুয়া ( S. S. Mantua ) জাহাজে বিলাতের জন্য যাত্রা করিবার ঠিক করিলাম।

**বোম্বাই :**—বোম্বাই হইতে প্রতি শনিবার বেলা ১টার সময়ে 'পি এণ্ড ও' কোম্পানীর জাহাজ লণ্ডনের জন্য ছাড়ে এবং কলিকাতা হইতে বৃহস্পতিবারে ছাড়িলে শনিবার সকালে বোম্বাই পৌঁছিয়া সেইদিন দ্বিপ্রহরে বিলাতের জাহাজ সহজেই ধরা যায়। এইরূপ করিলে বোম্বাইতে থাকিবার ও মালপত্র দুইবার স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যক হয় না। তথাপি আমরা বৃহস্পতিবার যাত্রা না করিয়া ১০ই অগষ্ট বুধবার বৈকালে বি, এন, আর গাড়ীতে কলিকাতা ছাড়িলাম এবং শুক্রবার প্রাতে বোম্বাই পৌঁছিয়া সেখানে আমাদের এক বন্ধুর আতিথ্য স্বীকার করিলাম।

আমি বোম্বাই শহর বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স অতি অল্প। বোম্বাই শহরে অনেক বড় বড় সুন্দর বাড়ী আছে ও বোম্বাই শহর সমুদ্রের ধারে, ইহা ভিন্ন আর কিছুই আমার স্মরণ ছিল না। এইবার সমস্ত দিন ধরিয়া শহরটি দেখিলাম। এইবারও অনেক বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী দেখিলাম, বন্দর দেখিলাম, কিন্তু আমার চোখে বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা সুন্দর লাগিল না। আপেলোবন্দর, মালাবারহিল যে সুন্দর তাহার কোন সন্দেহ নাই। মালাবার পাহাড়ের উপর হইতে শহর, বন্দর ও সমুদ্রের দৃশ্য যে কত মনোহর তাহা প্রকাশ করা যায় না। বোম্বাই শহরের কয়েকটি রাস্তায় অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে সত্য কিন্তু কলিকাতার যে একটি অনির্ব্বচনীয় প্রাচ্য সৌন্দর্য্য আছে তাহা বোম্বাই এর নাই। কয়েকটি পল্লী ভিন্ন বোম্বাই শহর আমার বড় চাপা ও জনবহুল বলিয়া মনে হইল। আমার আরও মনে হইল যেন এই বিরাট শহরে প্রাচ্যের সৌন্দর্য্য নাই, প্রতীচ্যের গাম্ভীর্য্য নাই, মনে হইল যেন বোম্বাই এর উচ্চাশাই তাহার অনর্থের মূল, যেন শহরটি কোন এক মদগর্ব্বিত ধনীর অর্থগর্ব্বের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ। কলিকাতা অন্য প্রকার। সে যেন এক বনিয়াদী, উদারপ্রাণ, দিলদরিয়া মেজাজের লোক এবং যদিও তাহার সবই আছে সে কি খায় কি পরে সে দিকে তাহার যেন ভ্রূক্ষেপ নাই। এত বড় শহর না হইয়া মালাবার

পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বোম্বাই যদি একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট নগর হইত তাহা হইলে যে ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। হয়ত আমি কলিকাতাবাসিনী বলিয়া কলিকাতার পক্ষপাতিনী।

আমাদের বন্ধুর অকৃত্রিম ও অপরিমিত আতিথ্য একদিন ভোগ করিয়া আমরা পরদিন বেলা ১১টার সময়ে জাহাজ ধরিবার জন্য ব্যালার্ডপিয়ারে যাইলাম এবং তথায় কুলিদের হাতে মালপত্র দিয়া মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে আমি তথায় গেলাম। তথায় এক মহিলা ডাক্তার আমার নাড়ী টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল কোথা হইতে আমি আসিয়াছি ও শেষ কবে আমি টিকা লইয়াছি। বাস্, স্বাস্থ্য পরীক্ষার দৌড় এই অবধি। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দেখিলাম আমাদের জাহাজ। ডকে জাহাজখানিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বিশালকায় জন্তুর মত দেখাইতেছিল। চারিদিকে, উপরে, নীচে, লোকে লোকারণ্য এবং সিঁড়ি দিয়া জাহাজের ডেকে উঠা লেজ ধরিয়া হাতীর পৃষ্ঠে উঠা অপেক্ষা শক্ত বলিয়া মনে হইল! জাহাজের ডেকে পদার্পণ করিবামাত্র জাহাজের এক কর্ম্মচারী আমাদিগকে আমাদের ক্যাবিনে লইয়া গেল। গিয়া দেখি যে আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত পাশাপাশি তিনটি ক্যাবিনে পূর্ব্বপ্রেরিত আমাদের মালপত্র যথাস্থানে রাখা হইয়াছে।

জাহাজ ঠিক একটার সময় ছাড়িল। ছাড়িবার সময় অনেকের মুখ শুষ্ক, চোখে জল, হাতে রুমাল দেখিলাম। মনে কষ্ট হইল। কত লোক আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছে। কত লোকের ঘর কতদিন খালি খালি লাগিবে। কতলোক তাহাদের জীবনের কর্ম্মভূমিকে শেষ বিদায় দিয়া দেশে ফিরিতেছে। কত লোক কত আশা করিয়া জাহাজে উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতজনের আশা সফল হইবে কে জানে! আমাদেরও কয়েক মাস পরেই একদিন এই রকম করিয়া ছেলেদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া এইরূপ এক জাহাজে করিয়া দেশে ফিরিতে হইবে তাহা মনে করিয়া হৃদয় বড় চঞ্চল হইল।

জাহাজ ছাড়িবামাত্র মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা পড়িল, যাত্রীরা প্রায় সকলেই ভোজনাগারে নামিয়া গেল। কিন্তু জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ডেকে দাঁড়াইয়া রহিলাম। জাহাজ হইতে বন্দর ও শহরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

**জাহাজ ও আরব সাগর**—ভোজনাগারে যাইয়া দেখি যেন কেহই স্বস্থ বোধ করিতেছে না। সকলেই সকলের অচেনা, তাই সকলেই একটু কিন্তু কিন্তু বোধ করিতেছে। তথাপি সকলেই ভোজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া দেখি যে টেবিলের উপর এক খাদ্য তালিকা এবং তাহা দেখিয়া আমাদের পছন্দ মত খাদ্য আনিবার হুকুম দিতে হইবে। তালিকাটি এক বিরাট ব্যাপার ; মনে হইল যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া ইয়োরোপীয় যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্যের সম্ভার ইহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তালিকাটি বিশেষ করিয়া অনুশীলন করিবার যোগ্য। কিন্তু সময় কৈ ? একটু হকচকিয়ে গেলাম। পিছনেই ইংরাজ খানসামা অর্ডার লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে কতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা যায় ! [ এইখানে বোধ হয় আমার inferiority complex এর পরিচয় প্রকাশ পাইল। ] এতদ্ব্যতীত আরও একটি সমস্যা ছিল। সেটি এই যে তখন পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারি নাই যে জাহাজে উঠিয়া পেট ভরিয়া আহার করা ভাল কি অল্প আহার করা ভাল। অনেকে আমায় সমুদ্র পীড়ার বড় ভয় দেখাইয়াছিল। এই আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রা, জানি না সমুদ্রযাত্রী হিসাবে আমি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিব কি না। সমুদ্র পীড়ার বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এ বিষয়ে দুই জনের নিকট কখনও একমত শুনি নাই। কেহ বলে জাহাজে উঠিবামাত্র বেশী করিয়া খাওয়া ভাল, কেহ বলে কম খাওয়া ভাল। কেহ বলে সমুদ্রপীড়া আশঙ্কা করিলে চলিয়া বেড়ান ভাল, কেহ বলে চুপ করিয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকা ভাল। অনেকে অনেক রকম টোট্‌কা ঔষধের বিধান দেন। কিন্তু একথা সত্য যে সমুদ্রপীড়া এক ভীষণ অপ্রীতিকর ব্যাধি এবং কেহ যদি ঐ রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে তাহা হইলে সে রাতারাতি ক্রোড়পতি হইয়া যাইবে। * সে যাহা হউক আমাদের মনে অত্যন্ত ভয় হইলেও আমাদের পাঁচ জনের একজনেরও একঘণ্টার জন্যও সমুদ্রপীড়া হয় নাই। ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা রীতিমত দুর্যোগ বা তুফান পাই নাই সত্য কিন্তু অনেক সময়ে জাহাজ সম্মুখ হইতে পশ্চাতে এবং এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে বেশ দুলিতেছিল। জাহাজ যখন এরূপ দুই রকমেই একত্রে দোলে তখনই যাত্রীদিগের সমুদ্রপীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। আমাদের সহযাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেরই সমুদ্রপীড়া হইয়াছিল ; কারণ আমরা ঝড়

না পাইলেও আরব সাগর বর্ষাকালে পার হইতেছিলাম। আমাদের সহ-যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন পর্ত্তুগীজ যাত্রী ছিল। তাহারা সমুদ্রপীড়াতে যে কি ভীষণ কষ্ট পাইয়াছিল তাহা মনে করিলে আমার এখনও কষ্ট হয়। কয়েকদিন ধরিয়া তাহারা কেহ ক্যাবিন ছাড়িয়া ডেকে আসে নাই, সর্ব্বদাই ক্যাবিনে শুইয়া থাকিত। পরে যখন তাহারা ডেকে আসিতে আরম্ভ করিল তখন চুপ করিয়া সমস্ত দিন ডেক-চেয়ারে শুইয়া থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে একটু করিয়া নেবুর জল পান করিত। পর্ত্তুগীজরা ব্যতীত আরও অনেকেই দুই একদিনের জন্য এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব আমরা পাঁচ জনেই যে খুব সুদক্ষ সমুদ্র যাত্রী ( good sailors ) তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা পাশাপাশি তিনটি ক্যাবিন পাইয়াছিলাম। ক্যাবিনগুলি 'বি' ডেকে ( B deck ) এবং জাহাজের প্রায় মধ্যস্থলে। ক্যাবিনগুলির মেঝেতে কার্পেট বিছান এবং প্রত্যেক ক্যাবিনে দুইটি করিয়া বিছানা, দুইটি ছোট আলমারী, একটি হাতমুখ ধুইবার পাত্র, একটি ছোট সেলফ ও তাহার নীচে একটি ছোট টেবিল ও দুইখানা করিয়া কার্পেটের চেয়ার ও প্রত্যেক কেবিনে দুইটি করিয়া জীবন-রক্ষী জ্যাকেট ছিল। ক্যাবিনগুলি ছোট কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। যাত্রীদিগের বেড়াইবার জন্য জাহাজে দুইটি ডেক ছিল, একটি আমাদের ক্যাবিনের সম্মুখে ও অপরটি আমাদের ক্যাবিনের উপরে।

আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া ডেকে উঠিয়া দেখিলাম যে বোম্বাই এর দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া অনন্ত সলিলরাশি ভেদ করিয়া জাহাজখানি পশ্চিমদিকে ছুটিতেছে, এবং ভারতভূমির তীর প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে। দেখিয়া মনে এক অনির্ব্বচনীয় অসহায় ভাবের উদয় হইল। সে ভাবটিকে ভয় বলিলে ভুল বলা হইবে। আজকাল সমুদ্রযাত্রায় ভয়ের কারণ বিশেষ কিছুই নাই। আজকাল নৌ-বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে যে জাহাজ উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র ভিন্ন ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া বড় একটা জলমগ্ন হয় না। বরং জাহাজ আগুণে পুড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আজকাল বেশী। আর জীবনের আশঙ্কা সর্ব্বত্রই আছে। এমন কি শহরের মধ্যে গাড়ী চড়িয়া যাইলে বা রাস্তায় চলিলেও সে বিপদ আছে। তথাপি

বিশাল সমুদ্রবক্ষে জাহাজটি এত ক্ষুদ্র ও অসহায় দেখায় যে তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষ সেই ক্ষুদ্রতা ও অসহায়তা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। যেদিকে যতদুর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় সেইদিকে ততদুর পর্য্যন্ত দেখি জল ও তরঙ্গ, জলের কোন কূলকিনারা নাই, তরঙ্গের বিরাম নাই, তরঙ্গ অবিশ্রান্ত জাহাজের গায়ে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিয়া একটানা সুরে গীত গাহিতেছে, জাহাজ উর্ম্মিরাশির তালে তালে বেশ নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। একবার তাহার সম্মুখ ভাগ যেন সমুদ্রের জল স্পর্শ করিতেছে আবার কোন প্রকারে আপনাকে প্রকৃতস্থ করিবামাত্র তাহার পশ্চাৎভাগ যেন সেইরূপে জল স্পর্শ করিতেছে। কি কৌশলে যে জাহাজখানি টাল সামলাইয়া সম্মুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা বোঝা যায় না।

আমাদের শ্রেণীতে আমরা মাত্র পাঁচজন ভারতবাসী যাত্রী ছিলাম এবং তন্মধ্যে আমিই একমাত্র ভারত মহিলা। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, কতদিনের জন্য যাইতেছি তাহা জানিবার জন্য ইয়োরোপীয় যাত্রীদের মনে কৌতূহল থাকিলেও প্রথম কয়েকদিন তাহারা আমাদের সহিত বিশেষ আলাপ করে নাই, কেহ কেহ সকালে প্রথম দেখা হইলে প্রাতঃ প্রণাম করিত এই মাত্র। তাহার পর এডেন পার হইলে যখন তাহারা বুঝিল যে আমরা যথার্থই ইয়োরোপ যাইতেছি তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। পরে জাহাজ ভূমধ্যসাগরে পড়িলে ইয়োরোপীয় যাত্রীদের অনেকের সহিত এক রকম বেশ আলাপ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বেলজিয়ান ছিলেন। তিনি আমাদের সহিত বেশ বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে যে পর্ত্তুগীজদিগের কথা বলিয়াছি তাহারা আমাদের সহিত আলাপ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহারা ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া না জানায় তাহাদিগের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা বিশেষ হইত না। বোম্বাই ছাড়িয়া চার দিন কোন জমি দেখা গেল না। জল, জল, চারিদিকে অগাধ অনন্ত নীললবণাম্বুরাশি আর জাহাজের গাত্রে অবিরাম তরঙ্গসংঘাত ধ্বনি। এইরূপ একে একে চারিদিন যাইবার পর যখন আরব উপকূল দেখা গেল তখন তাহা দেখিবার জন্য যাত্রীদিগের কি আগ্রহ, কি উৎসাহ! শুষ্ক পাহাড় মাত্র, মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তথাপি স্থলত বটে! পর দিন সকালে আমরা এডেনে পৌছিলাম।

**এডেন :**—এডেন বন্দর বোম্বাই হইতে ১৬৬৪ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহা এক প্রাগৈতিহাসিক আগ্নেয়গিরির তলদেশে স্থিত, অত্যন্ত উত্তপ্ত, পাদপশূন্য ও মসীবর্ণের। এদেশে লোকে যে কোন্ সুখে বাস করে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। একেবারে সমুদ্রের ধারে দুই একটি স্থানে সবুজবর্ণের তৃণগুল্মা-চ্ছাদিত ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত এদেশে আর কোথাও বৃক্ষাদি যে জন্মায় তাহা মনে হয় না। এক খাড়া পাহাড় যেন এক বিরাট দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এখনও যেন পুড়িতেছে মনে হয়! অথচ মানুষের মন এত কোমল যে সে যেখানেই কিছুকাল বাস করে, সে স্থল অনুর্ব্বরা গিরিসঙ্কুল হউক, মরুপ্রদেশ হউক বা জলাভূমি হউক তাহার সেই স্থানের উপর এক অদ্ভুত মায়া পড়িবে। শুনিয়াছি যাহারা এডেনে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছে তাহাদিগের এই স্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কষ্ট হয় এবং তাহাদের পুনরায় এই স্থলে আসিতে ইচ্ছা করে।

জাহাজ সকাল ছয়টার সময়ে এডেনে পৌছিল, দশটায় আবার ছাড়িবে। সেইজন্য আমরা প্রাতরাশ না খাইয়াই এক মোটর চালিত নৌকা করিয়া এডেনে নামিলাম। বন্দরের নিকটে খানিকটা খোলা একটি উদ্যানের মত স্থল আছে এবং সেইখানে কয়েক খানা মোটরকার ও ফিটন গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের চালকেরা আরবীয় বা কাফ্রি। তাহাদের গাড়ীতে উঠিয়া শহর পরিদর্শন করিয়া আসিতে আমার মনে একটু দ্বিধা হইল। কিন্তু তাহাদের অবিশ্বাস করিলে শহর দেখিবার অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া আমরা দুইখানা মোটরকার ভাড়া করিয়া শহর ও জলাশয় দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। শহরে দেখিবার বিশেষ কিছুই ছিল না—বিশেষতঃ আমাদের দেশ হইতে যাহারা যায় তাহাদের। আরব শহরটি পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন অংশের শহরের মত এবং অধিবাসীরা আরবীয় বা কাফ্রি বা এই দুয়ের সংমিশ্রিত জাতি।

পাহাড়ের উপরে পুরাতন আগ্নেয়গিরির মুখে কতিপয় জলাশয় আছে, সেগুলিও দেখিলাম। পারশীয়েরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেগুলি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। সাতটি প্রধান বাঁধ বাঁধিয়া সেই জলাশয়গুলিতে দুইকোটি গ্যালন বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। এ দেশে বৃষ্টি অতি অল্পই হয়। এইরূপ জলশূন্য দেশে লোকে কিরূপে জীবন ধারণ করে তাহা অনুমান করা কঠিন। আফ্রিকা ও এশিয়ার সন্ধিস্থলে এবং

ইয়োরোপ ও এশিয়া যাতায়াতের পথে পড়ে বলিয়া এডেন বহুযুগ হইতে এক বিখ্যাত বন্দর বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে যে রাণী শীবা যখন রাজা সলমনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান তখন তিনি এডেন হইতে জাহাজে উঠেন। অতি পুরাকাল হইতে এডেন যে এক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল তাহার কোন সন্দেহ নাই। মোটরকার করিয়া এক ঘণ্টা কাল শহর ও তাহার বাহিরে কতিপয় মাইলের ভিতর যাহা কিছু দেখিবার ছিল তাহা সব দেখিয়া আমরা আবার মোটর চালিত নৌকায় করিয়া জাহাজে ফিরিলাম।

এডেন উপদ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল, প্রস্থে ৩ মাইল এবং এক সরু বালুকাময় যোজকের দ্বারা আরবের সহিত যুক্ত। জেবেল শাম সান (Jabel Sham San) ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর এবং এই শিখরটি ১৭২৫ ফীট উচ্চ। এডেনের প্রথম উল্লেখ বাইবেলে পাওয়া যায়, ইজকীয়েল পুস্তকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমানরা ইহা প্রথম অধিকার করে এবং তুর্কীয়েরা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা দখল করে। ইহার অল্পকাল পরে পর্ত্তুগীজরা এবং পুনরায় তুর্কীয়েরা ইহা দখল করে। পরে ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশরা স্থানীয় নায়কদিগের নিকট হইতে এই স্থানটি অধিকার করে।

অতঃপর এডেন ত্যাগ করিয়া কয়েক ঘণ্টা জলযাত্রার পর আমরা বাবেলমণ্ডেব প্রণালী দিয়া লোহিত সাগরে প্রবেশ করিলাম। এই প্রণালীটি প্রস্থে ১৩ মাইল। পেরিম দ্বীপ এই প্রণালীটিকে দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পেরিম দ্বীপ এডেন হইতে এক শত মাইল দূরে। ইহা অতিশয় অনুর্ব্বরা এবং ব্রিটিশ শাসনভুক্ত। ১৮৮৩ সাল হইতে ইহাকে জাহাজের কয়লা লইবার কেন্দ্র করা হয়। ইহা একটি টেলিগ্রাফ ষ্টেশন। ছোট প্রণালীটি কদাচ ব্যবহার করা হয়। এশিয়া ও আফ্রিকা বাবেলমণ্ডেব প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। এই প্রণালীতে জলের নীচে অনেক চড়া আছে বলিয়া পুরাকালে এই প্রণালীটির মধ্যদিয়া জাহাজ চলাচল অতীব কঠিন ছিল। সেইজন্য ইহাকে গেট অব টিয়ার্স ( Gate of tears ) বলিত; অর্থাৎ ইহার ভিতর দিয়া জাহাজ চালাইতে যাওয়ায় অশ্রুপাতের সম্ভাবনা প্রচুর ছিল। অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব যে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিতেছে তাহার প্রমাণ স্বরূপ এই বাবেলমণ্ডেব প্রণালীর তলদেশ জরীপ করিয়া এমন সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে

যে এই বিপদসঙ্কুল প্রণালীতে এখন অনায়াসে নির্ভয়ে জাহাজ চলাচল করে

**লোহিত সাগর** :—লোহিত সাগরে প্রবেশ করিয়া আমরা মধ্যে মধ্যে পেরিম প্রভৃতি দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। দ্বীপগুলি পাটলি বর্ণের ও পর্ব্বতময়। দূর হইতে কেবলমাত্র কয়েকটি মনুষ্য বাসের শাদা বাড়ী ছাড়া আর কোন চিহ্ন বা বৃক্ষাদি কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। এই দ্বীপগুলি সামরিক বিশেষ প্রয়োজনীয় কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয় বা হইত।

লোহিত সাগরের জল যে লোহিতবর্ণ নয় তাহা বলা বাহুল্য। এই সাগরে গ্রীষ্মকালে কখন কখন লাল রঙের একপ্রকার জলগুল্ম ভাসে বলিয়া ইহার নাম লোহিত সাগর হইয়াছে। অন্যান্য সাগরের জলের ন্যায় ইহার জলও নীল বা গাঢ় হরিৎবর্ণের। আরব সাগরে বৃহদাকার মাছ দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু এই লোহিত সাগরের মধ্যে তাহাপেক্ষা বড় বড় বহু মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র বক্ষে লাফালাফি করিতে দেখা যায়। দুই পার্শ্বে মরুভূমি থাকায় এই সাগর পার হইবার সময়ে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদিগকে বড় গরম ভোগ করিতে হয়। জাহাজের ক্যাবিনে বৈদ্যুতিক পাখা থাকা সত্ত্বেও যে সময়ে জাহাজ লোহিত সাগর পার হইতে থাকে তখন ক্যাবিনের ভিতর থাকা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। তখন ডেকের উপরেও বেশ গরম হয় এবং ক্যাবিনের ন্যায় জাহাজের অন্য সকল স্থানেও ডেকের অপেক্ষা অধিকতর গরম ভোগ করিতে হয়।

**সুয়েজ** :—লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া তিন দিন যাইবার পর আমরা সুয়েজ উপসাগরে প্রবেশ করিলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ হইতে ২৫ মাইল। সমুদ্র সৈকত হইতে দূরে ইহার দুই দিকেই পর্ব্বতময় ভূমি দেখা গেল—এশিয়ার দিকে সিনাই (Senai) ও প্যালেষ্টাইন (Palestine) এবং আফ্রিকার দিকে মিশর। এই উপসাগরের উভয় পার্শ্বের ভূমিই মিশর রাজ্যের অন্তর্গত। সুয়েজ উপসাগর হইতে পূর্ব্বদিকে মোসেস ওয়েলস্ (Moses' Wells) নামক হরিৎবর্ণ মরুদ্যানের খর্জ্জুর বৃক্ষাদি দেখা যায়। ইস্রেলাইটরা (Israelites) লোহিত সাগর পার হইবার সময় মিশরের রাজা ফেরোর (Pharaoh) সৈন্যদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ

করায় এই স্থলে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এই উপসাগরের পূর্ব্বদিকের জমি পৃথিবীর এক অতি পার্ব্বত্যময় প্রদেশ। এদেশে বৃষ্টি অতি অল্প হয়, তবে উচ্চ পর্ব্বতশিখরগুলিতে তুষারপাত মধ্যে মধ্যে হয়। এই প্রদেশে মধ্যে মধ্যে মিষ্টজলবিশিষ্ট কূপ ও উর্ব্বরা মরুদ্যান আছে। তবে সাধারণতঃ দেশটি অতি অনুর্ব্বরা এবং দেশে গাছপালা নাই বলিলেই হয়। এই উপসাগরের উভয় পার্শ্বস্থ দেশ সমূহ অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। তাহাদের সভ্যতা, তাহাদের ধর্ম্ম, অনেক দেশকে আলোকিত করিয়াছে। দূরে মাউন্ট সিনাই (Mount Senai) দেখা গেল। পরে রাত্রি প্রায় ১১টার সময়ে আমরা সুয়েজ বন্দরে পৌছিলাম। এডেন হইতে সুয়েজ ১৩১০ মাইল দূরে।

অত রাত্রে কেহ তীরে নামিল না বটে কিন্তু জাহাজে এক প্রহসন অভিনীত হওয়াতে আমাদের অনেক রাত্রি অবধি জাগিয়া থাকিতে হইয়াছিল। জাহাজ বন্দরে আসিবামাত্র কয়েকজন মিশরীয় কর্ম্মচারী জাহাজে উঠিল। তাহাদের পোষাক ইয়োরোপীয়, রং গৌরবর্ণ, ভাষা ফরাসী এবং মাথায় লাল ফেজ টুপি। তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি জাহাজের ধূমপান কক্ষে আসিয়া বসিলেন এবং তাহার পার্শ্বে জাহাজের একজন কর্ম্মচারীও বসিলেন। তাহার পর প্রত্যেক যাত্রী, জাহাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী, এমন কি নাবিক ও পাচকেরাও তাহাদের সম্মুখ দিয়া সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেল। বোধ করি ইহার নাম স্বাস্থ্য পরীক্ষা। কিন্তু এরূপ প্রহসন অভিনয় করিবার তাৎপর্য্য যে কি এবং ইহা হইতে কাহার যে কি লাভ হইল তাহা যাত্রীদের মধ্যে কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না।

**সুয়েজ খাল** :—পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি যে আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে সুয়েজখালের ভিতর দিয়া যাইতেছে। এই কতিপয় দিনের সমুদ্রযাত্রার পর দুই পার্শ্বে স্থল, গাছপালা, ঘর-বাড়ী বড় ভাল লাগিল। খালটি ১০১ মাইল লম্বা, লোহিত সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগরে শেষ হইয়াছে। খালটি সমস্তটাই খনন করা হয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই তিনটি লবণ হ্রদ পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিল। যে স্থলদেশগুলি এই হ্রদগুলির মধ্যে ব্যবধান ছিল সেইগুলি খনন করিয়া ইহাদের সংযোগ সাধনে এই বিরাট

সুয়েজ কেনাল নির্ম্মিত হইয়াছে। সুয়েজ হইতে পোর্ট সইয়েদ ( Port Said ) খাল দিয়া যাইতে হইলে প্রথমে ছোট লবণ হ্রদ ( Little Bitter Lake ), পরে বড় লবণ হ্রদ ( Great Bitter Lake ), তাহার পর টেনিসা হ্রদ ( Lake Tenisa ), ইহার পরে ইস্‌মেলিয়া ( Ismaelia ) শহর, পরে এল ফারদান ( El Fardane ), তৎপরে বাল্লা ( Ballah ), পরে এল কান্‌টারা ( El Kantara ), সর্ব্বশেষে মেনজালা হ্রদ ( Lake Menzalah ) দিয়া যাইতে হয়। খালটি স্থানে স্থানে এতই অপরিসর যে দুইখানি বড় জাহাজ পাশাপাশি যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া একটি জাহাজ নিকটে আসিলে অন্যটিকে থামিতে হয়। তবে খালে সর্ব্বদাই খনন কার্য্য চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর ইহার প্রস্থ ও গভীরতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার দুই পার্শ্ব পাথর দিয়া বাঁধান হইতেছে। রাত্রিতে খালের ভিতর দিয়া জাহাজ চালাইবার সময়ে প্রখর উজ্জ্বল আলোক ব্যবহার করা হয়।

সকলেই জানেন যে খালটি ফরাসী এন্‌জিনিয়ার ফের্দিনাঁ দ্যে লেসেপ্স্ ( Ferdinand de Lesseps ) এর তত্ত্বাবধানে ক্ষোদিত হয় এবং ইহা সুয়েজখাল কোম্পানী নামে এক আন্তর্জ্জাতিক কোম্পানীর অধীনে আছে। ১৮৬৯ সালে ১৭ই নবেম্বর ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মহিষী মহারাণী ইউজেনী ( Eugenie ) এই খালটির উদ্বোধন করেন। সেইদিন হইতে ৯৯ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১৬ই নবেম্বর ১৯৬৮ সাল পর্য্যন্ত তদানীন্তন অটোমন ( Ottoman ) সাম্রাজ্যের নিকট হইতে খাল কোম্পানীর সনদ আছে। প্রথম হইতেই এই খাল হইতে কোম্পানীর বেশ লাভ হইতেছে। ১৯০৪ সালে ইহা শতকরা ২৮ টাকা, ১৯১৩ সালে শতকরা ৩৩ টাকা এবং ১৯২৭ সালে শতকরা ৩৭ টাকা মুনফা দেয়। খালটি যখন প্রথম খনন করা হয় তখন কোম্পানীর সকল অংশীদার ফরাসীরা ও মিশর সরকার ছিল। পরে ১৮৭৬ সালে গুপ্তভাবে ডিস্‌রেলির গবর্ণমেণ্ট মিশর রাজার নিকট হইতে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া তাহার অধিকাংশ অংশ ক্রয় করে। এখন কোম্পানীর শতকরা ৪৪ ভাগ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এবং ১৯৩২ সালে ইংরাজ সরকারের সমস্ত অংশের মূল্য পাঁচ কোটী বিশ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। এই কোম্পানীর সদর অফিস কিন্তু প্যারিসে, ফরাসীরাই এই খালের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত এবং কাজ কর্ম্মে ফরাসী ভাষাই প্রয়োগ করা হয়। ১৭৯৮ সালে প্রথম নেপোলিয়ন যখন

মিশর জয় করিতে আসেন তখন তাঁহার এন্‌জিনিয়ারগণ এই খাল খনন করিবার কথা প্রথম উত্থাপন করেন। পুরাকালে কিন্তু লোহিত সাগর ও নীল নদীর মধ্যে এক খাল ছিল এবং তখন লোকে ঐ খাল দিয়া লোহিত সাগর হইতে নীল নদী এবং নীল নদী হইতে ভূমধ্য সাগরে যাইত। লোকে যে বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নূতন বিশেষ কিছু সৃষ্টি করা যায় না তাহার এই একটি প্রমাণ। সুয়েজখালও সম্পূর্ণ নূতন নয়।

সুয়েজ খালের দুই পার্শ্বের দৃশ্য সুদৃশ্য না হইলেও দেখিবার যোগ্য। খালের উভয় পার্শ্বে, অতি সমীপে, বিস্তৃত মরুভূমি; খালের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে লাল টালি দ্বারা আচ্ছাদিত ষ্টেশনের বাড়ীগুলি, তাহার সংলগ্ন গ্রাম ও হরিৎ বর্ণের শস্য দেখিতে সুন্দর। খালের পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ মিশরের দিকে খালের সমান্তরাল একটি রাস্তা ও আর একটি রেল পথ। রাস্তায় অশ্বতর, ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী, দ্বিচক্রযান, মোটরগাড়ী এবং রাস্তার কিছু দূরে রেলগাড়ী যাইতেছে—আরও কিছু দূরে উট চলিতেছে--এ সকল জাহাজ হইতে একত্রে দেখা যায়। কখন কখন আকাশে বিমানযান উড়িতেছে তাহাও দেখা যায়। অশ্বতর, ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী, উষ্ট্র, জাহাজ, রেলগাড়ী, দ্বিচক্রযান, মোটরগাড়ী, বিমানযান,—মানুষের মস্তিষ্ক সভ্যতার আদি হইতে অদ্যাবধি চলাচলের জন্য যে সকল বিবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছে—সকলেই এক সঙ্গে এক উদ্দেশ্যে যদিও ভিন্ন গতিতে চলিতেছে, এই খালের জাহাজ হইতে সকলই একত্রে দৃষ্ট হয়।

বৈকালে আমরা খালের উত্তর প্রান্তে আসিয়া সাইয়েদ বন্দরে পৌছিলাম। শুনিয়াছি যে গত মহাযুদ্ধের সময় এই শহরটির অনেক শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে এই শহরটি অতি ক্ষুদ্র ছিল। এখন এই নগরে বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা, বড় বড় দোকান, কাফে, হোটেল প্রভৃতি অনেক কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে সাইমন আর্টসের ( Simon Artz ) দোকানে ইয়োরোপীয় পণ্যদ্রব্য ব্যতীত মিশরজাত অনেক শিল্পদ্রব্য পাওয়া যায়। এই নগরটি বৃহৎ নয় কিন্তু ইহাতে নানা জাতীয় লোকের বাস; রাস্তায় বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় ও তাহাদের ভাষা শুনা যায়। গ্রীক, ইতালীয়, ফরাসী, আর্মেনী, ইহুদী ও ইংরাজদিগের সংখ্যা এখানে অধিক। খালের শেষে ফের্দিনাঁ দ্য লেসেপ্সের এক মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

জাহাজ যখন বন্দর ছাড়িতেছে এমন সময়ে একজন আরবীয় এক অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিল। হঠাৎ দেখিলাম যে যদিও জাহাজ ছাড়িয়াছে তথাপি একটি আরবীয় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় নানান কথা কহিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিতেছে। তাহার মতলব যে কি তাহা তাহার ভাষা হইতে বুঝিতে পারিলাম না। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বেই ত তাহার নামিয়া যাইবার কথা কিন্তু সে নামিতেছে না দেখিলাম। তাহার পর দেখি যে সে জাহাজের উপর যেখানে জাহাজের নৌকা বাঁধা থাকে সেখানে উঠিল ও সেখান হইতে ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল। অদ্ভুত কৌশল ও ক্ষমতা বটে!

**ভূমধ্যসাগর** :—আমরা এখন ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিলাম, প্রায় ইয়োরোপে আসিয়া পড়িলাম। ভূমধ্যসাগর—এই নামের সহিত ঐতিহাসিক কত স্মৃতিই না মনে উদয় হয়। ইহারই ক্রোড়ে মানব সভ্যতার জন্ম, ইহারই বক্ষে লালিতপালিত হইয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতা আজ দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া ফেলিয়াছে। চীন, হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর সকল সভ্যজাতি তাহাদের সভ্যতা এই সমুদ্রের কোন না কোন কূলে বিস্তার করে। ক্রীট, মিশর, আসীরিয়া, ফিনিসিয়া, পারস্য, গ্রীস, রোম, আরব, তাতর, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড—ইহাদের সাম্রাজ্য হয় এই সমুদ্রকূলে উৎপন্ন নতুবা এখানে বিস্তার লাভ করে। চীন ও হিন্দু ব্যতীত প্রাচীনকালের সকল সভ্য জাতির অর্ণবপোত এই সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করিত। পারশীকদিগের সহিত হিন্দু যোদ্ধারা গ্রীসের বিপক্ষে এই সমুদ্রের উপকূলে তাহাদিগের শরীরের রক্তপাত করিয়াছে। পুরাকালে ভারত হইতে বৌদ্ধ প্রচারকেরা শাক্যমুনির অহিংসা ও ত্যাগ ধর্ম্ম এই সাগর-কূলে প্রচার করিয়াছিল এবং সম্রাট অশোকের দূতগণ এই কূলস্থিত রাজ্য সমূহে ভারতের প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতেন। এই সমুদ্রের তরঙ্গরাশির যদি বাক্‌শক্তি থাকিত তাহা হইলে সভ্যতার আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা মানবের অসীম উদ্যমের সাহসের, অসীম বিফলতার হীনতার, অসীম গৌরবের ত্যাগের, অসীম নীচতার ক্রূরতার কতই না কাহিনীর সাক্ষ্য দিতে পারিত।

ভূমধ্যসাগর মানচিত্রে অন্যান্য অনেক সাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখাইলেও ইহা বাস্তবিক ছোট নয়। ইহা জিব্রল্‌টর হইতে সীরিয়া উপকূল পর্য্যন্ত ২২০০

মাইল বিস্তৃত এবং প্রস্থে ইহা সাধারণতঃ ৪০০ হইতে ৫০০ মাইল। সিসিলি ও কেপ্ বন্‌এর মধ্যে ইহার প্রস্থ ১০০ মাইল মাত্র তবে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের সর্ব্বোত্তর ভাগ হইতে সিদ্রা উপসাগর পর্য্যন্ত ইহার প্রস্থ ১০০০ মাইল।

**মল্টাদ্বীপ**:—পোর্ট সাইয়েদ হইতে দুই দিন পরে অতি প্রত্যূষে আমরা মল্টা দ্বীপে আসিয়া পৌছিলাম। দ্বীপটি অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ইহার বন্দরটি বেশ বড় ও সুন্দর। ইহা ব্রিটিশ ভূমধ্যসাগরের নৌ-বিভাগের পোতাশ্রয়। এই বন্দরে ইংরাজদিগের কতিপয় রণপোত ভাসিতেছে এবং আরও অনেক রণপোত থাকিবার স্থান আছে দেখিলাম। দ্বীপটি পর্ব্বতময়, পাথরের সুন্দর বড় বড় অট্টালিকাগুলি পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে এক বিরাট নাট্যগৃহের মত শোভা পাইতেছিল। এই কি ইয়োরোপ? ইয়োরোপ বটে কিন্তু প্রাচ্যের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করিতে পারে নাই। দ্বীপটি সমুদ্রের নীল বক্ষে একখণ্ড চুণীর মত শোভা পাইতেছিল। জাহাজ এখানে দুই ঘণ্টা মাত্র থাকিবে শুনিয়া আমরা জাহাজ হইতে তীরে নামিতে সাহস করিলাম না। নামিতে হইলে দেখিলাম যে মল্টাবাসীদের ছোট নৌকায় উঠিয়া তীরে পৌছাইতে হয়। নৌকার মাঝিরা ইতালীয় ভাষায় কথা কয়। ইংরাজী ভাষা তাহারা বিশেষ বুঝে না। ভয় হইল তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া তীরে নামিলে এই অল্প সময়ের মধ্যে আবার যদি ফিরিয়া আসিতে না পারি। সেইজন্য আর নামিলাম না। দুই বৎসর পরে আমরা যখন ইয়োরোপে আবার আসি তখন আমাদের জাহাজ আবার মল্টায় আসিয়াছিল। এইবার জাহাজ দুই ঘণ্টার পরিবর্ত্তে আট ঘণ্টার জন্য থামিয়াছিল এবং মল্টাবাসীদিগের ছোট নৌকার পরিবর্ত্তে পি, এণ্ড ও কোম্পানীর এক মোটর-চালিত লঞ্চ জাহাজের গায়ে লাগিল। এইবার আমরা তীরে নামিয়া তথায় এক মোটরকার ভাড়া করিয়া শহরটি সমস্ত পরিভ্রমণ করি। দ্বীপের মধ্যে সমুদ্রের ধারে কয়েকটি বাগান আছে, তথা হইতে বন্দর ও সমুদ্র বড় সুন্দর দেখায়। এখানকার বাড়ীগুলি ঠিক ইয়োরোপের বাড়ীর মত নয়, কতকটা আমাদের দেশের মত। নাইট্‌স অব সেণ্ট্‌জন্সদের (Knights of St. Johns) প্রাসাদ অতি মনোরম। তাহারা যে বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিত সেই বর্ম্ম এখনও ঐ প্রাসাদে সাজান আছে। এই প্রাসাদে অনেক প্রাচীন চিত্র আছে ও অনেকগুলি ট্যাপেষ্ট্রি (tapestry)

বড় সুন্দর। শহরে একটি পুরাতন গির্জ্জা দেখিলাম; সেটিও বড় মনোরম। শহরের রাস্তা, লোক, বাড়ী সবই একটু নূতন ধরণের লাগিল। রাস্তা-ঘাটে প্রায় সকলেই ইতালীয় ভাষায় কথা কয়, তবে অনেকে ফরাসী বা ইংরাজী ভাষা বোঝে। মনে হইল আমরা যেন এশিয়াতেও নাই ইয়োরোপেও নাই যেন তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বের এশিয়া ও ইয়োরোপের কোন এক সন্ধিস্থলে হটাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। লোকদিগের বর্ণ গৌর কিন্তু ঠিক ইয়োরোপ-বাসীদের বর্ণের মত শ্বেত নয়। তাহাদের ভাব-ভঙ্গী, ধরণ-ধারণ, চালচলন ইয়োরোপীয় হইয়াও ঠিক যেন ইয়োরোপীয় নয় বলিয়া মনে হইল। এখানে রৌদ্রের তাপও প্রখর; অগষ্ট মাসে প্রায় আমাদের দেশের শীতকালের মত। দেখিলাম অনেকে নগ্নমস্তকে এবং অনেক বালক বালিকা নগ্নপদে রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে।

মণ্টা সিসিলি হইতে ৫৮ মাইল, আফ্রিকার উপকূল হইতে ১৮০ মাইল এবং সাইয়েদ বন্দর হইতে ৯৩৬ মাইল। এই দ্বীপটি ১৫৩০ সালে নাইট্‌স অব সেণ্ট্‌জন্সদের অধিকারে আসে এবং শীঘ্রই ইহা খৃষ্টধর্ম্মের একটি মুখ্য স্থল বলিয়া গণিত হয়। ১৫৬৫ সালে তুর্কীদিগের অবরোধ বিফল হয় এবং ১৮০০ সালে ইহা ইংরাজদিগের অধিকারে আসে। এই অধিকার ১৮১৪ সালের প্যারিসের সন্ধিতে স্বীকৃত হয়।

**মার্সেই**:—মণ্টা ত্যাগ করিবার দুইদিন পর অতি প্রত্যুষে আমরা মার্সেই পৌঁছিলাম। এইবার যথার্থই যে ইয়োরোপে আসিলাম তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর অবশ্য প্যারিস; মার্সেই জনসংখ্যায় তাহার পরই। ইহা ইয়োরোপের এক প্রধান ও প্রাচীন বন্দর। পুরাকালে ফিনিসিয়ানরা এই বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং এই স্থলে তাহাদের এক উপনিবেশ ছিল। বন্দরটি প্রকাণ্ড এবং ইহার তিনদিকে পর্ব্বত এবং একদিকে জল থাকায় বড় সুন্দর দেখায়। আমরা যখন এই বন্দরে পৌঁছাই তখন প্রভাত হয় নাই, বৈদ্যুতিক আলোকমালা শহর এবং বন্দরের গলে মুক্তার হারের মত শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। সকাল হইবামাত্র আমরা শহর দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে নামিলাম। প্রকৃত শহরটি বন্দর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। জাহাজ হইতে নামিবামাত্র কতকগুলি প্রদর্শক আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল।

আমরা কাহারও কবলে পড়িব না বলিয়া ট্র্যামে উঠিলাম। আমরা পাঁচজন ছিলাম, তাহা ব্যতীত আমাদের সহিত যুক্ত প্রদেশের একজন হিন্দু ও আর একজন মুসলমান মহিলাও ছিলেন। ট্র্যামে করিয়া যাইয়া আমরা শহরের সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা জনতাপূর্ণ রাস্তা রু কানিবেয়ার (Rue Cannibere) এ নামিলাম। এই রাস্তায় অনেক বড় বড় দোকান, অফিস, ব্যাঙ্ক, হোটেল আছে। এই রাস্তাটি ও ইহার নিকটবর্ত্তী গুটিকতক রাস্তা বড় সুন্দর। রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, ফুটপাথের উপর কাফে এবং বড় বড় দোকানে নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার এবং রাস্তায়, দোকানে, কাফেতে সর্ব্বত্রই শ্বেতাঙ্গ, সবই আমার নূতন লাগিল। এই সকল দেখিয়া চোখে যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। সব এত নূতন যে নূতনত্বটিও আমাদের মধ্যে সকলে হটাৎ উপলব্ধি করিতে পারিল না! কারণ ছেলেদের একজনকে সব কি রকম লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করাতে সে অম্লানবদনে উত্তর করিল "এমন আর কি!" সর্ব্বাপেক্ষা কিন্তু আমার আশ্চর্য্য লাগিল মার্সেই এর মেয়েদের ও মার্সেই এর রুটী! আমি আমার জীবনে কখন দলে দলে এমন স্থূলকায়, গোলাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ স্ত্রীলোক দেখি নাই। এরূপ একটি নয়, দুইটি নয় রাস্তার প্রায় অর্দ্ধেক স্ত্রীলোকই ঐ আকার ও আয়তনের। মাথায় তাহারা বরং ছোট কিন্তু কি ভীষণ মোটা ও বলিষ্ঠ! মোটা বলিয়া তাহারা মোটেই অথর্ব্ব নয়, কারণ তাহারা পণ্যসম্ভার পরিপূর্ণ বড় বড় ঝাঁপি হস্তে বাজার হইতে দ্রুতবেগে চলিতেছে দেখিলাম। মার্সেইর রুটীও এক অদ্ভুত সামগ্রী। সেগুলি আমাদের দ্বারবানদিগের লাঠির মত লম্বা ও তিনগুণ মোটা! কোন কোন রুটীর ভিতর রসে পাক করা পীচ্, নাসপ্যাতী, আপেল প্রভৃতি ফল থাকে। পথিকেরা তাহা ক্রয় করিয়া পথিমধ্যে খাইতে খাইতে চলিতেছে দেখিলাম! মনে হয় যে ঈদৃশ রুটী খাইয়াই বোধ হয় মার্সেই এর নারীরা এইরূপ বিশাল শরীর গঠন করিয়াছে। পরে দেখিলাম যে ফ্রান্সের অন্যান্য স্থলেও ঐ প্রকার রুটী পাওয়া যায়। ফরাসীরা রুটী ও লঘুমদ বড় বেশী খায় এবং সেইজন্য বোধ হয় যে যৌবন অতিক্রম করিবার পর তাহাদিগের অধিকাংশই স্থূলকায় হইয়া পড়ে।

মার্সেই এর রাস্তা দিয়া সাতজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি একত্রে চলাচল করিতে দেখিয়া তত্রস্থ লোকদের মধ্যে একটি চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেল। তাহার মধ্যে আবার আমরা তিনজন মহিলা শাড়ীপরা ও ওবারকোট বিহীনা

ছিলাম। রাস্তার লোকেরা চলিবার সময়ে সকলেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল এবং অনেকে আবার যাইতে যাইতে রাস্তায় দাঁড়াইয়া গিয়া আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এমন কি ট্র্যাম ও বাসের যাত্রীরাও আমাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল। তাহারা কিন্তু এরূপ হাসিমুখে, প্রসন্নভাবে, সরল দৃষ্টিতে আমাদের দেখিতেছিল যে তদ্দ্বারা আমাদের ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ ছিল না। মনে হইল—কি করিবে বাপু, এতজন কৃষ্ণকায় লোক এরূপ বিদেশী পোষাকে একত্রে তাহাদিগের রাস্তা দিয়া যাইতে তাহারা পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, তাই একটু দেখিয়া লইতেছে! তা দেখুক, ইহাতে আমাদের আর কি এমন ক্ষতি হইতেছে! আরও মনে হইল যেন তাহারা আমাদের সহিত আলাপ করিতে অত্যন্ত উৎসুক। কিছুক্ষণ এইরূপে বেড়াইবার পর আমরা এক কাফেতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। কাফেটি ফুটপাথেরই কিয়দংশ ঘিরিয়া। আমাদের দেখিবার জন্য তথায় শীঘ্রই ভীষণ ভীড় জমিয়া গেল। সেই জনতার মধ্য হইতে এক বৃদ্ধা তাহার কৌতূহল আর সংবরণ করিতে না পারিয়া আমাদের ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল "এৎ ভু শীনোয়া" অর্থাৎ "আপনারা কি চীন দেশবাসী"? আমার স্বামী তাহার উত্তরে যখন বলিলেন "নঁ, মাদাম, নু সম্ অ্যাঁদ্ব" "না, ম্যাডাম, আমরা ভারতবাসী" তখন তিনি একটু মৃদু হাস্য করিয়া "অ্যাঁদ্ব", "অ্যাঁদ্ব" বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

আমরা রাস্তায় তিন চারি ঘণ্টা বেড়াইবার পর জাহাজ ছাড়িবার সময় আগতপ্রায় জানিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল এবং কি কারণে জানি না ট্র্যামের এন্‌জিনে আগুন লাগিয়া গেল। এদেশের ট্র্যাম গাড়ীগুলি কলিকাতার ট্র্যাম গাড়ী অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। গাড়ীর এন্‌জিনে আগুন লাগাতে উত্তেজিত ফরাসী চালক ও কন্‌ডাক্টার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা যে কিরূপ লাফালাফি করিতে লাগিল তাহা বলিবার নয়। পরে আমরা সকলে সেই গাড়ী হইতে নামিয়া অপর এক ট্র্যামে করিয়া বন্দরে পৌঁছিলাম।

তিন মাস পরে দেশে ফিরিবার মুখে আমরা মার্সেইতে একদিন ছিলাম এবং এইবার শহরটি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া দেখিলাম। রাস্তাঘাটের নাম কিছুই জানি না। আমরা কোথায় যাইতে চাই তাহা ফরাসী ভাষায়

বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত বলিয়া আমরা যে কোন বাস বা ট্র্যামে উঠিয়া তাহার শেষ পর্য্যন্ত গিয়া আবার সেই রাস্তা দিয়া ফিরিয়া আসিতাম। আবার অন্যদিকের এক ট্র্যাম বা বাসে উঠিয়া তাহার শেষ পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপে আমরা শহরটির অধিকাংশই দেখিয়াছিলাম। বন্দরের নিকট এক পাহাড়ের উপর একটি প্রসিদ্ধ গির্জ্জা আছে। তাহাতে লিফ্‌টে করিয়া উঠিয়া তাহার উপর হইতে শহর, বন্দর ও সমুদ্রের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখিলাম। এই শহরের চিড়িয়াখানাও (Zoological Gardens) দেখিবার যোগ্য এবং তাহাও আমরা দেখিলাম।

**জিব্রল্‌টর :**—আমাদের জাহাজ সন্ধ্যার সময়ে মার্সেই ছাড়িল ও দুইদিন পরে জিব্রল্‌টর পৌঁছিল। তথায় পৌঁছিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সমুদ্র কোয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল, জাহাজ ক্রমাগত বংশীধ্বনি করিতে করিতে চলিল এবং নিকটে আর একখানি জাহাজের বংশীধ্বনিও শুনা যাইতে লাগিল। সমুদ্রে এরূপ ঘন কোয়াসা বড় বিপজ্জনক ; ইহাতে দুইখানি জাহাজের সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। অপর যে জাহাজখানি বাঁশী বাজাইতেছিল তাহা আমাদের নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমরা সেখানিকে দেখিতে পাইলাম না। সে জাহাজের লোকেরাও নিশ্চয় আমাদের দেখিতে পাইল না। সেইজন্য এরূপ ঘন কোয়াসা হইলে জাহাজের গতিবেগ অত্যন্ত কমাইয়া বংশীধ্বনি করিতে করিতে জাহাজ অগ্রসর হয়। আমাদের আরও অধিক ভয়ের কারণ ছিল এই যে আমরা বন্দরের অতি নিকটে আসিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে তোপ শুনা গেল। জিব্রল্টর বন্দর হইতে ঐ তোপধ্বনি করা হইতেছিল। কোয়াসার সময়ে বন্দরের নিকট-বর্ত্তী জাহাজগুলিকে সতর্ক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ তোপধ্বনি করা হয়। তখনও আমরা জিব্রল্টর পাহাড় দেখিতে পাই নাই। অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ থামিল, এবং কিছুক্ষণ পরে কোয়াসা যখন হঠাৎ অন্তর্হিত হইল তখন দেখিলাম যে আমরা জিব্রল্টর বন্দরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

জাহাজ হইতে জিব্রল্টর পর্ব্বতটি অতি মনোহর দেখায়। একদিকে জিব্রল্টর ও ইয়োরোপ, অপরদিকে সিউটা ও আফ্রিকা; একদিকে ভূমধ্যসাগর সরু হইয়া আসিয়াছে, অপরদিকে বিশাল আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর।

জিব্রল্টরের গৈরিক পাহাড় ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জল হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশে বন্দর, গাত্রে শহর ও শিখরে দুর্গ। আমরা মোটর চালিত নৌকা করিয়া বন্দরে নামিয়া একখানি ফিটন গাড়ী ভাড়া করিয়া নগর দেখিতে বাহির হইলাম। নগরটি ছোট ও সেখানকার রাস্তাগুলি অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশের রাস্তার ন্যায় অসমান ও সঙ্কীর্ণ, অনেক স্থলে গাড়ী করিয়া উঠা বা নীচে নামা যেন নিরাপদ নয় বলিয়া মনে হইল। নগরের বাড়ীগুলি অধিকাংশই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং নগরটিকে দেখিলেই মনে হয় যেন খুব শক্ত করিয়া বাঁধান। নগরের উপরে দুর্গ। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বারে এবং ভারতে গমনাগমন করিবার পথে প্রহরীস্বরূপ দণ্ডায়মান এই শৈল দুর্গের মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। এখানে ইংরাজ অধিকৃত দেশ অতি অল্প। ইংরাজেরা ভূমধ্যসাগর ও পূর্ব্বদেশে যাইবার পথ রক্ষা করিবার জন্য আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের এই প্রণালীর মুখে এই দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বত অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অর্থাৎ বিমানযানের সৃষ্টি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়া থাকিবে। পুরাকালে স্পেন মূরদের অধিকারে অনেকদিন ছিল এবং এখনও তাহাদের অধিকারের বহু স্মৃতি-চিহ্ন দক্ষিণ স্পেনে দেখা যায়। জিব্রল্টরে মূরদের এক পুরাতন কেল্লা আছে এবং তাহার ভিতর এক সুড়ঙ্গ আছে। জিব্রল্টরের সব দেখিয়া ফিরিবার সময়ে আমরা তথায় কিছু আঙ্গুর কিনিলাম। স্পেনদেশীয় বেগুনী রঙের আঙ্গুর যে কি বড় বড় ও কি সুস্বাদু তা না দেখিলে ও না খাইলে ধারণা করা যায় না। এখানে আঙ্গুরের দরও খুব কম।

জিব্রল্টর মার্সেই হইতে ৬৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত। জিব্রল্টর প্রণালীর পশ্চিম দ্বারে স্পেনে ট্রাফালগার অন্তরীপ ( Cape Trafalgar ) ও আফ্রিকায় স্পার্টেল অন্তরীপের ( Cape Spartel ) মধ্যে ব্যবধান ২৪ মাইল মাত্র। টারিফা ( Tarifa ) ও সাইরিস ( Cires ) এর মধ্যে ব্যবধান সাড়ে আট মাইল এবং জিব্রল্টরের দক্ষিণস্থিত ইয়োরোপা পয়েন্ট ( Europa-point ) ও আফ্রিকার উপকূলে স্থিত সিউটার মধ্যে ব্যবধান ১৩ মাইল প্রণালীটী লম্বায় ৩৬ মাইল। জিব্রল্টর লণ্ডন হইতে ১৩০০ মাইল দূরে।

**ক্যাসাব্লাঙ্কা** :—বৈকালে জিব্রল্টর ছাড়িয়া আমরা পরদিন সকালে

ক্যাসাব্লান্‌কায় ( Casablanca ) আসিলাম। ক্যাসাব্লানকা ফরাসী অধিকৃত মরক্কো দেশের একটী শহর। ফরাসী শহরটি সম্পূর্ণ নূতন, গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। মরক্কো আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে। ইহা ইয়োরোপের মত শীতপ্রধান দেশ নয়। গ্রীষ্মকালে এদেশ বেশ গরম হয়। সেইজন্য এদেশের বাড়ীগুলি অনেকটা আমাদের দেশের বাড়ীর ধরণের। এই কয় বৎসরের মধ্যে ফরাসীরা যে ক্যাসাব্লানকায় কিরূপ সুন্দর শহর নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চওড়া সোজা রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, আদালত, বাগান, ফোয়ারা, বীথিকা, নগরোদ্যান মর্ম্মর বা ধাতু মূর্ত্তি সবই এত সুন্দর ও সুকৌশলে ও সুরুচিপূর্ণভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে দেখিলে মনে হয় কোন আশ্চর্য্য অচিন্ত্যনীয় শক্তিতে—আলা-উদ্দিনের প্রদীপের মত—শক্তিমান না হইলে কোন জাতি এত অল্পকাল মধ্যে এমন মনোরম একটি শহর সৃষ্টি করিতে পারে না। শহরটি বিশেষ বড় নয় কিন্তু প্রায় দুই শত বৎসরে আমরা রত্নপ্রসবা ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা নগরে যে শ্রী ও সৌন্দর্য্য আনিতে পারি নাই ফরাসীরা অনুর্ব্বরা মরক্কোর এক প্রান্ত কয়েক বৎসর মাত্র অধিকার করিয়া তথায় সেই শ্রী ও সেই সৌন্দর্য্য দুই হাতে ছড়াইয়া দিয়াছে। এইজন্য ফরাসীদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আধুনিকভাবে গঠিত কন্‌ক্রিটের অনেক বাড়ী এখানে আছে। সেগুলির পরিকল্পনা এমনই সুন্দর যে কলিকাতা নগরে সেরূপ বাড়ী আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। ফরাসীরা যে দেশে যখন রাজত্ব স্থাপন করে সেই দেশকে তাহারা রূপে রঙে সুন্দর করিয়া তোলে। আলজীরিয়াতে ইহাদের কীর্ত্তিকাহিনী অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সব সত্য হয় তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ফরাসীদিগের ঔপনিবেশিক শাসন ইংরাজদিগের ঔপনিবেশিক শাসন অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা কম কার্য্যকরী নয় বরং অনেক বিষয়ে ফরাসীরা এ কার্য্যে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছে। তবে মিঃ ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান (Campbell Bannerman ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য—সম্পূর্ণ সত্য—যে সুশাসন স্বায়ত্তশাসনের স্থান কখনই অধিকার করিতে পারে না। ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষ আজ প্রায় দুইশত বর্ষ অতিবাহিত করিল, কিন্তু এখনও তাহার শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য, শতকরা আট জন মাত্র লোক লিখিতে ও পড়িতে পারে। এক ম্যালেরিয়া রোগেই কত লোক একা বাঙ্গলাদেশে প্রতি

বৎসর মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে! তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ফরাসীরা ঠিক টাকা আনা পাই লাভ লোকসান হিসাব করিয়া রাজত্ব করে না। এইজন্যই ইংরাজেরা ফরাসীদিগের ঔপনিবেশিক শাসন অসফল—প্রষত্ন বলিত।

ক্যাসাব্লানকার অধিবাসীরা আরব ও মূরদেশীয় লোক এবং ধর্ম্মে মুসলমান। তাহাদের গাত্রের রং গৌরবর্ণ তবে অবশ্য ইয়োরোপীয়দের মত নয়। আমরা আরব বাজারে যাইয়া তথায় কিছু দ্রব্য ক্রয় করিলাম। এখানকার বাজার আমাদের দেশের বাজারেরই মত। একসঙ্গে সাতজন ভারতবাসী দেখিয়া বাজারের লোকেরা আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আমরা গাড়ী করিয়া কয়েক ঘণ্টা ঘুরিয়া শহরে যাহা দেখিবার তাহা সব দেখিয়া জাহাজে ফিরিয়া গেলাম।

মরক্কো ছাড়িয়া ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাদের জাহাজ অন্য কোন দেশে লাগে নাই। তবে আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া ইংল্যাণ্ডের পথে আসিবার সময়ে পোর্ত্তুগালের ধার দিয়া আসিলাম এবং পর্ত্তুগালের উপকূলস্থিত ছোট ছোট অনেক গ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখিতে দেখিতে আসিলাম। তাহার পর বিস্কে উপসাগরে (Bay of Biscay) পড়িয়া স্থল অদৃশ্য হইল। এই বিস্কে উপসাগরে জাহাজ বড় দোলে শুনিয়াছিলাম কিন্তু আমরা সমুদ্রের তেমন কিছু অশান্ত ভাব দেখিলাম না।

**প্লিমাথ্**:—ক্যাসাব্লানকা হইতে ছাড়িবার তিন দিন পর আমরা প্লিমাথে পৌঁছিলাম। এখানে কয়েকজন যাত্রী নামিয়া গেল কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সহিত আমার এই প্রথম আলাপ জাহাজ হইতেই হইল, আমরা আর তীরে নামিলাম না। জাহাজ হইতে প্লিমাথের দৃশ্য মনোহর। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় এবং তাহাদের গায়ে উপরে নীচে ও পাদদেশে, মাঠে, সুন্দর সবুজ ঘাস ও গাছপালা, তলে সমুদ্র, সব মিলিয়া স্থানটিকে অতি স্নিগ্ধ ও সুরম্য করিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে বাড়ীগুলি ও তৎসংলগ্ন শ্যামল ক্ষেত্রে মেশ ও গাভীগুলি বিচরণ করিতেছে; চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব যেন ছবির মত দেখাইতেছে। এখানে বিশেষ কোন সৌন্দর্য্যের দৃশ্য না থাকিলেও যাহা আছে সবই নয়নপ্রীতিকর, নয়নস্নিগ্ধকর। দেখিয়াই মনে হয় যে এদেশে যেন চির-শান্তি বিরাজ করিতেছে।

প্লিমাথে জাহাজ তিন ঘণ্টা মাত্র ছিল এবং তাহার পর আমাদের জাহাজ ইংলিশ চ্যানেল দিয়া লণ্ডনাভিমুখে যাইতে লাগিল। এই চ্যানেলে সমুদ্র অত্যন্ত অশান্ত ছিল এবং জাহাজ খুবই দুলিতেছিল। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, সমুদ্র ও সৈকতভূমি চতুর্দ্দিকে ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত এবং যাত্রীরা ওবারকোট পরিধান করিয়াও শীতে কাঁপিতেছিল। আমরা যতই লণ্ডনাভিমুখে যাইতে লাগিলাম সমুদ্র ততই অশান্ত হইতে লাগিল। পর দিন সকালে উঠিয়া দেখি যে জাহাজ এতই দুলিতেছে যে ডেকে দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। আমাদের একটি পুত্র বলিল যে রাত্রিতে সমুদ্র এত অধিক অশান্ত হইয়াছিল যে সে তাহার বিছানা হইতে প্রায় পড়িয়া গিয়াছিল। সকালে কুজ্ঝটিকা এত অধিক হইল যে এলবিয়নের (Albion) তীরস্থিত শাদা খড়ির পাহারগুলি কোয়াসার মধ্য দিয়া যেন শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত প্রেতাত্মার মত দেখাইতেছিল। ক্রমশঃ ডোবর ও ডোবর কাস্‌ল্‌ পার হইয়া ভীষণ দুলিতে দুলিতে অবশেষে জাহাজ টেম্‌স্‌ নদীর ভিতর প্রবেশ করিল। নদীর মধ্যেও তখন বেশ কোয়াসা ছিল তথাপি নদীর উভয়তীরে হরিৎ বর্ণের ক্ষেত্রসমূহ, জলে বড় বড় জাহাজ, লঞ্চ, নৌকা ক্রমশঃ দেখা গেল এবং কিছু পরে নদীতীরে অনেক ঘর-বাড়ীও দেখা গেল। যদিও নদীতে কোয়াসা ও আকাশ অন্ধকার তথাপি আমরা যে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বন্দরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি তাহার কোন সন্দেহ রহিল না। ক্রমশঃ জাহাজ, লঞ্চ, নৌকা ও ঘর-বাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে আমাদের জাহাজ বৈকাল ৪টার সময় টিলবেরী ডকে (Tilbury Dock এ) যাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং এইখানে আমাদের তিন সপ্তাহব্যাপী সমুদ্রযাত্রা শেষ হইল।

**টিল্‌বেরী ডক (লণ্ডন)**:—জাহাজ ডকে লাগিবার পূর্ব্ব হইতেই জাহাজের সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জাহাজের চারিদিকে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, জাহাজের খোল হইতে ডেকে মাল তুলিতেছে। সেই পর্ব্বতপ্রমাণ মাল জাহাজ হইতে কাষ্টম্‌স্‌ হাউসে (Customs House এ) লইয়া গিয়া তথায় যাত্রীদিগের পদবীর প্রথম অক্ষর অনুসারে সাজাইতে প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় লাগিল। সমস্ত মাল সেখানে নামান হইবার পর আমরা জাহাজ হইতে নামিলাম এবং তাহার পর কাষ্টম্‌স্‌ অফিস হইতে

আমাদের মাল খালাস করিয়া তথা হইতে লণ্ডনের জন্য ট্রেন ধরিলাম। ষ্টেশনটী কাষ্টম্‌স্ হাউসের সংলগ্ন ছিল।

**জাহাজের সহযাত্রীদের কথা**:—জাহাজে যে ১৯ দিন ছিলাম, তথায় কি রকম ছিলাম, কি দেখিলাম তাহা জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বেই বলি এবং আমার চারিবার যাতায়াতের অভিজ্ঞতাও এক সঙ্গেই বলি। প্রথমবার বোম্বাই হইতে লণ্ডন আসিতে জাহাজে ১৯ দিন ছিলাম, দ্বিতীয়বার মার্সেই হইতে বোম্বাই যাইতে ১৪ দিন, তৃতীয়বার বোম্বাই হইতে মার্সেই আসিতে ১৩ দিন এবং চতুর্থবার লণ্ডন হইতে বোম্বাই যাইতে ২০ দিন ছিলাম। প্রথমবার বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি কখন সমুদ্রের জাহাজে পদার্পণ করি নাই। সেই হেতু বোম্বাই হইতে জাহাজে উঠিয়া জাহাজের ক্যাবিন, অন্যান্য ঘর সকল, আসবাবপত্র, লোকজন সবই নূতন লাগিল। তবে যাত্রীরা প্রায় সকলেই ইয়োরোপীয় হইলেও তাহাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন আমার কিছুই নূতন লাগিল না কারণ এ সমস্ত আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। প্রথম দুই একদিন যাত্রীদিগের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই তবে দুইদিন যাইতেই দেখিলাম যে তাহাদের মধ্যে দল বাঁধিতে আরম্ভ হইয়াছে। সকালে প্রথম দেখা হইলে পরস্পর প্রাতঃপ্রণামাদি সম্ভাষণ সত্ত্বেও বন্ধুত্ব শেষ পর্য্যন্ত দুই চারি জনের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। কয়েকজন ছিল যাহাদের সহিত কখন কাহারও বিশেষ আলাপ হইল না। তাহারা একাকী ডেকে বেড়াইয়া বেড়াইত বা তথায় চেয়ারে বসিয়া বই পড়িত। জাহাজের ডেকে সর্ব্বদাই কেহ না কেহ বেড়াইত তবে সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে প্রায় সকলেই বেড়াইত। কয়েটস্, ডেক্ টেনিস্ ও দূর হইতে কাঠের টবের মধ্যে দড়ির বিঁড়া ছুঁড়িয়া ফেলা খেলা যাহার যখন ইচ্ছা হইত খেলিত। আমাদের সহিত যাত্রীদিগের আলাপ পরিচয় হইতে চারবারই একটু দেরী হইয়াছিল। জাহাজে উঠিবার দুই একদিন পর হইতে অনেকে আমাদের প্রাতঃপ্রণাম করিত এবং তাহার পর পাঁচ ছয় জনের সহিত মাঝে মাঝে প্রায় কথাবার্ত্তা ও দুই তিন জনের সহিত বিশেষ আলাপও হইল। ইংরাজেরা স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, এমন কি তাহারা তাহাদের স্বদেশবাসীদের সহিতও শীঘ্র আলাপ করিতে চায় না। আমরা

যদি আলাপ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতাম তাহা হইলে অনেকের সহিত নিঃসন্দেহ শীঘ্রই আলাপ হইত। তবে কে আলাপ করিতে ইচ্ছুক কে অনিচ্ছুক তাহা প্রথমে সহজে বোঝা যায় না ; আমরা প্রথমবারে পাঁচজন, দ্বিতীয়বারে চারিজন ভারতীয় ছিলাম, সুতরাং আমাদের মধ্যেই বেশ একটি দল হইয়াছিল বলিয়া বিশেষ আগ্রহ না দেখিলে আমরা কাহারও সহিত আলাপ করিতাম না। যাহা হউক যাত্রীদিগের নিকট হইতে আমরা কোনবার কোন প্রকার মন্দ ব্যবহার পাই নাই ; আশা করি আমরাও কোন মন্দ ব্যবহার করি নাই, সকলের মধ্যেই বেশ একটি সদ্ভাব ছিল।

আমার প্রথমবার যাত্রায় তিন চারিজন ভিন্ন অন্য মেয়েদের চালচলন মন্দ লাগে নাই। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সিগারেট খাইত এবং সেটা যদিও দেখিতে আমার অত্যন্তই খারাপ লাগিত তথাপি দৃশ্যটি আমার কাছে নূতন না হওয়াতে তাহা দেখিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হই নাই। তবে তিন চারিজন স্ত্রীলোক যখন লাল পায়জামা পরিয়া ও পৃষ্ঠদেশ প্রায় কটি পর্য্যন্ত অনাবৃত করিয়া ডেকে আসিয়া বসিত ও সকলের সহিত মিশিত তখন সেই বিসদৃশ পরিস্থিতি আমাকে সত্যই আঘাত করিত। বোম্বাই হইতে দ্বিতীয় যাত্রায় দেখিলাম যে অনেক মেয়েরা ব্লাউজের পরিবর্ত্তে আঁট গেঞ্জি ও স্কার্টের বদলে ইজের পরিধান করিয়া সমস্ত দিন ডেকে বেড়াইতেছে। কোন কোন রমণী আবার স্নানের পোষাকের উপর ড্রেসিং গাউন না পরিয়া ডেকে আসিয়া সকলের সহিত গল্প করিত। কখন কখন দুই একজন মহিলা স্নানান্তে ভিজা স্নানের পোষাক পরিয়াই গাত্রোপরি অন্য কোন আবরণ না দিয়া মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ও হাতে মদের গেলাস লইয়া পুরুষদের সহিত আলাপ করিত। শুনিয়াছি যে গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইয়োরোপে নারীদের লজ্জাহীনতার প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালে ইয়োরোপে আজকাল যে পোষাক পরে, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরে, তাহা গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা পরিতে ইচ্ছাও করিত না, সাহসও করিত না। আমি এই দুই বৎসর স্ত্রীলোকদিগের পোষাকের দিক দিয়া নির্লজ্জতার যে বিস্তার দেখিলাম তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ইয়োরোপীয় মহিলাদিগের সন্ধ্যাকালীন পোষাক কখন আমার চোখে ভাল লাগিত না। কিন্তু দিবাভাগে তাহারা যে পোষাক পরিধান করিত তাহা মন্দ ছিল না। এমন এক সময় ছিল আমিও জানি যখন কোন ভদ্র মহিলার স্কার্ট যদি অসাবধানতাবশতঃ তাহার

পায়ের গাঁটের উপর উঠিয়া যাইত অথবা যদি তাহার পায়ের মোজার কয়েক ইঞ্চি দেখা যাইত তাহা হইলে অন্য মহিলারা তাহাকে তিরস্কার করিত। কিন্তু জাহাজে এতজন মেয়েত উপরে গেঞ্জি বা সোয়েটার এবং নীচে ইজের পরিয়া ডেকে বেড়াইতেছিল, এতজন মেয়েত রাত্রির পায়জামা পোষাক, অথবা স্নানের পোষাক পরিধান করিয়া ডেকে বেড়াইতেছিল তাহাতে ত কেহ কোন আপত্তি করিল না। মাথায় ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, হাতে সিগারেট, পরনে গেঞ্জি ও পায়জামা, সকলের সম্মুখে রাত্রির পোষাক বা স্নানের পোষাক পরিয়া বাহির হওয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীজাতি যে সকল গুণে গৌরবান্বিত তার সেই কোমলতা, মর্য্যাদা ও লালিত্য চিরদিনই এইরূপ স্বাধীনতার গণ্ডীর বাহিরে বিরাজ করিবে। এই সকল গুণকে বিসর্জ্জন দিয়া যদি স্ত্রী-স্বাধীনতা লাভ করিতে হয় তাহা হইলে সে স্বাধীনতার মূল্য অতি হীন, অতি তুচ্ছ। পুরুষের বেশ ও চালচলন অনুকরণ করিলে স্ত্রীলোককে যে পুরুষের চক্ষে বিশ্রী কদর্য্য দেখায় তাহা সে কিরূপে বিস্মৃত হয় তাহা জানি না। এ বিষয়ে জাহাজে দুই চারিটি ইংরাজ মহিলার সহিত আমার কিছু কথোপকথন হয়। তাহারা যখন আমাকে বলিত তোমাদের শাড়ী কি সুন্দর, কি সুন্দররূপে তোমাদের দেহকে আবৃত করে তখন আমি তাহাদিগকে বলিতাম যে ইহা তোমাদিগের আন্তরিক মত হইতে পারে না এবং জিজ্ঞাসা করিতাম যে তোমাদের মেয়েরা যে ইজের বা পায়জামা পরিয়া বেড়াইতেছে সেটা তোমাদের কিরূপ লাগে। ইহার উত্তরে তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিত যে তাহাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আজকাল যেরূপ নির্লজ্জভাবে বেশভূষা করে তাহা তাহারা আদৌ পছন্দ করে না। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহারা তাহাদের মনের ভাব এত গোপন রাখে কেন? আমাদের দেশে বহু কুপ্রথা আছে, সেগুলি মন্দ জানিয়াও বন্ধ করিতে আমরা চেষ্টা করি না বা মুখে প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করি না বলিয়া অনেক বিদেশী লোকে আমাদের দোষ দেয়। তাহারা বলে যে ইয়োরোপীয়রা যখন নিজেদের মধ্যে কোন কুপ্রথা বা অসঙ্গত আচার-ব্যবহার দেখে তখন তাহা বন্ধ করিতে না পারিলেও তাহার বিপক্ষে তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে। কিন্তু আমরা এতই অন্ধ বা এতই নির্জীব যে হয় কুপ্রথা বা কুসংস্কার চোখে দেখিতে পাই না বা দেখিয়াও দেখি না বা তাহার কোন প্রতিকার করিতে চেষ্টা করি না। ইহা যদি সত্য

হয় তাহা হইলে ইয়োরোপে মেয়েরা আজকাল যে বেশভূষা, ধরণ-ধারণ, চালচলন,অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা কি সকলে অনুমোদন করে ? আমি ত তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বিশেষ আপত্তি করিতে শুনি নাই।

জাহাজে আর একটি দৃশ্য দেখিলাম যাহা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। মেয়ে পুরুষে একসঙ্গে স্নান করার প্রথা। নিম্ন ডেকে একটি ক্যানভাসের সন্তরণাধার ছিল এবং সেখানে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের স্নানের বিভিন্ন সময় নিরূপণের বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকা সত্ত্বেও সেখানে সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষ একত্রে স্নান করিত। আমাদের দেশে নদীতে অথবা পুষ্করিণীতে মেয়ে পুরুষদের স্নানের ঘাট ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনেকস্থলে ঐরূপ পৃথক স্থান নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এক ঘাট হইতে অন্য ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য অনেকে "দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া"র জন্য আমাদের নির্লজ্জ বা অসভ্য বলিত। আর একই স্নানাধারের মধ্যে মেয়ে পুরুষের একত্রে অপর স্ত্রী-পুরুষদিগের সম্মুখে স্নান করা কি সভ্যতার পরিচায়ক ?

জাহাজে আর একটি কুরীতির পরিচয় পাইলাম এবং সেটিও আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। মদ্যপান আমাদের মধ্যে যতটা ঘৃণার কাজ বলিয়া বোধ হয় ইয়োরোপীয়দের মধ্যে ততটা নয় তাহা আমি জানিতাম কিন্তু সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যা আগত হইলে মদ্যপান করা ইয়োরোপীয়দের রীতি ইহাও জানিতাম। অবশ্য তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিনে ভোজনের সহিত মদ্যপান করে। জাহাজে কিন্তু দেখিলাম অনেক মেয়ে পুরুষ বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব হইতে মদ্যপান করিতেছে। অবশ্য কেহ কখন মাতাল হয় নাই সত্য কিন্তু দ্বিপ্রহর না হইতেই মদের গ্লাস হাতে লইয়া মেয়ে পুরুষকে সঙ্গীতকক্ষে বা ধূমপানাগারে বাক্যালাপ করিতে বা তাস খেলিতে দেখিতাম। এই দৃশ্য আমার আদৌ ভাল লাগিত না। বোধ হয় জাহাজের যাত্রীদিগের মধ্যে কাহারও কোন কাজ থাকে না বলিয়া মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়া যায়। অবশ্য সকলে খুব বেড়াইত, খেলা করিত এবং অন্য প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করিত এবং মাতাল হইব বলিয়া কেহ মদ্যপান করিত না।

জাহাজে প্রায় প্রতি রাত্রিতে নাচ হইত এবং এক এক রাত্রিতে "ফ্যানসি ড্রেস বল" হইত। ইয়োরোপীয় মেয়ে পুরুষদের নাচ আমি পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছিলাম, জাহাজে এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন নহে। তথাপি আমি

এ প্রথা অদ্যাবধি অনুমোদন করিতে পারিলাম না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যখন নাচে তাহা দেখিতে মন্দ লাগে না কিন্তু বয়স্ক স্ত্রীপুরুষদের একত্র নাচের মধ্যে আমি কোন শোভা-সৌন্দর্য্য বা কলা-কৌশল দেখিতে পাই না। দ্বিতীয়বার বিলাতে আসিবার সময়ে জাহাজে একদল আমেরিকান যাত্রী আমাদের সহিত আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল, তাহার বয়স ৬৫ বৎসরের একদিনও কম হইবে না। সেই বৃদ্ধা মুখে রং মাখিয়া, ঠোঁটে লিপস্টিক্ দিয়া, চোখে সুর্ম্মা দিয়া যখন নাচিত তখন তাহাকে কিরূপ কুৎসিৎ ও কদর্য্য দেখাইত তাহা সহজেই অনুমেয়। আর বোধ হয় সে প্রত্যেক নাচেই নাচিত। আশ্চর্য্য তাহার ক্ষমতা! কারণ নাচে যে বেশ কিছু শারীরিক পরিশ্রম হয় তাহা বলা বাহুল্য। আশ্চর্য্য তাহার প্রকৃতি! আরও আশ্চর্য্য পাশ্চাত্য সমাজের প্রবৃত্তি যাহা এরূপ আচার-ব্যবহারকে উৎসাহ দান করে—অন্ততঃ সহ্য করে! বৃদ্ধাদের বয়সের সহিত কি গাম্ভীর্য্য আসে না বা স্ফূর্ত্তির উৎসাহ কমে না?

জাহাজে খাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম শ্রেণীতে অপর্য্যাপ্ত ও নানাবিধ খাদ্য অনেকবার করিয়া দেয়। সকালে ছয়টা অথবা সাড়ে ছয়টার সময়ে চা বা কফি, নেবু বা অন্য কোন ফল, বিস্কুট ক্যাবিনে দিয়া যায়; ইহা হইল বেড্‌টী (Bed tea)। আটটার সময়ে প্রাতরাশ, এগারটার সময়ে ডেকে বসিয়া আইসক্রীম বা বীফ্‌টী, একটার সময়ে মধ্যাহ্নভোজন, সাড়ে চারিটার সময়ে চা বিস্কুট, কেক ইত্যাদি, সাতটার সময়ে শেষ ভোজ, ডিনার। সমুদ্রের হাওয়ায় বোধ হয় লোকের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কারণ কাহাকেও কোন আহারের সময়ে অল্প পরিমাণে খাইতে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না!

জাহাজে অনেক শিশু ছিল; তাহাদের দুই চারিজনের আয়া ছিল, অনেকের ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহাদের মধ্যে কাহাকেও আমি কখনও কাঁদিতে শুনি নাই, কোন প্রকার উপদ্রব করিতে দেখি নাই। ভদ্রবংশীয় ইয়োরোপীয় শিশুরা বড় সুন্দর শিক্ষা পায়, শৈশব হইতেই ইহারা নিয়মানুবর্ত্তীতা শিক্ষা করে। জাহাজে শিশুদের বৈকালে ৫ টার সময়ে নৈশ ভোজ হইত। তাহার পর ৬টা হইতে তাহাদের মায়েরা বা আয়ারা তাহাদিগকে ক্যাবিনে বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিত। অত শীঘ্র অবশ্য সকল শিশু ঘুমাইয়া পড়িত না কিন্তু তাহাদিগের আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাইত না, বিছানায় বসিয়া খেলিতে খেলিতে তাহারা ঘুমাইয়া

পড়িত। আহা! তখন তাহাদের দেখিয়া আমার মন কেমন করিত! তাহাদের মায়েরা ডিনার বা নাচের পর রাত্রি ১১টা, ১২টার আগে বড় একটা ক্যাবিনে ঢুকিত না। ইয়োরোপীয় মায়েরা তাহাদের শিশু-সন্তানদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেয় তাহাতে তাহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ইয়োরোপীয় মায়েদের স্বার্থত্যাগের বা অপত্য-স্নেহের প্রশংসা করি না।

জাহাজে কখন কখন হঠাৎ বিপদ হইলে কি করিতে হইবে তাহার মহলা দেওয়া হইত। একদিন বৈকালে জাহাজের ডেকে বসিয়া আছি এমন সময়ে হঠাৎ চারিদিক হইতে বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলাম। কি ব্যাপার হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই দেখি যে চারিদিক হইতে জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা জীবনরক্ষী জ্যাকেট পরিয়া ডেকে আসিতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম যে ইহা "ফায়ার ড্রিল" ( fire drill ) এর মহলা এবং তৎক্ষণাৎ ক্যাবিনে যাইয়া আমার জীবনরক্ষী জ্যাকেট পরিয়া ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজে কোন বিপদ ঘটিলে নাবিকেরা কে কোন স্থানে থাকিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত থাকে। যাত্রীরা ডেকের উপর সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলে জাহাজের একজন কর্ম্মচারী প্রত্যেক যাত্রীর জীবনরক্ষী জ্যাকেট ঠিক বাঁধা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিল। ঠিক না হইলে, এমন কি কোন একটা গ্রন্থি ঠিক যেরূপ বাঁধা উচিত ঠিক সেরূপ বাঁধা না হইলে জাহাজের কর্ম্মচারী তাহা খুলিয়া দিয়া নিজ হস্তে ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিল। মধ্যে মধ্যে নৌকা ব্যবহারের মহলাও হইত অর্থাৎ হঠাৎ ঘণ্টা বাজিলে নাবিকেরা আপনাপন পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত নৌকায় যথাস্থানে দাঁড়াইয়া নৌকাগুলিকে উপর হইতে জলের অতি নিকট নামাইত এবং পরে আবার যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া দিত।

যাত্রীদিগের জাহাজে বিশেষ কোন কাজ না থাকায় কিছুদিনের মধ্যে তাহাদের একঘেয়ে বোধ হইতে থাকে। দিনের পর দিন একই কর্ম্মতালিকা —খাওয়া, বেড়ান, পড়া ও ঘুমান। তবে সমুদ্রের কি এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তি আছে—যখন মনে অবসাদ আসে তখন সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে শীঘ্রই সেভাব দূরীভূত হয়। জলের রঙের, তরঙ্গের নৃত্যের, মেঘের খেলার সততই পরিবর্ত্তন হয়, আর যদি কখনও আকাশে পাখী

বা জলে মাছ দেখা যায় বা দূরে জাহাজ যাইতেছে দেখা যায় তাহা হইলে মন কি রকমই না প্রফুল্ল হয়। যাহাদের শরীর খারাপ বা বিশ্রাম আবশ্যক তাহাদের সমুদ্র যাত্রা আরও ভাল লাগে। যাত্রার শেষে কিন্তু সকলেই স্বস্তি বোধ করে এবং আমরা প্রায় তিন সপ্তাহ জলে থাকিবার পর জাহাজ হইতে যখন স্থলে নামিলাম তখন অত্যন্তই স্বস্তিবোধ করিলাম।

দ্বিতীয়বার বিলাতে আসিবার সময়ে জাহাজে যে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা এই স্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এইবার আমাদের জাহাজে অনেক আমেরিকান পর্য্যটক ছিল। তাহাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক নবোঢ়া দম্পতি মধুযামিনী উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুই তিন দিনের অসুখে লোহিত সাগরে যখন খুব গরম হয় তখন যুবকটি মারা যায়। এই খবর শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। নবপরিণীতা যুবতী স্ত্রীর কথা আমার মনে বার বার উদয় হইল, মনে হইল বিবাহের এত অল্প দিনের মধ্যে তাহার কি দশা হইল, কি সর্ব্বনাশ না ঘটিল! তাহার পরদিন দ্বিতীয় শ্রেণীর এক মহিলা যাত্রী আমার কাছে গল্প করিল যে যুবকটি মারা যাইবার পর তাহার স্ত্রী ক্যাবিন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে ও জাহাজের চাকরেরা যুবকের মৃত দেহ ক্যাবিনের জানালা দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। অবশ্য আমরা কেহ তাহা দেখিতে পাই নাই। আমার বন্ধুটি আরও বলিল যে ঐ যুবকের বিধবা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সেই দিনই সকলের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দিয়াছিল এবং বৈকালে ব্রিজ্ খেলাতেও বিরত ছিল না। তবে রাত্রিতে ডিনার খাইতে সে ভোজনাগারে যায় নাই। সেই দিন রাত্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রত্যহ যেরূপ নাচ হইত সেইরূপ নাচ হইল, তাহা বন্ধ হইল না। পরে জাহাজ সাইয়েদ বন্দরে পৌছিলে সেই বিধবা রমণীটি এক বিমান-পোতে উড়িয়া চলিয়া গেল। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার দুঃখ ঘৃণায় পরিণত হইল।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## লণ্ডনের হোটেল ও বোর্ডিংহাউসে

**টিলবেরি ডক হইতে লণ্ডন** :—টিলবেরি ডক হইতে লণ্ডনের সেণ্ট প্যান্‌ক্রাস্ ষ্টেশন পৌছিতে রেলে এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিল। আসিতে আসিতে পথে অনেক মাঠ, তরকারির ক্ষেত, গোলাবাড়ী ও ছোট ছোট গ্রাম পড়ে। বিলাতি কৃষকেরা ইজের, শার্ট, ওয়েষ্ট কোট পরিয়া টুপি মাথায় দিয়া বড় বড় অশ্বচালিত লাঙ্গল দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে বা ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে—এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন লাগিল। কোট অনেকের গায়ে ছিল না, টাই কেহই পরে নাই। গ্রামের রাস্তা, ঘর-বাড়ী, আমাদের দেশের গ্রামের রাস্তা, ঘর-বাড়ী, হইতে একেবারে অন্যরকম, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক রাস্তায় প্রায় সকল বাড়ী এক ধরণের—এ দৃশ্যও আমার নূতন লাগিল। জানালায় কবাট নাই, কেবল কাচের সার্সি। যাহার যেমন বাড়ীই হউক না কেন অতি সাধারণ লোকেরও বাড়ীর জানালাতে শাদা লেশের পর্দ্দা ঝুলিতেছে। এটাও চোখে বড় আশ্চর্য্য লাগিল। যে ট্রেণে যাইতেছিলাম সেটাও নূতন লাগিল, কারণ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেও অতি সুন্দর ট্যাপেষ্ট্রির আসন, অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

এক ঘণ্টা পরে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে তখন আমরা লণ্ডনের সেণ্ট প্যান্‌ক্রাস্ ষ্টেশনে পৌছিলাম। আমরা যে ট্রেণে আসিলাম তাহা কেবল আমাদের জাহাজের যাত্রীদিগের জন্য। ইহা হইতে অনেক লোক নামিল, ততোধিক মালপত্র, শীঘ্র প্ল্যাট্‌ফরম মালে ভরিয়া গেল। আমাদের একজন কুটুম্ব আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তাহাকে বলিলাম যে আমাদের সহিত অনেক মাল আছে, আমাদের পাঁচজনের ছোট বড় লইয়া অন্ততঃ কুড়িটি মাল হইবে, কয়জন কুলী ও কয়খানা গাড়ী আবশ্যক হইবে জানি না। সে বলিল একজন কুলী হইলেই হইবে এবং পরে মালের পরিমাণ দেখিয়া কয়খানা গাড়ী আবশ্যক হইবে ঠিক করা যাইবে

এদেশে ট্রেণে ব্রেকভ্যানে মাল দিলে তাহার কোন রসিদ দেয় না! সে যাহা হউক ঐ একটি কুলীর সাহায্যে অতি শীঘ্রই আমাদের সব মাল একত্রে জড় করা গেল। পরে ঐ কুলী সব মাল—তাহার মধ্যে কতকগুলি খুব বড় ও ভারী—তুলিয়া একটি ট্যাক্সিতে বোঝাই করিয়া আমাদের খবর দিল যে সব প্রস্তুত ও ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছে। গিয়া দেখি যে আমাদের সব মালপত্র একটিমাত্র ট্যাক্সিতে বোঝাই হইয়াছে এবং ঐ ট্যাক্সিতে আমাদের পাঁচজনের বসিবার স্থানও আছে! ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ ঐ মাল ও আমাদের লইয়া কলিকাতার বাড়ী হইতে ষ্টেশনে যাইতে তিনখানি মোটরগাড়ী ও একখানি ঘোড়ার গাড়ীর আবশ্যক হইয়াছিল। মাল বেশী হওয়াতে আগের রাত্রিতে তিন চারিজন চাকর বাড়ীর দ্বিতল হইতে তাহা নীচে নামাইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তখন ও তাহার পরদিন গাড়ী বোঝাই করিবার সময়ে কি গোলমাল, কি চিৎকার না চাকরেরা করিয়াছিল! আর আজ লণ্ডনের ষ্টেশনে একজন মাত্র কুলী একটিমাত্র ট্যাক্সিতে এই সব মাল নিঃশব্দে ট্রেণ হইতে নামাইয়া বোঝাই করিয়া দিল। আর সেই ট্যাক্সিতেই আমাদের পাঁচজনের স্থান সঙ্কুলান হইল! এটা আমাদের অতি অদ্ভুতকাণ্ড বলিয়া মনে হইল। বিলাতের ট্যাক্সিগুলি খুব বড় বটে তবে শুনিয়াছি বিলাতের ট্যাক্সি দেখিয়া আমেরিকানরা হাসে ও বলে সেগুলি বন্যার পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল! সে যাহা হউক এদেশের লোকদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। কুলীটাকে দুই শিলিং দিতে সে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

**লণ্ডনের হোটেল:**—আমাদের হোটেলে পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি ৯টা বাজিল। তখন ডিনারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই হেতু সেই রাত্রি আমাদের ঠাণ্ডা মাংস খাইয়া শুইতে হইল। ঠাণ্ডা মাংস খাওয়া আমার অভ্যাস না থাকায় আমায় সে রাত্রি প্রায় অনাহারে থাকিতে হইল। হোটেলটি একজন ভারতবাসীর। ইহা লণ্ডনের এক অতি ভদ্রপল্লীতে অবস্থিত। ইহার ঘরগুলি বেশ বড় বড় ও মন্দ সাজান নয়, তবে খাদ্য তেমন ভাল নয় এবং হোটেলটি আরও একটু পরিষ্কার হইলে ভাল হইত। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেকের জন্য আমাদের তিন গিনি করিয়া দিতে হইল। বৈকালে

হোটেলে চা খাইলে তাহার জন্য দাম আলাদা দিতে হইত। আমাদের এই ভারতীয় হোটেলসত্বাধিকারী একজন অতি কর্ম্মকুশল ব্যক্তি। তিনি যখন প্রথম বিলাতে আসেন তখন তাঁহার অবস্থা একেবারে নিঃসম্বল ছিল। এখন বিলাতে তাঁহার বেশ কিছু সম্পত্তি ও কারবার আছে এবং তিনি এইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। তবে তিনি এখনও ইংরাজমাত্রকে "গোরা" বলেন!

**লণ্ডনের বোর্ডিংহাউস** :—এই হোটেলে এক সপ্তাহ থাকিয়া আমরা এক বোর্ডিংহাউসে উঠিয়া যাইলাম। এই বোর্ডিংহাউসটি বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং লণ্ডনের এক অতি ভদ্রপল্লীতে, দক্ষিণ কেনসিংটনে, অবস্থিত। আমাদের পাঁচজনের প্রত্যেককে প্রতি সপ্তাহে তিন পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে ইহা ধার্য্য হইল। ইহার বিনিময়ে একটি বড় ঘর—দুই জনের শুইবার উপযোগী—দুইটি ছোট ঘর ও একটি ভাল বসিবার ঘর পাইলাম এবং প্রতিদিন চারবার করিয়া আহার্য্য পাইতাম। কিন্তু একমাস পরে আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র ও আমাদের বন্ধুপুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল তখন আমরা এখানে মাত্র তিন জন রহিলাম। তখন দুই জনের সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড খরচ কমিয়া যাইলেও আমাদের গৃহকর্ত্রী তিন পাউণ্ডের অধিক কমাইতে রাজী হইল না। ছয় পাউণ্ড না হইয়া অন্ততঃ পাঁচ পাউণ্ড কমান উচিত ছিল। বোধ হয় আমাদের বিদেশী দেখিয়া সে একটু ঠকাইল এবং আমাদের তিন জনের জন্য সপ্তাহে বার পাউণ্ড করিয়া দিতে হইল। পাড়া ভাল, বাড়ী-ঘর বেশ পরিষ্কার, আর দুই মাসের জন্য থাকা, এই সকল ভাবিয়া আর বাড়ী বদল করিলাম না। দাসীরা আমাদের বসিবার ঘরে আমাদের আহার দিয়া যাইত, অন্য লোকদের সহিত আমাদের খাইতে হইত না। গৃহকর্ত্রী ঠিক সাধারণ গৃহকর্ত্রীর মত নহে, সে ভদ্রবংশজাতা বলিয়াই মনে হইল। তাহার এক মেয়ে ছিল, সে অনূঢ়া, বয়স ২২ কি ২৩ বৎসর হইবে। তাহার এক মোটরকার ছিল এবং সে যখন মধ্যে মধ্যে তাহার মায়ের বোর্ডিংহাউসে আসিয়া বাস করিত তখন তাহার ড্রেসিংটেবিলের রূপার আসবাব দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম। আবশ্যক হইলে তাহারা মা ও মেয়ে দুই জনেই দাসীদিগের সকল কার্য্যই করিত, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা প্রভৃতি; তবে প্রত্যহ করিতে হইত

না। এই বোর্ডিংহাউসে খাদ্য পর্য্যাপ্ত হইলেও সাধারণ। সকালে প্রাতিরাশের জন্য পরিজ বা ফোর্স বা ঐ রকম অন্য কিছু এবং মাছ বা সসেজ বা বেকন বা কখন কদাচিৎ একটি ডিমের খাদ্য আর জ্যাম, রুটী, মাখন ও চা দিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মাছ বা মাংস ও কোন রকম পুডিং, রুটী মাখন ও পনির। বিকালে চায়ের সময়ে চা, রুটী, মাখন, জ্যাম ও কেক। রাত্রিতে ডিনারে মাছ বা মাংস ও পুডিং এবং বিস্কুট ও পনির।

এ দেশের খাওয়ার কথা বলি। আমাদের দেশে যাঁহারা ইংরাজী ধরণে থাকেন তাঁহারা বা উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্ম্মচারীরা যাহা ভোজন করেন সে খাদ্য বিলাতে অতি মহার্ঘ হোটেলে বা সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে ভিন্ন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; তিন বা ততোধিক কোর্সের (Course) মধ্যাহ্ন ভোজন, চারি বা ততোধিক কোর্সের ডিনার, বিলাতে ধনী ব্যক্তিরাই খাইয়া থাকে, মধ্যবিত্ত লোকেদের কপালে তাহা জোটে না। আমাদের দেশে তিন বা চারি কোর্সের মধ্যাহ্ন ভোজন এবং পাঁচ কোর্সের ডিনার অনেকেই খায়। এখানে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত লোকেরা দুই কোর্সের মধ্যাহ্ন ভোজন ও ডিনার খাইয়া জীবন ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত এদেশে সাধারণ লোকেদের খাদ্যের পরিমাণ এত অল্প যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মধ্যবিত্ত লোকেরা এক সঙ্গে দুইটি ডিম অন্ততঃ গত মহাযুদ্ধের পর হইতে বড় একটা খায় না, একটিই খায়। আমাদের গৃহকর্ত্রী যে দিন একটি মাত্র ডিম দিয়া সেই "সুন্দর ডিমটি" (b-e-a-u-t-i-ful egg) আমার কিরূপ লাগিল আমায় জিজ্ঞাসা করিতে আসিত তখন আমার "হার্টফেল" হইবার উপক্রম হইত! আর যে দিন সে ডিনারে মুর্গী দিত সে দিন যে আমি ঐ ঘটনা আমার ডায়েরিতে লাল কালিতে লিখিয়া রাখিব তাহা সে নিশ্চয় আশা করিত! আমি ফ্রান্সে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় যে ফরাসীরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা পরিমাণে অধিক খায়। তবে ইংরাজদের খাদ্য পরিমাণে কম হইলেও এত পুষ্টিকর যে তাহাতেই শরীর অতি সবল থাকে। আমাদের দেশের ছেলেরা এদেশে আসিয়া খাদ্য সম্বন্ধে বড় একটা ভুল করে। ইয়োরোপে থাকিবার ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়াতে আজকাল আমাদের দেশের ছেলেরা তাহা কুলাইতে না পারিয়া বা টাকার অপব্যয় করিয়া খাওয়ার খরচ সর্ব্বপ্রথমে কমাইয়া দেয়। তাহারা আর একটি ভুল করে। তাহারা খাদ্যে যাহা কিছু খরচ করে তাহা ইংরাজদিগের

মত পুষ্টিকর খাদ্যে খরচ না করিয়া অনেক সময়ে মুখরোচক খাদ্যে ব্যয় করে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ছেলেরা বিলাত হইতে বেশ সবল সুস্থকায় হইয়া দেশে ফিরিত, বিলাতে আমাদের দেশের ছেলেদের কখন কাহারও অসুখ করিয়াছিল তাহা বড় একটা কখন শুনিতাম না। কিন্তু বিলাতে আসিয়া আমি ত বলিষ্ঠ ভারতবাসী অতি অল্পই দেখিলাম। অনেকেই অসুস্থ, ক্ষীণকায়। স্থূলকায় ব্যক্তি বিলাতে কিছুকাল থাকিলে রোগা হইয়া যায়, তাহার গাত্রের অত্যধিক চর্ব্বি ঝরিয়া যায় তাহা সত্য ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছেলেদের যে অসুস্থ রুগ্ন দেখায় তাহা ত ভাল নয়। এদেশের ছেলেরা মোটা নয়, প্রায় সকলেই রোগা কিন্তু তাহাদের হাড় কি চওড়া! তাহাদের রোগা দেখায় কিন্তু অসুস্থ দেখায় না। আর সাধারণতঃ আমাদের দেশের ছেলেদের গায়ের হাড় সরু, তাহারা বেশী রোগা হইলে তাহাদিগকে রুগ্ন ও কুঁজো দেখায়; এবং তাহারা নিশ্চয়ই শীঘ্র অসুস্থ হইয়া পড়ে।

এদেশে অধিকাংশ লোকে যদিও গরু, শূকর ও পনির খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং অনেকে পুরুষানুক্রমে তাহাই খাইয়া শরীর গঠন করিয়াছে, আজকাল কিন্তু তাহাদিগের নিকট দুধ, শাকশব্জী ও ফলের আদর বড় বাড়িয়াছে। দুধ, শাকশব্জী, ফল, আমাদের দেশের সাত্ত্বিক আহার; এদেশের অনেক লোকে আজকাল ইহা গ্রহণ করিতেছে এবং বিলাতের চারিদিকে এই আহারের গুণকীর্ত্তন শুনিতে পাইলাম এবং রেষ্টোরাঁতে অনেকে মাংসের বদলে দুধ, ফল ও শাকশব্জী খাইতেছে দেখিলাম। অবশ্য কেহ যেন না মনে করেন যে বিলাতের লোকেরা শীঘ্রই নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে! অত্যধিক মাংস ভোজন যে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা বিলাতের অনেক লোকে বুঝিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাহাতে প্রত্যেকে অন্ততঃ দেড়পোয়া দুধ মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে পান করে তাহার ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হইয়াছে। এমন কি ঐ প্রথা প্রচলন করিবার জন্য বিলাতের স্বাস্থ্যসচিব স্বয়ং ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যাইয়া তাহাদের সহিত দুধ পান করিতেছেন এইরূপ ছবি এখানকার অনেক খবরের কাগজে সম্প্রতি বাহির হইয়াছিল।

আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দুর ঘরের বৌ, স্বহস্তে পাক করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে আমি বড় ভালবাসি। বিবাহের পূর্ব্বে আমি রন্ধন কার্য্য কিছুই জানিতাম না কিন্তু বিবাহের পর দেখিলাম যে নিজ হস্তে না

রন্ধন করিলে বিদেশে বাংলা খাদ্য না খাইয়া থাকিতে হইবে এবং তাহার পর হইতে সপ্তাহে অন্ততঃ চারি পাঁচ দিন আমি কিছু না কিছু স্বহস্তে রন্ধন করিতাম। তখন আমি আমার স্বামীকে বলিতাম "ওগো! রান্নাত বেশ একরকম শিখে নিয়েছি, তোমাদেরত প্রায় রেঁধে খাওয়াচ্ছি আর তোমরা খাচ্চও বেশ তৃপ্তি করে তাহাও দেখি, এখন আমার হাতখানা কেটে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রেখে দাও!" তিনি তাহার উত্তরে কিছুই বলিতেন না, কেবল মাত্র হাসিতেন। তখন আবার আমার মনে ভয় হইত তাহা হইলে লোকে যাহা বলে তাহাই কি ঠিক, আপনার রান্না আপনার, ঠাকুরের ও কুকুরের ভাল লাগে! সে যাহা হউক আমি ভাবিলাম যে এদেশে আসিয়া এদেশের রান্নাঘরের ব্যবস্থা কিরূপ তাহা না দেখিয়া দেশে ফিরিব না। আমাদের গৃহকর্ত্রীকে বলাতে সে আনন্দের সহিত তাহার রান্নাঘর একদিন আমায় দেখাইল। এই বোর্ডিংহাউসে ২৫ কি ২৬ জন লোকের থাকিবার ঘর ও ব্যবস্থা ছিল। রান্নাঘর দুইটি—আমিষ ও নিরামিষ রাঁধিবার জন্য দুইটি পৃথক ঘর নয়—একটি প্রকৃত রান্নাঘর এবং আর একটিতে ভাঁড়ার থাকে, তবে রান্নারও তথায় ব্যবস্থা আছে। ঘর দুইটি এক তলার নীচে মাটির ভিতর, যাহাকে এদেশে "বেসমেণ্ট" (basement) বলে। ঘরগুলি বেশ বড় ও বেশ পরিষ্কার। রান্না গ্যাসের উনুনে হয়—লণ্ডনে প্রায় সর্ব্বত্রই রান্না গ্যাসে হয়—এবং ঘরে জল গরম করিবার একটি প্রকাণ্ড পাত্র আছে। কয়লার সাহায্যে তাহাতে বোর্ডারদিগের স্নানের ও হাত মুখ ধুইবার জন্য জল গরম হয়। এই বোর্ডিংহাউসে একজন পাচিকা ও তিন জন পরিচারিকা ছিল। ইহারা ব্যতীত আর একজন ঠিকা ঝিও থাকিত। এই ঝি বাসনপত্রাদি মার্জ্জিত ও বাড়ীর চলন পথ ইত্যাদি প্রত্যহ সাবান জল দিয়া পরিষ্কার করিত। বোর্ডারদিগের সংখ্যা অধিক হইলে গৃহকর্ত্রী ও তাহার কন্যা পাচিকা ও পরিচারিকাদের কার্য্যে সাহায্য করিত। এই তিনজন দাসী একতলা হইতে পাঁচতলা অবধি বোর্ডারদের ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা করা, জুতা পরিষ্কার করা, প্রতি ঘরে গরম জল দেওয়া, স্নানাগার ও পায়খানা পরিষ্কার করা সকল কার্য্যই করিত। বোর্ডাররা খাইবার সময়ে দিনে তিনবার তাহারা সকলকে খাদ্য পরিবেশনও করিত। তাহারা যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিত তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। যদিও তাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিত তবু তাহারা আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত

অন্য কোন কার্য্য আদৌ করিত না। আমাদের দেশের চাকর লোকজনের মত পাঁচবার পাঁচটা ফরমাইস তাহারা একদিনের জন্যও বরদাস্ত করিবে না! বিলাতে হোটেলে বা বোর্ডিংহাউসে বা সার্বিস ফ্ল্যাটে থাকিলে রাত্রিতে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে ঘরের বাহিরে দরজার সম্মুখে জুতা রাখিবার রীতি আছে। সেই জুতা দাসদাসীরা সকালে উঠিয়া পরিষ্কার করিয়া ঘরের বাহিরে রাখিয়া যায়। যদি একদিন কাহারও জুতা কেহ ঘরের বাহিরে রাখিতে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে সে সকালে উঠিয়া পরিচারিকাকে জুতা পরিষ্কার করিতে হুকুম করিতে পারে না। বাটীর নিকটে যদি পোষ্ট-অফিস থাকে কোন পরিচারিকাকে কেহ কখন খাম টিকিট কিনিয়া আনিতে বা চিঠি ডাকে দিতে হুকুম করিতে পারে না যদি ইহা তাহার কার্য্যের ভিতর না হয়। দাসীরা সকাল ছয়টা হইতে মধ্যাহ্ন দুইটা পর্য্যন্ত, আবার বিকাল চারিটা হইতে আটটা বা নয়টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিত এবং সপ্তাহে দুই দিন এক বেলার জন্য ছুটি পাইত। তাহারা খাদ্য ও সপ্তাহে এক পাউণ্ড মাহিনা পাইত। এই বোর্ডিংহাউসের দাসীদিগের মধ্যে একজন আমায় একদিন জিজ্ঞাসা করিল "ম্যাডাম, আপনারত ভারতবর্ষে বাড়ী আছে, সেখানে আপনার কত লোকজন আছে?" আমি বলিলাম কতজন আছে। তাহা শুনিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল এতজন দাসদাসী কি করে! তাহার পর সে আবার জিজ্ঞাসা করিল "ম্যাডাম, আপনাদের দাসীরা দিনে কত ঘণ্টা ছুটি পায়"? আমি উত্তর করিলাম "তা তিন চারি ঘণ্টা পায় বৈ কি"। তাহা শুনিয়া সে উত্তর করিল "আপনাদের দেশের দাসদাসীদের ভাগ্য ভাল, এত অল্প কাজ ও দিনে এতক্ষণ ছুটি; আমি যদি আপনাদের দেশে গিয়া দাসীবৃত্তি করিতে পারি তাহা হইলে বেশ হয়। আমাকে কি আপনি সঙ্গে করিয়া আপনার দেশে লইয়া যাইবেন?"

আমি গৃহকর্ত্রীর সহিত গল্প করিতে করিতে একদিন তাহাকে বলিলাম যে "তোমাদের দেশের পরিচারিকারা বেশ পরিশ্রম করিতে পারে, বেশ পরিষ্কার ও শুনিয়াছি চোর নয়।" সে উত্তরে আমায় বলিল এ ধারণা আপনার ভুল, তাহারা অনেকেই অলস ও অপরিষ্কার এবং কেহ কেহ চোরও বটে। আমার স্বামী তাহা শুনিয়া বলিলেন যে তিনি যখন ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যয়নের জন্য এদেশে ছিলেন তখন তাঁহার চাবি পয়সা কখন কখন ঘরের টেবিলে ম্যাণ্টেলপিসের উপর পড়িয়া থাকিত কিন্তু একদিনও তাঁহার কিছু চুরি যায়

নাই। ইহার উত্তরে গৃহকর্ত্রী বলিল "সে সব দিন এখন আর নাই; গত মহাযুদ্ধের পর হইতে দাসীরা আর পূর্ব্বের মত নাই, এখন অনেকেই অলস ও সৌখীন হইয়াছে এবং আমার পরামর্শ যদি শুনেন ত আপনাদের চাবি পয়সা আর বাহিরে ফেলিয়া রাখিবেন না।" আমার গৃহকর্ত্রীর মতে গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এদেশের সব খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে পূর্ব্বের ইংল্যাণ্ড আর এখন নাই। আমার মত একজন বিদেশী এদেশে দিন কতক থাকিয়া এবিষয়ে কোন মতামত দিতে পারে না, তবে একথা সত্য যে এদেশের অনেকেই আমার গৃহকর্ত্রীর মতে সম্পূর্ণ মত না দিলেও তাহারা এদেশের দাসদাসীর গুণে মুগ্ধ নয়। পরে এবিষয়ে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা হয় এবং তাহার ফলে এদেশের দাসীদিগের সম্বন্ধে আমারও মত পরিবর্ত্তন হয়।

এদেশে সকল কাজকর্ম্ম কিরূপ নিঃশব্দে সম্পন্ন হয় তাহা এদেশে না আসিলে ও স্বচক্ষে না দেখিলে আমাদের দেশের লোকের ধারণা করা কঠিন। আমরা যে বোর্ডিংহাউসে ছিলাম তথায় কখন কখন ২৫ কি ২৬ জন লোক বোর্ডার থাকিত কিন্তু বাড়ীর ভিতর বা বাহিরে কোন প্রকার শব্দ শুনা যাইত না, সর্ব্বদাই মনে হইত যেন আমরা ব্যতীত আর কেহ এখানে বাস করে না! এদেশে সর্ব্বদা সকল ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ থাকে, এবং ইহাই নিস্তব্ধতার এক কারণ হইতে পারে। আর এক কারণ এই যে এদেশের সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করে, সব কাজকর্ম্ম কলের মত চলে, তম্বি-তাম্বা, হাঁক-ডাক করিবার কোন বিশেষ কারণ থাকে না, এবং থাকিলেও তম্বি-তাম্বা করিবার কাহারও সাহসে কুলায় না, করিলেও কেহ তাহা সহ্য করিবে না। আর এক কারণ এদেশে সকলে সাধারণতঃ কথা কহিবার সময়ে ঘরে বাহিরে অতি আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে কথা কয়। চিৎকার করা এদেশে এক ভীষণ অসভ্যতার চিহ্ন এবং কেহ তাহা করে না। আর আমাদের দেশের সহিত এদেশের এবিষয়ে কি ভীষণ প্রভেদ! এমন কি রাস্তা দিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময়ে আমাদের বাংলা দেশের হিন্দুরা কি উৎকট অসভ্য রকম চিৎকার করে! বোধ হয় সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও এমন আর একটিও সভ্য বা অসভ্য দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যেখানে মৃতদেহ সৎকার করিতে লইয়া যাইবার সময়ে লোকে এইরূপ ভীষণ চিৎকার করে। আর আমাদের দেশে রাস্তায় যাহার যথা ইচ্ছা চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া লোকের গোলমাল করিবার অধিকার আছে

বলিয়া মনে হয় ও তাহারা করে এবং কাহারও কিছু আপত্তি করিবার অধিকার নাই ও করেও না! আমাদের দেশের শহরের রাস্তায় মোটরকার ও লরির বাঁশী বাজানর বিষয় কি বলিব ? এই সব গাড়ীর চালকেরা মনে করে যে এই সব রাস্তা কেবল তাহাদের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহারা যখন রাস্তা দিয়া অনবরত বাঁশী বাজাইয়া যায় তখন একবারও মনে করে না যে রাস্তার অন্য পথিকদিগকে ও রাস্তার দুই পার্শ্বের অধিবাসীদিগকে কিরূপ ব্যস্ত করা হয়। বিলাতে রাস্তায় রাত্রি ১১টার পর মোটরের হর্ণ বাজান নিষেধ, এমন কি যদি আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন মোটর গাড়ীচালক হর্ণ বাজায় তাহা হইলেও সে আইনে দণ্ডনীয়। আর দিনের বেলাও মোটরের বাঁশী চালকেরা অতি অল্প বাজায়। আমাদের পথ-চলার শিষ্টাচার সবই উল্টা, সবই বিপরীত। আমি কলিকাতায় যে রাস্তায় থাকি তাহার দুই পার্শ্বে অতি বিস্তৃত দুইটি ফুটপাথ আছে। তথাপি শতকরা ৭৫ জন লোক রাস্তার মধ্য দিয়া চলে এবং সকাল ও বিকাল যখন গয়লাদের গরু লোকের বাড়ীতে দুধ দিতে যায় তখন সে গরুগুলি কিন্তু ফুটপাথের উপর দিয়া যায়, তবে গয়লারা তখনও রাস্তার মাঝ দিয়া চলে! আমাদের দেশে গয়লাদের অপেক্ষা গরুদের বুদ্ধি আছে!! আশ্চর্য্য আমরা কিরূপে এসকল সহ্য করি। কোন সভ্য দেশের লোক আমাদের রাস্তায় পাঁচ মিনিট চলিলে এবং তথাকার গোলমাল শুনিলে আমাদের এক অসভ্য জাতি না বলিয়া থাকিতে পারিবে না। বিলাতে রাস্তায় গাড়ীর শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শব্দ প্রায় শুনা যায় না। ইহার কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। অতি সকালে যখন দুধ বিলি হয় তখন গোয়ালার লোক দরজার সম্মুখে দুধের বোতল রাখিয়া যাইবার সময় "মিল্ক" বলিয়া ভাঙ্গা গলায় একবার ডাক দেয় এবং পরে যখন কয়লার গাড়ী রাস্তা দিয়া কয়লা বিক্রয় করিতে যায় তখন "কোল" বলিয়া কয়লার গাড়ীর লোক এক ভারী গলায় ডাকিয়া যায়। আবার খবরের কাগজ বিক্রেতারা অনেক সময়ে "পাইপার, অল্ দি উইনার্স, একস্ট্রা স্পাইশাল" ( Paper, all the winners, extra special ) বলিয়া রাস্তা দিয়া চিৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। ইহা ব্যতীত আমি অন্য কোন দ্রব্য রাস্তা দিয়া ডাকিয়া যাইতে শুনি নাই। আমার মনে আছে একদিন দক্ষিণ কেনসিংটনের এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম এমন সময়ে হঠাৎ শুনিলাম একজন স্ত্রীলোক ছুটিতে ছুটিতে আর একজন

কাহাকে দুই তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। রাস্তাটি তখন জনতাপূর্ণ কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটির ডাক শুনিয়া সকলে যেন চমকিয়া উঠিল, এবং অনেকে দাঁড়াইয়া ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি দেখিতে লাগিল। প্রথমে সকলে মনে করিল যে রাস্তায় বোধ হয় কোন এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এবং যখন দেখিল যে তাহা কিছু নয় তখন নিশ্চয় স্থির করিল যে ঐ স্ত্রীলোকটি উন্মাদ না হইলেও তাহার মাথা খারাপ বটে।*

এই প্রসঙ্গে আমাদের বোর্ডিংহাউসের দুইটি ঘটনার উল্লেখ করি। একদিন আমাদের গৃহকর্ত্রী আমায় জিজ্ঞাসা করিল যে আমাদের ঠিক উপরের ঘরে যে মেয়েটি থাকিত তাহাকে আমি দেখিয়াছি কিনা। আমি দেখি নাই বলাতে সে বলিল যে কাল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে! আমি প্রথমে ভাবিলাম যে সে মেয়েটির বিবাহ তাহার বাড়ীতে হইয়াছে। কিন্তু পরে জানিলাম যে প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়, আমার ঘরের

* অনেক দেশে যাহা সম্ভব হয় না অন্য অনেক দেশে তাহা অতি সাধারণ। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ম্যাথিউ আর্ণল্ড (Mathew Arnold) বলিয়াছিলেন :—

Wragg! If we are to talk of ideal perfection, of "the best in the whole world," has any one reflected what a touch of grossness in our race, what an original shortcoming in the more delicate spiritual perceptions, is shown by the natural growth amongst us of such hideous names—Higginbottom, Stiggins, Bugg! In Ionia and Attica they were luckier in this respect than "the best race in the world"; by the Ilissus there was no Wragg, poor thing!

ইংল্যাণ্ডে আবার অনেক জিনিস থাকা অসম্ভব যাহা আমাদের দেশে অতি সাধারণ। "নেড়ি কুকুর" ইংল্যাণ্ডের কোন রাস্তায় থাকা সম্ভব নয়। এই কুৎসিৎ কদাকার জন্তু কিন্তু আমাদের দেশের সকল রাস্তায় থাকা সম্ভব ও থাকে। কোন অর্দ্ধসভ্য দেশের কোন নগরের রাস্তায় কেহ চুলা জ্বালায় না বা রাস্তায় আবর্জ্জনা রাখিবার যে পাত্র থাকে তাহাতে না ফেলিয়া ঠিক তাহার বাহিরে কেহ আবর্জ্জনা ফেলে না! আমাদের দেশে ইহাই চিরন্তন প্রথা এবং এই প্রথা বন্ধ করা যাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য—পুলিসই হউক বা মিউনিসিপ্যালটির কর্ম্মচারীই হউক—তাহারা কেহ এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করে না। নগরবাসীরাও এ বিষয়ে কোন আন্দোলন করে না, তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। এই তাচ্ছিল্যের ভাব—পুলিসের, মিউনিসিপ্যালটির কর্ম্মচারীদিগের বা নগরবাসীদিগের—তাহাদের "আদিম পাপ" সম্ভূত হইবে। কিন্তু কি সহজেই এই সকল বন্ধ করা যায়! কোন সভ্যদেশে নগরের রাস্তায় এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রের মধ্যেও বাড়ীর আবর্জ্জনা ফেলিতে দেয় না। আবর্জ্জনা বাড়ীর ভিতরে এক নির্দ্দিষ্ট পাত্র হইতে মিউনিসিপ্যালটির লোক লইয়া যায়।

উপরের ঘর হইতে তাহার বিবাহ হইয়াছিল! তখন আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইল যে আমার ঘরের উপরের ঘর হইতে একজনের বিবাহ হইয়া গেল আর আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে রামী, বামী, শ্যামীর বিবাহ হইলে প্রতিবেশীরা সকলে সাত দিন পূর্ব্ব হইতে সাত দিন পর পর্য্যন্ত জানিতে পারে আর এই ভদ্রমহিলার আমার ঘরের উপরের ঘর হইতে বিবাহ হইল এবং আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না! আর একদিন গৃহকর্ত্রী আসিয়া বলিল যে একজন লোক নিজেকে 'ব্যারনেট্' (Baronet) বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের বোর্ডিংহাউসে একটি ঘর লইবার জন্য তাহাকে ফোন করে। ঘর খালি আছে বলাতে সে যখন আসিয়া গৃহকর্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিল তখন তাহার কথা শুনিয়া সে ভদ্রলোক নয় বলিয়া গৃহকর্ত্রীর সন্দেহ হয় এবং তাহাকে আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বসিবার ঘরে বসাইয়া গৃহকর্ত্রী পুলিসকে ফোন করে। ইহার অল্পক্ষণ পরেই এক জহুরী এক দোকান হইতে কিছু গহনা লইয়া আমাদের বোর্ডিংহাউসে আসে। ইতিমধ্যে পুলিস আসিয়া তথাকথিত ব্যারনেটকে জেরা করিয়া তাহাকে পুলিস ষ্টেশনে লইয়া যায়। পরে তদন্তে জানা যায় যে লোকটি এই ঠিকানায় এক জহুরীর দোকান হইতে গহনা পাঠাইতে বলিয়া আসিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে গহনাগুলি দোকান হইতে আসিলে দোকানদারের লোককে তাহার ঘরে বসাইয়া স্ত্রীকে গহনাগুলি দেখাইয়া আনিতেছি বলিয়া গহনাগুলি লইয়া বোর্ডিংহাউস হইতে পলাইয়া যাইবে। গৃহকর্ত্রী এই গল্প করিয়া বলিল যে এক চোর যে বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার সহিত কথাবার্ত্তার পর পুলিসকে যে খবর দেওয়া হইয়াছিল এবং পুলিস আসিয়া যে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা তাহার কোন বোর্ডারই জানে না, এমন কি দাসীরাও জানে না এবং আমায় বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিল আমি যেন এবিষয় দাসীদিগের নিকট উল্লেখ না করি! কিন্তু এইরূপ এক ঘটনা আমাদের দেশে হইলে বাড়ীর দাস-দাসী দূরে থাকুক সমস্ত পাড়ায় এক হুলুস্থূল পড়িয়া যাইত এবং বাড়ীর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইত।

## তৃতীয় অধ্যায়

### লণ্ডনের পথে-ঘাটে

প্রথমবার বিলাতে আসিয়া আমি তিন মাস এখানে ছিলাম, কিন্তু এই তিন মাস আমি যে কিরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতাম তাহা এখন মনে করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হই। যখন বিশেষ কিছু কার্য্য না থাকিত তখন দোকান দেখিয়া বেড়াইতাম! দেখিতাম এদেশের মেয়েদের অনেকেরই এই পেশা, কারণ ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত দোকানের ভিতর ও বাহিরে সমান ভিড়, যে কোন বড় দোকানে যাই সেই দোকানেই মেয়েদের ভিড়। আমি বিদেশ হইতে অল্পদিনের জন্য এদেশে আসিয়াছি আমার কিছু অজুহাত ছিল কিন্তু এদেশের এত নিষ্কর্ম্মা মেয়েরা এইরূপ কেন দোকানের ভিতরে ও বাহিরে ভিড় করে তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কতকগুলি দোকানে এত ভিড় হইত যে রীতিমত পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া চলিতে থাকিত। আর সাড়ে চারটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত বড় বড় দোকানের সম্মুখের রাস্তায় প্রত্যহ এত জনতা হয় যে আমাদের দেশে মেলা সাঙ্গ হইলে অত ভীড় হয় কিনা সন্দেহ। রীজেণ্ট ষ্ট্রীটে, পিকেডিলি, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে, কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীটে' এসকল রাস্তায় ত প্রত্যহই মেলা। কি সব বড় বড় দোকান, কি ভীড় এবং এদেশের লোকের কি টাকা! মনে হয় এদেশের লোকেরা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঝাঁট দিয়া সকল দেশের টাকা এদেশে আনিয়াছে এবং এই অর্থ একা লণ্ডন শহরেই জমা করিয়াছে। যে রাস্তায় যাই সেই রাস্তাতেই দোকান—কি বড় বড় দোকান ও কি সব মহামূল্য ও মহার্ঘ জিনিস-পত্র! আর লণ্ডন ভিন্ন এদেশে ত কতই না বড় বড় নগর আছে, সর্ব্বত্রই জিনিসের মেলা—দোকানের শেষ নাই, জিনিসের অন্ত নাই! কলিকাতা শহরেও সর্ব্বত্র দোকান আছে বটে কিন্তু বিলাতের দোকানের সহিত কলিকাতার দোকানের তুলনা হয় না। এদেশে কি হারে দিন দিন লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন—চান্সেলর অব দি এক্‌স্‌-চেকারের (Chancellor of the Exchequer)—ব্রিটিশ ব্যাঙ্কার্স

এসোসিয়েসনের ( British Bankers' Association ) বাৎসরিক ডিনারে ১৯৩৫ সালে ১৬ই মে যে বক্তৃতায় কতকগুলি বিষয়বস্তুর * উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু উপলব্ধি করা যায়।

লণ্ডনের রাস্তা ও দোকান দেখিবার জিনিস বটে কিন্তু তাহা অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ দ্রব্য এদেশে দেখিবার অনেক আছে। কি দেখিলাম তাহার মধ্যে কিছু এস্থলে সংক্ষেপে বলি।

**ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে :**—লণ্ডনে যাহারাই আসে—দেশবাসীই হউক বা বিদেশীই হউক—তাহারা এই নগরের দুইটি দেবালয়, ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে ও সেণ্টপলস্ কেথীড্র্যাল, অন্ততঃ একবার না দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যায় না। অনেকে একবার দেখিয়া আবার দেখে, আমি এই দুইটি গির্জ্জা অনেকবার দেখিয়াছি। এই দুইটির মধ্যে ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবেই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। এই গির্জ্জা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক প্রধান দেবালয় কেবল তাহা নয়; নিখিল জগতে যেখানে যত দেবালয় আছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মনোরম না হইলেও ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তাহার কোনমাত্র সন্দেহ নাই। ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে যে কেবল দেখিতে সুন্দর, অতি সুন্দর, তাহা নহে, ইহার প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড ইংরাজী সাহিত্যের, ইংরাজী ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। ইহা যে কেবল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে তাহা নহে—ইহা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস। বহু শতাব্দী হইতে ইহার ইতিহাস ব্রিটেনের ইতিহাস এবং এই দেবালয়ে ব্রিটেনের যে সকল প্রতিভাশালী, কৃতী সন্তানদিগের সমাধি-স্তম্ভ বা মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে তাহা কেবল তাহাদের স্মৃতি

| | | 1910 | 1935 |
|---|---|---|---|
| 1. | Savings per head in Government controlled thrift institutions... | £5. 14. 9 | £22. 10. 3 |
| 2. | Life Insurance premium (per annum) | £ 45,000,000 | £ 125,000,000 |
| 3. | Bank deposit | £950,000,000 | £2650,000,000 |
| 4. | Daily average clearings | £ 48,000,000 | £ 116,000,000 |
| 5. | Tea consumption per head per annum | 6½ lbs. | 9¾ lbs. |
| 6. | Tobacco consumption per head per annum | 2 lbs. | 3¼ lbs. |
| 7. | Butter consumption per head per annum. | 10½ lbs. | 21 lbs. |
| | Budget | £174,000,000 | £ 835,000,000 |
| | National Debt | £825,000,000 | £7000,000,000 |

চিহ্নস্বরূপ নহে, তাহা ব্রিটেনের ইতিহাস আবৃত্তি করিতেছে, তাহা ব্রিটেনের গৌরবের ও মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য দিতেছে! সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও এমন আর একটি দেবালয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রোমে সেণ্ট্ পীটার্স্ আছে, প্যারিসে পাঁতেয়ঁ, নোতরদাম, মাদেলেইন আছে, ফ্লোরেন্সে ডুওমো আছে, মিলানে, কলোনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত দেবালয় আছে; সেগুলি সব অতি মনোহর, অতি বৃহৎ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ, কিন্তু ফ্রান্সের, ইতালীর বা জর্ম্মণীর দেবালয়গুলি ফরাসী, ইতালীয় ও জর্ম্মণ ইতিহাসের সহিত সেরূপ জড়িত নয় যেরূপ ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে ব্রিটেনের ইতিহাসের সহিত জড়িত। বাহির হইতে যদিও এই গির্জ্জাটি সেণ্ট্পলস বা সেণ্ট পীটর্সের মত বৃহৎ দেখায় না কিন্তু ইহার গঠন ও কারুকার্য্য অত্যন্ত সুন্দর ও প্রীতিকর। এই দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে ও উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিবামাত্র চরণের গতি স্বতই রোধ হয়, মস্তক আপনা হইতেই নত হয়! কথিত আছে যে ১৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা লুসিয়স যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন তখন তিনি এই স্থানে এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তখন এই স্থানটি টেম্স নদীর ধারে এক জলাভূমি ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৌত্তলিক স্যাক্সনরা অন্যান্য গির্জ্জার ন্যায় লুসিয়সের গির্জ্জাও ধ্বংস করে। পরে স্যাক্সন্ রাজা সিবার্ট পুনরায় এই স্থানে একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তখন এই গির্জ্জাটির নামকরণ হইল 'এবে চার্চ্চ অব সেণ্ট্ পীটর এট ওয়েষ্ট-মিনিষ্টর (Abbey Church of St. Peter at Westminister)। পরে আবার ডেন্সরা (Danes) এই গির্জ্জা ধ্বংস করে। এডওয়ার্ড দি কনফেসর (Edward the Confessor) ডেন্সদিগের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইলে ফ্রান্সে যাইয়া বাস করেন এবং তিনি তখন ভগবানের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি তিনি কখন তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পান তাহা হইলে তিনি রোমে তীর্থে যাইবেন। পরে তিনি যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা হইলেন তখন তিনি তাঁহার এই মানসিক প্রতিপালন করিতে অক্ষম হওয়ায় পোপ নবম লিও তাঁহাকে এই আদেশ করেন যে তিনি যদি সেণ্ট্পীটরের নামে এক গির্জ্জা স্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি পাইবেন। তখন এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসর তাঁহার নির্ব্বাসনকালে ফ্রান্সের নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশে যে সকল গির্জ্জা দেখিয়া-ছিলেন তাহাদেরই অনুকরণে এই ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে নির্ম্মাণ করেন এবং

তাঁহার মৃত্যুর পর এই গির্জ্জার ভিতর তাঁহার সমাধি হয়। পরে ইংল্যাণ্ডের অনেক রাজারাণীর—নর্ম্মান, প্ল্যান্টাজিনেট, টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট বংশীয়—এমন কি অলিবর ক্রমওয়েলের সমাধি এই গির্জ্জায় হয়। কালে এই গির্জ্জার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু এড্ওয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের গির্জ্জার নক্সা ও আয়তন হইতে ইহার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। রাজা তৃতীয় হেনরী, প্রথম এড্ওয়ার্ড, সপ্তম হেনরী এই গির্জ্জার বিশেষ উন্নতি সাধনে অতিশয় যত্নবান হন। ন্যূনাধিক আট শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক রাজারাণীর জীবনের দুইটি প্রধান ঘটনার এই গির্জ্জায় অভিনয় হইয়া আসিতেছে, একটি তাঁহাদের রাজ্যাভিষেক ও অপরটি তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ইংল্যাণ্ডের শেষ স্যাক্‌সন রাজা হ্যারল্ডের এই গির্জ্জায় রাজ্যাভিষেক এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া যদি গণ্য না হয়, তাহা হইলে এই গির্জ্জায় রাজা প্রথম রিচার্ডের রাজ্যাভিষেক সর্ব্ব প্রথম হয়। তিনি তখন আটলান্টিক মহাসাগরের কোণে এক অতি ক্ষুদ্র নগণ্য দ্বীপের নামমাত্র প্রবাসী রাজা। এই গির্জ্জায় শেষ অভিষিক্ত রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ—সপ্ত সমুদ্রব্যাপী এক বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতি!

এই এবের ভিতর ব্রিটেনের কত কৃতী খ্যাতনামা মনীষী সন্তানের যে স্মৃতিচিহ্ন আছে তাহা গণনা করা কঠিন। যাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন আছে তাঁহাদের সকলেরই যে এই গির্জ্জায় সমাধি হইয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক আছেন যাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন বা মূর্ত্তি আছে কিন্তু তাঁহাদের সমাধি ক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় নাই। যাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন আছে তাঁহারা সকলেই যে এই এবেতে স্থান পাইবার যোগ্য তাহাও নয় কারণ অনেক সাধারণ লোক যাহারা দেশের জন্য বিশেষ কিছুই করে নাই তাহাদেরও স্মৃতিচিহ্ন এখানে আছে। আবার সব কীর্ত্তিস্তম্ভগুলিই যে দেখিতে সুন্দর বা যথাযোগ্য তাহাও নয়। এই বৃহৎ গির্জ্জাটি মূর্ত্তি ও স্মৃতিচিহ্নে এতই পূর্ণ যে প্রকৃত মহৎ লোকের স্মৃতিচিহ্নের জন্য অদূর ভবিষ্যতে এইখানে স্থানের যে অকুলান হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এই অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন ও মূর্ত্তির মধ্যে ষ্টেটসমেন্‌স কর্ণার (Statesmen's Corner), সায়েনটিষ্টস্ কর্ণার (Scientists' Corner) এবং পোয়েটস কর্ণার (Poets' Corner) এ যে স্মৃতিচিহ্ন ও মূর্ত্তি আছে সেইগুলিই বিশেষ দেখিবার যোগ্য। উত্তর বাহু দিয়া প্রবেশ করিলে রাজনীতিজ্ঞদের স্থান সম্মুখে

পড়ে। যাঁহারা তাঁহাদের জীবিতকালে ব্রিটেনের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, যাঁহারা ব্রিটেনের বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি সংগঠন বা সংযোজন করিয়াছিলেন ব্রিটেনের এরূপ বহু রাজনীতিজ্ঞের সমাধি এই স্থলে আছে। আর্ল অব চ্যাঠাম, উইলিয়ম পিট, চার্লস জেমস ফক্স, হেনরী গ্র্যাটন, উইলিয়ম রবার্ট পীল, ভাইকাউন্ট পামার্ষ্টোন, জর্জ্জ ক্যানিং, চার্লস জর্জ্জ ক্যানিং (ভারতের বড় লাট), বেন্‌জামিন ডিসরেলী, উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাড্‌ষ্টোন এর সমাধি বা স্মৃতিচিহ্ন এইখানে দেখিলাম। কিয়ৎদূর অন্তরে বৈজ্ঞানিকদিগের স্থান। এখানে সার আইসাক নিউটন, সার জন হার্সেল, চার্লস রবার্ট ডারউইন, সার চার্লস লায়েল ও লর্ড কেলভিনের স্মৃতিচিহ্ন দেখিলাম। ইহার কিছু দূরে দক্ষিণ ট্রান্সেপ্টে কবিদের স্থান। এখানে চসর, শেকস্‌পীয়ার, মিলটন, এডমণ্ড স্পেনসর, আইসাক ওয়ালটন, ড্রাইডেন, স্যামুয়েল জন্‌সন, গ্যারিক, গোল্ডস্‌মিথ, শেরিডন, গিবন, জন গ্রে, বর্ক, সার ওয়াল্‌টর স্কট, রবার্ট সাদে, স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ, টমাস ক্যাম্‌বেল, টমাস গ্রে, উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে, চার্লস ডিকন্স্‌, লর্ড মেকলে, রবার্ট বর্ন্স, টেনিসন প্রভৃতি ব্রিটেনের অনেক প্রাতঃস্মরণীয় কবি, বক্তা, সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন আছে দেখিলাম। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে কতিপয় যোদ্ধা ও শিল্পী ভিন্ন যাহারা সে যুগে ব্রিটেনের নাম জগতের ইতিহাসে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাহাদের গরিমায় আজ ব্রিটেন আলোকে আলোকিত তাহাদের প্রায় সকলেরই সমাধি বা স্মৃতিচিহ্ন বা মূর্ত্তি এই দেবালয়ে স্থান পাইয়াছে। এই স্থলটি ব্রিটেনের "ভ্যালহালা" (Valhalla)। এখানে স্মৃতিচিহ্ন ভিন্ন আরও অনেক কৌতূহলপ্রদ দ্রষ্টব্য বস্তু স্থান পাইয়াছে। ইহার ভিতর যে কতিপয় সুন্দর উপাসনাগৃহ আছে তন্মধ্যে রাজা সপ্তম হেনরীর উপাসনাগৃহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কেম্‌ব্রিজে কিংস কলেজের উপাসনা গৃহ ভিন্ন ব্রিটেনে আর কোথাও এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনাগৃহ নাই। ইহা টিউডর কালের শেষ ভাগের গঠন ও কারুকার্য্যের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এবং ইহার সুন্দর কারুকার্য্যখোচিত খিলান ও রঞ্জিত কাচের জানালাগুলি কি যে মনোহর তাহা লিখিয়া বলা যায় না। এই স্থলে অনেকগুলি কবর আছে, তন্মধ্যে দুর্ভাগিণী মেরী কুইন অব স্কটসের কবর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সন্নিকটে একটি লৌহের জালি পর্দ্দা আছে এবং তাহারই অপর পার্শ্বে রাজা এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসর বা রাজাদের যে উপাসনালয় আছে তাহা এক অর্থে এবের একটি

বিশিষ্ট অংশ বলা যাইতে পারে। ইহা এবের অন্য অংশ হইতে উচ্চ; তাহার কারণ এই যে প্যালেষ্টাইন হইতে মাটি আনিয়া এই স্থানটি উচ্চ করিয়া তাহার মধ্যে এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের সমাধি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই সমাধিটি এককালে যে অতি সুন্দর ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই; এবং রেফর্মেশনের ( Reformation ) সময় ইহার স্বর্ণাভরণ ও অন্যান্য জহরতাদি সমস্ত খুলিয়া লওয়া হয় এবং ক্রমওয়েলের সৈনিকরা ইহার অন্যান্য সাজসজ্জা নষ্ট করিয়া দেয়। ইহার নিকট রাজা তৃতীয় হেনরীর, এলিনর অব ক্যাষ্টীলের ( রাজা প্রথম এডোয়ার্ডের প্রথম রাণী ), ফিলিপা ও তাহার স্বামী রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের এবং রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও তাঁহার রাণী এন অব বোহীমিয়ার সমাধি আছে। এই স্থানে এদেশের রাজাদের অভিষেকের সময় যে চেয়ার ব্যবহার করা হয় তাহাও রক্ষিত আছে। চেয়ারটি রাজা প্রথম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় নির্ম্মিত হয় এবং রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের সময় স্কটল্যাণ্ডের রাজাদের রাজ্যাভিষেকের সময়ে যে প্রসিদ্ধ শিলাখণ্ড ব্যবহৃত হইত সেই প্রসিদ্ধ স্কোন (Scone) প্রস্তরখণ্ড এই চেয়ারে বসান হয়। পুরাকাল হইতে স্কটল্যাণ্ডের রাজাদের রাজ্যাভিষেক এই প্রস্তরখণ্ডের উপর হইত এবং ইহা ইংল্যাণ্ডে আনিবার পর হইতে ইংল্যাণ্ডের সকল রাজার অভিষেক এই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া হইয়া আসিতেছে। এই চেয়ারখানি একবার মাত্র এবে হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। ক্রমওয়েল যখন ইংল্যাণ্ডের লর্ড প্রেসিডেন্ট (Lord President) রূপে অভিষিক্ত হন তখন একবার মাত্র এই চেয়ারখানি ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলে স্থানান্তরিত করা হয়। চেয়ারখানি দেখিতে বিশেষ সুন্দর নয় এবং ইহার গঠন ও কারুকার্য্যও সামান্য। এই চেয়ারের দুই পার্শ্বে রাজা প্রথম এডোয়ার্ডের ঢাল ও তরবারি আছে—"The monumental sword that conquered France")। পিকস নামক উপাসনাগৃহ (Chapel of Pyx) এবং আণ্ডারক্রফট (the undercroft) এবের অতি পুরাতন অংশ অর্থাৎ এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের সময়ে নির্ম্মিত। চ্যাপেল অব পিক্সে পুরাকালে এই মঠের তোষাখানা ছিল। তখন ইহার পাথরের দ্বারের উপর সাতটি কুলুপ পড়িত এবং দস্যুদিগের মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য উহা মনুষ্য চর্ম্ম দিয়া আবৃত থাকিত। আণ্ডারক্রফটি একটি অতি পুরাতন ঘর। এখানে অনেকগুলি ভগ্নাবশিষ্ট অথচ কৌতূহলপ্রদ শিল্পশিল্পের অংশ আছে যাহা

পূর্ব্বে নর্ম্মানদিগের প্রস্তরস্তম্ভের উপরিভাগের অংশ ছিল এবং এইখানে অন্যান্য কতিপয় প্রাচীন দ্রব্যও রক্ষিত হইয়াছে। চ্যাপটার হাউসটিও (Chapter House) এবের একটি অতি পুরাতন ও কৌতূহলপ্রদ অংশ। পুরাকালে ইহা এবের ভিক্ষুকদিগের সভাগৃহ ছিল এবং পরে রাজা প্রথম এডোয়ার্ডের সময় হইতে ১৫৫৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত এই ঘরে হাউস অব কমন্সের অধিবেশন হইত।

কেহ কখন বর্ণনার দ্বারা এই দেবালয়ের গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিতে পারে নাই বা বর্ণনা পাঠ করিয়া কেহ কখন তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই দেবালয়টি স্বচক্ষে দেখিতে হয় এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস যদি দর্শকের ভাল করিয়া জানা থাকে তাহা হইলেই স্বচক্ষে দেখিয়া ইহার মহিমা সে কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারে। এই দেবালয়ের ইতিহাস কেবল প্রাচীনত্বেই মহীয়ান নহে। ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী তাহার প্রাচীনতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া উপলখণ্ডের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে যেমন পূর্ণ যৌবনে মত্ত হইয়া নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিতে চায়, সে যেমন স্ফীতকায় হইয়া কালের সহিত সমানে তাল রাখিয়া সাগরসঙ্গমে ছুটিতে চায়, সেই নির্ঝরিণীর ন্যায় ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পুরাকালে কুজ্ঝটিকাপূর্ণ ক্ষীণকায়া থাকিলেও ভবিষ্যতে সে নানা উপাদানে গঠিত হইয়া আজ নিজেকে সে ব্যক্ত করিতে চায় সম্পূর্ণরূপে। সে চায় নিজের গৌরব-সৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে। সে নদীর সাগরসঙ্গম এখন আসে নাই, সে ইতিহাসের শেষ অধ্যায় এখন লেখা হয় নাই, এই দেবালয়ের কাহিনী এখনও অসমাপ্ত। কয়েকবৎসর মাত্র পূর্ব্বে এই পুণ্যধামে ইংল্যাণ্ডের গত মহাযুদ্ধের অজ্ঞাত যোদ্ধার এক সমাধি হয়। ভবিষ্যতে কতকাল পর্য্যন্ত এই দেবালয়ে ব্রিটেনের রাজাদের রাজ্যাভিষেক ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে, কতকাল পর্য্যন্ত ব্রিটেনের কৃতী মনীষি সন্তানদের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

**সেণ্টপলস্ কেথীড্রল:**—লণ্ডনের সেণ্টপলস্ কেথীড্রলের ইতিহাসও অতি প্রাচীন, ইহার উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক কুজ্ঝটিকায় আবৃত। কথিত আছে যে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বত শিখরে (Ludgate Hill) ব্রিটিশদিগের এক ক্ষুদ্র গ্রাম অপহৃত করিয়া রোমনগণ ডায়ানা দেবীর এক

মন্দির স্থাপন করেন। পরে কেণ্টের স্যাক্সন রাজা এথেলবার্ট এই মন্দিরের পরিবর্ত্তে এই স্থলে এক খৃষ্টীয় গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তাহার পাঁচশত বৎসর পরে ১০৮৭ খৃঃ অব্দে এই গির্জ্জাটি অগ্নিতে ধ্বংস হয়। তখন ইহার পরিবর্ত্তে এক প্রকাণ্ড গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়, দৈর্ঘ্যে ৬৯০ ফীট, প্রস্থে ১৩০ ফীট এবং ইহার চূড়া ৫২০ ফীট উচ্চ। ইহার চারিদিকে Pardon churchyard painted with Dance of Death, সেণ্টপল্‌সের ক্রস, এবং খোলা জায়গায় বেদী প্রভৃতি কতকগুলি ইমারত ছিল। একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে সেণ্টপল্‌সকে তখন শাবক পরিবৃত এক বৃহৎকায় মুরগীর মত দেখাইত! কালে এই সকল অট্টালিকার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৫৬১ খৃঃ অব্দে এই গির্জ্জার চূড়া পুড়িয়া যায়, ইহার অনেক সুন্দর উপাসনালয়ও ধ্বংস হয় এবং মহামন্দিরটি অনেক বৎসর এই ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া থাকে। অনেক সময় এই দেবালয় অনেক প্রকার ব্যবহারে আসে। রাজা তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে ইহা চোরদের আড্ডা হয়, রাণী মেরীর রাজত্বকালে এই দেবালয়ে বাজার বসিত এবং এক সময়ে ক্রমওয়েলের অশ্বারোহী সৈন্যরা এই দেবালয়ের উপাসনাগৃহগুলিতে তাহাদের ঘোড়া বাঁধিত। রাজা প্রথম জেমস এই দেবালয়ের পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ দেন বটে কিন্তু ইনিগো জোন্সের সুন্দর দ্বার মণ্ডপ (portico) ভিন্ন নির্ম্মাণ কার্য্য আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। ১৬৬৬ সালের লণ্ডনের মহা অগ্নিকাণ্ডে এই মহামন্দিরটি আবার ধ্বংস হয়। তখন ইহার পুনর্নির্ম্মাণের ভার ক্রুষ্টোফর রেণের উপর অর্পিত হয়। রেণ কিন্তু যেরূপ নক্‌সা করিয়াছিলেন রাজার অমাত্যেরা তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করে এবং অবশেষে রেণকে মহা-মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য হইতে অপসারিত করা হয়। রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌স ইহার পুনর্নির্ম্মাণের জন্য প্রতিবৎসর অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন কিন্তু সে অর্থ নেল গুইনের (Nell Gwynne) উপর নিশ্চয় খরচ হইয়া থাকিবে! ১৭১০ সালে এই মহামন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় এবং ইহা কথিত আছে যে রেণ এই পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইলেও তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে বৎসরে একবার করিয়া এই গির্জ্জার সম্মুখে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত এবং তিনি এইরূপে তাঁহার জীবনের শেষ দশায় বৎসরে একবার করিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি দর্শন করিতেন। ৯১ বৎসর বয়সে ১৭২৩ সালে রেণের মৃত্যু হয় এবং এই মহামন্দিরে সর্ব্বপ্রথম সমাধি তাঁহারই।

এই দেবালয়ের কারুকার্য্য ও গঠন ক্লাসিক (classic) ধরণে এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৫১৯ ফীট, প্রস্থ ১১৮ ফীট ( Transept লইয়া ২৫০ ফীট )। ইহার গম্বুজ ভিতরে ২২৫ ফীট উচ্চ এবং বাহিরে ক্রশের শিখর অবধি ৩৫৪ ফীট উচ্চ। ইহা যে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাহা বলা বাহুল্য। এই মহামন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৭,৩৬,৭৫২ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল এবং নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে ৩৪ বৎসর লাগে—১৬৭৬ হইত ১৭১০ সাল। দুঃখের বিষয় এই যে ইহার নিকটে অন্যান্য উচ্চ অট্টালিকা থাকায় এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে খালি জমি না থাকায় এই দেবালয় যেরূপ বৃহৎকায় সেরূপ বিশাল দেখায় না। ইহা যে কত বড় তাহা ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলেই উপলব্ধি হয়। ইহার সম্মুখভাগে যুক্ত স্তম্ভ থাকায় তাহা অতি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেখায়। এই স্তম্ভগুলির উপরিভাগে ত্রিভুজাকৃতি স্থানে (pediment) সেণ্ট পলুসের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণের চিত্র উদ্‌গত কারুকার্য্যে ক্ষোদিত আছে এবং ইহার উপরে সেণ্টপলুসের মূর্ত্তি ১৫ ফীট উচ্চ এবং ইহার দুই পার্শ্বে সেণ্ট পীটর ও সেণ্ট জেম্‌সের মূর্ত্তি আছে। ইহার ঘণ্টাঘরের চূড়াগুলি (Campanile towers) ২২২ ফীট উচ্চ এবং চারিটির উপর চারিটি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের ( Evangelist দের ) মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণ ঘণ্টাঘরে যে ঘণ্টা আছে তাহার ওজন ১৬ টনের অধিক এবং ইহাই ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টা। এই দেবালয়ের গম্বুজের ভিতর সার জেম্‌স থরন্‌হিল দ্বারা অঙ্কিত আটখানি সুন্দর চিত্র আছে।

এই দেবালয়ে অনেক স্মৃতিচিহ্ন আছে তবে সেগুলি প্রায় সবই যোদ্ধাদের ও শিল্পীদের। এখানে নেল্‌সন ও ওয়েলিংটনের সমাধি এবং লর্ড রবার্টসের, লর্ড কিচেনারের, জেনারেল গর্ডনের, লর্ড রড্‌নের, সার টমাস বিং এর, লর্ড কর্ণওয়ালিসের, সার জন মুরের ও লর্ড হাউয়ের স্মৃতিস্তম্ভ, মূর্ত্তি ও স্মৃতিচিহ্ন দেখিলাম। শিল্পীদিগের স্থানে ( Painters' cornerএ ) সার জসুয়া রেনলডসের, সার টমাস লরেন্সের, টার্নারের, লর্ড লেটনের, সার জন মিলের ও অন্যান্য কতিপয় শিল্পীদিগের সমাধি ও স্মৃতিচিহ্ন দেখিলাম।

এই দেবালয়ের ভিতরের গম্বুজে উঠিবার এক সোপান আছে। সেই সোপান দিয়া এক দালানে (gallary) যাওয়া যায় এবং সেই দালানের একপার্শ্বে দেওয়ালে মুখ দিয়া অতি আস্তে কথা কহিলে এই প্রকাণ্ড গম্বুজের অপর পার্শ্বে তাহা শুনা যায়। ইহাকে এই জন্য whispering gallery বলে

**টাওয়ার অব লণ্ডন।** টাওয়ার অব লণ্ডন ইংল্যাণ্ডের আর একটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক হর্ম্ম্য। ১০৬৬ সালে নর্ম্যানরা ইংল্যাণ্ড জয় করিলে ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন শহর আয়ত্ত্বাধীনে রাখিবার জন্য এক দুর্গের প্রয়োজন হয়। তখন উইলিয়ম দি কংকরার টেম্‌স নদীর ধারে পুরাতন লণ্ডন নগরের প্রাচীরের ভিতর এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহাই তাঁহার শ্বেত দুর্গ (White Tower) বলিয়া আখ্যাত হয় তবে কোন বৎসরে যে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। ষ্টো (Stowe) বলেন যে ১০৭৮ সালে এই কার্য্য আরম্ভ হয়। এই স্থলে কতিপয় পুরাতন রোমন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে এই স্থলে পুরাকালে রোমনরা জুলিয়স সীজারের দ্বিতীয়বার ব্রিটেন আক্রমণের পর (৫৪ খৃঃ পূঃ) একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসন (Frederic Harrison) এই দুর্গের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—"When the White Tower first rose beside the Thames as the buttress and symbol of the Conquest the nations we call France, Germany and Spain did not exist. It had already seen centuries of great and memorable things before the oldest of the palaces and halls of Europe had their foundations laid. Men talk of the traditions of the Kremlin, the Vatican and the Escurial; but the first half of the wild history of the Tower was over before a stone was laid of their vast piles. The races who raised the fantastic domes of Moscow or the minarets of Constantinople were wandering herdsmen and robber tribes in Asia when the Tower was the home of the most powerful kingdom in Europe". *

---

* ফরাসী, জর্ম্মন ও স্প্যানিয়ার্ড নামে আজ যাহারা বিখ্যাত তাহাদের অস্তিত্বের যখন কোন চিহ্নই ছিল না তখন জয়ের প্রতীক ও উপস্তম্ভরূপে এই শ্বেতদুর্গ টেম্‌স নদীর তীরে তাহার অস্তিত্ব লাভ করে। ইয়োরোপের প্রাচীনতম প্রাসাদ ও প্রাচীনতম সভামণ্ডপ স্থাপনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই এই দুর্গ বহু সুমহান স্মরণীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। ক্রেমলিন, ব্যাটিকান ও এসকুইরিয়েল ইহাদের ঐতিহ্যের কথা লোকে বলে বটে কিন্তু ইহাদের হর্ম্ম্যরাজি যখন অস্তিত্ব

প্রথমে ইংরাজদিগকে বশে রাখিবার জন্য এই দুর্গের সৃষ্টি হইলেও পরে ইহা অনেক ব্যবহারে আসে—যথা রাজপ্রাসাদ, কারাগার, টঙ্কশালা, অস্ত্রাগার, রাজাভরণাগার, দপ্তরখানা রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে ইহা যে এক অতি সুদৃঢ় দুর্গ বলিয়া পরিগণিত হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রাচীর ১৫ ফীট পরিমিত এবং পরিখা ১৪ ফীট পরিমিত প্রশস্ত এবং ইহার ভিতরে ১৯টি বুরুজ আছে। কংকরারের পুত্র রাজা উইলিয়াম রিউফস ও রাজা প্রথম হেনরী এই দুর্গের ভিতর তাঁহাদের বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং রাজা ষ্টীফন্স এই দুর্গে সতত বাস করিতেন। রাজা তৃতীয় হেন্‌রী ইহার আয়তন বৃদ্ধিকল্পে ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। নর্ম্মান ও প্ল্যাণ্টাজিনেট বংশীয় নৃপতিগণ এই দুর্গে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন এবং যতদিন না ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের আর রাজপ্রাসাদ অনাবশ্যক মনে করিয়া ইহার সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ ও অপরাপর রাজাবাসগুলি ধ্বংস করেন ততদিন পর্য্যন্ত এই দুর্গ লণ্ডনের রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হইত। ইংল্যাণ্ডের অনেক রাজাই তাঁহাদের রাজত্বের কিয়ৎ অংশকাল এই টাওয়ারে বাস করিতেন এবং রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রাজারা ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবেতে রাজ্যাভিষেকের জন্য এই দুর্গ হইতে মহাসমারোহে বহির্গত হইতেন। তখনকার কালে এই দুর্গের ভিতর একদিকে রাজপ্রাসাদে ও রাজসভায় যেমন ভোগ-বিলাস ও আমোদপ্রমোদ চলিত অপরদিকে অতি নিষ্ঠুর ও নৃশংস কাণ্ডও ঘটিত। এই টাওয়ারের অন্ধকূপে ও নির্য্যাতন গৃহে রাজ্যের কত গণ্যমান্য লোককে কারাবাসে কত ভীষণ অমানুষিক অত্যাচার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, এইস্থলে কত লোকের বিনা দোষে বা অল্প দোষে শিরশ্ছেদ হইয়াছে, সেই বীভৎস স্মৃতি স্মরণ না করিয়া অদ্যাপি কেহ এই দুর্গে পদার্পণ করিতে পারে না। ইহার টাওয়ার গ্রীনে (Tower Green) যে বধ্যকাষ্ঠে লোকের শিরশ্ছেদ হইত সেই যূপকাষ্ঠ অদ্যাপি সেইখানে বর্ত্তমান আছে। এইস্থলে এই কাষ্ঠখণ্ডের উপর মাথা রাখিয়া রাণী ক্যাথারিন হাওয়ার্ডের, রাণী এন

**লাভ করে নাই তখন এই শ্বেতদুর্গের অসংস্কৃতির অবিশ্রান্ত ইতিহাসের অর্দ্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে। এই দুর্গ যখন ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল তখন মস্কো নগরের অপরূপ গম্বুজ অথবা কনষ্ট্যান্টিনোপলের অপূর্ব্ব মীনার নির্ম্মাতাগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পশুপালন বা দস্যুবৃত্তি করিয়া এশিয়া মহাদেশে বিচরণ করিত।**

বোলীনের, আর্ল অব এসেক্সের, জেম্‌স ডিউক অব মন্‌মথের মুণ্ডচ্ছেদ হয়। যূপকাষ্ঠের উপর নতজানু হইয়া সুন্দরী লেডি জেন গ্রে জল্লাদকে মিনতি করিয়া বলেন "আমার সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যে ত্বরায় আমায় শেষ করুন।" বৃদ্ধা কাউণ্টেস অব সল্‌সবেরি এই স্থলে আনীত হইয়া তাঁহার মস্তক এই কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিতে অস্বীকার করিয়া আতঙ্কে যখন চারিদিকে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন তখন তাঁহার আলুলায়িতকেশমণ্ডিত শ্বেত মস্তক জল্লাদ তাহার কুঠার দ্বারা ছেদ করে। প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকার সময় যখন দুর্গরক্ষক বিশপ ফিশারের (Bishop Fisher) নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে জানাইল যে সেই দিন সকাল নয় ঘটিকার সময় তাঁহাকে বধ করা হইবে তখন বিশপ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে।" দুর্গ-রক্ষক বলিলেন "এখন প্রায় ৫টা।" বিশপ উত্তরে বলিলেন "তাহা হইলে আপনি যদি অস্থির না হন তাহা হইলে আমি আরও দুই এক ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করি, কারণ গত রাত্রিতে আমি অতি অল্পই ঘুমাইয়াছি। যদি বিশ্বাস করেন তাহা হইলে বলি যে ঈশ্বরের কৃপায় ইহা মৃত্যুভয়ে নয় কেবল আমার দুর্ব্বলতা ও অসামর্থ্যের জন্য।" ইহার পর বৃদ্ধ বিশপ আরও দুই ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইলেন! যে যুগে জীবিত থাকাই এত বিপজ্জনক ছিল সে যুগে কেহ কেহ মৃত্যু নিকটে আসিলে তাহাকে যে কিরূপে আলিঙ্গন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিত বটে!!

এই বধ্যভূমির নিকট বিচ্‌হ্যাম টাওয়ার আছে। ইহার ভিতর বন্দী থাকিয়া কি উদ্দেশ্যে জানিনা, বোধ হয় কোন উদ্দেশ্যেই নয়, কারাগারের দেওয়ালে—লর্ড অরণ্ডেল, জন ডাড্‌লে, আর্ল অব্ ওয়ারুইক, রবার্ট ডাড্‌লে, আর্ল অব্ লেষ্টার প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের যে স্বাক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি পাঠ করা যায়। তাহাদের মধ্যে দুর্ভাগিনী জেন গ্রের নাম Iane এবং রবার্ট ডাডলের নামের আদ্যক্ষরদ্বয় R. D. অতিশয় কৌতূহলপ্রদ।

এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে ইহার সিংহদ্বারের নিকট টিকেট ক্রয় করিতে হয়। রাজা প্রথম হেনরী এই দ্বারের সম্মুখে রাজপ্রতীকের জীবন্ত চিহ্নস্বরূপ সিংহ ও চিতাবাঘ রাখিতেন। ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত এইস্থানে এক পশুশালা থাকিত। এই দ্বার হইতে রাস্তা মধ্যম দেউড়ি দিয়া (ইহা একটি ঝাঁপকবাট সমন্বিত দুর্গতোরণ) বাইওয়ার্ড

টাওয়ারের (Byward Tower) সম্মুখে আসিয়া পড়ে। ইহার বাম পার্শ্বে বেল (Curfew) টাওয়ার এবং এই টাওয়ারেই এলিজাবেথকে (যিনি পরে ইংল্যাণ্ডের রাণী হইয়াছিলেন) তাঁহার ভগ্নী রাণী মেরী বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই টাওয়ার হইতে আজিও প্রতিরাত্রে কার্ফিউ ঘণ্টা বাজে। ইহার নিকট ওয়েকফিল্ড্ টাওয়ার (Wakefield Tower), বামপার্শ্বে ব্লাডি টাওয়ার (Bloody Tower) এবং দক্ষিণপার্শ্বে ট্রেটর্স গেট (Traitors' Gate)। এই দ্বার দিয়া যাইয়া কতিপয় ধাপ নামিলে নদীতীরে আসা যায় এবং পুরাকালে বন্দীদিগকে এই দ্বার দিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলে বিচারের জন্য নদী দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। প্রবাদ আছে যে ব্লাডি টাওয়ারের দ্বারোপরিস্থ গৃহে চতুর্থ এডোওয়ার্ডের দুইটি শিশুসন্তানকে হত্যা করা হইয়াছিল। এই কক্ষের উপরে আরও একটি গৃহ আছে যাহার প্রাচীরে কতকগুলি হস্তাক্ষর দেখা যায়। এই ঘরে র‍্যালে, সার টমাস ওবার্‌বেরি, ফেল্‌টন, লর্ড জর্জ জেফ্রিস, সপ্তবিশপরা এবং সর্ব্বশেষে ১৮২০ সালে কেটো ষ্ট্রীট (Cato Street) ষড়যন্ত্রকারী থিসিল্‌উড বন্দী ছিল। অনতিদূরে হোয়াইট টাওয়ার দৃষ্ট হয়। হোয়াইট টাওয়ার বা কীপের একতলার গান ফ্লোরই (Gun floor) লণ্ডন দুর্গের প্রাচীনতম অংশ। ইহার দপ্তরখানায় টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ, নক্সা, প্রতিরূপ মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। একটি আধারে বাইকাউণ্ট উল্‌সের ও লর্ড কিচেনারের তরবারী ও লর্ড রবার্টসের একটি রিবলবার আছে। এই ঘর হইতে সার ওয়াল্‌টার র‍্যালে ও তাঁহার স্ত্রী যে কক্ষে ১২ বৎসর কাল বন্দী ছিলেন এবং যেখানে তাঁহাদের পুত্রের জন্ম হইয়াছিল সেই কক্ষে যাওয়া যায়। দ্বিতলে মহাভোজনাগার (Banqueting Hall) এবং সেণ্ট জন ভজনালয় (Chapel of St. John) আছে। ইংল্যাণ্ডের রাজারা যতদিন এই দুর্গে বাস করিতেন ততদিন এই ভজনালয় তাঁহাদিগের উপাসনা মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা অত্যন্ত মনোহর এবং ইংল্যাণ্ডে নর্ম্মানদিগের স্থাপত্যের ইহা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দুর্গের অসিভাণ্ডারে ১১ হইতে ১৯ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনেক ছোরা, তলোয়ার ইত্যাদি আছে এবং আয়ুধাগারে (পুরাতন মহাভোজনাগারে) অনেক বর্ম্ম, টাঙ্গী, বল্লম, ধনুক (cross bow, long bow) ইত্যাদি আছে। ত্রিতলে প্রাচীন ব্যবস্থাপক সভাগৃহ আছে। এই গৃহে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড তাঁহার সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং এই গৃহে এন বোলীনের বিচার হয়। অধুনা ইহা

অস্ত্রাগাররূপে সজ্জিত আছে। এই গৃহে ১৫ শতাব্দী হইতে ১৭ শতাব্দীর যোদ্ধাদের ও তাহাদের অশ্বদিগের অনেক বর্ম্ম আছে। এইগুলি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। পুরাকালে যোদ্ধারা ও তাহাদিগের অশ্ব যে সকল বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিত সেই সকল বর্ম্মে আবৃত হইয়া অনেক মূর্ত্তি সজ্জিত আছে।

এই টাওয়ারের ভূমির নীচে কামান ঘর। ইহাতে পুরাকালের অনেক কামান—breast plate, chain shot—আছে। এই ঘরে একটি কূপের মত গর্ত্ত আছে। মধ্যযুগে যতদিন না ইহুদিরা রাজাদের অর্থগৃধ্নুতা চারিতার্থ করিতে পারিত ততদিন এই গর্ত্তের ভিতর তাহারা বদ্ধ হইয়া থাকিত।

টাওয়ার অব লণ্ডন দেখিতে আসিলে ওয়েকফিল্ড টাওয়ার সকলেই দেখেন। এখানে রাজার রাজাভরণ মণিমুক্তাদি জহরৎ সকল রক্ষিত হয়। রাজার মুকুট, রাজদণ্ড, স্বর্ণনির্ম্মিত আহারের বাসনাদি অনেক মহামূল্য সামগ্রী এই টাওয়ারের মধ্যে আছে। রেষ্টোরেশনের ( Restoration ) পর কর্ণেল ব্লড ( Col. Blood ) রাজমুকুট, ক্রুশাগ্র বর্ত্তুল ( orb ), রাজদণ্ড অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং ১৮১২ সালে এক স্ত্রীলোক লোহার গরাদের ভিতর দিয়া তাহার হাত প্রবেশ করাইয়া রাজ মুকুট চুরি করিতে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে!

টাওয়ার অব লণ্ডন যে পৃথিবীর একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ও কৌতূহলপ্রদ দুর্গ তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে প্রবেশ না করিলে লণ্ডনের মত এক আধুনিক নগরের ভিতর যে এই পুরাকালের এক প্রকাণ্ড দুর্গ থাকিতে পারে তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। এই দুর্গের প্রহরীরা বড় এক রমণীয় পুরাতন ধরণের পোষাক পরিধান করে। তাহাদিগকে ইয়োমেন অব দি গার্ড (Yeomen of the Guard) বা বীফ ঈটার্স (Beef Eaters) বলে।

**প্যালেস অব ওয়েষ্টমিনিষ্টর :**—যাহাদের ব্রিটেনের ইতিহাস স্বল্পমাত্রও জানা আছে তাহাদের পক্ষেও প্যালেস অব্ ওয়েষ্টমিনিষ্টর এক মহাতীর্থ স্থান। নীচে টেম্‌স নদী, পার্শ্বে ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবে, অনতিদূরে নদীর পর পার্শ্বে ক্যাণ্টরবেরি আর্চবিশপের প্রাসাদ, ল্যাম্বেথ প্যালেস, এই স্থানটি যে

অনেক শতাব্দী হইতে ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থল তাহা বলা বাহুল্য। এই স্থলে সর্ব্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয় এবং অনেক শতাব্দী ব্যাপিয়া এই হর্ম্ম্যের ভিতর ইংল্যাণ্ডের রাজাদের বিচারালয় বসিত এবং গত কয়েক শতাব্দী এই স্থলে হাউসেস অব পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিতেছে। ইংরাজী ইতিহাস কিছুমাত্র জানা না থাকিলেও প্যালেস অব ওয়েষ্টমিনিষ্টরের সম্মুখে দাঁড়াইলে ইহা যে জগতের এক প্রধান অট্টালিকা তাহা অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াও বাহির হইতেই সহজে বোধগম্য হয়। এই প্রাসাদ ২৪ বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত। ইহার ভিতরে এগার শত ঘর, এগারটি অঙ্গন, একশত সোপানশ্রেণী, সাতশতের উপর স্মৃতিস্তম্ভ, মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। ইহার ক্লক টাওয়ার ( ঘড়ির ঘর ) ৩১৬ ফীট উচ্চ, ইহার ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ১৪ ফীট, ঘণ্টার কাঁটা ৯ ফীট ও পেণ্ডুলাম ১৩ ফীট লম্বা। ইহার ঘণ্টাটি ওজনে ১৩½ টন।

এই স্থলের ইতিহাস প্রাচীন, কারণ পুরাকালে রাজা ক্যান্যুটের রাজ-প্রাসাদ এই স্থলে ছিল। ১০৩৫ সালে এই প্রাসাদটি পুড়িয়া যায় এবং এড্‌ওয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের সময়ে এই স্থলে এক নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। পরবর্ত্তী রাজারা এই প্রাসাদের অনেক শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং রাজা উইলিয়ম রিউফস ইহার প্রকাণ্ড হল ( Westminister Hall ) নির্ম্মাণ করেন। পরে রাজা তৃতীয় হেনরী এই রাজপ্রাসাদের পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য অধিকতর সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন। তখন পার্লামেণ্ট সমীপস্থ ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবের চ্যাপটার হাউসে বসিত। প্ল্যাণ্টাজিনেট বংশীয় প্রায় সকল রাজারা এই প্রাসাদের শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং পুনর্ব্বার পুড়িয়া যাওয়াতে রাজা দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে ইহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। রাজা অষ্টম হেনরী এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে ইংল্যাণ্ডের রাজারা আর এই প্রাসাদে বাস করেন না। কিন্তু রাজার বিচারালয় এক শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থলে বসিত। ১৮৩৫ সালে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হল এবং আর দু'একটি অংশ ভিন্ন সমস্ত প্রাসাদটি অগ্নিতে ধ্বংস হয় এবং ইহার পর বর্ত্তমান প্রাসাদের সৃষ্টি হয়। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়।

এই প্রাসাদের সকল অংশে জনসাধারণের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। আমি ভিক্টোরিয়া টাওয়ার দিয়া প্রবেশ করিয়া রাজসোপানাবলি ( Royal Staircase ) দিয়া উঠিয়া নর্ম্মান পোর্চ দিয়া রাজার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কক্ষে

( King's Robing Roomএ ) প্রবেশ করি। রাজা পার্লামেণ্ট সভার উদ্বোধনকালে প্রথমে এই কক্ষে তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পরে পরিচারকবর্গ দ্বারা পরিবৃত হইয়া রয়াল গ্যালারী দিয়া হাউস অব্ লর্ডসে প্রবেশ করেন। পরিচ্ছদ-গৃহের দেওয়ালে রাজা আর্থারের জীবনের ঘটনাবলি সম্বন্ধে কতিপয় দেওয়াল চিত্র ( Frescoes ) আছে। রয়াল গ্যালারীতে ঐরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ফ্রেস্‌কো আছে—একটি নেলসনের মৃত্যুর ছবি আর একটি ওয়েলিংটন ও ব্লুকারের ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাতের ছবি। নিকটে রাজপুত্রদের ঘর ( Princes' Chamber )। এই গৃহেও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ছবি এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। হাউস অব লর্ডসে রাজাসনের পশ্চাৎ দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই গৃহটি ৯০ ফীট লম্বা ৪৫ ফীট উচ্চ এবং দেখিতে অতি জমকাল ও বিশেষ রূপে অলঙ্কৃত। রাজারাণীর সিংহাসনদ্বয় একখানি উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ রঞ্জিত চন্দ্রাতাপের নিম্নে অবস্থিত। রাণীর সিংহাসন রাজার সিংহাসনের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। এই সিংহাসনদ্বয়ের পশ্চাতে ও পার্শ্বে রাজপরিবারের ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের আসন আছে এবং রাজসিংহাসনের সম্মুখে লর্ড চানসেলরের উলসাক ( Woolsack ) স্থাপিত হয়। রাজসিংহাসনের পশ্চাতের দেওয়ালে কতিপয় দেওয়ালচিত্র আছে, তাহাদের মধ্যে ব্ল্যাক প্রিন্সকে রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড অর্ডার অব দি গার্টারে ভূষিত করিতেছেন ( Edward III conferring the order of the Garter on the Black Prince ), এথেল্‌বার্টের খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষা এবং বিচারক গ্যাসকয়েন প্রিন্স হেনরীকে টাওয়ারে কারাবাসের দণ্ড দিতেছেন ( Judge Gascoigne committing Prince Henry to the Tower ) এই দেওয়াল চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল ব্যারনরা রাজা জনকে ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন তাহাদের মূর্ত্তি এই হাউস অব লর্ডসের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে আছে এবং ইহার জানালাগুলির রং করা কাঁচগুলিতে ইংল্যাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাণীদিগের ছবি অঙ্কিত আছে। এই ঘরের পীয়ার্সদের বসিবার আসন লাল মরক্কো চর্ম্মে আবৃত।

হাউস অব লর্ডসের পরে পীয়ার্স করিডর ( Peers' Corridor )। এই করিডরে আটটি দেওয়াল চিত্র আছে। ইহাদের মধ্যে রাজা প্রথম চার্লস্ নটিংহামে তাঁহার পতাকা উত্থিত করিতেছেন ( Charles raising his

standard at Nottingham ), রাজা প্রথম চার্লস হাউস অব কমন্সের পাঁচজন সভ্যকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করায় সভাপতি লেন্থল হাউস অব কমন্সের অধিকার সমর্থন করিতেছেন ( Speaker Lenthal defending the rights of the House of Commons against Charles I when he attempted to arrest five members ) এবং মেফ্লাওয়ার জাহাজের নব ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা ( Departure of the Mayflower for New England ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই করিডর হইতে সেনট্রাল হলে যাওয়া যায়। এই হলটি দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহার উপরে সেনট্রল টাওয়ার ৩০০ ফীট উচ্চ। এইখানে লর্ড জন রাসেল, লর্ড ইডেস্‌লে, মিঃ গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও লর্ড গ্র্যানভিলের প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই হলের চারিটি দ্বারের উপর চারিটি মোসেইক খচিত প্যানেল আছে, ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের রক্ষাকারী সিদ্ধপুরুষ স্বরূপ সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট ডেভিড, সেণ্ট এনড্রিউ ও সেণ্ট প্যাট্রিকের মূর্ত্তি তাহার উপর খচিত।

এই সেনট্রাল হল হইতে কমন্স করিডরে যাওয়া যায়। এই করিডরে অনেকগুলি দেওয়াল চিত্র আছে। তাহাদের মধ্যে রাজা উইলিয়ম ও রাণী মেরীকে লর্ডস ও কমন্স সভার সভ্যগণ মুকুট প্রদান করিতেছে, সপ্তবিশপের বিচারে মুক্তি পাওয়া, জেনরল মঙ্কের পার্লামেণ্টের সমর্থন ঘোষণা, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ডোবরে জাহাজ হইতে অবতরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই করিডরের পর কমন্স লবি ( Commons Lobby )। পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সময়ে, বিশেষতঃ সভায় যখন কোন বিশেষ মতানৈক্য আশঙ্কা করা যায় তখন, এই স্থলটি উত্তেজিত জনতায় পূর্ণ হইয়া যায়।

ইহার পরে হাউস অব কমন্স। ইহা হাউস অব লর্ডসের মত জমকাল বা সুশোভিত নয় এবং অপেক্ষাকৃত ছোট। বাস্তবিক ইহা প্রথমবার দেখিলে আদৌ আশানুরূপ মনে হয় না, তখন সন্দেহ হয় সত্যই এই কি পৃথিবীর সকল পার্লামেণ্টের জননী ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স! যদিও এই সভায় ৬১৫ জন সভ্য আছে এখানে ৪৭০টি মাত্র সভ্যের আসন আছে। এই আসনগুলি হাউস অব লর্ডসের আসনের মত লাল মরক্কো দিয়া আবৃত নয়, সবুজ চর্ম্মে আবৃত। এখানে রাজসিংহাসনের পরিবর্ত্তে স্পীকারের

চেয়ার আছে এবং তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর সভার অধিবেশনের সময়ে দণ্ড রাখা হয়—ইহা হাউসের মর্য্যাদা ও অধিকারের প্রতীক। স্পীকারের চেয়ারের উপর সংবাদদাতাদিগের বসিবার আসন এবং তাহার পশ্চাতে সভ্যদের স্ত্রী, আত্মীয়া ও মহিলা বন্ধুবর্গের বসিবার আসন আছে। পূর্ব্বে ইহার সম্মুখে একটি জালি পর্দ্দা থাকিত, তাহা ১৯১৭ সালে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাউসের প্রবেশ দ্বারের উপর পীয়ার্সদের বসিবার আসন এবং তাহার পশ্চাতে সাধারণ দর্শকদিগের আসন এবং দক্ষিণে বিশিষ্ট দর্শক-দিগের স্থান। এই গৃহে ১৮৫২ সাল হইতে হাউস অব কমন্সের অধিবেশন হইতেছে।

সেন্‌ট্রাল হলে ফিরিয়া গিয়া তাহার দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া সেণ্ট ষ্টীফিন্‌স হলে প্রবেশ করা যায়। পূর্ব্বে এই স্থলে সেণ্ট ষ্টীফিন্‌স চ্যাপেল ছিল। কথিত আছে যে রাজা ষ্টীফিন্‌স ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে রাজা প্রথম এডোয়ার্ড ও রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ড ইহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত এই স্থলে হাউস অব কমন্সের অধিবেশন হইত। এই ঘরে অনেক সুন্দর ছবি আছে। ১৮৩৪ সালের অগ্নিকাণ্ডে এই ঘরটি পুড়িয়া যায় তবে ইহার নীচে আন্তর্ভৌমিক গৃহ ( Crypt ) ঠিক থাকে। সেণ্ট ষ্টীফিন্‌স হল হইতে কতিপয় ধাপ নামিলে তাহা হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলের অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই সেই বিখ্যাত ওয়েষ্টমিনিষ্টর হল যাহার বিবরণ আমরা সকলে বাল্যকালে মেকলের "এসে অন ওয়ারেন হেষ্টিংস"এ পাঠ করিতাম এবং যেটি আমাদের শিক্ষক মহাশয়রা আমাদের কণ্ঠস্থ করিতে আদেশ করিতেন!

"The place was worthy of such a trial. It was the great hall of William Rufus, the hall which had resounded with acclamations at the inauguration of thirty kings, the hall which had witnessed the just sentence of Bacon and the just absolution of Somers, the hall where the eloquence of Stafford had for a moment awed and melted a victorious party inflamed with just resentment, the hall where Charles

had confronted the High Court of Justice with the placid courage which has half redeemed his fame." *

ইংল্যাণ্ডে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম হল। ইহা লম্বায় ২৮৮ ফীট ও প্রস্থে ৬৮ ফীট এবং উচ্চে ৯০ ফীট। এই বৃহৎ হলটির ছাদ কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং ছাদটি কোন থামের উপর নির্ভর করিতেছে না। এত বড় স্তম্ভবিহীন কাষ্ঠাচ্ছাদিত হল জগতে আর কোথাও নাই। প্রথমে রাজা উইলিয়াম রিউফস এই হলটি নির্ম্মাণ করেন, তবে পরে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের সময় ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৫ সালের অগ্নিকাণ্ডে ইহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

এই হলের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইংল্যাণ্ডের রাজারা যখন ওয়েষ্টমিনিষ্টর প্রাসাদে বাস করিতেন তখন এই হলটি তাঁহাদের মহাভোজনালয়-রূপে ব্যবহৃত হইত। রাণী ভিক্টোরিয়ার সময় অবধি প্রত্যেক রাজা রাণীর অভিষেকের সময়ে এই হলে এক মহাভোজের ব্যবস্থা হইত এবং তখন রাজার চ্যাম্পীয়ন (champion) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই হলের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার প্রভুর রাজসিংহাসনে বসিবার অধিকার যদি কেহ উপেক্ষা করে তাহা হইলে তাহার সহিত সে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত বলিয়া সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করিত!

এই হলে বহু শতাব্দী ধরিয়া রাজার বিচারালয় বসিত। তখন এই হলের পশ্চিম ভাগটি বিচারপ্রার্থী, আমলা, উকিল, বিচারক প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। কথিত আছে যে রুশিয়ার রাজা পীটর দি গ্রেট যখন ইংল্যাণ্ডে আসেন তখন এই হলে এত উকিল দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলেন যে "আমার রাজ্যে দুইজন মাত্র উকিল আছে এবং আমি স্থির করিয়াছি যে আমি আমার রাজ্যে ফিরিয়া যাইয়া তাহাদের একজনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিব!"

---

* আমার বড় বৌমা ছায়ারাণী উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্যটির এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছে—এই স্থলটি এই বিচারের যোগ্যস্থান বটে। ইহাই উইলিয়াম রিউফসের বিরাট সভাগৃহ। এই গৃহ পর পর ত্রিশটি রাজার রাজ্যাভিষেকের অভিনন্দন ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। এই গৃহে বেকনের ন্যায়দণ্ডের ও সমার্সের ন্যায় মুক্তির আদেশ হইয়াছিল। এই গৃহে ষ্ট্যাফোর্ডের অপূর্ব্ব বক্তৃতা ন্যায্যত ক্ষিপ্ত এক জয়ী দলকে ক্ষণকালের জন্য ক্রমান্বয়ে ভীত ও দ্রবীভূত করিয়াছিল এবং এই গৃহেই চার্লস ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে বিচারধীন হইয়া যে ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা তাঁহার অবলুপ্ত যশরাশির অর্দ্ধেক তিনি পুনর্লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই হলে এই দেশের কত গণ্যমান্য ব্যক্তির রাজনৈতিক অপরাধে ন্যায় ও অন্যায়ভাবে বিচার হইয়াছে, তাহাতে কত লোকের কঠিন শাস্তি, এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছে, এই সকল রাজনৈতিক বিচারের ফলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস কতবার ভিন্ন পথে চালিত হইয়াছে তাহা এই হলে প্রবেশ করিলেই সকলের স্মরণ হয়। এই হলে উইলিয়াম ওয়ালেস ( ১৩০৫ ), লর্ড কবহ্যাম, ডিউক অব নরফোক, সার টমাস মুর, সার জন ওলড্কাস্‌ল, ফিশার, বিশপ অব রচেষ্টর, প্রোটেকটর সমর্সেট ( ১৫৫১ ), আর্ল অব এসেক্স, সার টমাস ওয়াট ( ১৫৫৪ ) এর বিচার হয়। এই হলে ১৮ দিন ব্যাপীয়া রাজা প্রথম চার্ল্‌সও তাঁহার রাণী এক পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া তাঁহাদের প্রিয় মন্ত্রী আর্ল অব ষ্টাফোর্ডের ( ১৬৪১ ) বিচার দর্শন করেন। ইহার আটবৎসর পরে রাজা প্রথম চার্লসের বিচার ও তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা এই হলেই হয়। শেষ বিখ্যাত রাজনৈতিক বিচার ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এই হলে অনেক বৎসর ধরিয়া চলে। এই বিচারে বর্ক, ফক্‌স, শেরিডন প্রভৃতি দেশের খ্যাতনামা বক্তারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কত অমানুষিক লোমহর্ষণ অভিযোগ আনিয়া কত চিরস্মরণীয় বক্তৃতা করেন। কথিত আছে যে শেরিডন যখন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন তাহা শুনিয়া শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেক রমণী মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। তাহাদিগের বিচারের সময়ে এই হলের যে স্থলে ওয়ালেস, রাজা প্রথম চার্ল্‌স, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি দাঁড়াইয়াছিলেন সেই সকল স্থলে এবং যে স্থলে গ্ল্যাডষ্টোন ও রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃতদেহ জন সাধারণের দর্শনার্থে রাখা হইয়াছিল সেই সকল স্থলে পিতলের পদক মারিয়া চিহ্নিত করা আছে। ১৮৮২ সালে এই স্থল হইতে বিচারালয় ষ্ট্রাণ্ডে, রয়াল কোর্ট অব জাস্‌টিসে (Royal Court of Justice) উঠিয়া যায়।

১৬০৫ সালে ৫ই নবেম্বর গাইফক্স নামে এক ব্যক্তি বারুদে অগ্নি লাগাইয়া পার্লামেণ্ট হাউস ধ্বংস করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা সকলেই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। যে স্থলে হাউস অব কমন্সের ভূগর্ভস্থ কূপে বারুদের পিপা রাখিয়া সঙ্গীদের সহিত গাইফক্স দাঁড়াইয়াছিল সে স্থলটি দেখিলাম। এখন পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহার তলের কূপে কোন ষড়যন্ত্রকারী লুক্কায়িত আছে কিনা তাহার অন্বেষণ করা হয়। এই ঘটনা স্মরণার্থ অদ্যাপি প্রতিবৎসর ৫ই নবেম্বর ইংল্যাণ্ডের

সর্ব্বত্র বিশেষতঃ অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সমারোহে গাইফক্সের প্রতিমূর্ত্তি ও বাজী পোড়ান হয়। ইহার তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতে শহরের গরীব ছেলেমেয়েরা বাজী ছুঁড়িবার জন্য অর্থভিক্ষা করে। একবার আমি আমাদের দুই পুত্রের সহিত ৫ই নবেম্বরের দুই একদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম এমন সময় কতকগুলি ছেলে "A penny for the Guy" (গাইএর জন্য একটি পেনি দাও) বলিয়া আমাদের নিকট ভিক্ষা করিতে আসিল। আমরা তামাসা দেখিবার জন্য তাহাদিগকে পেনি না দিয়াই চলিতে লাগিলাম। তখন তাহাদের মধ্যে এক নিশ্চয় অতি মেধাবী বালক অন্য বালকদিগকে বলিল "আরে, এরা পেনি কি তাহা বোঝে না, বল আনা, তাহা হইলে ইহারা বুঝিতে পারিবে।" বলা বাহুল্য আমরা আনা কি বুঝিতে পারিলাম ও পেনি দিলাম।

১৯৩৫ সালে একদিন আমরা হাউস অব কমন্সের অধিবেশনের সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলাম। সেদিন তথায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কারের বিল আলোচনা হইতেছিল। আমার স্বামী পূর্ব্বে দিল্লীর এসেম্ব্লি ও কাউন্সিল অব ষ্টেটের সভ্য ছিলেন বলিয়া পার্লামেণ্টের কোন সভ্যের সুপারিস বিনা পার্লামেণ্টের এক কর্ম্মচারী অতি আদর করিয়া আমাদের হাউস অব কমন্সের বিশিষ্ট দর্শকদিগের গ্যালারীতে বসিবার জন্য ও অধিবেশন দেখিবার জন্য টিকিট দিলেন। আমরা বিশিষ্ট দর্শকদিগের গ্যালারীতে স্থান পাইয়াছিলাম বলিয়া বেশ ভাল করিয়া সব দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে দিল্লী ও সিমলায় উভয় স্থলের এসেম্ব্লি ও কাউনসিল অব ষ্টেটের অধিবেশন দেখিয়াছিলাম। এই দুই সভা অপেক্ষা হাউস অব কমন্স সভার অধিবেশন অধিকতর চিত্তাকর্ষক বলিয়া আমার বোধ হইল না। তবে ভারতের ও ব্রিটেনের আইন সভার মধ্যে পার্থক্য আছে আকাশ পাতাল। ব্রিটেনের আইন সভার ইতিহাস, তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, তাহার কার্য্যপদ্ধতি, তাহার নিয়মাদি ভারতের সহিত তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। একটি বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা—এই বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইন সভার জন্মদাত্রী—আর অপরটি তাহারই অংশে অল্পদিন মাত্র জন্ম-লাভ করিয়া ক্ষমতাহীন পরাধীন অবস্থায় চলিতেছে। তথাপি এইখানে বসিয়া মনে হইল যে এটি একটি ক্ষুদ্র দেশের সাড়ে চার কোটী লোকের আইন সভা আর অপরটি এক বিশাল ৩৫ কোটী লোকের আইন সভা।

আমরা যদি ভবিষ্যতে কখন মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারি—যদি কখন জগতের সম্মুখে একটি স্বাধীন জাতি বলিয়া দাঁড়াইতে পারি তখন আমাদের আইন সভার ইতিহাস অন্য অক্ষরে লেখা হইবে। যদিও সেদিন আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় আলোচনা হইতেছিল তথাপি তাহা আমার মোটেই ভাল লাগিল না। মনে হইল যেন এ আলোচনার মধ্যে প্রাণ নাই, ইহাতে কাহারও যেন দায়িত্ব নাই, অর্থশূন্য বাক্যকুশলতা ধূর্ত্ততাকে চাপা দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চায়। আরও মনে হইল যে এবিষয় আলোচনা করিবার স্থান এই ছয় হাজার মাইল দূরে লণ্ডনের আইন সভা নয়। ইহার প্রকৃত স্থান আমাদের ভারতবর্ষ। যাহাদের সমস্যা তাহার সমাধান একমাত্র তাহারাই করিতে পারে। কিন্তু ইহার সময় এখন আসে নাই। এখনও আমরা নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ বিবাদ-বিসম্বাদ লইয়া মত্ত। চিরন্তন সত্যের অপলাপ, অপ্রাকৃতের পোষকতা—ছলনার মায়াজাল ক্ষেপন আর কতই শুনিব, কতই দেখিব ? এই আলোচনার উদ্দেশ্য কেবল কতকগুলি লোকের চোখে ধূলি দেওয়া, কতকগুলি লোককে বাঁদর নাচান। বিরক্ত হইয়া সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

**ব্রিটিশ মিউজিয়াম** :—লণ্ডন শহরের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ইহা যে জগতের এক অদ্বিতীয় পুস্তকাগার এবং প্রাচীন ও ঐতিহাসিক বস্তুর ও শিল্পদ্রব্যের ভাণ্ডার তাহা অনেকেই জানেন। প্যারিস ভিন্ন জগতে আর কোথাও এইরূপ বিরাট পুস্তকালয়, শিল্প এবং প্রাচীন "ঐতিহাসিক বস্তুর সমাবেশ নাই। ইহা স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার বিশালত্ব উপলব্ধি করা যায় না। অথচ ইহা মাত্র দুইশত বৎসরের সৃষ্টি ! ঈব্‌লিন (Evelyn) তাঁহার ডায়েরীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে ১৬৭৯ সালে এই স্থলে—তখন লণ্ডন শহরের বাহিরে—এক খোলা মাঠে, কোন এক মিঃ মণ্টেগু ফরাসী ধরণের মণ্ডপাকারে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ইহার প্রায় অশীতি বৎসর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বাটী ক্রয় করিয়া ইহার মধ্যে কটোনিয়ন সংগ্রহ (Cottonian Collection) রাখিয়া ১৭৫৯ সালে ইহার নাম ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেন। পরে ক্রমশঃ অনেকে মহামূল্য পুস্তকাদি ও দ্রব্যাদি এই মিউজিয়ামকে দান করিতে থাকেন এবং পার্লামেণ্ট সার হান্স শ্লোনের (Sir Hans Sloan) পুস্তকাগার ও দ্রব্যনিচয়

ক্রয় করিয়া এইখানে রাখেন। কালক্রমে প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত (Natural History) সম্বন্ধীয় বহু সামগ্রীর সমাবেশ এই স্থলে হয়, এবং মৃত বাঘভাল্লুক দেখিতেই অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যাইত! পরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে মিউজিয়ামের এই অংশ ১৮৮৩ সালে দক্ষিণ কেনসিংটনের আর একটি পৃথক মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে অনেক বৎসর ধরিয়া অনেক মহামূল্য সংগ্রহ সকল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আসিতে লাগিল। এরেণ্ডেল পুঁথি (Arundel mss.); হারলিয়ান পুঁথি (Herleian mss.), সার উলিয়াম হামিলটনের (Sir William Hamilton) গ্রীক টেরাকোটা ভাস (Terra-cota Vase), টাউনলে (Townley), ফিগেলিয়ান (Phigaleian) ও এলগিন (Elgin) মার্ব্বেল এবং আর কতই না মহামূল্য, দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন পুঁথি, পুস্তক দ্রব্যাদির সমষ্ঠি এই মিউজিয়ামে আসিতে লাগিল। সমস্ত ইয়োরোপ অন্বেষণ করিয়া আহৃত, কত লোকের কত আদরের কত যত্নে সঞ্চিত, কতই না মহামূল্য দ্রব্যসম্ভার ক্রমে এই মিউজিয়ামে স্থান পাইল। পরে মিশর, এসীরিয়া, বাবিলোনিয়া প্রভৃতি অনেক প্রাচ্যদেশের অনেক প্রাচীন, ঐতিহাসিক, মনোরম দ্রব্য এই মিউজিয়ামে জমা হইতে লাগিল। ফলতঃ, কালক্রমে, দান দ্বারাই হউক বা ক্রয় করিয়াই হউক বা না দান না ক্রয় যে কোন প্রকারেই হউক, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এত মহামূল্য, অমূল্য পুঁথি, পুস্তক ও প্রাচীন দ্রব্যাদি জগতের সকল স্থান হইতে জমা হইল যে প্যারিস ভিন্ন জগতের আর কোন শহরে এইরূপ অমূল্য পদার্থের সমাবেশ নাই। এইজন্য পুরাতন মণ্টেগু হাউসে আর কুলাইল না যদিও ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছিল। অবশেষে সার রবার্ট স্মার্কের (Sir Robert Smirke) নক্‌সা অনুসারে আধুনিক অট্টালিকা ১৮২৩ সালে আরম্ভ হইয়া ১৮৫৫ সালে শেষ হয়। এই বাড়ীটি বাহির হইতে যেরূপ বৃহৎ দেখায় ভিতরেও তদনুরূপ। ইহার সম্মুখের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আয়োনিক (Ionic) স্তম্ভোপরি বারাণ্ডাটি, ৩৭০ ফীট লম্বা, যেরূপ সুমহান দেখায় ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর-গুলিও তাহার অনুরূপ মনে হয়।

এই মিউজিয়ামে যে কি আছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলাও আমার সাধ্যাতীত এবং তাহা বলিবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে উঠিবার সোপানের গায়ে আমাদের ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কৃষ্ণানদীতীরস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন অমরাবতী নগর হইতে আনীত

কারুকার্য্যবিশিষ্ট তথাকার স্তূপের দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিংএর অংশ-বিশেষ সজ্জিত আছে। সেগুলি বুদ্ধের জীবনের জাতকের, বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধীয়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। নীচে কতকগুলি ঘরে নানাদেশ হইতে আহৃত গ্রীক ও রোমন যুগের মূর্ত্তি, উদ্‌গত কারুকার্য্য, ফ্রীস (friezes) আছে। সেগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। প্রথম ঘরে হাড্রিয়ান (Hadrian), এণ্টোনাইনাস (Antoninus), নীরো (Nero), ট্রেজান (Trajan), জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar), মার্কাস ওরেলিয়াস (Marcus Aurelius) প্রভৃতি কতিপয় রোমন সম্রাটদিগের মূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয় ঘরে ডিস্‌কোবোলাস (Discobolus) একজন যুবক এক চক্র দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তৃতীয় ঘরে এক বালক তাহার পা হইতে কাঁটা বাহির করিতেছে ও এপোথিওসিস অব হোমার (Apotheosis of Homer) এই তিন প্রস্তর মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিস্ময়কর বলিয়া আমার মনে হইল। যে দেশে ও যেকালে এইরূপ মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল সে দেশে সেকালে যে শিল্প পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই তৃতীয় ঘরে যে হার্পি কবর আছে তাহা অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ইহাতে হার্পিরা (অর্দ্ধ নারী অর্দ্ধ পক্ষীবিশেষ) মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা (ছোট ছোট মনুষ্য মূর্ত্তি) বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা দেখান হইয়াছে। এই কবরে পূজা দিবার জন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থান (গর্ত্ত) আছে। অতি পুরাতন গ্রীক ভাস্কর্য্যের ঘরে (Archaic Greek Sculpture) খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মাইসিনির আট্রিউসের তোষাখানার (Treasury of Atreus) এক দ্বার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এগুলি অত্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল। সেগুলি সঞ্চয় করিয়া সব সাজাইয়া একটি ঘরের দেওয়ালের গায়ে খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। জগতের সাতটি অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যের মধ্যে একটি এফিসাসে (Ephesus) স্থিত আর্টেমিস (ডায়ানা দেবীর) মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তাহা এই গৃহে আছে, এবং ইহা এক অমূল্য পদার্থ। সকল মার্ব্বেলের সংগ্রহের মধ্যে এলগিন মার্ব্বেলই (Elgin marbles) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথীনার (Minerva) দেবালয় পার্থেনন (Parthenon) যে জগতের এক অদ্বিতীয় অনিন্দ্যসুন্দর অট্টালিকা ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। তথা হইতে আনীত কতকগুলি মার্ব্বেলের ভাস্কর্য্যভূষার বেষ্টনী মূর্ত্তি প্রভৃতি যে কত সুন্দর তাহা লিখিয়া বলা যায় না। এই দেবালয়ের কেন্দ্রীয় কক্ষের

ভাস্কর্য্যভূষার বেষ্টনীটি নিরবিচ্ছিন্ন অল্পমাত্র উদ্গত ভাস্কর কার্য্য ভূষিত উচ্চে ৩ ফীট ৪ ইঞ্চি এবং লম্বায় ৫২৪ ফীট ছিল। ইহার মধ্যে ২৪৭ ফীট আসল মার্ব্বেলের এবং ১৭৩ ফীট ছাঁচে ঢালা প্লাষ্টারের ফ্রীস ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। এই বেষ্টনীতে এথেন্সের প্যানাথেনিক (Panathenic) মিছিলের চিত্র মার্ব্বেলে ক্ষোদিত আছে। এই মিছিলের চিত্র যে কি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে—বিশেষত অশ্বগুলির চিত্র—তাহা লিখিয়া বলা যায় না। জগতে সপ্তাশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে হেলিকার্ণেসসের ( Halicarnasus ) চৈত্য একটি। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫৩ সালে নির্ম্মিত হয়। ইহার কতকগুলি ভাস্কর কার্য্য ও ভগ্নাংশ একটি ঘরে রাখা হইয়াছে। নিনেবে গ্যালারী, নিমরুড সেণ্ট্রাল সেলুন (Nimrud Central Saloon), নিমরুড গ্যালারী, এসীরিয়ান সেলুনে অনেক কৌতূহলপ্রদ ভাস্কর্য্য ও অল্প উদ্গত ভাস্কর কার্য্য আছে। ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ডে বেবিলোনিয়ান শাসনকর্ত্তারা মিশরের রাজাদিগকে রাজ্য-সংক্রান্ত যে পত্র লিখিতেন তাহার কতকগুলি ও তাহাদের তর্জ্জমা এইখানে আছে দেখিলাম। সেগুলি অতিশয় কৌতূহলপ্রদ। মিশরের কবর হইতে প্রাপ্ত যব, গম, আঙ্গুর, ইত্যাদি এমন কি তখনকার প্রস্তুত করা রুটীও এখানে রাখা হইয়াছে। সেগুলি প্রায় চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বকালের দ্রব্য। মিশর গ্যালারীতে মিশরের অনেক ভাস্কর্য্য আছে। মিশরের সমাধি ভূমি হইতে শাব্‌টিস ( Shabtis ) বা শানাব্লি ( Shanabli ) বা উষাব্লি (Ushabli) কাঠের বা পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। এইগুলি মিশরের ত্রয়োদশ হইতে উনবিংশ রাজবংশের সময়ের। এইগুলি মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ তাহাদের কবরে রাখা হইত। যম ( Osiris ) যখন পরলোকে তাহার প্রজাস্বরূপ মৃতব্যক্তিদিগকে কার্য্য করিতে আহ্বান করিবে তখন এই মূর্ত্তিগুলি তাহাদের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবে। এই মূর্ত্তিগুলির উপর তাহাদের মালিকের নাম ও পদবী লিখা থাকিত এবং শীঘ্রই এই লেখা মামুলি আকার ধারণ করিল। লেখাটি এইরূপ "ও শাব্‌টি, এন ( মৃতব্যক্তি ) যদি পরলোকে কোন কার্য্যে আদিষ্ট হয়, যেমন সকল লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, যথা—জমি চাষ করা, তটভূমিতে জল সেচন করা, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বালুকা বহন করা, তাহা হইলে তুমি উত্তর করিও "এই যে আমি উপস্থিত আছি"। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া এই লিপিটি নকল করিতে করিতে আমার মনে হইল প্রাচীন মিশরবাসীদিগের পরলোকের

বিষয় ধারণা কি অদ্ভুত, কি অমার্জ্জিত, কি অযৌক্তিক ছিল। আরও মনে হইল যে আমাদেরও পরলোকের বিষয়ে ধারণা যে সমভাবে অদ্ভুত, অমার্জ্জিত ও অযৌক্তিক আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের মনে হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? অথচ সেই সকল বিশ্বাসের জন্য আমরা কত মারামারি, কত লাঠালাঠি, কত খুনোখুনিই না করিয়াছি বা অদ্যাপি না করিতেছি! এই স্থলে মিশরের প্রসিদ্ধ রোজেটা (Rosetta) পাথর দেখিলাম যাহার সাহায্যে সর্ব্ব প্রথম ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মিশরের চিত্রলিপি পাঠ করিতে সক্ষম হয়। নেপোলিয়ান যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন তাঁহার এক এঞ্জিনিয়ার ১৭৯৪ সালে এই শিলাখণ্ড রশীদ (Rashid) নামক এক গ্রামে প্রাপ্ত হন। নেপোলিয়ান এই ক্ষুদ্র ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডের মূল্য বুঝিতে পারেন। ইহাতে মিশরের পুরাতন চিত্রলিপি, পর যুগের মিশরের ভাষা কার্সিব অক্ষরে এবং গ্রীক ভাষায় এই তিন ভাষায় একই শাসন লিখা ছিল। একই বিষয় তিন ভাষায় লিখা থাকাতে তথা হইতে চিত্রলিপির অক্ষর চিনা যাইতে পারে এই আশায় নেপোলিয়ান এই শাসনের কতিপয় নকল ইয়োরোপের বিদ্বৎমণ্ডলীকে পাঠাইলেন। পরে ইংরাজেরা মিশরে ফরাসী-দিগকে পরাজিত করিবার পর এই প্রস্তরখানি তাহাদের জয়ের লুটস্বরূপ দাবি করিয়া ফরাসীদিগের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদিগের নিকট হইতে লইয়া যাইয়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখেন। পরে শাঁপোল্লিয় (Champollion) নামে এক ফরাসী পণ্ডিত এই শাসনের সাহায্যে চিত্রলিপির অক্ষর পাঠ করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন।

এই গ্যালারী ভিন্ন আরও চারিটি মিশর ঘর আছে এবং প্রত্যেকটিতে মামি (Mummy—ঔষধাদির দ্বারা পরিরক্ষিত মৃতদেহ), মামির আধার প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত দ্রব্য আছে। মিশরের ইতিহাস যে কত প্রাচীন তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই দেশের প্রথম রাজবংশ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৪০০ সাল হইতে আরম্ভ। এই কয়টি ঘরে কেবল যে মানুষের মামি আছে তাহা নয় মিশরের বৃষ, হরিণ, বিড়াল, কুম্ভীর, এমন কি কুকুর ও বাঁদরেরও মামি আছে। মিশরের পুরাতন অস্ত্রাদি, যন্ত্রাদি, কাচের পাত্রসকল, খাদ্যদ্রব্য, ফল, লিখিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি অনেক দ্রব্য সে দেশের গোরস্থান হইতে আনিয়া এই স্থলে রাখা হইয়াছে। এই মিউজিয়ামে চারিটি ঘর আছে যথায় অনেক রকম পুরাতন গ্রীক ভাস আছে। একটি ঘর আছে যাহাতে যে সকল দ্রব্য গ্রীক ও

রোমনরা প্রত্যহ ব্যবহার করিত তাহা দেখান হইয়াছে। স্বর্ণালঙ্কার ও জহরতাদির ঘরে মিশর, এট্রুস্কন (Etruscan) ও গ্রীসের গহনা, ক্ষোদিত রত্ন, উদ্গত কারুকার্য্য-ক্ষোদিত রত্নাদি, ক্ষোদিত নক্সা প্রভৃতি দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। এশিয়া সম্বন্ধীয় ঘরে (Asiatic Saloon) এশিয়ার অনেক দ্রব্য আছে বটে কিন্তু সে ঘরটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর ও ব্রিটীশ মিউজিয়ামের যোগ্য বলিয়া বোধ হইল না।

এই মিউজিয়াম যেমন প্রাচীন অমূল্য দ্রব্যনিচয়ের জন্য বিখ্যাত ইহার পুস্তকালয়ও সেইরূপ বা ততোধিক বিখ্যাত। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাতীয় পুস্তকাগার এবং জগতে একমাত্র প্যারিসের বিবলিওতেক নাসিয়োনাল (Bibliotheque Nationale) ইহার সমকক্ষ। রাজা তৃতীয় জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদে ৮৪০০০ খানি পুস্তক লইয়া এক পুস্তকাগার স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র চতুর্থ জর্জ সেই পুস্তকগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে দান বা বিক্রয় করেন। রবিন্‌সন ক্রুসো, পিল্‌গ্রিমস প্রোগ্রেস প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রথম সংস্করণ এই মিউজিয়ামে আছে। প্রথম ছাপার আরম্ভ হইতে কিরূপে ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হয় তাহা ইংল্যাণ্ড, জর্ম্মনী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশের ব্লক প্রিন্টিং (block printing) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন মুভেবল টাইপ (movable type)এ ছাপা অনেক পুস্তক আলমারীতে সাজান আছে। সেইরূপ আলমারীতে অনেক পুরাতন ও কৌতূহলপ্রদ হস্তলিপি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাইবেলের হস্তলিপি কোডেক্‌স্ সিনেটিকাস (Codex Sinaiticus) এই মিউজিয়ামে আছে। সম্প্রতি ইহা অপেক্ষা প্রাচীন বাইবেলের কিয়দংশ কতিপয় প্যাপিরস (papyrus) পত্র এই মিউজিয়ামের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। কতকগুলি আলমারীতে অনেক ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি, যথা ম্যাগনাকার্টা (Magna carta) এবং প্রসিদ্ধ লেখকদিগের হস্তলিখিত পুস্তক ও চিঠিপত্রাদি আছে।

মিউজিয়ামের পাঠাগারে টিকিট না লইয়া প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং যাঁহারা কোন বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ তথায় যাইয়া পাঠ করিতে পারেন না। শুনিয়াছি যে এই ঘরের রেফারেন্স লাইব্রেরীতে (Reference Libraryতে) যাহা ঘর হইতে দেখা যায় তথায় ৮৪০০০ পুস্তক আছে এবং সমস্ত পুস্তকাগারে ৪০ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক আছে।

এই পুস্তকগুলি ৪৮ মাইল লৌহ সেল্‌ফের উপর এই পাঠাগারের চারিদিকে ও নীচে সাজান আছে। এই ৪০ লক্ষ পুস্তক এইরূপভাবে সজ্জিত আছে যে তাহাদের মধ্যে যে কোন পুস্তক খুঁজিয়া আনিতে দশ মিনিটের অধিক সময় লাগে না। এই পাঠাগারের উপরে এক প্রকাণ্ড গম্বুজ আছে; সেটির ব্যাস ১৪০° ফীট অর্থাৎ রোমের সেণ্ট পীটর্সের গম্বুজ অপেক্ষা এক ফুট বৃহৎ।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম লণ্ডনে থাকিলেও প্যারিসের লুবর (Louvre) ও বিব্লিওতেক নাসিয়োনালের মত ইহা সমস্ত জগতের মিউজিয়াম। পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল দিক হইতে অসংখ্য লোক এই মিউজিয়াম দেখিতে আসে এবং এই মিউজিয়ামে অনেকে গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত থাকে। এই অর্থে ইহা শুধু ব্রিটিশের নয়। লণ্ডনের অন্য মিউজিয়াম ও চিত্রশালাগুলি প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

লণ্ডন শহরে অনেক চিত্রশালা ও মিউজিয়াম আছে। আমার ছোট গাইড পুস্তকে ২৫টী চিত্রশালার ও মিউজিয়ামের তালিকা আছে। পল্লীগ্রাম বা বিদেশ হইতে কোন বড় শহরে আসিলে অনেকেই সেখানকার মিউজিয়াম আগে দেখিতে যায়। আমাদের কলিকাতার মিউজিয়ামে কিরূপ জনতা হয় তাহা সকলেই জানেন। এমন কি তাহার বাহিরেও হিন্দুস্থানী, উড়িয়া ও বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম হইতে আগত লোকেরা কিরূপ ভীড় করে তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। তাই আমি কেবল ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকিব তাহা অসম্ভব। তবে লণ্ডনের সকল মিউজিয়ামগুলি দেখাও আমার সম্ভব নয় তাহাও আমি জানিতাম। সেই হেতু আর পাঁচ ছয়টি দেখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

**ন্যাশানাল গ্যালারী** :—ব্রিটিশ মিউজিয়াম ছাড়িয়া দিলে ন্যাশানাল গ্যালারী লণ্ডনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পশালা। ইংরাজেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশলে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, বিক্রমে যে অন্য কোন ইয়োরোপীয়-জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা বলিলে ভুল বলা হইবে। কিন্তু তাহারা যে ললিতকলায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখায় নাই, এ বিষয়ে যে তাহারা কোন কোন ইয়োরোপীয় জাতিবিশেষের সমকক্ষ নহে তাহা তাহারা আপনারাই স্বীকার করিবে। পুরাকালে ললিতকলায় গ্রীক্‌রা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়

ছিল, আধুনিককালে ঐ বিদ্যায় ইতালীয় ও ফরাসীদিগের সমকক্ষ আর কোন জাতি নয়। সেইজন্য ফ্লোরেন্স বা রোম বা প্যারিসের শিল্পশালাগুলির ন্যায় লণ্ডনে যে শিল্পশালা থাকিবে ইহা কেহ আশা করে না। তথাপি লণ্ডনের জাতীয় শিল্পশালায় যে অনেক সুন্দর ও কতিপয় অমূল্য চিত্র আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। এই গ্যালারী পুরাতন নয়, একশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮২৩ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এনগারষ্টাইন সংগ্রহ ৫৭০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করে এবং ইহাই ন্যাশানাল গ্যালারীর সূত্রপাত। পরে অল্পকালের মধ্যে ক্রীত বা প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত সংগ্রহ এই শিল্পশালায় আসে। বাড়ীটি ১৮৩৮ সালে নির্ম্মিত হয় কিন্তু সময়ে সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। ১৯২৭ সালে মণ্ড-বিকোয়েষ্ট (Mond Bequest) রাখিবার জন্য মণ্ডগৃহ নির্ম্মাণ করা হয় এবং ১৯৩০ সালে জোসেফ ডুভীনের ইতালীয় চিত্র রাখিবার জন্য ডুভীন রুম (Duveen Room) খোলা হয়। এই ঘরগুলি অতি উচ্চ, সুন্দর ও বৃহৎ এবং ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক বিখ্যাত শিল্পশালা ও মিউজিয়ামের ন্যায় এই গ্যালারীটীকে গ্যালারী না বলিয়া প্রাসাদ বলিলে অত্যুক্তি হইত না। ন্যাশানাল গ্যালারীতে ব্রিটিশ চিত্রকরদের যে অনেক চিত্র থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু তাহা ব্যতীত অনেক ফরাসী, ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ বিশেষত ইতালীয় চিত্রকরদের চিত্র এই গ্যালারীতে আছে। এখানে অনেক চিত্রকরের অনেক সুন্দর চিত্র দেখিলাম। অনেকগুলি দেখিলাম যেগুলি নিশ্চয় অতি উৎকৃষ্ট হইবে কিন্তু তাহাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। বিদেশী চিত্রকরদিগের মধ্যে বোতিচেল্লির (Botticelli) Youngman in Red Cap এবং Nativity, রাফায়েলএর Virgin and the Child (ইহা ১৮৮৯ সালে ৭০,০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করা হইয়াছিল), কোরেজিওর "Mercury instructing Cupid before Venus, তিৎসি-য়ানের Venus and Adonis, জি বলিনির The Doge Leonardo Loredano, এম্ হবেমারের The Avenue Middleharnis, Holland, ভেলাসকের Portrait of Admiral Pulido Pareja, Venus and Cupid (যাহা "রোকবি বিনাস" নামে প্রসিদ্ধ এবং যাহা জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ৪৫০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করা হইয়াছিল), মিউরিলোর The Holy Family, এচ হলবাইনের (কনিষ্ট) The Ambassadors

আমার অত্যন্ত সুন্দর মনে হইল। বলা বাহুল্য যে হোগার্থ, গেন্‌স্‌বারো, রেনল্ডস, রমনে, লরেন্স, টার্নার, ক্রোম, রেবার্ণ, কন্‌সটেবল, মিলে প্রভৃতি অনেক ব্রিটিশ চিত্রকরদিগের চিত্র এই গ্যালারীতে আছে।

**যাদুঘর**ঃ—লণ্ডনের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের মিউজিয়াম সকলেই দেখিয়া থাকেন। ইহা আমাদের কলিকাতার "যাদুঘর", তবে তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। বাড়ীটি প্রকাণ্ড এবং কত প্রকার পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও খনিজ পদার্থ যে দর্শিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সব বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে বোধ হয় প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বলা যাইতে পারে। এই মিউজিয়ামে স্তন্যপায়ী প্রাণীর গৃহ, পক্ষী গৃহ, মূল্যবান খনিজ ও বহুমূল্য প্রস্তরাদির গৃহ সাধারণ লোককে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করে। দক্ষিণ মেরুর পেনগুইন (penguin) পক্ষীগুলি আমার সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত মনে হইল।

**লণ্ডন মিউজিয়াম**ঃ—আমি একদিন লণ্ডন মিউজিয়াম দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহাতে লণ্ডন শহর সম্বন্ধীয় অনেক কৌতূহলপ্রদ চিত্তাকর্ষক বস্তু আছে। ইহার উৎপত্তি হিলটন প্রাইস (Hilton Price) সংগ্রহ হইতে এবং ১৯১৪ সাল হইতে ইহা ল্যান্‌ক্যাষ্টার হাউসে (পুরাতন ষ্ট্যাফোর্ড হাউসে) রক্ষিত হইয়াছে। বাড়ীটি লণ্ডন শহরে যত বেসরকারী প্রাসাদ আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং দুই একটি ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহার ভিতর যে বড় বড় কত ঘর আছে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় এবং কেন্দ্রীয় বড় ঘর হইতে দ্বিতলে উঠিবার সোপান অত্যন্ত সুন্দর। অনেকে বলে এমন সিঁড়ি এদেশে আর কোথাও নাই।

মিউজিয়ামটি বাড়ীর তলঘর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে লণ্ডনের কারাগার কিরূপ ছিল, তথায় কয়েদীরা কি প্রকারে থাকিত সেই ভাবে এখানে একটি কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ১৯১০ সালে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল হলের ভিত্তি খনন করিবার সময় এক প্রকাণ্ড রোমন নৌকা মাটির নীচে পাওয়া যায়। সেটি আনিয়া এখানে রাখা হইয়াছে। পুরাতন লণ্ডনের অনেক অতি কৌতূহলপ্রদ প্রতিমূর্ত্তি (models) এইখানে আছে ঃ তাহার মধ্যে ১৬০০ সালে টাওয়ার অব লণ্ডনের এক প্রতিকৃতি আছে।

তলঘরের উপরে এক তলে অনেকগুলি ঘরে পুরাকালে লণ্ডনবাসীরা কি ভাবে জীবন যাপন করিত তাহা ধারাবাহিক ভাবে দেখান হইয়াছে। দ্বিতলে অনেক বড় বড় ঘরে মধ্যযুগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত লণ্ডনবাসীরা যে সমস্ত আসবাবপত্র, সূচীকার্য্য, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করিত তাহার অনেক অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পুরাকাল হইতে লণ্ডনবাসীদিগের নানাবিধ পরিধেয় বস্ত্রও এখানে আছে। রাণী ভিক্টোরিয়া, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড, রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী তাঁহাদের অভিষেক কালে যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন সে পরিচ্ছদগুলিও আছে। রাণী ভিক্টোরিয়া সংক্রান্ত অনেক দ্রব্য এখানে আছে; তিনি যে প্রথম পাদুকা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা, তাঁহার খেলনা, পুতুলের ঘর প্রভৃতি। জর্জরাজাদের রাজত্বের মধ্যবর্ত্তী সময়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা কিরূপে তাহাদের গৃহে ডিনারপার্টি দিত তাহা, সেকালের পরিচ্ছদাদিতে সজ্জিত মোমের প্রতিমূর্ত্তি সহ টেবিলের সব আসবাব সহ অতি স্বাভাবিকভাবে দেখান হইয়াছে।

ত্রিতলে লণ্ডন সম্বন্ধীয় অনেক চিত্র ও প্রিণ্ট (Print) আছে, যথা—অনেক পুরাতন লণ্ডনের প্রাসাদের, পার্লামেণ্টে সভার ও প্রধান মন্ত্রীগণের। বিভিন্নকালের খেলনা ও খেলিবার আসবাব সকল, থিয়েটর সম্বন্ধীয় পুরাতন দ্রব্য সকল, অভিনয়ের বিজ্ঞাপন, নকল অলঙ্কারাদিও এখানে আছে। বহুবিধ স্মরণীয় ঘটনাবলীর ও অনুষ্ঠানাদির এবং মহাযুদ্ধের সময়ে লণ্ডনের চিত্রাদিও আছে। মহাঅগ্নিকাণ্ডের এক অতি সুন্দর স্বভাবসঙ্গত প্রতিকৃতি দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। এই প্রতিকৃতি যে কি স্বাভাবিক তাহা বলা যায় না। তাহাতে লণ্ডন অগ্নি লাগিয়া কিরূপে কতিপয় দিন পুড়িতেছিল, অগ্নিশিখা সমন্বিত ধূমে আবৃত অন্ধকার লণ্ডনের ঘর-বাড়ী রাস্তা কিরূপ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা অতি স্বাভাবিক ভাবে দেখান হইয়াছে। কি কৌশলে জানিনা আগুন এখনও যেন আমাদের চোখের সম্মুখে ঘর-বাড়ী সত্যই পুড়াইয়া দিতেছে, আগুন হইতে এখনও যেন ধূম নির্গত হইতেছে, শহরটি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধ্বংস হইতেছে এই প্রতিকৃতিটি অতি সুন্দররূপে তাহা দেখাইতেছে।

**ইম্পীরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম**:—লণ্ডনে আর একটি মিউজিয়াম আমার বড় ভাল লাগিল—ইম্পীরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম। ইহাতে বিগত

মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অনেক আয়ুধ, স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ভগ্নাংশবিশেষ, ফটোগ্রাফ, নক্সা, ছবি, আদর্শ ইত্যাদি আছে যাহা দেখিলে গত যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের এবং তখনকার ঘটনাবলীর বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে। যুদ্ধের সময়ে সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম কি ভীষণ কাণ্ড ঘটিতেছিল। তবে পড়া এক জিনিস আর এইরূপ একটি প্রদর্শনী দেখা অন্য জিনিস। মিউজিয়ামে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের ঘরের দেওয়ালে একটি মানচিত্র দেখিলাম, তাহাতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের জন্য প্রত্যহ সংবাদ পাইবামাত্র সমগ্র পশ্চিম সীমান্তে শত্রু-মিত্রের অগ্রগতি বা পশ্চাদ্ধাবন এবং কোন্ সেনাদল কোথায় ঠিক আছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশান দ্বারা চিহ্নিত করা হইত। যুদ্ধে যে সকল কামান, বন্দুক, টর্পীডো, গোলাগুলি, অগ্নিবর্ষণকারী যন্ত্র, গ্যাস মুখোস ও অন্যান্য অনেক প্রকার অস্ত্রাদি যাহা শত্রুপক্ষ বা মিত্রপক্ষ ব্যবহার করিয়াছিল তাহারও অনেক নিদর্শন আছে; তাহার দ্বারা কি প্রকারে পরিখা যুদ্ধ চলিত, কি প্রকারে শহর বা গ্রামসকল ধ্বংস করা হইত, কি প্রকারে আহতদিগের প্রান্তস্থিত শুশ্রূষাগারে চিকিৎসা চলিত তাহা বোধগম্য হয়। একটি কুকুর যেটি অনেকবার শত্রুদিগের ব্যূহভেদ করিয়া সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং যাহাকে ফরাসী সরকার একটি যুদ্ধ-পদক দ্বারা ভূষিত করিয়াছিল সেই কুকুরটির দেহ এইখানে আছে। ফাঁপা মুদ্রার মধ্যে কিরূপে সংবাদ পাঠান হইত তাহাও দেখান হইয়াছে। এগুলি প্রকৃত মুদ্রা নয় কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন চলিত মুদ্রা। ইহাদের মধ্যে লিখিত কোন সংবাদ রাখিয়া যেন বাজারে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতেছে এইরূপ ছল করিয়া এই মুদ্রাগুলি আপনাদের গুপ্তচরদের হস্তে গ্রামের বাজারে গিয়া দেওয়া হইত। যে সকল বড় বড় জাহাজ যুদ্ধে জলমগ্ন হইয়াছিল সেই কতকগুলির সুন্দর প্রতিকৃতি এখানে আছে এবং অনেকগুলির ঘণ্টাও আছে। জাহাজে কিরূপে টর্পীডো আসিয়া লাগে তাহাও প্রতিকৃতি সহযোগে দেখান হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনে জর্ম্মণ বিমান আক্রমণে কি ক্ষতি করিয়াছিল এবং বিমান আক্রমণ আশঙ্কা করিলে কি উপায় অবলম্বন করা হইত, "Take shelter" প্রভৃতি ইস্তাহার দ্বারা জনসাধারণকে কি প্রকারে সতর্ক করা হইত এবং আক্রমণ শেষ হইলে আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই তাহা জানাইবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইত তাহাও দেখান হইয়াছে। খাদ্যের অনটন হওয়াতে রুটী, মাখন, চিনি, মাংস ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য্য

করিয়া দোকানে রেষ্টোরাঁতে কিরূপে ইস্তাহার মারা হইত সেই আসল ইস্তাহারের কতকগুলি এই স্থলে রাখা হইয়াছে। সন্ধিপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও একটি চিত্র আছে। ইহাতে আমাদের প্রতিনিধি বিকানীর মহারাজারও ছবি আছে। যুদ্ধ যে সকল দেশে সকল যুগে এক ভীষণ অমানুষিক ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে তাহার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু গত মহাযুদ্ধ যে কি এক ঘোর পৈশাচিক বীভৎস ব্যাপার হইয়াছিল তাহা এই মিউজিয়াম দেখিলে কতক পরিমাণে অনুমান করা যায়।

**মাদাম তুস্‌সোর প্রদর্শনী**:—আবালবৃদ্ধবনিতা বাহির হইতে লণ্ডনে আসিলে তাহাদের মধ্যে কেহ বোধ হয় মাদাম তুস্‌সোর মোমের শিল্প-প্রদর্শনী একবার না দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া যায় না। মারী তুস্‌সো নামে এক সুইস মহিলা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লণ্ডনের ষ্ট্র্যাণ্ড নামক রাস্তায় এক মোমের পুতুলের প্রদর্শনী খোলে। পরে ইহাকে লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীটে এক বৃহৎ অট্টালিকাতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২৫ সালে এক অগ্নিকাণ্ডে ইহার অধিকাংশ ধ্বংস হয়। পুনরায় পুরাতন ছাঁচের সাহায্যে মোমের পুতুলগুলি আবার তৈয়ার করা হয়।

এই মোমের পুতুলগুলি সাধারণ পুতুল নয়। সেগুলি জগতের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের ও ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি। এইস্থলে ইংল্যাণ্ডের সকল রাজারাণীর, অনেক প্রধান মন্ত্রীর, অনেক গ্রন্থকারের, আমেরিকার অনেক প্রেসিডেণ্টের, ফরাসী দেশের কতিপয় রাজারাণী ও প্রসিদ্ধ লোকের, গত মহাযুদ্ধের অনেক যোদ্ধার এবং ইয়োরোপের অনেক দেশের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। সেগুলি দেখিলে জীবন্ত লোক বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে মহাত্মা গান্ধীর এক প্রতিমূর্ত্তি আছে কিন্তু সেটি দেখিতে আদৌ গান্ধীজীর মত নয়। প্যারিসে এইরূপ মিউসে গ্রেবাঁ বলিয়া এক মোমের পুতুলের প্রদর্শনী আছে। তাহাতে মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর হইয়াছে কিন্তু তাহাতে মহাত্মাজী হাতে মালা জপ করিতেছেন দেখান হইয়াছে! মহাত্মাজী যে মালা জপ করেন তাহাত আমি কখন শুনি নাই, বোধ হয় ফরাসী নৈয়ায়িক মস্তিষ্ক হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। গান্ধীজী যখন একজন হিন্দু ও মহাত্মা তখন তিনি মালা জপ করুন আর না করুন তাঁহার মালা জপ করা উচিত এই ভাবিয়া নিশ্চয় তাঁহার হাতে একটি মালা দেওয়া

হইয়াছে !! প্রসিদ্ধ লোকের প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত লণ্ডনের এই প্রদর্শনীতে কতিপয় "তাবলো" আছে। সেগুলি অতি সুন্দর; তন্মধ্যে রাজা জন ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষর করিতেছেন, টাওয়ার অব লণ্ডনে রাজপুত্রদ্বয়ের হত্যা, গাই ফক্‌স বিস্ফোরণ পদার্থ দ্বারা পার্লামেণ্ট গৃহ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছে প্রভৃতি তাবলোগুলি অত্যন্তই সুন্দর ও কৌতূহলপ্রদ। দর্শকদিগকে ঠকাইবার জন্য প্রদর্শনীর মাঝে মাঝে সিঁড়ির উপরে বা নীচে কতিপয় মোমের মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে; সেগুলি প্রদর্শনীর সান্ত্রী বা মোমের পুতুল তাহা ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেও বোঝা যায় না। আবার অনেক সময় সান্ত্রীরাও দর্শকদিগকে ঠকাইবার জন্য এরূপ চুপ করিয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকে যে তাহাদিগকে মোমের পুতুল বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপে অনেককে অনেকবার ভ্রম করিতে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম; আমার স্বামীও দুইবার ভুল করিয়াছিলেন।

নীচে ভূমিতলে আতঙ্ক গৃহ (Chamber of Horrors) আছে। ইহাতে জগতের অনেক হত্যাকারী ও দুর্ব্বৃত্তদের মূর্ত্তি বা চিত্র এবং নৃশংসতার নানাপ্রকার যন্ত্রাদি আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড গিলটীন দেখিলাম।

**হোয়াইট হল** :—লণ্ডনের রাজপ্রাসাদের নাম যে বাকিংহাম প্যালেস তাহা অনেকেই জানেন কিন্তু এই রাজপ্রাসাদটি পুরাতন নহে। ইংল্যাণ্ডের রাজাদিগের প্রাচীন বাসস্থান এখন যেখানে প্যালেস অব ওয়েষ্টমিনিষ্টর (হাউসেস অব পার্লামেণ্ট) আছে তথায় ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই স্থলে রাজা ক্যানিয়ুটের এক রাজবাটী ছিল। নর্ম্ম্যানরা ইংল্যাণ্ড জয় করিবার পর উইলিয়াম দি কংকরার টাওয়ার অব লণ্ডন নির্ম্মান করেন। তাহার পর ইংল্যাণ্ডের রাজারা রাজা অষ্টম হেনরীর সময় পর্য্যন্ত কখন বা প্যালেস অব ওয়েষ্টমিনিষ্টরে কখন বা টাওয়ার অব লণ্ডনে বাস করিতেন। রাজা অষ্টম হেনরীর সময়ে ইয়র্কের আর্চবিশপ কার্ডিন্যাল উল্‌সে সেণ্টজেমসেস পার্ক ও টেম্‌স নদীর মধ্যবর্ত্তী ইয়র্ক হাউসে বাস করিতেন। তিনি যখন রাজার অসন্তোষভাজন হইয়া পদচ্যুত হন তখন তিনি ইয়র্ক হাউস রাজার জন্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। রাজা অষ্টম হেনরী তখন হইতে এই প্রাসাদে বাস করিতে থাকেন। **এই ইয়র্ক হাউসের একটি হলের নাম "হোয়াইট হল"**

ছিল এবং পরে সমস্ত প্রাসাদের নাম হোয়াইট হল হইল। এই প্রাসাদে হেনরীর কন্যা রাণী এলিজাবেথ বাস করিতেন এবং রাজা প্রথম জেম্‌স ইনিগো জোন্সের সাহায্যে এই প্রাসাদের অনেক বৃদ্ধি ও উন্নতি করেন। রাজা প্রথম চার্ল্‌স, দ্বিতীয় চার্ল্‌স, দ্বিতীয় জেম্‌স এমন কি ক্রমওয়েল ও এই প্রাসাদে বাস করিতেন। এই প্রাসাদের মহাভোজনাগারের সম্মুখে জহ্লাদের কুঠার দ্বারা রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়। উইলিয়াম ও মেরী দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর এই প্রাসাদটি অগ্নিতে ধ্বংস হয় এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও সাত বৎসর পরে আর একটি অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়, কেবলমাত্র মহাভোজনালয়টি রক্ষা পায়। এখন এখানে রয়েল ইউনাইটেড সার্বিস ইনষ্টিটিউশন (Royal United Service Institution) আছে। পরে হোয়াইট হলের ভূমিতে অনেক সরকারী অফিস নির্ম্মিত হইয়াছে ও ইহাই এখন লণ্ডনের ড্যালাহাউসি স্কোয়ার।

**সেণ্টজেম্‌সেস প্যালেস**:—হোয়াইট হল ভস্মীভূত হইবার পর ১৬৯৭ সাল হইতে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ব্রিটেনের রাজাদের লণ্ডনের বাসস্থান সেণ্টজেম্‌সেস প্যালেস ছিল। এখন যদিও এই প্রাসাদে রাজারা আর বাস করেন না তথাপি এখন পর্য্যন্ত ইহা রাজাদিগের সরকারী বাসস্থান বলিয়া অভিহিত হয় এবং বিদেশী রাজপ্রতিনিধিগণকে সেণ্টজেম্‌সেস্ প্রাসাদের রাজসভায় প্রেরিত দূত বলা হয়। তবে এটা নাম মাত্র। এখানে রাজা ত থাকেনই না, অনেক বৎসর হইতে এই প্রাসাদে তাঁহার "Drawing Room" আর বসে না; কিন্তু অদ্যাপি রাজাদের Levees এই প্রাসাদে হয়। এই প্রাসাদটি লণ্ডনের এক অতি ঐতিহাসিক হর্ম্ম্য। রাজা অষ্টম হেনরী এই ভূমি অধিকার করিবার পূর্ব্বে এইস্থলে কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া একটী মেয়েদের কুষ্ঠাশ্রম ছিল। ইহা সেণ্ট জেমস্ দি লেস (St. James the Less) এর সম্মানার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন এই স্থলটি লণ্ডন নগর হইতে দূরে ছিল এবং আশ্রমের অধিবাসিনীগণকে যতদূর সম্ভব নির্জ্জন ও নিরানন্দ স্থানে রাখা যায় সেইরূপ স্থানে রাখিবার জন্য এই স্থলটি একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মনোনীত করা হইয়াছিল। ১৫৩০ সালে রাজা অষ্টম হেনরী এইস্থলে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন—"A magnificent and goodly house." এইটি বারংবার

অগ্নিতে ধ্বংস হইয়া যায়। এই প্রাসাদের টাপেষ্ট্রি গৃহ ও অস্ত্রাগার মাত্র আদিম প্রাসাদের অংশবিশেষ ; অপরাপর অংশগুলি ক্রষ্টোফর রেণ বা উইলিয়াম কেণ্টের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

**বাকিংহাম প্যালেস :**—রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে এখন যেখানে বাকিংহাম প্যালেস আছে তথায় মালবেরী উদ্যান বলিয়া একটি বিলাসী সৌখীন লোকদের আড্ডা ছিল। কবি ড্রাইডেন এইখানে বসিয়া মালবেরী টার্ট খাইতেন। ঈবলিন তাঁহার ডায়েরীতে একস্থলে এই মালবেরী উদ্যানের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যধিক প্রতারিত হইবার শহরের নিকট ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ফ্যাসানেবল স্থান (The most fashionable resort about town for persons of the best quality to be exceedingly cheated at)। কতিপয় বৎসর পরে এইস্থলে গোরিং এবং তাহার পরে আর্লিংটন হাউস নির্ম্মিত হয় এবং ১৭০৩ সালে ডিউক অব বাকিংহাম এইস্থলে এক লোহিতবর্ণ ইষ্টকের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। পরে রাজা তৃতীয় জর্জ এই প্রাসাদটি ২৮০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করিয়া সেণ্টজেম্‌সেস্ প্যালেস ত্যাগ করিয়া এই প্রাসাদে বাস করিতে আসেন। তখন হইতে ব্রিটেনের রাজারা লণ্ডনে বাস করিবার কালে এই প্রাসাদে থাকেন।

আমন্ত্রিত ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণের এই প্রাসাদে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সেইজন্য ইহা ভিতরে কিরূপ দেখিতে তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছি যে ইহার ঘরগুলি অত্যন্ত মনোহর ও অত্যন্ত সুন্দররূপে সজ্জিত। কিন্তু এই প্রাসাদের বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতির উপযুক্ত বাসস্থান বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে এই প্রাসাদের বহির্ভাগ দেখিতে আরও সাধারণ রকমের ছিল এবং প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে সার এষ্টন ওয়েবের (Webb) নক্‌সা অনুসারে ইহার বহির্ভাগের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে রাজার প্রাসাদ বাহির হইতে দেখিতে আরও সুন্দর হইবে ইহাই সকলে আশা করে।

**কেন্সিংটন প্যালেস :**—যদিও বাকিংহ্যাম প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিবার সুযোগ পাই নাই, চেষ্টাও করি নাই, লণ্ডনের রাজাদের আর একটি

প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি—সেটি কেন্সিংটন প্যালেস। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কেন্সিংটন লণ্ডন নগরের বাহিরে ছিল, পরে লণ্ডনের ক্রমশঃ বিস্তার হওয়াতে কেন্সিংটন এখন লণ্ডনের মধ্যে হইয়াছে। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে হাউস অব কমন্‌সের সভাপতি হেনিয়েজ ফিঞ্চ কেন্সিংটনে একখানি বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার পুত্র এই বাড়ীটি রাজা তৃতীয় উইলিয়ামকে বিক্রয় করেন। উইলিয়াম এই বাড়ীটির ও তৎসংলগ্ন বাগানের অনেক উন্নতিসাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করেন। এই প্রাসাদে তাঁহার রাণী মেরী এবং পরে তাঁহার ও রাণী এনের মৃত্যু হয়। রাজা প্রথম জর্জ প্রায় উইণ্ডসরে থাকিতেন কিন্তু তাহার পুত্র দ্বিতীয় জর্জ প্রায় কেন্সিংটন প্রাসাদে বাস করিতেন। তাহার পর হইতে ইংল্যাণ্ডের আর কোন রাজা রাণী এই প্রাসাদে বাস করেন নাই কারণ তৃতীয় জর্জের সময় হইতে তাঁহারা বাকিংহাম প্যালেসে বাস করিতেছেন। কিন্তু কেন্সিংটনে রাজপরিবারের ও রাজার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকেই বাস করিয়াছেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার পিতামাতা ডিউক ও ডাচেস অব কেণ্ট কেন্সিংটন প্রাসাদে বাস করিতেন এবং ভিক্টোরিয়ার জন্ম এই প্রাসাদেই হয়। রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের মৃত্যু-সংবাদ রাত্রি দুইটার সময় বালিকা ভিক্টোরিয়াকে শয্যা হইতে উঠাইয়া আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টরবেরী ও লর্ড কনিংহাম এই প্রাসাদেই দেন, এবং ভিক্টোরিয়া যে ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রাণী হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলেন। আমাদের রাজমাতা রাণী মেরীর জন্ম এই প্রাসাদে হয় এবং এই প্রাসাদে এখনও কতিপয় রাজকুমারী বাস করেন। সেইজন্য সাধারণের এই প্রাসাদের সকল ঘরে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিবার অধিকার নাই। তথাপি যেগুলি দর্শন করা যায় সেগুলি সুন্দর ও কৌতূহলপ্রদ বটে, তবে ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক রাজপ্রাসাদের তুলনায় বিশেষ কিছু নয়। এখানে কতকগুলি সুন্দর ছবি আছে এবং রাণী ভিক্টোরিয়ার যে ঘরে জন্ম হয় এবং তিনি শৈশবে যে ঘরে খেলা করিতেন সেই ঘরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়ার বাল্যকালের কতকগুলি খেলনা পুতুল ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী এই ঘরে আছে।

**লণ্ডন ও ইংল্যাণ্ডের স্বাস্থ্য এবং লণ্ডনের পার্ক সমূহ:—** লণ্ডন যে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর তাহা সকলেই জানেন। ইহা

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আয়তনে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জন-সংখ্যায়। আবার লণ্ডন যে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর তাহাও সকলে জানেন। জগতের এই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগরে ও বন্দরে যে লোকের ভয়ঙ্কর ভীড় হইবে তাহা অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেরূপ ভীড় হয় না। ইহার অনেক রাজপথে যে ভীষণ জনতা এবং দরিদ্রপল্লীতে (যথা, বেথনলগ্রীন, শোরডিচ প্রভৃতিতে) যে প্রত্যেক বাড়ীতে অনেক পরিবার এবং প্রত্যেক ঘরে অনেক লোকের বাস তাহা সত্য। কিন্তু যে নগরে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের বাস (মেট্রপলিটন পুলিস ডিষ্ট্রিক্ট এলাকায় প্রায় ৭৫ লক্ষ লোকের বাস) সে নগরে যেরূপ জনতা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায় লণ্ডনে সেরূপ কিছু জনতা নাই। এই শহরে বাড়ীগুলি উচ্চ; সাধারণতঃ চারি তালা হইতে ছয় তালা উচ্চ এবং বসতি মহল্লার বাড়ীগুলির সম্মুখে বা পশ্চাতে বা দুই দিকেই সাধারণতঃ কিছু খালি জমি বা বাগান থাকে। ইহার রাস্তাগুলিও সাধারণতঃ অতি প্রশস্ত এবং সংখ্যা অধিক। এই সকল কারণে এই নগরের লোকাবাসগুলি জনাকীর্ণ হইলেও সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর নয়। শুধু লণ্ডন কেন সমগ্র ব্রিটেনের লোকেদের ও গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বদাই তীব্র দৃষ্টি আছে এবং তাহার ফলে দেশটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। ১৯৩৬ সালের বাজেটে জন-স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী পার্লামেণ্টের নিকট হইতে ২০,১০২,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের অনুমোদন চাহিয়াছিলেন এবং ১৯৩৪ সালে সমগ্র দেশের মৃত্যুহার হাজার করা ১১·৮ জন মাত্র ছিল। ১৯১১ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল অবধি ৪৮০,০০০,০০০ পাউণ্ড জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের অবসান হইতে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত দেশে ২,৬,৭০,০০০ নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং চারি বৎসরে (৩১ মার্চ ১৯৩৫ পর্য্যন্ত) ইংল্যাণ্ডে এবং ওয়েলসে দশলক্ষ নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। লোকের ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা, যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতার ফলে এবং বিপুল অর্থব্যয়ে এই দেশ আজ অসম্ভবরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি এদেশের লোক সন্তুষ্ট নয় এবং সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে সতত রত। আর আমাদের দেশ! ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জন-সংখ্যা ৪ কোটির কিছু অধিক হইবে এবং ১৯৩৪ সালে এই সংখ্যক লোকের মধ্যে ১০৩,৩০০ লোকের বয়স ৮৫ বৎসরের অধিক ছিল *। সে বৎসরে শিশুমৃত্যুর অর্থাৎ এক বৎসরের

* আমাদের দেশের লোক গড়ে কতদিন বাঁচে?—২৩ বৎসর মাত্র।

অনধিক বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যুর হার হাজারকরা জন্মতে ৫৯ মাত্র ছিল। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে লণ্ডনের বস্তিগুলি ধ্বংস করিয়া এত নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে যে অনেকে আশা করেন আগামী দশ বৎসরের মধ্যে লণ্ডনে আর বস্তি থাকিবে না এবং ইহার কোন বাড়ীর ঘরে দুই জনের অধিক লোক বাস করিবে না। বিশেষতঃ এই নগরে অনেক বড় বড় বাগান ও খোলা জায়গা থাকাতে ইহা কখন জনতাপূর্ণ হইবে না। আমাদের কলিকাতা শহরেও অনেক বাগান ও খোলা জায়গা আছে বটে কিন্তু আমাদের ময়দান ও লেক ভিন্ন সকল বাগান ও খোলা জায়গাগুলি লণ্ডনের পার্ক ও উদ্যানগুলির তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। লণ্ডনের উদ্যান ও পার্কগুলি প্যারিসের উদ্যান, পার্ক ও "প্লাস্"গুলির ন্যায় সুবিন্যস্ত না হইলেও এবং প্রস্তর বা বর্ত্তলৌহ মূর্ত্তি বা ফোয়ারার দ্বারা সুশোভিত না হইলেও লণ্ডনের বিষয় লিখিতে হইলে লণ্ডনের উদ্যান বা পার্কের বিষয় উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

**হাইডপার্ক**:—লণ্ডনের হাইডপার্ক দেশ-বিদেশে বিখ্যাত। ইহা আয়তনে ৩৬৪ একার অর্থাৎ ১০৯২ বিঘা এবং শহরের মধ্যস্থলে থাকায় লণ্ডনের অন্যান্য পার্ক অপেক্ষা ইহাতে সাধারণের যাতায়াত অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বে ইহা এবটস্ অব ওয়েষ্টমিনিষ্টরদিগের ম্যানর (manorএর) অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে যখন রাজা অষ্টম হেনরী দেশের মঠগুলি উঠাইয়া দেন তখন এই স্থানটি রাজার মৃগয়াভূমিতে পরিণত হয়। কালক্রমে ইহা সাধারণের ব্যবহারে আসে এবং ইহার ভিতর অনেক রাস্তা-পথ খোলা হয়। ইহাদের মধ্যে "রিং" রাস্তাটি প্রসিদ্ধ। এক সময়ে, বিশেষতঃ রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময়ে ও তৎপরবর্ত্তীকালে, লণ্ডন শহরের অনেক ধনী উচ্চ-বংশসম্ভূত বিলাসী নরনারীরা এই রাস্তায় অশ্বারোহণে বায়ুসেবনে বাহির হইত। পূর্ব্বে এই পার্কে ঘোড়দৌড় ও মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা প্রায়ই হইত, এবং গার্ড ও ইয়োমেনদের (Guard & Yeomen) রিভিউও মধ্যে মধ্যে হইত। এখন ও "রটন রো" লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদিগের অশ্বারোহণে বায়ুসেবনের জন্য এক প্রসিদ্ধ রাস্তা। হাইডপার্ক এখন জনসাধারণের বেড়াইবার বাগান হইলেও ইহাতে প্রায়শঃ অনেক সভা-সমিতি হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে নিশান উড়াইয়া পিতলের ব্যাণ্ড বাজাইয়া অনেক লোক দলে দলে শহরের রাস্তা দিয়া মিছিল করিয়া আসিয়া এই পার্কে সমবেত হয়। যখন দেশের লোকের

কোন বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার আবশ্যক হয়—বিশেষতঃ কোন অপ্রিয় বিষয় লইয়া—তখন এই পার্কে সভা ও বক্তৃতা অনিবার্য্য। ইহার উত্তরদিকে, মার্ব্বেল আর্চের সমীপে, স্পীকার্স কর্ণার বলিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; তথায় প্রতি রবিবারে অনেক সভা হয়। ইংরাজীতে "হাইডপার্ক অরেটারী" (Hyde Park oratory) বলিয়া একটি কথা আছে। আমি অনেকবার হাইডপার্কে বেড়াইতে গিয়া এই "হাইডপার্ক অরেটারী" শুনিয়াছি। বক্তাদের বাগ্মিতা ও ধৈর্য্য বিস্ময়কর বটে। কেহ তাহাদিগের বক্তৃতা শুনুক বা না শুনুক তাহারা অনর্গল বিমানপোতবেগে বলিয়া যায়। সাধারণতঃ বক্তারা চরমপন্থী দলের লোক বলিয়া তাহারা জনপ্রিয় নয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক বক্তৃতা প্রতি রবিবার এই স্থলে হয়। বিশেষ আগ্রহ সহকারে কাহাকেও এই স্থলে বক্তৃতা শুনিতে দেখি নাই, তথাপি বক্তারা ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট বা অপ্রতিভ হয় না। এইখানে দুই তিনবার আমাদের দেশের লোকেদেরও বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি।

হাইডপার্কে সার্পেণ্টাইন (Serpentine) বলিয়া এক হ্রদ আছে, ইহা ওয়েষ্টবোর্ণ ( Westbourne ) বা টাইবর্ণ ( Tyburn ) নদীটি প্রশস্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে লোকে নৌকা চালায় ও সাঁতার দেয়। ইহার পূর্ব্ব প্রান্তে "ডেল" (The Dell) বলিয়া একটি Semi tropical বাগান আছে। সার্পেণ্টাইনের পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর সেতু আছে এবং তথা হইতে পার্কের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। হাইডপার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে "মার্ব্বেল আর্চ" (Marble Arch)। ইহা শ্বেতমার্ব্বেল প্রস্তরের তিনটি তোরণ, মধ্যেরটি দুই পার্শ্বের দুইটির অপেক্ষা উচ্চ; এই খিলানগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। ইহা প্রথমে বাকিংহাম প্রাসাদে প্রবেশ করিবার গাড়ীর রাস্তার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু যদিও বেশ উচ্চ ইহা যথেষ্ট প্রশস্ত না হওয়াতে তথা হইতে ইহাকে আনিয়া এই স্থলে স্থাপিত করা হইয়াছে। হাইডপার্ককর্ণারের (Hyde Park Corner) নিকট পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে একিলিসের (Achilles) এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরাজদিগের দ্বারা অধিকৃত ফরাসী কামান গলাইয়া ওয়েলিংটন ও তাঁহার যোদ্ধাদের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

**কেন্সিংটন গার্ডন্স**ঃ—আমি যে রাত্রি প্রথমবার লণ্ডনে পৌছাই

তাহার পরদিন সকালেই কেন্সিংটন গার্ডন্সে (Kensington Gardens) বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এবং তথায় গিয়া দেখিলাম যে অনেক লোক অনেক বালক-বালিকা সঙ্গে লইয়া এই বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছে। এই বাগানটি কেন্সিংটন প্রাসাদ ও হাইডপার্ক সংলগ্ন। অনেক বালক-বালিকা ইহার রাউণ্ডপণ্ডে (Round pondএ) সুন্দর ছোট ছোট কাপড়ের পালতোলা কাঠের নৌকা ভাসাইতেছে দেখিলাম। এই বাগানের পথ ও তরুবীথিকাগুলি অতি মনোরম। ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীগুলিতে ধনী ও সৌখীন লোকের বাস বলিয়া এই বাগানে যাঁহারা বেড়াইতে আসেন তাঁহারা ভাল বেশভূষা করিয়া আসেন। এই বাগানটির আয়তন ২৭৪ একার অর্থাৎ ৮২২ বিঘা। আমি এ বাগানে অনেকবার বেড়াইতে আসিয়াছি।

**কিউ গার্ডন্স:—**কিউ গার্ডন্স (Kew Gardens) আমি তিন চারিবার দেখিতে গিয়াছি। ইহাই লণ্ডনের বোট্যানিকাল গার্ডন্স। এই বাগানে অনেক দূরদেশ হইতে আনীত অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য্যজনক গাছপালা অতি যত্নে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে রাখা হইয়াছে। ইহাতে ফুলের ও পাতার কেয়ারী সকল অত্যন্ত মনোরম। ইহার মিউজিয়াম, পাম ও হটহাউস-গুলিতে (Palm ও hot house) কত রকম বেরকম ধরণের ও মাপের যে গাছপালা, পাতা, ফুল আছে তাহা বর্ণনা করিবার কাহারও সাধ্য নাই। এই বাগানের ভিতর একটি জাপানী প্যাগোডা আছে; সেটি ১৬০ ফীট উচ্চ ও দশ তালা। এই বাগানটি টেম্‌স নদীর তীরে এবং আয়তনে ২৪৪ একার অর্থাৎ ৭৩২ বিঘা। ইহার চারিপার্শ্বস্থ পল্লীগুলি নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন।

**রিজেণ্টস্ পার্ক:—**রিজেণ্টস্ পার্কে লণ্ডনের পশুশালা আছে এবং ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি। এই বাগানটি লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পার্ক —আয়তনে ৮৭২ একার অর্থাৎ ২৬১৬ বিঘা। ইহাও পূর্ব্বে হাইড পার্কের ন্যায় রাজাদের মৃগয়াভূমি ছিল। এই পার্কটি এত বৃহৎ যে ইহার কোথায় কি আছে তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করা কষ্টকর। ইহার ভিতর একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে এবং তাহার পার্শ্বের বাগানগুলি বড় সুন্দর। শীত-কালে এই জলাশয়ের জল যখন জমিয়া বরফ হইয়া যায় তখন উহার উপরে

লোকে স্কেট ( Skate ) করে। তবে শুনিয়াছি যে অন্ততঃ দুই ইঞ্চি গভীর বরফ না হইলে ইহার উপর স্কেট করা নিষেধ। এই পার্কে যে পশুশালা আছে তাহা লোকে বলে পৃথিবীর সকল পশুশালা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইখানে পোলার ( Polar ) ভল্লুক, পেনগুইন ( Penguin ) প্রভৃতি কতিপয় নূতন পশুপক্ষী দেখিলাম যাহা আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। মহীশূর পশুশালায় পোলার ভল্লুক বলিয়া এক ভল্লুক দেখিয়াছিলাম বটে কিন্তু তাহার বর্ণ সম্পূর্ণ শাদা নয়। একা সিংহই লণ্ডনের পশুশালায় ১৯টি ও সিংহশাবক ৩টি আছে দেখিলাম। আজকাল অনেক পশুশালায় বন্দী অবস্থায় সিংহশাবক জন্মাইতেছে বলিয়া বাজারে সিংহশাবকের আর বিশেষ মূল্য নাই। শুনিয়াছি যে প্যারিস জুয়লজিকাল সোসাইটি ( Zoological Society ) প্রতি বৎসর একটি ভোজ দেয় এবং ঐ ভোজে রোষ্ট সিংহ বা ভল্লুকই প্রধান খাদ্য এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য জন্তুর মাংসও এই ভোজের খাদ্যের তালিকায় স্থান পায়! যে জন্তুগুলি যে দেশের সেই দেশের লোকেরা সেগুলি যেরূপে রন্ধন করে এই ভোজে সেইগুলি সেইরূপে রন্ধন করা হয়। ফরাসীদিগের অসাধ্য কিছুই নাই, তাহাদের অখাদ্য ও কিছুই নাই!

এই বাগানের ফ্রেস ওয়াটার ও মেরীন একোয়েরিয়ম ( Fresh Water and Marine Acquarium ) অতি বৃহৎ ও অতি সুন্দর। ইহাতে কত প্রকার যে সুন্দর ও অদ্ভুত মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু আছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমি পূর্ব্বে মাদ্রাজে একটি একোয়েরিয়াম দেখিয়াছিলাম, সেটি তখন বড় ভাল লাগিয়াছিল। ভারতে ঐ বোধ হয় একটিমাত্র একোয়েরিয়াম'। কিন্তু লণ্ডনের তুলনায় মাদ্রাজের একোয়েরিয়াম অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। এই বাগানে একটি সাপের ঘর আছে। তাহাতে আমাদের দেশের, আমেরিকার, আফ্রিকার, অনেক জাতীয় সাপ দেখিলাম। ইহার তুলনায় আমাদের কলিকাতার জুগার্ডন্সের সাপের ঘর অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইল। যতদূর সাধ্য জন্তুদিগের ঘরগুলি সেইরূপভাবে নির্ম্মিত ও জন্তুগুলিকে সেইরূপভাবে রাখা হইয়াছে যাহাতে তাহারা এই শীতপ্রধান দেশে বিনা কষ্টে থাকিতে পারে।

**সেণ্টজেম্‌সেস পার্ক ও গ্রীনপার্ক** :—লণ্ডনের সেণ্ট জেম্‌সেস পার্ক ও গ্রীন পার্ক ( St. James' Park and Green Park ) আমি

অনেকবার দেখিয়াছি। সেগুলিতে বিশেষ কিছু দেখিবার নাই তবে সেগুলিতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে। গ্রীনপার্কের বৃহৎ তরুবীথিকায়, কন্‌ষ্টিটিউশনাল হিলে ( Constitutional Hillএ ), রাণী ভিক্টোরিয়াকে হত্যা করিবার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে গ্রীনপার্কে অনেক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত। সেণ্টজেম্‌সেস পার্ক সেণ্ট জেম্‌সেস প্রাসাদ ও হোয়াইটহলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় দুই শতাব্দীকাল এইস্থানে রাজা ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় আসিতেন। এই পার্কের ধারে, পেলমেলে, নেল গুইনের বাটী ছিল এবং রাজা দ্বিতীয় চার্লস এই পার্কের ধারে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কখন কখন বাক্যালাপ করিতেন। সেণ্ট জেম্‌সেস পার্কের আয়তন ৯৩ একার অর্থাৎ ২৭৯ বিঘা।

আমি একদিন নবেম্বর মাসের দ্বিপ্রহরে গ্রীনপার্কে বেড়াইতে গিয়া দেখি যে বাগানের ঘাসের উপর ওবারকোটে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক শুইয়া আছে। ইহারা কে এবং কেনই বা ইহারা এইরূপে ভিজা ঘাসের উপর নবেম্বর মাসের শীত-বৃষ্টি ও কুয়াসায় দ্বিপ্রহরে শুইয়া আছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন নিকটে এক বেঞ্চের উপর এক মহিলা বসিয়া আছে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বলিতে পার কি এই লোকগুলি কাহারা এবং কেনই বা এই ভিজা ঘাসের উপর এই শীত-বৃষ্টি ও কুয়াসার দিনে দ্বিপ্রহরে শুইয়া আছে?" মহিলাটি উত্তর করিল, "ও, তুমি জান না? ইহারা বেকার, ইহাদের কোন কাজ-কর্ম্ম নাই, ইহারা সরকার হইতে দান (dole) পায়, ইহারা কিছু করে না, কোথাও যাইবার ইহাদের স্থান নাই, সেই জন্য ইহারা এই বাগানে শুইয়া আছে।" সে আরও বলিল যে লণ্ডনে ও ব্রিটেনের অন্যত্র এইরূপ অনেক লোক আছে, প্রায় বিশ লক্ষ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এইরূপে ইহারা কি এই বাগানে এই ভীষণ ঠাণ্ডায় সমস্তদিন শুইয়া থাকে?" মহিলাটি উত্তর করিল, "কি করিবে বল, ইহাদের অন্য গতি নাই, আর সমস্ত দিন কেন সমস্ত রাত্রিও ইহারা এখানে শুইয়া থাকে।" কি ভীষণ অবস্থা! আমাদের ভীষণ দারিদ্র্যের দেশে আমি যে ভীষণ অর্থকষ্ট দেখিয়াছি তাহার পর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা এই ধনী দেশের দরিদ্রগণের অবস্থা দেখিয়া মন তেমন বিচলিত হইল না বটে, তথাপি মনে হইল দারিদ্র্য সর্ব্বত্রই শোচনীয় এবং এই শীত-প্রধান দেশে যাহারা যথার্থ দরিদ্র তাহাদের অবস্থা সত্যই ভীষণ। আরও

মনে হইল যে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, বিপুল ভোগ-বিলাসের মধ্যে এখানে যদি এত দারিদ্র্য থাকে তাহা হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক বিশেষ কোন গলদ আছে, এই যান্ত্রিক সভ্যতার সিন্দুকের ভিতর কোন স্থানে এক কঙ্কাল লুক্কায়িত আছে। আমাদের দেশের সভ্যতার কোন গলদ নাই তাহা আমি বলিতেছি না কিন্তু সে গলদ অন্য প্রকারের। আমাদের দেশে সকলেই গরীব, অন্ততঃ শতকরা ৯৯ জন গরীব। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ উৎপাদিকা শক্তির অভাব, কিন্তু এদেশের দারিদ্র্যের কারণ অসমান ধন-বিস্তৃতি।

**হ্যাম্‌ষ্টেড হীথ**ঃ—লণ্ডনের উত্তরাংশে যাহারা বাস করে তাহাদের বেড়াইবার প্রিয় স্থান হ্যামষ্টেডহীথ (Hampstead Heath)। ইহা এক বিস্তীর্ণ, বন্ধুর, উচ্চ-নীচ, অত্যন্ত অসমতলভূমি, আয়তনে ৮৬৯ একার (২৬০৭ বিঘা) এবং লণ্ডনের ভিতর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হইয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ হইতে টেম্‌স নদীর উপত্যকার সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কন্সটেবল, লীনেল প্রভৃতি ইংরাজী প্রাকৃতিকদৃশ্য চিত্রকরগণ ইহার অনেক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ৫ই নবেম্বর এই হীথে অনেক বাজী পোড়ান হয় এবং সেই রাত্রিতে এখানে অনেক লোক সমবেত হইয়া আমোদ-প্রমোদ করে। তবে সময়ে সময়ে এই আমোদ-প্রমোদ একটু বিপজ্জনক হইয়া উঠে কারণ অনেকে তামাসার ছলে এইরূপ অসাবধানে বাজী ছোঁড়ে যে কখন কখন লোকেদের পোষাক-পরিচ্ছদ পুড়িয়া যায়। এই হীথে যাইলে স্পানিয়ার্ডস ইন্ (Spaniards' Inn), জাজেস ওয়াক (Judges' Walk), নর্থ এণ্ড (North End) ও কেন উড (Ken Wood) দেখা উচিত।

**রিচ্‌মণ্ডটেরেস গার্ডন্স ও রিচ্‌মণ্ডপার্ক**ঃ—লণ্ডনের সকল বাগানের মধ্যে আমার রিচমণ্ডটেরস গার্ডন্স (Richmond Terrace Gardens) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। ইহা এক অতি অসমতলভূমি, পাহাড়ের পার্শ্বদেশ, এবং তাহা কাটিয়া পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে চাতাল নির্ম্মাণ করিয়া ইহাকে নানাবিধ ফুলে পাতায় শোভিত এক মনোরম উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার উপর হইতে টেম্‌স নদীর ও তাহার উপত্যকার দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। গ্রীষ্মকালে আমি যখন এক দিন এই

বাগানে বেড়াইতে যাই তখন বাগান, টেম্‌স নদী ও তাহার সুদূর-বিস্তৃত উপত্যকা বিবিধ বর্ণের বৃক্ষপল্লব ও সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছিল এবং টেম্‌স নদীর উপত্যকায় অনেক গ্রাম থাকিলেও বাগানের উপর হইতে সীমান্তরেখা পর্য্যন্ত সুদূর-বিস্তৃত এক অরণ্যের ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার মধ্যে রজত-সূত্রের ন্যায় টেম্‌স নদীর প্রবাহ এবং ঐ নদীর উপরে নানা আকারের নৌকা-গুলি যে কি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। নদীর মধ্যে ঘন বৃক্ষাবৃত এক ক্ষুদ্র দ্বীপও দেখা যাইতেছিল। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ নগরের সন্নিকটে এইরূপ স্নিগ্ধ পল্লীদৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কতবার বাগানের কত স্থানে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলাম, তথাপি তৃষ্ণা মিটিল না।

এই বাগানের অতি সমীপে রিচমণ্ডপার্ক। ইহাও পুরাকালে রাজাদের এক মৃগয়াভূমি ছিল এবং এখনও এখানে অনেক হরিণ দেখা যায়। এই পার্কও টেম্‌স নদীর উপর এবং ইহা হইতেও টেম্‌সের অপর পারের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। এখানে আমি একবার যখন বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন দেখি যে অনেক ছোট বালক-বালিকা এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলদেশে কি এক প্রকার ফল আহরণ করিতেছে। দুই একটি ফল হাতে তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না ফলগুলি কি। তখন বালক-বালিকাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ফলগুলি কি ও কি প্রয়োজনে আসে, কারণ ফলগুলির উপর খোঁচা খোঁচা শুঁয়া ছিল, খাইবার কোন ফলের মত ঠিক দেখাইতে ছিল না। সে আমার দিকে কিছুক্ষণ কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া পরে উত্তর করিল "ও, তুমি জান না, ইহা চেষ্টনাট ফল, ইহা খাইতে অতি সুন্দর ও সুস্বাদু, তুমি খাইবে" এই বলিয়া সে কতকগুলি ফল ভাঙ্গিয়া আমার হাতে দিল। আমার প্রশ্নে ও আমি ফলগুলিকে যেরূপ অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছিলাম তাহাতে সে নিশ্চয় মনে করিল আমি যখন চেষ্টনাট ফল কি তাহা জানি না তখন আমি নিশ্চয় কোন এক অসভ্য দেশ হইতে আসিয়াছি। চেষ্টনাট পুড়াইয়া খাইতে মন্দ নয়, খাইতে অনেকটা আমাদের দেশের পোড়ান কাঁঠাল বিচির মত, তবে ইয়োরোপে ইহার সর্ব্বত্র যেরূপ আদর, অন্ততঃ ছেলেদের মধ্যে, তাহার কোন কারণ দেখিলাম না।

আমি যখন এই পার্কে একবার নবেম্বর মাসে বেড়াইতে আসি তখন ইহা কুয়াসায় আচ্ছন্ন, জলে সিক্ত, শীতল বায়ু-তাড়িত, অস্বস্তিকর, পোড়ো মাঠের মত দেখাইতেছিল। পরে মে মাসে যখন একবার এই পার্কে বেড়াইতে আসি

তখন ইহার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিলাম। তখন এই পার্কের মধ্যে রাস্তাগুলিতে অজস্র মোটর গাড়ী—অনেকগুলির মাথা খোলা—অজস্র বাইসিকল, চারিদিকে ঘাসের উপর লোকের ভীড়, অনেক স্থলে চেয়ারে বসিয়া লোকে রৌদ্র উপভোগ করিতেছে, চারিদিকে বালক-বালিকারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মেয়ে পুরুষ অশ্বারোহণে ছুটিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। মে মাসের রবিবারের রিচমণ্ড পার্কের আর নবেম্বর মাসের রিচমণ্ড পার্কের মধ্যে কি আকাশপাতাল প্রভেদ! পিপীলিকার গর্ত্তে জল ঢুকিলে তাহারা যেরূপ গর্ত্ত হইতে দলে দলে নির্গত হইয়া ইতস্ততঃ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় সেইরূপ এদেশের লোকেদের ছুটির দিনে ঘরে একটু রৌদ্র ঢুকিলে তাহারা আপনাপন ঘর হইতে বাহির হইয়া দলে দলে রাস্তায় মাঠে বাগানে সর্ব্বত্র উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়!

**ক্রিষ্টল প্যালেস**:—আমাদের দেশে অনেকে ক্রিষ্টল প্যালেসের (Crystal Palace) নাম শুনিয়া থাকিবেন এবং বোধ হয় অনেকে মনে করেন যে ইহা এক স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রাসাদ, পাণ্ডবদিগের স্ফটিক গৃহের ন্যায়। তাহা কিন্তু ঠিক নয় যদিও নামটি সম্পূর্ণ ভুলও নয়। এই প্রসঙ্গে প্রাণী-বিদ্যার ক্লাসের একটি ছাত্রের গলদা চিংড়ির সংজ্ঞা নির্ণয়ের গল্প মনে পড়ে! একদিন এক প্রাণীবিদ্যা ক্লাসের এক অধ্যাপক গলদা চিংড়ির সংজ্ঞা কি জিজ্ঞাসা করায় অনেক ছাত্র অনেক রকম উত্তর দিল—সবই ভুল হইল। তাহার পর একজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিল যে গলদা চিংড়ি এক লাল মৎস-বিশেষ। অধ্যাপক শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল "সংজ্ঞাটি বেশ হইয়াছে, সুন্দর হইয়াছে, তবে গলদা চিংড়ি লালও নয় মৎসও নয়"! সেইরূপ ক্রিষ্টল প্যালেস ক্রিষ্টলও নয় প্যালেসও নয় তবে ক্রিষ্টল প্যালেস বটে! ইহা একটি প্রকাণ্ড হল, অনেক ঘরে বিভক্ত এবং ইহার সমস্ত ছাদ ও দেওয়ালের কিয়দংশ কাচে নির্ম্মিত। ১৮৫১ সালে লণ্ডনে হাইডপার্কে যখন প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলা হয় তখন এই কাচের ছাদ ও দেওয়ালবিশিষ্ট লৌহ কাঠামের উপর এই হর্ম্ম্য তথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ইহা সিডেনহামে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাকে সিডেনহামে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় স্থাপন করিতেও ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়। এই হল ও ইহার সংলগ্ন বাগানগুলির আয়তন প্রায় ২০০ একার অর্থাৎ ৬০০ বিঘা। ইহার স্থায়ী বিশেষ

বিশেষ প্রদর্শনী ব্যতীত এখানে সাময়িক পুষ্প প্রদর্শনী, সারমেয় প্রদর্শনী, পক্ষী প্রদর্শনী, গান-বাজনার জলসা, অভিনয়, বাৎসরিক বৃহৎ প্রদর্শনী ও প্রসিদ্ধ আতসবাজীর প্রদর্শনী (গ্রীষ্মকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে) প্রভৃতি দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানে অনেক বিখ্যাত ভাস্কর্য্যের নকল স্থায়ীভাবে রক্ষিত আছে এবং ইহার বাগানটিও বড় সুন্দর। এই প্রাসাদে একটি বৃহৎ অর্গান আছে, ইহার বাদ্য অতি মধুর। এই বাগানের দুই পার্শ্বে দুইটি উচ্চ বুরুজ আছে, তন্মধ্যে লিফট্ দ্বারা একটির উপর উঠিবার বন্দোবস্ত আছে। আমরা ইহার উপর উঠিয়াছিলাম। এই বুরুজটি টেম্‌স নদী হইতে ৭০০ ফীট উচ্চ। এখান হইতে লণ্ডন ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় কাউন্টির দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বুরুজ হইতে লণ্ডন শহরের বিশালত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যেদিকে দৃষ্টি ফিরাই সেই-দিকেই ঘন সান্নিবিষ্ট অট্টালিকারাজি দেখিতে পাই। তবে দূরে ও মাঝে মাঝে অনেক গাছপালাও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯৩৫ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন আমরা এখানকার বিখ্যাত আতসবাজী দেখিতে যাই। যদিও গ্রীষ্মকালে প্রতি সপ্তাহে এক রাত্রি আতসবাজী হয় তথাপি কি লোকের ভীড়! এমন সুন্দর আতসবাজী আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। নানারকম বাবুই ঝাঁক, চরকাবাজী, তারাবাজী ইত্যাদি দেখিলাম; সেগুলি সত্যই খুব জমকাল, কিন্তু আমাদের দেশের তুবড়ির মত কোন বাজী দেখিলাম না। বাজীতে নেবাল রিবিউর ( Naval Reviewর ) দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার দেখিলাম। কতকগুলি জিমনাষ্টিক খেলাও দেখাইল, সেগুলিও বড় সুন্দর।

প্রতি তৃতীয় বৎসর এই স্থলে প্রসিদ্ধ হ্যাণ্ডেল উৎসব (Handel Festival) হয় এবং প্রতি বৎসর শীতকালে এখানে সার্কাস হয়। মধ্যে মধ্যে এখানে সিনেমা ও নাটক অভিনয় হয় এবং বাগানে মোটর সাইকেল রেস ও স্পোর্টস মিটিংসও হয়। এই প্রাসাদ ও ইহার বাগান লণ্ডনবাসীদিগের আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষার জন্য রক্ষিত হইয়াছে।*

---

* ১৯৩৬ সালে হঠাৎ একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই সুবৃহৎ হর্ম্ম্যটি অগ্নিসাৎ হইয়া যায় এবং বুরুজ দুইটি ভিন্ন ইহার আর কিছুর চিহ্ন থাকে না। অগ্নিকাণ্ডের পরদিন আমরা সেই স্থলটি দেখিতে যাই। তখনও স্থানে স্থানে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিলাম। লণ্ডনের এক সর্ব্বজনপরিচিত প্রাসাদ ও তন্মধ্যস্থিত ধনরাজি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল!

**লণ্ডনের সিটি :**—একদিন লণ্ডনের "সিটির" (Cityর) রাস্তায় বেড়াইতেছিলাম এমন সময়ে হঠাৎ এক পুরাতন ধরণের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়ি। বাড়ীটি দেখিয়া মনে হইল যে ইহা বিশেষ কোন একটি প্রসিদ্ধ বাড়ী হইবে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে গিল্‌ড্‌হলের ( Guild-hallএর ) সম্মুখে আসিয়াছি। গিল্‌ড্‌হলের বিষয় কিছু শুনিবার পূর্ব্বে এবং লণ্ডনের "সিটি" কি তাহা জানিতে হইলে লণ্ডনের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও তাহার পরিচালনার বিষয় কিছু জানা আবশ্যক। লণ্ডন শহরটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—সিটি, লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল এরিয়া ও লণ্ডন মেট্রপলিটন পুলিস ডিষ্ট্রিক্ট ( City, London County Council area and London Metropolitan Police District)। লণ্ডনের উৎপত্তি সিটি হইতে। কবে লণ্ডনের উৎপত্তি হয় তাহা বলা কঠিন তবে ইহা ঠিক যে ইংল্যাণ্ড রোমনদিগের অধিকার কালে ( ৪৩—৪০৯ খৃষ্টাব্দে ) এই স্থলে "লণ্ডিনিয়াম" নামে একটি নগর ছিল। এই নগরটি একটি প্রাচীরে ও তাহার বাহিরে একটি পরিখাতে বেষ্টিত ছিল এবং এখন লণ্ডনের যে অংশকে "সিটি" বলে এই প্রাচীরও পরিখাবেষ্টিত নগরটি তাহার অন্তর্গত ছিল। এই প্রাচীরে ছয়টি দ্বার ছিল এবং ছয়টি দ্বারের নামে এখনও সিটির ছয়টি প্রধান রাস্তা অভিহিত হয়—অল্‌ড্‌গেট ( Aldgate ), বিশপস্‌গেট ( Bishopsgate ), ক্রিপ্‌ল্‌গেট ( Cripplegate ), অলডর্স্‌গেট ( Aldersgate ), নিউগেট ( Newgate ) ও লাড্‌গেট (Ludgate)। ১৭৬০ সালে এই দ্বারগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এই সিটির প্রাচীরের পরিধি প্রায় ৩½ মাইল ছিল এবং পরিখাটি প্রস্থে এমন কি মধ্যযুগের সময়েও কোন কোন স্থলে ৭০ ফীট ছিল। এই পুরাতন লণ্ডন নগর ও তাহার চারিপার্শ্বস্থ কতক পরিমাণ স্থানকে এখন সিটি বলা হয়। লণ্ডনের যত বড় বড় বণিকদিগের অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সব এই সিটির ভিতর। যে অর্থে কলিকাতার ক্লাইব ষ্ট্রীটকে এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী রাস্তা বলে সেই অর্থে লণ্ডনের সিটিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী নগর বলা যাইতে পারে। ইহার রাস্তাগুলি সংকীর্ণ, অনেকগুলি অতি সংকীর্ণ এবং দিবাভাগে অত্যন্ত জনতাপূর্ণ। যদিও বিস্তারে ৬৭৭ একার এবং দিবসে গাড়ী ও লোকের ভীষণ ভীড় ( আমাদের কলিকাতার ক্লাইব ষ্ট্রীট ইহার সহিত তুলনাই হয় না ) রাত্রিতে এই সিটির ভিতর ১১ হাজার মাত্র লোক বাস করে। ইহার স্থানীয় ও মিউনিসিপ্যাল গবর্ণমেণ্ট লণ্ডনের

অন্য সকল অংশ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনাধীন। ইহার মিউনিসিপ্যাল গবর্ণমেণ্ট কমন কাউনসিল (Common Council), অলডারমেন (Aldermen) ও লর্ড মেয়র (Lord Mayor) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কমন কাউনসিলে ওয়ার্ডস দ্বারা নির্ব্বাচিত ২৩২টি সভ্য আছে, ২৬ জন অলডার্মেন কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং লর্ড মেয়র প্রতি বৎসর যে সকল অলডার্মেন সেরিফ হইয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হন। লর্ড মেয়রের প্রভুত্ব অনেক এবং পৌরবর্গসম্বন্ধীয় ব্যাপারে এক গণতন্ত্রের সভাপতির ন্যায় তাঁহার একাধিপত্য ক্ষমতা আছে। এমন কি তাঁহার অনুমতি না হউক তাঁহার কর্ম্মচারীর দ্বারা আহুত না হইয়া এবং বিনা গতিরোধে সিটির ভিতর দিয়া রাজার সৈন্যদল দলবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে না এবং রাজার শোভাযাত্রাকেও সিটির সীমায় যেখানে পূর্ব্বে টেম্পলবার (Temple Bar) ছিল তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিতে হয় এবং সেই স্থানে লর্ড মেয়র রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার পর তাহা পুনরায় চলিতে থাকে।*

* সিটির ভিতর সৈন্যদিগের মার্চ করিয়া যাইবার একটি বিবরণ ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ডেলি টেলিগ্রাফ (Daily Telegraph) সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

Precisely at the time arranged, yesterday afternoon, the Royal Marine battalion arrived at the western boundary of the city. Three hundred and eighty strong, they had marched from Chelsea barracks under the command of Lt. Col. T. L. Hanton M. V. O.

Shortly after passing Cleopatra's needle on the embankment they turned into Approach road. Here the men were halted and fallen out for a 15 minute "Stand easy" during which cigarettes were pressed upon them by a large and enthusiastic crowd.

Meanwhile the City Marshal Capt. Derek Massy, resplendent in scarlet and gold, trotted up in his roan charger and halted in the Embankment roadway exactly opposite the bas-relief of Queen Victoria in the wall of Temple Garden which marks the city boundary,

At 3·5 the ranks were reformed and, for the first time since leaving Chelsea the order "Fix Bayonets" was given.

A flash of steel rippled down the column as more than 300 bayonets clicked home as one. Then the march was resumed, but hardly had the battalion, headed by its band, emerged from Approach road when

সিটি কর্পোরেশন ও লণ্ডনের অন্য অংশের আনুমানিক হিসাব পৃথক এবং সিটির আনুমানিক হিসাবের মধ্যে দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য ব্যয়ের, পুলিস খরচের, রাস্তা পরিষ্কার করার খরচের, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, এম্বুলেন্স প্রভৃতির জন্য খরচের ব্যবস্থা থাকে। সিটি ভিন্ন লণ্ডনের অন্য অংশের মিউনিসিপ্যাল শাসনের জন্য ২৮টি মেট্রোপলিটন বারো কাউন্সিল (Metropolitan Borough Council) এবং কাউন্টি কার্য্যের জন্য লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (London County Council) আছে। এই কাউন্টি কাউন্সিলের এলাকা ৭৪,৮৫০ একার বিস্তৃত এবং ইহার ভিতর (১৯৩১ সালে) ৪৩৯৭০০৩ লোক বাস করিত। কাউন্টি কাউন্সিলে তিন বৎসরের জন্য ১২৪ জন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হয় এবং ছয় বৎসরের জন্য ২০ জন অলডর্মেন কাউন্সিলের ভিতর বা বাহির হইতে নির্ব্বাচিত হয়। কাউন্টি কাউন্সিলকে যদি লণ্ডনের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বলা যায় তাহা হইলে মেট্রোপলিটন বারো কাউন্সিলগুলিকে লণ্ডনের লোক্যাল বোর্ড বলা যাইতে পারে। লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিস ডিষ্ট্রিক্ট লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের এলাকা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাই "গ্রেটার লণ্ডন (Greater London) এবং ইহার বিস্তৃতি চেয়ারিং ক্রশ (Charing cross) হইতে ১৫ মাইল ব্যাসার্দ্ধ।

**গিল্ড হল**ঃ—গিল্ড হল লণ্ডন সিটির মিউনিসিপ্যাল হল ও অফিস। প্রবাদ আছে যে এই স্থলে এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসরের সময়ে একটি সিটি হল বা নগরবাসীদিগের সভাগৃহ ছিল। এখন যে বাড়ীটি আছে তাহা প্রথমে

it was halted again. For there in the roadway. was the City Marshal on his charger. Without his permission the advance could not continue.

"Ancient Privilege."

There he sat immobile till Lt. Col. Hunton accompanied by a major strode forward to confront the guardian of the City's boundary. "Who comes here?" challenged the Marshal in ringing tone. "The Royal Marine" was the reply "marching through the City of London with drums beating, colours flying and bayonets fixed." Whereupon the marshal signified his assent and exchanging salutes with the commanding officer turned his charger to the east. At once the Marine's band struck up a lively air and the march proceeded."

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হয় কিন্তু ১৬৬৬ সালে লণ্ডনের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সেই বাড়ীটি পুড়িয়া যায় এবং তাহার ভগ্ন দেওয়ালগুলিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পরে আবার এই হলটি নির্ম্মিত হয়। ক্রপ্ট (মাটির নীচের ঘর), দ্বারমণ্ডপ (Porch) এবং হলই এই বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ অংশ। এই হলে কতই না অভিভাষণ মানপত্রাদি দান ও ভোজ হইয়া গিয়াছে। যখন কোন বিখ্যাত বিদেশী লণ্ডনে আসেন বা যখন কোন স্বদেশবাসীকে কোন মহৎ বা বিখ্যাত কার্য্যের জন্য সিটি মান্য করিতে ইচ্ছা করে তখন এই হলে তাহাকে মহাসমারোহে ভোজ দেওয়া হয়। তখন প্রাচীন ইংরাজী প্রথা অনুসারে ব্যারন্‌স অব বীফ (Barons of Beef) এবং আসল কচ্ছপের সুপ আহারের টেবিলে বাহির হয় এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে "লাবিং কাপ" (Loving Cup) চলিতে থাকে! প্রতিবৎসর ৯ই নবেম্বর তারিখে যখন নূতন লর্ড মেয়র তাঁহার কার্য্যে যোগ দেন সেই রাত্রিতে রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য লোক এক বিরাট ভোজে নিমন্ত্রিত হন এবং রাজার প্রধান মন্ত্রী সেই ভোজে বক্তৃতা দেন। বলা বাহুল্য এই ভোজের হলটি খুব বৃহৎ ও অতি সুন্দররূপে সাজান।

গিল্ড্‌হলে প্রবেশ করিলেই নেল্‌সন্‌, দুইজন পিটের ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিদিগের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি প্রকাণ্ড কিন্তু দেখিতে সুন্দর নয়। পশ্চিমদিকে দুইটি বৃহৎ বিকটাকার কদাকার মূর্ত্তি আছে—মূর্ত্তিগুলি গগ্‌ ও ম্যাগগের (Gog and Magogএর)—১৪ ফীট উচ্চ। পুরাকালে ইংল্যাণ্ডে শোভাযাত্রার সহিত অনেক মূর্ত্তি রাস্তা দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা ছিল, যেমন এখন আমাদের দেশে সং বাহির হইতে যায়, এবং এই দুইটি মূর্ত্তি ১৭০৮ সালে রাস্তা দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবার বা বিজয়-তোরণের উপর রাখিবার জন্য ভঙ্গুর রাক্ষস মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গিল্ড্‌হলের সংলগ্ন একটি শিল্পশালা ও একটি মিউজিয়াম আছে। শিল্প-শালায় মিলে, এল্‌মা ট্যাডেমা, মার্কাস ষ্টোন, কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতি আধুনিক ইংরাজচিত্রকরদিগের চিত্র চারিটি ঘরে সাজান আছে। মিউজিয়ামে পুরাতন লণ্ডন সম্বন্ধীয় অনেক দ্রব্য আছে। তন্মধ্যে রোমন, স্তাক্সন, নর্ম্ম্যাণ ও মধ্যযুগের লণ্ডনের, অনেক ধ্বংসাবশেষ, রোমন লণ্ডনের একটি মানচিত্র, তীর্থ-যাত্রীদিগের টুপিতে যেরূপ দস্তার নিদর্শন চিহ্ন থাকিত সেইরূপ কতকগুলি,

সনদ, পুরাতন দেওয়ালঘড়ি ও পকেটঘড়ি অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক। ৯ই মে ১৯৩৬ সালের ডেলি টেলিগ্রাফ সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে গিল্ড্‌হলের পুস্তকাগারে ১,২১,৬৭৯ ছাপা পুস্তক এবং ২০,৪৫৯ হস্তলিপি আছে।

**লণ্ডনের লর্ড মেয়রস্ মিছিল** :—লণ্ডনের লর্ড মেয়রস্ শো (Lord Mayor's Show) একটি দেখিবার জিনিস এবং আমি এদেশে আসিয়া প্রথম বৎসরেই তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রতিবৎসর ৯ই নবেম্বর যে নূতন লর্ড মেয়র নির্ব্বাচিত হন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইদিন দ্বিপ্রহরে তিনি মহাসমারোহে সিটির রাস্তা দিয়া হাইকোর্টে লর্ড চীফ জাষ্টিসের নিকট শপথ গ্রহণ করিতে বাহির হয়েন। তিনি একা যান না, অনেক পুলিস, ঘোড় সোয়ার, গাড়ী, বাদ্য, কামান, সৈন্য, নৌসেনা প্রভৃতি মিছিল করিয়া তাঁহার সহিত যায়। লর্ড মেয়র তাঁহার পদোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং গলদেশে এক বৃহৎ স্বর্ণ হার ঝুলাইয়া এক প্রকাণ্ড পুরাতন ধরণের অশ্বচালিত খোলা গাড়ীতে বসিয়া যান তবে তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার শকট-চালকের সাজ-সজ্জা বেশী জমকাল এবং রাস্তার দুই ধারের লোকেরা এই শকট-চালককে দেখিবার জন্যই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাহাকে দেখিয়াই অধিকতর সন্তুষ্ট হয়! এই মিছিলের সহিত অনেক সং বাহির হয়। আমি যে লর্ড-মেয়রের শো দেখিয়াছিলাম তাঁহার কাগজ ও ছাপাখানার ব্যবসায় ছিল। সেইজন্য তাঁহার মিছিলের সহিত কাগজ ও ছাপা সম্বন্ধীয় অনেক সং বাহির হইয়াছিল অর্থাৎ পুরাকালে কাগজ ও ছাপা কিরূপে হইত এবং উত্তরোত্তর তাহার কিরূপ উন্নতি হইল তাহাই মোটর লরিতে সং দ্বারা দেখান হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক রকম সং এই মিছিলের সহিত ছিল। মিছিল বাহির হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে রাস্তায় ভীড় জমিতে আরম্ভ করে এবং কিছু সময়ের জন্য মিছিলের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাস্তাগুলিতে গাড়ীচলা বন্ধ হইয়া যায়। লণ্ডনের মত ব্যস্ত সহরে কিছুক্ষণের জন্যও যান-বাহনাদির চলাচল বন্ধ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া আজকাল অনেকে এই মিছিলের পক্ষপাতী নহে। আমি রাস্তার পার্শ্বে প্রায় দেড়ঘণ্টা-কাল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর মিছিল আসিল। যদিও ভীষণ ভীড়, কোন ধাক্কাধাক্কি হইতেছিল না বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয় নাই। আর এদেশে ভীড়ে অন্ততঃ শীতকালে গরম বোধ হয় না।

**লণ্ডনের থিয়েটর ও সিনেমা** :—লণ্ডনে কত থিয়েটর ও কত সিনেমা আছে তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? আমিত জানিনা ঠিক কত আছে, তবে একদিন থিয়েটরে যাইবার মানসে একখানি সন্ধ্যার সংবাদপত্র উল্টাইয়া দেখি যে তাহাতে ৪৫টি থিয়েটর ও ৫৬টি সিনেমার বিজ্ঞাপন আছে। আর অশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যেক থিয়েটরে ও প্রত্যেক সিনেমায় বেশ ভীড় হয় এবং অনেকগুলিতে পূর্ব্ব হইতে আসন রিজার্ব না করিলে অথবা টিকিট অফিসের সম্মুখে অনেক ঘণ্টা ধরিয়া সারি বাঁধিয়া না দাঁড়াইলে ভিতরে স্থান পাওয়া যায় না। ব্রিটেনের লোকেরা সর্ব্বদা বিষণ্ণ, নিরানন্দ, ভোগস্পৃহশূন্য, ভোগসংহারী, তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে জানে না এই ধারণা যে অনেকের আছে তাহা ঠিক নয়, তবে একথা সত্য ইহারা ফরাসী বা ইতালীয়দিগের মত আমোদপ্রিয় নয়। ব্রিটেনের লোকেরা যে কেবল ফূর্ত্তিই করে সেরূপ ধারণাও যেন কাহার না থাকে। সত্যকথা এই যে এদেশের লোকেরা যেমন পরিশ্রম করে সেইরূপ আমোদ-প্রমোদও করে। সকালে দারুণ শীতে রাস্তায় ৮টা বা ৮॥টার সময়ে বাহির হইলে দেখা যায় যে দলে দলে মধ্যবিত্ত লোকেরা নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য রাস্তায় দ্রুত-গতিতে চলিতেছে। গরীব লোকেরা তাহাদের কার্য্যের জন্য ৮টার অনেক পূর্ব্বে তাহাদের বাড়ী হইতে নির্গত হয়। ৯টার সময়ে ও তাহার পূর্ব্ব হইতে ট্রেন, ট্র্যাম, বাস ভর্ত্তি হইয়া যায় এবং ৯॥টার মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ কাজে বসিয়া গিয়াছে দেখিবে! ছোট ছোট সাত আট বৎসরের বালক-বালিকারাও ৯টার মধ্যে স্কুলে আসে। সমস্ত দিন কাজ করিয়া (মধ্যাহ্নে হয়ত আধ ঘণ্টা মাত্র জলযোগের জন্য ছুটি পায়) ৬টা বা ৬॥টার পর ছুটি পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আবার ৭॥টার সময় দেখিবে যে লোকে দলে দলে থিয়েটর, সিনেমা, কনসার্ট, নাচ প্রভৃতিতে যাইতেছে। এই সময়ে ট্রেন, বাস, ট্র্যাম আবার ভর্ত্তি হইয়া যায়। গ্রীষ্মকাল বিনা অন্য সকল ঋতুতে এবং রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্য সকল দিনে এইরূপ চলিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালে থিয়েটর সিনেমা ইত্যাদিতে যাওয়া কমিয়া যায় কারণ তখন অনেকে শহরের বাহিরে চলিয়া যায় এবং যাহারা থাকে তাহারা মাঠে বা অন্যান্য খোলা জায়গায় খেলিতে বা খেলা দেখিতে যায়। সকল ঋতুতেই থিয়েটর বা সিনেমায় যাউক বা নাই যাউক রাত্রি ১১॥ বা ১২টার পূর্ব্বে এদেশে প্রায় কেহই শুইতে যায় না এবং আবার সকাল ৭ বা ৭॥ টার সময়ে শয্যা ত্যাগ

করিয়া আপনাপন কার্য্যে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ছাত্রগণও সাধারণতঃ রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে রত থাকে, আমাদের দেশের ছেলেদের মত কেবল পরীক্ষা সম্মুখে আসিলে রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত পাঠ করে না। এই শীতপ্রধান দেশে লোকে কাজ করিলেই ভাল থাকে, যাহার কাজ নাই সে অত্যন্তই অসুখী। কোন কার্য্য না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিবার বা তাকিয়া ঠেস দিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া রাজা উজীর মারার গল্প করিবার দেশ এ নয়! কিছু একটা করা চাই। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশের ছেলেরা এ দেশে আসিয়া সকলে তাহা বুঝে না। তাহারা দেখে যে এখানে কত থিয়েটর, কত সিনেমা, কত অন্য প্রকার আমোদ-প্রমোদের বিষয়বস্তু আছে—রেষ্টোরাঁ, নাচঘর, কুকুর দৌড়, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ম্যাচ—ও সেখানে কিরূপ জনতা, আমোদ-প্রমোদের কিরূপ প্রাচুর্য্য এবং ইহা হইতে তাহারা অনুমান করে যে এদেশে আসিলে আমোদ-প্রমোদেই গা ঢালিয়া দেওয়াই বুঝি ঠিক! এ দেশের লোকেরা যাহারা কখন কখন রাত্রিতে আমোদ-প্রমোদ করে তাহারা যে দিনে রাত্রিতে অফিসে, দোকানে, হাঁসপাতালে, স্কুলে, গবেষণাগারে এমন কি নিজ নিজ গৃহে কিরূপ ভীষণ পরিশ্রম করে তাহা আমাদের দেশের ছেলেরা দেখে না বা দেখিতে চায় না।

**সিনেমা** :—এ দেশের সিনেমাগুলির যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা আমার মনে হয় না; তবে সাধারণতঃ সিনেমাঘরগুলি অতি বৃহৎ এবং অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। এ দেশ ও অন্যান্য দেশ হইতে অনেক ফিল্ম আমাদের দেশে যায় এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিশ্চয় ভাল। এ দেশে বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে বা আমেরিকায় তোলা ফিল্মগুলি আমাদের দেশের ফিল্মগুলি অপেক্ষা যে সাধারণতঃ সুন্দর হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কারণ এই সকল দেশ ফিল্ম ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে ও যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে এবং ইহাদের শিল্পতত্ত্বের প্রতিদিন উন্নতি হইতেছে এবং ইহা প্রায়শঃই নির্দোষ। এই সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফিল্মগুলি আমাদের দেশে দেখান হইলেও, আমাদের দেশের তোলা ফিল্মগুলি "টেকনিক" বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও ইহাদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য আমাদের দেশের তোলা ফিল্মগুলির দ্বারা আমরা অধিকতর আকৃষ্ট হই।

সেইজন্য এদেশের ফিল্ম সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবে ইহাও বলি যে আমি এদেশে আসিয়া যেমন কয়েকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফিল্ম দেখিয়াছি সেরূপ ফিল্ম আমি দেশে কখন দেখি নাই। জানি না "ব্লু লাইট" (Blue light) এবং "কাউন্ট অব মন্টিক্রষ্টো" (Count of Monte Christo) ফিল্ম কলিকাতায় কখন দেখান হইয়াছে কিনা। সেই দুইটি চিত্র (আমি তাহাদের গল্পের কথা বলিতেছি না, ছবির সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি) আমার অত্যন্ত সুন্দর মনে হইল। "হাউস অব রথ্চাইল্ড" (House of Rothchild) ও অতি সুন্দর ছবি তবে "ব্লু লাইট" বা "কাউন্ট অব মন্টিক্রষ্টোর" মত নয়। আমি "জু সুইসের" অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি এবং ছবিটি আমার সুন্দর মনে হইল। কিন্তু ইহার গল্প আমার তেমন ভাল লাগিল না। "ফর্গটন মেন" (Forgotten men), যাহাতে গত মহাযুদ্ধের অনেক লোমহর্ষ বীভৎস কাণ্ড দেখান হইয়াছে, সেটিও ভাল চিত্র কিন্তু তাহা অপেক্ষা আমি কলিকাতায় "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট" (All quiet on the western front) নামে যে চিত্র দেখিয়াছিলাম তাহা আমার আরও ভাল বলিয়া মনে হয়। আমি এখানে আসিয়া অনেক সিনেমাই দেখিয়াছি, বিশেষতঃ শীতকালে যখন মনে হইত যে ঘরে দিনের বেলা আলো জ্বালাইয়া, আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া থাকার অপেক্ষা মধ্যে মধ্যে কেন্দ্রজাত উত্তাপ বিশিষ্ট (centrally heated) সিনেমাতে যাইয়া এক বা দেড় শিলিং দিয়া ছবি দেখা মন্দ নয়। লণ্ডনে এরূপ অনেক সিনেমা আছে যেখানে বেলা তিনটার পূর্ব্বে প্রবেশ করিলে বেশ ভাল আসন খুব সস্তায় পাওয়া যায়।

**থিয়েটার**:—এখানকার থিয়েটারের কথা কিন্তু অন্য। প্রথমবার এদেশে তিন মাসের জন্য আসিয়া আমি তিনটি মাত্র অভিনয় দেখি কিন্তু দ্বিতীয়বার আসিয়া অনেকগুলি দেখি। আমার মনে হয় যে অধুনা আমাদের দেশের অভিনয় পূর্ব্বাপেক্ষা হয়ত অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে তথাপি এখনও সেগুলি অতি নিকৃষ্ট এবং এদেশের অভিনয়ের সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। প্রথমতঃ, এদেশের থিয়েটারঘরগুলি অত্যন্ত সুন্দর, শুধু যে বড় তাহা নয়; বড় ত বটেই, তাহা ভিন্ন অত্যন্ত মনোহর ও পরিপাটিরূপে সজ্জিত এবং সকল ব্যবস্থাই সুন্দর। থিয়েটারের ভিতর বসিলেই মনে হয় যেন এক রাজ প্রাসাদের ভিতর বসিয়া আছি। দ্বিতীয়তঃ, যখন অভিনয় হয় তখন একটি

পিন পড়িলেও বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়, দর্শকবৃন্দেরা এরূপ অসম্ভবরূপ নিস্তব্ধ থাকে। আর আমাদের দেশে অভিনয়ের সময়ে মাঝে মাঝে যে কি হট্টগোল হয়—শিশুদের ক্রন্দন, মেয়েদের পুরুষদের কথাবার্ত্তার শব্দ, পরিচারিকাদিগের চিৎকার—তাহা আর কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রীগণ অতি স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করে। নিশ্চয় তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে কারণ থিয়েটরগুলি এত বড় ও উচ্চ যে উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় না করিলে দূরের ও উপরের দর্শকবৃন্দেরা শুনিতে পাইবে না। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের গলা এমনই সাধা এবং তাহাদের স্বর এতই সংযত যে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। শুধু মনে হয় লোকে যেমন স্বাভাবিক স্বরে বৈঠকখানায় বসিয়া কথা কয় প্রায় সেই স্বরেই তাহারা কথা কহিতেছে! গলার স্বর, দৃশ্যপটাবলী, পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গী, চালচলন সবই ইহারা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করিতে চেষ্টা করে—"অয়ি কপালকুণ্ডলে"! বলিয়া বৃষভবিনিন্দিত স্বরে এদেশের রঙ্গমঞ্চে কাহাকেও দুম্ দুম্ করিয়া প্রবেশ করিতে দেখি নাই! কোন রকম অস্বাভাবিক কষ্টার্জ্জিত প্রচেষ্টার ভাব যাহাতে না দেখায় তজ্জন্য ইহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যেমন অন্য সব বিষয়ে তেমনি অভিনয়েও ইহারা প্রত্যেক খুঁটিনাটিটির অত্যন্ত যত্ন লয় এবং যতক্ষণ না নির্ভুল নিখুঁত হয় ততক্ষণ ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ইহাদের কাছে সামান্য ও অনাবশ্যক বলিয়া কিছুই নাই, যেটি যেমন হওয়া উচিত সেটি তেমন করিতে ইহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। প্রত্যেক অভিনয়ের জন্য ইহারা এত প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যে আমাদের দেশে সেরূপ ব্যয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সত্য সত্যই এদেশের ভাল ভাল অভিনয়গুলি হইতে যে অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথমবার বিলাতে আসিয়া আমি "ক্যাসানোবা" (Cassanova), "ফর সার্বিসেস রেণ্ডার্ড" (For Services Rendered) ও "মিরেকল অব বেয়াদাঁ" (Miracle of Verdun) নামক এই তিনটি অভিনয় দেখি। ক্যাসানোবাতে অভিনয়ের বিশেষত্ব কিছু ছিল না, তবে দৃশ্যপট, নাচগান, সাজসজ্জা অদ্ভুত রকম সুন্দর। শেষ অঙ্কে যখন সমস্ত নাট্যমঞ্চ ঘুরিতে লাগিল তখন মনে হইল যে অমন আশ্চর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্যপট পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাটকগুলি গত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখিত এবং

দুইটিই অতি উন্নত ধরণের নাটক, বিশেষতঃ তৃতীয়টি—মিরেকল অব বেয়াদঁা। এই নাটকটির মত সুন্দর অভিনয় আমি পূর্ব্বে আমার জীবনে কখন দেখি নাই। ইহার মর্ম্ম এই যে বিগত মহাযুদ্ধে আমাদের জন্য যাহারা প্রাণ দিয়াছে আমরা তাহাদের জন্য মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও অন্তরে আমরা তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নহি, তাহারা বৃথাই আমাদের জন্য তাহাদের প্রাণ দান করিয়াছে, এত লোকের প্রাণবলিতে জগতের কোন ইষ্ট বা উন্নতি সাধিত হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যেমন স্বার্থপর, ভণ্ড, অদূরদর্শী, বিবাদ-বিসম্বাদে রত ছিলাম এখনও ঠিক সেই রকম আছি। যাহারা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহারা যদি তাহাদের কবর হইতে উঠিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়িব এবং আমাদের স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া আবার তাহারা তাহাদের নিজ নিজ কবরে ফিরিয়া যাইবে। মৃত যোদ্ধাদিগের যুদ্ধক্ষেত্রের গোরস্থান হইতে কবর বিদীর্ণ করিয়া উত্থান, তাহাদিগের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ইংরাজ সমরসচিবদিগের এই সংবাদ পাইয়া ভয়বিহ্বলতা, এবিষয়ে এক বিশ্বমহাসভায় আন্দোলন ও তাহাদের সেখানে বিবাদ-বিসম্বাদ এবং অবশেষে যোদ্ধাদের তাহাদের নিজ নিজ কবরে প্রত্যাবর্ত্তন এই সব এবং আরও অনেক বিষয় অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বার বিলাতে আসিয়া আমি অনেকগুলি অভিনয় দেখি, তাহাদের মধ্যে বর্ণার্ড শ্যর (Bernard Shaw) সেণ্ট জোন (Saint Joan) ও ড্রুরিলেন প্যাণ্টোমাইম সিণ্ডেরেলা ( Drury Lane Pantomime, Cinderella ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেণ্ট জোন অভিনয়ে আমি বর্ণার্ড শ্যর প্রতিভার বিশেষ কোন পরিচয় পাইলাম না। জোন অব আর্কের জীবন এতই "রোম্যান্টিক", এতই "ড্রাম্যাটিক" যে অন্য কেহই যে তাহার জীবনের ঘটনা লইয়া এইরূপ একখানি নাটক লিখিতে পারিত না তাহা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কথোপকথনগুলি স্থলে স্থলে অত্যন্ত প্রতিভান্বিত ও অনেক স্থলে তীক্ষ্ণ এবং ইংরাজদিগকে মধ্যে মধ্যে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন ঐ রকম তিরস্কার করিতে বোধ হয় অন্য কোন নাট্যকার পারিত না। এই নাটকের দৃশ্যাবলী একেবারে সাধারণ-ধরণের অর্থাৎ সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য এবং এইরূপ নাটকের এইরূপ দৃশ্যই অতি সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়। এই রকম নাটকের অভিনয়ের

চাতুর্য্য ও নৈপুণ্যই সব। এই নাটকের অভিনয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও উচ্চাঙ্গেরই হইয়াছিল। শেষ অঙ্কে যেখানে রাজার শয়নাগারে জোনের সম্মুখে তাহার পীড়নকারীদিগের প্রেতাত্মারা আসিতে লাগিল সে দৃশ্যটি প্রহসন মাত্র এবং অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হইল। অসঙ্গত হইবে জানিয়াও বর্ণার্ড শ্য এই শেষ অঙ্কটি ইচ্ছা পূর্ব্বক রচনা করিয়াছেন। ইহার কোন গূঢ় অর্থ থাকিতে পারে কিন্তু আমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না।

আমি যে বৎসর সিণ্ডেরেলা দেখি সেই বৎসরের ইহা ড্রুরিলেন রয়েল থিয়েটরের প্যাণ্টোমাইম। ড্রুরিলেন থিয়েটরের প্যাণ্টোমাইম জগদ্বিখ্যাত এবং সিণ্ডেরেলার গল্পটিও তাই। প্যাণ্টোমাইম ছেলেমেয়েদের আমোদের জন্য বড়দিনের পূর্ব্ব রাত্রে আরম্ভ হয় এবং তাহার পর অনেক সপ্তাহ চলিতে থাকে। কিন্তু আমি যে রাত্রে এই প্যাণ্টোমাইম দেখিতে গিয়াছিলাম সে রাত্রে দর্শকবৃন্দের মধ্যে পঞ্চাশ ষাট এমন কি সত্তর বৎসর বয়সের অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখিলাম এবং কোন বালকবালিকাকে দেখিতে পাইলাম না! তাহাই প্রতিবৎসর হয় শুনিলাম, "জামায়ের জন্য মারে হাঁস গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস"!! ছেলেমেয়েরা যে প্যাণ্টোমাইম দেখিতে যায় না তাহা আমি বলিতেছি না। তাহারা দলে দলে যায় তবে তাহারা প্রায় ম্যাটিনিতে যায় কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও খুব ভীড় করে। নাটকটি যদিও পুরাতন সর্ব্বজনবিদিত সিণ্ডেরেলার গল্প অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, অনেক প্রকার হাস্যকর সাময়িক ঘটনা ও গল্প লইয়া এই প্যাণ্টোমাইমের সৃষ্টি হইয়াছে। আর দৃশ্যপট, পোষাক, নৃত্যগীত, অভিনয় প্রভৃতি এত সুন্দর চাকচিক্যময় ও জমকাল যে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ধারণা করা শক্ত। শুনিয়াছি যে ড্রুরিলেন থিয়েটরের রঙ্গমঞ্চ লণ্ডনের অন্য সকল থিয়েটরের রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা বৃহৎ। কতিপয় অঙ্কে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের পোষাকে, আলোতে ঝলমল করিতেছিল। যে অঙ্কে কতিপয় পরী একের পর একজন করিয়া একটি পুষ্করিণীতে সিণ্ডেরেলার জুতার অন্বেষণে ঝাঁপ দিতে লাগিল এবং অবশেষে একটি পরী সেই জুতা তুলিয়া আনিয়া আদ্রবসনে রাজাকে দিল সে অঙ্কটি যে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না! যথার্থ ই ড্রুরিলেনের খৃষ্টমাস প্যাণ্টোমাইম যে একটি দেখিবার জিনিস তাহার কোন সন্দেহ নাই।

লণ্ডনের খোলা (open air) থিয়েটরের বিষয় বোধ হয় উল্লেখ করা উচিত। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময়ে রীজেণ্টস্ পার্কের এক অংশ ঘিরিয়া লইয়া এক বিখ্যাত নাট্যকারের দল সাধারণতঃ শেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করে। এই অভিনয় ঘরের ভিতর রঙ্গমঞ্চের উপর হয় না মুক্ত আকাশের তলে বৃক্ষাদির মধ্যে জমির ঘাসের উপর হয়। এখানে কোন প্রকার দৃশ্যপট বা অন্য কোন রঙ্গভূমির আসবাব ব্যবহৃত হয় না, দুই একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড চেয়ার ও সোফার কার্য্য করে। দর্শকবৃন্দেরা গোলাকারে নাট্যকারদিগের অনতিদূরে চেয়ারের উপর বসিয়া থাকেন এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে কতিপয় উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো ও লাউডস্পীকার থাকে এই মাত্র। ইহা ব্যতীত সেখানে আর কোন সরঞ্জাম নাই। আমরা যেদিন দেখিতে যাই সেদিন শেক্স্পীয়ারের "এজ ইউ লাইক ইট" অভিনীত হয়। সব দেখিয়া শুনিয়া আমি যে বিশেষ মোহিত হইলাম তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। সবই যেন কি রকম সখের দলের মত, খাপছাড়া খাপছাড়া মনে হইল। নাট্যকারদিগের অভিনয় চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছিলাম সত্য কিন্তু সেও সন্ধ্যালোকে এবং অভিনয় রাত্রে রঙ্গমঞ্চে যেরূপ সুন্দর দেখায় সেরূপ দেখাইতেছিল না। অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গের গলার স্বর লাউডস্পীকারের ভিতর দিয়া আসায়, নাকের সুরে, কাংস্য কণ্ঠের স্বরে দর্শকবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। এ যেন আমাদের দেশে দিনের বেলায় যাত্রা দেখার মত মনে হইল। যাঁহারা নাটকের রসাস্বাদে প্রকৃত অধিকারী শুনিয়াছি তাঁহারা এই অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন, কিন্তু আমার ত তেমন কিছুই ভাল লাগিল না।

**লণ্ডনের টিউব রেল্ওয়ে :**—লণ্ডনের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে ইহার টিউব রেল্ওয়ের (Tube Railwayর) বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। এই টিউব রেল্ওয়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার, ইহা লণ্ডন ব্যতীত যুক্তরাজ্যে আর কোথাও নাই। অনেক বৎসর হইতে লণ্ডনের ভূগর্ভে রেল্পথ আছে এবং টিউব রেল্ওয়ের সৃষ্টি ৩৫।৪০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে হইয়াছে। পুরাতন ভূগর্ভস্থ রেল্পথ কিছুদূর সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া, কিছুদূর খোলা খাদের ভিতর দিয়া চলিত। পূর্ব্বে এই রেলের এঞ্জিন বাষ্প-চালিত ছিল। টিউব রেল্ওয়ে বিদ্যুৎ-চালিত এবং সমস্ত পথই এক নলের ভিতর দিয়া যায়। এই রেল্ওয়ের ষ্টেশনগুলি সাধারণতঃ রাস্তার সমতলে বা কিছু

নীচে অবস্থিত কিন্তু ইহার গাড়ী ধরিবার প্ল্যাটফরমগুলি রাস্তার অনেক নীচে। ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া হয় লিফ্‌ট নয় চলন্ত সিঁড়ি (moving steps or escalator) দিয়া ভূগর্ভের ভিতর নামিতে হয়। উপরের রাস্তা হইতে প্রায় ৭০।৮০ ফীট বা স্থানে স্থানে তাহারও বেশী নীচে নামিলে তবে যেখানে গাড়ী আসিয়া দাঁড়ায় সেই প্ল্যাটফরমে আসা যায়। শুনিয়াছি যে হ্যামষ্টেড (Hampstead) টিউব রেল্‌ওয়ে প্ল্যাটফরম রাস্তা হইতে ১৪০ ফীট নীচে। এইরূপে নামিয়া আসিলে দেখা যায় যে প্ল্যাটফরমে প্রায় সর্ব্বদাই এমন কি দ্বিপ্রহরেও ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে। প্ল্যাট্‌ফরমের এক প্রান্ত হইতে প্রকাণ্ড এক নলের ভিতর দিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতরের নলের ন্যায় গাড়ী বাহির হইয়া প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া দাঁড়ায়। টিউবটির ব্যাস গাড়ী অপেক্ষা সামান্য অধিক। গাড়ী যখন প্ল্যাট্‌ফরম হইতে চলিয়া যায় তখন আবার একটি টিউবের মধ্যে যেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতরের নলের মত ঢুকিয়া যায়। ট্রেন যখন প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া থামে তখন ট্রেনের সব দরজাগুলি আপনা হইতে খুলিয়া যায়, আবার গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে সকল দরজা আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়! টিউব ট্রেন বিদ্যুৎ-চালিত বলিয়া অতি দ্রুতবেগে চলে। টিউবে গাড়ী সর্ব্বদা একদিকে চলিতেছে অর্থাৎ এক লাইনে এবং প্রত্যেক প্ল্যাট্‌ফরমে একদিক হইতে গাড়ী আসে, কখন দুইদিক হইতে আসে না। সেইজন্য অপর দিক হইতে গাড়ী আসিয়া ধাক্কা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অফিস যাইবার বা অফিস হইতে আসিবার বা কাজকর্ম্মের সময়ে প্রত্যেক তিন চারি মিনিট অন্তর একটি করিয়া ট্রেন প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া দাঁড়ায় এবং এক মিনিট মাত্র থামিয়া আবার চলিয়া যায়। গাড়ীর ভিতর ও প্ল্যাট্‌ফরমে সর্ব্বদাই ইলেকট্রিকের আলো জ্বলিলেও টিউবটি অন্ধকার, তাহার ভিতর কোন আলো নাই। ষ্টেশনগুলি কোন কোন স্থানে ভূনিম্নস্থ ও অতি প্রশস্ত, এমন কি সেখানে অনেক দোকানও আছে। যদি কোন কারণে একবার ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ভূগর্ভস্থিত প্ল্যাট্‌ফরম বা ষ্টেশন হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব হইবে। টিউব রেল্‌ওয়ের চলন্ত সিঁড়ি এক অদ্ভুত পদার্থ। সেগুলি ঠিক সিঁড়িই তবে অনবরত তড়িৎ সাহায্যে চলিতেছে। একটি বা ততোধিক সিঁড়ি অনবরত একদিকে নামিতেছে এবং আর একটি বা ততোধিক সিঁড়ি ক্রমাগত উঠিতেছে। সিঁড়ির ধাপগুলি যখন উপরে বা নীচে সমতলভূমির নিকট পৌঁছায় তখন

সেগুলি আপনা হইতে চ্যাপটা হইয়া যায় এবং তখন সিঁড়ি হইতে নামিতে হয়। যদি কোন বিশেষ কারণে বন্ধ করিয়া দেওয়া না হয় যতক্ষণ রেল্ চলে সিঁড়িগুলি ততক্ষণ অনবরত চলিতে থাকে, তাহাদের গতির বিরাম নাই। উপর হইতে প্ল্যাট্‌ফরমে নামিতে হইলে বা প্ল্যাট্‌ফরম হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া যাইবার জন্য যে সিঁড়িটি নামিতেছে বা যে সিঁড়িটি উঠিতেছে সেই সেই সিঁড়ির উপর গিয়া দাঁড়াইতে হয় এবং যথাস্থানে পৌছিলে (তখনও সিঁড়ি চলিতেছে) ধাপ হইতে নামিতে হয়। সিঁড়ির ধাপগুলি সর্ব্বদাই চলিতেছে বলিয়া তাহাদের উপর গিয়া দাঁড়ান অভ্যাস না থাকিলে অতি সহজ নয়, কারণ পা পিছলাইয়া যায়। যদিও অনভ্যাস বশতঃ প্রথম প্রথম ভয় হয়, সত্য সত্য কোন বিপদ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। আমার ত কিছুদিন চলন্ত সিঁড়ির উপর গিয়া দাঁড়াইতে বা উহা হইতে নামিতে বড়ই ভয় হইত। এ বিষয়ে আমি যে একা তাহা নয় কারণ যাহারাই অনভ্যস্ত তাহাদেরই ভয় হয়। লণ্ডনের বাহিরের লোকদেরও সিঁড়ির উপর উঠিতে বা তথা হইতে নামিতে ভয় পাইতে দেখিয়াছি। সিঁড়িগুলির কাঠের রেলিং আছে সত্য কিন্তু সেও ধাপের সহিত উঠিতেছে বা নামিতেছে বলিয়া হাত ঠিক থাকে না। দিনকতক ব্যবহারের পর ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। এই এস্‌কালেটর কালে আমাদের দেশেও যাইবে তাহার সন্দেহ নাই। লণ্ডনের কতিপয় বড় বড় দোকানেও এস্‌কালেটর আছে।

**লণ্ডনের শীত** ঃ—লণ্ডন এত বড় শহর এবং এখানে এত দেখিবার দ্রব্য আছে যে ইহার বিষয় একবার লিখিতে আরম্ভ করিলে সাধারণ লোকেরও গণেশের ন্যায় কলম থামান কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। আমাদের দেশ হইতে প্রথমে এখানে আসিয়া সবই নূতন লাগে, সবই সুন্দর মনে হয়। মনে হয় যে এমন শহর যেন জগতে আর কোথাও নাই আর কতই না এখানে দেখিবার বস্তু আছে। পরে প্যারিস প্রভৃতি কন্টিনেণ্টের কতিপয় শহর দেখিলে লণ্ডনের আদর কমিয়া যায়, এবং তখন মনে হয় যে লণ্ডন এক প্রকাণ্ড শহর বটে তবে এখানে লোকের জনতা ভিন্ন আর এমন কি আছে! তখন লণ্ডনের কুয়াশা, শীত-বৃষ্টি, অন্ধকারের কথা মনে হয় এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যে আর কখন অন্ততঃ নবেম্বর হইতে মার্চ মাসের মধ্যে সাধ্যপক্ষে এখানে থাকিব না। এই কয়েক মাস শীত ভয়ঙ্কর বটে কিন্তু তাহাও সহ্য হয়, বৃষ্টি, কুয়াশা

ও অন্ধকার সহ্য হয় না। বাহিরে শীত, বৃষ্টি, কুয়াশা, অন্ধকার আর ভিতরে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া থাকা, এইরূপ অবস্থায় লোকে কি সুখেই যে এখানে থাকে কে জানে! তখন আমাদের দেশের শীতকালের উজ্জ্বল আকাশ, সুন্দর রৌদ্র, বড় বড় খোলা বাড়ী, দালান প্রভৃতি মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে সেখানকার নানাবিধ ফল, তরিতরকারী, মাছ, নূতন গুড়ের সন্দেশ, নানারকমের পিঠা, পায়স, পরমান্ন! সেই সব ছাড়িয়া এই দারুণ শীতের দেশে দুই চারিটি ঘরের মধ্যে সমস্তক্ষণ আগুন জ্বালাইয়া অবরুদ্ধ থাকা এবং কখন কখন তথা হইতে ইঁদুরের মত গুড় গুড় করিয়া বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া দ্রুত-বেগে চলিয়া পুনরায় সেই কোটরে গুড় গুড় করিয়া ঢোকা অসহ্য হইয়া উঠে। ঘরে সব আঁটিয়া সাঁটিয়া বন্ধ, তথাপি এক ঘর হইতে অন্য এক ঘরে যাইতে হইলে দারুণ শীত ভোগ করিতে হয়। না, এদেশে এই পাঁচ মাস থাকা আমার ত অত্যন্তই কষ্টকর মনে হয়; এদেশে পাঁচ মাস বড় সুন্দর,—মে হইতে সেপ্টেম্বর অবধি—বিশেষতঃ যদি শহরের বাহিরে মধ্যে মধ্যে থাকা যায় এবং অবশিষ্ট সাতমাস, অন্ততঃ পাঁচ মাস নবেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত, থাকা আদৌ সুখকর নয়।

**লণ্ডনে তুষারপাতঃ**—প্রথমবার বিলাতে আসিয়া আমি বরফ পড়া দেখি নাই যদিও ফ্রান্সে একদিন এমন জল জমিয়া বরফ হইয়াছিল যে রাস্তা মাঠ বাড়ীর ছাদ সব শাদা যেন চুণের গুঁড়াতে ঢাকা দেখিয়াছিলাম। এখানে দ্বিতীয়বার আসিয়া ডিসেম্বর মাসের একদিন সন্ধ্যার সময়ে টিউব ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছি এমন সময়ে দেখিলাম অতি সামান্য বৃষ্টির সহিত চুণের গুঁড়ার ন্যায় বরফ পড়িতেছে। পথে চলিতে চলিতে উহা আমাদের গায়ে পড়ায় ওবারকোট স্থানে স্থানে শাদা হইয়া গেল, কিন্তু সে বরফ শীঘ্রই গলিয়া গেল। তারপর একদিন জানুয়ারী মাসের শেষে (২৬শে জানুয়ারী ১৯৩৫) সন্ধ্যাবেলা হইতে পিঁজা তুলার মত বরফ পড়িতে লাগিল। রাস্তা বাগান বাড়ীর ছাদ শীঘ্রই সব বরফে শাদা হইয়া গেল কিন্তু বরফ পড়া বেশীক্ষণ রহিল না। সে যাহা হউক, আমরা বরফ পড়া দেখিতে রাস্তায় বাহির হইলাম ও দেখিলাম সকল বাড়ীর ছাদে, প্রাচীরের উপর, বাড়ীর গেটের থামের উপর, রেলিংএ, কার্ণিশে চারিদিকে বেশ বরফ জমা হইয়াছে। বরফের উপর দিয়া চলিবার সময় একপ্রকার মচ্ মচ্ শব্দ হইতে লাগিল ও

মনে হইল যেন জুতার ভিতর জল ঢুকিয়াছে, যদিও সত্য সত্য ঢুকে নাই। রাস্তা স্থানে স্থানে এতই পিচ্ছিল হইয়াছিল যে তিনবার আমি প্রায় পড়িয়া গিয়াছিলাম! এই রাত্রিতে আবার খুব বরফ পড়িল ও রাত্রি বারটার সময়ে দেখি যে চারিদিকে বরফ পড়িয়া সব শাদা হইয়া গিয়াছে। যদিও অন্ধকার রাত্রি তথাপি দেখিলাম বরফ পড়াতে এক অদ্ভুত অপার্থিব আলোক দেখা দিয়াছে, সে আলোক ঠিক চন্দ্রালোকের মত নয় অথচ তাহার সহিত কিছু সাদৃশ্যও আছে*। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি যে লণ্ডন শহর আর আমাদের পরিচিত লণ্ডন শহর নয়, ইহা যেন এক পরীরাজ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! যে দিকে তাকাই সেইদিকেই বরফ, সব শাদা। আমাদের ঘরের কতকগুলি জানালার সার্সি খুলিবার উপায় ছিল না, কারণ তাহাদের বাহিরে বরফ জমা হইয়া সেগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ছাদ, রাস্তা, গাছের ডালপালা, এমন কি গাছের গুঁড়ি পর্য্যন্ত, রেলিংএর মাথা, বাগান সব বরফে আবৃত, সব শাদা চকমক করিতেছে। পূর্ব্ব রাত্রে এত অধিক বরফ পড়িয়াছিল যে তাহার পর তিন দিন মাঝে মাঝে বেশ রৌদ্র হইলেও বরফ গলিয়া যায় নাই। ঐ বরফ গলিতে ছয় দিন লাগিল। এতদিন যে কুয়াশা অন্ধকার ভোগ করিয়াছিলাম তাহা এই বরফ পড়া দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম, এবং আমার মনে হইল যে এদেশের প্রচণ্ড শীতও সহ্য করা যায় যদি মধ্যে মধ্যে এরূপ এক একবার বরফ পড়ে! আমার বরফ পড়া এতই ভাল লাগিল যে জানালা খুলিয়া বাহির হইতে বরফ লইয়া হাতে করিয়া দুই তাল পাকাইয়া ঘরে আনিয়া ফুলদানীর উপর সাজাইয়া রাখিলাম! ঘর যদিও বেশ গরম তথাপি সেই বরফের তাল দুটি গলিয়া যাইতে অনেক ঘণ্টা লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লণ্ডনের বিষয়ে এত বলিবার আছে যে তাহা শেষ করা এক দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক লণ্ডনের বিষয়ে লিখিবার আর কিছু প্রয়াস না করিয়া এই খানেই শেষ করি।

* কে জানে যে আলো দেখিলাম তাহা Aurora Borealis এর আলো কিনা!

# চতুর্থ অধ্যায়

## লণ্ডনের আশে-পাশে

প্রথমবার বিলাতে আসিয়া আমি লণ্ডনের বাহিরে সাতটি মাত্র জায়গা দেখি—লণ্ডনের নিকট হ্যাম্পটন কোর্ট, ব্রাইটনের নিকট রটিংডীন নামক একটি গ্রাম, অক্সফোর্ড, কেম্বি্রজ, উইণ্ডসর কাস্‌ল, ঈটন কলেজ ও ওয়েব্রিজ। এই সাতটি স্থানের কথা এখন বলি।

**হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদ :**—ইংল্যাণ্ডের রাজারা লণ্ডনের বাহিরে অথচ নিকটবর্ত্তী কেন্সিংটন প্রাসাদকে বাগানবাড়ী রূপে ব্যবহার করিলেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে কেন্সিংটন প্রাসাদ হইতে কতিপয় মাইল দূরস্থিত হ্যাম্পটন কোর্ট তাহাদের প্রকৃত বাগানবাড়ী ছিল। ইহা কিংস্‌টন অন টেমসের নিকট, লণ্ডন হইতে বার মাইল দূরে। এই প্রাসাদ কার্ডিনল উল্‌সে তাঁহার প্রভুত্ব ও আধিপত্যের দিনে প্রভূত অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। তখন এই স্থলে নাইটস অব দি হস্‌পিটল অব সেণ্ট জনদের ( Knights of the Hospital of St. John ) এক ম্যানর হাউস ( Manor House ) ছিল এবং উল্‌সে তাহাদের নিকট হইতে ৯৯ বৎসরের জন্য বার্ষিক ৫০ পাউণ্ডের খাজনায় ইহার ইজারা লইয়া এই স্থলে এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এক ইতিবৃত্ত লেখক বলেন যে এই সুন্দর জমকাল বিরাট অট্টালিকাটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া ইহার উপর কিরূপ প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছে শুনিয়া অনেকে উল্‌সের উপর অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হন। এই প্রাসাদে ১৫১৬ সালের বসন্তকালে উল্‌সে তাঁহার রাজা ও রাণীকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহার পরও রাজা অষ্টম হেনরী এই প্রাসাদে অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়া অতি সমারোহে উল্‌সের আতিথ্য স্বীকার করেন। পরে উল্‌সের উপর যখন রাজানুগ্রহ হ্রাস হইতে লাগিল তখন রাজা একদিন উল্‌সেকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি তাঁহার নিজের জন্য এইরূপ এক প্রকাণ্ড এত জমকাল এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উল্‌সে তাহার উত্তরে বলিলেন

প্রজাও রাজাধিরাজকে কত সুন্দর প্রাসাদ উপহার দিতে পারে তাহাই দেখাইতে ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে—( "To show how noble a palace a subject may offer to his sovereign" )। এই উত্তর রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না এবং তিনি এই উত্তরের শব্দার্থই গ্রহণ করিলেন। ১৫২৫ সালে উল্‌সে সমস্ত আসবাব সমেত এই প্রাসাদ রাজাকে দিয়া রিচমণ্ডে যাইয়া তথায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর রাজা অষ্টম হেনরী প্রায় এই প্রাসাদে আসিতেন এবং এই প্রাসাদের ও ইহার উদ্যানের অনেক বৃদ্ধি ও উন্নতি করেন। পরে রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ড, রাণী এলিজাবেথ, রাজা প্রথম জেম্‌স্‌, প্রথম চার্লস্‌ ও দ্বিতীয় চার্লস্‌ এখানে আসিয়া মহা-সমারোহে আমোদ-প্রমোদ করিতেন। এই প্রাসাদে রাজা প্রথম জেম্‌স্‌ এষ্টাব্লিষ্ট চার্চ ও প্রেসবিটীরিয়ান ( Established Church and Presby-terian ) দিগের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য সেই বিখ্যাত সভা আহ্বান করেন যাহাতে বাইবেলের নূতন তর্জ্জমা করিবার প্রস্তাব মনোনীত হয়। এই তর্জ্জমাই বাইবেলের অনুমোদিত সংস্করণ, যাহার ভাষা এত সরল ও সুন্দর। রাজা প্রথম চার্লস্‌ এই প্রাসাদে প্রথমে প্রভু পরে বন্দীরূপে ছিলেন। রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ এই প্রাসাদে থাকিতেন না, কিন্তু রাজা উইলিয়াম ও রাণী মেরী এই প্রাসাদে থাকিতে বড় ভালবাসিতেন। রাজা উইলিয়াম উল্‌সের আমলের দুইটি মহল ধ্বংস করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে ভেয়ার্সাই প্রাসাদের অনুকরণে সার ক্রিষ্টোফার রেণকে এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দেন। ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়, কারণ ইহার দ্বারা উল্‌সের প্রায় সমস্ত কক্ষগুলি, রাজা অষ্টম হেনরীর গ্যালারী ও ছোট বড় বুরুজ সমন্বিত দরবার গৃহগুলি, পুরাতন লোহিত বর্ণের ইষ্টকের কতিপয় অঙ্গন, মালিয়ান (mullioned) গবাক্ষ ও পুরাতন ত্রিকোণাগ্র প্রান্ত প্রাচীর অর্থাৎ এই প্রাসাদের দুই শত বৎসরের ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ অংশ চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়। রাজা উইলিয়াম ও রাণী মেরীর পর ব্রিটেনের অন্য কোন রাজা এই প্রাসাদে প্রায় থাকিতেন না।

আমি ইয়োরোপের অনেক রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছি যেগুলি হ্যাম্পটন কোর্ট অপেক্ষা সুন্দর ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু হ্যাম্পটন কোর্টের কি এক বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য এক ভেয়ার্সাই প্রাসাদ ভিন্ন অন্য কোন পুরাতন রাজপ্রাসাদ হ্যাম্পটন কোর্ট অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া আমার বোধ হয় না। হ্যাম্পটন

কোর্টের প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালগুলি পুরাকালের গল্প আমাদের বলিতে চায়! ইহার অঙ্গনগুলি, ফটকগুলি, মীনারগুলি, পুরাতন ধরণের জানালা-গুলি, পুরাতন লাল ইটের দেয়ালগুলি সব অতি প্রাচীন ধরণের, অতি পরিপাটি, অতি সুশ্রী, অতি মনোহর!! প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন উল্‌সে ও অষ্টম হেনরীর সময়ের যোদ্ধারা বা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের রাজসভাসদগণ এই প্রাসাদের ফটক দিয়া শীঘ্রই বাহির হইয়া আসিবে!!! ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় কার্ডিনাল উল্‌সে তাঁহার প্রভুর জন্য যে নৃত্যগীত, যাত্রা, ভোজ, সং দিত তাহা যেন এখনও শুনিতে ও দেখিতে পাইতেছি! এক পুরাতন লেখক লিখিয়াছেন—

"And when it pleased the King's Majesty for his recreation to repair unto the Cardinal's house * * * such pleasure was there desired for the King's comfort and consolation as might be invented or imagined. Banquets were set forth, masques and mummeries, in so gorgeous a sort and costly manner, that it is a heaven to behold * * *. Then there were all kinds of music and harmony set forth with excellent voices of men and children. I have seen the King come suddenly thither in a masque with a dozen masques all in garment like shepherds made of fine cloth of gold and fine satin panel and caps of the same." *

সম্মুখের গ্রেটগেটহাউস (Great Gate House) দিয়া প্রবেশ করিলে গ্রীনকোর্টে আসিয়া পড়া যায়। এই অঙ্গনটি অতি সুন্দর এবং ইহার

* যখন আমোদ-প্রমোদের জন্য কার্ডিনলের বাড়ী যাইতে রাজার খেয়াল হইত তখন তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও মনস্তুষ্টির জন্য যতদূর সম্ভব কল্পনাপ্রসূত ও নবাবিষ্কৃত নানা চিত্তবিনোদক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইত। এই উপলক্ষে প্রচুর আড়ম্বরপূর্ণ ও ব্যয়বহুল ভোজ, তামাসা ও অভিনয়ের এমন ব্যবস্থা করা হইত যে তাহা দেখিয়া অলৌকিক কাণ্ড বলিয়া মনে হইত। * * * এতদ্ব্যতীত যুবক ও বালকদের মিলিত কণ্ঠের নানা সুর সম্বলিত অপূর্ব্ব সঙ্গীতেরও সুব্যবস্থা হইত। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কতিপয় মেষপালকের বেশধারী মুখোস পরিহিত নর্ত্তকগণের সহিত রাজা স্বয়ং মুখোস পরিধান করিয়া হটাৎ তথায় আবির্ভূত হইলেন। তাহাদের সুন্দর পরিচ্ছদ এমন কি টুপি পর্য্যন্ত সুবর্ণ জরি ও বহুমূল্য সূক্ষ্ম কিংখাপে প্রস্তুত।

চারিদিকের ঘরগুলি অতি পুরাতন। খিলানের বুরুজগুলির উপর যে রোমন সম্রাটদিগের টেরাকোটা মেডালিয়ন (medallions) আছে সেগুলি উল্‌সে জোহানিস মেইয়ানো (Johannes Maiano) নামক ভাস্করের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। সম্মুখে এন বোলীনের ফটক। ইহার খিলানকরা ভিতরের দিকের ছাদে তাঁহার নিদর্শন চিহ্নস্বরূপ একটি বাজপক্ষী অঙ্কিত আছে এবং রাজা অষ্টম হেনরীর নামের আদ্যক্ষর এবং তাহার স্ত্রী (এন বোলীনের) নামের আদ্যক্ষর—A+H—প্রণয় গ্রন্থিতে আবদ্ধ আছে! ইহার কতিপয় বৎসর মাত্র পরে সেই অষ্টম হেনরী এই এন বোলীনের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন! এই ফটকের বামপার্শ্বে এক সুন্দর প্রশস্ত সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া অষ্টম হেনরীর "গ্রেট হলে" যাওয়া যায়। দর্শকবৃন্দ এই ঘরে প্রবেশ করিলে ইহার বিশালত্ব এবং বহুমূল্য সাজসরঞ্জামাদি দেখিয়া মুগ্ধ হন। ইহার ছাদের ভিতর দিক সকলের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করে। এই হলটি ১০৬ ফীট লম্বা, ৪০ ফীট চওড়া এবং ৬০ ফীট উচ্চ। ইহার একপ্রান্তে বাদ্যকারদের আসন ও অপর প্রান্তে রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটক, মাস্ক ইত্যাদি অভিনীত হইত। এই ঘরের টেপেষ্ট্রিগুলি অতি পুরাতন। এই ঘর হইতে রাজা অষ্টম হেনরীর রক্ষীগৃহে এবং তথা হইতে শৃঙ্গগৃহে যাওয়া যায়। এই শেষোক্ত গৃহে রাণী এলিজাবেথ অনেকগুলি হরিণের শৃঙ্গ রাখিয়াছিলেন।

আবার নীচে এন বোলীনের ফটকে ফিরিয়া আসিয়া তথা হইতে "ক্লক কোর্টে" (ঘড়ির অঙ্গনে) যাওয়া যায়। তথায় ফটকের উপর অষ্টম হেনরীর এক জ্যোতিষ্ক ঘড়ি আছে। প্রায় দুইশত বৎসর বন্ধ থাকিবার পর ইহার সংস্কার সাধন হয়। এখন আবার ইহা চলিতেছে।

এই অঙ্গনের দক্ষিণে "দি কিংস গ্রেট ষ্টেয়ার্কেস" (the King's Great Staircase) এবং ইহা ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই এর প্রাসাদগুলির ও গ্র্যাণ্ড ষ্টেয়ার্কেসগুলির অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দেখিতে অতি বিস্ময়কর এবং ইহার দেওয়ালে ও ছাদে অনেক চিত্র অঙ্কিত আছে। উপরে উঠিলে ছোট বড় অনেক ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও অতি মহামূল্য চিত্রদ্বারা সুশোভিত। এমন কি ঘরের ছাদগুলিও অনেক বড় বড় সুন্দর চিত্র ও ফ্রেস্কো দ্বারা অলঙ্কৃত। ঘরগুলির নাম উল্লেখ করিলে সেগুলি যে কি প্রয়োজনে আসিত তাহা বুঝা যাইবে, সেগুলির বর্ণনা করা আমার সাধ্যের

অতীত। সেগুলির নাম—রাজার রক্ষীগৃহ, প্রথম দর্শন-গৃহ, দ্বিতীয় দর্শন-গৃহ, শুনানী গৃহ, রাজার বৈঠকখানা, তৃতীয় উইলিয়মের শয়নকক্ষ ( ইহাতে রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের শয্যা আছে এবং ঘরের ছাদে বেরিয়োর সুন্দর ছবি আছে—মর্ফিউসের ক্রোড়ে এনডীমিয়ন বিশ্রাম করিতেছে), রাণীর গ্যালারী ( ইহাতে মাসিডনের রাজা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের জীবনের ঘটনা-সংক্রান্ত কতিপয় টেপেষ্ট্রি আছে ), রাণী এনের শয়ন কক্ষ ( এখানে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পালঙ্ক আছে), রাণীর বৈঠকখানা, রাণীর শুনানী গৃহ, সাধারণের সমক্ষে খাইবার ঘর ( এই ঘরে রাজা দ্বিতীয় জর্জ কখন কখন জনসাধারণের সমক্ষে আহার করিতেন ) ইত্যাদি। এই প্রাসাদে এক সহস্র ঘর আছে তবে তাহার অধিকাংশ খালি নাই। রাজার ভজনালয় (the Chapel Royal) এই প্রাসাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ঘর বলিয়া আমার মনে হইল। এই পূজার ঘরটি যে কি সুন্দর তাহা লিখিয়া বলা যায় না।

এই প্রাসাদে একটি ভূতের ঘর আছে! কথিত আছে যে এইখানে ক্যাথারীন হায়োর্ডের ( রাজা অষ্টম হেনরীর এক রাণীর ) প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়াইত। অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘরটিকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তবে ১৯১৮ সাল হইতে ইহা দর্শকদিগের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়।

হাম্পটন কোর্টের বাগান প্রসিদ্ধ। রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌স ও রাজা তৃতীয় উইলিয়াম অনেক অর্থ ব্যয়ে ও অনেক যত্ন লইয়া ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ইহার তরুবীথিকা, বৃহৎ দ্রাক্ষালতা ও কমলা বাগান অতি সুন্দর। ১৯৩৫ সালে অগষ্ট মাসে টাইম্‌স পত্রিকায় দেখিলাম যে সেই বৎসর এই উদ্যানের ১৬৭ বৎসরের দ্রাক্ষালতায় পাঁচ শতের অধিক দ্রাক্ষাগুচ্ছ ফলিয়াছিল। সেগুলি কাল শ্যামবর্গ দ্রাক্ষা, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, এবং প্রত্যেক গুচ্ছের ওজন এক পাউণ্ড হইতে দেড় পাউণ্ড এবং ইহার দাম প্রত্যেক পাউণ্ডে ৫ শিলিং করিয়া। এই বাগানের শেষে সিংহদ্বারের নিকট এক গোলক ধাঁধাঁ আছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার রক্ষকের বিনা সাহায্যে আমি তথা হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। সে বড় মজা!

**রটিংডীন :**—লণ্ডন হইতে রটিংডীন যাইতে হইলে ব্রাইটনের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ঐ গ্রামটি ব্রাইটন হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল দূরে।

লণ্ডন হইতে ব্রাইটন ৫২ মাইল দূর। আজকাল মোটরকারের কৃপায় এমন অনেক লোক আছে যাহারা প্রত্যহ সকালে ব্রাইটন হইতে লণ্ডনে আসিয়া অফিস বা অন্যান্য কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা আবার ব্রাইটনে ফিরিয়া যায়! রেলপথে লণ্ডন হইতে ব্রাইটন যাইতে এক ঘণ্টা মাত্র সময় লাগে। ব্রাইটন সমুদ্রের উপর এবং লণ্ডনের এত সমীপে বলিয়া ইহা এত লোকপ্রিয়। দুঃখের বিষয় ইহাও এখন এক বড় শহর হইয়াছে, তবে ইহার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান সকল এখনও বেশ খোলা। এখানে অনেক বড় বড় বাড়ী আছে, দোকান আছে, এবং গ্রীষ্মকালে ইহা অত্যন্ত প্রীতিকর। লণ্ডনের রাস্তা সাসেক্স ডাউন্সের ( Sussex Downsএর ) উপর দিয়া যায় এবং ইহার দুই পার্শ্বের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর—সব যেন ছবির মত দেখায়।

রটিংডীনে আমার এক ইংরাজ আত্মীয়া তাঁহার এক অবিবাহিতা কন্যা লইয়া বাস করেন। ইহা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, ইহাতে ঘর বাড়ী অতি অল্পই আছে; তবে দোকান, পোষ্ট অফিস, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সকল অনুষ্ঠানই আছে। ইহা একেবারে সমুদ্রের উপর, ব্রাইটনএর ৬।৭ মাইল পূর্ব্বে এবং গ্রামের প্রায় সকল স্থান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। গ্রামের ও সমুদ্রের মাঝে এক চওড়া রাস্তা আছে এবং তাহা দিয়া বাস প্রায়ই ব্রাইটনে যাতায়াত করিতেছে। ইংল্যাণ্ডের সকল গ্রামের ন্যায় এ গ্রামে সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। গ্রামের ভিতরের রাস্তাগুলি সরু এবং উচ্চ বাড়ী কোথাও নাই।

আমার আত্মীয়ার বাড়ীটি ছোট কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিপাটি, সমুদ্রের উপর, তাঁহার ঘরের জানালা হইতে সমুদ্র দেখা যায়। এই বাড়িটিতে একতলায় একটি বসিবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি স্নান করিবার ঘর আছে। দ্বিতলে তিনখানি শয়নাগার। আমার আত্মীয়া বৃদ্ধা, স্বহস্তে কন্যার সাহায্যে আপনাদের দুইজনের আহার পাক করেন, তবে একজন দাসী প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টার জন্য আসিয়া ঘরের কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। প্রতি রবিবারে অপর একজন দাসী আসিয়া সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করে। প্রত্যহ যাহা আবশ্যক সবই বাড়ীতে দোকানদারেরা পাঠাইয়া দেয় এবং যদি কখন কোন বিশেষ দ্রব্যের আবশ্যক হয় তাহা হইলে তিনি বা তাঁহার কন্যা ব্রাইটন হইতে ক্রয় করিয়া আনেন। আমার আত্মীয়ার জীবন ধারা বাঁধা, নিয়মানুবর্ত্তী, এমন কি তিনি সপ্তাহে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রিজ খেলেন ও আর এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক সময় তিনি

আমাদের দেশের এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পত্নী ছিলেন, দাস-দাসী লইয়া বড় বড় অট্টালিকায় ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলার ন্যায় বাস করিতেন। তখন এক প্রকার জীবন আর এখন আর এক প্রকার, সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সুখী বলিয়া মনে হয়। যদি সুখের অর্থ হয় কষ্টের অভাব, শান্তির অর্থ হয় ঝঞ্ঝাটের অভাব তাহা হইলে আমার আত্মীয়া সুখে ও শান্তিতে আছেন। ইয়োরোপে অনেক বৃদ্ধা তাঁহাদের জীবনের শেষকালে কয়েকবৎসর এইরূপে অতিবাহিত করেন। ইহাই ইয়োরোপের বিংশ শতাব্দীর কাশীবাস বা বানপ্রস্থ আশ্রম। তুমি বলিবে ইহা অতি নিরানন্দময়, একঘেয়ে জীবন। কাশীবাস বা বানপ্রস্থ আশ্রমই কি নিরানন্দময়, একঘেয়ে নয়? বৃদ্ধারা বনে বসিয়া বা কাশীধামে সপ্তাহে কয়দিন ব্রিজ খেলেন বা মাসে কয়দিন করিয়া সিনেমায় যান? স্মরণ রাখা উচিত যে ইহা ইয়োরোপ!

**অক্সফোর্ড**:—আমি দুইবার অক্সফোর্ড গিয়াছিলাম। অক্সফোর্ড লণ্ডন হইতে রেল পথে ৬৩ মাইল। বাল্যকাল হইতে আমি অক্সফোর্ডের অনেক কথা, অনেক গল্প, শুনিয়া আসিতেছিলাম এবং স্বচক্ষে এই জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখিব এই বাসনা অনেক দিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। তথাপি লণ্ডন হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ভয় হইল এবং ভাবিলাম যে অক্সফোর্ড না দেখিতে যাইলেই বোধ হয় ভাল হইত, কারণ অনেক স্থলে বাস্তব অপেক্ষা ঈপ্সাকল্পিত দ্রব্যগুলি ভাল হয়, দূরের জিনিস কাছের জিনিসের অপেক্ষা সুন্দর দেখায়। শুনিয়াছি, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এই কারণে কখন ভারতবর্ষে যান নাই। কিন্তু এই ভয় অক্সফোর্ড পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূর হইল, কারণ ট্রেণ যখন অক্সফোর্ডের নিকট আসিল তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ছোট মীণার, গম্বুজ ও সৌধ-শিখর সকলের এমন একটি চিত্র চোখে পড়িল যেন মনে হইল যে যদি এই শহরটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় না হয় তথাপি এইখানে নামিয়া দেখা উচিত এই শহরটি কি।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শহর হইলেও ইহার শহরটি ক্ষুদ্র নয়। এবিষয়ে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। কেম্ব্রিজ প্রায় সবটাই বিশ্ববিদ্যালয়, তাহার শহর নাই বলিলেই হয়। ইহা কেম্ব্রিজের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তাহা বলা কঠিন। আমার মতে স্বপক্ষেই। তবে অক্সফোর্ড শহরটিও দেখিতে মন্দ নয় (যে দিকে মরিস মোটর কারখানা

আছে সেই দিক ভিন্ন) এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ও নিকটের গ্রামগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। ইহার এক কারণ এই যে অক্সফোর্ড এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি উচ্চ ও অসমতল ভূমির উপর অবস্থিত এবং অক্সফোর্ডের চারিদিকে পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়া ঘোড়ায় বা সাইকেল করিয়া বা পদব্রজে যাইবার অনেক সুন্দর রাস্তা ও পথ আছে। কেম্ব্রিজ এক নিম্ন সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। অক্সফোর্ডের চারিদিকের পল্লীগ্রামগুলি দেখিলে মনে হয় যেন সেখানে চিরন্তন, শাশ্বত শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং ইহাদের মধ্যে এই প্রাচীন বিদ্যাপীঠটি যে এরূপ শান্তিময়স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী সে বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

অক্সফোর্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মন আকর্ষণ করে। দুই জনে কখন অক্সফোর্ডকে এক চক্ষে দেখে না। ইহার কলেজগুলির ভিতর প্রবেশ করিলেই মনে যে কি ভাবের উদয় হয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ব্যক্ত করা অসম্ভব। অক্সফোর্ড পুরাতন, অক্সফোর্ড নূতন। অক্সফোর্ড প্রাচীন, ইয়োরোপের মধ্যযুগের, আমাদের যুগের নয়। ইহার কলেজের দেউড়ি, প্রাচীর, ঘর-বাড়ী, অঙ্গন, উপাসনা গৃহ দেখিলে মনে আর সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ থাকে না। অক্সফোর্ড নূতন, বিংশতি শতাব্দীর। ইহার ছাত্রদিগকে, তাহাদের ধরণ-ধারন, পাঠাগার, পুস্তকালয়, মিউজিয়াম, ইহার ছাত্রদিগের খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ দেখিলে, ইহার সম্মিলনের (Union) বক্তৃতা শুনিলে সে বিষয়েও মনের সন্দেহ অনেকটা দূরীভূত হয়। ইয়োরোপের মধ্যযুগে ইহার সৃষ্টি হইলেও অক্সফোর্ডে এখনও যে পূর্ণ যৌবনের জোয়ার প্রবাহিত হইতেছে তাহা কে সন্দেহ করিতে পারে? বীণাপাণির কৃপায় এই প্রাচীন বিদ্যাপীঠটি তাহার যৌবন চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিতে, সর্ব্বদা নূতন করিয়া গড়িতে, কোন গূঢ় মন্ত্র শিক্ষা করিয়া থাকিবে! সরস্বতীর বরে অক্সফোর্ড চিরকুমার!! অক্সফোর্ডের কলেজগুলি যে কি সুন্দর তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু এই কলেজগুলির মধ্যে কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর নাই এবং তাহাদের গঠন অনেক স্থলে অতি মনোহর হইলেও তাহারা আমাদের চোখকে সেরূপ আকৃষ্ট করে না যেরূপ আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। প্রায় সকল কলেজগুলিই পুরাতন, অনেকগুলি অতি পুরাতন। পুরাতন হইলেও একটিও ভগ্নাবস্থায় নাই। ইহাদের প্রস্তরের প্রাচীন প্রাচীরগুলির বর্ণ কি সুন্দর, ইহাদের

মধ্যযুগের অঙ্গণ ও উপাসনা গৃহগুলি কি মনোহর! কে জানে সেই ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে, সেই যুদ্ধ-সংগ্রামের দিনে, অশান্তি-দারিদ্র্যের দিনে, সেই অন্ধকারের যুগে দুর্দ্দান্ত ভূম্যধিকারীরা, লোভী যাজকেরা ও অশিক্ষিতা, বিলাসিনী উচ্চবংশ-সম্ভূতা মহিলারা কি আলোক তাহাদের চোখের সম্মুখে দেখিয়াছিল যাহার ইঙ্গিতে এত অর্থ ব্যয়ে, এত যত্নে ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য, শিক্ষার উন্নতিকল্পে, লোকের হিতের নিমিত্ত এই ধর্ম্মক্ষেত্রে তাহারা এই সকল বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল! সাধারণতঃ কলেজগুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে এক বৃহৎ প্রাচীন সদর দরজার নিম্নে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তথায় দ্বারবানের ঘর আছে। সে দ্বার-বান দ্বার-পালক বটে তবে সে নগণ্য ব্যক্তি নয়। অনেক সময়ে, বিশেষতঃ রবিবারে, সে মর্ণিংকোট ও টপহ্যাট পরিধান করিয়া তাহার "লজে" বিরাজ করে এবং তথা হইতে সে সর্ব্ব সময়ে—যদিও নিজে অনেক সময়ে অলক্ষ্য থাকে—প্রত্যেক ব্যক্তি যে কলেজের দ্বার লঙ্ঘন করে তাহাকে নিরীক্ষণ করে। সেই দেউড়ি দিয়া কিয়দ্দূর যাইলে সম্মুখে এক অঙ্গণ দেখা যায়। সেই অঙ্গণের চারিদিকে দ্বিতল বা ত্রিতল উচ্চ বাড়ী। এই অঙ্গণটি আমাদের দেশের চকমিলান বাড়ীর অতি প্রকাণ্ড উঠানের মত। তাহার পর আর একটি দেউড়ি দিয়া যাইলে আবার একটি অঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক কলেজে দুই, তিন বা ততোধিক অঙ্গণ এবং তাহাদের তিন বা চারিদিকে বেষ্টিত দ্বিতল বা ত্রিতল উচ্চ বাড়ী আছে। ইহা ব্যতীত বাগানও অনেক কলেজে আছে। অবশ্য প্রত্যেক কলেজের গঠন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের—এমন কি একই কলেজের প্রত্যেক অঙ্গণের ও তাহার পার্শ্বস্থ গৃহগুলির গঠন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের—কারণ অনেক কলেজই সময়ে সময়ে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অঙ্গণের চারিপার্শ্বে যে সকল বাড়ী আছে তাহাতেই শিক্ষকেরা (Dons) ও ছাত্রেরা বাস করে এবং তাহাতে পুস্তকাগার, বসিবার ঘর (Common Room) প্রভৃতি আছে। সেখানে কলেজের সকল ছাত্রের সঙ্কুলান হয় না বলিয়া অনেককে আবার কলেজের বাহিরে অনুমোদিত বোর্ডিং হাউসেও থাকিতে হয়। তবে সকল ছাত্রেরা যাহাতে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের বাসের মধ্যে কয়েক টার্ম কলেজের ভিতর থাকিতে পায় তাহার বন্দোবস্ত করা হয়। কলেজে বা বোর্ডিং হাউসে প্রত্যেক ছাত্র দুইটি করিয়া ঘর পায়—একটি শুইবার

জন্য ও অপরটি পড়িবার বা বসিবার জন্য। ছাত্রগুলিকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের জন্য একজন করিয়া চাকর নিযুক্ত করা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই চাকরদিগকে স্কাউট (Scout) বলে। সেই স্কাউটরা বিছানা করে, ঘর পরিষ্কার করে, সকালে ও মধ্যাহ্নে ঘরে আহার আনিয়া দেয়। খাদ্য সাধারণতঃ কলেজের রান্না ঘর হইতে আসে এবং টার্মের শেষে কলেজ বিল পাঠাইয়া দেয়। রাত্রের খাদ্য সকল ছাত্র একত্রে স্ব স্ব কলেজের হলে বসিয়া খায়, অন্য সময়ের খাদ্য ছাত্রেরা তাহাদের নিজ নিজ পড়িবার বা বসিবার ঘরে খায়। সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া ছাত্রেরা প্রথমে হয় রোল কলের জন্য না হয় উপাসনা গৃহে যায়। পরে আপনাপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তথায় প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া ৯টার মধ্যে যাহার যেখানে ক্লাসের বক্তৃতা আছে তাহা শুনিতে যায়। ছাত্রদিগের সকল পাঠ্য বিষয়গুলির বক্তৃতা যে প্রত্যেকের নিজ নিজ কলেজে দেওয়া হয় তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। আবার সব বক্তৃতাই যে কলেজের অধ্যাপকেরা দেন তাহাও নহে, অনেক বক্তৃতা কলেজের অধ্যাপকেরা দেন, কতক বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও দেন। পাঠ্যবিষয়ের বক্তৃতা যেখানে হইতেছে সেখানে সকল ছাত্রই যাইয়া শুনিতে পারে, তাহা সে যে কোন কলেজেই হউক না কেন। প্রত্যেক ছাত্রের এক কলেজ তত্ত্বাবধায়ক (tutor) আছে। তিনি যে সকল পাঠ্য বিষয়ে তাঁহার ছাত্রকে শিক্ষা দেন তাহা নহে ; তবে তিনি তাঁহার অধীনস্থ সকল ছাত্রের শিক্ষার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে তাঁহার ছাত্রেরা কোথায় কোন অধ্যাপকের বক্তৃতা কবে শুনিতে যাইবে তাহা ঠিক করে। বেলা ১টার মধ্যে প্রায় সকল বক্তৃতা শেষ হইয়া যায়। পরে আপন ঘরে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া সকলেই কোন না কোন খেলার জন্য কলেজ হইতে বাহির হয়। দুইটার পরে ছাত্রদিগকে আর কলেজের ভিতর প্রায় দেখা যায় না, সকলেই নদী বা মাঠে থাকে! অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছেলেরা নদীতে নৌকা চালাইতে বড় ভালবাসে এবং দুইটার পর অনেকেই নৌকা লইয়া নদীতে বাহির হয়। অবশ্য আরও অনেক রকম খেলা ছেলেরা খেলিতে ভালবাসে—দুই রকম ফুটবল, টেনিস, হকি ইত্যাদি। সকলেই কোন না কোন খেলায় যোগ দেয়, অনেকেই আবার একাধিক খেলায় যোগ দেয়। বেলা ৪৷৷টার সময় সকলে আপন

আপন কলেজে বা বন্ধুদিগের ঘরে ফিরিয়া আসে। যাহারা বিকালে না পড়ে (বিশেষ কারণ না থাকিলে অতি অল্প ছাত্রেরাই বিকালে পড়ে) তাহারা নিজ নিজ ঘরে বন্ধুদিগের সহিত বা বন্ধুদের ঘরে গিয়া চা পান করে। বিকালের চা ছাত্রেরা প্রায় কখন একাকী পান করে না। যাহাদিগের বিশেষ পড়াশুনা না থাকে তাহাদের পাঁচজনে মিলিয়া আমোদ-প্রমোদ, গল্প করিবার এই সময় এবং অনেক সময় বিকালের চা বেশ গুরুতর আহারে পরিণত হয়। তাহার পর ৭টা কি ৭৷৷টার সময়ে 'হল' বা সান্ধ্য-ভোজ আরম্ভ হয়। ইহা প্রত্যেক কলেজে সকল ছাত্রেরা নিজ নিজ "হলে" একত্রে খায়। কলেজের শিক্ষকেরাও ছাত্রদিগের সহিত এক ঘরে সন্ধ্যার আহার খান, তবে ভিন্ন টেবিলে। "হলে'র পর যাহারা বিশেষ পড়াশুনা করে না তাহারা অন্য ছাত্রদিগের ঘরে গিয়া আমোদ-প্রমোদ ও গল্প করে, কফি ও কেক বিস্কুট খায়। মদ্যও নিষিদ্ধ নয়। রাত্রি ১১টার মধ্যে সকলকেই নিজ নিজ কলেজে বা বোর্ডিং হাউসে ফিরিতে হয়। রাত্রি ১১টার পর নিজ কলেজের বাহিরে কোন ছাত্রের থাকিবার অধিকার নাই, থাকিলে ছাত্রকে বিপদে পড়িতে হয়। কলেজের গেট ঠিক ১১টার সময় বন্ধ হয় এবং তাহার পর কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে পোর্টারকে দ্বার খুলিয়া দিতে হয় এবং পরদিন সে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট যে ছাত্র রাত্রি ১১টার পর আসিয়াছিল তাহার নাম বলিয়া দেয়। বোর্ডিং হাউসের স্বত্বাধিকারীও সেইরূপ করে।

অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের বি, এ, ডিগ্রী লইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তিন বৎসর (প্রকৃতপক্ষে ২ বৎসর ৯ মাস) সংশ্লিষ্ট থাকিতে হয় অর্থাৎ তথায় ৯ টার্ম বাস করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসর অক্টোবর মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া জুন মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে শেষ হয়। প্রত্যেক বৎসরে তিনটি টার্ম এবং প্রত্যেক টার্ম প্রায় ৯ সপ্তাহের জন্য, অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্রকে বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৭ মাসকাল বাস করিতে হয়। টার্মের মধ্যে বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া যাওয়া যায় না এবং টার্মের শেষে বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করা যায় না। ছাত্রদিগকে বক্তৃতা প্রভৃতি শুনিতে হইলে, কলেজের শিক্ষকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, হলে খাইবার সময় এবং সন্ধ্যার পর কলেজ হইতে যে কোন কার্য্যের জন্য বাহির হইতে হইলে ক্যাপ এবং গাউন পরিধান করিতে হয়। তাহা না

করিলে প্রক্টর (Proctor) ও তাহার প্রহরীরা (Bulldogs) ধরিতে পারিলে পরদিন জরিমানা দিতে হয়। আণ্ডার-গ্রাজুয়েটরা যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করে তাহা দেখিবার জন্য প্রক্টর তাহার প্রহরীদের সহিত রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, বিশেষত সন্ধ্যার পর। প্রক্টর কর্ত্তৃক ধৃত হইলে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটরা তাহাদের নিজেদের ও কলেজের নাম দিয়া তখনকার মত নিষ্কৃতি পায় বটে তবে তাহার পর দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রক্টরের অফিসে উপস্থিত হইয়া সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারিলে ও বিশেষ কোন গর্হিত কার্য্যের জন্য ধৃত না হইলে জরিমানা দিয়া উদ্ধার পায়। বিশেষ গর্হিত কার্য্যের জন্য তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক বা ততোধিক টার্ম্মের জন্য বিতাড়িত হয়।

অক্সফোর্ডে ছাত্রদিগের জন্য ২৫টি ও ছাত্রীদিগের জন্য ৪টি কলেজ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেম্বি্রজ বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা ছাত্র-সংখ্যা অধিক। অক্সফোর্ডের কলেজের মধ্যে অল সোলস্ (All Souls) নামক একটি অদ্ভুত কলেজ আছে—ইহাতে সকলেই সদস্য (Fellows), কেবল মাত্র চারিজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট আছে! তাহারা বাইবেল ক্লার্ক। ইউনিবার্সিটি কলেজ অক্সফোর্ডের প্রাচীনতম কলেজ। প্রবাদ আছে যে ইহা রাজা এলফ্রেডের সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রবাদের কোন ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক ইহা সত্য যে ১২৪৯ খৃষ্টাব্দের পর ইহা যে স্থাপিত হয় নাই তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইহার পর বেলিয়ল কলেজ ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং মর্টন ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই শেষ তিনটি ও সেণ্ট এড্‌মণ্ড হল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একজিটর, ওরিয়েল, কুইন ও নিউকলেজ স্থাপিত হয়। অবশিষ্ট কলেজের মধ্যে সাতটি কলেজ ভিন্ন ছেলেদের অন্য সকল কলেজ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই স্থাপিত হয়। এই সাতটি পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের চারিটি কলেজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে স্থাপিত হয়।

অক্সফোর্ড ও কেম্বি্রজে সকলেই যে বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে যায় তাহা নয়। এক ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিল যে অক্সফোর্ড নিশ্চয় এক প্রভূত বিদ্যার-ভাণ্ডার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন সকল ছাত্রই কিছু না কিছু বিদ্যা লইয়া তথায় যায় কিন্তু অনেকেই যাহা কিছু লইয়া গিয়াছিল তাহা তিন বৎসর পর তথায় ফেলিয়া চলিয়া

আসে! এমন অনেক ধনী ব্যক্তির সন্তান আছে যাহারা এই দুই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মাত্র গায়ে মাখিতে তথায় যায়!! তাহারা তিন বৎসর তথায় বাস করিয়া স্ফূর্ত্তি আমোদ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। এমন অনেক বড় লোকের ছেলেরা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে যায় যাহারা শিকার, নৌকাচালনা বা অন্যান্য ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই করে না। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ 'পাশ' ডিগ্রী পাওয়া অতি সহজ কিন্তু 'অনর্স' ডিগ্রী লইতে হইলে বিশেষতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয়। প্রথম শ্রেণীতে 'অনর্স' ডিগ্রী পাওয়া অত্যন্তই কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন কলেজে ভিন্ন ভিন্ন "টিউটর" থাকে এবং তাহাদের পাণ্ডিত্যের বিশেষত্বেও তারতম্য থাকে। কোন কলেজের টিউটর কোন বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত তাহা পূর্ব্বে জানিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করিবার মানসে এদেশের ছেলেরা কলেজ নির্ব্বাচন করিয়া তথায় প্রবেশ করে। ইহা ব্যতীত যে কোন কলেজে প্রবেশ করিলেই চলে, লেখাপড়া করিবার সুবিধা সর্ব্বত্রই সমান, তাহাতে কলেজ বিশেষে কোন তারতম্য নাই। তবে এদেশে ছাত্রদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি বংশপরম্পরায় যে কলেজে পাঠ করিয়া আসিয়াছে সেই কলেজেই সাধারণতঃ তাহাদের বংশধরেরা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরাও তাহাদের তথায় ভর্ত্তি হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। আবার সকল কলেজের ঐতিহ্য ও সুনাম সমান নহে। অক্সফোর্ডে ক্রাইষ্ট চার্চ ও মডলিন কলেজে ধনী লোকদের ছেলেরাই প্রায় যায় এবং এই দুইটি কলেজে অধ্যয়ন করা ব্যয়সাধ্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল ও নিউকলেজে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা ও যাহারা যথার্থ পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া করিতে চায় তাহারা যায়। দুই একটি কলেজ একটু হট্টগোল, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রিয় বলিয়া প্রবাদ আছে। এই হিসাবে সকল কলেজ সমান নয়, এবং কলেজ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির ছাত্রদিগের সংসর্গে আসিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে যদিও ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ঐতিহ্য ও টিউটরদিগের পাণ্ডিত্য ভিন্ন ভিন্ন, যদিও টিউটরেরা প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন কে কি রকম পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করে তাহা ছাত্রের উপরই নির্ভর করে, কলেজ বা কলেজের টিউটরদিগের উপর নির্ভর করে না। ছাত্র যদি শিক্ষা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে, যদি সে রীতিমত পরিশ্রম

করে তাহা হইলে তাহার টিউটর তাহার জন্য আন্তরিক যত্ন লন। আর যে সকল ছাত্র বিশেষ পরিশ্রম করিতে চায় না, যাহারা ক্রীড়ামোদী ও পাঠে অমনোযোগী তাহাদের জন্য টিউটর অতি সামান্য যত্ন লইয়া ক্ষান্ত থাকেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে যাইয়া কোন ছাত্রের কিরূপ উপকার হইবে তাহা ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে অর্থাৎ সে কিরূপ পরিশ্রম করে, কোন দলের ছাত্রদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে, বিদ্যালাভের অপর্য্যাপ্ত সুযোগগুলি সে কি ভাবে গ্রহণ করে তাহার উপর তাহার কৃতিত্ব নির্ভর করে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বিশেষ বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলেও এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা তিন বৎসর বাস করে তাহারা যেরূপ প্রবেশ করিয়াছিল ঠিক সেইরূপে বাহির হইয়া আসে না। সমবয়স্ক এত ছাত্রদিগের সহিত সদা-সর্ব্বদা এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে, বন্ধুভাবে, ক্লাসে, খেলায় মিশে বলিয়া তাহাদিগের চরিত্র যে ভাবে গঠিত হয় সে ভাবে অতি অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি প্রাচীন, অতি উচ্চ ঐতিহ্য, প্রথাগত নিয়ম সকল ও শিষ্টাচারের কানুন পদ্ধতি আছে। সকল ছাত্রকেই তিন বৎসর ধরিয়া এইগুলি মানিয়া চলিতে হয়, সেগুলি লঙ্ঘন করিতে কেহ সাহস করে না এবং উহাদের প্রতিক্রিয়া ছাত্র-দিগের চরিত্রগঠনের উপর অনিবার্য্য। সাধারণতঃ অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা যে বিশেষ বিদ্বান বা খুব পণ্ডিত তাহা নয়, তবে তাহারা যে শিষ্টাচার শিখিবে ও ভদ্রলোকের ন্যায় ব্যবহার করিবে ইহা সকলেই আশা করে। তাহাদের ধরণ-ধারণে বা চরিত্র-গঠনে যে একটি বিশেষত্ব থাকে তাহা অনেক কাল হইতে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে প্রভেদ কি—এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটি ভাল ? এই প্রশ্নের উত্তর এক অর্থে অত্যন্ত সহজ আবার আর এক অর্থে অত্যন্ত কঠিন। বাস্তবিক পক্ষে এই দুই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই এবং একটি অন্যটির অপেক্ষা যে ভাল বা মন্দ তাহা বলা যায় না। কোন কোন সময়ে অক্সফোর্ডে কোন কোন বিষয়ে কেম্ব্রিজ অপেক্ষা ভাল শিক্ষা হয়, আবার কোন কোন সময়ে কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ড অপেক্ষা ভাল শিক্ষা হয়। অনেক কাল হইতে অঙ্ক শাস্ত্রে, বিজ্ঞানে এবং কয়েক বৎসর হইতে অর্থশাস্ত্রেও কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড অপেক্ষা ভাল শিক্ষা দিতেছে বলিয়া অনেকের ধারণা। আবার অনেককাল হইতে অক্সফোর্ডে, গ্রীক, লাটিন ( ক্লাসিক্‌স ) ইংরাজী সাহিত্যে কেম্ব্রিজের অপেক্ষা

ভাল শিক্ষা হইতেছে ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়াও ঐতিহ্যের প্রভেদ আছে। মেকলে একস্থলে বলিয়াছেন যে মহদ্ব্যক্তি গঠনের সুযশ কেম্ব্রিজের প্রাপ্য, তাহা-দিগকে দাহ করিয়া বিনষ্ট করিবার যশ অক্সফোর্ডের প্রাপ্য! একথা মেকলে নিশ্চয় উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য অনেক উক্তির ন্যায় এই উক্তি অবাস্তব হইলেও এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া ও প্রথাগত নিয়ম সকলের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অক্সফোর্ড অপেক্ষা কেম্ব্রিজ সতত উন্নতিশীল, অধিকতর আধুনিক এবং স্বপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টিতবান এবং কেম্ব্রিজ অপেক্ষা অক্সফোর্ড স্বীয় অনুশীলনে এবং অতীত গৌরবের ও কৃষ্টির প্রতি অধিকতর আস্থাবান, অধিকতর অনুধ্যানপরায়ণ, প্রগাঢ় অনুশীলনকারী এবং কল্পনার প্রসারে অপ্রমত্ত। এই দুইটি ইংল্যাণ্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে ডারহ্যাম, শ্বেফিল্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, প্রভৃতি আরও কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহারা ইংল্যাণ্ডের প্রৌঢ় বয়সের পুত্র এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ইংল্যাণ্ডের অল্পবয়সের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান। এই অল্প বয়সের প্রথম দুই পুত্রকে ইংল্যাণ্ড যে চক্ষে দেখে, যেরূপ ভালবাসে, তাহাদের জন্য আপনাকে যেরূপ শ্লাঘ্য মনে করে ডারহ্যাম, শ্বেফিল্ড ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি পরের প্রবীণ বয়সের পুত্রদিগকে ইংল্যাণ্ড ঠিক সেই চক্ষে দেখে না, ঠিক সেইরূপ ভালবাসে না! আমার লোকেদের প্রথম পুত্রের সচরাচর যে সকল দোষগুণ থাকে অক্সফোর্ডের সেই সব দোষগুণগুলি আছে এবং দ্বিতীয় সন্তানের সাধারণতঃ যে সব দোষগুণ থাকে কেম্ব্রিজের সেই সব আছে। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি যে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় পুত্র অপেক্ষা একটু সৌখীন হয়, একটু কম পরিশ্রমী হয়, একটু কম বুদ্ধিমান, কম কার্য্যদক্ষ হয়, একটু অধিক কর্তব্য-পরায়ণ হয় একটু কম স্বার্থপর হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রদিগের মধ্যে এইরূপ যে প্রভেদ হয় তাহা হয়ত আমার ধারণা মাত্র, সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং ভুল, কিন্তু অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের মধ্যে এইরূপ প্রভেদ যে কতক পরিমাণে আছে তাহা আমার সত্য বলিয়া মনে হয়।

অক্সফোর্ডে কলেজ ব্যতীত আরও কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান আছে; এইগুলি অক্সফোর্ডে আসিলে সকলের দেখা উচিত। এই সকল

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শেলডোনিয়ান থিয়েটর, এশমেলিয়ন বিল্ডিং, ক্ল্যারেণ্ডন বিল্ডিং, বোডলিয়ন লাইব্রেরী, র‍্যাডক্লিফ ক্যামেরা, টাইলোরিয়ন্ ইনষ্টিটিউশন, এশমোলিয়ন মিউজিয়াম, ইউনিবার্সিটী মিউজিয়াম, ডিবিনিটি স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সময়ের অভাবে এই সবগুলি দেখিতে না পারিলেও অন্ততঃ শেলডোনিয়ন থিয়েটর, এশমোলিয়ান বিল্ডিং, ডিবিনিটি স্কুল ও বোডলিয়ন লাইব্রেরী দেখা উচিত।

শেলডোনিয়ান থিয়েটর একটি নাট্যশালা নহে, ইহা অক্সফোর্ডে অনারারী ডিগ্রী দিবার জন্য কনবোকেশন হল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আর্চবিশপ শেলডন এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। ইহা সার কৃষ্টোফর রেণের উদ্ভাবিত নক্সা অনুসারে নির্ম্মিত এবং ক্ল্যারেণ্ডন প্রেস স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক ছাপা হইত। এখন এই অট্টালিকার প্রকাণ্ড হলে বৎসরে একবার মহাসমারোহে বিশ্ব-বিদ্যালয় যাঁহাদিগকে সম্মান করিতে চায় তাঁহাদের অনারারী ডিগ্রী অর্পণ করে। এই সময়ে হলটির নীচের আসনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা, অধ্যাপকেরা, অনেক গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও যাহারা অনারারী ডিগ্রী পাইবেন তাঁহারা অধিকার করেন এবং উপরের গ্যালারীতে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটরা ভীড় করে। যাঁহারা ডিগ্রী পাইবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তা (Orator) তাঁহাদের প্রত্যেকের একের পর একের গুণকীর্ত্তন করিয়া লাটিন ভাষায় বক্তৃতা দেন। উপরের গ্যালারীতে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটরা ইউনিবার্সিটির বক্তার এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য ঠিক আসে না, তাহারা হট্টগোল করিতে আসে ও তাহাই করে এবং তাহাদের যদি কোন প্রিয়পাত্র ডিগ্রী পান তাহা হইলে তাহারা চীৎকার করিয়া করতালি দিয়া আরও অধিক হট্টগোল করে! এই উৎসবকে কমেমোরেশন এবং এনসিনিয়া বলে এবং এক সপ্তাহ ধরিয়া এই সময়ে অক্সফোর্ডে অনেক লোক সমবেত হয় এবং আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটরা তাহাদিগের ঘরে তাহাদের বাপ, মা, ভাই, ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করে ও তথায় খুব ভোজ চলে।

সার কৃষ্টোফর রেণের নির্ম্মিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অট্টালিকাগুলির মধ্যে এশমোলিয়ন বিল্ডিং একটি। পিতা পুত্র জন ট্রেড্‌স্‌ক্যাণ্ট (ওরফে ট্রেড্‌স্‌কিন) দ্বয়ের ও ইলিয়স এশমোলের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের সংগ্রহ ও তাহাদের তালিকাগুলি রাখিবার জন্য এই অট্টালিকা ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই

সংগ্রহ ব্যতীত এইস্থলে রাসায়নিক পরীক্ষাগার এবং অক্সফোর্ডের দার্শনিক সমিতিও স্থান পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই সংগ্রহ নূতন বিজ্ঞান মিউজিয়াম, বোডলিয়ন ও এশমোলিয়ন এন্‌টিকোয়েরিয়মে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে এই গৃহে লুইস এবন্সের ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগ্রহ রাখা হয় এবং ইহাই ব্রিটেনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিজ্ঞান মিউজিয়াম। পুরাতন যন্ত্রগুলি অতি কৌতূহলদ্দীপক।

ডিবিনিটি স্কুলের ঘরটি দেখিতে অতি সুন্দর। অক্সফোর্ডে ইহার সমতুল্য সুন্দর কক্ষ আর নাই। ইহা ঋজু (Perpendicular) স্থাপত্য রীতির একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত, এবং ইহার প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান করা ছাদের সন্ধিস্থান বিলম্বিত অলঙ্কারগুলি চমৎকার। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে সমাপ্ত হয়। রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের লোকেরা ইহার বহুবর্ণে রঞ্জিত কাচের জানালাগুলি ধ্বংস করে। পরে এই গৃহে ক্র্যানমার 'লর্ডস সাপার' সম্বন্ধে স্বীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য আহূত হন এবং এই গৃহে ল্যাটিমার ও রিডলেকে তাহাদের খৃষ্টধর্ম্মবিরোধী মত প্রচারের জন্য অভিযুক্ত হইয়া জবাবদিহি হইয়া আসিতে হইয়াছিল। এই গৃহে রাজা প্রথম চার্ল্‌সের প্রথম পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়।

অক্সফোর্ডের বোডলিয়ন লাইব্রেরী জগৎবিখ্যাত। এদেশে ব্রিটিশ মিউজিয়াম ভিন্ন এত বৃহৎ পুস্তকাগার আর নাই। অক্সফোর্ডের সর্ব্বপ্রথম পুস্তকালয় ১৩২০ খৃষ্টাব্দে ইয়র্কের ডীন কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার পুস্তকগুলি ডেস্কের সহিত শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত! পরে রাজা চতুর্থ হেনরীর পুত্র, হাম্‌ফ্রে, ডিউক অব গ্লষ্টর, এই পুস্তকালয়ের অনেক উন্নতি সাধন করেন। রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে, এই পুস্তকালয়ে অনেক রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মগ্রন্থ থাকায়, ইহাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। পরে ১৫৯৮ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দ অবধি সার টমাস বোডলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করিতে যত্নবান হন। তিনি পূর্ব্বে মডলিন কলেজের আণ্ডার গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং পরে রাজকার্য্যে অনেক সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাহার পরে লর্ড শেলডন, ফেয়ারফ্যাক্স প্রভৃতি এমন কি অলিবর্‌ ক্রম্‌ওয়েলও এই পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের গণনাতে এই পুস্তকালয়ে তখন ১৮ লক্ষের অধিক পুস্তক, ৪০ হাজারের অধিক পাণ্ডুলিপি এবং ২০ হাজারের অধিক শাসন পত্র ও রোল (Charters and Rolls) ছিল

দেখা গিয়াছিল। প্রতিবৎসর প্রায় ২০ হাজার পুস্তক এই পুস্তকালয়ে জমা হয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম বৃহৎ পুস্তকাগার।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতে বৎসরে কত ব্যয় হয়। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কারণ ইহা কতক পরিমাণে ছাত্রের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ সে কিভাবে থাকে ও কি পড়ে। যদি আই, সি এস, প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য ছাত্রের বিশেষ শিক্ষা ও শিক্ষক আবশ্যক না হয় এবং তাহার অত্যধিক খরচ করিবার অভ্যাস না থাকে তাহা হইলে অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৭ মাস ও ছুটীর সময়ে লণ্ডনে বৎসরে প্রায় ৫ মাস থাকিবার খরচ সমেত প্রায় ৩২৫ পাউণ্ড বৎসরে আবশ্যক হয়।

**কেম্ব্রিজ** :—অক্সফোর্ডের বিষয় এতখানি লিখিবার পর কেম্ব্রিজের বিষয় সবিস্তারে লিখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। তবে অক্সফোর্ডে আমি মাত্র দুইবার গিয়াছিলাম এবং কেম্ব্রিজে তিন চারিবার গিয়াছি। ইহার কারণ এই যে কেম্ব্রিজে আমার একটি পুত্র পড়িত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে দেখিতে যাইতাম। যাইবার কোন অসুবিধা ছিল না, তবে রাত্রি ১১৷৷টার সময়ে শীত বৃষ্টিতে বাড়ী ফিরিতে কষ্ট হইত। যাইয়া দেখিলাম যে কলেজে ছাত্রেরা বড় সুখে থাকে। তাহারা প্রত্যেকে কলেজে দুইটি করিয়া ঘর পায়। অক্সফোর্ডের ন্যায় কেম্ব্রিজেও রাত্রির আহার সকলে একত্রে কলেজের হলে খায় এবং দিনের আহার ছাত্রেরা তাহাদের ঘরে বসিয়া খায়। দিনের ও রাত্রির আহার সবই কলেজের পাকশালায় প্রস্তুত হয় তবে বিস্কুট জ্যাম ইত্যাদি দোকান হইতেও ক্রয় করিয়া আনা যায়। অক্সফোর্ডে ছেলেদের জন্য যেমন চাকর থাকে কেম্ব্রিজে তাহাদের স্থানে বৃদ্ধা দাসী থাকে। তাহাকে বেডমেকার (bedmaker) বলে। সে সকালে বসিবার ঘর পরিষ্কার করিয়া তথায় অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালাইয়া বসিবার ঘরের টেবিলের উপর প্রাতরাশের সব সামগ্রী রাখিয়া শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া ছাত্রকে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। আবার মধ্যাহ্নে আসিয়া শয়নাগার পরিষ্কার করিয়া মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বসিবার ঘরে টেবিল সাজাইয়া চলিয়া যায়। বিকালে চায়ের আয়োজন ছাত্রেরা নিজেরাই করে। এই সব বৃদ্ধা দাসীদের হাতে কত ছেলেই না কলেজে মানুষ হইয়াছে! তাহাদের কার্য্য তাহারা বেশ যত্ন লইয়া করে।

যদিও কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের ন্যায় এক প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, দেখিতে কিন্তু দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এক রকম নহে। কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কিছু নাই বলিলেও চলে, অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় একটি শহরের ভিতর। আয়তনে কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং কেম্ব্রিজের অনেক কলেজ বড় কাছাকাছি, একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। অনেকে এইটি পছন্দ করেন অনেকে করেন না। তবে এটি সকলে স্বীকার করেন যে কেম্ব্রিজের নদী হইতে কলেজের পিছনের দৃশ্য অতি মনোহর। কুইন্স রোড দিয়া যাইতে যাইতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, বিশেষতঃ ক্লেয়ার, ট্রিনিটি ও সেণ্ট জন্স কলেজের পশ্চাতে, তাহা যে কিরূপ শান্ত, স্নিগ্ধ ও রমণীয় তাহা বর্ণনার অতীত। ক্যাম নদী অত্যন্তই অপ্রশস্ত, অক্সফোর্ডের নদীও খুব সরু, কেম্ব্রিজের নদী তাহা অপেক্ষা সরু, একটি নালা মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এই নদীর ধার দিয়া যাইতে যাইতে একটির পর একটি কলেজের পিছনগুলি যখন চোখে পড়ে তখন মনে হয় যে এরূপ পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্যে যাহারা তিন বৎসর কাল বিদ্যাভ্যাস করে তাহারা যথার্থই ভাগ্যবান। কলেজের ছোট ছোট পুরাতন সেতুগুলি, তাহার পর কলেজের পিছনের কারুকার্য্য শোভিত লৌহনির্ম্মিত প্রকাণ্ড গেটগুলি, তাহার পর কলেজের গাঢ় হরিৎবর্ণের সুরক্ষিত মসৃণ ময়দানগুলি এবং সবশেষে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কারুকার্য্যে গঠিত সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ চোখে যেন সুধা বর্ষণ করে!

কেম্ব্রিজে ১৮টি ছেলেদের ও দুইটি মেয়েদের কলেজ আছে। ইহা ব্যতীত দুইটি হল ও হাউস ও কতিপয় ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজও আছে। কেম্ব্রিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কলেজ পীটরহাউস ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ক্লেয়ার, পেম্ব্রোক, গনভিল, ট্রিনিটি হল ও কর্পাস কৃষ্টি—এই পাঁচটি কলেজ স্থাপিত হয়। একটি কলেজ এবং দুইটি হল ও হাউস ভিন্ন অপর সকল ছেলেদের কলেজগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই স্থাপিত হয়। মেয়েদের কলেজ কেম্ব্রিজে দুইটি, উহারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে স্থাপিত হয়।

ট্রিনিটি কলেজ (ট্রিনিটি হল নয়) কেম্ব্রিজের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কলেজ, আয়তনে ও ছাত্র সংখ্যায়। অক্সফোর্ডে এত বড় কলেজ নাই। ইহাতে ছাত্রের সংখ্যা এত অধিক যে সন্ধ্যার ভোজন হলে স্থানাভাবে তিন দফায় হয়!

ইহার "গ্রেট কোর্ট" (অঙ্গণ) অক্সফোর্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অঙ্গণ, ক্রাইষ্ট চার্চ্চের টম কোয়াড (অঙ্গণ), অপেক্ষা এক সহস্র বর্গ ফীট বৃহৎ। কেম্বি্রজের সিড্‌নি সাসেক্স কলেজ যে জমির উপর নির্ম্মিত সেই জমি এই কলেজের সম্পত্তি। মে মাসের নৌকা প্রতিযোগিতায় ইহার অনেকগুলি নৌকা নদীতে বাহির হয়। ইহার হল ( ভোজনাগার ) লণ্ডনের মিড্‌ল টেম্পল হলের অনুকরণে নির্ম্মিত। রেণ ইহার পুস্তকালয়ের নক্সা করিয়াছিলেন এবং ইহা অনেকটা বেনিসের সেণ্ট মার্কের ( St. Mark ) পুস্তকালয়ের ধরণে গঠিত। এই কলেজের ছাত্রদিগের মতে বিশ্বের মানবজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক ভাগ যাহারা এই কলেজে পাঠ করিয়াছে ও দ্বিতীয় ভাগ যাহারা এই কলেজে পাঠ করে নাই! নিউটন, থ্যাকারে, মেকলে, বাইরন, এ, এচ, হালাম, টেনিসন, বিশপ ট্রেঞ্চ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি এই কলেজটি ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক দেখিলাম। কলেজটি প্রকাণ্ড ও অত্যন্ত সুন্দর।

কেম্বি্রজে আর একটি স্থল বিশেষ করিয়া দেখিবার আছে, সেটী কিংস কলেজের উপাসনা গৃহ। ইহা কেম্বি্রজে স্থাপত্য রীতির গৌরবের বস্তু এবং সমগ্র ইংল্যাণ্ডে আর একটি এমন ভজনালয় আর কোথাও নাই! লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবের রাজা সপ্তম হেনরী চ্যাপেল ইহার অনুকরণে গঠিত হয় কিন্তু উহা এত সুন্দর নহে। কিংস কলেজের চ্যাপেল প্রকাণ্ড, ৩১০ ফীট লম্বা, প্রস্থে ২৮৯ ফীট এবং মীনারের শিখর অবধি উচ্চে ১৪৬ ফীট। রাজা ষষ্ঠ হেনরী ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন কিন্তু সে কার্য্য শেষ হইতে প্রায় একশত বৎসর লাগে। ইহার অত্যন্ত মনোহর পাখার আকারে খিলান করা ছাদ স্থাপত্য বিদ্যার এক বিস্ময়কর ও অদ্ভুত আদর্শ। নানা রঙে রঞ্জিত চিত্র বিচিত্র করা ইহার কাচের জানালাগুলিও যে কি মনোহর তাহা বলা যায় না। তাহাতে বাইবেলে বর্ণিত কতিপয় ঘটনা অঙ্কিত করা হইয়াছে। এইরূপ ২৪টি জানালা আছে, প্রত্যেকটি ৪৯ ফীট উচ্চে ও ১৬ ফীট প্রস্থে। ইহার বসিবার আসনগুলিও ( Stalls ) দেখিতে বড় সুন্দর এবং তাহাতে পঞ্চম হেনরী হইতে প্রথম জেমসের এবং অক্সফোর্ড ও কেম্বি্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আরও অনেক "কোট অব আর্ম্স" আছে। এই উপাসনা মন্দিরের অর্গানটিও অতি পুরাতন, তাহার কোন কোন অংশ বোধ হয় অষ্টম হেনরীর সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অর্গান

স্ক্রীনটিও দেখিতে বড় সুন্দর, তাহাতে রাজা অষ্টম হেনরী ও রাণী এন বোলিনের নামের সাঙ্কেতিক অক্ষর দ্বয় ( H and A ) প্রণয়ালিঙ্গনে আবদ্ধ আছে।

**উইণ্ডসর কাসল :**—লণ্ডন হইতে আমি একদিন উইণ্ডসর কাসল দেখিতে যাই এবং সেই সঙ্গে ঈটন কলেজও দেখি। এই দুইটি জায়গা পরস্পরের অতি নিকটে। লণ্ডন হইতে রেলপথে যাইলে উইণ্ডসর পৌছাইতে ৪৫ মিনিট লাগে কিন্তু আমি মোটর কোচে যাইব স্থির করিলাম কারণ তাহা হইলে কতিপয় গ্রামের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় ও দেশটি একটু ভাল করিয়া দেখা যায়। বাহির হইতে কাসলটির দৃশ্য বড় সুন্দর। ইয়োরোপের পুরাকালের দুর্গের আমাদের যেমন ধারণা আছে ইহা ঠিক সেইরূপ। এই দুর্গটি টেম্‌স নদীর উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার বহির্ভাগে একটি পরিখা আছে, তাহার উপর উচ্চ প্রাচীর, সুদীর্ঘ দেউড়ি, ভিতরে অনেকগুলি প্রশস্ত অঙ্গণ. আঁকা বাঁকা রাস্তা, পথ, আবার এক দেউড়ি. মাঝে মাঝে বুরুজ সবই যেমন ইয়োরোপের দুর্গের ছবিতে দেখিয়াছিলাম সেইরূপ। পরিখা পার হইয়া প্রথম দেউড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া এক প্রশস্ত অঙ্গণে আসিলাম ; তাহার উপর দিয়া এক দীর্ঘ রাস্তা দিয়া কিছুদূর যাইয়া এক উপাসনা গৃহের সর্ম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

উইণ্ডসর কাসল যে এদেশের রাজাদের বাসস্থান তাহা অনেকেই জানেন। সেই জন্য অতি প্রাচীন হইলেও দুর্গটি অতি ভাল অবস্থায় আছে। এই দুর্গটি ইউলিয়াম দি কংকরর প্রথমে নির্ম্মাণ করেন কিন্তু রাজা তৃতীয় হেনরী ইহার পুণঃ নির্ম্মাণ ও বৃদ্ধি করেন। পরে রাজা এডোয়ার্ড এই দুর্গের উপাসনা গৃহটি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারই সময়ে এই দুর্গে জনৈক মহিলার মোজা হইতে গার্টার খসিয়া পড়ায় সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি ঘটে যাহা হইতে অর্ডর অব দি নাইটস অব দি গার্টরের (Order of the Knights of the Garter), ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ডরের, সৃষ্টি হয়। উপাসনা গৃহটির নাম সেণ্ট জর্জ্জেস চ্যাপল। ইহাই "দি মোষ্ট নোবল অর্ডর অব দি গার্টর" এর চ্যাপল। উপাসনা মন্দিরটি দেখিতে অতি সুন্দর, ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত গথিক পার্পেণ্ডিকুলার স্থাপত্য রীতির ইহা এক উজ্জ্বল আদর্শ। এই চ্যাপলে রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ডের, ষষ্ঠ হেনরীর, অষ্টম হেনরীর, প্রথম চার্লসের. সপ্তম এডোয়ার্ডের ও তাঁহার মহিষী রাণী

আলেকজাণ্ড্রার, পঞ্চম জর্জ্জের আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি আছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার সমাধি এই উপাসনা মন্দিরে নাই, উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী ফ্রগ্‌মর্টন বলিয়া এক স্থান আছে তাঁহার সমাধি সেই খানে।

দুর্গের ষ্টেট এপার্টমেন্টগুলি (State apartments সব দেখিলাম। কাসলের যে অংশে রাজা থাকেন সে অংশ দর্শকদিগকে দেখান হয় না তবে তাহারা ষ্টেট এপার্টমেন্টগুলি সব দেখিতে পায়। এরূপ ঘর অনেকগুলি আছে—সুন্দর বারাণ্ডা, নৃত্যশালা, রাজার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের বসিবার, শয়ন করিবার ও অন্যান্য ঘর। বলাবাহুল্য যে এই সকল ঘরগুলি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। কত মহামূল্য ছবি, ট্যাপেষ্ট্রি, ঝাড় বাতি, কত বর্ণের পাথরের ও কাঠের টেবিল, সুন্দর কিংখাপের সোফা, চেয়ার, রেশমের পর্দ্দা আছে তাহা বলা যায় না। রুশিয়ার শেষ রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অতিথি হইয়া যখন উইণ্ডসরে আসিয়া কতিপয় দিবস বাস করেন তখন তিনি যে সকল ঘরে ছিলেন সে ঘরগুলি দেখিলাম। প্রায় সকল ঘরের জানালা হইতে কাসলের বাগানের ও টেম্‌স নদীর উপত্যকার অতি মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে এমন সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ আমি কখন দেখি নাই, তাই সকলই আশ্চর্য্য মনে হইল। পরে প্যারিসে ভেয়ার্সাই, ফঁতেনেব্লো রাজপ্রাসাদ দেখিয়া আমার মনের সে ভাব দূর হইল এবং উইণ্ডসর কাসলের ঘরগুলি যে বিশেষ কিছু জমকাল তাহা আর মনে হইল না।

এই দুর্গের ভিতর একটি মিউজিয়াম আছে, উহাতে যোদ্ধাদের বর্ম্ম প্রভৃতি অনেক পুরাতন দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহার একটি ঘরে রাণীর একটি পুতুলের বাড়ী আছে, সেটি বড় অদ্ভুত! ইহার ভিতর প্রত্যেক জিনিসটি অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও অতি যত্নের সহিত সাজান হইয়াছে। ইহাতে বসিবার ঘর, খাইবার ঘর, পড়িবার ঘর, পুস্তকাগার, শয়ন-ঘর, এমন কি শিশুদের ঘর (nursery), রান্নাঘর, দাসদাসীদিগের থাকিবার ঘর, মোটর রাখিবার ঘর এবং যথায় যেরূপ আসবাব থাকিবার কথা সেগুলি সবই আছে। শয়ন-ঘরে খাট, বিছানা ইত্যাদি, বসিবার ঘরে দেওয়ালে ছবি, বাতি-ঝাড়, সোফা, চেয়ার, দরজা-জানলায় পর্দ্দা, আহার করিবার ঘরে টেবিল-চেয়ার, টেবিলের উপর প্লেট, প্লেটে কাঁটা-চামচ, ছুরি ইত্যাদি, গ্যারাজে মোটর-গাড়ী, ছেলেদের ঘরে খেলনা, ছেলেদের শুইবার খাট ইত্যাদি সব নিখুঁত ভাবে অতি ছোট ছোট জিনিস দিয়া সাজান আছে। এমন কি বাড়ীতে প্রবেশ

করিবার পথে রাস্তার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট গাছ এবং রাস্তার পার্শ্বে বাগানের ধারে একস্থানে একটি ছোট শামুকও পড়িয়া আছে। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুতুলের খেলাঘর বোধ করি জগতে আর কোথাও নাই।

দুর্গ হইতে টেম্‌স নদীর উপত্যকার দৃশ্য অতি মনোরম। নিকটে উইণ্ডসর গ্রাম, একটু দূরে ঈটন কলেজ, সম্মুখে টেম্‌স নদী, তাহার দুই পার্শ্বে শ্যামল ক্ষেত্র—দূরে মধ্যে মধ্যে ঝোপে ঢাকা বৃক্ষলতা পরিবৃত গ্রামগুলি, সবই অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অতিশয় সুভগ ও শান্তিদায়ক। এই প্রাচীন দুর্গ প্রান্ত হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সমগ্র প্রকৃতি বিমনা, নিশ্চেষ্টিতা, তন্দ্রালসা। জানি না এক দুর্দ্দান্ত বাইকিং দস্যুবংশোদ্ভব জারজ পুত্র উইলিয়াম দি কংকরর কি উদ্দেশ্যে প্রকৃতির এই শান্ত শোভার মধ্যে তাহার এই বিরাট দুর্জয় দুর্দ্দম্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিল; তবে ইহা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিংশতি শতাব্দীর নিয়মতন্ত্রাধীন রাজার যোগ্য বাসস্থান তাহার কোন সন্দেহ নাই।

**ঈটন কলেজ**:—দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মোটর কোচ ধরিবার জন্য উইণ্ডসর গ্রামের রাজপথ দিয়া কিছুদূর যাইয়া দেখি যে এক স্কুলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। দেখিলাম স্কুলের বাড়ীটি বেশ বড় কিন্তু ইহা যে জগৎপ্রসিদ্ধ ঈটন কলেজ তাহা স্কুলটির সম্মুখ ভাগ দেখিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না। আমরা ঈটন কলেজ দেখিবার জন্য আসি নাই এবং ঈটন যে উইণ্ডসর সংলগ্ন গ্রাম তাহা আমি জানিতাম না। বাড়ীটির সম্মুখে গিয়া যখন দেখিলাম যে তথা হইতে ছাত্রেরা সিল্ক টুপি ও ঈটন স্যুট পরিয়া বাহির হইতেছে তখন আর মনে কোন সন্দেহ রহিল না যে ঈটন কলেজের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। একটু ইতস্ততঃ করিবার পর ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্কুলের অফিস ঘরে যাইয়া স্কুলের কর্ম্মচারীর নিকট স্কুলটি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, বরং তাহার কথায় বুঝিলাম যে অনেকেই এইরূপ স্কুল দেখিতে চায়, তবে ইহার জন্য টিকিট কিনিতে হয়। টিকিট ক্রয় করিবার পর স্কুলের এক কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে লইয়া সমস্ত স্কুল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইল।

ঈটন কলেজ যে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আভিজাতিক স্কুল তাহা সকলেই জানেন। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা ষষ্ঠ হেনরী এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন এবং ইহাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাব্লিক

স্কুল। ১৯৩৬ সালে এই স্কুলে ১১৫৬ জন ছাত্র ছিল। এদেশের উচ্চকুলোদ্ভব ও ধনী ব্যক্তিরা নিজ পুত্রগণকে এই স্কুলে পাঠাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করেন। ইহা যে ইংরাজ চরিত্রের মজ্জাগত আভিজাত্য-গর্ব্বের (snobbery'র) পরিচয় দেয় তাহার কোন সন্দেহ নাই; তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই স্কুলের অনেক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ইংল্যাণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। সেটি কতকটা এই স্কুলের গুণে হইতে পারে তবে অনেকটা যে অন্য কারণে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই স্কুলের প্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব সকল ছাত্রদিগের নাম করিবার আবশ্যক নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পিট্, ফক্স, ডিউক অব ওয়েলিংটন, শেলী, গ্রে, গ্ল্যাডষ্টোন, লর্ড রোজবেরী এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ধনী লোকেরাই তাহাদের ছেলেদের এই স্কুলে পাঠাইতে পারে, কারণ প্রত্যেক ছাত্রের এই স্কুলে পড়িবার জন্য বার্ষিক প্রায় ২৪৫ পাউণ্ড খরচ হয়। তথাপি এদেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাহাদের পুত্রদের এই স্কুলে পড়াইবার জন্য এতই উৎসুক, এতই লালায়িত, যে আমি যখন এই স্কুল দর্শন করি (১৯৩২ সালে) তখন শুনিলাম ভবিষ্যতে ইহাতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত নূতন কোন ছাত্রকে ভর্ত্তি করিবার জন্য স্থান পাওয়া যাইবে না। ইহার অর্থ এই যে যে সকল ছেলেদের বয়স তখন মাত্র এক বৎসর তাহাদের নামও এই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য পাঠান হইয়াছে, তাহাদের স্থান রিজার্ভ করিয়া রাখা হইয়াছে!

যদিও উচ্চবংশ ও ধনী লোকের ছেলেরাই এই স্কুলে স্থান পায় তবুও অপরাধ করিলে তাহারা অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদিগের মতই দণ্ডিত হয়—এমন কি অপরাধের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদের বেত্রাঘাতও সহ্য করিতে হয়। অপরাধ করিলে ছেলেদের পশ্চাৎভাগে যাহার দ্বারা মারে প্রদর্শক আমাদের সেই বেতটি দেখাইল। ইহা কিন্তু আমরা বেত্র বলিলে যাহা বুঝি তাহা নয়, ইহা যেন গাছের অতি সরু শুষ্ক কতকগুলি ডাল একত্রে বাঁধা—অনেকটা ঝাঁটার মত দেখাইল।

স্কুলে ছাত্রদিগের পড়িবার ঘরগুলি দেখিলাম। এসকল ঘরের আসবাব অন্যান্য স্কুলের পড়িবার ঘরের আসবাবের মত—আমাদের দেশের ক্লাসরুমের আসবাবের সহিত কিছুই পার্থক্য দেখিলাম না, ঈটন কলেজ বলিয়া ইহার ক্লাসরুমের আসবাবের কোন বিশেষত্ব নাই। যেমন অন্য সব স্কুলে এখানেও সেইরূপ ময়লা, কালিমাখা, ছুরি দিয়া নাম খোঁদা কতকগুলি কাঠের বেঞ্চ,

তাহার মধ্যে কতকগুলি ডবল কতকগুলি সিঙ্গেল, ঘরের দেওয়াল হরিদ্রাবর্ণের, তাহাও সাধারণত ময়লা, দেওয়ালে একখানা ব্ল্যাক্‌বোর্ড ও শিক্ষকের জন্য ঘরে একটি মাত্র চেয়ার। অনেক ঘরের দেওয়াল কিছুদূর পর্য্যন্ত ওক কাষ্ঠের দ্বারা আবৃত এবং তাহাতে ও ঘরের দ্বারে, বিশেষতঃ একটি বড় উচ্চশ্রেণীর ঘরে, অনেক ছেলের নাম ছুরি দিয়া খোদা আছে দেখিলাম। সেই ঘরের ওক কাঠের দেওয়ালে ও দ্বারে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের নাম পড়িলাম।

স্কুলের উপাসনা গৃহটি দেখিতে বড় সুন্দর। স্কুলের মধ্যে এই ঘরটি বেশ সজ্জিত দেখিলাম এবং ইহা ঈটন কলেজের যোগ্য বলিয়া মনে হইল। এই উপাসনাগৃহ, স্কুলের আয়তন ও ইহার প্রাচীণ গঠন-প্রণালী ভিন্ন এই স্কুলের আর কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়িল না (আমরা স্কুলের খাইবার হলটি দেখিতে পাইলাম না)। তবে এই স্কুলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যই সব, তাহারই গৌরবে ছাত্রেরা ও দেশের সকলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। আমার কিন্তু মনে হয় যে পুরাকালে এই প্রকার বিদ্যালয়ের মূল্য যতই থাকুক না কেন —অনেক দিন বোধ হয় কিছু ছিল—বর্ত্তমানকালে প্রতিদিনই ইহার মূল্য হ্রাস পাইতেছে। বিংশতি শতাব্দীতে ঈটন কলেজ এক অসময়োপযোগী প্রতিষ্ঠান এবং অযথা রক্ষণশীল ও আভিজাত্যগর্ব্বে উদ্ধত ইংল্যাণ্ডেই ইহার অস্তিত্ব এখনও সম্ভব!

**ওয়েব্রিজ বালিকা বিদ্যালয়ঃ**—আমি লণ্ডনের নিকট ওয়েব্রিজ গ্রামে একদিন একটি মেয়েদের স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা একটি ভাল বোর্ডিং-স্কুল, তবে ইহাতে বাহিরের ছাত্রীরাও (day scholar) পাঠ করে। সেখানে দেখিলাম যে আমাদের দেশের তিনটি মাদ্রাজী ও একটি বাঙ্গালী মেয়ে বোর্ডার ও দুইটি বাঙ্গালী মেয়ে দৈনন্দিন ছাত্রী আছে। স্কুলটি বেশ বড়—ছয় সাত হইতে পনের ষোল বৎসর বয়সের মেয়েরা এই স্কুলে থাকে ও পড়ে। যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ও কর্ত্তৃপক্ষেরা মেয়েদের বেশ যত্ন করে এবং মেয়েদেরও বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম। একটি ঘরে যাইয়া দেখিলাম সেখানে অনেকগুলি মেয়ে গ্রাম্য-নৃত্য নাচিতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরাও তাহাদের সহিত নৃত্য করিতেছে দেখিলাম। প্রত্যেক ঘরে বড় মেয়েরা দুইজন করিয়া থাকে ও শয়ন করে এবং ছোট মেয়েরা তিন চারি জন এক ঘরে থাকে ও শয়ন করে। রাত্রি নয়টার মধ্যে

সব শয়ন কক্ষের আলো নিভাইয়া দেয় তবে ছোট ছোট মেয়েরা ইলেকট্রিক টর্চ জ্বালাইয়া তাহার পরেও শয়নাগারে গোলমাল করে! ছোট মেয়েদের ডিনার ৫॥টার মধ্যে শেষ হয় এবং সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে তাহারা শয়ন করে। শুইবার আগে তাহারা বিস্কুট ইত্যাদি কিছু খায়। স্কুলে নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি বেশ সুনজর আছে দেখিলাম। আমি আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্য কিছু চকলেট লইয়া গিয়াছিলাম। সেইগুলি পাইয়া মেয়েটি তৎক্ষণাৎ তাহার শিক্ষয়িত্রীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল সে এগুলি খাইতে পারে কি না। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "হাঁ খাবে বৈকি, তবে এখনি নয়, রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে খাইও"।

ওয়েব্রিজ হইতে লণ্ডনে ফিরিবার পথে এক ঘটনার কথা উল্লেখ করি। আমি ও আমার মাদ্রাজী বন্ধু স্কুল হইতে কিছুদূর যাইয়া বড় রাস্তার উপর আসিয়া বাসের জন্য অপেক্ষা করি। তখন বেশ অন্ধকার এবং ঐ পল্লীগ্রামের রাস্তায় জনমানব নাই। আমরা রাস্তায় ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া বাসের অপেক্ষা করিতেছি এমন সময় একজন লোক আমাদের প্রতি দেখিতে দেখিতে আমাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। আমার বন্ধু একটু ভীত হইয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ভাই! ওলোকটা আমাদের দিকে ঐরকম করিয়া দেখিতে দেখিতে গেল কেন?" আমি বলিলাম "তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, তুমি যে সুন্দরী তোমার দিকে একবার চাহিলে হঠাৎ কি কেউ চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে?" লোকটি অল্পদূর যাইয়া আবার আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিল। তখন আমাদের দুই জনেরই মনে একটু ভয় হইল। আমার বন্ধু বলিল "দেখ ভাই, লোকটি আবার আমাদের দিকে আসিতেছে।" আমি বলিলাম,"আমার গায়ে অতি অল্প গহনাই আছে; তোমার গায়ে অনেক আছে, তোমার গহনা সব তোমার শাড়ী দিয়া ঢাকিয়া ফেল।" সে তাহাই করিল। তখন আমি বলিলাম, "সব গহনা ত' ঢাকিলে তবে তোমার নাকে যে নাক-ছাবির হীরা জ্বল জ্বল করিতেছে সেটি কিরকম করিয়া লুকাইবে?" সে বলিল "ওটাতে এসে যাবে না। অনেক সময়ে রাস্তায় যাইতে যাইতে ছোট ছেলে মেয়েরা আমায় জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার নাকে ওটি কি?' আমি উত্তর দিই, 'ওটি একটি ফোড়া।' তাহা শুনিয়াইত' তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়"। ইতিমধ্যে লোকটি আমাদের নিকট আসিয়া তাহার টুপি তুলিয়া বলিল, "দেখছি আপনারা বিদেশী, এই নির্জ্জন স্থানে কিজন্য দাঁড়াইয়া আছেন,

আপনাদের কোন সাহায্য করিতে পারি কি ?" আমরা বলিলাম, "আমরা লণ্ডনের বাস ধরিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।" সে বলিল "এ ত' বাস থামিবার স্থান নয়, দূরে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে।" সেই সময়ে দূরে এক বাসের আলো দেখা দিল। লোকটি বলিল "আচ্ছা, দেখি আমি আপনাদের জন্য কি করিতে পারি।" এই বলিয়া সে ফুটপাথ হইতে নামিয়া রাস্তার মাঝখানে যাইল এবং দুই হাত তুলিয়া বাস থামাইল। তাহার পর কণ্ডাক্টরকে কি বলাতে সে বাসের দরজা খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে বাসে প্রবেশ করিতে বলিল। আমরা ভদ্রলোকটিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বাসে উঠিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকটি তখনও দাঁড়াইয়া রহিল এবং বাস ছাড়িলে সে তাহার টুপি আবার তুলিয়া চলিয়া গেল। এরকম ভদ্রতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তবে বিলাতে এরূপ ব্যবহার বিরল নয়। এইরূপ অনেকবার ঘটিয়াছে যে আমি লণ্ডনের ফুটপাথের ধারে রাস্তা পার হইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে এক ভদ্রলোক টুপি খুলিয়া পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "আপনি কি রাস্তা পার হইতে চান, আমি আপনাকে সাহায্য করিতে পারি কি ?"

এই স্থলে আমি আমার ইংল্যাণ্ডে প্রথমবার যাত্রার কাহিনী সমাপ্ত করি। এইবার ইংল্যাণ্ডে তিন মাস অবস্থান কালে উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছু দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ নাই। ২৯শে নবেম্বর (১৯৩২ সালে) ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ছেলেদের নিকট বিদায় লইয়া প্যারিসের জন্য লণ্ডন ছাড়িলাম। এই আমাদের প্রথম বিচ্ছেদ—না ইহার পূর্ব্বে একবার মাত্র তাহারা দুই জনে তিন সপ্তাহের জন্য আমার কাছ ছাড়া হইয়াছিল। তাহারা এখন বড় হইয়াছে, তাহাদের কাজ আছে, তাহারা বিলাতে প্রফুল্ল মনে থাকিবে এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। আরও মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম যে দুই বৎসরের মধ্যে আবার ত এদেশে আসিব বলিয়া আশা করি। যাহা হউক এই দূরদেশে ছেলেদের এইরূপে রাখিয়া চলিয়া যাওয়া যে কি কষ্টকর তাহা প্রত্যেক মায়েই বুঝিতে পারিবেন, অন্যে না পারুন।

## পঞ্চম অধ্যায়

### প্যারিসের পথে-ঘাটে

**প্যারিসের পথে** ঃ—আমরা লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে বেলা দুইটার সময় ছাড়িয়া ফোকষ্টোন বুলোইঁ পথে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া সেই রাত্রি ১১টার সময় প্যারিসে পৌছিলাম। লণ্ডন হইতে ফোক্‌ষ্টোন পর্য্যন্ত দিনের আলোকে রেলগাড়ী হইতে ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রামগুলির সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এই রেলপথ ইংল্যাণ্ডের তিনটি অতি সুন্দর কাউন্টি, সারে, সাসেক্স ও কেণ্টের ভিতর দিয়া যায়। এই প্রদেশের ভূমি অসমতল, কোন কোন স্থলে পর্ব্বতময়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের কাউন্টিগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে কিরূপ হয় তাহা নবেম্বর মাসে অনুমান করা কঠিন। তবে আমরা যখন যাই যদিও তখন গাছে একটিও পাতা ছিল না তথাপি রাস্তা ঘাট মাঠ ও ছোট ছোট পল্লীগুলি যেন ছবির মত দেখাইতেছিল। ফোক্‌ষ্টোন হইতে বুলোইঁ পর্য্যন্ত সমুদ্র পার হইতে অন্ধকার হইয়া আসিল এবং বুলোইঁ হইতে প্যারিস পর্য্যন্ত রাত্রের অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। বুলোইঁ হইতে প্যারিসের মধ্যে ট্রেণ অতি অল্প ষ্টেশনে থামিল, তবে দেখিলাম যে যে ষ্টেশনগুলিতে থামিল সেগুলি অতিশয় বড়। ফ্রান্সে ট্রেণের এক অদ্ভুত নিয়ম দেখিলাম, ইহা এই যে গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে কোনরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় না! কোনরূপ ঘণ্টা বা বাঁশী বা সিটি না বাজাইয়া দেখিলাম যে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িতে আরম্ভ করিল!! আমাদের দেশে এই নিয়ম প্রচলিত হইলে অর্দ্ধেক যাত্রী ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিবে; তবে এই নিয়ম প্রচলিত করিলে মন্দ হয় না, দেশের লোকেরা একটু চট্‌পটে হয়!

ফোক্‌ষ্টোন ষ্টেশন হইতে জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে আমাদের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হইল এবং জাহাজ বুলোইঁ পৌছিবার পূর্ব্বে ফরাসীদিগের পক্ষ হইতে জাহাজেই আবার আমাদের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হইল। আমাদের সহিত যে মাল ছিল তাহার পরীক্ষা বুলোইঁএ হইল

এবং যে মাল ব্রেকভ্যানে ছিল তাহার কাষ্টাম্‌স পরীক্ষা প্যারিসে হইল। দুই স্থলেই একটিমাত্র কুলি চামড়ার একটি ষ্ট্র্যাপ দিয়া সমস্ত মাল বাঁধিয়া তাহা কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া কাষ্টামস কামরায় লইয়া গিয়া আমাদের কাষ্টাম্‌স পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, আমাদের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। তাহার পর কোন হোটেলে যাইব তাহার নাম বলিয়া দিতে সব মাল এক ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিয়া কোথায় যাইতে হইবে ট্যাক্সিওয়ালাকে বুঝাইয়া দিল। মনে করিয়াছিলাম যে ফরাসী ভাষা ভাল করিয়া না জানায় ফ্রান্সে আমাদের বড় অসুবিধা হইবে। ইয়োরোপে এই বড় সুবিধা যে দেশের ভাষা একটু জানা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। আমার স্বামী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় মনের ভাব একরকম বুঝাইতে পারিতেন কিন্তু অনভ্যাস বশতঃ অনেক সময়ে ফরাসীদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, যেমন আমাদের দেশের অনেকে ইংরাজী ভাষা জানিলেও ইংরাজদিগের কথা অনেক সময়ে বুঝিতে পারে না। তখন কিন্তু বড় মুস্কিল হইত। তবে বোবারাও ত তাহাদের মনোভাব যে কোন প্রকারে ব্যক্ত করিতে পারে! আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা যে এত কাজ চালান যায় তাহা ফ্রান্সে যাইবার পূর্ব্বে আমি জানিতাম না! তবে ফরাসীরা বড় চালাক, ফরাসী ভাষায় দুই-একটি কথা বলিলেই কি বলিতে চাই তাহারা তাহা বুঝিয়া লইত। কিন্তু এক বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রভেদ দেখিলাম। ইংল্যাণ্ডে আমাদের মুখে ইংরাজী ভাষা শুনিয়া লোকে অনেক সময়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইত, বিশেষত আমরা যে এত ভাল ইংরাজী বলি তাহার জন্য তাহারা খুব প্রশংসা করিত। কিন্তু ফ্রান্সের লোকেরা প্রথমেই মনে মনে ঠিক করিয়া লইত যে আমরা ফরাসী ভাষা জানি এবং জানি না দেখিয়া বরং আশ্চর্য্যান্বিত হইত। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ইংরাজদিগের অভিজ্ঞতায় আমেরিকানরা ভিন্ন বিদেশীরা প্রায় কেহই ইংরাজী ভাষা জানে না এবং যাহারা জানে তাহারা তাহাদের ভাষাটিকে জবাই করে, আর ফরাসীদিগের অভিজ্ঞতা এই যে অনেক বিদেশী তাহাদের ভাষা জানে, যদিও ফরাসীদিগের ন্যায় অবশ্য শুদ্ধ ভাষা বলিতে অক্ষম। তথাপি অনেক বিদেশীই যাহারা ফ্রান্সে যায় তাহারা ফরাসী ভাষা একরকম বেশ বলিতে পারে—সাধারণ ইংরাজ ও আমেরিকান পর্য্যটক ব্যতীত। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পৃথিবীর প্রায় সমগ্র সভ্যজাতির স্কুল কলেজে তাহাদিগের স্ব স্ব মাতৃভাষার পরই ফরাসী ভাষার চর্চ্চা হয়।

প্যারিসের হোটেলটি আমাদের বড় সুবিধার হইয়াছিল। আমাদের দুইজনের থাকার ও খাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকে দিনে এক পাউণ্ড করিয়া দিতাম তবে মধ্যাহ্নের জলযোগ ও বিকালের চা বাদ। সে দুই আহার আমরা বাহিরে খাইতাম। হোটেলটির এক ফটক রু সেন্তনরেরের উপর, অপর একটি দ্বার রু দ্য রিবোলির উপর। তুইয়ারী উদ্যান, লুব্‌র, পালে রয়াল, প্লাস দ্য লা কংকর্দ, প্লাস বাঁদোম, অপেরা, মাদালেইন, সবই অতি নিকটে ছিল। ঘর এক তলাতে পাইয়াছিলাম, বেশ বড়, সুন্দররূপে সাজান। খাদ্যও বেশ চমৎকার দিত।

প্যারিসে আমরা দশদিন ছিলাম এবং প্রতিদিন অন্ততঃ ছয় সাত ঘণ্টা ঘুরিয়া যতদূর আমাদের দেখা সম্ভব সব দেখিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে কোন কোন দিন এক ফরাসী টুরীং এজেন্সির কনডাকটেড এক্সকার্সনে (Touring Agency's Conducted Excursion) যাইতাম, কোন কোন দিন নিজেরা ট্র্যাম, বাস বা পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। যখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার আবশ্যক বা সুবিধা না হইত তখন যে কোন ট্র্যামে বা বাসে উঠিয়া তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইয়া আবার তাহার বিপরীত দিকের ট্র্যাম বা বাস ধরিয়া ফিরিয়া আসিতাম। আবার যখন ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম তখন কোন কাফে বা রেষ্টোরাঁতে যাইয়া খাবার অর্ডার করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতাম। আমরা যে দশদিন প্যারিসে ছিলাম সে দশ দিনের যে চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার কোন সন্দেহ নাই।

**প্যারিস ও ফরাসীজাতি*** :—প্যারিসের কাহিনী কোথা হইতে আরম্ভ করি আর কোথায় শেষ করি তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! প্যারিস নগরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কাহিনী আমি আমার বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। সেই হেতু যখন প্যারিসের জন্য রওনা হই তখন মনে একটু ভয় হইল যে এত আশা করিয়া যাইতেছি হয়ত নিরাশ হইতে হইবে। যখন প্যারিসের গার দ্যি নর ষ্টেশনে নামিয়া হোটেলের জন্য যাত্রা করিলাম তখন মনটা একটু দমিয়া গেল, কারণ আমাদের গাড়ীখানা এরূপ সব অলিগলির

---

*** প্যারিসের ও ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের ও তাহাদের অধিবাসীদিগের বিষয় একজন ইংরাজ লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন তাহা নং ১ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা আমার নিছক সত্য বলিয়া মনে হয়।**

ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল যে মনে হইল যে এই যদি প্যারিস হয় তাহা হইলে ইহার এত যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম তাহা সবই কি মিথ্যা, জীবনের আর একটি মোহ কি আজ এইখানে ভাঙ্গিয়া গেল? যে সকল রাস্তার ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী গেল সেগুলি সব আঁকা বাঁকা, ময়লা, তাহাদের পার্শ্বের দোকানগুলি অতি সাধারণ, সামান্য, লোকগুলি মোটা মোটা, মাথায় ছোট, তাহাদের পরিচ্ছদ অতি সাধারণ ও অপরিষ্কার। মনে হইল যে লণ্ডন ত ইহার অপেক্ষা শতগুণ ভাল ছিল! এই কি প্যারিস? তখন জানিতাম না যে জগতের সকল গাড়োয়ানদের ধর্ম্ম অনুসারে প্যারিসের ট্যাক্সি চালকও বড় বড় রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া হাড়কাটা, মাথাঘসা গলি দিয়া গাড়ী চালাইতে বড় ভালবাসে!

পরদিন প্রাতে হোটেল হইতে বাহির হইয়া যখন বেড়াইতে যাইলাম তখন আমার মত বদল হইতে আর বিলম্ব হইল না। তখন বুঝিলাম লোকে প্যারিসের কেন এত প্রশংসা করে, তখন বুঝিলাম যে লোকে কেন বলে যে প্যারিসের সহিত লণ্ডনের বা জগতের অন্য কোন শহরের সহিত তুলনা হয় না, লোকে কেন বলে যে পৃথিবীতে মাত্র একটি প্যারিস আছে এবং সেটি প্যারিস! আরও মনে হইল যে ইহা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে লণ্ডন দেখিবার পূর্ব্বে আমি প্যারিস দেখি নাই, কারণ প্যারিস দেখিবার পর লণ্ডন দেখিতে ও তথায় থাকিতে আদৌ ভাল লাগিত না।

পরে আমি আবার একবার প্যারিস দেখি এবং লণ্ডনে কয়েক বৎসর বাস করি। ধীরে সুস্থে দুই শহর দেখিয়া ও তথায় থাকিয়া আমার মনে হয় যে যদিও লণ্ডনের রাস্তাঘাট প্যারিসের রাস্তাঘাট অপেক্ষা পরিষ্কার, যদিও লণ্ডনের একটি গাম্ভীর্য্য আছে, ইহা সৌন্দর্য্যে প্যারিসের ত্রিসীমানায় আসে না। লণ্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ার, পেলমেল, ম্যাল, পিকেডিলি সার্কাস, পিকেডিলি, হাইড পার্ক কর্ণার, রীজেন্ট ষ্ট্রীট, হোবার্ণ, অলড্‌উইচের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শোভা আছে যাহা অতি অল্প শহরেই দেখা যায়। এই সকল রাস্তায় কি প্রকাণ্ড মজবুত বাড়ী—এত প্রকাণ্ড ও ঘন সন্নিবিষ্ট যে রাস্তা দিয়া চলিতে যেন শ্বাসরোধ হয়! তথাপি লণ্ডন ইংরাজী ইতিহাসের, ইংরাজ চরিত্রের, প্রতিবিম্ব মাত্র; ইহা সরল (direct), নিরস ও চাপা, অত্যধিক ব্যবহারমূলক ও কার্য্যকরী। কখন কদাচিৎ লণ্ডন ইহার কঠোরতা একটু হ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছে সত্য, যেমন ট্র্যাফালগার স্কোয়ার বা পিকেডিলি

সার্কাস বা ম্যালে কিন্তু তাহা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত, দ্বিমনায়, অত্যন্ত দ্বিধার সহিত। লণ্ডন আয়তনে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর, ইহার জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বন্দর ও বাণিজ্যের কেন্দ্র, এক প্রতাপশালী, ধীরপ্রকৃতির, বুদ্ধিমান, হিসাবী জাতির রাজধানী। এই সকলের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই লণ্ডনে আছে, তাহা সবই লণ্ডন যোগাইয়াছে। কিন্তু বাস্, এই অবধি, লণ্ডন আর কিছু করিবার আবশ্যক মনে করে নাই, এখনও মনে করে না। প্যারিস অন্য প্রকার। ইহা এক ভীষণ দুর্দ্দান্ত, অদ্ভুত প্রতিভাশালী জাতির রাজধানী, যে জাতির কৃষ্টি পাশ্চাত্য হিসাবে অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত বিস্তৃত, বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ও যুক্তিসঙ্গত এবং সর্ব্বোপরি সে জাতির সৌন্দর্য্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এডমণ্ড বর্ক তাঁহার সমসাময়িক কবি, নাট্যকার ও প্রবন্ধ লেখক, অলিবর গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন যে তিনি যাহা স্পর্শ করিতেন তাহা শোভামণ্ডিত করিয়া তুলিতেন, এই উক্তি ফরাসী জাতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করা অত্যন্ত সঙ্গত বলিয়া আমার মনে হয়। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে ফরাসীজাতির কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যেন সে সকল কার্য্যকলাপ ইংরাজ, জর্ম্মন প্রভৃতি জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির কার্য্যকলাপের ন্যায় চেষ্টাদ্বারা সাধিত হয় নাই, যেন তাহাদের উৎপত্তি স্বতঃ, স্বভাবতঃ। এ ধারণা অবশ্য ভ্রান্ত হইবে, কারণ এত উন্নতি চেষ্টা ও পরিশ্রম নিরপেক্ষ হওয়া অসম্ভব। তথাপি এই জাতি স্বভাবতঃ এত গুণমণ্ডিত, প্রকৃতির দ্বারা এত অনুগৃহীত যে মনে হয় ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চা, ইহাদের বীরত্ব, ইহাদের সৌন্দর্য্যবোধ ও তাহার সৃষ্টি যেন স্বয়ম্ভূত, প্রকৃতিজাত ও অবশ্যম্ভাবী, যেন তাহার জন্য ইহাদের কোন প্রশংসা পাওয়া উচিত নয়! সবই যেন ইহাদের আয়ত্বাধীন ও অক্লেশসাধ্য!! ইয়োরোপীয় সভ্যতার আসরে জর্ম্মনদের আসনও অতি উচ্চ। কিন্তু তাহাদের সকল কার্য্যকলাপ পরিশ্রম সম্ভূত বলিয়া স্পষ্টই দেখা যায়। বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাসজ্ঞ লর্ড একটন তাঁহার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে কে যেন বলিয়াছে যে একজন জর্ম্মন পণ্ডিতের নিকট তুমি যদি একখানা শাদা কম্বল চাও সে তোমায় এক কাল মেষ আনিয়া দিবে! জিনিসটি খাঁটি, একবারে খাঁটি, তাহাতে কোন ভেজাল নাই, ভেজাল থাকিতে পারে না, তবে অনেক কষ্ট করিয়া তুমি যাহা চাও তোমায় তাহা করিয়া লইতে হইবে। ফরাসী

পণ্ডিতেরা কি এই রকম? আমার মনে হয় তাহাদের নিকট তুমি যদি এক শাদা কম্বল চাও তাহারা তোমায় এক শাদা কম্বলই দিবে যদি শাদা আলোয়ান বা শাল না দেয়! জিনিসটি হাতে বোনা কি কলে বোনা, ইহাতে ভেজাল আছে কিনা তাহা তুমি সহজে জানিতে পারিবে না! তোমার দোকানদারের সুনামের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া মালটি কিনিতে হইবে, তবে তৎক্ষণাৎ ইহা তোমার কাজে আসিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হেগেল জগতের এক সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক। শুনিয়াছি যে তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার দর্শনশাস্ত্র তিনি ভিন্ন আর একজন লোক মাত্র বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেও বুঝিতে পারে নাই! ফরাসীরা যাহা লইয়া কারবার করে, যাহার আলোচনা করে, তাহারা তাহাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করিয়া দেয়।

কিন্তু এই ফরাসী জাতির চরিত্রে অনেক দোষ আছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কোন্ জাতির নাই? এই জাতির ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইহাদের চরিত্রের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা যে অন্যান্য সভ্যজাতি অপেক্ষা কম দাম্ভিক, কম লোভী, কম স্বার্থপর, কম হটকারী, তাহা আমার মনে হয় না বরং ব্যবসায়ী-বুদ্ধিতে দুই-একটি ইয়োরোপীয় জাতি অপেক্ষা ইহারা কম সৎ। আমার অভিজ্ঞতায় প্যারিসের রাস্তায় ও দোকানে যেরূপ বিদেশী লোকদিগকে প্রতারণা করে লণ্ডনে সেরূপ করে না। অবশ্য যাহারা ঠকায় তাহারা সকলেই যে ফরাসী তাহা নয়, কারণ প্যারিস বিদেশী ইয়োরোপীয়গণে পূর্ণ এবং এই বিদেশী গরীবদের মধ্যে সততার বড় পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বোধ হয় কোন এক ইয়োরোপীয় জাতি অপর এক ইয়োরোপীয় জাতির অপেক্ষা বেশী সৎ, বেশী ভাল, কম লোভী একথা বলা যায় না। মোটের উপর আমাদের চলিত কথায় যাহাকে বলে "ঠক বাছতে গাঁ উজোড়" তাহাই আর কি। এক বিষয়ে ফরাসীদিগকে বাহবা দিতেই হইবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সকল দেশের মধ্যে ফ্রান্সে বর্ণ-বৈষম্য কম। আমি যখন আভিগ্নতে ছিলাম তখন প্রায় দেখিতাম ফরাসী ও আফ্রিকার কাল সেনিগল সিপাহীরা হাত ধরাধরি করিয়া সেখানকার ব্যারাক্স হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া বন্ধুভাবে কথা কহিতে কহিতে চলিতেছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক ঘটনার বিষয় মনে পড়ে। একজন আমেরিকান প্যারিসের শাঁজএলিজেতে বেড়াইতে গিয়া তথায় এক বেঞ্চের উপর বসিতে যায়। সেই বেঞ্চিতে এক কাফ্রি বসিয়াছিল। আমেরিকান তাহাকে

কাল বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া যাইতে হুকুম দেয়। সে না উঠায় দুই জনের মধ্যে কলহ হয়। কাফ্রিটি পরে এই বিষয়ে ফরাসী সরকারকে জানায়। তাঁহারা অনুসন্ধানের পর আমেরিকান সরকারকে এই মর্ম্মে এক চিঠি লেখেন যে আমেরিকার প্রজারা যদি ফ্রান্সে আসিয়া পুনর্ব্বার ফরাসীদের কৃষ্ণকায় প্রজাদিগের উপর এইরূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে ফরাসী সরকারকে বাধ্য হইয়া ফ্রান্সে আমেরিকানদের আসা বন্ধ করিতে হইবে! জগতের আর কোন গবর্ণমেণ্ট আমেরিকান সরকারকে এইরূপ লিখিতে পারিত কি? রাস্তা ঘাটে, রেলে, রেষ্টোরাঁয়, হোটেলে ফ্রান্সে যেখানে গিয়াছি কোথাও বর্ণ-বিদ্বেষের লেশমাত্র দেখি নাই। আর ইহারা কাল লোক বেশী দেখে নাই বলিয়া যে তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করে তাহা নহে, কারণ ফ্রান্সে তাহার আফ্রিকা উপনিবেশ হইতে অনেক কাল লোক আসে ও বসবাস করে। শুনিয়াছি যে আলজীরিয়াতে প্রতিদিন বৈকালে ফরাসী অফিসারেরা আরব কাফেতে যাইয়া আরবদিগের সহিত এক টেবিলে বসিয়া কাফিপান, ধূমপান ও বাক্যালাপ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে দুই পক্ষের কোন পক্ষ কিছু ইতস্ততঃ করে না। তবে ইহারা এক দৃঢ়তাহীন, বিলাসপ্রিয, আত্মবিরোধী জাতি; ইহারা বড় অসহিষ্ণু, অধীর, চঞ্চল; ইহারা কি চায়, কি না চায় তাহা ঠিক করিতে পারে না, কেবল ভাঙ্গিতেছে কেবল গড়িতেছে। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কালে ফরাসীরা এমন এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছে যে তাহা বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতার চর্চ্চা ও বিস্তারের জন্য অদ্বিতীয়, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। প্রাচীন রোমন সাম্রাজ্যের পতনের পর এমন আর একটি জাতির অভ্যুত্থান জগতে হয় নাই। গিজো সত্যই বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সই আধুনিক সভ্যতার বাল্যাবস্থায় তাহাকে গৃহে স্থান দিয়া লালনপালন করিয়াছে। অনেক শতাব্দী ব্যাপিয়া ইয়োরোপের ইতিহাস ফ্রান্সের ইতিহাস, ফ্রান্সের ইতিহাস ইয়োরোপের ইতিহাস, হইয়া আসিতেছে। এমন এক জাতির রাজধানী যে জগতের রাজধানী হইবে তাহার বৈচিত্র্য কি?

প্যারিসের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই তাহার প্রমাণ দেখিবে। একটি জাতির বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অর্থে, পরিশ্রমে, বীরত্বে, সৌন্দর্য্যবোধে যাহা সম্ভব ইহারা তাহা সবই করিয়াছে। যদি রাস্তা দেখিতে চাও তাহা হইলে শাঁজ এলিজের মত, বুলবার দে কাপুচীন, বুলবার দেজ ইতালিয়াঁ, বুলবার

ওসমান, রু দ্য রিবোলি প্রভৃতির মত এতগুলি প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা একটি শহরে জগতের আর কোথায় পাইবে? যদি স্কোয়ার দেখিতে চাও প্লাস দ্য লা কংকর্দের মত আর একটি স্কোয়ার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। যদি গির্জ্জা দেখিতে চাও তাহা হইলে নোতরদাম, মাদালেইন প্রভৃতির মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেবালয় অন্যত্র দেখিতে পাইবে সত্য কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্তই বিরল। যদি সমাধি দেখিতে চাও তাহা হইলে এঁবালীদে নেপোলিয়নের গোরের মত গোর ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে দেখিতে পাইবে কিনা সন্দেহ। যদি মিউজিয়াম, পুস্তকাগার দেখিতে চাও তাহা হইলে লূব্র ও বিব্লিওতেক নাঁসিয়নালের সমকক্ষ কোন্ শহরে পাইবে? যদি উদ্যান ও স্কোয়ার দেখিতে চাও তাহা হইলে বের্সাই ও তুইয়ারী বাগান, সেখানকার ও প্লাস দ্য লা কংকর্দের ফোয়ারার মত প্যারিস ভিন্ন আর কোথায় পাইবে? প্যারিসে ও বের্সাই উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইলে মনে হয় যেন ইহারা ফোয়ারা ও মূর্ত্তি মুটো মুটো করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে, সেগুলি যেন বিনা ব্যয়ে বিনা শ্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে, কারণ তাহা না হইলে এত ফোয়ারার ও মূর্ত্তির সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইত? আর প্রত্যেক ফোয়ারাটি কি সুন্দর, কি প্রকাণ্ড, তাহাতে কি শিল্প-নৈপুণ্য না দেখান হইয়াছে! সমস্ত কলিকাতা ও বোম্বাই অন্বেষণ করিলে প্যারিসের একটি সাধারণ ফোয়ারার মত একটি ফোয়ারাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, এমন কি লণ্ডনেও অতি বিরল। আর এই শহরে যেরূপ অসংখ্য ফোয়ারা আছে পৃথিবীর অন্য কোন শহরে সেইরূপ দুই-একটি থাকিলে সে শহরের লোকেরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবে। লূব্র মিউজিয়ামের ছবিগুলির গুণাগুণের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেইগুলি যদি পাশাপাশি রাখা যায় তাহা হইলে কত ক্রোশ যে ছবি হয় তাহা আমি শুনিয়াছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি। একা বিব্লিওতেক নাঁসিয়নালে ৩৬ লক্ষের অধিক ছাপা পুস্তক আছে। যদি নদীর উপর সেতু দেখিতে চাও পঁ তৃতীয় আলেকসাঁদরের মত সুন্দর পুল কোন্ শহরে আছে? একা প্যারিসের ছোট সেইন নদীর উপর ২৮টি পুল আছে। আর নেপোলিয়নের আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের কথা কি বলিব? এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিজয়-তোরণ একা প্যারিসেই থাকা সম্ভব। আর এই তোরণের নিম্নে অজ্ঞাত ফরাসী যোদ্ধার সমাধির শিরে শাশ্বত জ্বলন্ত শিখার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন বারটি তরুবীথিকা,—ঋজু, প্রশস্ত,

দিগন্ত-বিস্তৃত বৃক্ষাচ্ছাদিত রাজপথ—একত্রে দেখি তখন মনে হয় যে প্যারিস প্যারিসই, তখন প্যারিসের সহিত অন্য কোন শহরের তুলনা করা ধৃষ্টতা মাত্র মনে হয়, তাহা করিতে মন নিবৃত্ত হয়!

প্যারিসের অনেক অংশ অত্যন্ত নূতন, অতিশয় আধুনিক হইলেও জগতের প্রাচীনতম শহরের মধ্যে গণ্য হইবার ইহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এ স্থলে মনুষ্যের বসতি কবে আরম্ভ হয় বলা দুষ্কর তবে ইহা সত্য যে গলের রোমন বিজয়ের পূর্ব্বে পারিসি বলিয়া গ্যালিক জাতির এক শাখার সেট্‌লমেণ্ট অব লুতেসিয়া (Settlement of Lutetia) নামে একটি খ্যাতনামা বস্তি ছিল। ইহা সেইন নদীর দুই শাখার মধ্যে "ঈল দ্য লা সিতে"-তে অবস্থিত ছিল। জুলিয়াস সীজর গল জয় করিয়া খৃঃ পূঃ ৫৩ সালে এই স্থলে গলের অনেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণের এক অধিবেশন আহ্বান করেন। অন্ততঃ গত দেড় সহস্র বৎসর ধরিয়া ফরাসী রাজনৈতিক ও কৃষ্টির উন্নতির কেন্দ্র বলিয়া প্যারিস খ্যাত। রাজধানী হিসাবে আমাদের দিল্লীর ইতিহাস প্যারিসের ইতিহাস অপেক্ষা অনেক আধুনিক, অবশ্য যদি ইন্দ্রপ্রস্থের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। এক বোলোনা ব্যতীত (সে বিষয়ে ও সন্দেহ আছে) প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ইয়োরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। বিস্তারে ও জনসংখ্যায় প্যারিস লণ্ডনের সমকক্ষ না হইলেও পর্য্যায়ক্রমে ইহা ইয়োরোপের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯২৬ সালের গণনায় ইহার জনসংখ্যা ২৮ লক্ষের অধিক ছিল এবং ইহার শহরতলীগুলি ধরিলে প্যারিসের জনসংখ্যা সে বৎসরে প্রায় ৩৯ লক্ষ ছিল।

**প্যারিসের রাস্তা** :—প্যারিসের রাস্তার কথা সর্ব্বাগ্রে বলি; কারণ সেইগুলিই দর্শকের চক্ষে সর্ব্বাগ্রে পড়ে এবং সমগ্র ইয়োরোপ, বোধ হয় সমগ্র জগৎ, ইহার বর্ত্তমান শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য প্যারিসের রাস্তার নকল করিয়াছে। এমন কি আমাদের নূতন দিল্লীর রাস্তাগুলি প্যারিসের রাস্তার নকলে তৈয়ারী হইয়াছে! এই রাস্তাগুলির বিশেষত্ব এই যে তাহারা অত্যন্ত প্রশস্ত, অত্যন্ত ঋজু এবং অনেক স্থলে এই সকল দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তাগুলির শেষে, অতিদূরে, একটি সুন্দর অট্টালিকা বা ফোয়ারা, বা প্রতিমূর্ত্তি শোভিত নগর চত্বর দেখা যায়। অনেক রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রশস্ত ফুটপাথের উপর দুই সারি গাছ আছে এবং যেগুলিকে বুলবার বলে সেগুলির মধ্যেও ফুটপাথ এবং বৃক্ষশ্রেণী আছে। অনেক রাস্তা এত প্রশস্ত ও তাহাতে এত গাছ আছে

যে ভীড়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া একটু উপর দিকে চাহিলে শহরের রাস্তা দিয়া চলিতেছি বলিয়া মনে হয় না। আর রাস্তার ধারে দোকান ও কাফে-গুলির বাহার চমৎকার এবং সন্ধ্যার পর রাস্তা দোকান ও কাফেগুলি যখন ইলেকট্রিক আলোতে ঝকমক করে তখন সেগুলি যে কি সুন্দর দেখায় তাহা বলা যায় না। রাস্তার ফুটপাথের উপর কাফেতে বসিয়া কফি বা মদ্যপান করা কন্টিনেন্টের রেওয়াজ, ইংল্যাণ্ডের নয়। সন্ধ্যাবেলা সেই কাফেগুলির অনেকগুলিতে নৃত্যগীতও হয়। এক পেয়ালা কফি বা এক গ্লাস মদ লইয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ সে বসিয়া থাকিতে পারে, মনে হয় কেহ যদি এক পেয়ালা কফি বা এক গ্লাস মদ সম্মুখে রাখিয়া টাইম্‌স খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা আদ্যান্ত পাঠ করে বা কোন দুরূহ শব্দ-গঠনের বা জীবনের কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাফেতে বসিয়া থাকে তাহা হইলেও কেহ আপত্তি করিবে না বা তাহার আসন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিবে না! প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা দুই-এক ঘণ্টার জন্য কাফেতে বসিয়া অনেক সময়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগকে লইয়া এক পেয়ালা কফি বা এক গ্লাস মদ্য পান করা অনেক প্যারিসবাসীর অভ্যাস ও রীতি। ইয়োরোপের ইতিহাসের এত বিখ্যাত, অদ্ভুত, লোমহর্ষ ঘটনা প্যারিসে সংঘটিত হইয়াছে যে বোধ হয় প্যারিসের রাস্তা ও স্কোয়ারগুলির ইতিহাস সঙ্কলন করিলে ইয়োরোপের ইতিহাস একরকম মোটামুটি ও ফ্রান্সের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানা যায়! এই ইতিহাসের ভিত্তি জনপ্রবাদের উপর নয়, ইহা কাগজে কলমে সমসাময়িক লিপিমালায় লিখা আছে। সে-গুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে প্যারিসের প্রত্যেক পাড়া, প্রত্যেক রাস্তা, প্রত্যেক স্কোয়ার, প্রত্যেক প্রাসাদ ইতিহাসে সিক্ত, অনেক স্থলে রুধিরে আর্দ্র। ইহার একটি মাত্র উদাহরণ দিই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা যে হোটেলে ছিলাম তাহার একটি দ্বার রু দ্য রিবোলির উপর আর একটি দ্বার রু সেন্তনরের উপর। রু দ্য রিবোলি— ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁহার ইতালীয় যুদ্ধে রিবোলি যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়-দের পরাজিত করেন এবং তাহার পর এই রাস্তার নাম রু দ্য রিবোলি হয়। এই রাস্তাটির দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তুইয়ারী প্রাসাদ ছিল। তুইয়ারী ফ্রান্সের রাজাদের এক বিখ্যাত প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে রাজা ষষ্ঠদশ লুইকে বের্সাই প্রাসাদ হইতে বিপ্লবীরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া

আনে। এই প্রাসাদ হইতে তিনি ও রাজ্ঞী মারী আন্তয়নেত্ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের বিপক্ষ রাজাদিগের শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন এবং পথে বারেনের পোষ্টমাষ্টার দ্বারা ধৃত হইবার পর তাঁহাকে এই প্রাসাদে আনা হয়। এক বৎসর পরে ত্রিশ হাজার বিপ্লবী প্যারিসবাসী এই প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজার বিশ্বস্ত সুইস দেহরক্ষীগণকে হত্যা করিয়া রু দ্য রিবোলির অপর পার্শ্বস্থিত মানেজে রাজাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। এসকল কত ঘটনাই না রু দ্য রিবোলিতে ঘটিয়াছে। পরে রু দ্য রিবোলির উপর এই তুইয়ারী প্রাসাদে, নেপোলিয়ন, রাজা অষ্টদশ লুই, দশম শার্ল, লুই ফিলিপ ও তৃতীয় নেপোলিয়ন বাস করেন। তখনও কত কি না ঐতিহাসিক ঘটনা এই রাস্তায় সংঘটিত হইয়াছিল। ১৮৩০ সালে এক ক্ষিপ্ত জনতা আবার এই প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং রাজা দশম শার্ল তখন এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ঠিক এই প্রকার ঘটনা রাজা লুই ফিলিপের ভাগ্যে এই প্রাসাদে ঘটে। ১৮৭০ সালে সম্রাজ্ঞী ইউজেনীকে এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হয় এবং পর বৎসর সাম্যবাদীরা এমনভাবে এই প্রাসাদটিকে ধ্বংস করে যে এখন উদ্যান-সংলগ্ন দুইটি সজ্জিত গৃহ ভিন্ন সেই বিরাট প্রাচীন প্রাসাদের অপর কোন চিহ্নমাত্র নাই! এই প্রকার কত ঘটনাই না রু দ্য রিবোলি দেখিয়াছে। আবার শুনিয়াছি, কতদূর সত্য তাহা জানি না, যে ১৮৭০-৭১ সালের ফরাসী-জর্ম্মন সংগ্রামে ফরাসী সৈন্যগণ তাহাদের পুরাতন স্বভাবসিদ্ধ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করা সত্ত্বেও তাহাদের নেতাদের অযোগ্যতার জন্য শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া প্যারিসে প্রত্যাগত হইয়া অবনত মস্তকে তাহারা যখন এই রাস্তা দিয়া চলিয়া যায় তখন ফরাসী মেয়েরা এই রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাদের গায়ে থুতু নিক্ষেপ করে!

আমাদের হোটেলের অপর রাস্তাটির রু সেন্তনরের ইতিহাসও পুরাতন এবং বিচিত্র। এই রাস্তায় দুইটি প্রসিদ্ধ গির্জ্জা আছে এবং তাহাদের একটির সম্মুখে পূর্ব্বে একটি নগর চত্বর ছিল। এই চত্বর হইতেই নেপোলিয়ন অনর্গল কামানের গোলা বর্ষণের দ্বারা ('by a whiff of grape-shot') রাজপক্ষ অবলম্বনকারীদের আন্দোলন সমূলে উৎপাটন করেন। এই কার্য্যই নেপোলিয়নের দ্রুত উন্নতির প্রথম সোপান। এই রাস্তা দিয়া ফরাসী বিপ্লবের বন্দীদিগের মস্তকচ্ছেদের জন্য প্রায় সকলকে প্লাস দ্য লা কংকর্দে লইয়া যাওয়া হইত। রাণী মারী আন্তয়নেতকেও এই রাস্তা দিয়া খোলা গাড়ীতে প্লাস দ্য লা

কংকর্দে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং এই রাস্তার উপর সেন্তরোষ নামে যে গির্জ্জা আছে তাহার সোপানের ধাপের উপর হইতে রাণীর রক্তপিপাসু বিপ্লবী প্যারিসবাসীগণ তাঁহার উপর অজস্র উপহাস, লাঞ্ছনা ও গালিবর্ষণ করে। যে রাণী ষোল সতের বৎসর পূর্ব্বে প্যারিসবাসীদিগের নয়নের তারা ছিল সেই রাণীর প্রতি সেই প্যারিসবাসীদিগের বিপ্লবকালীন অমানুষিক নির্য্যাতন স্মরণ করিয়া এডমণ্ড বর্ক যে কয়েকটি ছত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি অদ্যাবধি ইংরাজী সাহিত্যে জ্বলজ্বল করিতেছে! জানি না জগতের অন্য কোন সাহিত্যে এইরূপ আবেগপূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষার সমকক্ষ আছে কি না। থাকিতে পারে বলিয়া ত মনে হয় না!*

* বর্কের এই ছত্রগুলি এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাহাদের বঙ্গানুবাদ করা আমার সাধ্যের অতীত!

[It is now sixteen or seventeen years since I saw the Queen of France, then the Dauphiness, at Versailles; and surely never lighted on this orb, which she hardly seemed to touch, a more delightful vision. I saw her just above the horizon, decorating and cheering the elevated sphere she just began to move in—glittering like the morning star, full of life and splendour and joy. Oh, what a revolution! and what a heart may I have, to contemplate without emotion that elevation and that fall! Little did I dream when she added titles of veneration to those of enthusiastic, distant, respectful love, that she should ever be obliged to carry the sharp antidote against disgrace concealed in that bosom; little did I dream that I should have lived to see such disaster fallen upon her in a nation of gallant men, in a nation of men of honour, and of cavaliers. I thought ten thousand swords must have leaped from their scabbards to avenge even a look that threatened her with insult. But the age of chivalry is gone, that of sophisters, economists, and calculators has succeeded; and the glory of Europe is extinguished for ever. Never, never more shall we behold that generous loyalty to rank and sex, that proud submission, that dignified obedience, that subordination of the heart, which kept alive, even in servitude itself, the spirit of an exalted freedom. The unbought grace of life, the cheap defence of nations, the nurse of manly sentiments and heroic enterprise is gone. It is gone, that sensibility of principle, that chastity of honour, which felt a stain like a wound, which inspired courage whilst it mitigated ferocity, which ennobled whatever it touched and under which vice itself lost half its evil by losing all its grossness. Edmund Burke's Reflections on the French Revolution.]

**প্যারিসের "প্লাস"** :—প্যারিসের রাস্তার যেমন বাহার ইহার "প্লাস" গুলির বাহার ততোধিক ; সাধারণতঃ এই প্লাসগুলি খুব বৃহৎ এবং তাহাদের চারিদিকের রাস্তাগুলিও অত্যন্ত প্রশস্ত। এই প্লাসগুলি বাগান নয়, এগুলি রাস্তার মাঝে মাঝে খোলা বিস্তৃত জায়গা এবং চারিদিক হইতে বড় বড় রাস্তা আসিয়া তথায় মিলিত হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে সার্কাস বা স্কোয়ার বলা যাইতে পারে। প্লাস দ্য লা কংকর্দের চারিদিকে যে রাস্তাগুলি আছে সেগুলির প্রত্যেকটিতে আট দশখানি গাড়ী বোধ হয় পাশাপাশি একত্রে যাইতে পারে! এই প্লাসগুলি সুন্দর ফোয়ারা, মূর্ত্তি অথবা স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা শোভিত। এইরূপ প্লাস দ্য লে'তোয়ালে বারটি রাস্তার যোগ হইয়াছে এবং তাহাদের সন্ধিস্থলে নেপোলিয়নের আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ উঠিয়াছে। এই প্লাসগুলির মধ্যে প্লাস দ্য লা কংকর্দই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুন্দর ও প্রসিদ্ধ।

**প্লাস দ্য লা কংকর্দ** :–এই প্লাসটি প্যারিসের আভিজাতিক পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে। রাজা পঞ্চদশ লুই ইহাকে তাঁহার নিজমনমত সজ্জিত করেন, এবং তখন প্লাসটি তাঁহার নামেই অভিহিত হয় এবং এ লা শাপেলের সন্ধির পর তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিও এই প্লাসের মধ্যস্থলে স্থাপিত হয়। মারী আন্তয়নেতের সহিত তাঁহার পুত্র যুবরাজের (পরে ষষ্ঠদশ লুইয়ের) বিবাহ উপলক্ষে ১৭৭০ সালে এই স্থলে এক বিরাট আতসবাজির উৎসব হয়। তখন কতিপয় আসন ভগ্ন হওয়াতে এরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে তাহাতে ১২০০ লোক পিশিয়া অথবা নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যায় এবং ২০০০ লোক গুরুতরভাবে আহত হয়! ১৭৯২ সালে পঞ্চদশ লুইয়ের প্রতিমূর্ত্তি এই স্থল হইতে অপসৃত করা হয় এবং এই প্লাসের নাম নূতন করিয়া প্লাস দ্য লা রেবোলুসিয়ঁ দেওয়া হয়। তখন ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৭৯৩ সালে জানুয়ারী মাসে এই স্থলে গিলটীন স্থাপিত হয়। ইহার এতই ব্যবহার হয় যে ১৭৯৫ সালের মে মাসের মধ্যে এই প্লাসে গিলটীনে দুই হাজারের উপর নরবলি সম্পন্ন হয়! এই প্লাসে রাজা ষষ্ঠদশ লুই ও তাহার মহিষী মারী আন্তয়নেৎ গিলটীনের তলে নিজ মস্তক রাখিয়া স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার ও পূর্ব্বপুরুষদিগের বহুবর্ষব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতার ও উৎপীড়নের প্রায়শ্চিত্ত করেন। যে প্লাসের ইতিহাস এত ভীষণ, যেখানে এত অমানুষিক, বিভৎস কাণ্ড ঘটিয়াছে, সেই প্লাসটি আজ দেখিতে কি সুন্দর! নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ ভিন্ন এখানে

অন্য যে কিছু কখন হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা ধারণা করা দুরূহ! এই প্লাসের মধ্যে দাঁড়াইলে চতুঃপার্শ্বের কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চোখে পড়ে। এই স্কোয়ারটির মধ্যস্থলে মিশরের অতি প্রাচীন, অতি প্রসিদ্ধ ও অতি সুন্দর লক্সরের দেবালয়ের বহিরঙ্গন হইতে আনীত একটি স্তম্ভ (Obelisk) আছে। এই অবেলিস্কটি ৭৬ ফীট উচ্চ এবং ওজনে ২৪০ টন। যে গ্র্যানেট প্রস্তরের বেদীর উপর এই অবেলিস্কটি স্থাপিত তাহার ওজনই ৯৬ টন। এই অবেলিস্কে মিশরের প্রাচীন রাজা দ্বিতীয় রামেশীসের কীর্ত্তিকলাপ হাইরোগ্লিফিক অক্ষরে বর্ণিত আছে এবং মিশর হইতে এই অবেলিস্কটি ১৮৩১ সালে প্যারিসে কি প্রকারে আসিল তাহাই বেদীতে লিখিত আছে। এই অবেলিস্কটি মিশরের রাজা মহম্মদ আলী ফ্রান্সের রাজাকে উপহার দিয়াছিলেন। এই অবেলিস্কটির কিয়দ্দূরে চারিপার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতিপয় অতি সুন্দর ফোয়ারা আছে। এই ফোয়ারাগুলির নিম্নতম জল-পাত্রের ব্যাস ৪৩ ফীট এবং ফোয়ারাগুলি যে কি প্রকাণ্ড তাহা ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। এই ফোয়ারাগুলি যেমন প্রকাণ্ড তাহাদের শিল্পকার্য্যও সেইরূপ সুন্দর। ইহাতে যে সকল নারী ও জলজন্তুর মূর্ত্তি আছে সেগুলি দেখিলেই সহসা জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল বৃহৎ ফোয়ারার অন্তর্গত নগ্ন নারী মূর্ত্তি ধৃত প্রকাণ্ড বর্ত্তলৌহের পিঙ্গলবর্ণ মৎস্যগুলির মুখনিস্থত জল-রাশি যখন সেই নারীমূর্ত্তিগুলি বিধৌত করিতে থাকে তখন সেই জলকেলি রামধনু সৃষ্টি করিয়া সুন্দর পিঙ্গল বর্ত্তলৌহের নারীমূর্ত্তি ও মৎসদিগের সহিত যে কি সুন্দর শোভা ধারণ করে তাহা বর্ণনাতীত!

এই ফোয়ারাগুলির কিয়দ্দূরে প্লাসের কিনারায় আটটি প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। সেগুলি ফ্রান্সের আটটি প্রধান শহরের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজ করি-তেছে, লিল ও স্ত্রাস্‌বুর, বোর্দো ও নান্ত, রুয়ঁা ও ব্রেস্ত এবং মার্সেই ও লীয়ঁ। ১৮৭০-৭১ সালের ফরাসী-জর্ম্মণ যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স যখন আলসেস-লোরেন হারায় তখন স্ত্রাসবুর শহর জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। সেই দিন হইতে ১৯১৮ সাল অবধি যতদিন না ফরাসীরা আবার গত মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়া স্ত্রাস্‌বুর ফিরিয়া পায় ততদিন স্ত্রাস্‌বুরের প্রতিমূর্ত্তি কাল ক্রেপে আচ্ছাদিত ছিল ও তাহার গলদেশ হইতে কাল মালা ঝুলিত! প্রতি-বৎসর স্ত্রাস্‌বুর হারাইবার দিনে একটি শোকব্যঞ্জক শোভাযাত্রা এই মূর্ত্তির পদতলে নিঃশব্দে আসিয়া তাহার কাল ক্রেপের আচ্ছাদন ও গলার কাল

মালা পরিবর্ত্তন করিয়া দিত। এইরূপ ৪৮ বৎসর চলিয়া আসিতেছিল ১৯১৮ সালে যখন ফরাসীরা আবার স্ত্রাসবুর ফিরিয়া পাইল তখন হইতে এই মূর্ত্তির অঙ্গে আর কাল আচ্ছাদন নাই, তাহার গলায় আর কাল মালা নাই!

এই প্লাস হইতে যে দৃশ্য দেখা যায় তাহা মানুষের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত, মানুষের হাতে গঠিত। সে দৃশ্য কৃত্রিম, প্রকৃতির শোভা নয়, প্রকৃতির শোভার সহিত তাহার তুলনা করা অসঙ্গত, অন্যায়। মানুষ যে তাহার সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা চালিত হইয়া এই অপরূপ, উদ্দীপ্ত, অপার্থিব চিত্র ইট পাথর দিয়া এক জনাকীর্ণ নগরে আঁকিতে পারে তাহা তাহার প্রশংসার কথা। তবে একার্য্য একা ফরাসীরাই করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই প্লাসের চতুর্দিকে প্রশস্ত, ঋজু, সুদূর বিস্তৃত কতকগুলি রাস্তা আছে। এই রাস্তাগুলির শেষে কোন এক অসামান্য ও ঐতিহাসিক হর্ম্ম্য আছে। পশ্চিমদিকে চাহিলে সাঁজ্‌ এলিজের সুপ্রশস্ত উদ্যান শোভিত রাস্তা—তাহাব প্রবেশমুখে প্রসিদ্ধ হর্স ট্রেনার দুইটির মূর্ত্তি ও তাহার শেষে নেপোলিয়নের আর্ক-দ্য-ত্রিয়ঁফ। পূর্ব্বদিকে চাহিলে তুইয়ারী উদ্যান ও তাহার সুন্দর লৌহ প্রবেশ-দ্বারের স্তম্ভের উপর জগদ্বিখ্যাত মার্লি অশ্বদয়, তাহার শেষে নেপোলিয়নের আর্ক-দ্য-কারুস্তেল তোরণ ও লুব্র প্রাসাদ। উত্তরদিকে চাহিলে রু-রোইয়াল ও তাহার শেষে উচ্চ করিন্থিয়ান স্তম্ভ শোভিত, শিরে "লাষ্ট জাজমেণ্ট" (অন্তিম বিচার) ক্ষোদিত, মাদালেইন গির্জ্জা। দক্ষিণদিকে চাহিলে সেইন নদীর উপর কংকর্দ সেতু, শেষে পালে বুর্ব—ফরাসী পার্লামেণ্টের শাঁবর দে দেপুতে। সত্যই এজগতে এই প্লাসের আর দ্বিতীয় নাই।

প্লাস দ্য লা কংকর্দ ব্যতীত প্যারিসে আরও অনেক প্লাস আছে। সেগুলি প্লাস দ্য লা কংকর্দের মত না হইলেও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও সুন্দর। প্লাস দ্য লে'তোয়াল ইহাদের অন্যতম। এই স্থল বারটি এবিনিউ-এর সঙ্গম এবং এই সন্ধিস্থলে নেপোলিয়নের আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ! এই এবিনিউগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত, অনেকগুলিতে দশ বারখানা গাড়ী পাশাপাশি একত্রে যাইতে পারে, এবং সন্ধিস্থলে দাঁড়াইলে এবিনিউগুলি এত লম্বা ও সোজা দেখায় যে তাহাদের অন্ত দেখা যায় না, দূরে গাছের অন্তরালে তাহারা লুকাইয়া যায়। এই সন্ধিস্থলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার জগতের বৃহত্তম বিজয়-তোরণ—নেপোলিয়নের আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ! নেপোলিয়ন যেরূপ নক্সা করিয়াছিলেন

এই তোরণটি ঠিক সেই মত নির্ম্মিত হয় নাই সত্য, তথাপি জগতে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তোরণ যদি থাকে তাহা হইলে সে আধুনিক সময়ের নয়, পুরাকালের। এই তোরণের নক্সায় ১৮০৫ ও ১৮০৬ সালের সামরিক কার্য্যকলাপ চিত্রিত করাই নেপোলিয়নের ও শালগ্রঁার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩৫ সালে রাজা লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং ইহাতে নেপোলিয়নের অনেক সামরিক কার্য্য-কলাপের সুন্দর উদ্গত চিত্র আছে। এই তোরণটি ১৬০ ফীট উচ্চ, ১৪৭ ফীট দীর্ঘ এবং ৭২ ফীট প্রশস্ত। এই তোরণের তলে বাঁধাই পাথরের উপর দুইটি লিখমালা আছে। একটি *4 September 1870/proclamation/de la/république/ এবং অপরটি †11 November 1918/retour de/l' Alsace Lorraine/ à la France. বোধ হয় ফরাসীদের মতে এই তোরণ নির্ম্মাণের পর এই ঘটনাদ্বয় ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রধান দুই ঘটনা। এই তোরণটির নীচে শাঁজ এলিজের দিকে মুখ করিয়া ফ্রান্সের এক অজ্ঞাত যোদ্ধার সমাধি আছে ও তাহার শিরদেশে ১৯২৩ সাল হইতে ভূগর্ভ হইতে এক অগ্নিশিখা দিবারাত্র জ্বলিতেছে। এই অগ্নিশিখা দিবারাত্র শাশ্বত কাল জ্বালাইয়া রাখিবার ভার ফরাসী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত। তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অগ্নিটিকে সাজাইয়া যায়। এই জনাকীর্ণ নগরে জনাকীর্ণ বারটি রাস্তার সন্ধিস্থল দিয়া দিবারাত্র অনবরত অসংখ্য গাড়ী ও লোক যাতায়াত করিতেছে। যাইবার সময়ে এই অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধির নিকটে পৌছাইলেই সকলেই তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য মস্তক অনাবৃত করে। বারটি সুন্দর, সুদূর বিস্তৃত, প্রশস্ত, ঋজু রাস্তার সন্ধিস্থলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধার কীর্ত্তি-চিহ্ন, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয় তোরণ, তাহার তলে শিরে শাশ্বত অগ্নিশিখাসমন্বিত ফ্রান্সের বিজয়ী সেনার প্রতিনিধিস্বরূপ এক অজ্ঞাত যোদ্ধার অনন্ত শয্যা, আর সহস্র সহস্র লোক প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বারদিক হইতে আসিয়া মস্তক অনাবৃত করিয়া তাহাকে ও তাহার উদ্দেশ্যে জাতীয় বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশ প্রেমের সম্মান দেখাই-তেছে। এই দৃশ্য যাহারা একবার মাত্র দেখিয়াছে তাহারা জীবনে কখন ভুলিতে পারে না।

* ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭০, গণতন্ত্রের ঘোষণা।

† ১১ই নবেম্বর ১৯১৮, আলসেস লোরেনের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন।

এই প্লাস দ্য লে'তোয়ালে যে বারটি এবিনিউ যোগ হইয়াছে তাহাদের একটির নাম এবেন্যু দ্য লা গ্রাঁদ আর্মে! ইহা নেপোলিয়নের "গ্র্যাণ্ড আর্মি"র নামে অভিহিত। সেডন যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া ১৮৭১ সালে প্রুশিয়নরা যখন প্যারিস অধিকার করে তখন তাহাদের সৈন্য এই এবেন্যু দ্য লা গ্রাঁদ আর্মে দিয়া আসিয়া নেপোলিয়নের আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের ভিতর দিয়া সদর্পে সতেজে স্ফীতবক্ষে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়। দাম্ভিক বিজেতার এই কার্য্য ফরাসী হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের পর ফরাসী সৈন্য যখন জর্ম্মণদের সেডন অপেক্ষা অনেক ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া প্যারিসে প্রত্যাগমন করে তখন তাহারা প্রুশিয়ানদের ১৮৭১ সালের অবমাননা স্মরণ করিয়া আবার এবেন্যু-দ্য লা-গ্রাঁদ-আর্মে দিয়া আসিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নেপোলিয়নের আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফের ভিতর দিয়া সামরিক পদবিক্ষেপে চলিয়া যায়। এই দিন দেখিবার জন্য যাহারা জীবিত ছিল তাহারা আপনাদিগকে যথার্থ ই ধন্য মনে করিয়াছিল। ফরাসীরা এইভাবেই সেডনের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে!

**প্লাস দ্য লোপেরা** :—প্যারিসের অপেরার সম্মুখে প্লাস দ্য লোপেরা বলিয়া একটি প্লাস আছে। এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে ঐ প্লাসের এক কাফেতে কোন লোক যদি বহুকাল বসিয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে তাহার একদিন না একদিন নিশ্চয় জগতের সকল প্রসিদ্ধ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবেই হইবে! ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে হাবড়া ষ্টেশনেও বহুকাল বসিয়া থাকিলে জগতের সকল প্রসিদ্ধ লোক না হইলেও অনেক গণ্যমান্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়!! তবে এই কথাটি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে এই প্লাসটি প্যারিসের অর্থাৎ জগতের এক সন্ধি-স্থলে; যাঁহারা ইয়োরোপ ভ্রমণে বাহির হন তাঁহারা সকলেই অন্ততঃ একবার প্যারিসে যান এবং প্যারিসে যাইলে অপেরা দেখিবার জন্য প্লাস দ্য লোপেরাতে যান। প্যারিসের অপেরা যে জগতের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু তাহার কোন সন্দেহ নাই।

**অপেরা** :—এই অপেরা বাড়ীটি ১৮৬২-৭৪ সালে শার্ল গার্নিয়ের নক্সার অনুরূপে নির্ম্মিত হয় এবং ইহা নির্ম্মাণ করিতে কোন অর্থব্যয়ই ফরাসীরা

অত্যধিক মনে করে নাই, কারণ ইহার জমিটি ক্রয় করিতে এক কোটি পাঁচ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ও ইমারতটি নির্ম্মাণ করিতে তিন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ হয়! জগতে যেখানে যত রকম উৎকৃষ্ট গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর পাওয়া যায় তাহা আনিয়া এই অপেরাটি সুশোভিত করা হইয়াছে। ইহার সম্মুখ ভাগটি ত্রিতল এবং নানা ভাস্কর্য্যের দ্বারা সুশোভিত। দ্বিতলে সম্মুখভাগে এক বিস্তৃত তোরণবিশিষ্ট বারাণ্ডা (Loggia), তাহার উপর বর্ত্তলৌহের স্বর্ণ-বর্ণ রঞ্জিত নানা ভঙ্গীর মূর্ত্তি প্রভৃতি এবং সর্ব্বোচ্চে নানা শিল্পকার্য্যখচিত চিলঘর (attic)। ইমারতটির মধ্যস্থল হইতে ঠিক রঙ্গমঞ্চের উপরেই ত্রিভুজা-কৃতি একটি উদ্বহন (Pediment) উঠিয়াছে; তাহার উপর এক এপোলোর মূর্ত্তি, তাহার দুই পার্শ্বে লেকেন (Lequesne) কৃত দুইটি পক্ষীরাজ ঘোটক। অট্টালিকাটির দুই পার্শ্বে একটি করিয়া প্যাবিলিয়ন আছে। এই অপেরা বাড়ীটি অনেকগুলি রাস্তার সন্ধিস্থলে এবং সেই রাস্তাগুলির অনেক দূর হইতে অপেরা বাড়ী দেখা যায়; সেই জন্য তাহার বাহার অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্য অসামান্য হইলেও ইহার ভিতরের সৌন্দর্য্য ততোধিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভিতরটি যদিও এত মহিমমণ্ডিত কোথাও অলঙ্কারের অযথা প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথমে মুখ্য সোপানাবলী (Grand Staircase) সম্মুখে পড়ে। সোপানগুলি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের, রেলিং এর থামগুলি রসো এনটিকো (Rosso Antico) পাথরের এবং রেলিং এর উপরটি এলজীরিয়ন অনিক্স (Alegirian Onyxএর)। এই সিঁড়ি তিনতলা অবধি উঠিয়াছে, ইহার ধাপগুলি অতি প্রশস্ত এবং ইহার কতকগুলি চাতাল আছে সেগুলিও অতি বৃহৎ। সিঁড়ির উপরে তিন দিকে তিনতলা অবধি শ্বেত প্রস্তরের রেলিং দেওয়া বারাণ্ডা। অভিনয়ের সময়ে যখন সমস্ত বৈদ্যুতিক দীপগুলি জ্বালাইয়া দেয় এবং সান্ধ্যপরিচ্ছদে বিভূষিত দর্শকবৃন্দেরা এই সিঁড়ি দিয়া যখন ধীরপদবিক্ষেপে যাতায়াত করে তখন যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্যের মত দেখায়।

তাহার পর ইহার বিস্তৃত প্রেক্ষাগৃহ, সেইটিই বা কি বিরাট, কি বিশাল! সারির পর সারি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত বসিবার আসন। সব আসনগুলি লাল মকমলে আবৃত, তাহারা জমি হইতে কত উর্দ্ধে উঠিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন। আমরা যে দিবস তথায় অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম সে রাত্রি তথায় ব্যাল্কীরি অভিনয় (Valkyrie) হইতেছিল। যদিও দুঃখের বিষয় একটি কথাও

বুঝিতে পারিলাম না তথাপি দেখিতে ও শুনিতে সুন্দর লাগিল। ঐক্যতালিকাটি বৃহৎ, তাহাতে একসঙ্গে ৩২টি চেলো (Chello) এবং সেই পরিমাণে অন্যান্য অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছিল। আর যিনি অধিনায়িকা তাঁহার কণ্ঠের স্বরোচ্চতাই বা কি অদ্ভুত! এই বিরাট নাট্যশালায় তাঁহার স্বর সকলকে একবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল !! এমন সাধা কণ্ঠগীতি আমি ইতিপূর্ব্বে কখন শুনি নাই এবং এইরূপ স্বর যে সম্ভব হয় সে ধারণাও আমার ছিল না। এই অপেরা বাড়ীর সোপানরাজি ও প্রেক্ষাগ্রহ যেমন সুন্দর ইহার সাধারণ বসিবার ঘরটিও (Foyer du Public) সেইরূপ। এইটি অলৌকিকরূপে সজ্জিত এবং সেখান হইতে প্লাসের চারিদিকের বৈদ্যুতিক দীপশোভিত রাস্তাগুলির দৃশ্যও অতি সুন্দর।

**প্লাস বাঁদোম**:—প্লাস্ বাঁদোম প্লাস্ দ্য লোপেরার সমীপে। এই প্লাস্‌টিও অনেকগুলি রাস্তার সন্ধিস্থল। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ প্রজাজনপ্রিয় রাজা চতুর্থ আঁরি ও গাব্রিয়েল দে' স্রের পুত্র, সীজার, দ্যুক দ্য বাঁদোমের প্রাসাদ এই স্থলে ছিল এবং সেই প্রাসাদ হইতে এই প্লাসের নামকরণ হয়। এই প্লাসটিও প্যারিসের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এবং ইহার নাম অনেকবার পরিবর্ত্তন হয়। প্রথমে ইহার নাম প্লাস দে কংকেৎ ছিল, পরে ইহার নাম প্লাস্ লুই লে গ্রাঁ এবং আরও পরে প্লাস্ দে পীক হয়। এই প্লাসে পূর্ব্বে রাজা চতুর্দ্দশ লুইএর এক মূর্ত্তি ছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের সময়ে তাহার পরিবর্ত্তে এই স্থলে স্বাধীনতা দেবীর এক মূর্ত্তি বিপ্লবীরা স্থাপন করে! নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানের পর—১৮০৬-১০ সালে—ফরাসী সেনেট এই স্থলে রোমের ট্রেজন স্তম্ভের অনুকরণে এক প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর রোমীয় রাজপরিচ্ছদে ভূষিত নেপোলিয়নের এক মূর্ত্তি স্থাপন করে। নেপোলিয়নের পতনের পর তাঁহার এই ও আর একটি প্রতিমূর্ত্তি এবং দেসের প্রতিমূর্ত্তি গলাইয়া রাজা চতুর্থ আঁরির মূর্ত্তি গঠন করা হয়। এই নূতন মূর্ত্তিটি এখন সেইন নদীর পঁন্নেফ সেতুর উপর আছে। পরে ১৮৩৩ সালে নেপোলিয়নের আদর ফ্রান্সে পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে বাঁদোম স্তম্ভের উপর তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি পুনঃ স্থাপিত হয়। পরে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়ে এই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এই স্তম্ভের উপর নেপোলিয়নের প্রথম মূর্ত্তির একটি নকল আবার এই স্তম্ভের উপর স্থাপিত হয়। ১৮৭১ সালে সাম্যবাদীরা এই স্তম্ভটি ভূমিসাৎ করে;

এবং তাহার চারি বৎসর পরে স্তম্ভটি মেরামত করিয়া আবার যথাস্থানে স্থাপিত হয়।

এই স্তম্ভটির ইতিহাস যেরূপ বিচিত্র ইহা দেখিতেও সেইরূপ সুন্দর। ইহা উচ্চে ১৪২ ফীট এবং ইহার ব্যাস ১৩ ফীট। এই স্তম্ভটি বর্ত্তুলোহপাতে আবৃত এবং সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় এই যে এই পাতটি নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক বিজিত শত্রুদিগের নিকট হইতে অধিকৃত ১২০০ কামান গলাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮০৫ সালের সমরাভিযানের নেপোলিয়নের নানা যুদ্ধের সুন্দর চিত্র এই পাতের উপর অঙ্কিত আছে।

**প্লাস দ্য লা বাস্তিয়্যে** ঃ—এক অর্থে প্যারিসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ স্কোয়ার প্লাস দ্য লা বাস্তিয়্যে। এই স্থলে রাজা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শার্ল একটি প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং পরে এই দুর্গ রাজনৈতিক কারাগাররূপে ব্যবহৃত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাতে, ১৪ জুলাই ১৭৮৯ সালে, বিপ্লবী প্যারিসবাসীরা এই দুর্গ আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এই দুর্গের আক্রমণ ও ধ্বংস ফরাসী ও জগতের ইতিহাসের এক মুখ্য ঘটনা। এই দুর্গে সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল সত্য, কিন্তু দুর্গটি অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল এবং তাহাতে কামানও ছিল এবং অশস্ত্র জনসাধারণের হাত হইতে দুর্গের সৈন্যেরা দুর্গটি কেন রক্ষা করিতে পারিল না ঐতিহাসিকেরা তাহার অনেক কারণ দিয়াছেন বটে কিন্তু কোনটিই বিশেষ সন্তোষজনক নয়। দুর্গরক্ষক দেলোনেকে বাধ্য হইয়া এই সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয় যে তিনি এবং তাঁহার সৈনিকগণ অক্ষত থাকিবেন। রক্তপিপাসু বিপ্লবী-জনতা তাহাদিগের সত্য ভঙ্গ করিল এবং যদিও সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকেই রক্ষা পাইল সেই জনতা দোলোনের ও তাহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণের মস্তক ছেদন করিয়া নর-শোণিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেগুলি বর্শায় বিদ্ধ করিয়া প্যারিসের রাস্তা দিয়া চলিল! সেইদিন হইতে ইয়োরোপে যে দাবানল জ্বলিল তাহা নিভিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। সেই দাবাগ্নি পুরাতন ইয়োরোপকে ধ্বংস করিল বটে কিন্তু উহার ভস্ম পুরাতন ইয়োরোপের মাটি উর্ব্বরা করিয়া নূতন সতেজ ফসল উৎপন্ন করিল! ইয়োরোপের এই নূতন যুগ, ইয়োরোপের ইতিহাসের এই নূতন অধ্যায়, এই প্লাস দ্য লা বাস্তিয়্যেতে আরম্ভ। ১৮৭১ সালে সাম্য বাদীদের শেষ অধিকৃত আশ্রয়স্থলগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। বিপ্লবীরা বাস্তিয়্যে

দুর্গের একখানি প্রস্তরও প্লাস দ্য লা বাস্তিয়েতে খাড়া রাখে নাই এবং এই ঘৃণিত দুর্গের কতকগুলি প্রস্তর পঁ দ্য লা কংকর্দের সেতুর নির্ম্মাণে ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাতে দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্ত ফরাসীরা অহর্নিশ উহাদের উপর চলিয়া উহাদিগকে অনবরত পদদলিত করিতে পারে! এই প্লাসের পশ্চিম কোণে যেখানে দুর্গটি পূর্ব্বে ছিল তাহার প্রাচীরের সীমাচিহ্ন জমিতে করা আছে।

এই প্লাসের মধ্যস্থলে জুলাই স্তম্ভ নামে ১৫৪ ফীট উচ্চ ও ১৩ ফীট ব্যাসের একটি বর্ত্তলৌহের স্তম্ভ আছে, কিন্তু সেটি প্রথম ফরাসীবিপ্লবের স্মরণার্থ নয় সেটি ১৮৩০ সালের বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন। এই বর্ত্তলৌহ স্তম্ভের তলদেশ শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তরের, উহার উপর একটি পাদপীঠ এবং পাদপীঠের উপরে এই স্তম্ভটি উঠিয়াছে। এই পাদপীঠের চারিপার্শ্বে ন্যায়, শাসন-প্রণালী, স্বাধীনতা প্রভৃতির চিহ্নস্বরূপ কতিপয় পদক আছে এবং ১৮৩০ জুলাই বিপ্লবে যাহারা হত হইয়াছিল তাহাদের নাম সেই বর্ত্তলৌহ-স্তম্ভে ক্ষোদিত আছে। এই স্তম্ভের শিরোপরি স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ একটি মূর্ত্তি বিরাজমান। এটি পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান—ইহা এক হস্তে জগতকে আলোকিত করিবার মানসে অগ্নি-শলাকা. অপর হস্তে দাসত্ব-শৃঙ্খল, ভগ্নাবস্থায়, ধরিয়া আছে। এইখানে জমির নীচে কতকগুলি ঘর আছে, উহার মধ্যে এই বিপ্লবে ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে যাহারা প্রাণদান করিয়াছিল তাহাদের কঙ্কাল রক্ষিত হইয়াছে। সেগুলিও লোকে দেখিতে যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্যারিসে অনেক সুন্দর প্লাস আছে তবে সবগুলি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আর মাত্র দুইটি উল্লেখ করিয়া প্লাসের বিবরণ শেষ করি। এই দুইটি প্লাসের নাম প্লাস দ্য লা রেপিব্লিক এবং প্লাস দ্য লা নাসিয়ঁ। এই দুইটি প্লাসে যে স্মৃতিচিহ্ন আছে সেগুলি ফ্রান্সের তৃতীয় গণতন্ত্রের আমলে, অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ ফরাসী-জর্ম্মণ যুদ্ধের পর, প্রতিষ্ঠিত এবং অদ্যাপি প্রচলিত গবর্ণমেণ্টের সময়ে গঠিত এবং ইহারই মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য স্থাপিত।

**প্লাস দ্য লা রেপিব্লিক :**—প্লাস দ্য লা রেপিব্লিকটি একটি সুন্দর উন্মুক্ত স্থান। ১৮৮৩ সালে এখানে একটি প্রকাণ্ড স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত এবং গণতন্ত্রকে উৎসর্গ করা হয়। এই স্মৃতিচিহ্নের তলে একটি চতুষ্কোণ পাদপীঠ, তাহার উপর একটি গোলাকার বেদী এবং সেই বেদীর উপর লরেল পাতার

মালা পরিধান করিয়া একটি প্রকাণ্ড বর্ত্তলৌহের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। এই মূর্ত্তির সম্মুখে একটি বৃহৎকায় বর্ত্তলৌহের সিংহমূর্ত্তি এবং সিংহের পাশে একটি নির্ব্বাচনী পাত্র। স্মৃতিচিহ্নের চতুষ্কোণের পাদপীঠে বারটি ছকে ফরাসী ইতিহাসের বারটি বিখ্যাত ঘটনার চিত্র আছে।

**প্লাস দ্য লা নাসিয়ঁ**—প্লাস দ্য লা নাসিয়ঁর মধ্যস্থলে ১৮৯৯ সালে রেপিব্লিকের জয় নামে একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়। তাহার তলায় তিনটি ধাপের উপর একটি সুন্দর বর্ত্তলৌহের মূর্ত্তিসমষ্টি আছে, সেটি নির্ম্মাণ করিতে বিশ বৎসরকাল সময় লাগে। বিজয়োল্লাস-সূচক সিংহদ্বয় চালিত একখানি গাড়ী, তাহার উপর দণ্ডায়মানা একটি তন্বঙ্গী বালিকা— পরণে তাহার ঢিলা বস্ত্র এবং মস্তকে ফ্রিজিয়ান ক্যাপ। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত—যেন শান্তিকে আহ্বান করিতেছে—এবং তাহার বাম হস্ত দণ্ড পরশুর (fasces) উপর ন্যস্ত। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর। একটি সিংহের উপর স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বসিয়া আছেন, এক হস্তে তাহার ভগ্নশৃঙ্খল ও অপর হস্তে দীপশলাকা। এই মূর্ত্তির মুখ রেপাব্লিক মূর্ত্তির মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যেন তাহার সহায় যাচ্ঞা করিতেছে। ন্যায়ের প্রতীক-স্বরূপ একটি শৌর্য্যশীলা রমণী এবং শ্রমের প্রতীকস্বরূপ এক কর্ম্মকার পরস্পর দক্ষিণে ও বামে অবস্থান করিয়া গাড়ীটি ঠেলিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে এক নগ্ন নারী মূর্ত্তি প্রাচুর্য্যের প্রতীক-স্বরূপ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে এবং শিশুগণ উপহার লইয়া যাইতেছে—এইসবগুলি লইয়া মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই বিরাট মূর্ত্তিটি যথার্থই চিত্তহারী।

**প্যারিসের বাগান, বোআ দ্য বুলোঁই**:—বলা বাহুল্য যে প্যারিসে ছোট বড় অনেক বাগান আছে এবং সেগুলি অতি মনোরমভাবে সাজান। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বোআ দ্য বুলোঁই। ইহা নগরের পশ্চিম প্রান্তে এবং পুরাকালে ইহা রুভ্রে অরণ্যের এক অংশ ছিল এবং এই স্থলে শিকারের জন্য বন্য জন্তু সুরক্ষিত থাকিত। ১৮৫৩ সালে ইহা প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আসিবার পর প্রচুর অর্থব্যয়ে ইহাকে পার্কে পরিণত করা হইয়াছে। এই কার্য্যের ভার প্রসিদ্ধ শিল্পী আদল্ফ আল্ফাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি বোআ ব্যতীত আরও অনেক উদ্যানের

উন্নতিসাধন করিয়াছেন। প্যারিস হইতে বোআতে প্রবেশ করিবার অনেকগুলি দ্বার আছে, তন্মধ্যে একটির (পোর্ত দোফীন) নিকট আল্ফাঁর একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। ইহা প্রসিদ্ধ শিল্পী দালুর গঠিত। বোআ দ্য বুলোঁই বিস্তীর্ণে ২২৫০ একর (৬৭৫০ বিঘা) এবং ইহার মধ্যে দুইটি সুন্দর কৃত্রিম হ্রদ আছে—লাক আঁফেরিয়ে ও লাক সুপেরিয়ে। প্রথমটি লম্বায় ⅔ মাইল ও প্রস্থে ৩০০ ফীট এবং তাহার মধ্যে সেতু সংযুক্ত দুইটি দ্বীপ আছে। দ্বিতীয় হ্রদটি ⅓ মাইল লম্বা। এই দ্বিতীয় হ্রদের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে স্যাক্লু ও ম্যেদঁ গ্রামের সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই হ্রদটির অনতিদূরে কৃত্রিম গুহা হইতে অদ্ভুত একটি সুন্দর ঝরণা নামিয়াছে। এই ঝরণার জল প্রতি রবিবার ও পর্ব্বদিনে যখন ৪৫ ফীট উচ্চ হইতে পড়ে তখন ইহা বড় সুন্দর দেখায়। ইহার উপর হইতে সেইন নদীর উপত্যকার দৃশ্য বড় মনোহর। প্রসিদ্ধ লঁ শাঁর ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইহার ঠিক নীচে। দূরে লঁ শাঁ আবের ভগ্নাবশেষ, সুরেন গ্রাম ও মঁ বালেরিয়াঁ দেখা যায়। এই মঁ বালেরিয়াঁর উপর ১৫০০ আমেরিকান সৈনিকের সমাধি আছে। এই বোআতে অনেক কাফে, রেষ্টোরাঁও আমোদ করিবার স্থান আছে। বোআতে সকাল ১০টা হইতে ১২টা এবং বিকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অনেক নরনারী অশ্বারোহণে, গাড়ীতে, সাইকেলে বা পদব্রজে এই উদ্যানের ভিতর বৃক্ষচ্ছায়াবৃত শীতল এবিনিউ ও সংকীর্ণ রাস্তায় বেড়াইতে আসে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এখানে খুবই ভীড় হয়। এই বোআর পার্শ্বের ও নিকটবর্ত্তী রাস্তাগুলিতে অনেক সুন্দর ও বড় বাড়ী আছে। সেগুলি অবশ্য ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বাসস্থান।

**তুইয়ারী উদ্যান** :—বোআ দ্য বুলোঁই শহরের এক প্রান্তে, তুইয়ারী উদ্যান শহরের মধ্যস্থলে। ইহাও একটি বৃহৎ উদ্যান তবে বোআ দ্য বুলোঁইএর তুলনায় ইহাকে ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। ইহা পশ্চিমে প্লাস দ্য লা কংকর্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে প্লাস দ্য কারুস্সেল ও লুব্‌র প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্লাস দ্য লা কংকর্দের উপর যে পশ্চিম ফটক আছে তাহারই স্তম্ভদ্বয়ের উপর প্রসিদ্ধ মার্লি অশ্বদ্বয়ের মূর্ত্তি আছে। সে অশ্ব দুইটি জগদ্বিখ্যাত। এই বাগানটি দুই ভাগে বিভক্ত, এই দুই বিভাগের মধ্যে এবিনিউ পল দেরুলেদ। পূর্ব্বে এই উদ্যানের পূর্ব্বাংশে অর্থাৎ এবিনিউ পল দেরুলেদ হইতে লুব্‌র

প্রাসাদ পর্য্যন্ত কাথেরীন দ্য মেদীচি নির্ম্মিত তুইয়ারী রাজপ্রাসাদ ছিল। ১৮৭১ সালে সাম্যবাদীরা যে এই প্রাসাদ ধ্বংস করে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উদ্যানটি বড় সুন্দররূপে সাজান এবং ইহাতে অনেক প্রকাণ্ড সুন্দর মূর্ত্তি ও ফোয়ারা এবং কয়েকটি চাতাল আছে। এই উদ্যানের উত্তর দিকের চাতালের এক কোণে প্রসিদ্ধ জে৷ দ্য পোম (tennis Court) ছিল এবং সেই টেনিস কোর্টের পূর্ব্বভাগে নার্স ঈডিৎ ক্যাবেলের এক স্মৃতিচিহ্ন আছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রাসল্‌স নগরে জর্ম্মণেরা এই ইংরাজ রমণীর প্রাণবধ করায় সমগ্র জগত মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছিল। এই উদ্যানের পূর্ব্ব পার্শ্বে নেপোলিয়নের বিখ্যাত আর্ক দ্য ত্রিঁয়ফ দ্য কারুস্মেল। এই তোরণটি অতি সুন্দর এবং ইহাই তুইয়ারী প্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বার ছিল। নেপোলিয়নের বিজয় ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে ১৮০৬ সালে এই তোরণটি নির্ম্মিত হয়। রোম নগরে সেপ্টিমিয়াস সেবেরসের যে প্রসিদ্ধ তোরণ আছে এই তোরণটি তাহারই অনুকরণে, তবে তাহা অপেক্ষা ছোট। ইহা উচ্চে ৪৮ ফীট এবং ইহাতে মর্ম্মর প্রস্তরে নেপোলিয়নের জয়লাভের কতিপয় উদ্গত চিত্র আছে। নেপোলিয়ন বেনিস নগর হইতে সেণ্ট মার্কের জগদ্বিখ্যাত বর্ত্তলোহ নির্ম্মিত অশ্বদ্বয় আনিয়া এই তোরণের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরাজয়ের পর ১৮১৫ সালে তাঁহার লুণ্ঠিত অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ফ্রান্সকে সেই অশ্বমূর্ত্তিদ্বয় বেনিস নগরকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। পরে ১৮২৮ সালে রাজত্বের পুনর্লাভের জয়োল্লাস-স্বরূপ (Triumph of the Restoration) এইস্থানে তাহাদের পরিবর্ত্তে পাশাপাশি বদ্ধ অশ্বচতুষ্টয়-বাহিত একখানি যানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তোরণটি অত্যন্ত মনোহর।

**লুক্সেম্বুর উদ্যান** :—লুক্সেম্বুর উদ্যানও দেখিতে বড় মনোরম এবং তথায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লুক্সেম্বুর প্রাসাদ আছে। এই সুন্দর উদ্যানে ফ্রান্সের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি ও কতিপয় সুন্দর ফোয়ারা আছে। উদ্যানের ভিতর মেদীচির ফোয়ারা ও ইহার বাহিরে অবজারবেটরী ফোয়ারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দ্য লা ক্রোয়া, শোপ্যাঁ, ওয়াটো, লা কঁৎ দ্য লীল, পল বার্লেন, জর্জ সাঁ, বোদলের, স্যাঁৎব্যেব, ফ্লোবেয়ার প্রভৃতি ফ্রান্সের কৃতীসন্তানদিগের স্মৃতিচিহ্ন তাহার গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ এইস্থলে দণ্ডায়মান আছে। এই উদ্যানস্থিত লুক্সেম্বুর নামধেয় প্রাসাদটি প্রকাণ্ড এবং প্যারিসের অন্যান্য প্রাসাদের ন্যায়

ইহা ইতিহাস ও ঘটনা-সঙ্কুল। ১৬১৫ সালে মারী দ্য মেদীচি এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রথম ফরাসী বিপ্লব অবধি ইহা রাজপরিবারের বাসস্থান ছিল। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময়ে কন্‌বেন্‌শানের (Convention) আদেশ মত ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হয়। নেপোলিয়নের রাজত্বকালে এই অট্টালিকাতে সেনেট বসিত এবং রাজা লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ইহা পীয়ার্সদের সভাগৃহ ছিল। এখন তৃতীয় রেপাব্‌লিকের সময়ে এই স্থলে ফরাসী সেনেটের অধিবেশন হয়। ইহার ভিতর অতি চমৎকার। ইহার ঘরগুলি অনেক মূর্ত্তি, চিত্র, ও ট্যাপেস্ট্রী দ্বারা সুশোভিত। সাল দে সেয়ঁাস ঘরে তুর্গো, কোলবেয়ার্, মালয়ের্ব প্রভৃতি ফ্রান্সের অনেক খ্যাতনামা রাজনৈতিকদের মূর্ত্তি আছে এবং যে ঘরে সেনেটের অধিবেশন হয়—সাল দে কঁফেরাঁস, পুরাতন সিংহাসন গৃহ—তাহার ছাদ সুন্দর চিত্র দ্বারা ও দেওয়াল অমূল্য গোব্লাঁ্যা ট্যাপেষ্ট্রিতে ভূষিত। ইহার পার্শ্বের গৃহে, কাবিনে দোরে তে, অনেক ঐতিহাসিক ও রূপক চিত্র আছে। এই উদ্যানের পার্শ্বে লুক্সেম্বুর মিউজিয়াম নামে যে মিউজিয়ামটি আছে সেটিও দেখিলাম। এই মিউজিয়ামে জীবিত শিল্পীদের বা যাহারা দশ বৎসরের অধিক কাল মৃত হয় নাই তাহাদের অঙ্কিত চিত্র ও কৃত মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। মৃত্যুর দশ বৎসর পর সেই সকল দ্রব্য বাছিয়া লুব্‌রে বা ফ্রান্সের কোন প্রাদেশিক মিউজিয়ামে প্রেরণ করা হয়। সেইজন্য এই মিউজিয়ামে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হয় তাহাদের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয়। এই মিউজিয়ামে অনেক সুন্দর চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম।

**শাঁ দ্য মার** :—শাঁ দ্য মারএর নাম উল্লেখ করিয়া প্যারিসের উদ্যান ও পার্কের কথা শেষ করি। এটি একটি বিস্তৃত ময়দান তবে ইহার স্থানে স্থানে উদ্যান আছে। প্রথমে ইহা প্যারিসের সামরিক স্কুলের (একল মিলিতেয়ার) কুচকাওয়াজ করিবার মাঠ ছিল, পরে ইহা পার্কে পরিণত হয় এবং ইহাতে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী বসিত। ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাতে, বাস্তিয়ে আক্রমণ ও ধ্বংসের প্রথম বাৎসরিক উৎসবে, মহা সমারোহে জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা, সৈন্য, এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধিবর্গকে এমন কি রাজা লুই ষষ্ঠদশকেও এই ময়দানে আসিয়া শপথ করিতে হয় যে তাহারা সকলে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র যথাসাধ্য সমর্থন করিবে। ফরাসী বিপ্লবের সে এক মহাদিন, সমগ্র ইয়োরোপ সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ! ইহার পঁচিশ বৎসর পরে আবার

এই ময়দানে নেপোলিয়ন এল্‌বা হইতে প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সৈন্যদের রিবিউ করেন। ফরাসী ইতিহাসের সেও এক মহাদিন, সমগ্র ইয়োরোপ সেদিনও ভয়ে ত্রস্ত !

**প্যারিসের অট্টালিকাসমূহ** :—প্যারিসে যে অসংখ্য, অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ, অতি সুসজ্জিত অট্টালিকা আছে তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু এই সকল অট্টালিকা অপেক্ষাকৃত নূতন। নেপোলিয়ন আমলের পূর্ব্বের অট্টালিকা প্যারিসে আর এখন বড় দেখা যায় না, যাহা আছে সেগুলি সংস্কৃত, নবীকৃত ও পরিবর্দ্ধিত। চতুর্দশ লুই কতকগুলি বুলবার ও এবিনিউ নির্ম্মাণ করেন। তিনি এঁবালীদ নির্ম্মাণ করেন এবং লূব্‌র, বেয়ার্সাই ইত্যাদি কতকগুলি প্রাসাদের শ্রীবদ্ধি করেন। প্যারিসের আধুনিক বাস্তু সম্পদ নেপোলিয়নের সময় হইতে আরম্ভ এবং নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও চলিতেছে। এসময়টি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—নেপোলিয়নের সময় (১৮০০—১৮১৫), দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় (১৮৫২—১৮৭০) তৃতীয় রেপাব্‌লিকের সময় ( ১৮৭৬—আজ পর্য্যন্ত )। নেপোলিয়ান প্যারিসকে অনেক রকমে সাজান। তিনি সেইন নদীর উপর দুইটি সেতু—ওস্তালিৎস ও ইয়েনা —মাদালেইন গির্জ্জা, শাঁবর দে দেপুতে, আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ, বান্দোম স্তম্ভের সূত্রপাত করেন। ইহা ব্যতীত তিনি রাস্তাঘাট অনেক খোলেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ও তৃতীয় রেপাব্‌লিকের সময় প্যারিসের আকৃতি সম্পূর্ণ বদল হইয়া যায়। এই দুই সময়ের মধ্যে যে সকল আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে প্যারিসের সৌধ গৌরব অনেক বৃদ্ধি লাভ করে। আধুনিক প্যারিস এই দুই যুগের সৃষ্টি। সৃষ্টি এখনও শেষ হয় নাই। সর্ব্বশেষ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে শুনিয়াছি যে প্যারিসে সেইন নদীর তট প্রদেশের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের যাহা উন্নতি হইয়াছে তাহা স্বপ্নাতীত। আমি ইহা দেখি নাই।

**প্যারিসের দেবালয়** :—প্যারিস যে ঠিক কাশীধাম বা শ্রীক্ষেত্র নয় তাহা সকলেই জানেন, সেখানে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কেহ বড় একটা যায় না এবং প্যারিসবাসীদিগের মতিগতি, আচার ব্যবহার দেখিলে তাহারা যে বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ তাহাও মনে হয় না! তথাপি এই নগরে এত দেবালয় কিরূপে

প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে দেবালয়ের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ তাহা কে বলিল? মানুষের অভিজ্ঞতা সর্ব্বক্ষেত্রে কি এই অভিমত সমর্থন করে?

**নোতর দাম ড পারী:**—নোতর দাম প্যারিসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দেবালয়। শুধু প্যারিসে নয় ইহা জগতের সকল বিখ্যাত ও মহিমমণ্ডিত দেবালয়ের মধ্যে একটি বলিয়া গণ্য হয়। গথিক বাস্তুরীতি হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই ইহাকে অতিক্রম করা শক্ত। এই গির্জ্জা প্যারিসের আর্চবিশপের মহামন্দির এবং অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই স্থলে একটি গির্জ্জা ছিল এবং ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে সেই স্থলে নোতর দাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পরে ইহাকে অনেকবার পরিবর্ত্তিত ও উদ্ধার করা হইয়াছে, শেষবার তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে। গির্জ্জাটি অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত জমকাল হইলেও লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌সের ন্যায় ইহার পার্শ্বে ও নিকটে অনেক উচ্চ অট্টালিকা থাকায় ইহার সৌন্দর্য্যের যে লাঘব হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। ইহার সম্মুখ পশ্চিম দিকে এবং তথায় দুইটি চতুষ্কোণ মীনার আছে। এই গুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। সম্মুখটি উপস্তম্ভ দিয়া তিনভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে একটি বৃহৎ গথিক প্রবেশ দ্বার আছে, এইগুলি খোদাই কার্য্যের দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত। ইহাদের মধ্যের ক্ষোদিত অংশ-টিতে অন্তিম বিচার কার্য্যের দৃশ্য দেখান হইয়াছে এবং বাম পার্শ্বের দ্বারের উপর কুমারী মেরীর সমাধি কার্য্য ক্ষোদিত করিয়া দেখান হইয়াছে। এই ক্ষোদিত কারুকার্য্যগুলি অত্যন্ত মনোহর। এই সম্মুখের তিনটি প্রবেশ দ্বারের উপরে ২৮টি কুলুঙ্গীতে ইজরেইল (Israel) ও জুডার (Judah) ২৮ জন রাজার মূর্ত্তি আছে। এইগুলি ফরাসী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীরা ধ্বংস করিয়াছিল কিন্তু পরে আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় তলার মধ্যস্থলে ৪১ ফীট ব্যাস বিশিষ্ট একটী সুন্দর "রোজ" গবাক্ষ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারের উপরও অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত "রোজ" গবাক্ষ আছে।

এই মহামন্দিরের বাহিরটি যেমন সুন্দর ও অনুপম ইহার ভিতর ততোধিক সুন্দর ও জমকাল। ভিতরে প্রবেশ করিলে সমগ্র দেবালয়ের যে দৃশ্য পাওয়া যায় তাহাতে হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যায়। যেমন দৈর্ঘ্যে সেইরূপ

উচ্চে সেইরূপ ইহার আসবাব সরঞ্জাম। এই মন্দিরের মধ্যভাগের (naveএর) প্রতিপার্শ্বে দুইটি করিয়া স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা বিভক্ত পক্ষ (aisle) আছে, তাহার পার্শ্বে দেওয়ালে ৩৭টি উপাসনার স্থান। এই মন্দিরের মধ্যভাগের (naveএর) খিলান বিশিষ্ট ছাদটি ১০০ ফীট উচ্চ এবং ৭৫টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভগুলি প্রায় সব গোলাকার। মন্দিরের শেষে গায়কদিগের বসিবার স্থান ও বেদী। রঞ্জিত কাঁচের গবাক্ষগুলির মধ্যে অনেকগুলি আধুনিক হইলেও কতকগুলি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ও কতকগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর। গায়কদিগের বসিবার স্থলের কাষ্ঠের ক্ষোদন কার্য্য বিশেষ করিয়া দেখিবার যোগ্য এবং তাহাদের বসিবার আসনগুলিও অতি সুন্দর। দোষের মধ্যে কেথিড্রালের ভিতর কিছু অন্ধকার; আর একটু কম অন্ধকার হইলে ইহার শোভা আরো বৃদ্ধি পাইত।

নোতর দামের বৃহৎ ঘণ্টা ইহার দক্ষিণ মীণারে। ইয়োরোপের বৃহত্তম ঘণ্টার মধ্যে ইহা গণ্য হয়। ইহার ওজন ১৩টন এবং ঘণ্টালোলাটির ওজন ১০ হাণ্ড্রেডওয়েট। জগতের এই প্রসিদ্ধ দেবালয়টিও বিপ্লবীদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ইহার ধ্বংসের হুকুম হয় কিন্তু পরে সে হুকুম বাতিল করা হয়। ইহার অনেক ভাস্কর্য্য বিপ্লবীরা কিন্তু ধ্বংস করে এবং অবশেষে এই গির্জ্জাকে "Temple of Reason" এ পরিণত করে! নেপোলিয়ন রাজা হইলে ইহাতে পুনর্ব্বার পূজা আরম্ভ হয় এবং রোম হইতে পোপ সপ্তম পায়াস স্বয়ং আসিয়া এই গির্জ্জায় ১৮০৪ সালে নেপোলিয়নকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ১৮৭১ সালে সাম্যবাদীরা এই মহামন্দিরটিকে সৈন্যকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করে এবং পরে ইহা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। ইয়োরোপের স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে, ফরাসী রাজনৈতিক ইতিহাসে, ফরাসী সাহিত্যে নোতর দাম বিখ্যাত এবং দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া এই প্রসিদ্ধ দেবালয় দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে।

**মাদেলেইন :**—মাদেলেইন প্যারিসের আর একটি বিখ্যাত দেবালয়। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ১৭৬৪ সালে আরম্ভ করিয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৮৪৮ সালে সমাপ্ত হয়। নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল যে এই দেবালয়টি ফ্রান্সের গৌরব-মন্দির (Temple of Glory) রূপে অধিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার সৈন্যগণের

বিজয়-স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু তাঁহার পতনের পর তাঁহার এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নাই, ইহা অবশেষে একটি গির্জ্জায় পরিণত হইয়াছিল। গির্জ্জাটি অতি উচ্চ স্তম্ভমূলের উপর নির্ম্মিত এবং ইহার প্রশস্ত সোপানগুলি, সম্মুখের ও অপর তিন পার্শ্বের অত্যুচ্চ স্তম্ভ বেষ্টিত প্রশস্ত বারাণ্ডাগুলি, সম্মুখের উদ্বহনের উপর অন্তিম বিচারের অতি সুন্দর উদ্গত চিত্র, ও বারাণ্ডার পার্শ্বের মূর্ত্তিগুলি অনেক দূর হইতে দৃষ্ট হয় এবং তাহাদের সৌন্দর্য্য মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে। ইহার অভ্যন্তর অনেক স্তম্ভ, মূর্ত্তি ও দেওয়ালচিত্র দ্বারা শোভিত। আমি একদিন যখন এই গির্জ্জাটি দেখিতে যাই তখন তাহার ভিতর পূজা হইতেছিল। শুভ্র বসনপরিহিত কতিপয় রোমনক্যাথলিক পুরোহিত হাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দণ্ড ও পাত্র ধারণ করিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সুসজ্জিত বেদীর উপর কতিপয় সুবৃহৎ রৌপ্যবাতিদানে বড় বড় মোমের বাতি জ্বালাইয়া সুললিত কণ্ঠে প্রাচীন লাটিন ভাষায় মন্ত্র পাঠ করিয়া যখন পূজা করিতেছিল তখন সে দৃশ্যটি আমার যে কিরূপ সুন্দর লাগিল তাহা বলিতে পারি না এবং আমি বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে ঐ পূজা দেখিতে লাগিলাম। এই গির্জ্জায় পূজার সময়ে যে গীতবাদ্য হয় তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। একবার সে গান শুনিলে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারা যায় না।

গির্জ্জার বাহিরে ও দেওয়ালের গায়ে বারাণ্ডাতে যে অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; সেগুলি বিবিধ সিদ্ধপুরুষদের প্রতিমূর্ত্তি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে উত্তর বারাণ্ডার একটি মূর্ত্তি এক জর্ম্মণ গোলা লাগিয়া মস্তকচ্যুত হয় কিন্তু উহার দেহ অক্ষুন্ন থাকে! সেই সিদ্ধপুরুষের মস্তকশূন্য মূর্ত্তিটি এখনও দণ্ডায়মান আছে!! গির্জ্জাটি সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিক রীতিতে নির্ম্মিত। সেই রীতিই নেপোলিয়ানের প্রিয় ছিল।

**স্যাঁ জেমঁ্যা লোক্সেরোয়া ঃ**—সেইন নদীর সমীপে, লুব্‌রের প্রধান প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে, স্যাঁ জেমঁ্যা লোক্সেরোয়া নামে একটি গির্জ্জা আছে, সেটিও দেখিলাম। ইহার সমীপে প্রাচীনকালে রাজা শার্লমাঁয়ের সময়ের পূর্ব্বেও একটি গির্জ্জা ছিল। এখন যে গির্জ্জাটি আছে সেটি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গির্জ্জাটি দেখিতে পুরাণ ধরণের তবে এই গির্জ্জাটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক এক ভীষণ বিভৎস কারণে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের

২৪শে অগষ্ট তারিখের রাত্রি ফ্রান্সের ইতিহাসের এক কালরাত্রি। সেই রাত্রে এই গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজাইয়া সঙ্কেত দিবার পর প্যারিসে একটি ঘটনা ঘটে যাহার কলঙ্ক ফ্রান্স তাহার ইতিহাস হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। ফ্রান্সের ইতিহাসে নৃশংস লোমহর্ষ ঘটনার অভাব নাই বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় বার্থোলোমিউ হত্যার ন্যায় অমানুষিক পাপকার্য্য জগতের ইতিহাসে বিরল। সেই রাত্রে—সেণ্ট বার্থোলোমিউ রাত্রে—প্যারিসের কতকগুলি ক্যাথলিক স্যাঁ জের্মাঁ লোক্সেরোয়ার ঘণ্টা বাজিলে প্যারিসের হিউগোনোদের (প্রটেষ্ট্যাণ্টদের) সর্ব্বত্র হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবে বলিয়া এক চক্রান্ত করিয়াছিল। গভীর রাত্রে এই গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিলে ক্যাথলিকরা দলে দলে সর্ব্বত্র অসন্দিগ্ধ হিউগোনোদের হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বধ করে। এমন কি পাষণ্ডেরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিশীথে হিউগোনোদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়িত সুপ্ত হিউগোনো স্ত্রী-পুরুষদের হত্যা করিতেও দ্বিধা করে নাই। ধর্ম্মের নামে জগতে যত অধর্ম্ম সাধিত হইয়াছে অপর কোন কারণে বোধ হয় জগতে তত অত্যাচার, নির্য্যাতন, পাশবাচার, পাপকার্য্য সাধিত হয় নাই। তথাপি বারবার এত ধাক্কা খেয়েও ধর্ম্মের নামে জগৎ পাগল!

**স্যাঁ জের্ভে এ প্রোতে:**—স্যাঁ জের্ভে এ প্রোতে নামে প্যারিসে পঞ্চদশ ষষ্ঠদশ শতাব্দীর আর একটি গির্জ্জা আছে। ইহার ভিতরটি অত্যন্ত সুন্দর এবং তথায় অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। একটি রঞ্জিত কাচের গবাক্ষে সলমনের বিচার চিত্রিত আছে; সেটি বড় মনোহর। গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৮ সালের গুডফ্রাইডের দিন যখন এই গির্জ্জায় আরাধনা হইতেছিল তখন ইহাতে প্যারিস হইতে দূরস্থিত জর্ম্মণদের কামানের একটি গোলা পড়ে। তাহাতে ঈশ্বর-পূজারত ৭৫ জন লোক মৃত ও ৯০ জন লোক আহত হয়। ইহাকে যুদ্ধ বলে! ইহারই গরিমায় মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ক্ষিপ্ত, ইহারই গুণগান কীর্ত্তন করিতে প্রাচীনতম কাল হইতে মানুষ মত্ত।

**সাক্রে ক্যর গির্জ্জা:**—যদিও প্যারিসে অনেক সুন্দর ও প্রাচীন গির্জ্জা আছে তথাপি তাহাতে প্যারিসের লোকেরা সন্তুষ্ট নয় বলিয়া মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই শহরের মঁমাতর অঞ্চলের পাহাড়ের উপর

আর একটি নূতন সুন্দর গির্জ্জা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই পাহাড়টি ৪১৭ ফীট উচ্চ এবং ইহার শিখর হইতে গোলাবর্ষণের ফলে প্যারিস অনেকবার ধ্বংস হইয়াছে। কথিত আছে যে এই স্থলেই প্যারিসের প্রথম বিশপ সেণ্ট ডেনিসের আত্মবলিদান হয়। আরও প্রবাদ আছে যে রোমনদের সময়ে এই স্থলে মার্সের এক দেবালয় ছিল। এখন এই পর্ব্বতশিখরে সুন্দর সমতল ভূমির এবং উদ্যানের মধ্যে নূতন সাক্রে ক্যর (Sacré-Coeur) গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার স্থাপত্যকার্য্য অন্য গির্জ্জার মত নয়; ইহা বিজানটাইন রীতিতে নির্ম্মিত এবং সেইজন্য বড় নূতন লাগে। এই গির্জ্জাটি আমি সন্ধ্যার সময়ে দেখি। তখন বৈদ্যুতিক দীপের আলো ইহার নানা রকমের প্রস্তরের মেজে, স্তম্ভ, বেদী প্রভৃতির উপর পড়াতে এই দেবালয়ের অভ্যন্তরের শোভা বড় সুন্দর দেখিলাম। এই গির্জ্জার সোপান হইতে বা তাহার নিম্নস্থ উদ্যান হইতে প্যারিস শহরের সুদূর বিস্তৃত একটি বড় সুন্দর দৃশ্য পাওয়া যায়। এই গির্জ্জার ঘণ্টা অপেক্ষা বৃহত্তর ঘণ্টা ফ্রান্সে নাই। সেই ঘণ্টার ওজন ১৯ টনের অধিক এবং ইহা বাজাইতে দশ জন লোকের আবশ্যক হয়! এই ঘণ্টাটি প্রথম-বার বাজাইবার সময় ইহাতে চিড় খায়, তথাপি সেটি বাজাইলে অনেক ক্রোশ দূর হইতে শুনা যায়। লণ্ডনের পার্লামেণ্ট হাউসের প্রকাণ্ড ঘড়ির ঘণ্টাও ফাটা।

**পাঁতেওঁ** ঃ—প্যারিসের পাঁতেওঁ (Pantheon) বলিয়া যে অট্টালিকা আছে সেটি প্যারিসে যাহারা যায় তাহারা না দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া যায় না। এই হর্ম্ম্যটিকে গির্জ্জা বলা যাইতে পারে, আবার নাও বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ ইহা দেবালয়ের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়া ইহাতে কয়েক বৎসর পূজা হইত এবং পরে পূজা বন্ধ হইয়া ইহা অন্য ব্যবহারে আসিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭৬৪ সালে রাজা পঞ্চদশ লুই ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে সেণ্ট জেনেবিবএর নামে ইহা উৎসর্গ করা হয়। ফরাসীবিপ্লবের সময় এই দেবালয়ে পূজা বন্ধ হয় এবং পাঁতেওঁ নামে অভিহিত হইয়া ইহা দেশের কৃতী সন্তানদিগের স্মৃতি স্মরণার্থে উৎসর্গীকৃত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা আবার ইহার পূর্ব্ব নামে অভিহিত হইয়া দেবালয়ে পরিণত হয়। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নয়, কারণ ১৮৮৫ সালে ইহা পুনরায় পাঁতেওঁ নামে অভিহিত হইয়া ইহাতে পূজা বন্ধ হইয়াছে।

প্যারিসের নানা সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে এই অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা

হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। ইহার অনেক কারণ আছে। এই হর্ম্যটি সেইন নদীর দক্ষিণে প্যারিসের সর্ব্বোচ্চস্থলে স্থিত। ইহা গ্রীক ক্রশের আকারে, লম্বায় ৩৬৯ ফীট, প্রস্থে ২৭৬ ফীট এবং উচ্চে ২৭২ ফীট। ইহার দ্বার-মণ্ডপ প্রাচীন রোমের প্যান্থিয়নের নকলে এবং ইহার বিরাট বর্ত্তুলৌহের প্রবেশদ্বার সুন্দর উদ্গত চিত্রে শোভিত। ইহার দ্বারমণ্ডপের স্তম্ভগুলি অত্যন্ত উচ্চ ও স্থূল, ইহার প্রবেশ পথের উপরে একটি সুন্দর বিখ্যাত উদ্গত চিত্র আছে,—তাহাতে দেখান হইয়াছে ফ্রান্স তাহার কৃতী সন্তানদের মাল্য দান করিতেছে। এইটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। বামদিকে মালয়ের্ব, মিরাবো, মঁজ, ফেনেলঁ, মাম্নুয়েল, কার্ণো, বার্থেলো, লাপ্লাস, দাবীদ, কুইবিয়ের, লাফায়েৎ, বোল্‌তেয়ার, রুস্‌সো এবং বিষার প্রতিমূর্ত্তি এবং দক্ষিণদিকে রেপাব্‌লিক ও সাম্রাজ্যের যোদ্ধাগণের প্রতিমূর্ত্তি, তাহাদিগের মধ্যে ইতালী বিজয় সেনার নেতা নেপোলিয়নের প্রতিমূর্ত্তিও আছে।

এই দ্বার দিয়া ভিতরে ঢুকিলে মধ্যস্থিত প্রবেশ হলের পশ্চাৎভাগে অশ্ব-পৃষ্ঠে জোন দা'র্কের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখা যায়। এই অট্টালিকার দেওয়ালে ও গম্বুজের ভিতর অনেকগুলি অতি সুন্দর ও মহামূল্য দেওয়ালচিত্র আছে, সেগুলি ফ্রান্সের কতিপয় খ্যাতনামা চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত। ইহার গম্বুজ ভিতর হইতে তিন স্তরে উঠিয়াছে এবং নানা প্রকারে শোভিত। ইহার মেজের নীচে, খিলান বিশিষ্ট ঘরে, রুস্‌সো, বোলতেয়ার, মিরাবো, বিক্তোর উগো, সাদি কার্ণো, মার্সেল্যাঁ বার্থেলো ও তাহার স্ত্রী, এমীল জোলা, জঁা জোরে,. রুজে দ্য লীলের সমাধি এবং গাম্‌বেতার হৃৎপিণ্ড আছে। ১৮৭১ সালের সাম্যবাদীদের বিদ্রোহের সময় পাঁতেওঁ তাহাদের অধিকারে দুই দিন ছিল এবং ইহার সম্মুখের সোপানের উপর তাহাদিগের এক প্রধান নেতার গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়।

**ওতেল দেজ্ এঁবালীদ ঃ**—এক অর্থে সেইন নদীর অনতিদূরে ওতেল দেজ্ এঁবালীদ ও তাহার গির্জ্জা প্যারিসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হর্ম্ম্য, কারণ এই গির্জ্জার গম্বুজের তলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং শাসনকর্ত্তা নেপোলিয়ন বোনাপার্তের সমাধি আছে। দেশদেশান্তর হইতে বৎসরের প্রতিদিন লোকে আসিয়া এই তীর্থ দর্শন করে। নানা মনে নানা লোকে এখানে আসে—যাহারা আসে তাহারা সকলেই যে নেপোলিয়নের পক্ষপাতী ও গুণগ্রাহী

তাহা নয়, কারণ নেপোলিয়নের গুণ যেমন অশেষ ছিল তাহার দোষও তেমনি অনেক ছিল। কিন্তু এই সমাধি দেখিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে যে অদ্বিতীয় মেধাবী পুরুষ এরিস্‌টট্‌লের পর এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এই সমাধি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য নয়। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন তাজের তুলনায় এই সমাধিটি কিরূপ মনে হয়। এ সমাধি তাজ নয়, ইহা পত্নী-প্রেমের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য নয়, তাজের সহিত ইহার তুলনা করা অসঙ্গত, অন্যায়। যে ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ রুধিরাপ্লুত ধ্বংসপ্রায় ফ্রান্সকে বিপ্লবাগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া, রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় দশদিক হইতে সমাগত শত্রুর করাল কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া নূতন সাহস, নূতন আইন, নূতন শাসন দিয়া, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ললিতকলার চর্চ্চায় নূতন উৎসাহ দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সভ্যজগতের আসরে উচ্চতম আসনে লইয়া যাইয়া বসাইলেন,* ইহা সেই মহাপুরুষের মহানিদ্রার স্থান, ইহা হীরা মুক্তা খচিত তুষারকান্তি মর্ম্মর নির্ম্মিত ললিত বণিতার উদ্‌ভ্রান্ত নষ্ট প্রেমের স্বপ্ন নয়। তাই বলিতেছি তাজ ও নেপোলিয়নের সমাধি, এই দুয়ের মধ্যে তুলনা করা অসম্ভব। দুইটিই অতি শাদা, সরল, সম্পূর্ণ অলঙ্কার-হীন, আড়ম্বর শূন্য, তবে একটি হইতে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত লাবণ্য যেন উথলিয়া উঠিতেছে, অপরটি হইতে জগতের সমস্ত গাম্ভীর্য্যের সমস্ত তেজের যেন বিস্ফোরণ হইতেছে!

এঁবালীদের গির্জ্জার গিল্টিকরা গম্বুজ প্যারিস নগরের একটি বিখ্যাত চিহ্ন; ইহা প্যারিসের দূরস্থিত নানা অঞ্চল হইতে দেখা যায় এবং দূর হইতে এই গম্বুজটি ওতেল দেজ্ এঁবালীদের গম্বুজ বলিয়া ভ্রম হয়। রাজা চতুর্দ্দশ লুই ফ্রান্সের এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। নিজ রাজ্যের ভিতর তাঁহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, সমগ্র ইয়োরোপের উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ৭০ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি রাজত্ব করেন এবং তাঁহার রাজত্ব-কালে ইয়োরোপের নানা জাতির সহিত বহু বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৬৭০ সালে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ অবসর-প্রাপ্ত সৈন্যদিগের জন্য ওতেল দেজ্ এঁবালীদ নির্ম্মাণ করেন। ইহা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা,

*France, when thy diadem crowned me
I made thee the gem and the wonder of earth.
Lord Byron.

৩১ একার ( ৯৩ বিঘা ) জমির উপর নির্ম্মিত, ইহার সেইন নদীর দিকের সম্মুখভাগ ৬০০ ফীট বিস্তৃত এবং ইহাতে যাহাতে পাঁচ হাজার বৃদ্ধ সৈন্য বাস করিতে পারে তাহাই ব্যবস্থা করা চতুর্দ্দশ লুই-এর উদ্দেশ্য ছিল। এখন এই বৃহৎ অট্টালিকার অনেকাংশ অন্য উপযোগে আসিয়াছে। ইহার নানা ভাগে এক্ষণে বহু প্রকার যুদ্ধসংক্রান্ত মিউজিয়াম আছে—মিউজে দ্যা'র্মে। এই মিউজিয়ামগুলি দেখিবার যোগ্য, বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের মিউজিয়াম। অন্তর-মিলন (Inter-Allied) সমর প্রদর্শনীটিও অত্যন্ত মনোরম। এই অট্টালিকার এক অংশে প্যারিসের সমর-শাসনকর্ত্তা বাস করেন।

নেপোলিয়নের সমাধি এঁবালীদ গির্জ্জার গম্বুজের তলে। এই গম্বুজ ৩৪০ ফীট উচ্চ, ইহার নিম্নভাগ চতুষ্কোণ, ইহার উর্দ্ধভাগ গোলাকার এবং তথায় বারটি রঞ্জিত কাচের গবাক্ষ আছে। এই গম্বুজের ঠিক নিম্নে এক গোলাকার আন্তর্ভৌমিক গৃহ আছে। তাহার ব্যাস ৩৬ ফীট এবং সেটী ২০ ফীট গভীর। এই গোলাকার ঘরটির দেওয়াল পালিস করা গ্রানেট পাথরের এবং মর্ম্মরপ্রস্তরের উদ্গতচিত্র দ্বারা শোভিত। ঘরটির মেজে মিশ্রিত প্রস্তর দ্বারা খচিত, লরেল মালা দ্বারা শোভিত। এই মেজের উপর এক প্রকাণ্ড পালিস করা গ্রানেট পাথরের সারকোফেগাস (Sarcophagus) এর ভিতর নেপোলিয়নের মৃত দেহ নিহিত আছে। তলঘরের দক্ষিণদিকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক এঞ্জিনিয়র বোবাঁর মূর্ত্তি এবং বামদিকে ফ্রান্সের ও জগতের এক খ্যাতনামা যোদ্ধা মারেশাল তুরেণের মূর্ত্তি আছে। গম্বুজের রঞ্জিত কাঁচের বারটি গবাক্ষ দিয়া সুবর্ণ রঙের সূর্য্যালোক আসিয়া ঘরটির ভিতর এবং সারকোফেগাসের উপর পড়ে। ঘরটির উপর চারিদিকে এক গোলাকার আবক্ষউচ্চ পাথরের প্রাচীর আছে এবং ঘরটির ভিতর নেপোলিয়নের সমাধি দেখিতে হইলে প্রাচীরের উপর হইতে মস্তক ঈষৎ নত না করিয়া দেখা যায় না!

সকলেই জানেন যে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয় ১৮২১ সালে, সুদূর আফ্রিকার পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ-ধৌত ক্ষুদ্র সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। তখন তিনি ইংরাজদিগের হস্তে বন্দী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে উইল পত্র করেন তাহার ক্রোড়পত্রে কোথায় তাঁহার সমাধি হইবে সে বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এঁবালীদ গির্জ্জায় তাঁহার সমাধির প্রবেশ-দ্বারে তাঁহার উইলপত্রের আদেশ বাক্য এইরূপে লিখা আছে—

Je désire que mes cendres reposent
Sur les bords de la Seine,
Au milieu de ce peuple francais que j'ai tant aimé.

আমার ইচ্ছা এই যে সেইন নদীর কূলে যে ফরাসীজাতিকে আমি এত ভালবাসিয়াছি তাহাদের মধ্যে আমার ভস্ম যেন শান্তি পায়।

নেপোলিয়নের এই ইচ্ছা তাঁহার মৃত্যুর ১৯ বৎসর পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পালিত হয়।

**প্যারিসের মিউজিয়াম**—প্যারিসে কতগুলি মিউজিয়াম আছে কেহ বলিতে পারেন কি? আমার ছোট বিবরণী পুস্তকে দেখিলাম ২৬টির নাম উল্লেখ আছে। এই পুস্তকে যে সকল মিউজিয়ামের নাম আছে তাহাদের মধ্যে আমি দুই তিনটি মাত্র দেখিয়াছি এবং ইহাতে যাহাদের নাম নাই তাহাদের মধ্যেও দুই তিনটি দেখিয়াছি। আমার ধারণা সবগুলি ভাল করিয়া দেখিতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর সময় লাগিবে, আর সেগুলি অনুশীলন করিতে হইলে কে জানে সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত হইবে কি না!

**লূব্‌র্‌ঃ**—লূব্‌রই প্যারিসের ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউজিয়াম তবে অন্য কোন মিউজিয়াম ইহা অপেক্ষা যে কোন বিশেষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নয় তাহা বলা কঠিন। এই মিউজিয়ামটি যেমন জগতে অতুলনীয় ইহার আধার লূব্‌র্‌ প্রাসাদটিও তেমনি জগতে অদ্বিতীয়। অনেকের মতে লূব্‌রের ন্যায় এত বড় এবং এত জমকাল প্রাসাদ জগতে আর নাই। ইহা যে কত বড় তাহা ইহার সম্মুখে দাঁড়াইলে কতকটা বোধগম্য হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। তবে যদি বলি যে এই অট্টালিকা ৪৯ একার (১৪৭ বিঘা) জমি অধিকার করিয়া আছে তাহা হইলে ইহা যে কত বড় তাহার ধারণা হইতে পারে। এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার রাজত্বকালে (১৫১৫ - ৪৭) আরম্ভ হইয়া সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে (১৮৫৭) সমাপ্ত হয়। কথিত আছে যে এখন যে স্থলে লূব্‌র্‌ প্রাসাদ আছে পুরাকালে তথায় সেইন নদীর তীরস্থ নেকড়ে বাঘ শিকারীদিগের মিলনভূমি ছিল। সেইজন্য লুপারা বা লুবেরী হইতে লুব্‌র্‌ নাম হইয়াছে। আরও কথিত আছে যে পরে রাজা ফিলিপ অগষ্টস এই স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সে যাহাই হউক ইহা সত্য যে তিনি যখন

প্যারিস বেষ্টন করিয়া এক নূতন প্রাচীর তৈয়ার করেন তখন এইস্থলের এক কোণে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কারণ লূব্র প্রাসাদের মাটির নীচের ঘরের তলায় এই দুর্গের ভিত্তি পাওয়া গিয়াছে। রাজা পঞ্চম শার্ল পরে এই দুর্গকে রাজ-প্রাসাদে পরিণত করেন। বর্ত্তমান প্রাসাদের আরম্ভ রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়াই করেন। তাঁহার পরে কাথেরীন্ দ্যে মেদীচি ও ফ্রান্সের অনেক রাজারা এই প্রাসাদের বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন করেন—রাজা দ্বিতীয় ফ্রাঁসোয়া, নবম শার্ল, তৃতীয় ও চতুর্থ আঁরি, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুই। নেপোলিয়নও এই প্রাসাদের অনেক বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন করেন এবং পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়ে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়।

লূব্রের অনেকগুলি প্রবেশ দ্বার আছে তন্মধ্যে প্রধান দ্বার পাভিয়ঁ দেনঁ। এই মিউজিয়ামে জগতের চারিদিক হইতে এত মহামূল্য, অমূল্য সামগ্রী আহরণ করিয়া সঞ্চিত হইয়াছে যে সম্যকরূপে বর্ণনা করিয়া জানাইবার শক্তি বোধ হয় মানুষের নাই। এই মিউজিয়াম যদি কেহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিতে প্রয়াস পায় তাহা হইলে তাহার সমস্ত জীবন এই প্রাসাদ মধ্যে অতিবাহিত করিলেও সময়ের অকুলান হইবে।

রাজা প্রথম ফ্রঁসোয়া যিনি এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন তিনি ফরাসী ও কতিপয় ইতালীয় শিল্পীর সাহায্যে (তাহাদের মধ্যে লেয়োনার্দো দা বিঞ্চি একজন) এই মিউজিয়ামের সূত্রপাত করেন। পরে রাজা চতুর্দ্দশ লুই এই মিউজিয়ামের অনেক উন্নতি বিধান করেন। কার্য্য আরম্ভকালে লুই তাঁহার দুইশতমাত্র চিত্র এই মিউজিয়ামে রাখেন এবং সমাপ্তিকালে এই মিউজিয়ামের চিত্র সংখ্যা হয় ২৪০০। রাজা ষষ্ঠদশ লুইএর রাজত্বের পূর্ব্বে এখানে ফরাসী ও ইতালীয় চিত্র ব্যতীত আর বিশেষ কিছু ছিল না, পরে তিনি এইস্থানে অনেক মহামূল্য ওলন্দাজ ও স্প্যানিষ চিত্রের সংগ্রহ রাখেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই মিউজিয়ামের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং নেপোলিয়ন ইয়োরোপের অনেক স্থান হইতে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার কোন কোন দেশ হইতে অসংখ্য অমূল্য পদার্থ সংগ্রহ বা লুণ্ঠন করিয়া এই মিউজিয়ামটি সজ্জিত করেন। তাঁহার পতনের পর এই সকল দ্রব্যের অনেকগুলি মিউজিয়াম হইতে অপসারিত করা হয়। তথাপি তখনও এই মিউজিয়ামটি জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইত এবং পরে যদিও জগতে অন্যত্র কতকগুলি অতি খ্যাতনামা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথাপি

লূব্‌রের সঞ্চয় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এখনও ইহার সমকক্ষ জগতে আর কোথাও নাই।

লূব্‌রের ভিতর প্রবেশ করিয়া সংগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ( তাহা যদি সম্ভব হয় ) কেবল যদি ঘরগুলির দিকে দেখা যায় তাহা হইলে মন আশ্চর্য্যে অভিভূত হইবে। ঘরগুলি যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ উচ্চ ও সেইরূপ সজ্জিত। ইহার ছাদগুলি যে কিরূপ কারুকার্য্য ও কিরূপ চিত্র শোভিত তাহা না দেখিলে কেহ ধারণা করিতে পারে না। এইরূপ ঘরের পর ঘর, অসংখ্য ও অদ্ভুতরূপে সজ্জিত ঘর দেখিলে মনে হয় যে এই বিরাট সুশোভিত অট্টালিকা মানুষের শ্রমে, অর্থব্যয়ে, শিল্প নৈপুণ্যে নির্ম্মিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। লূব্‌রে কি আছে তাহা সংক্ষেপে বলাও আমার ক্ষমতার বাহিরে। তথাপি কি আছে যখন বলিতেই হইবে তখন বলি যে ইহাতে ভাস্কর্য্য, পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক বস্তুনিচয়, চিত্ররাজি, মাটি বা চিনামাটি নির্ম্মিত বহু প্রকার সুন্দর সুন্দর পাত্রবিশেষ, ফুলদানী, মীনাকরা দ্রব্য, রত্নমালা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিবিধ অলঙ্কার, ভাণ্ড, নানাবিধ গৃহ-সজ্জা সামগ্রী ও হস্তি-দন্তের দ্রব্য এই সকল এবং আরও নানাপ্রকার বস্তুসম্ভার এই মিউজিয়ামের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

লূব্‌রের ভাস্কর্য্যের সংগ্রহ যে কত বৃহৎ তাহা বলা কঠিন। ঘরের পর ঘর, প্রকাণ্ড, প্রশস্ত, ভাস্কর্য্যে পূর্ণ, সে ঘর গুলির যেন শেষ নাই মনে হয়। এই ক্ষোদিত কার্য্যের সংগ্রহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়— প্রাচীন, মধ্য-যুগের ও আধুনিক। এখানে যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ভাস্কর্য্য আছে তাহার সমকক্ষ কেবল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও রোমেই দেখা যায়। কিন্তু লুব্‌রে দুই চারিটি ভাস্কর্য্য যাহা আছে তাহার সমকক্ষ আর কোথাও নাই। লুব্‌রের উইংগু বিক্টরী অব সামোথ্রেসের (Winged Victory of Samothrace) ভাস্কর্য্য জগতে অদ্বিতীয় এবং বেনুস্ দ্য মিলোর ( Venus de Milo )ও তাই। ডেমেট্রিয়স পোলিয়রকেটিসএর নৌ-সেনার বিজয়-স্মৃতি রক্ষার্থ খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই উইংগু বিক্টরী অব সামোথ্রেস নির্ম্মিত হয়। প্রতি পার্শ্বে তিন সারি দাঁড় বিশিষ্ট এক বৃহৎ নৌকার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান এই বিজয়-মূর্ত্তি সগৌরবে বিজয় ঘোষণা করিতেছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য অপেক্ষা সুন্দরতর ভাস্কর্য্য জগতে অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই এবং অনেকের মতে এই উইংগু বিক্টরী অব সামোথ্রেস অপেক্ষা সুন্দরতর পুরাতন গ্রীক ভাস্কর্য্য জগতে আর বিদ্যমান নাই। বেনুস্ দ্য মিলোও জগতে

নারীমূর্ত্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া আধুনিক ভাস্করদিগের মত। ইহা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর একটি মূর্ত্তির নকল এবং ইহাতে প্রাক্সিটেলিসের প্রভাব দেখা যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহা গ্রীসের মেলস্ নামক একটি দ্বীপে পাওয়া গিয়াছিল। এই দুইটি মূর্ত্তি থাকাতে ভাস্কর্য্য সঞ্চয়নের জগতে লূব্‌রের আসন সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত। কিন্তু এই দুইটি ব্যতীত ইহাতে আরও অনেক অমূল্য প্রাচীন ও নূতন ভাস্কর্য্য আছে। সাল গ্রেক্ ওরফে সাল্ দ্য ফিদিয়সে (Salle de Phidias) যে সকল প্রাচীন গ্রীকমূর্ত্তি আছে সেগুলি প্রাচীন শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের অন্যতম পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং এই সময়েই গ্রীক ভাস্কর্য্য চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্যামস্ দ্বীপের হীরার দেবালয় হইতে আনীত হীরার মূর্ত্তি, এথেন্সের পার্থিননের দেবালয়ের ভাস্কর্য্যভূষার বেষ্টনীর এক অংশ, থেসসের পরীসমন্বিত অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক পুরাণোক্ত দেবী ভগিনীত্রয় এবং তথা হইতে আনীত ফিলিসের উদ্গত স্মৃতিস্তম্ভ, পুরাতন গ্রীক ভাস্কর্য্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যেও এই মিউজিয়ামের অনেক ঘর পরিপূর্ণ। এই সকলের মধ্যে বিশেষতঃ ইতালীর ও ফ্রান্সের ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক সুন্দর ভাস্কর্য্য আছে এবং এই দুই দেশের রেনেসাঁস সময়েরও অনেক মনোহর ভাস্কর্য্য আছে। মিকাল আঞ্জেলো, অন্দ্রেয়া রিকিও, বেনবেনুতো চেল্লিনি, জাঁ গুজঁ, জেঁর্ম্যা পিলঁ প্রভৃতি অনেক ভাস্করের কার্য্যকলাপ এই সকল ঘরে আছে। আধুনিক ভাস্কর্য্যের ঘরগুলিতে ফরাসী শিল্পীদিগের কাজই বেশী আছে—সপ্তদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী অবধি। এই সকল ঘরের ভাস্কর্য্য দেখিলে এবিষয়ে জগতে ফরাসী জাতির আসন যে কত উচ্চে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। আধুনিককালের ভাস্কর্য্য জগতে পিয়ের পুগে, নিকোলা এবং গুইয়োম কুস্তু, পিগাল, হুদঁ, শোদে, রূদ, প্রাদিয়ে, দাবিদ দাঁজে, কার্পো এবং দালুর স্থান অতি উচ্চে। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁর একটি মিউজিয়াম অন্যত্র আছে।

লূব্‌রে প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহও অমূল্য, বিশেষতঃ মিশরদেশের। প্রাচীন মিশর সভ্যতার সকল অবস্থারই অনুশীলন করিবার ইহা সুযোগ্য স্থান। এতদ্ব্যতীত পারস্য, চালডীয়, ব্যাবিলোনীয়, ফিনীসিয়, প্যালেষ্টাইন রাজ্য, কার্থেজিনীয় এবং পূর্ব্বতম প্রদেশের কত সভ্যতার কত যে মহামূল্য দর্শনীয় বস্তু এখানে আছে তাহা বর্ণনাতীত। পুরাতন স্পেনের প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার ও

প্রাচীন আফ্রিকার ভাস্কর্য্য, লেখমালা, মোজাইক, রোমীয়-দীপ প্রভৃতি প্রচুর বস্তুও এখানে আছে।

লূব্‌রের মত জগতে চিত্র প্রদর্শনী অন্যত্র কোথাও নাই। ভাল করিয়া সমুদয় চিত্রগুলি দেখিতে যে কত সময় লাগে তাহা কে বলিতে পারে? এই সংগ্রহে ফরাসী ও ইতালীয় চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও শ্রেষ্ঠ, তবে ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ ও স্পেনীয় অনেক মহামূল্য চিত্রও আছে। এখানে যে ফরাসী চিত্রের সংগ্রহ সর্ব্বাধিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, তবে চিত্রাঙ্কনে ফরাসীরা কিরূপ আশ্চর্য্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা এই মিউজিয়াম দর্শনে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইতালী ভিন্ন ইতালীয় চিত্র, স্পেন ভিন্ন স্পেনীয় চিত্র লূব্‌রের ন্যায় আর অন্য কোথাও নাই এবং ইতালীর ও স্পেনের নিজ নিজ দেশের এতগুলি মহামূল্য ও অমূল্য চিত্র তাহাদের দেশের কোন একটি মিউজিয়ামে নাই।

লূব্‌রে উইংগু বিক্‌টরী এবং বেন্থ্ স্ত মিলো থাকায় যেমন ভাস্কর্য্য জগতে এই মিউজিয়াম অদ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে সেইরূপ লেওনার্দো দা বিঞ্চির মোনা লীজা (Monna Lisa) থাকায় চিত্রবিষয়েও এই মিউজিয়াম সেই স্থান অধিকার করিয়াছে।*

এই অমূল্য চিত্রটি ১৯১১ সালে লূব্‌র হইতে চুরি যায় এবং দুই বৎসর পরে ফ্লোরেন্স নগরে পাওয়া যায় এবং পুনরায় লূব্‌রে ফিরিয়া আসে। মোনা লীজা ব্যতীত লেওনার্দো দা বিঞ্চির আরও অনেক সুন্দর চিত্র লূব্‌রে আছে এবং গিয়োতো (আধুনিক চিত্রকলার স্রষ্টা), বোত্তিচেল্লি (Madonna

* একজন বিশেষজ্ঞ সত্যই বলিয়াছেন—

"When all is said, it is Leonardo da Vinci who gives the Louvre its special distinction as a picture gallery—without him it will still be magnificent: with him it is priceless and sublime." মোনা লীজাই লিয়োনার্দো দা বিঞ্চির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র। "Whoever shall desire to see how far art can imitate nature may do so to perfection in this head wherein every peculiarity that could be rendered by the utmost subtlety of the pencil has been faithfully reproduced. The eyes, the nose, the mouth, the lips and the carnation of the cheek do not appear to have been painted but to be truly flesh and blood"—Vasari.

অবশ্য শিল্পকলার উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করা কিনা সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে এবং আমাদের দেশের শিল্পকলা প্রকৃতিকে কখন সম্পূর্ণভাবে অনুকরণ করে নাই, করিতে চায়ও নাই। তাহার উদ্দেশ্য অন্য ছিল। সে যাহা হউক মোনা লীজা চিত্রটি যে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর তাহার কোন সন্দেহ নাই।

and Child, with John the Baptist), বেরোনীজ (Marriage at Cana), তীৎসিয়ান (L'Homme au gant), কার্পাকিও, গিওবান্নি বেল্লিনি, রাফাইয়েল (La Belle Jardiniere, Portrait of Count Castiglione), ফ্রা বার্তোলোমেও আরও অনেক প্রসিদ্ধ ইতালীয় চিত্রকরদের অনেক বিখ্যাত চিত্র আছে। লিওনার্দো দা বিঞ্চির ন্যায় এখানে রাফাইয়েলের অনেক অতি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে।

স্পেনীয়, ফ্লেমিশীয়, হলণ্ডদেশের চিত্রকরদেরও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র এই মিউজিয়ামে আছে, বিশেষতঃ মিউরিলো ও বেলাস্কের, ব্যান ডাইক ও রুবেন্সের এবং রেম্ব্রাণ্ডের। বিশেষতঃ দুইটি ঘর রুবেন্স এবং ব্যান ডাইকের চিত্রে পূর্ণ।

লুব্রে যে অসংখ্য মহামূল্য ফরাসী চিত্র আছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘরের পর ঘর, ছোট বড় অনেক ঘর সুন্দর ফরাসী চিত্রে ভরা। চিত্রকরদের নাম এখানে উল্লেখ করা বৃথা, কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময়ের সকল বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকরদের চিত্র এখানে কালক্রমিক হিসাবে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে সজ্জিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর চিত্র রাখা হইয়াছে। এই সকল চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে চিত্রাঙ্কনে ফরাসীরা একমাত্র ইতালীয়দিগের নিকট পরাজিত, অপর কোন জাতির নিকট নয়।

লুব্রে ইংরাজী এবং জর্ম্মণ চিত্রও আছে তবে সেগুলি সংখ্যায় বেশী নয়। এই দুই জাতি চিত্রাঙ্কনে কোনকালে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই।

লুব্রে মাটির বা চিনামাটির নানাপ্রকার পাত্রবিশেষের সংগ্রহও অমূল্য। অসংখ্য মিশর, গ্রীক, এট্রুস্কন, রোমক মাটির পাত্র, ফুলদানী ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও চীনদেশীয় দ্রব্য এবং ফ্রান্সের (সেবর) ঐরূপ চিনামাটি সামগ্রীর প্রদর্শনী যে কি সুন্দর তাহা বর্ণনার অসাধ্য।

লুব্রে গালেরী দা'পোলোঁ নামে যে প্রকাণ্ড এক ঘর আছে তাহা অনেকের মতে জগতের মধ্যে সুন্দরতম গৃহসমূহের অন্যতম। এখানে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য রকম সুন্দর মীনাকরা দ্রব্য ( বাইজেনটাইনের উদাহরণ সমেত ) সোনারূপার দ্রব্য, মহামূল্য প্রস্তরাদি, ফ্রান্সের রাজাদের অলঙ্কারের অবশিষ্টাংশ অনেক মহামূল্য দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। সাল দে বিজু আন্তিকেতে নানাবিধ প্রাচীনকালের গহনা এবং পম্পের নিকট প্রাপ্ত বিখ্যাত রূপার দ্রব্য

আছে। পুরাতন ও মধ্যযুগের বর্ত্তলৌহ দ্রব্যও এই মিউজিয়ামে অজস্র। কতকগুলি ঘরে চতুর্দশ লুই হইতে ষষ্ঠদশ লুইএর সময় অবধি প্রচলিত অনেক সুন্দর ফরাসীদেশীয় আসবাবপত্র রহিয়াছে। একটি ঘরে হাতির দাঁতের দ্রব্য আছে, সেগুলিও অত্যন্ত মনোহর।

লূব্‌রে কি আছে তাহা বর্ণনা দ্বারা জ্ঞাত করিবার চেষ্টা অসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা মাত্র, পণ্ডশ্রম মাত্র। এই মাত্র বলিয়া রাখি যে জগতের সকল যুগের, সকল দেশের, সকল সভ্যতার, বিশেষতঃ ললিতকলার চর্চ্চার নিদর্শন এইখানে পাইবে এবং যদি এখানে না পাও তাহা হইলে আর অন্যত্র পাইবার চেষ্টা করিও না।

**মিউজে গ্রেব্যাঁ**—লণ্ডনের মাদাম তুস্‌সোর মোমের পুত্তলিকার প্রদর্শনীর ধরণে প্যারিসে মিউজে গ্রেব্যাঁ বলিয়া এক প্রদর্শনী আছে। গ্রেব্যাঁতে মোমের মূর্ত্তির সংখ্যা মাদাম তুস্‌সোর সংগ্রহ অপেক্ষা অনেক কম তবে ইহাতে যে কয়েকটী মোমের পুতুলের তাব্লো আছে সেগুলি অতি সুন্দর। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন খৃষ্টানদিগের প্রতি রোমনদের অত্যাচারের তাব্লোগুলি এবং ফরাসী-বিপ্লব সংক্রান্ত তাব্লোগুলি অতিশয় ভীষণ হইলেও তাহারা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। একটি তাব্লোতে কতিপয় খৃষ্টীয় মেয়েকে রোমক মল্লস্থলে সিংহমুখে ফেলিয়া দিতেছে দেখান হইয়াছে, অপর একটি তাব্লোতে রাজা ষষ্টদশ লুইএর ছিন্নমস্তক বিপ্লবীরা এক বর্শায় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার স্ত্রী মারী আন্তয়নেতের কারাগারের গবাক্ষের সম্মুখে আনিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে, এই দৃশ্যটী দেখান হইয়াছে। সেগুলি যেমন জীবন্ত প্রায় তেমনি লোমহর্ষক। জোন অব আর্কের জীবনীরও কতিপয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তাব্লো এখানে আছে। একটি মোমের পুতুল দেখিয়া আমরা বড় ঠকিয়াছিলাম। একটি স্ত্রীলোক উপরের বারাণ্ডার রেলিংএ ভর দিয়া নীচের তলার পুতুলগুলি দেখিতেছে এইরূপ একটি মোমের মূর্ত্তি আছে। আমরা দ্বিতলার বারাণ্ডায় যাইয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে এক জীবন্ত স্ত্রীলোক মনে করিয়াছিলাম। তাহার পর সেই বারাণ্ডার এক সোফায় বসিয়া আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবার পরও দেখিলাম যে সেই স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বের মত তখনও নীচের দিকে দেখিতেছে। তখন সন্দেহ হইল যে ইহা মোমের পুতুল হইতে পারে এবং পুনর্ব্বার নিকটে যাইয়া দেখিলাম যে তাহাই বটে! এই মূর্ত্তিটি যে কি সুন্দর জীবন্ত সদৃশ

তাহা বলিতে পারি না—ইহার দাঁড়াইবার ধরণও কি আশ্চর্য্য রকম স্বাভাবিক।

এই মিউজিয়ামে মহাত্মা গান্ধীজীর যে মোমের প্রতিমূর্ত্তি আছে সে বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিরাছি।

এই মিউজিয়ামে মরীচিকা নামে কতিপয় অদ্ভুত দৃশ্য দেখান হয়। একটি ঘরে প্রবেশ করিলে প্রথমে তাহার আলো সব নিভাইয়া দেয়। তাহার পর কোথা হইতে দুই এক মিনিট কল ঘুরাইবার পর যেন এক বিরাট মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া আছি বলিয়া দর্শকের ভ্রম হয়! যতদূর দেখা যায় চারিদিকে কেবল মন্দিরের অতি সুন্দর চিত্র বিচিত্রিত করা স্তম্ভ, সেগুলির যেন অন্ত নাই, যেন মাদুরার মন্দিরের সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি বলিয়া ভ্রম হয়!! তবে মাদুরার মন্দির অপেক্ষা ইহা আরও বৃহৎ ও চমৎকার। পুনরায় সব আলো নিভাইয়া দিয়া দুই এক মিনিটের জন্য কল ঘুরাইলে হঠাৎ মনে হয় যেন এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! এইরূপ কতিপয় অদ্ভুত ও অত্যন্ত মনোহর দৃশ্য এই স্থলে দেখান হয়। দৃশ্যগুলি ছবির মত দেখায় না, ঠিক যেন দর্শক স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থান করিতেছে সেইরূপ মনে হয়। সত্য সত্যই ইহা একপ্রকার মরীচিকা যদিও এখানে মরুভূমির কোন দৃশ্য নাই।

**পেতি পালে :**—লুব্রের অস্তিত্বের পর প্যারিসে অন্য ভাস্কর্য্য বা চিত্রশালা রাখা বা খোলা অনেকের মতে বাতুলতা বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু শিল্পকলা সম্বন্ধে ফরাসীরা ও ইতালীয়রা সত্যই পাগল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্যারিসে ললিতকলার অনেক মিউজিয়াম আছে। তাহাদের মধ্যে পেতি পালেতে যে মিউজিয়াম আছে আমি একদিন সেইটি দেখিতে গিয়াছিলাম। এইটি ও গ্রাঁপালে প্রাসাদ ১৯০০ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্যারিসের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ( সালঁতে ) যে সকল ভাস্কর্য্য বা চিত্র প্রদর্শিত হয়, ১৮৭৫ সাল হইতে প্রতিবৎসর সেই সালঁ হইতে ভাস্কর্য্য এবং চিত্র ক্রয় করিয়া প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটি এই আধুনিক ললিতকলার মিউজিয়াম স্থাপন করে। বলা বাহুল্য যে এই মিউজিয়ামে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য্য এবং চিত্র আছে, কারণ ফ্রান্সের শিল্প-নৈপুণ্য অথবা শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টার যে হ্রাস হইতেছে তাহার কোন চিহ্নই এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় না, এবং

শিল্পকলায় এখন ফ্রান্স না ইতালী, কে যে জগতের নেতা, তাহা বলা কঠিন। উহাদের মধ্যে এই বিষয়ে যুগযুগান্তরব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও চলিতেছে এবং পূর্ব্বে যদিও অনেক দিন অবধি ইতালীই জেতৃ ছিল বর্ত্তমানে সে বিষয়ে অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ জাগে। এই অট্টালিকায় তুতুই সংগ্রহ নামে আর একটি মিউজিয়াম আছে, সেটিও দেখিলাম। এখানে অনেক সুন্দর ওলন্দাজ, ফ্লেমিস, ইতালীয় ও ফরাসী নানাবিধ চিত্র ও রেখাঅঙ্কন আছে এবং মধ্যযুগের সুন্দর ট্যাপেষ্ট্রি, মাটি বা চিনামাটির ও হস্তিদন্তের নানাবিধ অনেক বস্তু আছে। উপরের ঘরে গ্রীস ও রোমের নানাপ্রকার সুন্দর দ্রব্যসম্ভার প্রদর্শিত হইয়াছে।

**গ্রাঁ পালে**ঃ—রাস্তার অপর পার্শ্বে পেতি পালের সম্মুখে গ্রাঁ পালে। ইহা পেতি পালে অপেক্ষা অনেক বৃহৎ যদিও ইহার মত তত সুন্দর নয়। ইহাতে কতকগুলি ভাস্কর্য্য এবং মিশ্রিত কাঁচের দ্রব্য সজ্জিত আছে। ইহার ভিতরে এক প্রকাণ্ড হল এবং তাহার চারিদিকে গ্যালারী। এই পালেতে প্রতি বৎসর প্যারিসের জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনী ( সালঁ ) বসে। আমি যে দিন দেখিতে যাই সেদিন ইহাতে এরোপ্লেনের প্রদর্শনী হইতেছিল। ইহার ভিতর নানা রকম এরোপ্লেন ও তাহাদের কল-কবজা দেখিলাম এবং গুটীকতক এরোপ্লেনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাদের মধ্যে বসিয়া ভাল করিয়া সব দেখিয়া আসিলাম।

**মঁসিয়ে ক্লেমাসো**ঃ—এই রাস্তার কোণে মঁসিয়ে জর্জ ক্লেমাসোর এক সুন্দর মূর্ত্তি দেখিলাম। এই মূর্ত্তির ভঙ্গীটি দেখাইতেছে তিনি যেন দ্রুতবেগে চলিতেছেন এবং তাঁহার ওবারকোট বাতাসে উড়িতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি এই মূর্ত্তিটি দেখিলাম, কারণ যাঁহার মূর্ত্তি তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি হঠাৎ এই স্থানে দেখিয়া তাঁহার অনেক কথাই আমার স্মরণ হইল। মঁসিয়ে ক্লেমসোর নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। তিনি তাঁহার সময়ে সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে এক অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ফ্রান্স ও ইয়োরোপ তাঁহাকে "বাঘ" বলিত এবং গত মহাযুদ্ধে তিনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেশ ও সমগ্র ইয়োরোপ কখন বিস্মৃত হইবে না। তিনি এক অত্যন্ত মেধাবী, নির্ভীক, দুর্দ্দান্ত পুরুষ ছিলেন। নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য তিনি সারাজীবন

সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং জীবনে কত যে শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বলা অসম্ভব। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার নানা গুণের দ্বারা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিলেও তাহারা যে তাঁহাকে ভয় করিত না এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। যাহা হউক তিনি আমার শত্রুও ছিলেন না আমার মিত্রও ছিলেন না, তথাপি এই বিদেশীর মূর্ত্তি হটাৎ এই বিদেশে দেখিয়া আমার মন যে একটু চঞ্চল হইল তাহার কারণ এই যে আমি প্যারিসে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। ১৯২২ সালে মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো যখন আমাদের দেশভ্রমণে যান তখন তিনি তিন চারি ঘণ্টার জন্য আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রাত্রিতে খাইবার সময়ে তাঁহার সহিত আমার অনেক কথা হয় এবং তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন আমি কখনও ইয়োরোপে গিয়াছিলাম কি না। আমি যাই নাই বলাতে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন ভবিষ্যতে কখনও যাইব কি না। আমি বলিলাম "হ্যাঁ, মনে ইচ্ছা ত আছে, যখন আমাদের ছেলেরা অধ্যয়নের জন্য বিলাত যাইবে তখন বোধ হয় আমিও তাহাদের সহিত যাইব।" তাহার উত্তরে তিনি বলেন "ইংল্যাণ্ডে গেলে একবার ফ্রান্সে যাবেন না কি?" আমি বলি "ইংল্যাণ্ডে যাইলে অবশ্য প্যারিসে অন্ততঃ একবার যাইব।" উত্তরে তিনি বলেন "কোন তাড়া নাই, দশ বৎসরের মধ্যেই হউক আর বিশ বৎসরের মধ্যেই হউক, যখনই প্যারিসে আসিবেন অনুগ্রহ করিয়া আমার বাড়ীতে যদি একদিন যান এবং সেখানে দ্বারে আঘাত করেন তাহা হইলে আপনি দেখিবেন যে একজন বৃদ্ধ উপর হইতে নামিয়া আসিয়া আপনার জন্য দ্বার খুলিয়া আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে।" আমি প্যারিসে যাইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে মঁসিয়ে ক্লেমাঁসোর মৃত্যু হয়। আমার সহিত যখন এইসকল কথাবার্ত্তা হয় তখন মঁসিয়ে ক্লেমাঁসোর বয়স ৮০ বৎসর এবং তখনও তিনি বলিলেন কোন তাড়া নাই, দশ বা বিশ বৎসর পরে গিয়াও তাঁহার বাড়ীর দ্বারে আঘাত করিলে তিনি দ্বার খুলিয়া আমায় তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবেন!

যে রাত্রি মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ অতিথিরূপে আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন সেই রাত্রে তাঁহার সঙ্গে অন্য যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল

সেগুলিও আমার মনে পড়ে। ভোজনের পর তিনি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন "বলিতে পারেন কি পঞ্জাবে ঐ রকম ভীষণ কাণ্ড ঘটিল কেন ?" ১৯১৯ সালের পঞ্জাবের বিদ্রোহ ও ঝালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রশ্ন করেন। আমার স্বামী উত্তরে বলেন কোন একটি কারণের জন্য পঞ্জাবে ঐ রকম গোলমাল হয় নাই, অনেক কারণে হইয়াছে এবং তাঁহার মতে কি কি কারণ তাহা তিনি বলিলেন। উত্তরে মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো বলেন, "না, বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া এ দেশে যত ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে সকলকেই আমি এই একই প্রশ্ন করিয়াছি পঞ্জাবে কেন এইরূপ অগ্নিকাণ্ড ঘটিল এবং কেহই আমায় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। এবং আমি বড়লাট হইতে তাহাদের সকলকেই একই কথা বলিয়াছি যে পরে অন্য যাহাই কিছু হউক না কেন পঞ্জাবের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।"*

মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো অতি গরমেও পাখার হাওয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্য রাত্রে ভোজনের সময়ে পাখা চালাইবার মত গরম হইলেও পাখা চালান বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এমন কি ভোজনের পরে তিনি যখন ড্রইং রুমে যাইয়া দেখিলেন যে সেখানে সমাগত মহিলাদিগের জন্য পাখা চলিতেছে তখন তিনি ঘরের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলেন "বিষ্ণু ও শিবের নাম লইয়া মিনতি করিতেছি পাখা দয়া করিয়া বন্ধ করুন।"

ফরাসী হইলেও মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো ইংরাজী ভাষা অতি সুন্দর বলিতেন। তাহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি "আপনি এইরূপ সুন্দর ইংরাজী বলিতে শিখিলেন কিরূপে"। উত্তরে তিনি বলেন যে অল্পবয়সে আমেরিকা যাইয়া কয়েক বৎসর সেই দেশে থাকায় তিনি ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো বিকানীর মহারাজার নিমন্ত্রণে শিকারের জন্য ভারতে যান এবং ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেও তিনি ভারতের কোন ফরাসী অধিকৃত স্থানে পদার্পণ করেন নাই! ইহা তাঁহারই যোগ্য কার্য্য। আমার স্বামী বলেন যে তাঁহার সহিত তাঞ্জোর নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইয়া গাড়ীতে

---

* তিনি ইংরাজীতে এই কথাগুলি ব্যবহার করেন—

"I have asked all the English officials I have met in this country from the Viceroy downwards 'why did the Punjab flare up like this' and none of them could give me a satisfactory answer. And I have told all the English officials from the Viceroy downwards the same words that whatever happens again don't repeat the Punjab affair".

বসিয়া মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো প্রথম প্রশ্ন করেন "তোমাদের এই জিলায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা কতজন? কত বলাতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, এত কম হইবার কারণ কি?" এই প্রকার প্রশ্ন তাঁহারই মত ব্যক্তির নিকট হইতে আশা করা যায়।

মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো তাঞ্জোর-জিলায় যান দাক্ষিণাত্যের নাচ দেখিতে! একদিন আমার স্বামী তাঁহার ভূতপূর্ব্ব এক কলেক্টরের (তখন তিনি মহীশূর মহারাজার প্রাইবেট সেক্রেটারী) নিকট হইতে এক পত্র পান যে মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো মহীশূরে আসিয়াছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যের আসল নাচ দেখিবার জন্য বড় উৎসুক এবং জিজ্ঞাসা করেন আমার স্বামী তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন কিনা! উত্তরে আমার স্বামী জানান যে তিনি বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন কারণ তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব রাজা শিবাজীর ভায়ের বংশধরদের প্রাসাদে তখনও খুব উৎকৃষ্ট নাচ হইত। তাই মঁসিয়ে ক্লেমাঁসো ৮০ বৎসর বয়সে তাঞ্জোরে খাঁটি দাক্ষিণাত্যের নাচ দেখিতে যান! রাজপ্রাসাদে নাচ দেখিবার পর আমার স্বামী তাঁহাকে তাঞ্জোরের রাজাদের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার দেখাইতে লইয়া যান। এই পুস্তকাগারে অনেক পুরাতন পুঁথি ও পুরাতন পুস্তক দেখিবার পর যখন বাহির হইয়া আসিতেছিলেন তখন গ্রন্থরক্ষক তাঁহার সম্মুখে দর্শকদিগের মন্তব্য লিখিবার খাতা ধরিলেন। মঁসিয়ে ক্লেমাঁসোর মাথায় তখনও তিনি যে নাচ দেখিয়াছিলেন তাহার ছবি ঘুরিতেছিল এবং পুস্তকটি নর্ত্তকীরা পাঠাইয়াছে মনে করিয়া উহাতে লিখিলেন যে এই অতিসুন্দরী মেয়েদের (ত্রে জোলী ফীই) নাচ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন! আমার স্বামী সেই লেখাটি পাঠ করিয়া মঁসিয়ে ক্লেমাঁসোকে কিছু বলিলেন না তবে গ্রন্থরক্ষককে সেই মন্তব্য লেখার পুস্তকখানি অতিযত্নে রাখিয়া দিবার আদেশ করিলেন।

**তুর এ্যেফেল :**—ইহা প্যারিসের এক অদ্ভুত বস্তু এবং শহরের অনেক মাইল দূর হইতে ইহা দেখা যায়। এই টাওয়ারটি মুখ্যতঃ ইস্পাতে নির্ম্মিত এবং দেখিতে যে ঠিক সুন্দর তাহা নয় তবে অত্যন্ত অদ্ভুত। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে এক বৃহৎ প্রদর্শনী হইবার সময় এই টাওয়ারটি নির্ম্মিত হয়। তখন এই টাওয়ার জগতের সর্ব্বোচ্চ হর্ম্ম্য বলিয়া পরিগণিত হইত কিন্তু এইরূপ বিষয়ে আমেরিকাবাসীরা সহজে পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্র নয় এবং পরে তাহারা

যে ক্রাইসলার বিল্ডিং ও এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং নির্ম্মাণ করে সে দুইটি আইফেল টাওয়ার অপেক্ষা উচ্চ। এখন আইফেল টাওয়ার জগতের সর্ব্বোচ্চ হর্ম্ম্যগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইহার নিম্নতম অংশটি চতুষ্কোণ, প্রতি দিক মাপে ১৪২ গজ এবং ক্রমশঃ ইহা সরু হইয়া উঠিয়াছে; ইহার ভিতর তিনটি মঞ্চ আছে এবং সেগুলির উপরে লিফ্‌ট দিয়া উঠিতে হয়। প্রথম মঞ্চটি প্যারিসের নোতরদাম কেথীড্রালের মীনারের সমান উচ্চ, দ্বিতীয় মঞ্চটি স্ত্রাসবুর মহামন্দিরের চূড়ার সমান উচ্চ এবং তৃতীয় মঞ্চটি জমি হইতে ৯০৫ ফীট উচ্চ। এই টাওয়ারের সর্ব্বোচ্চ অংশ জমি হইতে ৯৮৫ ফীট (৩০০ মীটার) উচ্চ। আমেরিকার ক্রাইসলার বিল্ডিং ১০৪৮ ফীট এবং এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং ১২৫০ ফীট উচ্চ। প্রত্যেক মঞ্চে কাফে, রেষ্টোরাঁ, দোকান প্রভৃতি আছে এবং তথায় দাঁড়াইয়া ফটোগ্রাফ তোলান যায়। আমি সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে উঠিয়া তথায় চা পান করি ও কতিপয় দ্রব্য ক্রয় করি। চা যাহা পান করিলাম তাহা পান করিবার যোগ্য নয়, কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, আইফেল টাওয়ারের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে উঠিয়া কিছু খাইলাম তো! ভাল চা তো সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় (যদিও ফ্রান্সে সর্ব্বত্র নয়, কারণ সেখানে কফি পান করাই রেওয়াজ, চা নয়)। এই মঞ্চ হইতে প্যারিসের অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি পরিষ্কার দিনে চারিদিকে ৫০ মাইল দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দুঃখের বিষয় আমি যে দিন আইফেল টাওয়ারে উঠিয়াছিলাম সে দিন তত পরিষ্কার ছিল না। এই প্রকাণ্ড টাওয়ার নির্ম্মাণ করিতে কিরূপ মাল মশলা ব্যয় হইয়াছে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বলি যে তাহাদের ওজন ৭০০০ টন এবং এই টাওয়ার নির্ম্মাণ করিতে ২৫ লক্ষ পেরেকের (rivet) আবশ্যক হইয়াছে! রাত্রে নানা বর্ণের বৈদ্যুতিক দীপে টাওয়ারটি যখন আলোকিত হয় তখন ইহা এক অপরূপ শোভা ধারণ করে।

**প্যারিসে ফ্লাডলাইট :**—প্যারিসের কথা আর কত বলি? তবে এই মাত্র বলি যদিও তাহা বলা বাহুল্য যে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা ভিন্ন আরও প্রচুর সুন্দর, আশ্চর্য্য, চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ বস্তু এই মহানগরীতে দেখিবার আছে এবং যাহা দেখিয়াছি সেইগুলির বিষয়ে আরও অনেক বলিবার আছে। সে যাহা হউক, সময় অভাবে আর অধিক কিছু আমি দেখিতে

পারিলাম না এবং ক্ষমতার অভাবে আর অধিক কিছু বলিতেও পারিলাম না। তবে প্যারিস সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাকে বলিতেই হইবে। এই নগরের অট্টালিকাসমূহ, রাস্তাঘাট দিনমানে যে অত্যন্ত সুন্দর দেখায় সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাত্রিকালে কিন্তু যখন রাস্তায়, পার্কে, প্লাসগুলিতে, বাড়ীতে ও দোকানে আলো জ্বলে তখন প্যারিসের শোভা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায় এবং তখন এই মহানগরী এক অপার্থিব রূপ ধারণ করে। আমি জানিনা প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটি একা আলোর জন্য কত অর্থ ব্যয় করে—সে নিশ্চয় এক অসম্ভব সংখ্যা হইবে! তবে মনে হয় প্রতি রাত্রেই যেন এই শহরে একটি আলোকসজ্জা হয়। আবার যখন প্রতি রবিবার এবং পর্ব্বদিন রাত্রে কতিপয় প্লাস এবং বিশেষ বিশেষ প্রাসাদগুলি "ফ্লাডলাইট" দ্বারা আলোকিত হয় তখন রাত্রিকে দিন বলিয়া ভ্রম হওয়া কঠিন নয়। যাহারা প্যারিসের এই অপরূপ শোভা দেখিয়াছে তাহারা তাহার স্মৃতি তাহাদের মনঃ হইতে শীঘ্র অপসারিত করিতে পরিবে না।

**প্যারিসের আশে পাশের গ্রাম** ঃ—প্যারিসে যাহারা যায় তাহারা কেবলমাত্র প্যারিস দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না, ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ ছোট নগর ও ছোট বড় পল্লীগ্রাম কতকগুলিও দেখিয়া যায়। এই নগর ও পল্লীগ্রামগুলির অধিকাংশই সেইন নদীর উপত্যকায় বা অন্য কোন নদীর উপর স্থিত এবং ট্রেণ বা ব্যাস বা ট্র্যামযোগে বা সেইন নদীর উপর দিয়া মোটর বোটে অতি সহজে ও শীঘ্র তথায় পৌছান যায়। ইহাদের প্রত্যেকটির নিকটে জল এবং অনতি-দূরে অনুচ্চ পাহাড় থাকায় ইহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতিশয় স্নিগ্ধ ও মধুর। ইহারা প্রত্যেকেই ফ্রান্সের ইতিহাসে কোন না কোন কারণে চিত্তাকর্ষক এবং প্রসিদ্ধ, প্রত্যেকটিতে কোন না কোন চিত্তাকর্ষক বস্তু দেখিবার আছে। ইহাদের রাস্তাঘাট, বাড়ী, পার্ক, গির্জ্জা, দুর্গ সবই বিশেষ সুন্দর বা চমৎকার না হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং কোন না কোন কারণে এইগুলি চক্ষু ও মনকে আকৃষ্ট করে। এইরূপ বেয়ার্সাই, ফন্তেনেব্লো, মালমেঁজ, বার্বিজঁ, স্যাক্লু, ম্যেদঁ, শাঁতিলি, শার্তার, স্যা জের্মাঁ প্রভৃতি অনেক সুন্দর গ্রাম প্যারিসের চারিদিকে ও নিকটে আছে। তাহাদের মধ্যে পাঁচ ছয়টি মাত্র আমি দেখিয়াছি এবং যে গুলি দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে বেয়ার্সাই, ফন্তেনেব্লো, মালমেজঁ এবং বার্বিজঁর কথা কিছু বলিব।

**বেয়াস´াই**ঃ—বাল্যকালে ইংরাজী ইতিহাসে বেয়াস´াইএর নাম সকলেই পাঠ করিয়াছেন তবে সে স্থান যে সন্ধি স্বাক্ষর করা ব্যতীত আর অন্য কোন কারণে প্রসিদ্ধ ছিল অথবা তথায় যে আর কিছু আছে তাহা আমাদের স্কুল-পাঠ্য ইংরাজী ইতিহাসে উল্লেখ নাই! এই ক্ষুদ্র নগরে যতগুলি বিখ্যাত সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বোধ হয় প্যারিস ব্যতীত জগতের আর কোন নগরে তত হয় নাই। এখানে তিনটি সন্ধির কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সন্ধি, ১৮৭০-৭১ সালের ফরাসী জর্ম্মন যুদ্ধ-বিরতি এবং গত মহাযুদ্ধের অবসান সন্ধি বেয়াস´াইতে-ই হয়।* অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি বেয়াস´াই একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল মাত্র।

১৬২৭-৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা ত্রয়োদশ লুই বেয়াস´াই গ্রামে এক ক্ষুদ্র "শাতো" বা শিকার-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যকালে যখন রাজা চতুর্দ্দশ লুই এই ক্ষুদ্র শিকার-গৃহটিকে এক বিরাট রাজ প্রাসাদে পরিবর্ত্তন করিলেন তখন হইতেই বেয়াস´াইয়ের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পাইল। পরে ১৬৮২ সাল হইতে ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাজারা এই স্থলে বাস করিতেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পরও ফ্রান্সের কতিপয় রাজা এই প্রাসাদে বাস করিলেন। বস্তুতঃ রাজা চতুর্দ্দশ লুই কর্ত্তৃক এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের পর হইতে ফ্রান্সের ইতিহাসের অনেক বিশিষ্ট ঘটনা এই স্থলেই সংঘটিত হইয়াছে। রাজা চতুর্দশ লুই এর মৃত্যু এই প্রাসাদে ঘটে, তাঁহার পৌত্র পঞ্চদশ লুই এর জন্ম, বাস ও মৃত্যু এই প্রাসাদে হয়, এই স্থলের সন্ধির ফলে ইংরাজেরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে, ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ষ্টেটস জেনেরাল এর অধিবেশন এই প্রাসাদেই হয় এবং বিপ্লবীরা রাজা ষষ্ঠদশ লুইকে এই প্রাসাদ হইতে বলপূর্ব্বক প্যারিসে লইয়া যায়। পরে ১৭৯৫ সালে এই প্রাসাদটিকে অস্ত্রনির্ম্মাণের কারখানায় পরিণত করা হয় এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ১৮১৫ সালে প্রুশিয়ানরা এই প্রাসাদ লুণ্ঠন করে। এই প্রাসাদেই আবার ফরাসী প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর ১৮৭১ সালে ১৮ই জানুয়ারী মাসে প্রুশিয়ার রাজা জর্ম্মণীর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হয়। জর্ম্মণরা ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

* ইহা ব্যতীত আরও চারিটি সন্ধি স্বাক্ষর বেয়াস´াইএ হয় আমি জানি—তিনটি সন্ধি ফরাসী ও অষ্ট্রিয়ানদিগের মধ্যে ১লা মে ১৭৫৬ সালে এবং আর একটি উহাদেরই মধ্যে ১লা মে ১৭৫৭ সালে।

গেলে ১৮৮০ সাল অবধি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিবেশন এই স্থলেই হয় এবং গত মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধশান্তি সমিতির অধিবেশন এবং সন্ধি এই প্রাসাদেই হয়। ইহার পর বলা বাহুল্য যে বেয়াসাঁই জগতের আধুনিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় অধিকার করিতেছে।

বেয়াসাঁই রাজপ্রাসাদ এই সব বিশিষ্ট ঘটনার যোগ্য বটে! ইহা যে কত প্রকাণ্ড তাহা বাহির হইতে দেখিয়া সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন। এই প্রাসাদ বাহির হইতে যে বড় দেখায় না তাহা নয়। ইহার উদ্যানের দিকের সম্মুখভাগ সিকি মাইল লম্বা এবং প্রাসাদটিকে অত্যন্ত বৃহৎ এবং দৃঢ়বদ্ধ দেখায়। তথাপি ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলেই ইহা যে কত বড় তাহা জানা যায়। ঘরের পর ঘর, যতই যাই ছোট, বড়, প্রকাণ্ড ঘর, ঘরের আর অন্ত নাই, শেষ নাই বলিয়া মনে হয়। তিন চারি ঘণ্টা ঘুরিয়া ঘরগুলি দেখিবার পর যখন ক্লান্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম তখন প্রদর্শক বলিল যে আমি এই প্রাসাদের এক চতুর্থাংশ মাত্র দেখিয়াছি! আর ঘরগুলি কি লম্বা, কি প্রশস্ত, কি উচ্চ ও কি অদ্ভুত প্রকারে সজ্জিত!! এই সকল ঘরের মেজের, দেওয়ালের ও ছাদের কি বাহার!!! কোন স্থান খালি নাই, মেজে হইতে ছাদ অবধি সর্ব্বত্র নানা চিত্রে চিত্রিত। ইহার ছাদের বাহার ও কারিকুরি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। দেখিবামাত্রই প্রথমে মনে হয় যে মানুষের অর্থে ও শ্রমে এইরূপ একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব, কোন ভৌতিক ক্রিয়ার দ্বারা এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে! পরে আবার মনে হয় যে যদি তাহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করিতে ও সাজাইতে একটি বিপুল বাহিনীর বহু শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল। প্রসাদ নির্ম্মাণ করা দূরে থাক, ইহার ছাদের রঞ্জিত ফুল, মূর্ত্তি ও অন্যান্য বিস্তীর্ণ সাজসজ্জা ও ইহার ঘরের ভিতরের কার্ণিশগুলি নির্ম্মাণ করিতে এক যুগ লাগিয়া থাকিবে! কথিত আছে, এক দিন রাণী মারী আন্তয়নেত এই প্রাসাদের এক বাতায়ন হইতে ইহার উদ্যানের দিকে দেখিতে দেখিতে বলেন ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে এই বাতায়নের সম্মুখে কোন জলাশয় দেখা যায় না। পর দিন সকালে রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই গবাক্ষ হইতে দেখেন যে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড জলাশয় বিস্তৃত! রাজার সুইস দেহরক্ষীগণ সেই এক রাত্রের মধ্যেই ঐ জলাশয় খনন করে!! এই হারে যদি সমস্ত প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্য এই বিরাট ব্যাপারটি কিরূপে সম্পাদিত হইল তাহা কতক বুঝা যায়।

এই প্রাসাদের কতক অংশে এখন কতিপয় মিউজিয়াম আছে। ফ্রান্সের গৌরবস্মৃতি রক্ষার্থ রাজা লুই ফিলিপ যখন এই প্রাসাদটি উৎসর্গ করেন তখন এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠানের বাসনা তাঁহার মনে জাগরূক হয়। এই মিউজিয়মগুলির মধ্যে একটিতে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিশিষ্ট দ্রব্যাদি, স্মৃতিচিহ্নগুলি ও ঐতিহাসিক প্রদর্শনী বিশেষ দ্রষ্টব্য। আর একটিতে ঐতিহাসিক চিত্রসমূহের এক অদ্বিতীয় সংগ্রহ আছে। এই মিউজিয়মের সমুদয় চিত্র সঞ্চয় করিতে ছয় লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হয়। গ্যালেরী দে বাতাই ( Galerie des Battailles ) একটি প্রকাণ্ড ঘর এবং ইহা অতি সুন্দর—ইহা ৩৯৪ ফীট লম্বা এবং ৪৩ ফীট চওড়া। ফরাসী-বিজয়ের চিত্রমালায় ইহার দেওয়ালগুলি সুশোভিত। ফরাসী ইতিহাস পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে অন্ততঃ জুলিয়াস সীজারের সময় হইতে—অর্থাৎ ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রাক্কাল হইতে অদ্যাবধি ফারাসীরা সমর শিক্ষায় অতুলনীয় এবং এই ঘরের চিত্রগুলিও সেই মত সমর্থন করে। এই জাতি তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি সমগ্র ইয়োরোপে নানা জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে এবং অনেকবার অনেকের নিকট পরাজিত হইলেও ইহারা কখন পরাজয় স্বীকার করে নাই এবং প্রত্যেক পরাজয়ের পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে !

স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাল দ্য স্পেক্তাকল, গ্রাঁদ্ গালেরী এবং এই প্রাসাদের উপাসনা-গৃহটি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষতঃ এই উপাসনা গৃহটি যে কি সুন্দর এবং ইহা যে আমার কি ভাল লাগিল তাহা বলিতে পারি না। ইংল্যাণ্ডে হ্যাম্পটন কোর্টের উপাসনা-গৃহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে কিন্তু বেয়ার্সাই প্রাসাদের উপাসনাগৃহ উহা অপেক্ষা আরও মনোহর। বেয়ার্সাই প্রাসাদের মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রধান সোপানগুলিও দেখিবার জিনিস। এইরূপ সোপান জগতে অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না।

এই প্রাসাদ দেখিতে আসিয়া ইহার প্রকাণ্ড ইতিহাস প্রসিদ্ধ “কাঁচের গৃহ” না দেখিয়া কেহ গৃহে ফিরিয়া যায় না। এই প্রকাণ্ড গৃহের দেওয়ালে অনেক বৃহদাকার আয়না আছে, এবং এই গৃহেই ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের বিজেতা প্রুশিয়ার রাজা উইলিয়াম সমগ্র জর্ম্মণীর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হয়। এই ঘটনা ফ্রান্সের মনে আঘাত দিয়াছিল, কারণ ফ্রান্সকে জয় করিয়া ফ্রান্সেরই রাজ-

প্রাসাদ হইতে এইরূপ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য ফ্রান্সকে অপমান করা। গত মহাযুদ্ধের অবসানে এই গৃহেই বিজিত জর্ম্মণদের, তাহাদের এই গৃহ হইতে ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ঘোষিত সাম্রাজ্যের শমনস্বরূপ, অত্যন্ত মর্য্যাদাহানিকর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে হয়। বেয়ার্সাই প্রাসাদের এই গৃহেই যে এই শান্তি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় তাহা ঘটনা পরম্পরায় দৈবাৎ হয় নাই। জর্ম্মণকৃত অপমান ফ্রান্স তখনও ভুলিতে পারে নাই; ইহাই তাহার প্রতিশোধ। যে টেবিলের উপর এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেটিও এই ঘরে দেখিলাম।

এই বিরাট প্রাসাদে অপরাপর অসংখ্য অত্যাশ্চর্য্য ও অতিমনোহর দেখিবার বস্তু থাকিলেও ইহার ফ্রান্সের রাজারাণীদিগের থাকিবার নিজস্ব কক্ষগুলি, বিশেষ করিয়া যে ঘরগুলিতে হতভাগিনী মারী আন্তয়নেত থাকিতেন সেই ঘরগুলি আমার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিল। ফ্রান্সের এইসকল রাজারাণীরা কি ঐশ্বর্য্য কি বিলাসই না ভোগ করিয়া গিয়াছে তথাপি তাহাদের জীবন কি দুঃখান্তক! বিশেষতঃ রাণী মারী আন্তয়নেত ও তাঁহার স্বামী রাজা ষষ্ঠদশ লুয়ের কথা স্মরণ করিলে মন অবসাদে পূর্ণ হয় বিষাদে ভরিয়া উঠে। আর এইসব ঘর দেখিবার সময়ে কে তাঁহাদের কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে? বাস্তবিক দেখিবার সময় মনে হয় যেন মারী আন্তয়নেতের প্রেতাত্মা আমাদিগের সম্মুখে চলিতেছে, যেন সেই হতভাগিনী স্বয়ং তাঁহার ঘরগুলি আমাদিগকে দেখাইতেছেন! এবং শেষে যখন দেখিতে দেখিতে তাঁহার নিজস্ব সোপানাবলীতে পৌঁছাইলাম—যাহা হইতে নামিয়া তিনি এই প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করেন—তখন মনে হইল আজ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা একটি বিষাদদৃশ্য দেখিলাম!

বেয়ার্সাই প্রাসাদ যেরূপ প্রসিদ্ধ ও সুন্দর তাহার উদ্যানও সেইরূপ প্রসিদ্ধ ও সুন্দর। এই প্রাসাদের বাতায়ন হইতে কৃত্রিম, মানুষের হস্তরচিত যে কি অপরূপ শোভা দেখা যায় তাহা বলিতে পারি না। সম্মুখে প্রসিদ্ধ ল্য নোতর দ্বারা নির্ম্মিত সুন্দর সুবিস্তৃত উদ্যান, অনেক সুন্দর পুষ্পদান ও মূর্ত্তি, ফোয়ারা ও জলাশয় দ্বারা সুশোভিত, দূরে "সবুজ কার্পেট" ( Tapi vert ) এবং আরও দূরে আড়ভাবে দুইটি খাল এবং বহুদূরে পাহাড়। যতদূর দেখা যায় উদ্যান, জলাশয় ও পাহাড়-সব হরিৎবর্ণ। ল্য নোতর এর বাগান সাধারণ কৃত্রিম রীতি অনুসারে রচিত হইলেও প্রাসাদের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে। ইহাতে যে

কারুকার্য্য খচিত ভাণ্ড ( Vase ) ও মূর্ত্তি আছে সেগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ও মনোরম এবং সেগুলি হয় প্রকৃতই প্রাচীন না হয় তাহাদের নকল। আর উদ্যানের ফোয়ারাগুলির কথা কি বলিব? তাহারা জগৎবিখ্যাত ও জগতে অতুলনীয়। সেগুলি গ্রীষ্মকালে মাসের প্রথম রবিবারে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য খোলা হয় এবং বড়গুলির জল উর্দ্ধে ৭৪ ফীট পর্য্যন্ত উঠে! প্রাসাদের দক্ষিণ-দিকে যে কমলালেবুর বাগান আছে তাহা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং এই কমলানেবুর বাগানের মধ্যে যে স্থাপত্য কার্য্য আছে তাহা বেয়ার্সাইএর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে ১২০০ কমলালেবুর গাছ আছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন যে গাছটি সেটি ১৪২০ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে! এই বাগানে ৩০০ প্রকার অন্য গাছও আছে।

বেয়ার্সাই প্রসাদের প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে দুইটি সুন্দর ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আছে—গ্রাঁ ত্রিয়ানঁ এবং পেতি ত্রিয়ানঁ। প্রথমটি রাজা চতুর্দ্দশ লুই মাদাম দ্য ম্যাঁতেনঁর জন্য এবং দ্বিতীয়টি রাজা পঞ্চদশ লুই মাদাম দ্যি বারীর জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! প্রথমটিতে নেপোলিয়ন যে সকল গৃহে বাস করিতেন সেগুলি বড় চিত্তাকর্ষক। এই অট্টালিকার পূর্ব্বদিকে একটি গাড়ীশালা আছে। তথায় অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক রাজ-শকট রক্ষিত হইয়াছে। সেগুলিও দেখিবার যোগ্য। পেতি ত্রিয়ানঁনে রাণী মারী আন্তয়নেতের ঘরগুলি, তাহার আয়না ও জহরৎ রাখিবার বাক্স অতি উৎকৃষ্ট। কথিত আছে যে রাণী মারী আন্তয়নেত একদিন এই আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখেন যে তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া এক রক্তবর্ণ দাগ রহিয়াছে! দেখিবামাত্র তিনি অত্যন্ত ভীত হন। লোকে ইহার দুইটি উত্তর দেয়। কেহ কেহ বলে তাঁহার ভবিষ্যতে মস্তকছেদনের ইহা পূর্ব্বাভাস। অপর উত্তরটির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নাই এবং বাস্তবের সান্নিধ্য লাভ করে। তখন-কার রাজা রাণীরা বেষভূষায় সদাই সজ্জিত ও গন্ধদ্রব্যে সদাই নিমজ্জিত থাকিলেও স্নানে বড়ই বিমুখ ছিলেন। রাণীর গলায় এই গোলাকার দাগ তাঁহার দেহের ময়লাজনিত বা কোন পীড়কা হইবে। আরও শুনিয়াছি যে ইয়োরোপে তাঁহার সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চতুর্দ্দশ লুই যাঁহার দরবারের চাল চলন, আচার ব্যবহার, ভোগবিলাস, আদবকায়দা, ইয়োরোপের অন্যসকল রাজারা নকল করিত, তিনি যখন তাঁহার গায়ের জামা খুলিতেন তখন তাঁহার ভৃত্যদের তাঁহার নিকট দাঁড়ান কঠিন হইত!

আরও শুনিয়াছি যে এখনও ফ্রান্সের উত্তর প্রদেশের কোন কোন অংশে এবং ইয়োরোপের উত্তর অংশের নানাস্থানে লোকেরা বৎসরে দুই একবার মাত্র স্নান করে। ইয়োরোপের সকল দেশেই এখনও এইরূপ অনেক বাসগৃহ আছে যেখানে স্নান করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। এমনকি গ্রেট ব্রিটেনে, যেখানে ইয়োরোপের অনেকদেশের অপেক্ষা স্নান করিবার প্রথা আমাদের দেশের অনুকরণে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেখানেও অদ্যাপি ৪০০০০০০ (চল্লিশ-লক্ষ) বাড়ী আছে যেখানে কোন স্নানাগার নাই!

বেয়ার্সাই প্রসাদের অনতিদূরে একটি অদ্ভুত বস্তু দেখিবার আছে, ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম রাণী মারী আন্তয়নেতের আদেশে নির্ম্মিত। যখন জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বিলাসপূর্ণ রাজগৃহ, তাহার আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবাদি ও কুটিলতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ রাণীর অসহ্য হইয়া উঠিত তখন সীজারের দুহিতা, ফ্রান্সের রাজ-মহিষী, বেয়ার্সাই ত্যাগ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া কৃষকপত্নী সাজিয়া তাঁহার সভাসদদিগের সহিত বাস করিতেন! ইহা তাঁহার ছলনা বা খেয়াল-ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ, ইহা সত্য যে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া গোপাঙ্গনা সাজিয়া গাভাদোহন করিয়া গোপবালকদের সহিত বাঁশির সুরে নৃত্য করিয়া তাঁহার তিক্ত হৃদয় কোন শান্তিলাভ করিত না। মনের শান্তি পাইতে হইলে অন্য পথ অবলম্বন করিতে হয়—সে পথ ত্যাগের পথ, ভোগের পথ নয় —ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকিয়া খেয়ালের দ্বারায় পরিচালিত হইয়া কে কবে কোথায় শান্তিলাভ করিয়াছে? রাণী মারী আন্তয়নেত রচিত পর্ণকুটীর, গোশালা, বিহারস্থল এখনও বিদ্যমান আছে, সেগুলি আমি দেখিলাম।

**ফন্তেনেব্লো প্রাসাদ ও অরণ্য**:—ফন্তেনেব্লো গ্রাম প্যারিস হইতে ৩৭ মাইল দূরে, ফন্তেনেব্লো অরণ্যের পার্শ্বে। এইস্থলে ফ্রান্সের রাজাদের এক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ আছে। ফন্তেনেব্লো বন, ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর অরণ্য—প্রায় ৫০ মাইল উহার ব্যাস। ট্রেণে করিয়া প্রাসাদে যাইলে অনেকগুলি সুন্দর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। আমি ট্রেণে না গিয়া মোটর কোচে এসুসন এবং বার্বিজঁ দিয়া অরণ্যের ভিতর দিয়া ফন্তেনেব্লো গিয়াছিলাম। এসুসন গ্রামে বেরনার্দাঁ দ্য স্যাঁ পিয়ের পল ও বার্জ্জীনিয়া গল্প লিখেন। বার্বিজঁর কথা পরে বলিব। এই অরণ্যের

পার্শ্বস্থিত প্রাসাদ বেয়ার্সাই প্রাসাদ অপেক্ষা অনেক পুরাতন এবং এই প্রাসাদেও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে রাজা সপ্তম লুই এই স্থলে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া এই দুর্গটিকে এক বিরাট প্রাসাদে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। এই প্রাসাদ যদিও বাহির হইতে দেখিতে তত সুন্দর নয়, ইহার অভ্যন্তর ফরাসী ও ইতালীয় শিল্পীদিগের সাহায্যে অতি সুচারুরূপে শোভিত হয়। ইহার সম্মুখের অঙ্গন হইতে উঠিবার সিঁড়ি নূতন ধরণের—অশ্বক্ষুর আকারের। পূর্ব্বকালে ফ্রান্সের রাজারা প্রায় এই প্রাসাদে বাস করিতেন এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই প্রাসাদে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই প্রাসাদে রাজা চতুর্থ আঁরি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধের জন্য মারেশাল বিরঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং এই প্রাসাদে রাজা চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের অনেক অনর্থের মূল যে নান্‌তের অনুশাসন রদ্ তাহা স্বাক্ষর করেন। ১৮০৯ সালে এই প্রাসাদেই জোজেফীনের বিবাহ বিচ্ছেদ আজ্ঞা ঘোষিত হয়। এই প্রাসাদে পাঁচটি অঙ্গন আছে এবং ইহার সম্মুখের অঙ্গনে—Cour du Cheval Blanc—নেপোলিয়ন তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির পর তাঁহার "ভিয়েগার" দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া এল্বা দ্বীপের জন্য যাত্রা করেন এবং পরে এল্বা হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্যারিসে প্রবেশ করিবার পথে আবার এই অঙ্গনেই সেই সৈন্য পরিদর্শন করেন।

এই প্রাসাদের অনেক ঘরই অত্যন্ত সুন্দর তবে যে ঘরগুলিতে নেপোলিয়ন বাস করিতেন সেগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। নেপোলিয়নের সিংহাসনগৃহ, শয্যাগৃহ, স্নানাগার, তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষর ঘর, পাঠগৃহ, সবই তাঁহার সময়ের মত চতুর্দশ লুইয়ের সময়ের আসবাবে এখনও সজ্জিত আছে। তিনি যে গৃহে বিচ্যুতিপত্র স্বাক্ষর করেন সে ঘরটিও দেখিলাম এবং স্বাক্ষর করিয়া যে দ্বার দিয়া তিনি এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনের জন্য যাত্রা করেন আমাদের প্রদর্শক সে দ্বার ও দেখাইল।

এই ঘরগুলি ব্যতীত যে মহলে রাণী মারী আন্তয়নেত ও যে মহলে মাদাম দ্য ম্যাতেনঁ থাকিতেন সে ঘরগুলিও অত্যন্ত সুন্দর ও অত্যন্ত সুশোভিত। মারী আন্তয়নেতের মহলে তাঁহার বসিবার ঘর, তাহার পার্শ্বে তাঁহার শয়নগৃহ, তাঁহার সঙ্গীত গৃহ, তাহার পার্শ্বে তাঁহার পরিচর্য্যাকারিণীদের ঘর এবং আরও অন্যান্য কতিপয় ঘরও দেখিলাম। গালেরী দ্য দিয়ান নামে

এক প্রকাণ্ড হল ঘর আছে, উহাতে এক গ্রন্থসংগ্রহ ও কতিপয় সুন্দর কৌতুহলোদ্দীপক বস্তু আছে। সালঁ দ্য রেসেপ্‌সিয়ঁ তখনকার বসিবার ঘর ছিল। ইহাতে অনেক মহামূল্য ও বিচিত্র ট্যাপেষ্ট্রী আছে। প্রধান সোপানটি গালেরী দ্বিতীয় আঁরি অথবা সাল দে ফেত্‌এ গিয়াছে। অনেকের মতে ইহা জগতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহসমূহের অন্যতম। ইহাও রাজোচিতভাবে সজ্জিত। মাদাম দ্য ম্যাতেনঁর মহলে গালেরী দ্য প্রথম ফাঁসোয়া রোস্‌সো রোস্‌সি (Rosso Rossi) কর্ত্তৃক পৌরাণিক এবং রূপক নানারূপ চিত্র দ্বারা মহিমান্বিতরূপে সজ্জিত। এই প্রাসাদের উপাসনাগৃহও বড় সুন্দর, বিশেষতঃ ইহার ছাদটি। ইহা মিকেল আঞ্জেলোর অনুসারে ফ্রেমিনের দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রাসাদের উদ্যানে এক পুষ্করিণীতে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রুই মাছ জাতীয় মাছ আছে, সেগুলি অনেকে দেখিতে যায়, আমিও দেখিলাম। এখানে একটি চিনা প্রদর্শনী আছে। সেটি আমি দেখিবার সময় পাই নাই।

শুনিয়াছি ফন্তেনেব্লো অরণ্য দেখিতে বড সুন্দর—মনোহর। ইহার একদিকে সেইন নদী এবং ইহা পর্ব্বতময় বলিয়া ইহার অনেকাংশ অত্যন্ত সুন্দর। ফ্রাঁশারের গিরিপথ, সন্ন্যাসীর পাহাড়, উইপিং রক এবং আপ্রেমঁ গিরিপথ ও পাহাড় ও তাহার মধ্যে দস্যুদের গুহা, গ্রো ফুতো শিল্পিগণের মিলনস্থল, ছোট ছোট জলাশয় সহ বেল ক্রোয়া, সম্রাটের দুর্গ এই সকলই এই অরণ্যের অতি সুন্দর অংশ। সম্রাটের দুর্গ হইতে এই বনের ও তাহার উপকণ্ঠ স্থানগুলির একটি চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়। যদিও আমি গাড়ী করিয়া এই অরণ্যের কিয়দংশ ভ্রমণ করি, ডিসেম্বর মাসে গাছ পালা সবই শুষ্ক দেখাইল এবং বনের শোভা তেমন কিছু দেখিতে পাইলাম না। তবে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই অরণ্যের শোভা যে অতি সুন্দর হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

**লা মাল্মেজঁ** :—লা মাল্মেজঁ প্যারিসের অতি নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামের অন্তর্গত। নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের কন্‌সল ছিলেন তখন মাল্মেজঁ তাঁহার বাগানবাড়ী ছিল এবং এখানে তিনি জোজেফীনের সহিত প্রায় বাস করিতেন। ইহার অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাড়ীটির সম্মুখে দাঁড়াইলে ইহা এক সাধারণ বাড়ীর মত মনে হয়। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে

ইহাতে অনেক বড় বড় ঘর আছে দেখা যায় বটে, তবে স্থাপত্য শিল্প হিসাবে ইহার কোনই বৈশিষ্ট্য নাই। তবে আধুনিক দর্শকের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে নেপোলিয়ন এইখানে বাস করিতেন এবং এইখানে তাঁহার অনেক পরিশিষ্ট দ্রব্যাদি ও স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র মিউজিয়াম। নেপোলিয়ন সংক্রান্ত যে সকল জিনিস পত্র এখানে আছে তাহা কখনই অবহেলার বস্তু হইবে না। অন্যান্য অনেক দ্রব্যের মধ্যে তাঁহার ক্যাম্প খাটখানি বিশেষ দ্রষ্টব্য বলিয়া আমার মনে হইল। ইহা অতি সাধারণ ভাঁজ করা ক্যাম্প খাট যাহা যে কোন কর্ম্মচারীর হইলেও হইতে পারিত! একটি ঘরে তুইয়ারী প্রাসাদস্থ তাঁহার শয়নগৃহের আসবাব সব আছে। তাঁহার পত্নী জোজেফীনের শয়ন গৃহও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার সময়ে ইহা যেরূপ ছিল এখনও ঠিক সেইরূপ আছে।

**বার্বিজঁ** :—ফন্তেনেব্লোর পথে বার্বিজঁ গ্রামে নামিয়া তাহা ভাল করিয়া দেখিলাম। ইহা ফন্তেনেব্লো অরণ্যের বাহিরে শ্যামল ক্ষেত্র-বেষ্টিত এক ক্ষুদ্র গ্রাম। অন্যান্য গ্রামের তুলনায় ইহার যে কোন বিশেষত্ব আছে তাহা আমার মনে হইল না, তবে এই গ্রামে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর —মিলে, রুস্যো, জীম, শার্ল জাক্ বাস করিতেন ও চিত্র অঙ্কন করিতেন। তাঁহাদের চিত্রের কিছু বিশেষত্ব থাকায় তাঁহারা "বার্বিজঁ মতবাদ" নামে একটি চিত্রশিল্পের মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মিলের কার্য্যশালাটি দেখিলাম। সেটি আমার চক্ষে সাধারণ চিত্রকরদের শিল্পকক্ষর মতই দেখাইল।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে

গত মহাযুদ্ধের অবসানের চৌদ্দবৎসর পর ফ্রান্সে যাইয়া কতিপয় যুদ্ধক্ষেত্র না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না। যুদ্ধের সময়ে চারিবৎসর কাল প্রতিদিন কত যুদ্ধক্ষেত্রের কত সংগ্রামের কথা দৈনিক পত্রিকাদিতে পাঠ করিতাম, কত মৃত ও আহতদিগের তালিকা দেখিতাম, কতবার মনে করিতাম যে ফ্রান্স বুঝি আবার জর্ম্মণদিগের নিকট পরাজিত হয়, প্যারিস বুঝি আবার শত্রুহস্তে পতিত হয়। কি অতি-মানবিক উদ্যমের পর, কি অচিন্তনীয় বীরত্বের পর, কি অসীম স্বার্থত্যাগের পর, কি অসংখ্য জীবন উৎসর্গের পর ফ্রান্স তাহার স্বদেশ, তাহার সংস্কৃতি শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে তাহাও জানিতাম। তাই মনে হইল যে যে সকল যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্তিকার সহিত এত বীরত্ব, এত স্বার্থত্যাগ, এত স্বদেশপ্রীতি সংমিশ্রিত রহিয়াছে তাহাদের কতকগুলি দর্শন করিলে বোধ হয় তীর্থ-দর্শনের পুণ্য লাভ করিব। কেবলমাত্র কৌতুহলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমি যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে বাহির হই নাই।

আমরা যেদিন যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে যাই সেদিন বোধ হয় ২৫০ মাইলের অধিক মোটরকারে ভ্রমণ করি। একটি গাড়িতে আমরা দুইজন যাই, আমার স্বামী ও আমি, দুইজন আমেরিকান, চালক ও প্রদর্শক। সকাল ৮টার সময় প্যারিস হইতে নির্গত হইয়া রাত্রি ৯॥টার সময় প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করি। পথিমধ্যে মাত্র দুইবার বিশ্রাম করি, একবার মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য আর একবার চা-পানের জন্য; এতদ্ভিন্ন অনবরত গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া বেড়াই। দুঃখের বিষয় সেদিন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছিল। রীমস শহরে ১টার সময়ে দেখি যে উত্তাপ তখন ৩৪° ফ এবং অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়াতে দূরের বস্তু অনেক সময়ে দেখা যাইতেছিল না।

**মার্ণ নদীর উপত্যকা, পোর্তঁ্যা, রঁদি, পাবিয়ঁ—সু-বোআ, রেঁসি, গাঁয়ি** :—আমরা প্যারিস ত্যাগ করিয়া মার্ণ নদীর উপত্যকার দিকে যাই এবং মার্ণনদীর প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে বিখ্যাত অনেকগুলি স্থানের ভিতর দিয়া চলি। পোর্তঁ্যা, রঁদি, পাবিয়ঁ-সু-বোআ, ইহাদের ভিতর দিয়া আমরা রাজপথ ধরিয়া রেঁসিতে যাইলাম। ১৯১৪ সালে ২রা হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উর্ক সেনাবাহিনীর নেতা জেনেরাল দ্য মান্নুরী তাঁহার বাসস্থান বা প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র রেঁসিতে করিয়াছিলেন। রেঁসি ছাড়িয়া পরে গাঁয়িতে পৌঁছিলাম। ১৯১৪ সালে প্যারিসের সামরিক শাসনকর্ত্তা জেনেরাল গালিয়েনি যখন দেখিলেন যে শত্রু প্যারিসের অতি সন্নিকট এবং প্যারিস আর তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং তথায় তাঁহার সৈন্য রাখা বৃথা এবং উপস্থিতকে বরণ না করিলে চিরকালের জন্য হারাইতে হইবে এরূপ যখন অবস্থা তখন তিনি প্যারিসের সকল সৈন্য (French 7th Division) প্যারিসের ছয়শত ট্যাক্সিগাড়ী ধরিয়া প্যারিস হইতে মার্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে নান্তেরীল ল্য আঁদুইনে পাঠাইয়া দেন। এই ট্যাক্সিগাড়িগুলি ক্রমাগত এক রাস্তা দিয়া গিয়া অন্য এক রাস্তা দিয়া ফিরিয়া বৃত্তাকারে প্যারিসের সকল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বহন করিতে থাকে। সকলের মতে গালিয়েনির এই কার্য্য জফরের (Joffre) মার্ণ নদীর প্রথম যুদ্ধবিজয়ে এবং জলপ্রপাতের ন্যায় শত্রুদের অমোঘ গতিরোধে অনেক সাহায্য করে। গত মহাযুদ্ধে জর্ম্মণদের এই প্রথম পরাজয়। ইহার পর জর্ম্মণ সৈন্যের নেতা ফন ক্লুক কিছুদূর পলাইয়া মাটীর ভিতর গর্ত্ত করিয়া পরিখা যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং সেই যুদ্ধ চারিবৎসর কাল চলে!

**লিজ্রি, ক্লাই, মো, শার্লি**—তাহার পর আমরা লিজ্রি, ভাঁমুর দিয়া প্রথমে ক্লাই এবং পরে মোতে যাই। ১৯১৪ সালে ক্লাইতেই জর্ম্মণদের প্রথম গতিরোধ হয়। মার্ণের প্রথম যুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মো শহরের কিয়দংশ জর্ম্মণদের ও কিয়দংশ ইংরাজদের অধিকারে থাকে। তাহার পর শার্লি সহরের ভিতর দিয়া যাইয়া আমরা শাতো তীয়েরিতে পৌঁছাই। এই স্থলে ১৯১৮ সালের মার্ণনদীর দ্বিতীয় যুদ্ধে আমেরিকানরা বিশেষভাবে যোগদান করে। তাহাদের এখানে এক প্রকাণ্ড গোরস্থান আছে। শুনিয়াছিলাম কত সহস্র আমেরিকান সৈন্যের কবর এই গোরস্থানে

আছে এখন ভুলিয়া গিয়াছি, তবে জানি যে সমগ্র যুদ্ধে ১৩০,০০০ এর উপর আমেরিকান যোদ্ধা যুদ্ধে নিহত হয় না হয় রোগে আহত হইয়া মারা যায় এবং ১৯০,০০০ জন অক্ষম হয়। শাতো তীয়েরী কবরস্থানটি ভাল করিয়া দেখিলাম। তথায় দর্শকদিগের নাম ও ঠিকানা লিখিবার জন্য এক গৃহে একখানি পুস্তক আছে। অন্যান্য দর্শকদিগের ন্যায় আমিও এই পুস্তকে আমার নাম সহি করিলাম। এই কবরস্থানটি একজন আমেরিকানের তত্ত্বাবধানে আছে। পথিমধ্যে আর একটি ইংরাজ সৈন্যদের ক্ষুদ্র কবরস্থান দেখিয়া সেখানকার পুস্তকেও আমার নাম ধাম লিখিয়াছিলাম।

**বেল্লোউড**—শাতো তীয়েরির পর বেল্লোউডে যাই। এই স্থলে অনেক-দিন ধরিয়া রীতিমত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের চিহ্নাবশিষ্ট কতকগুলি পরিখাও এইস্থলে দেখিলাম কিন্তু সেগুলি প্রায় বুজিয়া আসিতেছে এবং এখন সেগুলি নর্দ্দমার মত দেখাইতেছে। বেল্লোউডের অরণ্যে একটিও বড় গাছ আর নাই, সবই যুদ্ধে ধ্বংস হইয়াছিল, তবে এখন সেখানে আবার নূতন করিয়া ছোট ছোট গাছ জন্মাইতেছে এবং সেগুলি হইতে বেল্লোউড কিরকম ছিল তাহা অনুমান করা যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে দিন আমরা এই যুদ্ধক্ষেত্র দেখি তাহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি হওয়াতে স্থানটি এত কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়াছিল যে আমাদের আমেরিকান সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে একজন পরিখা দেখিতে গিয়া পড়িয়া যায় এবং আমাদেরও অতি সতর্কের সহিত চলিতে হয়। সে দিন শীতও বেশ ছিল। এই কর্দ্দমাক্ত খালের ভিতর দিনের পর দিন ঐ রকম শীতে বসিয়া থাকা ও তথা হইতে কামান ও গোলার মধ্যে বাস করিয়া যুদ্ধ করা যে কি ভীষণ ব্যাপার তাহার কিছু আভাস পাইলাম। রক্ত-মাংসের শরীর কিরূপে এত কষ্ট সহ্য করিল তাহা কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তবে এ জগতে মানুষের অসহ্য ও অসাধ্য কি আছে?

**আমেরিকান সহযাত্রী**:—আমাদের কাল দেখিয়া আমাদের আমেরিকান সহযাত্রীরা বোধ হয় প্রথমে আমাদের সহিত তেমন আলাপ করিতে চায় নাই। পরে যখন শাতো তীয়েরীর গোরস্থানের পুস্তকে আমাদের নাম ধাম দেখিয়া জানিতে পারিল যে আমরা ভারতবর্ষ হইতে

আসিয়াছি তখন তাহারা এত আলাপ আরম্ভ করিল যে তাহাদের প্রশ্নে আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম ! প্রথমেই গান্ধীজীর বিষয়ে প্রশ্ন, তাহার পর ভারতে সাপের ও হিংস্রজন্তুর উপদ্রবের কথা, পরে ভারতের যাদুবিদ্যার কথা। আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বে ও পরে আমার যত আমেরিকান ভ্রমণকারী-দিগের সহিত আলাপ হইয়াছে তাহারও সকলেই আমায় ঠিক ঐসকল প্রশ্নই পরে পরে করিয়াছে। আমেরিকাতে আমেরিকানেরা কি রকমের তাহা জানি না কিন্তু যাহারা আমেরিকা হইতে ভ্রমণে বাহির হয় তাহারা যেন সকলেই একছাঁচে ঢালা বলিয়া মনে হয়। তাহাদের ধরণ ধারণ, নাকে কথা কহিবার ভঙ্গী, প্রশ্নসকল, আমেরিকার গর্ব্ব সবই এক ধরণের মনে হয়। যে সকল বিষয়ে তাহারা অনুসন্ধিৎসু অর্থাৎ গান্ধীজী, সাপ, বাঘ, যাদুবিদ্যা সে সকল বিষয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই তাহারা একেবারে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে চায় বলিয়া মনে হয়, অথচ যাহা বলি সেটি যে তাহারা ঠিক বুঝিতে পারিতেছে বা বেশী দিন মনে রাখিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। সর্ব্বদাই তাহারা যেন ব্যস্ত তরস্ত। ইয়োরোপে আসিবার পূর্ব্বে আমার ধারণাই ছিল না গান্ধীজী এখানে সর্ব্বত্রই কিরূপ বিখ্যাত এবং এখানকার সব দেশের লোকেরাই তাঁহার বিষয়ে জানিতে কিরূপ উৎসুক। অপরিচিত ভারতবাসীর সহিত কোন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক আলাপ আরম্ভ করিলেই প্রথমেই গান্ধীজীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেই ! আমরা যখন প্যারিস হইতে দেশে ফিরিবার জন্য মার্সে ই যাইতেছিলাম তখন প্যারিসের কয়েক ষ্টেশন পরে একজন আলজীরিয়াবাসী ফরাসী আমাদের গাড়ীতে উঠে। লোকটি গাড়ীতে উঠিবামাত্র গান্ধীজীর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিল এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে লিয়ঁতে নামিয়া গেল ততক্ষণ অবধি গান্ধীজীর ও ভারতবর্ষের বিষয়ে কথা কহিল। আমার স্বামীর ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকায় তিনি মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছিলেন "আমি তোমার অত প্রশ্নের উত্তর আর দিতে পারিতেছি না", কিন্তু সে লোকটি হটিবার নয়, সে বলিতে লাগিল "আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি, তুমি বলিয়া যাও"। এই প্রসঙ্গে আমাদের ছেলেরা যে এক গল্প বলিয়াছিল সেটি বলি। ইতালী ভ্রমণকালে পীজা নগরে গিয়া তাহারা হঠাৎ দেখে যে তাহাদের ইতালীয় মুদ্রা ফুরাইয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইংরাজী পাউণ্ড নোট ইতালীয় মুদ্রায় বদল করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এক ব্যাঙ্কে যায়। সেদিন শনিবার; ব্যাঙ্ক অন্যদিন অপেক্ষা

সেদিন শীঘ্র বন্ধ হইয়াছিল। তাহাদের ইতালীয় মুদ্রা অত্যন্তই আবশ্যক। সেইজন্য ব্যাঙ্কের দ্বারে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহা খুলাইয়া দ্বারবানের সহিত ইংরাজী, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় বাকবিতণ্ডা করিতেছে এমন সময়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাহিরে গোলমাল শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে আমাদের ছেলেরা তাহারা ভ্রমণকারী, ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছে ও তাহাদের ইতালীয় মুদ্রা অত্যন্ত আবশ্যক বলাতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বলিলেন "Come in, how is Mr. Gandhi ?" ("ভিতরে আসুন, মিষ্টার গান্ধী কেমন আছেন ?") মিঃ গান্ধী ভালই আছেন, ভালই থাকিবেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই বলাতে যদিও ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছিল তথাপি ইহার পর ইতালীয় মুদ্রা পাইতে কোন কষ্ট হইল না !

**রীম্‌স** ঃ—আমরা যখন রীম্‌স নগরে পৌছিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর। তখন এক রেষ্টোরাঁতে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া নগর-প্রদর্শনে বাহির হইলাম। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হওয়াতে এবং বোধ হয় আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া, মধ্যাহ্নভোজনের পর হোটেলওয়ালা যে বিল দিল উহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং আমাদের আমেরিকান সঙ্গীদের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিল চুকাইয়া দিয়া আমাদের নিকট আসিয়া তাঁহার গাত্রদাহ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন "আমার মনে হয় ফরাসীরা এই ভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের পাওনা ( আমেরিকার কাছে যুদ্ধের জন্য দেনা ) ইহারা আগামী খৃষ্টমাসের মধ্যেই শোধ করিয়া দিবে ! *

রীম্‌স ফ্রান্সের এক অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। পুরাকালে ফ্রান্সের রাজারা এই নগরের মহামন্দিরে রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজ ও বর্গ্যান্ডিয়ানদিগের দ্বারা উত্যক্ত অক্ষম সপ্তম শার্লকে এই কেথীড্রলে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার আজ্ঞা লোরেনের গোপ-বালা জোন স্বপ্নে পায় এবং সেই আজ্ঞা সেই ক্ষীণা বালিকা কিরূপে পালন করে তাহা জগতের ইতিহাসের এক অদ্ভুত ও চিত্তোদ্দীপক কাহিনী। এই মহামন্দিরটি অতি প্রাচীন ও বৃহৎ এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। গত মহাযুদ্ধে

* "I guess if these French people go on at this rate they will pay up all our debts before next Christmas !"

জর্ম্মনদের গোলাতে এই কেথীড্রলের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল এবং শুনিলাম যে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী রকফেলার এই মন্দিরটির মেরামত ও পুনরুদ্ধারের জন্য চল্লিশ লক্ষ ডলার দান করিয়াছেন। এই নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও চলিতেছে দেখিলাম। জর্ম্মন গোলাতে এই গীর্জ্জার দেওয়াল অনেক স্থলে ধ্বংস হইয়াছিল ত বটেই ইহার ভিতরে গোলা পড়িয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত হইয়াছিল। এই কেথীড্রলের কতিপয় প্রাচীন রঞ্জিত কাঁচের বাতায়ন অমূল্য এবং অত্যন্ত মনোহর। শুনিলাম যুদ্ধের সময়ে সেইগুলি মাটির নীচের ঘরে রাখা হইয়াছিল।

রীম্‌স ফ্রান্সের শ্যাম্পেন প্রদেশের মধ্যস্থলে। ইহার চারিপার্শ্বে বহু মাইল বিস্তৃত দ্রাক্ষালতার চাষ আছে এবং এই শ্যাম্পেন প্রদেশের দ্রাক্ষা হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকেই "শ্যাম্পেন" মদ্য বলে। রীম্‌স শহরে অনেকগুলি শ্যাম্পেন সুরার কারখানা আছে। কিরূপে শ্যাম্পেন মদ্য তৈয়ার হয় তাহা আমরা একটির ভিতর প্রবেশ করিয়া আদ্যোপান্ত দেখিলাম। বোতলে মদ পুরিয়া বোতলগুলি মাটির নীচে এক বিশিষ্ট উত্তাপের মধ্যে অনেক বৎসর রাখিতে হয়। আমরা যে কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম তাহাতে কত লক্ষ শ্যাম্পেনের বোতল ছিল তাহা কারখানার ম্যানেজার আমাদের বলিয়াছিলেন আমি বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা মাটির নীচে গুদামঘরগুলি বিচরণ করিয়া কিয়দংশ দেখিলাম। সেই অন্ধকার মাটির নীচের গলিগুলিতে দুই ধারে শ্যাম্পেনের বোতল সাজান। ম্যানেজার বলিল যে এই কারখানার মাটির নীচেকার সকল ঘরের দৈর্ঘ্য যোগ করিলে ৫০ মাইলের অধিক হইবে। আমার স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমাদের এই নগর ত' মহাযুদ্ধের সময় জর্ম্মণ-দিগের অধিকারে আসিয়াছিল তাহারা তোমাদের এই সব প্রকাণ্ড মদের কার-খানাগুলির কোন হানি করে নাই?" তাহার উত্তরে সে বলিল "হানি করা দূরে থাক, জর্ম্মণরা রীম্‌স হস্তগত করিবার পর তাহাদের প্রহরী বসাইয়া এই শ্যাম্পেন কারখানাগুলি বিশেষভাবে তাহাদের সৈন্যদের হস্ত হইতে রক্ষা করে। জর্ম্মণদের ধারণা ছিল যে ১৯১৪ সালের খৃষ্টমাসের পূর্ব্বে প্যারিস তাহাদের হস্তগত হইবে এবং উদ্দেশ্য ছিল যে তখন তাহারা এই সব কারখানা হইতে প্যারিসে ও বার্লিনে শ্যাম্পেন লইয়া গিয়া খৃষ্টমাস ভোজ করিবে।" এ সুখ তাহাদের ভাগ্যে আর ঘটিল না। সে ১৯১৪ সালে, এবং ১৯১৮ সালে জর্ম্মণরা বুঝিতে পারিল তাহারা কি ভুলই করিয়াছিল! ফরাসীরাও ১৮৭০

সালে এইরূপ ভুল জর্ম্মণ যুদ্ধে করিয়াছিল, কারণ তখন প্যারিস হইতে ফরাসী যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য যাত্রা করিবার সময়ে প্যারিসের রেলওয়ে ষ্টেশনে ও বুলবারে "À Berlin", "À Berlin" চীৎকার প্রায় শুনা যাইত! গত মহাযুদ্ধের সময় জর্ম্মণ যোদ্ধারা যখন বার্লিন ছাড়িত তখন তাহাদের ট্রেণে কখন কখন "Nach Paris" খড়িতে লিখা থাকিত! ১৯১৪ সালে লর্ড গ্রে এক বৈদেশিক দপ্তরসংক্রান্ত ভোজে বলিয়াছিলেন যে জীবনে তাঁহার সহিত কাইজারের চারিবার মাত্র সাক্ষাৎ হয় এবং এই চারিবারই কাইজার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ১২ দিনের মধ্যে প্যারিসে পৌছিতে পারেন! কিন্তু জর্ম্মণদের দুরদৃষ্টবশতঃ বন্যার ন্যায় ফন ক্লুকের প্যারিসাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা ফরাসীরা প্রথম মার্ন নদীর যুদ্ধে রোধ করে এবং প্যারিস খৃষ্টমাসের পূর্ব্বে বা পরে জর্ম্মণদের হস্তগত হইল না। তাহাদের আরও দুরদৃষ্ট যে তাহাদিগকে হঠাৎ রীম্‌স পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হয়, এত হঠাৎ যে পলাইবার পূর্ব্বে তাহারা এই সকল কারখানা ধ্বংস করিতে সময় পাইল না। এইরূপে রীম্‌সের শ্যাম্পেন কারখানাগুলি জর্ম্মণ হস্ত হইতে রক্ষা পায়।

**ফ্রান্সের শ্যাম্পেন প্রদেশ**:—রীম্‌স ছাড়িয়া আমরা অসমান শ্যাম্পেন প্রদেশের অসংখ্য দ্রাক্ষালতার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ছোট ছোট গ্রাম পার হইয়া চলিলাম। এই প্রদেশটি অত্যন্ত মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী দেখাইল। চারিদিকে দ্রাক্ষালতার বাগান এবং অসমতল ভুমি এবং মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম ও পাহাড়, সব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশের কৃষক ও এদেশের কৃষক, তাহাদের চাষবাস ও আমাদের দেশের কৃষকদিগের চাষবাস, তাহাদের গ্রাম ও আমাদের গ্রাম ইহাদের মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! এক সময়ে, ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে, ফরাসী কৃষকদিগের অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয় ছিল—তাহারা অতিমাত্রায় উত্যক্ত, অসঞ্চয়ী ও দরিদ্র ছিল কিন্তু আজ তাহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী এবং মিতাচারী কৃষক। ইহারা হয়ত আধুনিক ভাবাপন্ন নয়, কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ইহাদের বাড়ীর মেয়েরা সর্ব্বতোভাবে পাকা গৃহিণী।

**শেমঁ্যা দে দাম**:—কিছুদুর যাইয়া আমরা শেমঁ্যা দে দামএ আসিলাম। গত মহাযুদ্ধের সময়ে এই প্রদেশে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এখন চৌদ্দবৎসর

ফরাসী কৃষকদিগের পরিশ্রমের ফলে সমস্ত দেশ আবার যেন হাসিতেছে! যুদ্ধের ক্ষত যে একেবারে মিলাইয়া গিয়াছে তাহা নয়। যাইতে যাইতে আমাদের প্রদর্শক কতকগুলি পাহাড় দেখাইল, সেগুলি যুদ্ধের পূর্ব্বে আরও উচ্চ ছিল, জর্ম্মণ ও মিত্রপক্ষের ধ্বংসলীলায় এখন ছোট হইয়া গিয়াছে! সে আরও দুই একটি স্থল দেখাইল যেখানে পূর্ব্বে ছোট পাহাড় ছিল কিন্তু এখন প্রায় সমতলভূমি হইয়া গিয়াছে *! বিকালে সোয়াসঁ নগরে পৌঁছিলাম। এই নগর প্যারিস হইতে ৬৫ মাইল দূরে এবং ইহা ফ্রান্সের এক অতি প্রাচীন শহর। যুদ্ধের সময় এই নগর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় কিন্তু এই কয়েক বৎসরে, ভাল করিয়া না দেখিলে, ধ্বংসের চিহ্ন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পুনরায় সুন্দর রাস্তা ঘাট, স্কোয়ার, বাগানবাড়ী সব কিছুই নির্ম্মিত হইয়াছে, বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তবে নূতন শহরের মধ্যে এখনও কোন কোন স্থানে ভাঙ্গা পোড়া দেওয়াল দেখা যায়। বাস্তবিক এই চৌদ্দবৎসরের মধ্যে ফ্রান্স তাহার অদ্ভুত সংগঠন শক্তি দেখাইয়াছে। ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ফরাসীরাই তাহাদের সংস্কারী-শক্তির জন্য, অজেয় জীবন শক্তির জন্য, প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহারা যে এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের দেশের যে অংশকে (ফ্রান্সের দশভাগের এক ভাগ) জর্ম্মণরা মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল—তাহাকে যে আবার এইরূপ উর্ব্বরা হাস্যোজ্জ্বল দেশে পরিণত করিতে পারিবে ইহা স্বচক্ষে যাহারা না দেখিয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

**কোম্পাই অরণ্য, কারফুর দ্য লা'রমিস্‌তিস্‌, যুদ্ধের জয়স্তম্ভ:—** সোয়াসঁ ছাড়িয়া কিছুদূর গিয়া আমরা কোম্পাই অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই অরণ্যের মধ্যে মহাযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যে স্থলে এই পত্র স্বাক্ষরিত হয়—তাহার নাম কারফুর দ্য লা'রমিস্‌তিস্‌—তাহা রেতঁদ গ্রামে। সে স্থলটি কোম্পাই শহরের পূর্ব্বদিক্ হইতে তিন মাইল দূরে। কোম্পাই শহর ইতিহাসে বিখ্যাত। ইহা প্যারিস হইতে ৫২ মাইল দূরে অবস্থিত এবং পুরাকালে ইহাই ছিল ফ্রান্সের রাজাদের মনের মত গ্রাম্যাবাস।

* পরিশিষ্ট নং ২ দেখুন। গত যুদ্ধে ফ্রান্স কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল মিঃ লরেন্স জিলিয়নের পুস্তকের উদ্ধৃতাংশ হইতে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

এইখানেই বর্গ্যাণ্ডিয়ানরা জোন অব আর্ককে ধৃত করিয়া পরে তাঁহাকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করে। যুদ্ধবিরতিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এক রেলগাড়ীর ভিতর। সে গাড়ীটি এখনও এই স্থলেই আছে। রাত্রি হওয়াতে আমরা আমাদের গাড়ী হইতে নামিয়া বনের ভিতর দিয়া পদব্রজে সেই স্থলে যাইতে পারিলাম না তবে তাহার নিকটে ফরাসীরা যে স্মৃতিচিহ্ন (যুদ্ধের জয়-স্তম্ভ) স্থাপন করিয়াছে তাহা দেখিলাম। এই স্মৃতিচিহ্নটি অতিশয় সরল কিন্তু অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। এই ভীষণ জগদ্ব্যাপী সফল মহাযুদ্ধের অবসানে, সন্ধিস্থলে, ফরাসীরা যদি এক বিরাট জমকাল অভ্রভেদী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে কেহ দোষ দিতে পারিত না বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ঘটনার লঘুগুরুর তাৎপর্য্য জ্ঞান, তাহাদের সহজাত শিল্প-কুশলতা এ সকলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। এই স্মৃতিচিহ্ন তাহাদের অসীম ধৈর্য্য, অসীম বীরত্ব, অসীম স্বার্থত্যাগের স্মৃতিচিহ্ন এবং তাহারা যতই বৃহৎ যতই জমকাল যতই মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করুক না কেন তাহা কখনই তাহাদের সে ধৈর্য্যের, সে বীরত্বের, সে স্বার্থত্যাগের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন হইত না। তাহা না করিয়া, শিল্প মনোবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, নমনীয়চিত্তে, তাহারা যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছে উহা কেবলমাত্র একটি অতি সামান্য অলঙ্কারহীন, আড়ম্বরশূন্য গ্র্যানেট স্তম্ভ এবং তাহার তলে ঐ প্রস্তরের যেন এক মৃত ঈগল পক্ষী! এই ঈগল পক্ষীটি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা গ্র্যানেট প্রস্তরের তলদেশে ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। দেখিলে মনে হয় যেন ইহা প্রস্তরে নির্ম্মিত নয়, যেন সদ্যঃ মৃত একটি রক্তমাংসের ঈগল পক্ষী ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ইহা জর্ম্মণ ঈগল, জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের প্রতীক-স্বরূপ। আর স্তম্ভের উপর যে লিপিমালা আছে সেটিও অত্যন্ত সরল, তাহাতে কোনরূপ উল্লাস নাই, গর্ব্ব নাই, বাহ্যাড়ম্বর নাই। লিপিটি এই :—Ici-le 11 Novembre 1918—Succomba—le criminel orgueil de l' Empire Allemand,—Vaincu—par les peuples libres—qui'l pretendait —Asservir.

যে জর্ম্মণ সাম্রাজ্য স্বাধীন জাতিদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হয় তাহার সেই অপরাধাত্মক ব্যভিচারের এই স্থলে ১১ই নভেম্বর ১৯১৮ সালে অবসান হয়।

বাস্, এই মাত্র! সেই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর

তাহাদের কিছুই বলিবার আবশ্যক ছিল না, যদিও এক মহাভারত লিখিলেও তাহা অত্যুক্তি হইত না, অসামঞ্জস্য হইত না!

**সাঁলী**:—কোম্পাই অরণ্যের এই স্মরণীয় স্থান হইতে আমরা সাঁলী যাইলাম। গত মহাযুদ্ধে জর্ম্মণরা প্যারিসের উত্তর দিকে এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই নগরটি কিন্তু তাহারা বেশী দিন তাহাদের অধিকারে রাখিতে পারে নাই। এই কয়েকদিনের মধ্যেই যে এক ভীষণ ঘটনা এই স্থলে ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে এখনও মনে আতঙ্ক আসে। সাঁলী জর্ম্মণদিগের হস্তগত হইবার পরেও তথায় কয়েক দিবস স্নাইপিং (Sniping) চলিতেছিল অর্থাৎ ফরাসীরা কোন গৃহে বা কোন গুপ্ত স্থলে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগ পাইলেই জর্ম্মণদিগকে গুলি করিত। জর্ম্মণদের নেতা প্রথমে শহরে ঘোষণা করিয়া দেন যে শহর তাহাদের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহার পর এইরূপ লুক্কাইত থাকিয়া গুলি করা যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধ, এই আচরণ হত্যা এবং ইহা বন্ধ করিতে হইবে। স্নাইপিং বন্ধ হইল না। তখন জর্ম্মণ নেতা শহরের মেয়র ও কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বন্দী করিয়া ঘোষণা করিলেন যে স্নাইপিং যদি ইহার পরেও বন্ধ না হয় তাহা হইলে মেয়র ও অন্য বন্দীদিগের প্রাণহানি হইবে। তথাপি স্নাইপিং বন্ধ হইল না। তখন জর্ম্মণ নেতা সাঁলীর মেয়র ও অন্যান্য বন্দীদিগের মধ্যে কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে এক দেওয়ালের ধারে দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে গুলি করাইয়া হত্যা করেন। তাহা করিয়া জর্ম্মণ নেতা যদি ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে ফরাসীরা তাঁহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারিত না। কিন্তু জর্ম্মণ নেতা আরও কিছু করিলেন। তিনি সেই সকল লোকেদের মৃতদেহর মাথা নীচের দিকে ও পা উপরদিকে করিয়া এবং পা মাটি হইতে বাহিরে রাখিয়া এক উন্মুক্ত স্থলে পুঁতিয়া রাখিলেন! ফরাসীরা ইহাতে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহা হইবারই কথা। যদিও যুদ্ধে ইহা অপেক্ষা অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটে ও এই যুদ্ধেই ঘটিয়াছে তথাপি মানবিকতার দোহাই দিয়া দেখিলে ইহা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে এই রকম ঘটনা অতি বিরল। এই ঘটনার দুই একদিন পরেই জর্ম্মণদিগকে সাঁলী পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হয়!

সাঁলী হইতে আমরা প্যারিসে ফিরিয়া আসিলাম। এই সুদীর্ঘ মোটর ভ্রমণ আমার যে কিরূপ মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বোধ হইল তাহা বলিতে পারি না।

আরও হইত যদি সেদিন অত ভীষণ ঠাণ্ডা ও কুজ্ঝটিকাবৃত না হইত। বদ্ধ গাড়ীতে ওবারকোট ও রাগে আবৃত থাকিয়াও প্রায় জমিয়া গিয়াছিলাম! এই মোটর ভ্রমণে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রের কিয়দংশ দেখিলাম বটে যেখানে ফরাসী, আমেরিকান ও ইংরাজরা জর্ম্মণদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল কিন্তু আমাদের দেশের সিপাহীরা যে কোথায় যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা আমাদের প্রদর্শক দেখাইল না। এই প্রসঙ্গে আমার স্বামী এক গল্প বলেন। তিনি যখন ছেলেবেলায় অধ্যয়নের জন্য বিলাতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার এক ভাই, এক বন্ধু ও তিনি বেলজিয়াম ভ্রমণে একবার বাহির হন এবং ব্রাসল্‌স্‌ শহরে কয়েকদিন থাকিয়া ওয়াটারলু যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে যান! রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিবামাত্র অনেক প্রদর্শক তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তাঁহারা তখন প্রদর্শকদিগের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট—মাথায় ও বয়সে—তাহাকে বাছিয়া লইয়া তাহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতে যান! সেখানে ঐ বালক এক উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "ঐ যে এক বাড়ী দেখিতেছেন ঐখানে ঐ গোলাবাড়ীতে ইংরাজেরা ছিল, আর ঐ যে তাহার পার্শ্বে মাঠ দেখিতেছেন ঐস্থলে বেলজিয়ানরা ছিল। সম্মুখে যে কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থান দেখিতেছেন ঐস্থলে ফরাসীরা ও নেপোলিয়ন তাঁহার শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন, আর আমাদের বাম পাশ দিয়া প্রুশিয়ানরা আসিয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ করে।" আমার স্বামীর বন্ধু তখন বলেন "এ ত সব দেখিলাম ও শুনিলাম কিন্তু আমাদের ভারতীয় সিপাহীরা এই যুদ্ধক্ষেত্রের কোন অংশে ছিল তাহা ত তুমি বলিলেও না দেখাইলেও না।" তখন ঐ বালক (তাহার বয়স ১৮ বৎসরের বেশী হইবে না) একমুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল "They will be at the next battle of Waterloo, Sir" (ওয়াটারলুর ভবিষ্যতের যুদ্ধে তাহারা যোগদান করিবে)। সত্যই এই বালক প্রদর্শক ভবিষ্যৎবক্তা এবং তাহার ভবিষ্যৎবাণী ১৭ বৎসর পরে বাস্তবে পরিণত হয়!

প্যারিসে এই প্রকারে দশ দিন অতিবাহিত করিয়া আমরা ৮ই ডিসেম্বর মার্সেই এর জন্য রওনা হইলাম এবং তথায় আমার প্রথমবার ইয়োরোপ যাত্রার কথা শেষ হইল।

# সপ্তম অধ্যায়

## দক্ষিণ ও মধ্য ফ্রান্সে

১৯৩২ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই পৌছিলাম এবং দুই বৎসর শেষ না হইতেই ১১ই আগষ্ট ১৯৩৪ সালে পুনর্ব্বার বোম্বাই হইতে ইয়োরোপের জন্য যাত্রা করিলাম। এই কুড়িমাস যে দেশে ছিলাম সেই অল্প সময়ের মধ্যে কত স্থানে যে ঘুরিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। মেদিনীপুর, আসানসোল, মধুপুর (দুইবার) দিল্লী, আগ্রা, মথুরা (দুইবার) বৃন্দাবন (দুইবার) হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, আর কলিকাতা ত বটেই। আমার স্বামী ইহার মধ্যে আবার মাদ্রাজ ও সিমলা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলে ঘুরিয়া ও অল্প-বিস্তর কিছুদিন বাস করিয়া আসিয়াছিলাম।* ইহার পূর্ব্বে নাগপুর, বোম্বাই, সুরাটও দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের শিমলা, কাশী ও প্রয়াগ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দেখি নাই।

এই বার আর্য্যাবর্ত্তের কতিপয় বিশিষ্ট স্থান দেখিয়া আমাদের দেশ যে কিরকম দেখিতে এবং তাহার প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপের কি চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে তাহা অনেকটা জানিতে পারিলাম এবং ইয়োরোপের

---

* আমি দাক্ষিণাত্যে যত ঘুরিয়াছি ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন যত দেশ দেখিয়াছি আমার বোধ হয় সেইরূপ অন্য কোন বঙ্গমহিলা আমার পূর্ব্বে দেখেন নাই বা ঘোরেন নাই। এইখানে এক তালিকা দিলাম কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নয়:—রম্ভা, বহরমপুর, গোপালপুর, বিজয়নগরম্, পার্ব্বতীপুর, কুরুপাম, গুণ্‌পুর, বোব্বিলি, সালুর, সিংহাচলম্, ওয়ালতেয়ার, বিশাখাপট্টনম্, মাদ্রাজ, কাডাপা, কড়ুর, মদনপল্লী, কার্ণূল, নন্দিয়াল, চন্দ্রগিরি, তিরুপতি, তিরুমলৈ, বেল্লুর, আর্কোনাম, গূড়ল্‌র, (কাডালোর), জিঞ্জি, তিণ্ডীবনম্, পোর্টোনোবো, তঞ্জাউর, (তাঞ্জোর) ট্রানকোয়েবার, কুম্ভকোণম্, শীয়ালি, তিরুসিরপল্লী, উডয়ারপালেম, মদুরৈ (মদুরা) কোডৈকানল, উটকামণ্ড, কুনুর, য়ার্কড, রামেশ্বরম, ধনুষ্কোটি, তিরুবেত্তি-পুরম, কোইলন, পীরমেড, কুমারিকা অন্তরীপ, বঙ্গলূর, মহীশূর ইত্যাদি।

নানা দেশ পর্য্যটন করিবার সময় তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ঐতিহাসিক পরিশিষ্ট বস্তুনিচয় ও স্মৃতিস্তম্ভগুলির সহিত আমাদের দেশের নানা স্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি ও স্মৃতিস্তম্ভগুলির সহিত তুলনা করিতে সক্ষম হইলাম। আক্ষেপের বিষয় কাশ্মীর ও রাজস্থান আমি দেখি নাই, এই দুইটি মস্ত ফাঁক রহিয়া গেল।

আবার মার্সেই বন্দরে! দ্বিতীয়বার ইয়োরোপাভিমুখে জলযাত্রার বিষয়ে বিশেষ আর কিছু বলিবার নাই, যাহা বলিবার ছিল তাহা প্রথমবারের যাত্রার কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও বোম্বাই হইতে এডেন, সুয়েজ, পোর্ট সাইয়েদ, মল্টা দিয়া মার্সেই পৌছিলাম, তবে পূর্ব্বের ন্যায় এই বার মার্সেই হইতে জলপথে ইংল্যাণ্ড না গিয়া জাহাজ মার্সেইতে পরিত্যাগ করিলাম। জাহাজ ২৪শে অগষ্ট অতি প্রত্যুষে মার্সেই পৌছিল, বন্দরের ও নগরের বাতি নিভাইবার পূর্ব্বেই। বন্দর, তাহার দ্বীপপুঞ্জ, শহর, বন্দরের পশ্চাতের ও পার্শ্বের পাহাড় তখন সবই নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত, কে বলিবে যে জগতের এক প্রধান বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি? এই নিশীথে বন্দরে প্রবেশ করিতে মনে যেন একটু দ্বিধা হইল, সমস্ত নগর যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন তখন আমরা কি উদ্দেশ্যে এক প্রকাণ্ড জাহাজে ইহার বন্দরে জলদস্যুর ন্যায় প্রবেশ করিতেছি! রাত্রিকালে জাহাজ হইতে দৃশ্য অতি সুন্দর দেখাইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়—সেও নিস্থতি রাত্রে। তখন ইহা অচেনা, অজ্ঞাত, অপরিচিত ছিল, কিন্তু ইহা চরম সৌন্দর্য্যের আধার ও অত্যন্ত মনোরম ছিল। দুই বৎসর পরে এখন ইহা আমার মনে পূর্ব্বের ন্যায় সৌন্দর্য্যের দাবি ত করিলই, তাহা ছাড়া বন্ধুত্বের দাবিও করিতে ছাড়িল না! দুই বৎসরে ইহার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, পূর্ব্বের পরিচিত ডক রাস্তা ঘর বাড়ী সবই চোখে পড়িল। তাহা ব্যতীত মনে হইল সত্য সত্যই ইয়োরোপে আসিয়া পড়িয়াছি এবং যাহাদের জন্য দেশ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিলাম তাহারা আর দূরে নাই। কালবিলম্ব না করিয়া প্রাতরাশ শেষ করিয়া ৯টার মধ্যে জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু এখান হইতে আমরা সোজা লণ্ডনে যাইব না তাহা পূর্ব্বে ঠিক করিয়াছিলাম। তাহার প্রধান কারণ এই যে গ্রীষ্মের অবকাশে আমাদের ছেলেরা নরওয়ে সুইডেন বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, তাহারা তখনও ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যায় নাই। সুতরাং উহাদের ইংল্যাণ্ডে ফিরিবার

পূর্ব্বে আমাদের তথায় পৌছিয়া কোন ফল নাই। সেইজন্য মার্সেই হইতে আবিগ্নীয়ঁ, তথা হইতে জেনীবা এবং জেনীবা হইতে প্যারিস যাইয়া ৪ঠা সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌছিব এইরূপ ঠিক করিয়াছিলাম।

**আবিগ্নীয়ঁ যাত্রা:**—কাষ্টাম্‌সে আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করিতে বিলম্ব হইল না। পরীক্ষার শেষে কুলী জিজ্ঞাসা করিল কোথায় যাইতে চান, উনি বলিলেন আবিগ্নীয়ঁ। জায়গাটার নাম ঠিক উচ্চারণ নিশ্চয় হয় নাই কারণ কুলী আবিগ্নীয়ঁর স্থলে আবিয়ঁ (ফরাসী ভাষায় আকাশপথ) শুনিল এবং জিজ্ঞাসা করিল আমরা আকাশপথে কোথায় যাইব। খানিকটা উভয় পক্ষে ফোঁ ফাঁ করিবার পর কুলী বলিল কৈ আপনাদের টিকিট দেখি। উনি বলিলেন যে রেলের টিকিট এখন ক্রয় করা হয় নাই, ষ্টেশনে যাইয়া ক্রয় করিবেন। তখন লোকটার চৈতন্য হইল এবং বলিল "ও, আপনারা আবিগ্নীয়ঁ যাইতে চান, তাই বটে, আবিয়ঁ দ্বারা নয়।" তাহার পর আমাদের মালপত্র একটি ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিয়া কোন ষ্টেশনে কয়টার সময়ে গাড়ী ধরিতে হইবে চালককে সব বলিয়া দিল। উচ্চারণের একটু ভুল হওয়াতে আর একটু হইলে লোকটা আমাদের আকাশে উড়াইয়া লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছিল!

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে আবিগ্নীয়ঁ কোথায় এবং হঠাৎ আবিগ্নীয়ঁ দেখিবার সখ হইল কেন? প্রশ্নটি সঙ্গত। ইহার উত্তর এই যে গতবার ইয়োরোপে আসিয়া আমরা ফ্রান্সের উত্তর অঞ্চলের কিয়দংশ দেখিয়াছিলাম এবং তখন ফরাসীদের ও তাহাদের দেশটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাই মনে হইল যে যখন সময় আছে তখন ফ্রান্সের আর একটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশ দেখিয়া যাইলে মন্দ হয় না। মার্সেই হইতে লণ্ডনে যাইবার পথে ফ্রান্সের প্রোবাঁস প্রদেশ পড়ে, ইহার উত্তর পূর্ব্বে কিছুদূর যাইলে জগদ্বিখ্যাত জেনীবা নগর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী ফ্রান্সের সাবয় প্রদেশ ও ইয়োরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ। তাই ঠিক করিলাম যে এগার বার দিন ফ্রান্সের এই দিকটা একটু ঘুরিয়া যাই।

**ফ্রান্সের প্রোবাঁস প্রদেশ:**—ফ্রান্সের প্রোবাঁস প্রদেশের এক বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই ইহাকে জগতের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট মনোরম স্থানে পরিণত করিয়াছে। প্রোবাঁস ফ্রান্সের এক প্রদেশ হইলেও ইহা ঠিক ফ্রান্সের

নয়, ইতালী ও স্পেনের নিকটবর্ত্তী হইলেও ইহা স্পেনেও নয় ইতালীতেও নয়, বরং বলা যায় যে ইহা ফ্রান্সের ইতালীর ও স্পেনের তিন দেশেরই। ইহা আরও কিছু, ইহা আধুনিক যুগের ফ্রান্সের অন্তর্গত হইলেও ইহাকে কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক ও রোমন উপনিবেশের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয় এবং এখনও ইহা ইয়োরোপের মধ্যযুগ হইতে সম্পূর্ণরূপে যেন নির্গত হয় নাই বলিয়া ভ্রম হয়। যাঁহারা গ্রীসে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে দেখিতে প্রোবাঁস প্রদেশ অনেকটা গ্রীসের মত, পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে এই দেশটি সর্ব্ববিষয়ে গ্রীসের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার পুরাতন ইতিহাসও অতি বিচিত্র। খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ফ্রান্সের এই অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকুলস্থিত ফিনীসিয়াবাসীদিগের কতিপয় অতি সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ ছিল। তাহাদিগের মধ্যে মার্সেই ও নীস, এই দুই প্রধান। গ্রীক উপকথাতে হারকিউলিসের সহিত দৈত্যদিগের যে যুদ্ধের গল্প আছে তাহা ফিনীসিয়ানদের সহিত ফ্রান্সের এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী লাইগুরিয়ানদের যুদ্ধের ঘটনা লইয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ফিনীসিয়ানদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং নৌচালনায় উহারা ছিল নির্ভীক। ইয়োরোপবাসীরা উহাদের নিকট হইতে তাহাদের বর্ণাক্ষর লয়, এবং দক্ষিণ ইয়োরোপবাসীরা নৌবিদ্যা শিক্ষা করে। জ্যোতিষ বিদ্যায়, গণনা কার্য্যে ইহারা অত্যন্ত কুশলী ছিল এবং স্থাপত্যবিদ্যা, বয়ন কার্য্য, রঞ্জনকার্য্য ও খনির কার্য্য প্রভৃতিতেও ইহাদের ব্যুৎপত্তি অসাধারণ ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের অসভ্য অধিবাসীরা ফিনীসিয়নদিগের নিকট হইতে যে এই সকল বিদ্যা লাভ বা শিক্ষা কিছু করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। ফ্রান্সের প্রথম শিক্ষাগুরু গ্রীকরা। খৃঃ পূঃ ৫৪২ অব্দে একদল জাহাজ এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ফোকিয়া হইতে প্রোবাঁসে আসে এবং এই আয়োনিয়ন গ্রীকরা প্রোবাঁসের অনেক স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের আগমনের পর হইতে ফিনীসিয়নদিগের আধিপত্য প্রোবাঁসে হ্রাস হয় এবং পরে তথায় গ্রীক সভ্যতার বিস্তার হয়। এমন কি পরে যখন গল ( প্রাচীন ফ্রান্স ) রোমন সাম্রাজ্যভুক্ত হয় তখনও এই অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা অক্ষুণ্ণ থাকে। গ্রীকরা ফিনীসিয়নদিগের ন্যায় কেবল বাণিজ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। তাহারা আদিম নিবাসীদিগকে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষা দেয় এবং ফ্রান্সে আঙ্গুর ও অলিব গ্রীকরাই প্রবর্ত্তন করে। পরে এই প্রদেশে রোমন প্রভাব বিশেষরূপে বিস্তার লাভ

করে। যদিও অনেক বিষয়ে বিজিত গ্রীকরা বিজেতা রোমনদিগকে পরাজিত করিয়াছিল তথাপি রোমনরা এক শৌর্য্যশালী জাতি ছিল এবং প্রোবাঁসের উপর তাহাদের আধিপত্যের চিহ্ন প্রোবাঁস এমন কি সমগ্র ফ্রান্স অদ্যাপি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই এবং অদ্যাবধি রোমনদিগের আধিপত্যের চিহ্ন সমগ্র ফ্রান্স বিশেষতঃ প্রোবাঁস নিজ বক্ষে ধারণ করিতেছে। রোমনরা যে দেশ অধিকার করিত তথায় তাহাদের শাসনপ্রণালী ও আইন প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঋজু প্রশস্ত রাস্তা, দুর্গ, জলবাহিনী, মল্লস্থল, নাট্যশালা এবং স্নানাগার নির্ম্মাণ করিত। রোমন শাসনপ্রণালী, রোমন আইন ফ্রান্সের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং রোমের সভ্যতা ও তাহার কৃষ্টি ইতালীয়দের পর ফরাসীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল এবং রোমের পতনের পর তাহার সভ্যতা, তাহার অনুশীলন ফরাসীরাই জগৎব্যাপিয়া প্রচার করিয়াছিল। প্রোবাঁসে যেমন রোমন স্থাপত্যের চিহ্ন আছে ইতালী ভিন্ন অন্য কোথাও তেমন নাই। নীম, আর্ল, ফ্রীজু এবং তাহাদের উপকণ্ঠগুলিতে এই সকল বস্তু বিশেষতঃ রোমন মল্লক্ষেত্র প্রচুর আছে। রোমনরা গলে কখন নিশ্চিন্তে আধিপত্য করিতে পারে নাই। জুলিয়াস সীজর প্রোবাঁসে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই রোমনদিগকে গলে দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরজাতিদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। রোমন সেনাপতি কেয়স মারিয়াস এর (Aix) নিকটবর্ত্তী পুরিয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে কামব্রিয়ান, টিউটন ও এমব্রনদিগকে যে পরাজিত করেন সে স্মৃতি এখন পর্য্যন্ত প্রোবাঁসবাসী সম্পূর্ণ ভুলিতে পারে নাই। কথিত আছে (সংখ্যা বোধ হয় সত্য নয়) যে বার লক্ষ কামব্রিয়ান, টিউটন বল্টিক সাগর হইতে এবং বার্নীস ওবারল্যাণ্ড হইতে আসিয়া দক্ষিনাভিমুখে গলের ভিতর দিয়া যাত্রা করে। তাহাদের কতক অংশ স্পেনে প্রবেশ করে এবং পরে তাহারা যখন প্রোবাঁস দিয়া ইতালীর অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন রোমন সেনাপতি কেয়স মারিয়াস তাহাদিগকে এর নিকট পুরিয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করে। কথিত আছে যে এক লক্ষ শত্রু রোমনদিগের হস্তে এই যুদ্ধে নিহত হয়। ইহা নিশ্চয় অত্যুক্তি হইবে। ইহার পরেও বর্ব্বরজাতিদিগের হস্ত হইতে প্রোবাঁস নিস্তার পায় নাই, কারণ পরে উত্তর হইতে গথ, ভিসিগথ, বারগ্যাণ্ডিয়ান এবং ফ্র্যাঙ্করা প্রোবাঁসে প্রবেশ করে এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে। সর্ব্বশেষে মূর বা

সারাসেনরা অনেকবার প্রোবাঁসের অনেকস্থল আক্রমণ করিয়া অনেক উপদ্রব করিয়াছে। তখন সমগ্র ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক নামে এক টিউটনজাতি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের নেতা ক্লোভিস খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি মেরোবিঞ্জিয়ান বংশ সম্ভূত। পরে কারোলিং বংশ জাত শার্ল মার্তেল মেরোবিঞ্জিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং তিনিই ফ্রান্সের প্রোবাঁস প্রদেশকে সারাসেনদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

সারাসেন বা মূররা আরব এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা আরব দেশ হইতে আসিয়া আফ্রিকার উত্তর কূল জয় করিয়া ৭১১ খৃষ্টাব্দে স্পেন আক্রমণ করে এবং সিসিলি, সার্দেনিয়া ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য স্থাপন করে। পরে পিরেনীস পর্ব্বতের গিরিসঙ্কট দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া তাহারা সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্সে তাহাদের জয়পতাকা স্থাপন করে এবং ৭২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র প্রোবাঁস প্রদেশ আল্পস্ পর্ব্বত অবধি তাহারা জয় করে।

স্পেনে সারাসেনদিগের প্রভুত্ব বিস্তার অর্থে প্রথমে ইহাই বুঝাইত যে শহর গ্রাম প্রভৃতির ধ্বংস, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন, হত্যা, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে দাস-দাসী করণ এবং তাহাদের বিক্রয়। তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহারা যে সভ্যতা বিস্তার করে তাহা স্পেনের দেশীয় খৃষ্টান সভ্যতার অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল; কিন্তু ফ্রান্সে সারাসেনদিগের আক্রমণ ও আধি-পত্য, হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, দাসকরণ ব্যতীত আর কিছু ছিল না, সারাসেনরা সে স্তর কখন অতিক্রম করে নাই বা করিতে সময় পায় নাই। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে শার্ল মার্তেল যখন পয়তীয়ের যুদ্ধে আবদেল রমানএর পাঁচ লক্ষ সৈন্যকে (সংখ্যা বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে) পরাজিত করেন, তখন তিনি ফ্রান্সকে ও সমগ্র ইয়োরোপকে এক ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন! অন্ততঃ ইহা সত্য যে তাহা না করিলে ইয়োরোপীয় সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার উপর যাহা কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সারাসেনদের অধীনে সম্ভবপর হইত না। ইহার অনেক শতাব্দী পরে ১৬৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডের রাজা জন সোবিয়েসকী যখন টার্কদিগকে বিয়েনার প্রাচীরের সম্মুখে পরাজিত করেন তখন আর একবার ইয়োরোপীয় সভ্যতা এইরূপ সংকট হইতে রক্ষা পায়!

দক্ষিণ ফ্রান্সে সারাসেনদিগের প্রভুত্ব পয়তীয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বংস হইলেও ইহার অনেক বৎসর পর অবধি সারাসেনরা প্রোবাঁসের স্থলে স্থলে আক্রমণ করিয়া নগর ও জনপদ ধ্বংস করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সারাসেনদের রীতি অনুসারে তাহারা হঠাৎ কতকগুলি জাহাজে করিয়া উপকূলস্থ কোন বন্দরে উপস্থিত হইয়া হত্যা লুণ্ঠনাদি করিত। যখনই তথায় সশস্ত্র সৈন্য উপস্থিত হইত তখনই তাহারা তাহাদের নৌকা বা জাহাজে করিয়া উপকূলের অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। অবশেষে উইলিয়াম কাউণ্ট অব প্রোবাঁস নিজেকে এক বিপুল সৈন্যবাহিনীর অধিনায়করূপে নিযুক্ত করিয়া শৈলরাজির মধ্যে মূরদের পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিলেন। ইহার বহুবর্ষ পরে মূরদের অধিকৃত প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়া খৃষ্টানরা মূরদিগকে ধ্বংস অথবা দাস করে। এখন পর্য্যন্ত প্রোবাঁসের ইতিহাসের এই অধ্যায় একেবারে মুছিয়া যায় নাই, কারণ এই প্রদেশে এই সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টানরা যে সমস্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার কতিপয় পরিশিষ্ট-চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

পরবর্ত্তী মধ্যযুগের অনেক স্মৃতিচিহ্ন প্রোবাঁসে এখন পর্য্যন্ত যে দৃষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য। শার্লমাই এর মৃত্যুর পর তাঁহার সুদূরবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিভক্ত হইলে প্রোবাঁস একটি ভিন্ন রাজ্য হয় এবং ১৪৮১ সাল পর্য্যন্ত ফ্রান্স হইতে বিভিন্ন থাকে। এমন কি ১৭৯১ সাল অবধি অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ অবধি আবিগ্নীয়ঁ এবং বেনেস্যাঁ ফরাসী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। এই সময় অবধি বিপক্ষ রাজা, ডিউক এবং কাউণ্টদিগের কলহ বিগ্রহ, উপদ্রব ষড়যন্ত্রই প্রোবাঁসের ইতিহাস। এই বিক্ষিপ্ত সময়ের স্মৃতিচিহ্ন প্রোবাঁসের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের প্রোবাঁস প্রদেশের নাম জগতের সাহিত্যের ও ইতিহাসের পাতায় চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে, কারণ ইহা পৃথিবীর চারিটি মুখ্য সাহিত্যের উৎপত্তির প্রারম্ভে তাহাদের গঠন করিতে কিছু সহায়তা করিয়াছিল। মধ্যযুগের প্রারম্ভে প্রোবাঁস প্রদেশে "ত্রুবাদুর" নামে এক জাতীয় কবি ও গায়ক ছিল এবং তাহাদের কবিতা ও গান প্রাচীন ফরাসী, ইংরাজী, ইতালীয় ও স্পেনীয় সাহিত্যের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করে। এই সকল কবি ও গায়কেরা গ্রামে গ্রামে, দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে, ভ্রমণ করিয়া দুর্গপতিদিগের বীরত্বের ও তাহাদের রমণীদের সৌন্দর্য্যের ও প্রেমের বিষয়ে গান গাহিয়া

শুনাইত। সেই কবিতা ও গানগুলি পরে ফরাসী, ইংরাজী, ইতালীয় ও স্পেনীয় সাহিত্যকে তাহাদের শৈশবাবস্থায় উদ্দীপিত করে। এই প্রদেশ—যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, প্রভূত ফলফুল শোভিতা, শস্যশ্যামলা, যেখানে আকাশ সর্ব্বদা নীল ও স্বচ্ছ, যেখানে শীতের প্রকোপ মৃদু, যেখানে চন্দ্রকিরণ সদাই উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ এবং যেখানে রাশি রাশি নক্ষত্র সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া প্রতি রাত্রি হীরার ন্যায় জ্বলে, সেই প্রদেশের পুরুষদিগের শৌর্য্যগীতি ও রমণীদিগের প্রণয় গাথা জগতের সাহিত্যে যে এক অনপনেয় অনুভাব বিস্তার করিবে তাহা আর বিচিত্র কি ? অদ্যাবধি জগতের দশদিক হইতে দলে দলে লোকে এই প্রদেশে আসিয়া ইহার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগর ও গ্রামে কিছুকাল বাস করে। সুইটজারল্যাণ্ডের পর এই প্রদেশটিই সমগ্র জগতের লীলাভূমি।

**আবিগ্নীয়ঁর পথে** :—প্রায় বেলা ১১টার সময় আমরা মার্সেই হইতে আবিগ্নীয়ঁর জন্য যাত্রা করিলাম। আবিগ্নীয়ঁ মার্সেই হইতে রেলপথে প্রায় ৭৫ মাইল এবং সোজা যাইলে সেখানে পৌঁছাইতে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট লাগে। এই রেলপথ প্রোবাঁসের কতিপয় বিখ্যাত নগর ও গ্রামের ভিতর দিয়া যায়। মার্সেই এক বৃহৎ শহর এবং ইহার শহরতলী পার হইতে কিছু সময় লাগিল। পরে এস্তাক অতিক্রম করিবার সময় মার্সেই উপসাগরের সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। তাহার পর নের্ত টানেলের ভিতর দিয়া যাইয়া এতাঁ দ্য বেরের পাশ দিয়া রেলপথ আরো কয়েক মাইল যায়। এতাং দ্য বের একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, এত বৃহৎ যে ইহাকে সমুদ্রের একটি অংশ বলিয়া ভ্রম হয়, অন্ততঃ ট্রেণ হইতে। তাহার পর ট্রেণ কিছুদূর লা ক্রোর ( La crau ) সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইয়া আর্ল ( Arles ) নগরে পৌঁছাইল।

**লা ক্রো** :—লা ক্রোর সমতলভূমি একটি অদ্ভুত স্থান। ইহার অধিকাংশই জলশূন্য প্রস্তরময় মরুভূমি। তরমুজাকৃতি শিলাসজ্ঘের দ্বারা সমগ্র কঠিন প্রস্তরভূমিটি আচ্ছাদিত। কথিত আছে যে হারকিউলিসের সহিত দৈত্যদিগের এইস্থানে যখন যুদ্ধ হয় তখন সেই যুদ্ধে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে এই স্থানের কোন্ কোন অংশে অলিব, মালবেরী ও আঙ্গুর ক্ষেত আছে আবার কোন কোন স্থলে অনেক মেষও চরিতেছে দেখা যায়।

**আর্ল**:—আর্ল প্রোবাঁসের একটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। ইহা রোন নদীর তীরে অবস্থিত, ইহা মার্সেই হইতে রেলপথে ৫৩ মাইল। ট্রেণ হইতে শহরটিকে অতি সুন্দর দেখাইল। যাঁহারা আর্ল ভাল করিয়া জানেন তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছেন যে আর্লকে দেখিলে মনে হয় সে যেন একটি উচ্চবংশ-সম্ভূতা দরিদ্রা বৃদ্ধা, তাহাকে যেন তাহার জীবনের শেষ কয় বৎসর জোর করিয়া প্রজাতন্ত্রশাসনানুরাগী ও গণতন্ত্রবাদীদের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। তাহার অঙ্গের বহির্বাস ছিন্ন ও অপরিষ্কার, কিন্তু তাহার মস্তক উন্নত এবং তাহার মস্তকাবরণটি পরিষ্কার এবং সুবিন্যস্ত। সে জানিত যে তাহার সদ্যোন্নত প্রতিবেশীরা তাহাকে হিংসা করিত।* প্রাচীন ফ্রান্সের গ্রীক ও রোমন সভ্যতার স্মৃতি-চিহ্ন এই নগরে যেরূপ বহুল পরিমাণে আছে ফ্রান্সে নীম ভিন্ন অন্যত্র কোথাও তেমন নাই। এই শহরের রোমন মল্লক্ষেত্র ও রোমন নাট্যশালা সর্ব্বজনবিদিত।

**তারাস্ক**:—আর্লের পর আবিগ্নীয় পৌঁছিবার পূর্ব্বে তারাস্ক (Tarascon)ই প্রধান শহর যাহা পথে পড়ে। ইহাও রোন নদীর কূলে এবং

---

* আর্লের মেয়েদের সম্বন্ধে মিঃ এস, বেয়ারিং গুলড তাঁহার In Troubadour-land: a Ramble in Provence and Languedoc" নামক পুস্তকের এক স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"The Arles women are said to be, believe themselves to be, and show to everyone that they believe themselves to be, the handsomest women in France. Their type is quite distinct from that of the inhabitants of Nimes, Marseilles, Aix, and even of the peasantry outside the gates of Arles. What is more singular is that this peculiar type is not noticeable among the men. Among the women it is quite unmistakeable. Their straight brows and noses are sometimes Greek, but the Roman arch appears as frequently as the straight nose; they have magnificent dark eyes; black hair which is curled up over their broad straight brows brought forward about their faces so as to form a dark misty halo round the olive complexioned features, then tied into a horn at the top of their head, which is bound round with a black satin ribbon, that flows down at the back. The face is haughty, noble, somewhat imperious. Queens these Arelaises feel themselves to be, down to the fish-wives in the market place; they walk as queens, as well as the cobble stones will permit, and bear themselves, their black mantillas cast over their arms, in a queen-like manner."

ইহার অপর পারে বোকের (Beaucaire); ইহাদের দুয়ের মধ্যে একটি ঝোলা পুল আছে। রোমনদিগের সময়ে তারাস্ক তাহাদিগের এক বিখ্যাত বন্দর ছিল, কারণ ইহা নীম হইতে সমুদ্রে যাইবার পথে পড়িত। রোমনদের সময়ে তাহাদের জাহাজ এই বন্দরে আসিয়া লঙ্গর করিত এবং মধ্যযুগেও ইহা এক বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

**বার্বাঁতান :**—তারাস্ক ছাড়িয়া আমরা বার্বাঁতানে পৌছিলাম। বার্বাঁতান শহরটি একটি দুর্গের নীচে অবস্থিত। দুর্গটি যে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত সেটি এক সময়ে দুর্জ্জেয় ছিল। ইহার কিছু দূরে পূর্ব্বদিকে নোব (Noves) গ্রাম। ইহা পেত্রার্কের (Petrarch) লোরার (Laura) জন্মস্থান বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার অনেকের মতে লোরার জন্মস্থান আবিগ্নীয় ও বোক্লুজের (Vaucluse) মাঝে পিবের্দ (Pieverde) নামে এক ক্ষুদ্রগ্রাম। বার্বাঁতান পরিত্যাগ করিয়া দুরাঁস (Durance) নদীর উপর বৃহৎ সেতু পার হইয়া আমরা আবিগ্নীয় পৌছিলাম। তখন বেলা প্রায় ১টা। আর্ল হইতে আবিগ্নীয় ২২ মাইল।

**আবিগ্নীয় :**—আবিগ্নীয় নগরটি দেখিতে সুন্দর, দেখিয়া মনে হইল ইহার যে কি এক বিশেষত্ব আছে যেটি ঠিক প্রোবাঁসের নয়, অথচ সেটি কি তাহা প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পরে বুঝিতে পারিলাম ইহা প্রোবাঁসের একটি আদর্শ শহর নয়—যেমন নীম একটি আদর্শ শহর।

মধ্যযুগের ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ইহার বিশেষত্ব। অনেকের স্মরণ থাকিবে যে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রোমের পোপেরা রোম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং রোম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা এই নগরে প্রায় ৭০ বৎসর কাল (১৩০৯ সাল হইতে ১৩৭৭ সাল পর্য্যন্ত) বাস করেন এবং তাহার পরেও ৪০ বৎসর কাল এই নগরে রোমের পোপের ফরাসী বিরুদ্ধাচারীগণ বাস করিতে থাকেন। এই যুগে ইয়োরোপবাসীদের উপর পোপেদের আধিপত্য কিরূপ ছিল তাহা সকলেই জানেন এবং এই ক্ষুদ্র নগরে পোপেদের এই সুদীর্ঘকাল বাস আবিগ্নীয়ঁর পারিপার্শ্বিকতা ও ইতিহাসের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। প্রায় সত্তর বৎসর কাল রোন নদীকূলস্থ এই নগর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র হওয়ায়

অধিকাংশ ইতালীয় রাজগণ, রোমানক্যাথলিক পোপের সভাসদবর্গ, শিল্পী এবং পণ্ডিতগণের আগমনে কেবলমাত্র আবিগ্নীয়ঁতে কেন সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্সে যে অভিনব ও প্রভূত ক্লাসিকাল প্রভাব বিস্তার লাভ করে তাহাতে দেশের মঙ্গলই হইয়া থাকিবে। ইহার ফলে বন্যার পলির ন্যায় যে প্রচুর চিন্তাধারা ও ভাব-ধারা সেইস্থলে রহিয়া যায় আঁজুর কাউন্ট রেনে তাহার সুযোগ কালবিলম্ব না করিয়া গ্রহণ করেন। পোপের প্রভাবান্বিত-যুগ যদিও বাহ্যতঃ মধ্যযুগ বলিয়া মনে হইত—তথাপি ইহা রেনেসাঁস জড়িত হওয়ায় ফ্রান্সের চিন্তাধারা সফল জ্ঞানগর্ভ হইবার প্রভূত সুবিধা পাইয়াছিল।

ষ্টেশনে নামিয়া নগরে যাইতে হইলে ইহার পোর্ত দ্যু লা-রেপিব্লিক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। আবিগ্নীয়ঁ শহরের প্রাচীর একটি দেখিবার জিনিস এবং ইহা নগরটির মধ্যযুগের ইতিহাসের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। নগরের এই প্রাচীরটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পোপ ষষ্ঠ ইনোসেন্ট (Innocent VI) এবং পোপ পঞ্চম আর্বান (Urban V) নির্ম্মাণ করেন। ইহা প্রস্থে প্রায় ৭ ফীট এবং গোলাকৃতি বা চতুষ্কোণ ৩৯টি টাওয়ার প্রাচীরটির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, এবং ইহা নগরটিকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই প্রাচীরে সাতটি দ্বার আছে এবং ইহার বাহিরে ইহাকে বেষ্টন করিয়া প্রশস্থ এক বুলবার আছে। এই সমুদয় কারণের জন্য নগরটিকে বাহির হইতে এক দুর্গের মত দেখায়।

পোর্ত দ্যু লা রেপিব্লিক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলে রাস্তার দক্ষিণদিকে সৈন্যাবাস পড়ে। ইহাতে অনেক ফরাসী সৈন্য ও অল্প কাফ্রি সৈন্য আছে দেখিলাম। এই রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত এবং ইহা অনেকদূর অবধি বিস্তৃত, জনাকীর্ণ। ইহাই নগরের প্রধান রাস্তা বলিয়া মনে হইল। ইহার দুই ধারে বড় বড় বাড়ী, দোকান, হোটেল, অফিস, এবং ইহার শেষে প্লাস ক্লেমাঁসো (Place Clemenceau)। এই প্লাসই নগরের প্রধান স্কোয়ার এবং ইহার চারিদিকে দোকান, কাফে, একটি নাট্যশালা ও টাউনহল আছে।

আবিগ্নীয়ঁ যে ফ্রান্সের সহিত কেবলমাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সংযুক্ত হইয়াছিল এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ১৮৯১ সালে এই প্লাসে এক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। এই স্কোয়ারের নিকট রু দে ফ্র্যার বৃয়ঁা (Rue des Fréres Brian) দিয়া যাইলে প্লাস দ্যি পালেতে (Place du Palais) যাওয়া যায়। ইহা আর একটি প্লাস বা স্কোয়ার কিন্তু অন্য ধরণের, দেখিলেই মধ্যযুগের কোন

এক বিশিষ্ট স্থলে যে আসিয়া পড়িয়াছি সে বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ থাকে না। এই প্লাসে প্রবেশ করিলে ইহার বামদিকে এক পুরাতন অট্টালিকাতে সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং আরও একটু অগ্রসর হইলে পেতি পালেতে পুরাকালের আর্চ বিশপদিগের প্রাসাদ পড়ে। এই প্লাসে লুই দ্য ক্রিইয়ঁর (Louis de Crillon) এক মূর্ত্তি আছে। তিনি রাজা চতুর্থ আঁরির সময়ের এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এবং আবিগ্নীয়ঁ তাহার জন্মস্থান। তিনি "বীর ক্রিইয়ঁ" নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ আঁরি তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। স্কোয়ারের অন্যদিকে এক পাহাড় উঠিয়াছে এবং উহার উপর এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। ইহাই পোপে-দের প্রাসাদ, এই প্রাসাদই এই নগরের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম দৃশ্য এবং ইহা দেখিতেই এত লোক অবিগ্নীয়ঁতে আসে। এই প্রাসাদকে প্রাসাদ না বলিয়া দুর্গ বলিলেও বলা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সামরিক স্থাপত্যের উত্তম নিদর্শন-রূপে ইহা সাড়ে তিন একার জমি অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহার প্রকাণ্ড প্রাচীর উপস্তম্ভ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। বহিরাক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য ইহার সর্ব্বত্র গবাক্ষ বা ছিদ্র আছে। ইহার মধ্যে পরিখা এবং মোরচ ছিল কিন্তু এখন আর নাই। ভিতরকার প্রাসাদটি বড় নয়, তবে এক সময়ে ইহা অনেক প্রসিদ্ধ ইতালীয় শিল্পীদিগের কারুকার্য্যের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। সেগুলি এখন লুপ্তপ্রায় কারণ পোপেরা এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর ইহার অনেকদিন অবধি কোন যত্ন লওয়া হয় নাই এবং এক সময়ে ইহা জেল এবং পরে সৈন্যাবাস রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাহা হউক এখন যাহা আছে তাহা দেখিবার যোগ্য। প্রবাদ আছে যে এই প্রাসাদের তূর দ্যি ত্রুইলাতে (Tour du Trouillas) ১৩৫২ সালে রিয়েনজিকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই প্রাসাদের পার্শ্বে প্রাচীন নোতর দাম দে দোম গির্জ্জা, এটিও একটি দেখিবার যোগ্য জিনিস। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রবাদ আছে যে এই স্থলে পৌত্তলিকদিগের এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গির্জ্জার দক্ষিণে পর্ব্বতশিখরের উপর প্রোমেনাদ দ্যি রোষে দে দোম অবস্থিত। এই স্থল হইতে সেবেন এবং আল্‌পস্ পর্য্যন্ত ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ দেশ সমূহের এক সুন্দর সুদূর বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। উত্তরের চাতাল হইতে দেখিলে

নীচে রোন নদী, বেনেজের ভগ্ন সেতু, বার্থেলাস্ দ্বীপ, ফিলিপ ল্য বেলের দুর্গ, বিলনেব নগর ও উহার সেণ্ট আন্দ্রের যুগল দুর্গ দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে পর্ব্বত, দূরে মঁ বাঁতু এবং আলপীইয়ের গোলাপী পাহাড়। এই দৃশ্য যথার্থই অতি মনোহর।

নগরটিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আমরা একদিন বিকালে একখানি খোলা ফিটন গাড়ী ভাড়া করিয়া নগরের অনেক কিছু দেখিয়া আসিলাম। গাড়ীর কোচমানই আমাদের প্রদর্শকের কাজ করে এবং সে ধীরে ধীরে ফরাসী ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া অতি যত্নসহকারে আমাদের নগরের ভিতরের ও বাহিরের সব দেখায়। সে অনেক গলিঘুঁজির ভিতর দিয়া আমাদের লইয়া যায়—এমন সব গলিতে গেলাম যেখানে একটি ভিন্ন দুইটি গাড়ী যাইবার পথ নাই। শহরের প্রাচীন অংশটি আমার অত্যন্ত সুন্দর লাগিল। এই পূর্ব্বযুগের নগরের অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে পুরাকালের প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সুশোভিত অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিলাম। যেমন আমাদের দেশে এখানেও সেইরূপ মনে হয়, পূর্ব্বকালে লোকে যেন সূর্য্যের আলো ও আকাশের বাতাসকে ভয় করিত এবং ইচ্ছা করিয়াই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুন্দর প্রাসাদ অন্ধকার সঙ্কীর্ণ অলি গলিতে নির্ম্মাণ করিত। অবশ্য সেকালে আজকালের মত গাড়ী মোটর ও মানুষের ভীড় ছিল না এবং লোকের প্রাণ বা সম্পত্তি কিছুই নিরাপদ ছিল না। সেই অশান্তির সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিলে সরু সরু গলিগুলি সহজেই রক্ষা করা যাইত এবং বিস্তীর্ণ রাজপথ ঐ সময় বিপদের কারণ হইয়া উঠিত। এইজন্যই বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পুরাকালে লোকে শহরে এইরূপ সঙ্কীর্ণ গলিতে ভীড় করিয়া বাস করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আবিগ্নীয়ঁ নগর রোন নদীর কূলস্থিত এবং এই নদীর পার্শ্বে প্রাচীরের বাহিরে প্রশস্ত এক রাস্তা আছে। এই রোন নদীর তীর হইতে নগরটিকে অতি সুন্দর দেখায়। নিকটেই নদীর উপর বেনেজের ভগ্ন সেতু। এই সেতু দ্বাদশ শতাব্দীতে সেণ্ট বেনেজে ও তাঁহার শিষ্যেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ইহার ২২টি খিলান ছিল তাহাদের মধ্যে এখন চারটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই ভগ্ন সেতুর উপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর এক উপাসনাগৃহ (chapel) এবং নীচে একটি দ্বীপ আছে। এই সেতুর শেষে ফিলিপ ল্য বেলের একটি মাত্র দুর্গ আছে, এবং অনতিদূরে বিলনেব ক্ষুদ্র নগর ও সেণ্ট আন্দ্রের যুগল দুর্গ।

আবিগ্নীয়ঁ আমাদের যেরূপ সুন্দর লাগিয়াছিল আবিগ্নীয়ঁ বাসীদিগের নিকট আমরাও যে সেইরূপ কৌতুহলপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। যেখানে যাইতাম সেইখানেই সকলে আমাদের হাঁ করিয়া দেখিত। রাস্তায় চলিতে চলিতে আমাদের দেখিয়া লোকে পথে থামিয়া আমাদের দেখিত। ট্র্যাম, বাস, মোটরকার হইতে লোকে মুখ বাহির করিয়া আমাদের দেখিত। তাহারা কাফ্রি অনেক দেখিয়াছে, কারণ তাহাদের সৈন্যাবাসে যথেষ্ট কাফ্রি সৈনিক আছে। তবে কাল অথচ কাফ্রি নয় এরূপ অদ্ভুত জীব তাহারা খুব কমই দেখিয়া থাকিবে! একদিন বিকালে আমরা এক কাফেতে বসিয়া কফি পান করিতেছি এমন সময়ে দেখি যে রাস্তার অপর পার্শ্বের বাড়ীগুলির প্রত্যেক জানালা হইতে ভীড় করিয়া লোকে আমাদিগকে দেখিতেছে। যখন প্লাস দ্যু পালেতে যাই তখন দুই ব্যক্তি তাহাদের ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের ফটো তুলিতে চেষ্টা করে। আশা করি তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই।

পোপদের বাস ও তাহাদের প্রাসাদের জন্য আবিগ্নীয়ঁ বিখ্যাত বটে কিন্তু এখানে আরো দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বাস করাতে এইস্থলের গৌরব উজ্জলতর হইয়াছে—তাহারা কিন্তু দুইজনই বিদেশী, ফরাসী নয়। পূর্ব্বেই পেত্রার্ক এবং লোরার নাম উল্লেখ করিয়াছি। পেত্রার্ক তাঁহার পদ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যতীত লোরার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু কেহ জানে না। তাহার পদবিটি কি, সে কোন্ জাতীয় রমণী, কোথায় তাহার জন্ম ঐ সকল বিষয়ে কেহ কিছু ঠিক করিয়া জানে না। অনেকে বলেন যে আবিগ্নীয়ঁর নিকট পীবের্দ গ্রামে লোরার জন্ম হইয়াছিল, এবং পেত্রার্কের ন্যায় সেও ইতালীয় এবং আবিগ্নীয়ঁর কর্দেলিয়ে গির্জ্জায় তাহার সমাধি হয়। ইহা সত্য যে ইতালীর পদ্য ও সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা পেত্রার্ক কিছু কাল আবিগ্নীয়ঁতে বাস করিতেন এবং আবিগ্নীয়ঁতে তাঁহার সহিত লোরার সাক্ষাৎ হয়। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আর একজন খ্যাতনামা পুরুষ আবিগ্নীয়ঁতে বাস করেন এবং তাঁহার মৃত্যু তথায় হয়। ইনি জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

**বিল্‌নেব, উজ্যাঃ**—প্রোবাঁসের পুরাতন স্মৃতিচিহ্নগুলি একমাত্র আবিগ্নীয়ঁ নগরেই শেষ হয় নাই। ইহার নিকটবর্ত্তী অনেক নগর ও গ্রাম এখনও পূর্ব্বকালের

স্মৃতিচিহ্নে পূর্ণ। প্রোবাঁসের যেদিকে যাও সেইদিকেই পুরাতন গির্জ্জা, সেতু, দুর্গ, অট্টালিকা চোখে পড়ে এবং প্রদেশটি সমতল না হওয়াতে এবং রোনের ন্যায় এক খরস্রোত নদী ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক শোভাও অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেশটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আমরা একদিন মোটর গাড়ীতে নীমে যাই এবং পথে যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল যে প্রকৃতি ও মানব উভয়ের সমবেত চেষ্টায় রোন নদীর নিম্নভূমির এই অংশটিকে বড়ই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। সে দিন আমরা প্রায় আট ঘণ্টা মোটর গাড়ী করিয়া ঘুরি। প্রথমে আবিগ্নীয় হইতে রোন নদীর পশ্চিম কূলে বিল্‌নেব্ নগরে যাই। এই নগরটি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি পুরাতন। নদী পার হইয়া বেনেজের সেতুর পশ্চিমান্তে ফিলিপ ল্যে বেলের দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হই। এই সেতুটিকে পাহারা দিবার জন্য ১৩০৭ সালে এই দুর্গটি নির্ম্মিত হয়। পরে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের গাড়ী এক অতি পুরাতন গির্জ্জার সম্মুখে দাঁড়াইল, সেণ্ট পঁ গির্জ্জা—ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে ইহা যে অতি প্রাচীন, মনে তাহার কোন সন্দেহ থাকে না। এখানে এক অতি সুন্দর গজদন্ত-ক্ষোদিত কুমারী মেরীর মূর্ত্তি দেখিলাম। নিকটে হস্‌পিস, এ এক অদ্ভুত ধরণের অট্টালিকা এবং অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। ইহা এখন এক মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। এই অট্টালিকার উপাসনা-গৃহটি সুন্দর এবং তথায় পোপ ষষ্ঠ ইনোসেণ্টএর সমাধি আছে। সেটিও দেখিতে বড় সুন্দর। এই নগরের বড় রাস্তার উপর পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর কতকগুলি ভগ্ন প্রাসাদ আছে। তাহাতে সুন্দররূপে চিত্রিত কতিপয় দ্বারদেশ ও বৃহৎ বৃহৎ ওক কাষ্ঠের কবাট আছে এবং সেগুলি প্রচুর পেরেক ও শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে। প্লাস্‌নেব্ হইতে ফোর্ট সেণ্ট আঁদ্রেতে উঠিতে হয়। ইহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এক ভগ্ন দুর্গ, যদিও অনেক অংশ ভাল অবস্থায় আছে। এই দুর্গের উপর হইতে রোন অন্তনদীর সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। সত্যই এই ক্ষুদ্র নগরটি অত্যন্ত সুদৃশ্য।

বিল্‌নেব হইতে আমরা কতিপয় ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়া অনেক দ্রাক্ষালতা, অলিব, আপেল, ন্যাসপাতি, পীচ প্রভৃতি ফলের বাগান, এবং অসমতল অসংখ্য ক্ষেত পার হইয়া অবশেষে উজ্যা (Uzès) নামে এক ক্ষুদ্র নগরে আসিয়া পড়িলাম। এইবারে শরৎকালে আমরা ফ্রান্সের যে

কোন রাস্তা দিয়া যাইলাম সে রাস্তার দুইধারেই অসংখ্য ফলের বাগান দেখিলাম। কত বাগানেই না গাছের তলে আপেল, ন্যাসপাতি, পীচ, অলিব এপ্রিকট পড়িয়া আছে দেখিলাম। তবুওত গাছগুলি ফলে ভরা। মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করিলাম; বাগানের অন্ত নাই, ফল-বৃক্ষের শেষ নাই, সর্ব্বত্রই গাছ ফলে ভরা ও নীচে ফল পড়িয়া আছে দেখিলাম। আর দ্রাক্ষালতা ক্ষেতের তো কথাই নাই! ছোট ছোট গাছে থোলো থোলো দ্রাক্ষা ঝুলিতেছে। এমন ফলের দেশ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আর কি সুন্দর সব ফল! আমাদেরও ফলের দেশ, কিন্তু লোকের চেষ্টা নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, থাকিলে আমাদের দেশও এরূপ দেখাইত!

উজ্যা নগরটির কোন কোন অংশ আধুনিক হইলেও মোটের উপর ইহা মধ্য যুগের ব্যারণদের অধিকৃত নগরের মত দেখাইল। গ্রামের পার্শ্বে একটি পাহাড় উঠিয়াছে এবং তাহার শিখরে এক দুর্গ। ছবিতে যেমন পর্ব্বতচূড়ায় ব্যারণদের প্রাসাদ বা দুর্গ দেখিয়াছি ইহা দেখিতে ঠিক সেইরূপ। এই প্রদেশের প্রাচীন ডিউকের বংশধর এখনও এই দুর্গের অধিকারী। এই দুর্গের সম্মুখে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক টাউন হল আছে এবং এই দুর্গের সুদৃঢ় কারাগৃহ দ্বাদশ শতাব্দীর। দুর্গের পশ্চাতে ঘড়ি রাখিবার স্তম্ভ, কেথীড্রাল এবং বিশপের প্রাসাদ, প্রমেনাদ দে মারঁনিয়ের উপর। গ্রামের এক পার্শ্বে বিস্তৃত এক চাতাল আছে এবং বিখ্যাত ফরাসী কবি রাসীন ( Racine ) তথাকার বাগানে বসিয়া নাটক লিখিতেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ তথায় একটি মণ্ডপ আছে। এই চাতাল হইতে নীচের দিকে দেখিলে সুদূরবিস্তৃত দৃশ্য বড় মনোহর। তথায় অনেক ফুলের বাগান, দূরে পর্ব্বত। এই উজ্যার ডিউক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মধ্যআফ্রিকা আবিষ্কার অভিযানে বহির্গত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার স্মরণার্থ এই চাতালে একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। চিহ্নটি আর কিছুই নয়, কেবল ডিউক কতকগুলি নগ্নপ্রায় কাফ্রির সহিত নৌকাযোগে আফ্রিকার এক নদী পার হইতেছেন। স্মৃতিচিহ্নটি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী।

**নীম**ঃ—উজ্যা ছাড়িয়া আমরা নীমে যাইলাম। নীম ফ্রান্সের এক অতি প্রাচীন নগর এবং রোমনদিগের সময় ইহা যে এক সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা নগর ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই নগরে রোমন অধিকারের সময়ের যত স্মৃতিচিহ্ন আছে ফ্রান্সে অন্য কোথাও তত নাই। তথাপি শহরটিকে

পুরাতন দেখায় না, বরং বেশ আধুনিকই দেখায়। প্রশস্ত জনাকীর্ণ রাজপথ, স্কোয়ার্স, ট্র্যামলাইন, আধুনিক দোকান, রেষ্টোরাঁ ও বড় বড় বাড়ী ও আধুনিক যান-বাহন এই শহরটিকে আধুনিকতম করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাকে ফ্রন্সের বিংশতি শতাব্দীর এক উন্নতিশীল নগরের মতই দেখায়।

নীমের ইতিহাস প্রোবাঁসের অন্যান্য পুরাতন নগরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। প্রথমে কেণ্ট জাতির অধিবাস, তাহার পরে ফিনীসিয়ান ও গ্রীকদিগের আগমন, উপনিবেশ স্থাপন, বাণিজ্য ও সভ্যতা বিস্তার, তাহার পর রোমনদিগের আগমন ও আধিপত্য বিস্তার, পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার, ব্যাণ্ডাল, বিসিগথ, ও মূরদিগের আগমন ও উপদ্রব এবং তৎপরে মধ্যযুগের ইতিহাস। এই সকল বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সভ্যতা ও বর্ব্বরতা নীমবাসী-দিগের চরিত্র গঠন করিয়াছে সত্য, কিন্তু নীম তাহার বক্ষে যে রোমন অধিকারের স্মৃতি অদ্যাবধি ধারণ করিতেছে তাহাই দেখিবার জন্য লোকে দেশ বিদেশ হইতে এখনও নীমে আসে। এরূপ স্মৃতি-চিহ্ন আর্ল ভিন্ন ফ্রান্সের অপর কোন নগরে নাই। এই স্মৃতিচিহ্নগুলি রোমীয় মল্লক্ষেত্র, মেজঁকারে, রোমন স্নানাগার, ডায়ানাদেবীর মন্দির এবং তূর মাঁই।

**নীমের মল্লক্ষেত্র ঃ**—ইয়োরোপের মধ্যে যতগুলি প্রাচীনতার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান তাহার মধ্যে নীমের রোমীয় মল্লক্ষেত্র অতীব মর্ম্মস্পর্শী। ইহা প্রকাণ্ড একটি ডিম্বাকৃতি দ্বিতল অনাচ্ছাদিত হর্ম্ম্য। প্রত্যেক তলায় যে ৬০টি খিলান আছে তাহাদের দৈর্ঘ্য ৪৩৯ ফীট, প্রস্থ ৩৩০ ফীট এবং উচ্চতা ৭০ ফীট। ইহার মধ্যে প্রায় ৪০০০ লোকের বসিবার আসন আছে। ইহা বেরোণা বা রোমের মল্লক্ষেত্রের মত বৃহৎ না হইলেও তাহাদের অপেক্ষা ভাল অবস্থায় আছে। এখানে অদ্যাবধি বৃষ যুদ্ধ হয়। আমরা ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মল্লক্ষেত্রের উপর উঠিয়া চারিদিক প্রদক্ষিণ করিলাম। এই মল্ল-স্থানটি যে কি প্রকাণ্ড তাহা ইহার ভিতর প্রবেশ না করিলে অনুমান করা যায় না, যদিও বাহির হইতে ইহা এত বৃহৎ দেখায় যে নগরের অন্যান্য অট্টালিকার সহিত ইহা অসামঞ্জস্য দেখায়। যেখান হইতে দর্শকবৃন্দেরা অভিনয় দেখিত, আমরা তথায় গিয়া বসিলাম এবং রোমীয় আমোদ-প্রমোদ (Roman holiday) যে কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপার ছিল এবং এই সকল ক্ষেত্রে

যে কত নির্দ্দয় লোমহর্ষক অভিনয় হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয় কম্পিত হয়।

**মেজঁ কারে**:—এই মল্লক্ষেত্রের নিকট আর একটি রোমন অট্টালিকা আছে। ইহা যে কেবল ফ্রান্সের প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল স্থাপত্যের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন তাহা নয়, ইহা গ্রীক সাম্রাজ্যের বাহিরে সার্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির এবং রোমজগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত। ইহার নাম মেজঁ কারে এবং ইহা প্রাচীন রোমনদিগের এক দেবালয়। অগষ্টস দ্বারা উত্তরাধিকারীরূপে গৃহীত, জুলিয়া ও এগ্রিপ্পার পুত্র কেয়াসের এবং লিউসিয়সের দেবোপম স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই দেবালয় উৎসর্গ করা হয়। এই দেবালয় বৃহৎ নয়, ৪৫ ফীট × ৮৫ ফীট মাত্র, কিন্তু দেখিতে ইহা অতি সুন্দর, ইহার সৌন্দর্য্য নির্ভর করিতেছে ইহার সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের উপর, ইহার বিভূষণের তারতম্যের উপর। এটি ছয় কোণ-বিশিষ্ট, ইহার প্রত্যেক দিকে এগারটি করিয়া করিন্থিয়ান থাম আছে। তাহাদের মধ্যে তিনটি প্রাচীরের সহিত অসংলগ্ন এবং এই তিনটির উপরই বারাণ্ডাটি নির্ভর করিতেছে, অবশিষ্ট আটটি গৃহের প্রাচীরসংলগ্ন। মেজঁ কারে অগষ্টস যুগের একজন গ্রীক ভাস্কর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কালে এই সুন্দর দেবালয়টি নানা ব্যবহারে আসিয়াছে। মধ্যযুগে প্রায় চারিশত বৎসর ইহা টাউন হল রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে কিছু-কাল ইহা বাস করিবার বাড়ী, ততঃপর আস্তাবল এবং ফরাসী বিপ্লবের একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গির্জ্জা-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিপ্লবের পর ইহা গোলাঘর এবং আরো পরে এক সাধারণ বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশেষে ইহার প্রাচীনত্ব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি লোকের চক্ষু খুলিলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ইহার যে অপব্যবহার হইতেছিল তাহা বন্ধ হয় এবং ইহাতে এক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি ইহার ভিতর একটি মিউজিয়ম আছে। এই মিউজিয়ামে নীমের বিনাস মূর্ত্তি এবং বহু মূল্যবান মধ্যযুগের ও রোমীয় মুদ্রার সংগ্রহ আছে।*

* মেজঁ কারে দেবালয় সম্বন্ধে মিঃ স্যাবিন বেয়ারিং গুলড তাঁহার "In Troubadour-Land : a Ramble in Provence and Languedoc" নামক পুস্তকে একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন –

"There is the Maison Carrée, a temple almost quite perfect and of surpassing proportional perfection. ......No engraving can give an

**জার্দাঁ ছ লা ফঁস্তেন** :—এই পুরাতন দেবালয়ের অনতিদূরে জার্দাঁ ছ লা ফঁস্তেন নামে বাগানটি দেখিতে বড় সুন্দর যদিও সেটি প্লেন ও চেষ্টনাট বৃক্ষ দ্বারা সাধারণভাবে সজ্জিত। ইহার মধ্যস্থলে তিনটি প্রকাণ্ড পাথরের জলাধার আছে, সেগুলি হইতে অতি উচ্চে জলের ফোয়ারা উঠিতেছে। এই বাগানের এক পার্শ্বে পুরাতন রোমক স্নানাগারের কিছু পরিশিষ্ট রহিয়াছে।

**রোমক স্নানাগার** :—যাঁহারা রোমক সভ্যতার ইতিহাস স্বল্পমাত্রও জানেন তাঁহাদের বলা বাহুল্য যে রোমক স্নানাগারের মধ্যে তাহাদের এক নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। রোমকগণ কোন দেশ অধিকার করিলে তথায় রাস্তা-ঘাট, দুর্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিত এবং বড় বড় নগরে ফোরম (Forum), দেবালয়, মল্লভূমি, উন্মুক্ত রঙ্গালয়, বিজয়-তোরণও নির্ম্মাণ করিত। এইসকল স্থাপত্য নির্ম্মাণ করা সভ্য বিজিতা জাতির পক্ষে স্বাভাবিক, পূর্ব্বে সকলেই এইরূপ করিয়াছে এবং পরেও সকলে এইরূপ করিবে। কিন্তু সাধারণের ব্যবহারার্থে স্নানাগার কেন এবং সেগুলির এত বাহারইবা কেন? কেন তাহা জানি না—তবে জানি যে ইতালী অপেক্ষাকৃত গরম দেশ এবং রোমনরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাতি ছিল এবং ছোট বড় সকল রোমন নগরে তাহারা লোক সাধারণের জন্য স্নানাগার নির্ম্মাণ করিত। আমাদের মনে হইতে পারে এবং অভিজ্ঞতাও তাই যে স্নান করা অভ্যাস সভ্যতার এক অঙ্গ, যাহারা নিত্য স্নান না করে তাহারা সভ্য নয়। কিন্তু এ বিশ্বাস ইয়োরোপে আসিয়া ত্যাগ করিতে হয়। এই সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়ে—একজন নূতন আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট অক্স-ফোর্ডে এক কলেজে ভর্ত্তি হইবার কিছুদিন পর তাহার কলেজের অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন কলেজ জীবন তাহার কি রকম লাগিতেছে। সে উত্তরে বলিল, সবই ভাল লাগিতেছে তবে কলেজে একটিও স্নানাগার নাই এই যা অসুবিধা। তাহাতে অধ্যক্ষ একটু ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হইয়া বলেন, ইহাতে আর অসুবিধা কি, কলেজের প্রতি টার্ম্ত কয় সপ্তাহ মাত্র। তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় এই ছিল যে ঐ কতিপয় সপ্তাহের মধ্যে একবারও যদি স্নান না

---

idea of its loveliness. It is the best example we have in Europe of a temple that is perfectly intact. It is mignon, it is cheerful, it is charming. I found myself unable at any time to pass it without looking round over my shoulder, again and again, and uttering some exclamation of pleasure at the sight of it."

করা যায় তাহাতেই বা অসুবিধা কি? এ অবশ্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা —এখন বোধ করি সব কলেজেই স্নানাগার আছে। আমার স্বামীর সময়ে ছিল না। দুঃখের বিষয় নীমের এই রোমান স্নানাগারের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই, তবে ইহার উপরে ডায়নাদেবীর এক মন্দির আছে। অনেকে মনে করে সেটি এই স্নানাগারেরই এক অংশ ছিল। বোধ হয় এটি নির্ঝর-দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। পুরাকালে এই স্থলে এক কেলটিক দেবালয় ছিল এবং এই রোমন দেবালয় সম্রাট অগষ্টস প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও তথায় সুন্দর খিলান যুক্ত একটি চতুষ্কোণ হলঘর আছে এবং কতিপয় প্রতিমাধার আছে। এইগুলির মধ্যে পূর্ব্বে মূর্ত্তি রাখা হইত। এখনও সেখানে কতিপয় স্তম্ভ বিদ্যমান এবং মধ্যভাগের খিলানের মধ্যে বলির পাথর আছে। মধ্যযুগে মন্দিরের প্রধান অংশগুলি উপাসনা-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত।

**তুর মাঁই** :—এই দেবালয়ের পশ্চাতে ও নিকটে তুর মাঁই আছে। সম্রাট অগষ্টসের সম্মানার্থ নীমের লোকেরা পুরাকালীন এক অট্টালিকার ভিত্তির উপর ইহা স্থাপন করে। এই তুর মাঁইএর উপর হইতে সুদূর বিস্তৃত এক সুরম্য দৃশ্য দেখা যায়—উত্তর-পূর্ব্বে বাঁতু পর্ব্বত, দক্ষিণে এগুমর্ত এর প্রাচীর এবং কামার্গ জলাশয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে কানিগু ও দক্ষিণে নীম নগর।

**পোর্ত অগষ্টস্** :—নীমে আর একটি রোমন তোরণ আছে, পোর্ত অগষ্টস্। ইহা সম্রাট অগষ্টসের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তখন ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল আর্ল দ্বার। ইহা দুইটি বড় বড় খিলান এবং এই বড় খিলানের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া ছোট খিলান। ইহার ভাস্কর্য্য ভূষার বেষ্টনীতে অগষ্টস কৃত নেমোসাসের প্রাচীরের প্রতিলিপি ক্ষোদিত করা আছে।

রোমীয় ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত মধ্যযুগের কতিপয় সুন্দর অট্টালিকাও নীমে আছে, সেগুলিও দেখিবার যোগ্য যেমন নোতর দাম এ স্যাঁ কাস্তোরের উপাসনা-মন্দির এবং রু ড্য লা মাদেলেইন এ দ্বাদশ শতাব্দীর এক অট্টালিকা।

**১৯১৪-১৮ মহাযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন** :—নীমের এই সকল প্রাচীন অট্টা-

লিকাগুলি যে অত্যন্তই সুন্দর তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু একটি আধুনিক স্মৃতি-চিহ্নও নীমে দেখিলাম সেটি আমার চক্ষে ইহাদের অপেক্ষা কম সুন্দর লাগিল না—ইহা গত মহাযুদ্ধের নীমের স্মৃতিচিহ্ন।

এই স্মৃতিচিহ্নটি এক মাটির নিম্নস্থিত অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত গোলাকার উন্মুক্ত স্থান এবং ইহার মেজে মিশ্রিত প্রস্তরনির্ম্মিত। এই গোলাকার অনাচ্ছাদিত মাটির নিম্নস্থিত স্থানের প্রস্তরনির্ম্মিত দেওয়ালের গাত্রে যে সকল নীমবাসী গত মহাযুদ্ধে তাঁহাদের প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম লিখা আছে। স্মৃতিচিহ্নটি অতি সুন্দর অথচ আড়ম্বরশূন্য, দেখিলেই মনে এক অপূর্ব্ব করুণ ভাবের উদয় হয়। ইহার প্রবেশদ্বারে যে সমুদয় সুন্দর উদ্‌গত চিত্র ও ভাস্কর্য্য আছে সেগুলি সত্যই বর্ণনাতীত। একটি চিত্র আমার মনে আছে সেটি এই —এক যোদ্ধা যুদ্ধ যাত্রার সময় তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইতেছে; তাহার স্ত্রী ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদের শিশু সন্তানটিকে স্বামীর বুকের নিকট ধরিয়াছে। যোদ্ধার পশ্চাতে এক নারীমূর্ত্তি—জন্মভূমির প্রতীকস্বরূপ—যোদ্ধার স্কন্ধদেশে হাত দিয়া তাহার কর্ত্তব্য পালনের জন্য মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। এ চিত্র যে একবার মাত্র দেখিয়াছে সে জীবনে কখন ইহাকে ভুলিতে পারিবে না। সত্য, গত মহাযুদ্ধে ইয়োরোপের ঘরে ঘরে এই দৃশ্য অভিনীত হইয়াছে,—মহা-যুদ্ধের পূর্ব্বেও অনেক যুদ্ধে এই দৃশ্য পৃথিবীর অনেক স্থলে অভিনীত হইয়াছে। ইহার ভাবটি অতি পুরাতন হইলেও, অতি সাধারণ হইলেও ইহার মধ্যে যে বাস্তবতার ছাপ পড়িয়াছে, যে সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে কোমলতার স্পর্শ ইহাকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের তুলনা নাই, উহারা চিরদিনের জন্য জাজ্বল্যমান থাকিবে।

**পঁ স্তু গার ও পরীবাহ :**—নীম হইতে আবিগ্নীয় ফিরিবার পথে পঁ স্তু গার পড়িল। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রোমীয় পরীবাহ। নীমে জল সরবরাহ করিবার জন্য সম্রাট অগ্রিপ্পা এই জলবাহিনীটি খৃঃ পূঃ উনবিংশ অব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাকালের পূর্ত্তকার্য্যের ইহা এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, গার্দ নদীবক্ষ হইতে ১৬০ ফীট উচ্চে স্থাপত্য বিদ্যার চরমোৎ-কর্ষস্বরূপ নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বিপুল খিলানযুক্ত একটি পরীবাহ বিদ্যমান। সর্ব্বনিম্ন ছয়টি খিলান নদীর উপর পুলের আকারে রহিয়াছে।

তাহার উপর ১১টি খিলান এবং ইহাদের উপর ৩৫টি ছোট খিলান—সর্ব্বসমেত ৮৮২ ফীট লম্বা এবং তাহার উপর এই প্রকাণ্ড পরীবাহটি ভাল অবস্থায় আছে। নদীর উপত্যকা পর্ব্বতময় এবং জলবাহিনীটি নদীর এক তীরস্থ পর্ব্বত হইতে অপর তীরস্থ পর্ব্বতে পৌঁছিয়াছে। পরীবাহটি ভাল করিয়া দেখিতে হইলে প্রথমে কূলস্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হয়। সেইজন্য আমরা মোটর গাড়ী রাস্তায় ছাড়িয়া এক সঙ্কীর্ণ খাড়াই পথ দিয়া সেই পর্ব্বতের উপর উঠিলাম এবং যে স্থলে পরীবাহটির আরম্ভ সে স্থলে পৌঁছিলাম। সে স্থলে যাইয়া দেখি যে পরীবাহটি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ ইহার ছাদ পাথরের। এই ছাদের উপর দিয়া চলিলে নদীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাওয়া যায় সত্য কিন্তু ছাদ খোলা, তাহার কোন রেলিং নাই এবং প্রশস্ত নয়। নদী ১৬০ ফীট নিম্নে এবং ছাদ ৮৮২ ফীট লম্বা। এই সঙ্কীর্ণ পরীবাহের খোলা ছাদের উপর দিয়া ৮৮২ ফীট যাইতে আমাদের সাহস হইল না, মনে হইল পাছে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। তাই ছাদের নীচে পরীবাহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম এবং যে পথ দিয়া জল প্রবাহিত হইত, সেই পথ দিয়া চলিলাম। এই পথে মধ্যে মধ্যে জল ও কাদা ছিল সত্য, কিন্তু ছাদের উপর দিয়া যাওয়া যখন আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইল, তখন এই অপরিষ্কার পথ দিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। অনেকে দেখিলাম ছাদের উপর দিয়াই যাইতেছে আবার কেহ কেহ আমাদের ন্যায় পরীবাহের ভিতর দিয়া নদী পার হইতেছে। পরীবাহের ভিতর প্রায় ছয় ফীট উচ্চ, যাইতে অসুবিধা হইল না।

**বিছানায় মশারী** :—আমরা আবিগ্নীঁয়তে তিন দিন ছিলাম। তখন অগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ, দিনের বেলা গরম হইত, অনেকটা মধুপুরে সকালে যখন বেশ শীত পড়ে সেই রকম গরম। তবে রাত্রি ও সকালে বেশ ঠাণ্ডা তখনও হইত। হোটেল বেশ পাইয়াছিলাম, দ্বিতলে একখানি ঘর, স্নানাগার আমাদের নিজস্ব। ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম, দেখিলাম যে বিছানায় মশারী টাঙ্গান! ইহার পূর্ব্বে ইয়োরোপে অন্য কোথাও বিছানায় মশারী দেখি নাই। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে এই শীতপ্রধান ইয়োরোপে ইতালী ব্যতীত আর কোথাও মশা নাই। এ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক, কারণ অন্বেষণ করিলে ইংল্যাণ্ডেই ২৮ জাতীয় মশা পাওয়া যায়, যদিও আমরা নিজ

চক্ষে কখন একটিও মশা সেখানে দেখি নাই। কিন্তু এ মশারীও এক নূতন ধরণের, ইহা কেবল মুখ ও বুকটুকু ঢাকিবার জন্য, সমস্ত বিছানা ইহাতে ঢাকা পড়ে না! মশারী দেখিয়াও বিশ্বাস হইল না যে মশা এখানে থাকিতে পারে, মনে করিলাম হয়ত ইহা ফরাসীদের সৌখীনতার এক অঙ্গ—অনাবশ্যক অতিরিক্ত সাবধানতা। কিন্তু সে ধারণা রাত্রিতে ভঙ্গ হইল, দেখিলাম যে মশা আছে ও বেশ গান গায়! মশা দেখিয়া ও তাহাদের গান শুনিয়া আমার বরং ভালই লাগিল, বেশ একটু দেশ দেশ মনে হইল, যেন দেশের লোকের সহিত দেখা হইল!

আবিগ্নীয়ঁতে তিন দিন থাকিয়া ২৭শে আগষ্ট জেনীবা যাইব ঠিক করিয়াছিলাম। যাইবার পূর্ব্বদিন হঠাৎ ছাড়পত্র খুলিয়া উনি দেখেন যদিও ইয়োরোপের অনেক দেশে প্রবেশ করিবার অধিকার ছাড়পত্রে লইয়াছিলেন সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহাতে নাই। কেন এইরূপ ভুল করিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু ভুলটি মারাত্মক। সেদিন রবিবার। তথাপি তৎক্ষণাৎ কুকের প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সুইস কনসলের নিকট যাইলেন। সুইস কনসল এক মুচি! তাহার জুতার দোকানে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে সে বলিল যে ব্রিটিশ প্রজার ছাড়পত্রে অনুমতি দেওয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধিরই ক্ষমতা আছে, তাহার নাই। তিনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ ব্রিটিশ প্রতিনিধি মার্সেইতে থাকেন, তবে আমরা যখন জেনীবা যাইতেছি তখন পথে লিয়ঁতে যে ব্রিটিশ প্রতিনিধি থাকেন তাঁহার দ্বারা ছাড়পত্রে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইতে পারি। লিয়ঁ আমাদের পথে পড়িবে বটে কিন্তু তথায় নামিবার আমাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না, আবিগ্নীয়ঁ হইতে সোজা জেনীবা যাইব এইরূপ ইচ্ছা ছিল। যাহা হউক উপায়ান্তর না দেখিয়া পথে লিয়ঁতে নামিয়া তথায় ব্রিটিশ প্রতিনিধির নিকট হইতে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করিবার অধিকার লইয়া পরের ট্রেনে জেনীবা যাইব ঠিক করিলাম।

**লিয়ঁর পথে** :—আমরা ২৭শে অগষ্ট (১৯৩৪ সাল) সকালে লিয়ঁর জন্য আবিগ্নীয়ঁ ছাড়িলাম। ষ্টেশনে একজন ইংরাজ আমাদিগকে ভারতবাসী দেখিয়া আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। তিনি অতি ভদ্রলোক এবং

আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে তিনি অত্যন্ত ইচ্ছুক দেখিলাম। লিয়ঁ আবিগ্নীয়ঁ হইতে রেলপথে ১৪৩ মাইল এবং সেই পথে যাইতে তিনঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগিল। ট্রেন আবিগ্নীয়ঁ হইতে অল্পদূর রোননদীর বামপার্শ্ব দিয়া যাইয়া নদী হইতে কিছু দূরে সাইপ্রেস বৃক্ষের এক আবাদে গিয়া পৌঁছিল। আবিগ্নীয়ঁ হইতে লিয়ঁ অবধি রেলপথ যে প্রদেশ দিয়া যায় সে প্রদেশ অত্যন্ত ঐতিহাসিক এবং রোমন ও মধ্যযুগের অবশিষ্ট চিহ্নে পূর্ণ। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও যথেষ্ট। সমস্ত পথটাই অসমতল ভূমির উপর দিয়া চলিয়াছে। কোন কোন স্থল পর্ব্বতময় এবং দূরে সমস্ত রাস্তারই দুই পার্শ্বে পাহাড়। ওরাঁজ নগর পার হইবার পর লিয়ঁ পর্য্যন্ত সমস্ত পথই রোন নদীর পার্শ্ব দিয়া যায়। নগর, গ্রাম, নদী, রাস্তা, ঘাট, প্রাচীন দুর্গ, সেতু, গির্জ্জা গোলাবাড়ী, ক্ষেত—কতই পার হইয়া চলিলাম, আর সেগুলি সব যেন ছবির মত দেখাইল। ফরাসীরা স্বদেশ প্রেমে মোহিত, উন্মত্ত বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইয়োরোপের সকল জাতিই নিজ নিজ দেশের প্রেমে মোহিত, দেশের গর্ব্বে সদাই উন্নতশীর—স্ফীতবক্ষ। তবে গর্ব্ব করিবার সকল জাতির সমান কারণ বা অধিকার নাই। ফরাসীদের সে কারণ খুবই আছে, এমন কি, আমার মনে হইল আমরা বিদেশী, আমাদের চোখে তাহাদের দেশ যখন এত সুন্দর লাগে, তাহাদের দেশের লাবণ্যে আমরা যখন এতই মুগ্ধ হই তখন এদেশবাসী—যাহারা এই দেশেরই জল মাটিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, এই দেশেরই পঞ্চভূতে যাহাদের পিতৃপুরুষরা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা দেশরক্ষার জন্য, দেশের উন্নতি-সাধনের জন্য, শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে কত যুগ ধরিয়া কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিতেছে—তাহারা ইহার সৌন্দর্য্যে, ইহার উন্নত অবস্থায় যে মোহিত ও গর্ব্বিত তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি! এই দেশকে লোকে যে "লা বেল ফ্রান্স" (রূপসী ফ্রান্স) বলে তাহার সার্থকতা আছে। তবে ফ্রান্সের রূপ সমুদয় ও সর্ব্বত্র অকৃত্রিমও নয় অসামান্যও নয়। বাস্তবিক মার্সেই হইতে লিয়ঁ যাইতে দেশটি আমাদের দেশের দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানের ন্যায় দেখাইল। ফরাসীরা দেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বহুপরিশ্রমার্জ্জিত বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত করিয়া দেশের এক অপরূপ অপার্থিব লাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা নিজেদের দেশকে সেরূপ করি নাই, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে প্রভেদ এই। প্রভেদ অল্প নয়।

**ওরাঁজ :**—আরিগ্নীয় ছাড়িয়া লিয় অভিমুখে যাইবার পথে ওরাঁজ নগর প্রথমে পড়ে। শহরটি ছোট, কিন্তু ঐতিহাসিক। ইহা রোন নদীর নিকটস্থ মেন নদীর তীরে এবং সেখান হইতে দূরে মঁ বাঁতু দেখা যায়। ইহার চারিদিকে ময়দান, ফলের উদ্যান এবং মালবেরীর আবাদ। রোমন যুগে ইহা তাহাদের একটি বিশিষ্ট উপনিবেশ বলিয়া গণ্য হইত এবং অদ্যাবধি এখানে অনেক সুন্দর রোমন অবশিষ্টাংশ আছে। সেই কারণে ওরাঁজ আজিও প্রসিদ্ধ। টাইবীরিয়স গলদিগকে যে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এখানে এক প্রকাণ্ড তোরণ আছে। এখানে যে রোমান নাট্যশালা আছে সেটি ফ্রান্সের রোমান নাট্যশালাগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা বোধ হয় হাড্রিয়ানের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সাত হাজার দর্শকবৃন্দ ইহার ভিতর বসিতে পারিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহার মেরামতের পর ইহার ভিতর এখন ১৮০০০ লোক বসিতে পারে। ইহারই সন্নিকটে অশ্বরথাদির এক দৌড়চক্র (hippodrome) পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কুড়ি হাজার লোক ধরিত। পরে ওরাঁজ সারাসেনদিগের অধিকারে আসে এবং শার্লমাঁই ইহাকে তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। আরও কতিপয় শতাব্দী পর ইহা ষ্টাট হোল্ডারদিগের অধীনে আসে এবং এই নগরের নাম হইতে তাঁহারা ওরাঁজের যুবরাজ উপাধি পান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই ওরাঁজ অধিকার করিয়া ইহা কন্তির যুবরাজকে প্রদান করেন।

**বালাঁস :**—ওরাঁজ ছাড়িয়া রেলপথ রোন নদীর ধার দিয়া যায়। দুর্গ সহ ছোট বড় অনেক গ্রাম, পুরাতন দুর্গগুলি, গির্জ্জা, গোলাবাড়ী প্রভৃতি পার হইয়া আমরা বালাঁস্‌এ পৌঁছিলাম। এই নগরও রোন নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত এবং পুরাকালে ইহাও রোমনদিগের এক উপনিবেশ ছিল। প্রসিদ্ধ জাষ্টাস্ স্কালিগার এই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং রাবেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই শহরেরই সামরিক বিদ্যালয়ে নেপোলিয়ন ১৭৮৫ হইতে ১৭৯১ সাল পর্য্যন্ত যুদ্ধশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন।

**বীয়েন :**—বালাঁসএর পর কিছুদূর যাইলে বীয়েন নগর পাওয়া যায়।

এই শহরটিও রোন নদীর বাম পার্শ্বে অবস্থিত এবং ইহা লিয় হইতে বেশী দূর নয়। বীয়েন ফ্রান্সের এক অতি প্রাচীন নগর। সীজার অসিনাস এবং মার্শাল ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে ইহা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পরিপোষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। রোমন যুগে বীয়েন গলের রাজধানী ছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা বার্গণ্ডি রাজ্যের এবং পরে আর্ল রাজ্যের রাজধানী হয়। শহররে মধ্যে ও ইহার সন্নিকটে রোমনদের কতিপয় অবশিষ্টাংশ আছে বটে, তবে ইহার পুরাতন গির্জ্জাগুলিই বিশেষ দেখিবার জিনিস। নদীর অপর পার্শ্বে স্যাঁ কলম নগর ঝুলান পুলের দ্বারা বীয়েন নগরের সহিত সংযুক্ত। এই নগরের দুর্গ অনেক দূর হইতে দেখা যায়। ফ্রান্সের সীমা রক্ষা করিবার জন্য ১৩৪৯ সালে ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কারণ তখন এইদিকে ফ্রান্সের সীমা এই পর্য্যন্তই ছিল। বীয়েন ত্যাগ করিয়া আমরা অল্পদূর যাইয়াই লিয় পৌছিলাম।

**লিয় :**—লিয়তে আমাদের নামা কেবল ব্রিটিশ প্রতিনিধির নিকট হইতে সুইটজারলণ্ডে প্রবেশ করিবার অধিকার ছাড়পত্রে লিখাইয়া লইবার জন্য। নামিয়া দেখিলাম যে এ এক প্রকাণ্ড শহর এবং ইহার মধ্যে বিনা সাহায্যে ব্রিটিশ প্রতিনিধির অফিস খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। তখন উনি এক রেলওয়ে পোর্টারের স্মরণাপন্ন হইলেন এবং তাহার সহিত ষ্টেশনের পুলিশ-কর্ত্তার অফিসে যাইলেন। কি দরকার বলাতে পুলিশ কর্ত্তা অনেক কিছু বুঝাইলেন, কিন্তু একে শহর প্রকাণ্ড তাহার উপর আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশ-প্রতিনিধির অফিস বাহির করা আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব একথা উনি তাঁহাকে জানাইলেন। তখন ভদ্রলোক এক বড় মানচিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন উনি তাহাও বুঝিতে পারিলেন না, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার অফিস হইতে বাহির হইয়া এক ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাদের কোথায় লইয়া যাইতে হইবে চালককে বুঝাইয়া দিলেন এবং ট্যাক্সি সোজা ব্রিটিশ-প্রতিনিধির আফিসে আমাদিগকে লইয়া গেল। বাড়িটির তিন তলায় উঠিয়া দেখিলাম যে প্রতিনিধির অফিস মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য বন্ধ। আমাদেরও তখন আহারের আবশ্যক হইয়াছিল, সুতরাং নিকটে এক রেষ্টোরাঁয় গিয়া আহার করিলাম। তথায় খাবার বেশ ভালই দিল

তবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে মদের বদলে জল চাওয়াতে যে মেয়েটি খাবার পরিবেষণ করিতেছিল সে একেবারে হতবুদ্ধি হইল। এদেশে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে রেষ্টোরাঁতে যে মদ দেয় সে মদ বিনামূল্যেই দেয়, তাহার দাম আলাদা দিতে হয় না। তথাপি কেন আমরা যে জল চাহিলাম সে কথা অনেকক্ষণ সে বুঝিতে পারিল না। তখন সে নানারকম মদের নাম করিল, নানা রঙ্ বেরঙের নানা আকারের বোতল আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল, মনে করিল বোধ হয় তাহার দেয় মদ আমাদের পছন্দ হইতেছে না, অথবা আমরা কোন এক বিশিষ্ট রকম মদ পান করিতে অভ্যস্ত! পরে যখন সে বুঝিল যে আমরা আদৌ মদ চাই না তখন অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে আমাদিগকে পানীয় জল আনিয়া দিল।

রেষ্টোরাঁ হইতে আমরা পুনরায় ব্রিটিশ-প্রতিনিধির অফিসে যাইলাম। প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হইল না বটে তবে তাহার কার্য্যাধক্ষ সব ঠিক করিয়া কোথা হইতে প্রতিনিধির সহি সহ সুইটজারলণ্ডে প্রবেশ করিবার অধিকার আনিয়া দিল। এই মহিলা কার্য্যাধ্যক্ষ বেশ ইংরাজী বলিল, ঠিক ইংরেজ মহিলার মত। মনে করিলাম সে হয়ত ইংরাজ হইবে, কিন্তু পরে যখন তাহাকে একজনের সহিত ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে শুনিলাম, তখন মনে হইল সে নিশ্চয়ই এক ফরাসী মহিলা হইবে। তাহার দুই ভাষাতেই উচ্চারণ সুন্দর, সে কোন্ জাতীয় রমণী বুঝিতে পারিলাম না।

কন্সলের অফিস ত্যাগ করিয়া শহর দেখিতে বাহির হইলাম, তবে লিয়ঁর রাস্তা ভিন্ন আর কিছুই দেখি নাই। শহরটি প্রকাণ্ড ও জনাকীর্ণ। রাস্তা ঘাট সবই প্যারিসের ছোট সংস্করণ, প্রশস্ত, সোজা, উদ্যান, ফোয়ারা ও মূর্ত্তিদ্বারা সুশোভিত। রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর ষ্টেশনে যাইয়া সন্ধ্যাবেলা জেনীবাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

# অষ্টম অধ্যায়

## জেনীবা ও তাহার আশে পাশে

জেনীবা লিয়ঁর উত্তর-পূর্ব্বে, রেলপথে লিয়ঁ হইতে ৯৮ মাইল এবং যাইতে ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট লাগিল। লিয়ঁ হইতে বাহির হইয়া পথ উত্তরোত্তর পর্ব্বতময় হইতে আরম্ভ হইল এবং কোন কোন স্থলে প্রকৃতই পার্ব্বত্যদৃশ্য দেখা গেল। এ দৃশ্য যে অতি মনোহর তাহা বলাই বাহুল্য। সুইস সীমান্তের নিকট গাড়ী পৌঁছাইবামাত্র শুল্ক অফিসের লোক জিজ্ঞাসা করিল, শুল্ক দিবার মত কোন দ্রব্য আমাদের সঙ্গে আছে কিনা, কিন্তু কোন মালপত্র পরীক্ষা করিল না। ইহা ফরাসী সীমার শুল্ক আদায়কারী অফিসারদের ব্যবস্থা এবং পরে রাত্রি ৯টার সময় যখন জেনীবায় পৌঁছিলাম তখন সেখানে সুইস শুল্ক আদায়-কারী অফিসাররা আমাদিগের ছাড়পত্র এবং মালপত্র পরীক্ষা করিল। জেনীবা ষ্টেশনটি বড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখাইল, সাধারণ ষ্টেশনের মত ধোঁয়াচ্ছন্ন, ময়লা, অপরিষ্কার নয়।

**লেমাঁ হ্রদ ও জেনীবা নগর :**—হ্রদ ও নগর দেখিবার জন্য পরদিন সকালে উঠিয়া অতি ব্যগ্রভাবে আমরা হোটেল হইতে বাহির হইলাম; দেখিলাম হ্রদ আমাদের হোটেলের অতি নিকটে, অল্প দূর যাইয়াই হ্রদের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। সে কি সুন্দর দৃশ্য সম্মুখে দেখিলাম—কোন নগরের দৃশ্য যে এত সুন্দর হইতে পারে পূর্ব্বে আমার ধারণাই ছিল না! সম্মুখে যতদূর দেখা যায় লেমাঁ হ্রদের সবুজ জল প্রসারিত এবং হ্রদের শেষে এবং দুই প্রান্তে চন্দ্ররেখাকারে নগর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে হ্রদের শেষ ও রোন নদীর উৎপত্তি, তথায় এক বৃহৎ সেতু। সেতুর সম্মুখে বন্দর। সেই সেতুর উপর যাইয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, দিগন্তবিস্তৃত হ্রদের সবুজ জল, এবং সেই জলের উপর মাঝে মাঝে জাহাজ ও নৌকা এবং সন্নিকটে অনেকগুলি রাজহংস ভাসিতেছে। হ্রদের দুই পার্শ্বে বৃক্ষরাজিশোভিত প্রশস্ত

রাজপথ এবং এই রাজপথগুলির পশ্চাতে উচ্চ হর্ম্ম্যাবলী। হ্রদের দুই পার্শ্বেই উদ্যান ও ভ্রমণোদ্যান, উহাদের পশ্চাৎদেশে প্রবাহমান রোননদী ও তাহার উপর ইহার আট সেতু। হ্রদের উভয় পার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যাবলীর পশ্চাতে এবং উর্দ্ধে ঘন বনাবৃত পর্ব্বতমালা স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। যতদুর দেখা যায়—বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে—নিবিড় বনাচ্ছাদিত তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, নিকটে সাল্যাব (Salève) পর্ব্বত, দুরে আল্পস, এমন কি অতি দুরে ইয়োরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ চিরতুষারাবৃত মঁ ব্লাঁ দৃষ্ট হয়। সম্মুখে হ্রদের অন্ত দেখা যায় না, দেখা যায় মাত্র নীল আকাশ যেখানে সবুজ জলের সহিত মিশিয়াছে। দুই পার্শ্বে, দুরে, আরও দুরে হ্রদের তীরে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়। এমন ছবি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি এবং মনে হয় জগতে নিশ্চয় এরূপ দৃশ্য অতি বিরল।

জেনীবা নগর লেমাঁ বা জেনীবা হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ফরাসী সীমার অতি সমীপে অবস্থিত। হ্রদের দক্ষিণ কুল ফ্রান্সের অন্তর্গত, উত্তর ও পূর্ব্বকুলদ্বয় সুইটজারলণ্ডএর ভিতর এবং ইহার পশ্চিমকুলটি ফরাসী সীমানার অতি সমীপে। সুইটজারলণ্ডের নিজস্ব কোন ভাষা নাই, ইহার তিন অংশে তিনটি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত—জর্ম্মণ, ফরাসী ও ইতালীয়। তবে অনেকে জানেন না যে এ দেশের অনেক স্থলে এক উপভাষা প্রচলিত আছে, যেটি না জর্ম্মণ না ফরাসী না ইতালীয়। জেনীবা নগর যে প্রদেশে অবস্থিত সে প্রদেশের ভাষা ফরাসী। নগরটি অতি প্রাচীন, ইতিহাসের পত্রে জেনীবার প্রথম উল্লেখ আছে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮ অব্দে জুলিয়াস সীজারের "কমেণ্টারিজ্ অন্ দি গ্যালিক ওয়ারস্" পুস্তকে। নগরটি সমুদ্রের ১২৫৯ ফীট উর্দ্ধে অবস্থিত হইলেও এবং ইহার নিকট অনেক উচ্চ পর্ব্বত থাকা সত্ত্বেও ইহা পার্ব্বত্য প্রদেশে নয়। এ বিষয়ে জেনীবা খাঁটি সুইস নগর নয় এবং নিকটে হ্রদ ও দুরে উন্নত পর্ব্বতমালা ও বন-জঙ্গল দৃষ্ট হইলেও ইহার দৃশ্যাবলী ঠিক সুইস দেশীয় নয়। এই অর্থে জেনীবা দেখিয়া কেহ বলিতে পারে না যে সে সুইটজারলণ্ড দেখিয়াছে। জেনীবা পশ্চিম ইয়োরোপের অন্তর্গত বলিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও ইতালীর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, এমন কি হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড হইতে বেশী দুর না হওয়াতে মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপের ইতিহাসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে সেগুলির প্রভাব হইতে ইহা রক্ষা পায় নাই। তবে ইয়োরোপের ইতিহাসে মাত্র একবার অগ্রণী হইয়া ও মুখপাত্ররূপে ইহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং সেটি রেফরমেশনের সময়। রেফরমেশনের ইতিহাসে

জাঁ কালব্যাঁ এবং জেনীবার ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; আবার বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের অবসান হইলে ইহা আন্তর্জাতিক রাজধানী হইয়া উঠিয়াছে। এখন রেডক্রশ সোসাইটি, লীগ অব নেশনস, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ, সকলের কেন্দ্রস্থলই এই জেনীবা। দেশ দেশান্তর হইতে, জগতের সুদূর প্রান্ত হইতে, নানাজাতীয় নানাধর্ম্মাবলম্বী নানাবর্ণের যত গণ্যমান্য লোক আসিয়া এই ক্ষুদ্র নগরের রাস্তায় সময়ে সময়ে যেরূপ ভীড় করে জগতের আর কোন নগরে সেরূপ করে না। এই নগরের মন্ত্রণাসভায় বসিয়া তাহারা যাহা আলোচনা করে, সে আলোচনা অদ্যাবধি বিশেষ ফলপ্রদ না হইলেও কালে যে ইহা জগতের ইতিহাস পরিবর্ত্তন করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর তাহা যদি না করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নিঃসন্দেহই আধুনিক ইয়োরোপীয়-সভ্যতার অন্তিমকাল উপস্থিত ! তাহারও কোন সন্দেহ নাই।

মধ্য ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদের তীরে জেনীবা নগর অবস্থিত ; এই নগরের ভিতর দিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ এক নদী প্রবাহিত হইতেছে ; সেই নদীর উৎসও এই হ্রদের ভিতর নিহিত। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ভৌগোলিক সুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা যে একটি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নগর তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নগর বহুশতাব্দী হইতে ইহার মেলা, ললিতকলা, শিল্পকলা প্রভৃতির জন্য, ইহার কৃষ্টির জন্য, বিখ্যাত। মধ্যযুগে লোকে নানা দূরদেশ হইতে অনেক রকম পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এইস্থানের মেলাতে আনিত। ঘড়ি-নির্ম্মাণ-কৌশলের জন্য অনেক কাল হইতে জেনীবা জগতে বিখ্যাত এবং ইহার মীনা কার্য্য এবং ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কনও জগতে এখনও সুপ্রসিদ্ধ। এই নগরের বিদ্যালয়গুলিতে নানা ললিত ও শিল্পকলা সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়।

শহরটির রাস্তাঘাট, গৃহাদি বড় পরিষ্কার—বড় সুন্দর। এমন কি ইহার সরু রাস্তাগুলিরও কি এক সৌন্দর্য্য আছে যাহা অন্য অনেক শহরের নাই। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তা, তাহার দুইপার্শ্বে উন্নত অট্টালিকা, সুবিন্যস্ত উদ্যান ইয়োরোপের অনেক শহরেই আছে কিন্তু জেনীবার পুরাতন অংশের সরু সরু রাস্তাগুলি ও তথাকার পুরাতন ঐতিহাসিক বাড়ীগুলি আমার আরও ভাল লাগিল।

**বড় পোষ্ট অফিস, রুসোদ্বীপ, রোন বারাজ** :—একদিন

সকালে এক মোটরগাড়ী করিয়া এক প্রদর্শকের সাহায্যে সমস্ত শহর ঘুরিয়া আসিলাম। গাড়ী শহরের বড় পোষ্ট অফিসের নিকট হইতে ছাড়িল। এই পোষ্ট অফিস বাহির হইতে দেখিলে এক প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার উপরে নানাদেশের প্রতীকস্বরূপ অনেক প্রতিকৃতি আছে। সেখান হইতে রুস্‌সোদ্বীপে যাইলাম। হ্রদের সম্মুখে, রোন নদীর উৎপত্তি-স্থলে, তুঙ্গবৃক্ষরাজি-আবৃত ইহা এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং এই উদ্যানের ভিতর প্রাদিয়ে কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জে জে রুস্‌সোর এক বর্ত্ত-লৌহ মূর্ত্তি আছে। জেনীবার সহিত জে জে রুস্‌সোর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এই নগরে তাঁহার জন্ম এবং তিনি এই নগরে অনেক কাল বাস করিতেন। রুস্‌সোদ্বীপের পর মোলার তূর ও ফুলের বাজার, তূর দ্য লী'ল এবং বের্থেলিয়ের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া রোন বারাজে ( barrage ) পৌছিলাম। রোন বারাজ একটি বাঁধ, হ্রদ হইতে রোন নদীর মধ্যে যে জল আসে ইহা তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করে। পরে শহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে যাইয়া জার্দাঁ আংলে, কি গুস্তাব আদর ( হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্বের ভ্রমণোদ্যান ) জ্যে দো, পার্ক ল' গ্রাঁ জ ও পার্ক ওবীন দেখিয়া শহরের দক্ষিণে লেগলীজ রুসএ যাইলাম। এইটি এক রুসিয়ান গির্জ্জা, ইহার স্থাপত্য কার্য্য অন্যান্য গির্জ্জার মত নয়, তাহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। তাহার পর ক্যালবিন কলেজ, আদালত, টাউন হল, মিউজে রাৎ ( musée Rath ), গ্রাণ্ড অপেরা হাউস, জেনারেল ডুফুরের ( General Dufour ) মূর্ত্তি ও কনসরবেতোয়ার অব মিউজিক দেখিয়া সাল দ্যু কনসাই জেনেরাল (Salle du conseil G'en'eral) এবং সাল দে লে নাঁসিয়ঁতে ( Sallé des les nations ) পৌছিলাম। পরে নগরের ভিতর আরও কতকগুলি অট্টালিকা দেখিয়া নগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া তথা হইতে হ্রদের এক অতি মনোহর দৃশ্য দেখিয়া আমরা বুরো ইন্তেরনাসিয়নাল দে ত্রাবেই এ ( Bureau International du Travail) যাইলাম। ইহার ভিতর অনেকক্ষণ ছিলাম। শেষে সাল দে লে নসিয়ঁ অফিসের পার্শ্ব দিয়া যাইয়া কি উইলসঁ এবং কি মঁব্লাঁ দিয়া ব্রানজুইক মনুমেণ্টের সম্মুখ দিয়া যাইয়া হোটেলে ফিরিলাম।

**জেনীবার টাউন হল** ঃ—জেনীবার টাউন হল বিশেষ করিয়া

দেখা উচিত। ফ্লোরেনটিন রীতি অনুসারে ইহা গঠিত এবং ইহার ভিতর এক তলা হইতে চারি তলা অবধি সোপানের পরিবর্ত্তে একটি গড়ানে পথ আছে। সেই পথের উপর দিয়া পূর্ব্বকালে সভ্যদিগকে শিবিকা করিয়া সভাগৃহে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত! বৃদ্ধ সভ্যদের এত উচ্চ সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে নিশ্চয় কষ্ট হইত সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই গড়ানে পথ যে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই টাউনহলের কতকগুলি ঘর বড় সুন্দর। সাল দ্য লা র‍্যান এ মারী লেকজিনস্কার এক সুন্দর ছবি আছে এবং আলাবামা ঘরে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাবামা জাহাজ সম্বন্ধে বিবাদ আপসে নিষ্পত্তি হয় এবং এই গৃহেই রেড ক্রশ সোসাইটির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এক অর্থে বোধ হয় বলিতে পারা যায় যে এই গৃহে লা হাগের শালিসি আদালতের এবং জেনীবার লীগ অব নেশানের জন্ম হয়।

**রেফর্ম্মেশন স্মৃতিচিহ্ন** :—জেনীবায় আসিলে তথাকার রেফরমেশনের স্মৃতিচিহ্ন সকলেই দেখিয়া যায়। অনেকের মতে ইহা সুইটজারলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিচিহ্ন—ফারেল, কালব্যাঁ, বেজা, নকস্ এই চারিজন সংস্কারকের প্রকাণ্ড গাউনপরা প্রস্তর মূর্ত্তি একটি বেদীর মধ্য-ভাগে অবস্থিত। এখানে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসী, লাটিন ও গ্রীক ভাষার লিপিমালা সমন্বিত রেফরমেশনের ছয়টি মনোরম ঐতিহাসিক উদ্গাত চিত্র আছে এবং তৎসমেত ইহার দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ আকার অন্যান্য মূর্ত্তিও বিরাজমান। তথায় বড় বড় অক্ষরে "পোষ্ট তেনেব্রা লুক্স ( Post Tenebras Lux )" এই আদর্শবাণী ক্ষোদিত আছে। ইহার সম্মুখভাগ বোটানিক গার্ডেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

**আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের দপ্তরখানা** :—আমাদের যুগের লোকেদের পক্ষে অধিকতর চিত্তাকর্ষক দ্রষ্টব্য বিষয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের দপ্তরখানা। এটি হ্রদের তীরে, নগরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এই অট্টালিকাটি প্রকাণ্ড এবং ইহার ভিতর অনেকগুলি বৃহৎ ঘর ও কতকগুলি সুন্দর ভাস্কর্য্য উদ্গাত কার্য্য ও চিত্র আছে। এই অট্টালিকার প্রবেশমুলে এক প্রকাণ্ড দ্বার-মণ্ডপ। এই দ্বারমণ্ডপের দুইদিকে ঘর এবং একদিকে প্রশস্ত এক সিঁড়ি উপরে

উঠিয়াছে। সিঁড়ির নিম্নে যে দুইটি ভাস্কর্য্য আছে সে দুইটি জগৎ-বিখ্যাত। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে দ্বারমণ্ডপে অনেক লোকের ভীড় এবং কতকগুলি ঘরের মধ্যেও জনতা। এক ঘরের ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে একব্যক্তি এই দপ্তরখানার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতেছেন। আমাদের দেখিয়া দপ্তরখানার এক কর্ম্মচারী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফরাসী বা ইংরাজী বা জর্ম্মণ কোন্ ভাষা আমরা জানি। আমরা ইংরাজী ভাষা বুঝি বলাতে তিনি ইংরাজী ভাষায় দপ্তর-খানার ইতিহাস কর্ম্মপদ্ধতি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে ঘরে বক্তৃতা হইতেছিল তথায় আমাদিগকে লইয়া যাইলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল সেই বক্তার সহিত ঘরের পর ঘর ঘুরিয়া জেনীবার শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত কার্য্য-কলাপের বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হইলাম।

**হ্রদের উপর ভ্রমণ**ঃ—জেনীবায় আসিয়া অবধি ইচ্ছা হইতেছিল একদিন ষ্টীমারে উঠিয়া হ্রদের উপর কিছুদূর ঘুরিয়া আসি, কিন্তু ফরাসী ভাষা ভাল জানা না থাকাতে প্রথম দুইদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। তৃতীয় দিন বিকালে সাহস করিয়া ফরাসী ভাষায় অনেক খবর লইয়া এক ষ্টীমারে উঠিলাম। উনি জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই ষ্টীমারে আবার জেনীবাতে ফিরিয়া আসা যায়, তবে এ ষ্টীমার ছাড়িয়া অপর এক ষ্টীমারে যে আসিতে হয় সে কথা কেহ বলে নাই বা বলিলেও উনি বুঝিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক রিটার্ণ টিকেট লইলাম এবং নীয়ঁ পর্য্যন্ত দুই দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বড় সুখে গেলাম। ষ্টীমারে আলজীরিয়াবাসী একজন ফরাসীর সহিত আলাপ হইল। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল আমরা আমেরিকা হইতে আসিয়াছি এবং ভারত হইতে এত দূরে আসিয়াছি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। নীয়ঁতে প্রায় সকলেই নামিয়া গেল—সেখান হইতে আর এক জাহাজ ধরিয়া জেনীবা ফিরিবার উদ্দেশ্যে। আমরা কিন্তু নামিলাম না, কারণ আমাদের ধারণা ছিল যে এই জাহাজেই আমরা সন্ধ্যাবেলা জেনীবায় ফিরিব। ষ্টীমার প্রায় খালি হইয়া গেল দেখিয়া মনে একটু সন্দেহ হইল এবং তখন জিজ্ঞাসা করিলাম এ জাহাজ কতক্ষণে জেনীবার দিকে ফিরিবে। তাহার উত্তরে জাহাজের কর্ম্মচারীরা বলিল যে এ জাহাজ রাত্রিতে লোজান পৌছিবে এবং পরদিন সকালে সেখান হইতে

জেনীবার জন্য ছাড়িবে। তাহাদিগকে আমাদের টিকেট দেখাইতে তাহারা বলিল যে আমাদের নীয়ঁতে নামিয়া যাওয়া উচিত ছিল! লোজান অনেক দূর, তথায় যাইয়া রাত্রি যাপন করিবার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের ছিল না। ইংরাজী ভাষা জানে এমন কোন লোক জাহাজে ছিল না। অবশেষে জাহাজের কর্ম্মচারীরা একজনকে আনিয়া খাড়া করিল এই ধারণায় যে সে ইংরাজী বোঝে। কিন্তু "ব্যস্ত হবেন না" (Don't worry) ব্যতীত সে ইংরাজী ভাষায় আর কিছুই বলিতে পারিল না। তখন ফরাসী ভাষায় অনেক গোলমাল করার পর বোঝা গেল যে পরের ঘাটে নামিলে সেখান হইতে রেলে করিয়া সন্ধ্যার মধ্যে জেনীবায় পৌছিতে পারিব। অনেক ম্যাপ টাইমটেবল্ দিয়া তাহারা আমাদের সব বুঝাইয়া দিল। পরে ষ্টীমার রোল গ্রামের ঘাটে থামিলে আমরা নামিয়া পড়িলাম। নামিবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে চাহিলাম কিন্তু কাপ্তেন তাহা নিলেন না বরং তাঁহার টুপিতে হাত দিয়া আমাদের অতি বিনীতভাবে বিদায় দিলেন। রোলের ঘাটে নামিয়া একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম ষ্টেশন কোন্ দিকে, সে তাহার দোকান ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনের ট্র্যামে উঠাইয়া দিল। ট্র্যাম ষ্টেশনে আসিলে তথা হইতে আমরা রেলে করিয়া জেনীবাতে সন্ধ্যার সময় পৌছিলাম। এত গোলমালের কারণ ফরাসীভাষা ভাল করিয়া জানা না থাকা।

**লেমাঁ হ্রদ ও তাহার দৃশ্য ঃ**—ষ্টীমার হইতে হ্রদের দৃশ্য যে অত্যন্ত সুন্দর তাহা বলা বাহুল্য। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত জল, গাঢ় হরিৎবর্ণ, পার্শ্বে ও ঊর্দ্ধে পাহাড় ও ক্ষেত, হরিৎবর্ণ, অনেক রঙের অনেক আকারের, এ দৃশ্য দেখিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় পরম শান্তির ভাবের উদয় হয়। হ্রদের দুই ধারে, পাহাড়ের গায়ে ও তলদেশে, দূরে দূরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও তাহাদের পরিষ্কার রক্তবর্ণ ছাদবিশিষ্ট বাড়ীগুলিই বা কি সুন্দর! সব অতি স্নিগ্ধ, অতি মনোমুগ্ধকারী। পাহাড়ের ক্ষেতের উপর কত গরু ও মেষ চরিতেছে, হ্রদের জলের উপর কত নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে! সব যেন ছবির মত মনে হয়, মনে হয় যেন সংসারের ভাবনা-চিন্তা, কষ্ট-দারিদ্র্য অতিক্রম করিয়া এক চিরশান্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি!

জেনীবা হ্রদ প্রকাণ্ড, ৫০ মাইল দীর্ঘ, ইহার পশ্চিম প্রান্ত মনোরম, ইহার

উত্তর প্রান্ত অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন। জেনীবা শহরের নিকটে হ্রদটি অপেক্ষাকৃত সরু, সেইজন্য এখানে ইহার সৌন্দর্য্যের যে কিছু লাঘব হইয়াছে এমত নয় বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে, কারণ এখান হইতে দুই পার্শ্বের তীর নিকটেও একত্রে দেখা যায়। জেনীবা হইতে নীয়ঁ অবধি হ্রদটিকে ছোট হ্রদ, "পেতি লাক", বলে এবং ইহার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় হ্রদকে "গ্রাঁ লাক" বলে। এই ছোট ও বড় হ্রদের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। বড় হ্রদ অত্যন্ত প্রশস্ত, এক স্থলে ইহা ৮ মাইল চওড়া এবং মধ্যে মধ্যে ইহাতে তরঙ্গ ও তুফানের প্রাদুর্ভাবও যথেষ্ট হয়, কারণ মধ্যস্থলে ইহা বেশ গভীর—প্রায় ৩৩৮ গজ (৩০৯· মীটার)। তিন দিকে ইহা পর্ব্বতবেষ্টিত, তবে ইহার উত্তর দিকের পর্ব্বত দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতের ন্যায় তত উন্নত নয়। পর্ব্বত, মাঠ, সবই বৃক্ষে ঘনআচ্ছাদিত, যেখানে বৃক্ষ নাই সেখানে শ্যামল ঘাস, পরিষ্কার ছাঁটা, বাড়ীর লনের মত পাহাড়ের উপর হইতে হ্রদের জল অবধি বিস্তৃত। এখানে আমাদের দেশের পার্ব্বত্য প্রদেশের গাম্ভীর্য্য নাই সত্য, তবে সৌন্দর্য্য প্রচুর আছে। নীচে মৃদুতরঙ্গে আন্দোলিত হ্রদের সবুজ জল, উর্দ্ধে শুভ্র জলদশোভিত নীল আকাশ, তিন পার্শ্বে পর্ব্বতমালা সবুজবর্ণের বৃক্ষ-পল্লবে আবৃত, পর্ব্বতের গায়ে বা তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ—এ দৃশ্যে প্রকৃতির কঠিন, কঠোর, তীব্র, ভীষণ, নির্দ্দয় ভাব কোথাও নাই, আছে কেবল তাহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, লাবণ্য কোমলতা, নম্রতা, শান্তি! মনে আছে প্রকৃতির এই অপরূপ সুধাময় শোভা, এই স্নিগ্ধ মুখ, একবার মাত্র অনেক দূর হইতে, হৃষিকেশ হইতে লছমনঝোলার পথে গঙ্গানদীর অপর তীরে, দেখিয়াছিলাম, তবে সেও ঠিক এ রকম নয়। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়, মনে হয় যেন সংসারের তৃষ্ণা, জ্বালা, যন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ঈশ্বরপাদে জীবন উৎসর্গ করি! আর এ দৃশ্য দেখিয়া মনে হয় যেন সংসারের ধূলা মাটি লইয়া আরও দুইচারি দিন খেলা করি! প্রভেদ অনেক!! সে হিমাদ্রির পাদদেশ, ভাগীরথীর তীর, আমাদের দেশ, আর এ ইয়োরোপের এক হ্রদ, বিলাসী ইয়োরোপীয় ও আমেরিকানদিগের লীলাভূমি। প্রভেদ অনেক না হওয়াই বিচিত্র।

জেনীবাতে যে বিদেশীর সংখ্যা অত্যধিক তাহা বলা বাহুল্য। জেনীবায় কেন, সমস্ত সুইটজারলণ্ডে সমস্ত বৎসর ধরিয়া বিদেশীর ভীষণ জনতা। বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ কালের ত কথাই নাই, এমন কি যখন দুরন্ত শীত এবং বরফে

সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন তখনও লোক অন্য দেশ হইতে সুইটজারলণ্ডে শীতের খেলার জন্য আসে! এইরূপে বিদেশীদিগের নিকট হইতে জেনীবা ও সুইটজারলণ্ড প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। এখানে সকল দ্রব্য মহার্ঘ—অন্ততঃ বিদেশীর কাছে; তাহা ব্যতীত বিদেশীদিগের নিকট হইতে সুযোগ পাইলে অযথা অর্থ উপার্জ্জন করিতে কেহ কেহ বিরত হয় না। হোটেল মহার্ঘ দোকানে ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র সবই মহার্ঘ, তবে তাহা বোঝা যায়, তাহাকে প্রতারণা বলি না। কিন্তু যখন ১২ খানা মলিন বস্ত্র (স্যার্ট, কলার, রুমাল ইত্যাদি) ধুয়াইয়া তাহার দাম দিয়া হিসাব খতাইয়া দেখিলাম যে আমাদের দেশের হিসাবে ১২ টাকা পড়িল, তখন ইহাকে প্রতারণা বলিলাম, এমন কি ডাকাতি বলিলাম! তবে ইহা স্বীকার করি যে জেনীবা ও ফ্রান্সের হোটেলে আমাদের বড় যত্ন করিত, কখন কখন এত যত্ন করিত যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতাম! জেনীবার হোটেলের এক ঘটনা মনে পড়ে। আমরা গরুর বা শূকরের মাংসের পক্ষপাতী নয় দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজারের সন্দেহ হইল হয়ত ইয়োরোপীয় খাদ্যে আমরা অভ্যস্ত নই, হয়ত দেশী খাদ্যের জন্য আমরা লালায়িত! তাহার এই রকম ধারণা হওয়ায় কোন দোষ ছিল না, কারণ প্রতি ভোজনে এদেশের লোকেরা যে পরিমাণে খাদ্য খাইত তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণও আমরা খাইতে পারিতাম না। ফ্রান্সের ও জেনীবার লোকেদের খাদ্যের পরিমাণ দেখিয়া আমরা যথার্থই অবাক হইয়া যাইতাম। একদিন ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল কারি-ভাত আমাদের জন্য রাঁধিয়া দিবে কিনা। আমরা বলিলাম সে ভালই ত, কিন্তু পরে ইহার জন্য আমাদের অনুতাপ করিতে হইয়াছিল, কারণ অতি যত্ন করিয়া রাঁধিয়া যেরূপ কারি-ভাত টেবিলে ধরিল সেরূপ কারি-ভাত আমরা জন্মে কখন দেখি নাই ও আমাদের অন্নপ্রাশনের সময় হইতে কখন খাই নাই! যাহাকে ভাত বলিল সে ত ফ্যানে ভিজা বটেই, অমন চাউল যে ইহারা কোথা হইতে আমদানী করিল তাহা জানি না। চাউল ত আমাদের দেশের দ্রব্য ও অনেক রকম চাউলই আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু চাউলের যে অমন মোটা দানা হয় ভারতবর্ষে কোন প্রদেশে দেখি নাই—এবং আমরা ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই অল্পবিস্তর দিন অবস্থান করিয়াছি। এ চাউল লাল নয়, খুব সাদাই; কিন্তু কি মোটা! পরে শুনিলাম ঐ চাউল যবদ্বীপ হইতে আইসে! আর যাহাকে কারি বলিয়া সম্মুখে ধরিল তাহা কারি ছাড়া আর যাহা কিছু বলিলে বিশ্বাস করিতাম কিন্তু কারি সে তাহার কোন জন্মে নয়! এইরূপ

কারি-ভাত খাওয়াইয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, কি রকম হয়েছে! অত্যন্ত যত্ন করিয়া আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যখন রাঁধিয়াছে তখন কি রকম করিয়া তাহাকে বলি যে তাহার ভাত ভাত নয়, তাহার কারি কারি নয়, অপর যাহা কিছু সে বলিলে তাহা স্বীকার করিতে রাজী আছি! সত্যের অবমাননা করিয়া ভদ্রতার খাতিরে তখন বলিতে হইল তাহার কারি-ভাত সুন্দর হইয়াছে তবে এইটি যোগ করিয়াদিলাম যে ঠিক আমাদের দেশের মত নয় একটু অন্য ধরণের! দেখিলাম তাহার কারি-ভাতের সুখ্যাতি শুনিয়া লোকটি খুব খুসী! তখনই পশ্চাৎতাপ হইল—মনে হইল যে উৎসাহিত হইয়া আবার যদি ঐ রকম কারি-ভাত আর একদিন দেয় তাহা হইলে আর ধৈর্য্য থাকিবে না, অভদ্র হইতেই হইবে! যা'ভাবা ঠিক তাহাই ঘটিল, দুইদিন পরেই সে আবার কারি-ভাত দিয়া বলিল "আপনারা আজ চলিয়া যাইতেছেন, অনেক দূর ভ্রমণ করিবেন তাই আপনাদের জন্য কারি-ভাত আবার রাঁধিলাম।" প্রকাশ্যে বলিলাম বেশ করিয়াছ—নেপথ্যে বলিলাম মাথা খেয়েছ—ইহার অধিক ধন্যবাদ আর মুখ হইতে বাহির হইল না!

**ফ্রান্সের ওৎসাবয় ও মঁ ব্লাঁ পর্ব্বত:**—জেনীবার নিকটবর্ত্তী মঁ ব্লাঁর পাদস্থিত প্রদেশ অতি সুন্দর এবং উহা দেখিবার জন্য একদিন জেনীবা হইতে মোটরে করিয়া শামোনী যাইলাম—যাইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। রাস্তা জেনীবা শহরের বাহিরে সুইটজারলণ্ডের সীমা পার হইয়া সমস্ত পথ ফ্রান্সের ওৎ সাবয় জিলার ভিতর দিয়া যায়। এই প্রদেশ অতি পর্ব্বতময়, অনেক গিরি, নদী, উপত্যকা, অধিত্যকা, গিরিবর্ত্ম ও কতিপয় পার্ব্বত্য গ্রাম পার হইয়া শামোনী পৌঁছিলাম। ভৌগোলিক হিসাবে ইহা সুইটজারলণ্ডের এক অংশ, কারণ ইহার দৃশ্যগুলি সুইটজারলণ্ডদেশীয়। স্থানে স্থানে রাস্তা এত অপ্রশস্ত যে দুইখানি ভিন্ন তিনখানি গাড়ী পাশাপাশি যাইবার প্রসারতা নাই এবং পাহাড়ে বাধা বিপত্তি আছে বলিয়া দুইখানি গাড়ীও অতি সাবধানে না চালাইলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে পাহাড়ের পার্শ্ব কাটিয়া রাস্তার সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইজন্য একদিকে উন্নত পর্ব্বত ও অপরদিকে গভীর খাদ। মাঝে মাঝে টানেল আছে যদিও সেগুলি অতি অল্প। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম দৃশ্য ততই ভীষণ হইতে লাগিল। অবশেষে শামোনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্মুখে দেখিলাম, সে দৃশ্য যদিও

আমি আশৈশব নানা দেশে পর্য্যটন করিতেছি, জীবনে কখন দেখি নাই। সম্মুখে দেখিলাম মঁ ব্লাঁ এবং উহার হিমানী নদী সমূহ।

**শামোনী ও মঁ ব্লাঁ ঃ**—মঁ ব্লাঁ ইয়োরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ তথাপি উর্দ্ধে ইহা ১৫০০০ ফীটের কম। আমাদের হিমালয় পর্ব্বতের অনেক শৃঙ্গ ইহা অপেক্ষা উন্নত। দার্জ্জিলিং হইতে হিমালয়ের তুষারাবৃত অনেক শৃঙ্গ দেখিয়াছি। তখন মঁ ব্লাঁ দেখিয়া এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ কি? কারণ এই যে শামোনী হইতে হিমধবল মঁ ব্লাঁ এবং উহার হিমানী নদীগুলি অতি নিকটে বলিয়া মনে হয়, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি হিমালয়ের বাসভূমি হইতে আমি বরফ ঢাকা যে সকল পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিয়াছি সেগুলি অতি দূরে। দূরে বলিয়া সেগুলি ছবির মত দেখায় আর শামোনীর নিকটে আসিলে মনে হয় হিমাবৃত পাহাড়গুলির মধ্যেই যেন আসিয়াছি! এই বরফে আবৃত পাহাড়গুলি যত নিকটে দেখায় উহারা প্রকৃতপক্ষে তত নিকটে নয়, তথাপি মনে হয় যেন আর তুই এক মাইল যাইলেই বরফের মধ্যে যাইয়া পড়িব! আর এ তুটি একটি ধবল পর্ব্বতশৃঙ্গ নয়—এ একটি তুষার-গিরিমালা এবং তাহার গা হইতে বহু নিম্ন অবধি অনেক বরফের নদী নামিয়া আসিয়াছে দেখা যায়।

**মঁতাঁবের তুষার নদী ঃ**—এই এক বরফের নদীর উপর যাইয়া উহা দেখিবার উদ্দেশ্যে আমরা শামোনী হইতে এক পার্ব্বত্য রেলে চড়িয়া মঁতাঁবের পাহাড়ে উঠিলাম। এ রেলটি আমাদের দার্জ্জিলিং এ উঠিবার রেলের মত এবং দৃশ্যও অতি ভীষণ কিন্তু মঁতাঁবের উপরে উঠিয়া যাহা দেখিলাম সে বর্ণনার অতীত! আমাদের দেশের কোন রেলগাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশন হইতেই এরূপ তুষারাবৃত দৃশ্য দেখা যায় না। এ কেবল তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য দৃশ্য যে দেখিলাম তাহা নয়, দেখিলাম হঠাৎ বরফের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, দেখিলাম চারিদিকে পাহাড় আর তাহাদের এক দিক হইতে কতকগুলি ছোট ও সরু বরফের নদী বাহির হইয়া এক প্রশস্ত বরফের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এ নদীগুলিতে কিন্তু জল বহিতেছে না—এগুলি সমস্তই বরফের নদী। বড় হিমানী নদীটি অতি বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে মের দ গ্লাস্ অর্থাৎ তুষার-সমুদ্র। এই বরফের নদীরও গতি আছে, কিন্তু উহা এত ক্ষীণ যে চোখে দেখা যায় না। ইহাতে জল নাই কেবল বরফ, ইহার

উপরটি অসমান এবং ফাটলযুক্ত এবং ফাটলগুলির ভিতর দেখিতে নীলবর্ণ। যদিও গ্রীষ্মকাল অবসানপ্রায় তথাপি বরফ তখনও গলে নাই এবং আমরা এই বরফের নদীর ঠিক উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম। এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই। অনেকে এই বরফের নদী পার হইয়া যাইতেছিল কিন্তু বিনা প্রদর্শকের সাহায্যে এ নদী পার হওয়া বিপজ্জনক। এই নদীর উপর দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল, কারণ এক ঘণ্টা পর আবার যখন ছাড়িবার জন্য রেলে উঠি, তখন চারিদিক হইতে এমন মেঘ ও কুয়াসা আসিয়া সমস্ত স্থানটি আবৃত করিল যে তাহার পর আর কিছুমাত্র দেখা গেল না। যখন আমরা মঁ তাঁবেরে পৌছিলাম এবং যতক্ষণ তথায় ছিলাম তখন যদি এই কুয়াসা ও মেঘ আসিত, তাহা হইলে এই অপরূপ দৃশ্যের কোন কিছুই দেখিতে পাইতাম না! শামোনীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার চারিদিকে তিন চারি ঘণ্টা কাল বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় আবার মোটর গাড়ীযোগে জেনীবা পৌঁছিলাম।

**প্যারিসের পথে**ঃ—১লা সেপ্টেম্বর প্রায় তিনটার সময় আমরা প্যারিস যাইবার জন্য জেনীবা ছাড়িলাম এবং প্রায় রাত্রি ১১টার সময় তথায় পৌঁছিলাম। আমাদের রেলপথ বুর, মাঁকঁ, দিজঁ সাঁ দিয়া চলিল। এই পথে জেনীবা হইতে প্যারিস ৩৮৮ মাইল। প্রথম দৃশ্য অত্যন্তই পার্ব্বত্য দেখিলাম তবে যত প্যারিসের নিকটবর্ত্তী হইলাম ততই উহা ক্রমশঃ সমতল হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশের দৃশ্য সত্যই অতি মনোহর—খাড়াই পাহাড়, খরস্রোতা নদী, সবুজ উপত্যকা এবং মাঝে মাঝে গ্রাম ও নগর। আমাদের গাড়ীতে অনেক লোক ছিল এবং যদিও অনেকে তখন ধূমপান করিতেছিল তথাপি ফরাসীদিগের উন্মুক্ত বাতায়নে এত ভয় যে তখনও তাহারা সব জানালা ও দরজা একেবারে বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। আমরা এই করিডরট্রেণের দরজা মাঝে মাঝে খুলিয়া দিতেছিলাম কিন্তু দেখিলাম যে তাহারা উহা পছন্দ করিল না। সুযোগ পাইলেই তাহারা দরজা বন্ধ করিতেছিল এবং সুযোগ পাইলেই আমরাও উহা খুলিয়া দিতেছিলাম! ইংরাজদিগের মধ্যে সকলেই যে বাহিরের আলো ও বাতাস ভালবাসে তাহা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা সব দিক এত বন্ধ করিয়া রেল-গাড়ীতে ভ্রমণ করে না। ফরাসীরা কিন্তু এরূপ বন্ধ ঘরে থাকিতে ভালবাসে

যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে আসিয়া আমাদেরও উহা অসহ্য হইয়া উঠে। বোধ হয় আমাদের চিরজীবন ফাঁকা জায়গায় থাকা অভ্যাস বলিয়া শীতপ্রধান দেশে থাইয়াও আমাদের রুদ্ধ ঘর অসহ্য মনে হয়। তবে ইহাও দেখিয়াছি যে কিছুকাল শীতপ্রধান দেশে থাকিলে রুদ্ধ ঘরে থাকা আমাদেরও অভ্যাস হইয়া যায়, তখন আর বায়ুর তত আবশ্যক বোধ হয় না।

**আবার প্যারিসে** ঃ—প্যারিসে এইবার আমরা তিন দিন মাত্র ছিলাম —৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে ছাড়িয়া সেইদিন বিকালে লণ্ডনে পৌঁছিলাম। প্যারিসের কথা নূতন করিয়া আর কিছু বলিবার নাই, যাহা বলিবার ছিল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্যারিস কখন পুরাতন বোধ হয় না এবং এই তিন দিনে নূতন পুরাতন অনেক জিনিসই দেখিলাম।

আমরা একদিন প্যারিসের রাস্তায় চলিতেছি এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার মনে হয় আপনারা ইংরাজী ভাষা জানেন" ("I say, I guess you speak English.")। আমরা হঠাৎ এই এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির আড়ম্বরশূন্য সম্ভাষণে চমকিয়া গেলাম। বলা বাহুল্য, লোকটি আমেরিকান এবং একদমে অনেক কথাই সে বলিয়া গেল! সে বলিল যে সে পাঁচ দিন প্যারিসে আছে, কাহারও সহিত একটিও ইংরাজী কথা কহিতে পারে নাই! তাই আমাদের দেখিয়া মনে হইল আমরা হয়ত ইংরাজী ভাষা বুঝি এবং সেই আশায় আমাদের সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইল, দুই একটি ইংরাজী কথা যাহাতে কহিতে পারে! সে যাহা বলিল তাহা সত্য হইতে পারে, বিশেষতঃ একজন আমেরিকানের পক্ষে—তবে নাও হইতে পারে। যাহা হউক আমরা তাহাকে বিশেষ আমল দিলাম না, কারণ অপরিচিত লোকের সহিত রাস্তায় হঠাৎ আলাপ করা বিদেশে অনেক সময়ে বিপজ্জনক হয়। সেইজন্য তাহার সহিত রাস্তায় যাইতে যাইতে পাঁচ দশ মিনিট আলাপ করিয়া রাস্তাতেই তাহাকে বিদায় দিলাম।

৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৩৪ সালে) সকালে প্যারিস ছাড়িয়া বুলোইঁ ফোক্‌ষ্টোনের পথ ধরিয়া বিকালে পাঁচটার সময় লণ্ডনে পৌছিলাম। চ্যানেল পার হইতে কোন কষ্ট হয় নাই।

## নবম অধ্যায়

### আয়ার্ল্যাণ্ডে

**আয়ার্ল্যাণ্ড যাত্রা**:—প্রায় ছয় মাস লণ্ডনে বাস করিবার পর ঠিক করিলাম আয়ার্ল্যাণ্ডে যাই। আয়ার্ল্যাণ্ড কেন? কেনই বা নয়? অবশ্য পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপের অনেক দেশের তুলনায় আয়ার্ল্যাণ্ড তাহার দর্শকদিগকে বিশেষ কিছুই দেখাইতে পারে না। ধন-দৌলত, শিল্প-কলা, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা ঐতিহাসিক পুরাকালের চিহ্ন আয়ার্ল্যাণ্ড বিশেষ কিছুই দেখাইতে পারে না। আয়ার্ল্যাণ্ড দরিদ্র, নম্র, এমন কি বিক্ষিপ্ত, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড সুন্দর—অত্যধিক সুন্দর, ইহার লোকেরা অতিথিসেবাপরায়ণ এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত না হইলেও পাশ্চাত্য দেবগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, কৃতকার্য্যের প্রতীকস্বরূপ যিনি পূজিত হন—তাঁহাকে যাহারা অবহেলা করে, তাহাদের নিকট আয়ার্ল্যাণ্ড মর্ম্মস্পর্শী। আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস অতি প্রাচীন, তাহার ঐতিহ্য পুরাতন, তাহার গীতি অত্যন্ত করুণ, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী, তাহার চিত্ত অতি কোমল ও দীন কিন্তু অনমনীয় ও অদমনীয়। মনে হইল ইয়োরোপের ধনমদে মত্ত, সাফল্যের মাদকতায় উদ্ধত, স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপের গর্ব্বে ও গৌরবে গর্ব্বিত জাতিসকল হইতে দূরে, ইয়োরোপের শেষ উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, ইয়োরোপের এই এক ডোমপাড়ায় হয়ত এমন এক জাতির সন্ধান পাইব যে জাতি তাহার আত্মাকে এখনও হারায় নাই বরং উহাকে কাঙ্গালের ধন সর্ব্বস্ব মনে করিয়া সদাই উহা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তাই আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটের জন্য যাত্রা করিলাম ও তথায় আড়াই মাসকাল অবস্থান করিলাম।

আয়ার্ল্যাণ্ডের বিষয়ে আমাদের দেশের লোকে বিশেষ কিছু জানে বলিয়া ত আমার মনে হয় না। আয়ার্ল্যাণ্ড একটি দ্বীপ, ইংল্যাণ্ডের নিকট, তাহা অবশ্য তাহারা জানে। তবে আয়ার্ল্যাণ্ড যে কত ক্ষুদ্র দেশ তাহা আমাদের দেশের অল্প লোকেরই ধারণা আছে। এই দেশটির দীর্ঘতম অংশ মাত্র ৩০০ মাইল। ইহার ক্ষেত্রফল ৩২৫০০ বর্গ মাইল (বাংলা দেশের ক্ষেত্রফল ৮২,২৭৭ বর্গমাইল), ইহার জনসংখ্যা ১৯২৯ সালের গণনা অনুযায়ী ৪২ লক্ষ মাত্র (বাংলাদেশের

জনসংখ্যা ১৯৩১ সালের গণনায় ৫ কোটী ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার)। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে আবার দুইটি গবর্ণমেণ্ট আছে—উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট ও আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছয়টি মাত্র জেলা আছে এবং আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেট গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২৬টি জেলা আছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জনের অধিক লোক অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটের অধীনে বাস করে। (আমাদের দেশের ময়মনসিংহ জিলার লোকসংখ্যা ৫১,২০,৬৬৪) আয়ার্ল্যাণ্ডের সাধারণ উত্তাপ ৫০ ডিগ্রী, গ্রীষ্মকালে সাধারণ উত্তাপ ৬০ ডিগ্রী এবং শীতকালের সাধারণ উত্তাপ ৪০ ডিগ্রী।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসের বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের জ্ঞান অতি অল্প। তাহারা অনেকে স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের (Home Rule) বিষয় শুনিয়াছে এবং আয়ারিশ ও ইংরাজদিগের মধ্যে কখন যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না তাহাও তাহারা অনেকে জানে। আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসের সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোক ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু জানে বলিয়া ত আমার মনে হয় না। অন্ততঃ তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমি আর বিশেষ কিছু জানিতাম না।

লণ্ডন হইতে আয়ার্ল্যাণ্ড অনেক পথে যাওয়া যায়, সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র যে পথ—যে পথে মেল যায়—আমরা সেই পথে যাই। লণ্ডন হইতে সকালে প্রায় ৯টার সময়ে ছাড়িয়া সন্ধ্যা ছয়টার সময়ে আমরা ডাব্লিনে পৌছিলাম। এই পথে লণ্ডন হইতে ডাব্লিন ৩৩৪ মাইল। এই রেলপথ ইংল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া যায় এবং ট্রেন রাগবি, ক্রু, ষ্ট্যাফোর্ড, চেষ্টার-এ থামিয়া পরে ওয়েল্‌সের উত্তর উপকূল দিয়া গিয়া মিনাই প্রণালী পার হইয়া, এংস্‌ল্‌সে দ্বীপ পার হইয়া হোলিহেড-এ পৌছিল। এখানে আয়ারিশ সমুদ্র পার হইতে হয়, জাহাজ হোলিহেড ছাড়িয়া কিংষ্টনে (ডন লাহের) পৌছায়। এই সমুদ্রপথ ৬৪ মাইল এবং ইহা পার হইতে পৌনে তিন ঘণ্টা লাগে। ডন লাহেরে আবার রেলে উঠিয়া বিশ মিনিটের মধ্যে ডাব্লিনে পৌছিলাম।

ইংল্যাণ্ডের মধ্যদেশ দিয়া যাইবার সময় ইংল্যাণ্ডের পল্লীদৃশ্য কিছু দেখিলাম। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধে ইংল্যাণ্ডের পল্লীদৃশ্য তত সুন্দর নয়। তখন ইহার গাছগুলি সব পত্রহীন, ডালপালাগুলি সব শুষ্ক, বেড়াগুলিতে পাতা থাকে না, ক্ষেতে ফসল বা ফুল থাকে না, এমন কি ঘাসও প্রায় থাকে না—

আকাশে আলো থাকে না, সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন, সব মলিন, নগ্ন। তথাপি সব অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, ক্ষেত, গোলাবাড়ী, ঘোঁড়া, গরু, মেষ সব কিছু দেখিলেই মনে হয় যে অনেক যুগ ব্যাপিয়া প্রকৃতির সহিত অনবরত যুদ্ধ না করিলে ইহারা দেশটিকে এইরূপ সুন্দর পরিপাটি অবস্থায় কখনই আনিতে পারিত না। ইংল্যাণ্ডের উপর প্রকৃতিদেবীর দয়া আছে সত্য, কারণ ইহার জমি উর্ব্বরা, জলবায়ু অনুকূল—এদেশে কাজ করিয়া লোকে সহজে ক্লান্ত হয় না। তথাপি ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রামগুলি দেখিলে মনে হয় যে প্রতি ঘনফুটের মাটির সহিত কতই না ফুট টন পরিশ্রম মিশ্রিত আছে! জগতে বিনা পরিশ্রমে যাহারা লাভ প্রয়াসী তাহারা জুয়াড়ী এবং তাহাদের কখনই মঙ্গল হয় না। যাহারা চারি আনা পরিশ্রম করিয়া ষোল আনা লাভ করিতে চায় তাহারা নিজেদের দার্শনিক মনে করিতে পারে কিন্তু তাহারা ঠক। এই সকল পাশ্চাত্য দেশ দেখিয়া আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে এই সকল দেশ হইতে কম মূল্যের আপাতমধুর, বাহ্যিক চাকচিক্যপূর্ণ দ্রব্য আমাদের দেশে আমদানী না করিয়া এই সব দেশের লোকেদের অনবরত কঠিন সৎ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যদি দেশে লইয়া যাইয়া তথায় বিস্তার করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের দেশটাকে অতি অল্প দিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া কতই না সুন্দররূপে আবার গড়িতে পারি! যাহারা দেশের মঙ্গল চায়, তাহাদিগকে এই কার্য্য একদিন না একদিন করিতেই হইবে অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মবিমুখ দেশে কর্ম্মপ্রেরণা সঞ্চার করা, কর্ম্মমার্গেই মুক্তি—এই ধর্ম্ম প্রচার করা, কল্পনা ও দর্শনবাদ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া সৎ, কঠোর কর্ম্ম করিবার শিক্ষা দেওয়া। এভিন্ন আর অন্য পথ নাই।

ট্রেণ চেষ্টারের নিকট ইংল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ওয়েল্‌সে প্রবেশ করিলে দৃশ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। ওয়েল্‌স্ দেশটি দেখিতে বড় সুন্দর, ইহার উত্তর অংশ পর্ব্বতময় এবং আমরা যে পথে যাই সে পথে সমুদ্র ও পর্ব্বত দুয়ের একত্র সন্নিবেশ বলিয়া দৃশ্য আরো সুন্দর দেখাইল। একদিকে উন্নত বন্ধুর পর্ব্বত অপরদিকে নিম্নে আঁকা বাঁকা সমুদ্রসৈকত, উহার কোমল শ্বেত বা হরিদ্রাবর্ণের বালুকা এবং পরে অনন্ত সমুদ্র—এদৃশ্য অত্যন্তই মনোমুগ্ধকর।

আয়ারিশ সাগর পার হইতে আমাদের একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কারণ এই ফেব্রুয়ারী মাসের দিনে আকাশ মেঘে ও কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল, বৃষ্টি জোরে পড়িতেছিল এবং তাহার সহিত তীক্ষ্ণ বাতাস ঝড়ের বেগে

বহিতেছিল। সমুদ্র অত্যন্ত অশান্ত ছিল এবং জাহাজ খুবই দুলিতেছিল তবে জাহাজের বিশ্রামাগারটি বড় আরামদায়ক এবং বেশ গরম ছিল এবং আমরা সমুদ্রব্যাধিতে আক্রান্ত না হইয়াই সমুদ্র পার হইলাম। জাহাজ এতই দুলিতেছিল যে বিশ্রামাগারের ভিতরও কিছু না ধরিয়া দুই এক পা চলা অসম্ভব হইয়াছিল। সাধারণতঃ ইংলিশ চ্যানেলের মত আয়ারিশ সমুদ্র বিক্ষিপ্ত হয় না তবে এখানকার জাহাজ ছোট ও দ্রুতগামী বলিয়া সমুদ্র অল্পমাত্র বিক্ষিপ্ত হইলেই বড় দোলে। আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেট এখন যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত নয় বলিয়া তথায় ইংল্যাণ্ড হইতে যাইতে হইলে বন্দরে কাষ্টামস্ অফিসাররা মালপত্র পরীক্ষা করে, তবে ব্রিটিশ প্রজাদিগের ছাড়পত্র আবশ্যক হয় না। আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করিতে বিলম্ব হইল না।

যে বন্দরে নামিলাম তাহার নাম পূর্ব্বে কিংষ্টন ছিল তবে আজকাল আয়ারিশরা নিজ হাতে ক্ষমতা পাইয়া ইংরাজদিগের সহিত সংস্রব যত কম রাখিতে পারে তাহা চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদের পুরাতন ভাষায় স্থলের নাম পুনরুদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়াছে। সেইজন্য আমরা এবং আমাদের বাপ পিতামহ যে বন্দরের নাম কিংষ্টন বলিয়া ভূগোলে পড়িয়া আসিয়াছি এখানে আসিয়া দেখিলাম তাহা এখন তাহার পুরাতন আয়ারিশ নামে আবার অভিহিত হইয়াছে—এখন তাহার নাম হইয়াছে ডন লাহের। বন্দরটি ডাব্লিন শহর হইতে ছয় মাইল দূরে এবং ইহার সহিত প্রায় সংলগ্ন, তবে জাহাজ হইতে নামিয়া ভারী মাল-পত্র লইয়া শহরের মধ্যে যাইতে হইলে রেলে ডাব্লিন যাওয়া সস্তা, মোটর গাড়ীতে যাইলে খরচ বেশী হয়।

আমরা মনে করিয়াছিলাম ডাব্লিনে তিন সপ্তাহ থাকিব, কিন্তু শেষে ছয় সপ্তাহ থাকি। লণ্ডন ও প্যারিসের পর ডাব্লিনে যে বিশেষ কিছু দেখিবার ছিল তাহা নয়, তবে শীতের সময়ে হোটেলটি বেশ গরম করিয়া রাখিত, আমরা সেখানে বড় আরাম পাইয়াছিলাম, ঘরও বেশ বড় এবং রাস্তার উপর এবং খাওয়াও উৎকৃষ্ট। আহার লইয়া আমরা দুইজনে সপ্তাহে সাত গিনি করিয়া দিতাম বিকালের চা ছাড়া। এখানে এত দিন থাকিবার এক কারণ এই যে এখানে গিয়া শুনিলাম যে বসন্তকালের অবসানের পূর্ব্বে অর্থাৎ মে মাসের পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে কোথাও ভ্রমণ করিবার তেমন সুবিধা নাই, কারণ তখনও অত্যন্ত শীত এবং বর্ষা থাকে। প্রকৃতপক্ষে আয়ার্ল্যাণ্ডে ভ্রমণের উপযুক্ত সময় মে মাসের মধ্য হইতে অগাষ্ট মাসের শেষ বা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝ অবধি। আমরা

ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই হইতে মার্চ মাসের শেষ অবধি যে ছয় সপ্তাহ ডাব্লিনে ছিলাম সে ছয় সপ্তাহ যে লণ্ডনের অপেক্ষা তথায় কম শীত বা বর্ষা পাইয়াছিলাম তাহা নয়, তবে ডাব্লিনে লণ্ডনের কুয়াসা ছিল না এবং যখন বৃষ্টি না পড়িত তখন রৌদ্র উঠিত। লণ্ডনে নবেম্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রায় বৃষ্টি হয় আর বৃষ্টি না হইলেও লণ্ডন প্রায় কুয়াসায় ঢাকা থাকে। ডাব্লিনে সেরূপ হয় না। এই কয়েকমাস যে ডাব্লিনে বৃষ্টি হয় না তাহা নয়। বৃষ্টি প্রায়ই হয়, তবে যখন না হয় তখন বেশ আলো ও রৌদ্র হয়।

বহু শতাব্দী হইতে ডাব্লিন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী হইলেও, লণ্ডন হইতে যাইয়া শহরটি প্রথমে আমার সুন্দর লাগিল না; তবে সেখানে দিন কতক থাকিবার পর মনে হইতে লাগিল যে শহরটির কি যেন এক সৌন্দর্য্য আছে সেটি অতি মনোরম, কিন্তু উহা উপলব্ধি করিতে সময় লাগে। নগরে অনেক সুন্দর, সোজা, প্রশস্ত রাস্তা আছে, কতকগুলি সুন্দর স্কোয়ার ও বাগান আছে এবং বড় বড় সাধারণের ব্যবহার-যোগ্য প্রাসাদেরও অভাব নাই, তবে ভাল করিয়া দেখিবার পর বুঝিতে পারিলাম যে সাধারণ এমন কি অনেক বড় রাস্তাগুলির সৌন্দর্য্য তেমন খোলে না কারণ তাহাদের উপর বাড়ীগুলির সম্মুখভাগের কোন বাহার নাই, সম্মুখভাগ অত্যন্ত সাধারণ, অনেক রাস্তার বাড়ীগুলির দ্বারে থাম নাই, দেওয়ালে কোন রকম কাজ নাই, জানালার উপর কার্নিস নাই, রাস্তা হইতে দুই তলা, তিন তলা, চারিতলা খালি কাঁচের ময়লা সার্সি দেখা যায় মাত্র। রাস্তায় যাইতে যাইতে জানলা দিয়া দেখিলে লণ্ডনের সমৃদ্ধ বা মধ্যবিত্ত পল্লীর বাড়ীগুলির ভিতর সুখ-ঐশ্বর্য্যের কত আসবাব দেখা যায়, এখানে সেরূপ কিছু দেখা যায় না। দেখিলেই মনে হয় যে এখানকার লোকেরা গরীব এবং ধারণা হয় যেন ইংল্যাণ্ডের এক দ্বিতীয় স্তরের প্রাদেশিক নগরে বা লণ্ডনের এক অপেক্ষাকৃত গরীব পাড়ায় আসিয়াছি। তথাপি আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরাজদিগের আধিপত্য স্থাপনের প্রারম্ভ হইতে আজ অবধি প্রায় আটশত বৎসর যখন ডাব্লিন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী হইয়া আসিয়াছে তখন এখানে যে বিদেশীয়দিগকে দেখাইবার যোগ্য কতিপয় সুন্দর অট্টালিকা থাকিবে তাহা আশা করা অন্যায় নয়। পূর্ব্বকালে যেমন সর্ব্বত্রই আয়ার্ল্যাণ্ডেও সেইরূপ বিজিত দেশের রাজধানীর প্রধান অট্টালিকা বিজেতাদিগের দুর্গ, প্রাসাদ ও তাহাদের ধর্ম্মমন্দির। ডাব্লিনের দুর্গ, লেনষ্টার হাউস এবং প্রটেষ্টাণ্টদিগের দুইটি গির্জ্জা ক্রাইষ্টচার্চ এবং সেণ্ট প্যাট্রিকস্ কেথীড্রাল, এই চারিটি

ডাব্লিনের প্রধান অট্টালিকা। ট্রিনিটি কলেজও ডাব্লিনের অন্যতম বৃহৎ অট্টালিকা।

**ডাব্লিন কাসল :**—রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা হঠাৎ একদিন ডাব্লিন কাসল আবিষ্কার করি! ইহার প্রবেশদ্বারটি এক গলির ভিতর। এই দুর্গ ইংরাজ রাজা জনের সময়ে নির্ম্মিত হয় এবং প্রায় সাতশত বৎসর ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরাজ শাসনের কেন্দ্র ছিল। তবে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন মধ্যযুগের দুর্গের চিহ্ন ডাব্লিন কাসলে এখন আর বিশেষ কিছু নাই। বর্ত্তমান দুর্গ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অট্টালিকাটি দেখিতে কতক দুর্গ কতক প্রাসাদের মত এবং ইহার ভিতর কতিপয় সুন্দর ঘর আছে যেমন সেণ্ট প্যাট্রিকের হল, সিংহাসন গৃহ, ভজনাগার ও কতকগুলি সরকারী গৃহ। ইংরাজদিগের আমলে এই সকল ঘর নিশ্চয় সুন্দররূপে সুশোভিত ছিল, এখন আসবাব কিছুই নাই বলিলেই হয়, ঘরগুলি সব প্রায় শূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। আয়ারিশদিগের চক্ষে ডাব্লিন কাসল্এ সুন্দর কিছুই নাই, সুন্দর কিছুই থাকিতে পারে না, ইহার প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড, ইহার প্রত্যেক দ্রব্য আয়ারিশদিগের কাছে বিষোপম এবং ইহা ও ইহার সংক্রান্ত সকল বস্তু আয়ারিশদিগের নিকট অভিশপ্ত। আয়ারিশদিগের মতে এই স্থল হইতে সাতশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া তাহাদের দেশ লুণ্ঠিত, কুশাসিত, উত্যক্ত, উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছিল।

**ক্রাইষ্টচার্চ কেথীড্রাল :**—ক্রাইষ্টচার্চ মহামন্দির ডাব্লিন কাসলের সমীপে। ইহা এক প্রাচীন, বৃহৎ ও মনোরম গির্জ্জা। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে এংলো নরম্যানরা আয়ার্ল্যাণ্ডে আসিবার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ডেনমার্ক দেশবাসীরা আয়ার্ল্যাণ্ডে আসিয়া দেশটিকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তাহাদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। প্রথমে তাহারা দেশ বিশেষতঃ গির্জ্জা ও বিহারগুলি লুণ্ঠন করিয়া, দেশের লোকেদের ধরিয়া দাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইত। পরে নবম শতাব্দীর মধ্য হইতে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডের তীরস্থিত অনেক স্থলে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডে এক বৃহৎ উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ডাব্লিন নগরের সৃষ্টি ডেনদের হাতেই হয়। এখন যে স্থলে ক্রাইষ্ট-

চার্চ মহামন্দির আছে, তথায় ডেনরা ১০৩৪ সালে এক খৃষ্টীয় দেবালয় নির্ম্মাণ করে। পরে এংলো নরম্যান বিজয়ের পর সেণ্ট লরেন্স ও' টুলের সময়ে পেমব্রোকের আর্ল, ষ্ট্রংবো, রিচার্ড ফিট্স্‌জেরাল্ড ইহার পুনর্নির্ম্মাণ করেন। কালে ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং বর্ত্তমান অট্টালিকাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা এংলো নরম্যান চার্চের স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী গঠিত এবং প্রাচীন ইংলিশ চার্চের ইহা একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রো নামে একজন সুরাজীবী দুই লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ইহার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এই গির্জ্জায় অনেক পুরাতন লিপিমালা ও স্মৃতিচিহ্ন আছে এবং ইহার তলে ত সমাধি আছেই, ইহার এক দেওয়ালের ভিতরও একটি কবর আছে! এই গির্জ্জার দক্ষিণ বাহু নর্ম্মানদিগের সময়ের এবং গির্জ্জাটি দেখিলে মনে হয় ইহাতে নূতন ও পুরাতন দুই মিলাইয়া আছে। গির্জ্জাটির ভিতর প্রবেশ করিলে ইহার প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ, উপছাদ, রঞ্জিত কাঁচের জানালা, গায়কদিগের বসিবার স্থান, সবই একত্রে দর্শকের মনে এক বিস্ময়ের ভক্তি ভাব আনিয়া দেয়। ভিতরটি কিছু অন্ধকার কিন্তু তাহাও যেন এই দেবালয়ের গাম্ভীর্য্য ও ভক্তিভাবোদ্দীপকতা বৃদ্ধি করে! ষ্ট্রংবো রিচার্ড আয়ার্ল্যাণ্ড বিজয়ে এক মুখ্য অংশ লইয়াছিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের ঘরের শত্রু বিভীষণ, লেন্‌ষ্টরের রাজা ডেয়ারমেট, ষ্ট্রংবোকে ইংল্যাণ্ড হইতে আনেন, দেশের অন্য রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য। যেমন সর্ব্বক্ষেত্রে হইয়া থাকে ষ্ট্রংবো প্রথমে সাহায্য করিলেন বটে কিন্তু শীঘ্রই বৃদ্ধ বয়সে ডেয়ারমেটের অল্পবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিয়া লেন্‌ষ্টরের রাজত্ব আপনার অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের রাজার জন্য দাবী করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের গৃহবিবাদে ইংরাজেরা যোগ দিয়া এইরূপে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়া অচিরে ঐ দেশের রাজা হন। এই ষ্ট্রংবো তৎকালে একজন প্রবল ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন এবং তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এক শায়িত মূর্ত্তি এই গির্জ্জার ভিতর আছে। এই মূর্ত্তির মাথায় মধ্যভাগ খোন্দলবিশিষ্ট। শুনিলাম এদেশের লোকেরা কোন দলিল দস্তাবেজ করিতে হইলে এই মূর্ত্তির মাথায় হাত দিয়া শপথ করিত!

আমরা যখন এই গির্জ্জা দেখিতে যাই তখন ইহা বন্ধ করিয়া ইহার তত্ত্বাবধায়ক চলিয়া যাইতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সে ভিতরে লইয়া

যাইয়া আমাদিগকে সব দেখাইল। গির্জ্জার উপরে সব দেখাইবার পর সে আমাদিগকে ইহার তলে, মাটির নীচের ঘরে, লইয়া যাইল। মাটির নীচে সেই প্রকাণ্ড অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার ভয় হইল। গির্জ্জার উপরের ঘর যেরূপ বৃহৎ, ইহার নিম্নের ঘরও সেরূপ বৃহৎ। তথায় দুই চারিটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছিল সত্য তবে ভয় হইল যদি কোন কারণে আলোগুলি নিভিয়া যায় বা লোকটা ইচ্ছা করিয়া নিভাইয়া দেয় তাহা হইলে ঐ অন্ধকার ঘর হইতে আর বাহির হইতে পারিব না। এই ঘরে অনেকগুলি কবর আছে এবং এক তুড়ুং ও কতিপয় পুরাকালের দ্রব্য সংগৃহীত আছে। তথায় এক পুরাতন অর্গানের এক নল দেখিলাম, উহার ভিতর একটি মৃত ইঁদুর ও একটি মৃত বিড়াল দেখা যাইতেছিল। ঐ নলের ভিতর একদিন একটি ইন্দুর প্রবেশ করে এবং ঐ ইন্দুরের পশ্চাতে এক বিড়াল তাড়া করিয়া সেও ঐ নলের ভিতর প্রবেশ করে। তাহারা সেখান হইতে বাহির হইতে না পারায় তাহার ভিতর মরিয়া মামি হইয়া যায়। শুনিলাম ডাব্লিনের নদীর নিকট মাটির তলে অনেক স্থানে মৃতদেহ রাখিলে উহা শুষ্ক হইয়া মামি হইয়া যায় এবং ইহা তাহার এক দৃষ্টান্ত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদল ইংরাজ সৈন্য এই গির্জ্জা দেখিতে আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করে। দলটি দেশে ফিরিয়া যাইলে তথা হইতে খবর আসে যে তাহাদের মধ্যে একজন দেশে ফিরে নাই। তখন এই ঘরের ভিতর অনুসন্ধান করাতে দেখা গেল যে সে লোকটির মৃতদেহ ঘরের এক সংকীর্ণ পথের ভিতর পড়িয়া আছে। অন্ধকারে এই ঘর হইতে বাহির হওয়া যে কিরূপ অসম্ভব তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রদর্শক হঠাৎ ঘরের সব বৈদ্যুতিক আলোগুলি নিভাইয়া দিল! ভিতরে একেবারে গাঢ় অন্ধকার, এক পা চলিবার উপায় নাই দেখিলাম। যতক্ষণ না প্রদর্শক আবার বাতি জ্বালিল ততক্ষণ ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল! পরে ঘরের আর কিছু দেখিতে আমার ভাল লাগিল না এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

**সেণ্ট প্যাট্রিক্‌স কেথীড্রাল :**—আমরা আর একদিন সেণ্ট প্যাট্রিক মহামন্দির দেখিতে যাই। এটিও এক প্রটেষ্ট্যাণ্ট গির্জ্জা, তবে ক্রাইষ্ট চার্চ তখনকার ডাব্লিনের ইংরাজ পল্লীর ভিতর ও সেণ্ট প্যাট্রিক

ইংরাজ পল্লীর বাহিরে "নেটিব কোয়ার্টারে"। প্রথম গির্জ্জাটি বিজেতা "সাহেব" এংলো নরম্যানদিগের পাড়ায় "সাহেবদের" জন্য এবং দ্বিতীয়টি বিজিত "নেটিব" আয়ারিশদিগের পাড়ায় ও "নেটিব" আয়ারিশদিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন যেখানে সেণ্ট প্যাট্রিক মহামন্দির আছে তথায় পুরাকালে আয়ার্ল্যাণ্ডের রক্ষাকারী সিদ্ধপুরুষ সেণ্ট প্যাট্রিক এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার গির্জ্জা ৮৯০ সালেও বর্ত্তমান ছিল। লরেন্স ও' টুলের পর ১১৯০ সালে যিনি ডাব্লিনে অর্চবিশপরূপে আসেন তিনি একজন ইংরাজ। তাঁহার নাম জন কমিন। তিনি এইস্থলে আয়ারিশদিগের জন্য এক মহামন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৩৬২ সালে সেই গির্জ্জা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়, কিন্তু কিছুকাল পরেই আরার ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাব্লিনের প্রসিদ্ধ সুরাজীবী গিনেস ১,৪০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া এই গির্জ্জাটির পুনরুদ্ধার করেন। এই গির্জ্জা ক্রাইষ্টচার্চ মহামন্দির অপেক্ষা বৃহৎ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ লেখক (গলিবারস ট্রাবেলস্ রচয়িতা) ডীন সুইফট্ এই গির্জ্জার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার ষ্টেলার কবরের উপর এই গির্জ্জার ভিতর মেজের মার্ব্বেল পাথরের উপর যে লেখমালা আছে তাহা পড়িলাম। এই গির্জ্জার ভিতর আরও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ আয়ারিশদিগের স্মৃতিচিহ্ন আছে, বইল স্মৃতিচিহ্নই তাহাদিগের মধ্যে পুরাতন ও অত্যন্ত সুন্দর। এই গির্জ্জার লেডী চ্যাপেলটিও বড় সুন্দর। আমাদের সঙ্গে লইয়া অতি যত্ন করিয়া যিনি সব দেখাইলেন, গির্জ্জা পরিত্যাগ করিবার পর জানিলাম যে তিনিই ডাব্লিনের লর্ড আর্চবিশপ! আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক কথা হইল। ডাব্লিনে মার্লবারা ষ্ট্রীটে প্রো-কেথীড্রাল রোমন ক্যাথলিকদিগের প্রধান গির্জ্জা। গির্জ্জাটি বৃহৎ এবং ইহার অভ্যন্তরটি নানা মূর্ত্তি, বাতি, চিত্র ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত, বিশেষতঃ ইহার বেদীটি। গির্জ্জার প্রবেশদ্বারের বাহিরে পবিত্র জলের এক আধার আছে। লোকে গির্জ্জার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় এই জল হাতে লইয়া মাথায় ও বক্ষে স্পর্শ করে। যাহারা ব্যস্ত, যাহাদিগের সময় নাই, তাহারা গির্জ্জার বাহিরে পবিত্র জলের ফোয়ারা হইতে জল লইয়া মাথায় ও বুকে স্পর্শ করিয়া, গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া, প্রবেশদ্বারের নিকট হইতে বেদীর দিকে মুখ করিয়া, জানু নত করিয়া, মনে মনে মন্ত্র বলিয়া, দুই এক মিনিট অবস্থানের পর উঠিয়া দ্বারের নিকটস্থ যীশুর

মূর্ত্তির চরণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। লোকে অনবরত এইরূপে গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া সংক্ষেপে পূজা সারিয়া গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিলাম। যাহাদের সময় থাকে তাহারা গির্জ্জার বেঞ্চে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আরাধনা করে। আমাদিগের হিন্দুদের মন্দিরের এবং রোমন ক্যাথলিক গির্জ্জার পূজার প্রণালীর মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। রাস্তায় যাইতে যাইতে মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রতিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া আমাদের দেশে লোকে যেমন চলিয়া যায় এদেশেও সেইরূপ রাস্তায় যাইতে যাইতে গির্জ্জায় প্রবেশ করিয়া এক আধ মিনিটের জন্য জানু পাতিয়া বেদীর দিকে মস্তক নত করিয়া পরে উঠিয়া যীশুর মূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়। প্রতিমা অর্চনা উভয়েতেই আছে এবং পূজা বিধির অনেক সাদৃশ্য আছে। ফ্রান্সেও দেখিয়াছি আয়র্ল্যাণ্ডেও দেখিলাম যে হিন্দুরা যেমন দীপ জ্বালিয়া পূজা করে, ইহারা সেইরূপ বাতি জ্বালাইয়া দেবতার পূজা করে। আমাদের দেশে যেমন অনেক দেবালয়ের নিকট পূজার জন্য ফুল বিক্রয় হয়, এইসব ক্যাথলিক দেশেও গির্জ্জার ভিতর সেইরূপ বাতি বিক্রয় হয় এবং লোকে মানসিক পালন করিবার উদ্দেশ্যে বেদীতে বাতি জ্বালাইয়া দেয়।

**ফিনিক্স পার্কঃ**—ডাব্লিনের ফিনিক্স পার্ক প্রসিদ্ধ। এটি ১৭৫০ একার ( ৫২৫০ বিঘা ) বিস্তৃত এবং সুবিন্যস্ত। ইহাতেই সেই বিখ্যাত হত্যা হইয়াছিল যাহা সমস্ত ব্রিটেনকে কাঁপাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে ডিউক অব ওয়েলিংটনের এক প্রকাণ্ড স্মৃতিচিহ্ন আছে এবং ইহার এক অংশে পিপিল্‌স গার্ডেন নামে একটি অতি সুন্দর বাগান আছে। ডাব্লিনের জু-গার্ডেন এই পার্কের ভিতর। আমরা শীতকালের অবসানে এই পার্কটি দেখি, তখন ইহার সৌন্দর্য্য কমিয়া গিয়াছে, কারণ তখন গাছে পাতা ছিল না, মাটিতে ফুল ছিল না। গ্রীষ্মকালে যখন গাছ পাতায় ভরিয়া যায় এবং চারিদিকে নানা বর্ণের নানা জাতীয় ফুল ফোটে তখন পিপিল্‌স গার্ডেন ও ফিনিক্স পার্ক যে অতি সুন্দর দেখায় তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। শুনিলাম যে তখন ছুটির দিনে অসংখ্য লোক এই বাগানে বেড়াইতে আসে।

ডাব্লিনের আদালতগৃহগুলি, শুল্ক আদায়কারী-দপ্তরখানাটি ও প্রধান ডাক-ঘর এইগুলি অতিশয় সুন্দর এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইগুলি ইতিহাসের পত্রে

স্থান পাইয়াছে। ১৯১৬ সালের ঈষ্টার বিদ্রোহে এবং পরে ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২১ সালের "গেরিলা" যুদ্ধে এই তিন অট্টালিকা আয়ারিশদিগের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ সহায় হইয়াছিল এবং যুদ্ধাবসানে এই অট্টালিকা তিনটি ধ্বংস-প্রায় অবস্থায় পরিণত হয়।

**ডাব্লিনের বড় ডাকঘর** :—শহরের প্রধান ডাকঘর ওক্কনেল ষ্ট্রীটে অবস্থিত। ১৯১৬ সালে ঈষ্টার বিদ্রোহে এই অট্টালিকাটি বিদ্রোহীদের দখলে আসে এবং তাহাদের হস্ত হইতে এই অট্টালিকাটিকে উদ্ধার করিতে ইংরাজ সরকারের তিন দিন সময় লাগে। তখন মহাযুদ্ধ চলিতেছিল এবং ডাব্লিনের এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড হইতে সামরিক নৌকা আনিতে হয়। এই সামরিক নৌকা সমুদ্র হইতে লিফি নদী দিয়া এই অট্টালিকার সমীপে আসিলে এই অট্টালিকা রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া বিদ্রোহীরা ইহাকে পুনরায় ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করে। এই তিন দিন ধরিয়া ওক্কনেল ষ্ট্রীট এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

**ডাব্লিনের আদালত** :—ফোরকোর্টস্‌এ ফ্রী ষ্টেটের চারিটি প্রধান আদালত, চানসারী, কিংসবেঞ্চ, এক্‌স্‌চেকার ও কমন প্লীস, বসে। ইহা লিফি নদীর উপর এবং ইহার সম্মুখ ভাগ ৪৫০ ফীট লম্বা ও মধ্যভাগে একটি কোরি-ন্থিয়ান দ্বারমণ্ডপ। ইহার অভ্যন্তরে গম্বুজবিশিষ্ট একটি সুন্দর হল ঘর আছে এবং শহরের মধ্যে এটি একটি মনোরম প্রাসাদ। ১৯১৯-২১ সালের বিদ্রোহের সময় আয়ারিশ বিদ্রোহীদিগের ইহা এক কেন্দ্রস্থল ছিল এবং ইহার সম্মুখে ও নিকটে সংগ্রাম চলিয়াছিল। ১৯২২ সালে এক বিস্ফোরণে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় এবং তখন ইহার কাঠাম ব্যতীত অন্য কিছুই ধ্বংস হইতে রক্ষা পায় নাই। ইহা পরে পুনর্গঠিত হয়।

**ডাব্লিনের শুল্ক আফিস** :—এই প্রসাদের পূর্ব্বদিকে লিফি নদীর অপর পার্শ্বে শুল্ক আফিস, ইহা ডোরিক রীতি অনুযায়ী গঠিত। কেহ কেহ মনে করেন ইয়োরোপে ঐ সময়ে ঐ রীতিতে গঠিত প্রাসাদের মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নদীর উপর ইহার সম্মুখ ভাগ ৩৭৫ ফীট লম্বা এবং দূর হইতে ইহাকে এক প্রকাণ্ড মহামন্দির বলিয়া ভ্রম হয়।

**কলেজ গ্রীন**ঃ—ডাব্লিনে যদি আর কিছু দেখিবার না থাকিত, কেবল ইহার কলেজ গ্রীন ও ওক্কানেল ষ্ট্রীট মাত্র থাকিত তাহা হইলেও ডাব্লিনকে সকলে এক সুন্দর নগর বলিত। কলেজ গ্রীন সত্যই অতি সুন্দর, ইহার এক প্রাচীন সুকোমল ভাব আছে, এক ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা আছে যেটি দর্শককে অত্যন্তই মুগ্ধ করে। স্কোয়ারটি দেখিতে যে অতি জমকাল তাহা নয়, ইহা অপেক্ষা জমকাল অনেক স্কোয়ার আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কিন্তু কি জানি সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলে মনে হয় এই স্কোয়ার ও এই শহরের অন্যান্য স্কোয়ার এবং অন্যান্য অনেক শহরের অনেক স্কোয়ারের সহিত আকাশ-পাতাল প্রভেদ! চারি পাঁচটি প্রশস্ত রাস্তার সন্ধিস্থলে এই কলেজ গ্রীন—ওয়েষ্টমোর-ল্যাণ্ড রোড, ডেম ষ্ট্রীট, গ্র্যাফটন ষ্ট্রীট প্রভৃতির। কলেজ গ্রীনের পুরা একটি দিক জুড়িয়া রহিয়াছে ট্রিনিটি কলেজ এবং এই কলেজের দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি মূর্ত্তি আছে—বর্ক ও গোল্ডস্মিথের। কলেজ গ্রীনের আর এক দিক অধিকার করিয়া আছে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রকাণ্ড থামযুক্ত ও বারাণ্ডাবিশিষ্ট পুরাতন পার্লামেণ্ট গৃহ, এখন সেটি ব্যাঙ্ক অব আয়ার্ল্যাণ্ড। নিকটে এক রাস্তার সন্ধিস্থলে কবি টম মূরের মূর্ত্তি এবং কলেজ গ্রীনের আর দুই দিকে ও নিকটে বড় বড় দোকান। দূরে লিফি নদীর উপর ওক্কনেল সেতু এবং আরও দূরে ডাব্লিনের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা, ওক্কনেল ষ্ট্রীট, দেখা যায়!

**ট্রিনিটি কলেজ**ঃ—ডাব্লিনের ট্রিনিটি কলেজ জগদ্বিখ্যাত এবং আমি ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া ইহা দুই তিনবার দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার ভিতর প্রবেশ করিলে ইহাকে অক্সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজের এক কলেজের মতই দেখায়। ইহার অনেকগুলি চতুষ্কোণ, সুন্দর খেলিবার মাঠ, শহরের মধ্যে অনেক পরিমাণ স্থান লইয়া স্থিত। ইহার উপাসনা-গৃহ, পরীক্ষা-গৃহ এবং যুদ্ধস্মৃতি বিশেষ করিয়া দেখি। উপাসনা গৃহ বড় নয় এবং ইহা সুন্দর হইলেও আড়ম্বরশূন্য। ইহার পরীক্ষা গৃহে বিশপ বার্কলে প্রভৃতি এই কলেজের কতিপয় খ্যাতনামা ছাত্রদিগের চিত্র আছে। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-কাল অবধি ট্রিনিটি কলেজই আয়ার্ল্যাণ্ডের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ইহার ইতিহাসে ও সংসাধনে আয়ারিশরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে না, করিতে পারেও না। তাহার কারণ আছে। ১৫৯১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আয়ারিশগণ যাহাতে তাহাদের নিজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি

পরিবর্ত্তন করে সেই দৃঢ় ও সুব্যাখ্যাত উদ্দেশ্য আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্যান্য শিক্ষা-মন্দিরের ন্যায় ইহারও ছিল, এবং ইহা প্রটেষ্টাণ্ট ইংরাজ প্রভুত্ব ক্যাথালিক আয়ার্ল্যাণ্ডে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ আয়ারিশরা তাই মনে করিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় টিউডর রাজাদের সময়ে স্থাপিত হয় এবং আয়ারিশদিগের স্বদেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতিকে সমূলে বিনাশ করাই ছিল টিউডরদের উদ্দেশ্য। সভ্য আয়ার্ল্যাণ্ড বর্ব্বর আয়ার্ল্যাণ্ড অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকারী ছিল কিনা সে বিষয় লইয়া প্রচুর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। যদিও ইহা ভিন্ন আয়ার্ল্যাণ্ডে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না তথাপি ১৭৯৩ সাল অবধি কেবল প্রটেষ্টাণ্টদিগের (আবার সকল প্রটেষ্টাণ্টদিগেরও নয়, কেবল এষ্টাব্লিশট্‌চার্চ ভুক্তদিগের) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী লইবার অধিকার ছিল। তাহার পরও ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত ইহার কাজকর্ম্ম বা বৃত্তি সাধারণের জন্য ছিল না। যাঁহারা গত তিন শতাব্দীর ট্রিনিটি কলেজের এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয় যে আয়ারিশরা ট্রিনিটি কলেজকে তাহাদের শিক্ষাদাত্রী, Alma mater, বলিয়া কখন মনে করিতে পারে নাই—এমন কি যে অনেকেই ইহাকে "A creature with miscarrying womb and dry breasts" বলিয়া মনে করিত। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে আয়ারিশ জাতীয় জীবন-সংগ্রামে যোগ না দিলেও বরং অনেক সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় উন্নতির পথে বিশেষ বাধা দিলেও যে বিদ্যালয় হইতে জেমস আশার, বিশপ বর্কলে, হেনরী ডডওয়েল, ডীন সুইফ্‌ট্, গোল্ডস্মিথ, বর্ক এবং ষ্টোক্‌স এর ন্যায় মনীষী ব্যক্তিগণ বাহির হইয়াছে সে বিদ্যালয় আপনাকে যদি গৌরবান্বিত মনে করে তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক নাই। ট্রিনিটি কলেজই ডাব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কলেজ এবং এই কলেজে সাহিত্য, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারীং, ডাক্তারী প্রভৃতি সকল বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশ হইতে অনেকে এখানে ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসে এবং আমি যখন ডাব্লিনে থাকি তখন দশ জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী সেখানে ডাক্তারী শিক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে পাঁচজন বাঙ্গালী। এমন কি এদেশে যাহারা আমাদের দেশ হইতে আসে, তাহারা সকলেই প্রায় ডাক্তারী শিক্ষা করিতে আসে বলিয়া এ দেশের সাধারণ লোকের ধারণা ভারতবাসী মাত্রই

ডাক্তার! কৃষ্ণকায় ডাক্তার (Black Doctors) অর্থাৎ ভারতীয় ডাক্তারী ছাত্র এদেশের গরীব লোকেদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়।

ডাব্লিনে আসিলে ট্রিনিটি কলেজের পুস্তকাগার দেখা উচিত। ইহা এক বৃহৎ অট্টালিকা এবং ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীনতম পুস্তকালয়। এই পুস্তকালয় ১৬০১ সালে স্থাপিত হয় এবং ইহার বর্ত্তমান বাড়ীটি ১৭১২—১৭২৪ সালে নির্ম্মিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ইহাতে চারি লক্ষের অধিক ছাপা পুস্তক এবং দুই হাজার পুরাতন পুঁথি ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, অক্স্‌ফোর্ডের বোডলীয়ান এবং কেম্‌ব্রিজ ও এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর মত, আয়ার্ল্যাণ্ডেও গ্রেটব্রিটেনে যাবতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবে তাহার এক সংখ্যা ইহা পাইবে, এই অধিকার ইহা ভোগ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে কতিপয় অতি পুরাতন ছাপা পুস্তকও বাঁধাই আছে, যথা ক্যাক্‌ষ্টন (১৪৭৭ সালের), দাঁতের ডিবাইন কমিডি (১৪৭২ সালের), পেত্রার্চ্চের কবিতা (বেনীস ১৪৭০ সালের), ল্যাটিন বাইবেল (কলোন ১৪৭৪ সালের), এবং সেক্সপীয়ারের একটি প্রথম ফোলিও সংস্করণ। ইহাতে শ্রীরঙ্গপট্টনম্‌ হইতে আনীত টিপু সুলতানের একখানি কোরাণও আছে দেখিলাম। তবে সংগ্রহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুহলোদ্দীপক হইতেছে বুক অব কেল্‌স্‌ এবং বুক অব ডরো। এই দুইটি কালি কলমে বেলামের উপর লিখিত লাটিন ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্টের অনুলিপি এবং অতি সুন্দররূপে চিত্রিত। এই রকম সুন্দর চিত্রিত এত প্রাচীন পুঁথি জগতে অতি অল্প আছে। বুক অব্‌ কেল্‌স্‌ হয় কেল্‌স্‌ না হয় আয়োনা দ্বীপে এক বিহারে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে বা নবম শতাব্দীর প্রথমে লিখা হইয়াছিল এবং বুক অব্‌ ডরো সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লিখা হইয়াছিল। এই দুইটির মধ্যে বুক অব্‌ কেল্‌স্‌ অধিকতর সুন্দর। এইরূপ পুস্তক লিখিতে যে কতই শিক্ষা, শিল্প, পরিশ্রম ও সময়ের আবশ্যক হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? এই দুই চিত্রিত হস্তলিপি ব্যতীত ট্রিনিটি কলেজের লাইব্রেরীতে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর আরও তিনখানি চিত্রিত পুস্তক আছে—বুক অব আর্মাঘ, বুক অব ডিম্মা এবং বুক অব মল্লিং। সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে খৃষ্টীয় এক হাজার সালের পূর্ব্বের কেবল দশখানি মাত্র পুঁথি আজও বর্ত্তমান, যদিও ব্রিটিশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের ৫০ খানির উপর আয়ারিশ পুস্তক আছে।

**আয়ারিশ পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন সংস্কৃতি**—সত্যই আয়ারিশদিগের পুরাতন পুস্তক, প্রত্নতত্ত্বের চিহ্ন, পুরাবৃত্ত, গান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ভালবাসা, শ্রদ্ধা, তাহাদিগের চরিত্রের এক অতি মনোরম বৈশিষ্ট্য। ইহাতে দর্প বা উদ্ধত ভাবের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। তাহারা চায় কেবল তাহাদের দেশে যাহারা আসে তাহারা তাহাদিগের সহিত ঐ সকল বিষয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করুক। দুঃখের বিষয় সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে যে আমাদের দেশের, চীন, পারস্য, গ্রীস, রোম, মিশরের তুলনায় তাহাদিগের বিশেষ কিছুই দেখাইবার নাই। তাহাদের মতে তাহাদের প্রাচীন সাহিত্যে পশ্চিম ইয়োরোপের আদিম সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আর অন্য কোন দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

একথা অনেকটা সত্য বলিয়া মনে হয়; ইহা ব্যতীত আয়ারিশরা কিন্তু আর এক মস্ত দাবী করে। তাহারা বলে যে আয়ার্ল্যাণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পর তাহাদের দেশে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপ বিস্তার লাভ করে যে সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সভ্য জাতি হইয়া উঠে। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিস্তার তাহারা ত করেই, এমন কি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির বিস্তার কার্য্যে তাহারা অনেক সাহায্য করে, এই সকল দেশে তাহারা খৃষ্টীয় জীবনের আদর্শ দেখায়। তাহারা আরও বলে যে ইংরাজরা তাহাদের দেশ অধিকার করাতে তাহাদের দেশের বিদ্যা ও সংস্কৃতি নষ্ট হয় এবং বহু শতাব্দী ব্যাপী ইংরাজশাসন তাহাদের জাতীয় জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার উপর এক বিধ্বংসকারী প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাদের জাতীয় উন্নতির পথে বিষম বাধা দেয়। এই দাবী ও এই অভিযোগ যে কতটা সত্য তাহা নিষ্পত্তি করা আমার সাধ্য নয়। তবে ইহা সত্য যে ৫৬৩ খৃষ্টাব্দে আয়ারিশ মিশনারী সেণ্ট কলম্বা আয়োনা দ্বীপে এক বিহার স্থাপন করেন এবং তথা হইতে স্কটল্যাণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইহাও সত্য যে আর এক আয়ারিশ বিহার—লিণ্ডিসফার্ণ—হইতে ইংল্যাণ্ডের উত্তরাংশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বুর্টজবার্গে (Wurzburg) কিলিয়ান (Killian), সলট্‌সবার্গে (Salzburg) বার্জিলিয়স (Virgilius), পেরনে (Peronne) ফুর্সে (Fursey) প্রভৃতি আয়ারিশ মিশনারীরা এবং ইয়োরোপের আয়ারিশ মিশনারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলম্বেনস প্রাচীন খৃষ্টীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তথাপি

নিঃসন্দেহ এই সকল দেশেই শিক্ষিত জনগণ ও ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানগুলি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা দীক্ষা প্রচারে ব্যস্ত ছিল এবং আয়ারিশদিগের দাবী বড় বেশী বলিয়া মনে হয়।

আর ইংরাজ শাসনের উপর আয়ারিশরা যে অভিযোগ করে তাহা অনেকটা সত্য বটে, তবে দুই পক্ষেই বোধ করি অনেক কিছু বলিবার আছে এবং আয়ারিশদিগের অভিযোগ যে কতটা ঠিক তাহা বলা আমার পক্ষে অসাধ্য। ইংরাজেরা নিজেরাই কেহ কেহ স্বীকার করে যে আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহাদের শাসনকার্য্যে তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই এবং সময়ে সময়ে এইরূপ অনেক ঘটনা আয়ার্ল্যাণ্ডে ঘটিয়াছে যাহার জন্য ইংরাজেরা নিজেরাই লজ্জিত। বাস্তবিক আট শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজদের সন্নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র জাতিকে শাসন করার নিষ্ফল প্রয়াসে মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে একটি জাতি অন্য একটি বিদেশী জাতিকে তাহার মঙ্গলার্থ কখনই শাসন করিতে পারে না। এক অর্থে ইংরাজদিগের এই অকৃতকার্য্যতা তাহাদের দোষ বা তাহাদের ইতিহাসের কলঙ্ক নয়, কারণ তাহারা অসাধ্য সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। আয়ারিশ ইতিহাস কেবলমাত্র জগতের ইতিহাসের অন্যান্য প্রভূত দৃষ্টান্ত সমর্থন করিয়াছে, যে এক জাতি কখনই অপর আর এক জাতিকে তাহার মঙ্গল সাধনের জন্য এবং তাহার চরিতার্থতার সহিত শাসন করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন তাহা চিরকাল অখণ্ড থাকিবে।* এই আট শত বৎসরের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরও ইংরাজেরা স্বীকার করে যে তাহারা আয়ারিশদিগকে কখন চিনিতে পারিল না! এক জাতি আর এক জাতিকে চিনিতে না পারিয়াও শাসন করিতে থাকিলে তাহার ফল যে কি হয় তাহা বলা বাহুল্য।

তথাপি আমার মনে হয় যে আয়ারিশরা যাহা প্রমাণ করিতে চায় তাহা যথার্থ নয়। ইহা সত্য যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পর ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিহারগুলিতে লাটিন ও গ্রীক ভাষার ও বিদ্যার চর্চ্চা হয় কিন্তু এ চর্চ্চা অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল এবং ইহা অধিকাংশই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

* The Government of a people by itself has a meaning and a reality, but such a thing as government of one people by another does not, and can not exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a human cattle farm for the profit of its own inhabitants.

খৃষ্টীয় ধর্ম্মে শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ আয়ারিশরা যে এইরূপ চর্চ্চা হইতে কোন উপকার পাইয়াছিল তাহা ত আমার মনে হয় না। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আয়ারিশ ভাষা লিখিবার জন্য বর্ণাক্ষর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্যবহার হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে লাটিন চর্চ্চা আরম্ভ হইবার দুই তিন শত বৎসর পরেই অর্থাৎ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বা অষ্টম শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ডেন বা নর্সমেনরা আয়ারল্যাণ্ডে আসিয়া লুটপাট করিতে আরম্ভ করে এবং বিহারগুলি লুণ্ঠন বা ধ্বংস করাই তাহাদের প্রধান আমোদ ছিল। এই ডেন দস্যুদিগের হাতে আয়ারিশদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। নর্সমেনদিগের উপদ্রব শীঘ্র প্রশমিত হয় নাই এবং তিমির যুগে ইয়োরোপের অন্যান্য অংশের অবস্থা যাহা হইয়াছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা সেরূপ না হইলেও বিদ্যা ও সভ্যতা বিস্তারের জন্য সে যুগ অনুকূল ছিল না। ডেন বা নর্সমেনদিগের উপদ্রবের পর এবং ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ড যে এক শিক্ষিত জাতি হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। তখন সাধারণ আয়ারিশরা যে সাধারণ ইংরাজ অপেক্ষা সভ্য ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আমার মনে হয় যে আয়ার্ল্যাণ্ডে বহুকালব্যাপী ইংরাজ শাসন অনেক অনর্থের ও অনেক কষ্টের মূল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইংরাজরা যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে, তখন যে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডে একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃত জাতিকে ধ্বংস করে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

আয়ারিশরা তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির যে দাবী করে তাহা আমার মনে হয় অত্যন্ত অতিরঞ্জিত। তাহাদের পুরাতন গান ও পুরাবৃত্ত আছে সত্য, তবে সাহিত্য বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহার বিশেষ কিছুই তাহাদের ছিল না। তাহাদের পুরাতন সাহিত্যে, তাহাদের পুরাতন শিল্পকলায় এমন কোন কিছুই ছিল না যাহা দ্বারা তাহাদের এ দাবী সমর্থন করা যায়। তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের দেশের, চীনের, পারস্য দেশের সমসাময়িক সভ্যতার সহিত বা পূর্ব্ব বা দক্ষিণ ইয়োরোপের গ্রীক বা রোমন সভ্যতার সহিত তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তাহাদের মিউজিয়ামে যে সকল প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন দেখিয়াছি তাহাদের পুরাতন সাহিত্যের যাহা আভাস পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় যে তাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আলোকে লাটিন সাহিত্য ও সভ্যতার সাহায্যে বর্ব্বরতা পরিত্যাগ

করিয়া যেমন সভ্য হইতে আরম্ভ করিতেছিল সেই সময়ে ডেন বা নর্স-মেনরা আসিয়া তাহাদের সেই সভ্যতা অনেকটা নষ্ট করে। পরে ইংরাজ শাসনের উৎপীড়নে বিধ্বস্ত না হইলে তাহারা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিত তাহা বলা কঠিন, তবে ইহা সত্য যে আটশত বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে এক ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

**ইউনিবার্সিটি কলেজ :**—ডাব্লিন বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে একটিমাত্র কলেজ বুঝায় অর্থাৎ ট্রিনিটি কলেজ। আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটে আর একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহার নাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা সাড়ে তিনটি কলেজ লইয়া—কর্কের, গ্যালওয়ের এবং ডাব্লিনের ইউনিবার্সিটি কলেজ লইয়া এবং মে নুথ কলেজের কতিপয় বিভাগ লইয়া।

আমি একদিন ডাব্লিনের ইউনিবার্সিটি কলেজও দেখিতে যাই। এই কলেজ নূতন এবং ইহার বাড়ী সুন্দর। ইহাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে দেখিলাম এবং এখানে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা আছে। তথাপি ইহা টি নিটি কলেজের সমকক্ষ নয়। আমি যে কয়েকটি ক্লাসরুমে প্রবেশ করিয়া দেখি সেগুলিতে বেশ আলো আছে দেখিলাম এবং তাহাতে বসিবার আসনের জন্য গালারীর বন্দোবস্ত আছে।

**ব্যাঙ্ক অব আয়ার্ল্যাণ্ড**—ট্রিনিটি কলেজের সম্মুখে কলেজ গ্রীনের অপর পার্শ্বে ব্যাঙ্ক অব আয়ার্ল্যাণ্ড আছে। ইহা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা ইহাতে সুন্দর বড় বড় থাম আছে এবং ডাব্লিনের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য অট্টালিকা। ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তিকে উনি জিজ্ঞাসা করিলেন এ অট্টালিকাটি কি? সে বলিল ইহা ব্যাঙ্ক অব আয়ার্ল্যাণ্ড এবং পূর্ব্বে ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডের হাউসেস অব পার্লামেণ্ট ছিল। উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলেজ গ্রীনে, এই অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ও এক ব্যক্তিকে ঠিক সেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে তিনি জবাব পাইয়াছিলেন যে ইহা এখন ব্যাঙ্ক অব আয়ার্ল্যাণ্ড, পূর্ব্বে ইহা হাউসেস অব পার্লামেণ্ট ছিল এবং পরে ইহা আবার হাউসেস অব পার্লামেণ্ট হইবে! সে গ্ল্যাডষ্টোনের হোমরুল আন্দোলনের দিনে। আয়ার্ল্যাণ্ডে আবার পার্লামেণ্ট বসিয়াছে কিন্তু এ অট্টালিকাতে নয় লেন্সটার হাউসে।

এই পুরাতন আয়ারিশ পার্লামেণ্ট হাউসটি দেখিতে বড় সুন্দর। ১৭২৯ সালে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ইহাতে পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন ১৭৩১ সালে হয়। ১৮০০ সালে আয়ারিশ পার্লামেণ্ট অবলুপ্ত হয় এবং পরে ব্যাঙ্ক অব আয়ার্ল্যাণ্ড এই অট্টালিকা ক্রয় করে। ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমরা ইহা দেখি। যে ঘরে হাউস অব্ লর্ড্সের অধিবেশন হইত সে ঘর এখনও বিদ্যমান আছে, প্রায় তাহার পূর্ব্বাবস্থাতেই। ইহাতে দুইটি সুন্দর ট্যাপেষ্ট্রী আছে—একটি বয়েন যুদ্ধ সম্বন্ধে। ইহার বাতির ঝাড়ও বড় সুন্দর। এই ঘরটি দেখিয়া যে অংশে হাউস অব কমন্স বসিত আমরা সেই অংশ দেখিতে গেলাম। সে অংশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং যথায় হাউস অব কমন্সের অধিবেশন হইত, ইহার সভাগৃহ, সভ্যদিগের বসিবার ঘর, সেই সকল অংশে এখন ব্যাঙ্কের কেরাণীরা খাতাপত্র লইয়া বসিয়া আছে! তাহা হইলেও ইহা যে এক সময়ে অন্য ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

**রোটাণ্ডা হাঁসপাতাল** :—ডাব্লিনের রোটাণ্ডা হাঁসপাতালের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। আমি এই হাঁসপাতাল ঠিক দেখি নাই, তবে ইহার যে অংশে ছাত্রেরা বাস করে, যথায় তাহাদের খাইবার, বসিবার, শুইবার ইত্যাদি ঘর আছে সে অংশটি দেখিয়াছি। এই হাঁসপাতালে আমাদের দেশের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী কার্য্য করে। তাহাদিগের নিকট হইতে বুঝিলাম যে এখানে এবং মেডিকাল কলেজে আমাদের দেশ হইতে ছাত্রেরা যে শিক্ষার জন্য আসে তাহার কারণ নয় যে এখানকার ডাক্তারী বিদ্যা ও তাহার শিক্ষা দিবার প্রণালী লণ্ডন বা এডিনবারা হাঁসপাতাল ও মেডিকাল কলেজ অপেক্ষা উন্নতশীল বা আধুনিক, বরং বিপরীত। তবে ডাব্লিনে ডাক্তারী শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার প্রণালীর এক বিশেষত্ব আছে যাহাতে ছাত্রেরা ইংল্যাণ্ডের বা স্কট-ল্যাণ্ডএর ঐ সকল অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভাল ব্যবহারিক শিক্ষা পায়। শুনিয়াছি যে যে সব অস্ত্রকার্য্য ইংল্যাণ্ডের বা স্কটল্যাণ্ডের মেডিকাল কলেজে বা হাঁস-পাতালে ছাত্রেরা কখন নিজ হাতে করিতে পায় না এখানে তাহা করিতে পায়। এখানে সুদূর গ্যালারী হইতে অপেরাগ্লাসের সাহায্যে অস্ত্রকার্য্য দেখিতে হয় না এবং আমাদের দেশের কোন এক কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপকের মত থার্ম্মমিটার কি তাহা বুঝাইবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি

দেখাইয়া অধ্যাপক বলে না "মনে কর ইহা একটি থার্ম্মমিটার"! ধাত্রীবিদ্যা যাহারা শিক্ষা করে তাহাদের প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি গর্ভবতী নারীকে (৩০ বা ৪০টি বোধ হয়) প্রসব করাইতে প্রসূতিদিগের ঘরে যাইতে হয়। তথায় গরীব আয়ারিশ পরিবারের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কার্পেটবিহীন ঘট ঘটে কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ঘরের একমাত্র ভগ্ন খাট হইতে মাতার কাতরধ্বনি, কার্পেটশূন্য ঠাণ্ডা কাষ্ঠের মেজে হইতে শিশু ছেলেমেয়েদের ক্রন্দনধ্বনি, জানালার ভগ্ন কপাটের ও কাচের ভিতর দিয়া প্রবাহিত মর্ম্মন্তুদ শীতল বাতাস, একটিমাত্র কেরোসিন তৈলের বাতি, এই সকলের মধ্যে প্রসূতিকে প্রসব করান বড় সহজ কাজ নয়!

**জাতীয় মিউজিয়াম, চিত্রশালা ও যাদুঘর** :—ডাব্লিনে আমি সব মিউজিয়াম ও কলা-ভবনগুলিই দেখি। এইখানকার জাতীয় মিউজিয়ামে প্রাচীন আয়ার্ল্যাণ্ডের শিল্পকলার যে সকল সামগ্রী দেখিলাম সেগুলি যে মনোরম এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অতি সুন্দর তাহার কোন সন্দেহ নাই বটে তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীনকালে আয়ার্ল্যাণ্ডে যে এক অতি সভ্যজাতির বাস ছিল তাহার কোন নিদর্শন পাইলাম না। ধাতুকার্য্যে তাহারা যে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং মিউজিয়ামে অনেক ঘণ্টা ও তাহার আধার, ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহৃত পাত্র, ক্রজিয়ার, ক্রুশ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বস্তুনিচয় ও ব্রোচেস দেখিলাম। তারা ব্রোচ, আর্ডাঘ এবং কিল্লামেরী ব্রোচ, আর্ডাঘ কাপ এবং কতকগুলি পুস্তকাধার যে অতি সুন্দর তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। পুরাকালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের কতকগুলি ক্রুশ ব্যতীত ভাস্কর্য্যে তাহাদের পারদর্শিতার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। অলঙ্কার অনেক রকম দেখিলাম—তখনকার দিনে এত স্বর্ণালঙ্কারের রেওয়াজ ছিল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—মৃৎপাত্রও অনেক রকম দেখিলাম তবে ঐ সময়ে ও তাহার বহু পূর্ব্বে প্রাচ্যের অনেক দেশে শিল্পকলার ইহার অপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আধুনিক কালেও চিত্রশালায় দুই তিনখানি চিত্র ব্যতীত বিশেষ গুণবিশিষ্ট কিছুই দেখিলাম না। ভাস্কর্য্য যাহা দেখিলাম সেগুলি প্রায় সবই প্রাচীন গ্রীক ও রোমের মূর্ত্তির অনুকরণে। ডাব্লিনের প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক যাদুঘর যদিও বড় নয় তথাপি সুসজ্জিত এবং এটি আমার বড় ভাল লাগিল। পৃথিবীর নানা স্থানে আদিম মানুষের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে

তাহাদের অনুকরণে কতকগুলির ছাঁচে ঢালাই বা নকল এখানে আছে; এগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ মনে হইল এবং একদল বনমানুষ, তাহাদের স্ত্রীপুরুষ ও ছানা সমেত, বড়ই ভাল লাগিল। মানুষের যে মানবাকৃতি বানর হইতে সম্ভূত তাহার অনেক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনেকের মনে, এমন কি অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই সকল মাথার খুলি ও বনমানুষ দেখিলে অন্ততঃ সাধারণ লোকের মনে সে সন্দেহ অনেকটা দূর হইবে।

**ও'ক্কনেল ষ্ট্রীট** :—পূর্ব্বেই ও'ক্কনেল ষ্ট্রীটের কথা উল্লেখ করিয়াছি। রাস্তাটি বড় সুন্দর, অতি প্রশস্ত, ঋজু ও সুদূর বিস্তৃত। লিফি নদীর উপর সেতু হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা রোটাণ্ডা হাঁসপাতালের নিকট শেষ হয়। রাস্তার প্রারম্ভে ড্যানিয়েল ও'ক্কনেলের এক বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি, মধ্যে নেল্‌সনের এক উচ্চ স্তম্ভ ও তাহার উপর তাঁহার মূর্ত্তি এবং শেষে পার্ণেলের স্মৃতিস্তম্ভ। এই তিনটি স্মৃতিচিহ্নই প্রকাণ্ড, নেলসন্ স্তম্ভ সর্ব্বোচ্চ। ইহার এবং ও'ক্কনেলের মূর্ত্তির গায়ে অনেক গুলির দাগ আছে, সেগুলি গত বিদ্রোহের চিহ্ন। পার্নেল স্মৃতিস্তম্ভটি বড় সুন্দর। ইহার উপরে এক মশাল এবং গায়ে পার্ণেলের এক উক্তি ক্ষোদিত আছে। এই রাস্তার এক স্থলে, নেল্‌সন স্তম্ভের সমীপে, আমাদের দেশে কোন কোন রাস্তার মাঝে যেমন বট বা অশ্বত্থ গাছের তলায় ঠাকুর থাকে সেইরূপ এক বৃক্ষতলে যীশুর এক প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং তথায় লোকে অনেক পূজা দিয়াছে দেখিলাম!

**বোটানিকাল গার্ডন্স** :—আমরা একদিন ডাব্লিনের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডন্স দেখিতে গিয়াছিলাম। বাগানটি সুন্দর এবং প্রকাণ্ড এক কাঁচের ঘরের ভিতর আমাদের দেশেরও অনেক গাছ—কলাগাছ, বাঁশ ঝাড়, কয়েক রকম তাল, খেজুরাদি বৃক্ষ—জন্মাইয়াছে দেখিলাম। আমরা মার্চ মাসের প্রথমে এই বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাহার যেরূপ খ্যাতি সেরূপ কিছু বাহার দেখিলাম না।

**গোরস্থান** :—গ্লাস্‌নেবিন, বোটানিক্যাল গার্ডন্সের অদূরে, ডাব্লিনের বিখ্যাত গোরস্থানও দেখিলাম। এখানে আয়ার্ল্যাণ্ডের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কবর আছে, ড্যানিয়েল ও'ক্কনেলের স্মৃতিস্তম্ভই তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ

এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই স্তম্ভটি যেন সমস্ত কবরস্থানকে পরাজিত করিয়াছে এবং ইহার তুলনায় অন্য স্মৃতিচিহ্নগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হয়। ও'ক্কনেলের কবর দেখিতে হইলে টাওয়ারের নীচে এক গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘরের দেওয়ালে ও'ক্কনেলের এই বাক্যটি লিখা আছে—"আমি আমার দেহ আমার দেশকে, আমার অন্তঃকরণ রোমকে এবং আমার আত্মা স্বর্গকে অর্পণ করিলাম।" সকলেই জানেন যে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বদেশের কৃতী সন্তানদিগের মধ্যে ড্যানিয়েল ও'ক্কনেলের আসন অতি উচ্চে। তিনি এক বিরাট তেজোময় প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় বক্তা ও অসামান্য মেধাবী পুরুষ ছিলেন—এবং তাঁহারই বক্তৃতায়, চেষ্টায় ও ব্যবস্থার ফলে "ক্যাথলিক ইম্যানসিপেশন্ বিল" ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাশ হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের পায়ের প্রথম শৃঙ্খল তিনিই ছিন্ন করেন। এই গোরস্থানে পার্ণেল, মাইকেল কলিন্স, আর্থার গ্রিফিথস্ প্রভৃতি আরও কতিপয় আয়ারিশ দেশভক্তদিগের গোরও দেখিলাম। পার্ণেলের গোরের উপর কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন নাই, কেবল একটি পুষ্পবিতান আছে এবং আর্থার গ্রিফিথসের গোরের উপর এক অসমাপ্ত স্তম্ভ আছে—শুনিলাম তাহার অর্থ এই যে আর্থার গ্রিফিথসের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কার্য্য অসমাপ্ত ছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের শেষ বিদ্রোহের এক স্মৃতিস্তম্ভও এইস্থানে বিদ্যমান—এক মৃত পুরুষ এক স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে শায়িত অর্থাৎ মৃত আয়ারিশ যোদ্ধা মাতৃভূমির ক্রোড়ে শায়িত।

এই গোরস্থানে এক অদ্ভুত জিনিস দেখিলাম। ও'ক্কনেল মনুমেণ্টের বেষ্টন-প্রাচীর সংলগ্ন এক সারি অনেকগুলি ঘর আছে। সেই ঘরগুলির ভিতর এক দুই বা ততোধিক শবাধার আছে। এই শবাধারগুলি মাটির ভিতর নয়, ঘরের মেজের উপর এবং শবাধারগুলি শূন্য নয় মৃতদেহ পূর্ণ। শুনিলাম এই ঘরগুলি এক একটি পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। শবাধারগুলি ঘরের দ্বারের গরাদের ভিতর দিয়া দেখা যায়। ঘরের মধ্যে স্থানের অনটন হইলে একটি শবাধার অপর অপর একটি শবাধারের উপর রাখা হয়। এ এক অদ্ভুত প্রথা!

**লিফি নদী:**—ডাব্লিন শহরের ভিতর দিয়া যে নদী বহিয়া যায় তাহার নাম লিফি নদী। ইয়োরোপে আসিয়া নদী কাহাকে বলে, নদীর সংজ্ঞা, তাহা আমায় বারবার সংস্কার করিতে হইয়াছে। লণ্ডনের টেম্স্

নদী, প্যারিসের সেইন নদী প্রশস্ত না হইলেও উহারা নদী বটে। কেম্বি্জের ক্যাম নদীকে কোন হিসাবে নদী বলা যায় না, নালা বলিলেও অত্যুক্তি হয়, নর্দ্দমা বলিলে বোধ করি ইহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায়। ডাব্লিনের নদী যখন প্রথমে দেখি তখন ইহাকে খাল মনে করি—যখন শুনিলাম ইহাই ডাব্লিনের লিফি নদী তখন হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল। ইহা দেখিতে ঠিক এক খালের মত এবং শহরের ভিতর ইহার দুই দিক পাথরে বাঁধান। ইহার উপর অনেকগুলি পুল আছে এবং ইহার জল অতি অপরিষ্কার। ইহার দুই পার্শ্বে বেশ প্রশস্ত রাস্তা এবং নদীর দুই তীর দেখিতে বেশ সুন্দর।

**ডাব্লিন উপসাগর**:—ডাব্লিন লিফি নদীর দুই পার্শ্বে অবস্থিত এবং ডাব্লিন আবার সমুদ্রকূলে। এ কেবল মাদ্রাজের মত সোজা খোলা সমুদ্র নয়, এইস্থলে সমুদ্র উপসাগরের আকারে বক্র হইয়া গিয়াছে। এই উপসাগরের তিন দিকে বৃক্ষাচ্ছাদিত অনুচ্চ পর্ব্বত এবং মাত্র এক দিকে সমুদ্রের নীল জল। এই উপসাগরের সৌন্দর্য্য যে কি তাহা যাহারা না দেখিয়াছে তাহারা অনুমান বা কল্পনা করিতে পারে না এবং যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে না। লেডী ডাফ্রীনের কবিতা অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে :—

Oh Bay of Dublin ! My heart you are troublin' !
Your beauty haunts me like a fevered dream.
Like frozen fountains that the sun sets bubblin' !
My heart's blood warms when I hear your name.

তবে এই ডাব্লিন উপসাগর ভাল করিয়া দেখিতে হইলে ডাব্লিন হইতে একটু দূরে যাইতে হয়। যদিও ডাব্লিন নগর এক সুন্দর উপসাগরের উপর অবস্থিত তথাপি ইহার সমুদ্রকূল অযত্ন রক্ষিত এবং তথা হইতে ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সুবিধা নাই। তবে বেশী দূর যাইবার আবশ্যক নাই। এই উপসাগরের উত্তর সীমানা হাউথ পাহাড়, দক্ষিণ সীমানা কিলিনে পাহাড়, এবং এই উপসাগরের সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে উপভোগ করিতে হইলে হয় হাউথের পাহাড় হইতে না হয় কিলিনে পাহাড় হইতে না হয় খুব দূর হইতে দেখিতে ইচ্ছা করিলে ব্রে হেডের উপর হইতে দেখিতে হয়। দৃশ্যটি অতি মনোমুগ্ধকর।

**হাউথ :**—আমি অনেকবার এই তিন স্থল হইতেই এই উপসাগরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করিয়াছি। প্রথমে ডাব্লিন উপসাগর হাউথ হইতে দেখি। হাউথ ডাব্লিন হইতে নয় মাইল দূরে এবং ডাব্লিন হইতে ট্র্যাম গাড়ীতে যাওয়া যায়। এই ট্র্যাম লাইন ডাব্লিনের কতিপয় সুন্দর শহরতলী দিয়া গিয়া সাটনে পৌঁছায় এবং তথা হইতে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়া হাউথে পৌঁছায়। এইদিকের ডাব্লিন শহরতলীগুলি ছোট হইলেও নূতন ও বড় সুন্দর। যাইতে যাইতে পথে সমুদ্রের দৃশ্য দেখা যায় এবং হাউথের পাহাড়ের উপর উঠিলে তিনদিকে সমুদ্র দেখা যায়। যেদিন আমরা হাউথে যাই সেদিন বেশ রৌদ্র ছিল এবং আমাদের সহিত দুইজন বাঙ্গালী ডাক্তারী ছাত্র ছিল। হাউথে উঠিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর তথাকার এক ছোট হোটেলে যাইয়া আমরা চারিজনে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলাম। পরে পদব্রজে পাহাড় হইতে নামিয়া হাউথের অপর দিকে আসি। ডাব্লিন উপসাগর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তীস্থানগুলি যে কি সুন্দর তাহার প্রথম পরিচয় এই দিনের যাত্রায় পাইলাম।

**গ্লেণ্ডালক :**—আর একদিন আমরা ডাব্লিন হইতে মোটর কোচে গ্লেণ্ডালক নামে এক স্থান দেখিতে যাই। গ্লেণ্ডালক ডাব্লিন হইতে ৩০ মাইল দূরে। রাস্তা অতি সুন্দর, অনেক গ্রামের ভিতর দিয়া যায়, সেগুলি পার্ব্বত্য, অসমান ও ঐতিহাসিক। ব্রে নদী পার হইবার পর পাওয়ার্স কোর্ট জমিদারী, দূরে ডানদিকে দেখা যায় এক জমিদারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা এক বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে। কিল ম্যাকানো হইতে রাস্তা পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করে, ইহার এক পার্শ্বে সুগার লোফ হিল ( Sugar Loaf Hill ) এবং অপর পার্শ্বে উপত্যকা ও তাহার ভিতর শ্যামল ক্ষেত্র ও চাষবাস। রাস্তা পাহাড়ের উপর উঠিলে যতদূর দেখা যায় পুরাকালে সমস্তটাই ও'টুল-দিগের রাজত্ব ছিল। এক সময়ে এই প্রদেশে ও'টুলদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহারাই এদেশের দলপতি ছিলেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে এংলো-নরম্যান-দিগের দ্বারা কিল ডেয়ার হইতে বিতাড়িত হইয়া ও'টুলরা এই প্রদেশ অধিকার করে—গ্লেণ্ডালক হইতে পাওর্স কোর্ট অবধি। ১২৭৪ হইতে ১৬০৩ সালের মধ্যে এই ও'টুলদিগকে এংলো-নরম্যানদের নিকট এই প্রদেশ সমর্পণ করিতে হয়, পরে তাহারা ইহাকে পুনরুদ্ধার করে এবং পুনরায় হারায়।

অন্যান্য আয়ারিশ নেতাদের ভাগ্যে ঠিক এই দশাই ঘটে—আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরাজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে ঠিক এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে ঘটিয়াছিল! আরও কিছুদূর যাইয়া রাউণ্ডউডের নিকটে পথের বাম পার্শ্বে ডাব্লিন জল সরবরাহের কারখানার এক প্রকাণ্ড জলাশয় এবং দূরে দক্ষিণ পার্শ্বে লফ টে ও লফ ড্যান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর এনামো সেতু পার হইয়া লারাঘ গ্রামের ভিতর দিয়া যাইয়া আমরা গ্লেণ্ডালকে পৌঁছিলাম।

গ্লেণ্ডালকের সৌন্দর্য্যে অনেকে মোহিত হয় এবং থ্যাকারে, স্কট্ প্রভৃতি মনীষীরা ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গ্লেণ্ডালক একটি উপত্যকা বিশেষ অর্থাৎ ইহার দুইদিকে পর্ব্বত মধ্যে সরু কমবেশী সমতল ভূমি। এই দুইদিকের পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন ভূমিতে দুইটি হ্রদ আছে। এই উপত্যকায় পুরাকালে সেণ্ট কেবিন নামে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার সময়ে ও তাঁহার মৃত্যুর পর এখানে কতকগুলি গির্জ্জা (৭ বা ৮টি), বিহার ও ছাত্রনিবাস এবং একটি রাউণ্ড টাওয়ারও নির্ম্মিত হয়। এই পর্ব্বত বেষ্টিত স্থলে এই হ্রদদ্বয় বিশিষ্ট উপত্যকাটি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত প্রায় ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রাচীন আয়ারিশ ও খৃষ্টীয় শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন আয়ারিশ সন্ন্যাসীদের আশ্রমের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই স্থলের চতুর্দ্দিক প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত। এই প্রাচীর আশ্রমটিকে রক্ষা করিত এবং বিনা অনুমতিতে ইহার সীমানার বাহিরে সন্ন্যাসীদের যাওয়া নিষেধ ছিল, এবং এই সীমানার মধ্যে কোন স্ত্রী-লোকের প্রবেশের অধিকার ছিল না। অল্প কথায় ইহা আমাদের দেশের আর্য্যমুনি ঋষিদিগের শান্ত তপোবন বা আশ্রমের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বিহারের পাশ্চাত্য সংস্করণ ছিল।

এই উপত্যকাটি দেখিতে যে অত্যন্ত সুন্দর তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না কিন্তু ইহার অসামান্য অপার্থিব সৌন্দর্য্যের কথা আয়ার্ল্যাণ্ডের এত লোকের মুখে শুনিয়াছি ও এত পাঠ করিয়াছি যে সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে ইহা আমার চোখে এত আহামরি সুন্দর লাগিল না। দুই পার্শ্বে যে পাহাড় উঠিয়া এই উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে সে পাহাড়গুলি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার মত উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে তবে তাহারা মহামহিমান্বিত বা ভীমকান্ত ছিল না অর্থাৎ গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা

তাহাদের ছিল না। এই উপত্যকায় যে দুইটি হ্রদ আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নস্থিত হ্রদটির বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য দেখিলাম না; সেটি যে কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের এক জলাশয়ের মত দেখাইল। এই উপত্যকার উপরিস্থিত হ্রদটি সুন্দর বটে কিন্তু সে দৃশ্য দেখিলে মনে আনন্দ হয় এইমাত্র তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা মনকে এক অলৌকিক রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে। হিমালয় পর্ব্বতের ত কথাই নাই, এইরূপ উপত্যকার দৃশ্য, ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আমি নীলগিরি, কোডৈকানল পর্ব্বতে, ত্রিবাঙ্কুরে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র দেখিয়াছি। গ্লেণ্ডালকে গির্জ্জা ইত্যাদির যে কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম সেগুলি অতি সাধারণ বলিয়া মনে হইল এবং প্রাচীনতা ভিন্ন তাহাদের আর কোন প্রকার সম্পদের দাবী করিবার অধিকার নাই। তবে এই স্থলটি প্রাচীন বিদ্যাপীঠের যোগ্যস্থল বটে। এই নির্জ্জন স্থানে, এই গিরিশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত স্থলে, এই হ্রদদ্বয়ের উপকূলে, এই সকল পর্ব্বতের বাহিরে চতুস্পার্শ্বস্থিত যে সকল অর্দ্ধসভ্য, কঠোর, বর্ব্বর লোক বাস করিত তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের পৃথক রাখিয়া, সজ্জন জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহাদের পবিত্র নির্জ্জন জীবন শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া যাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে গির্জ্জাগুলির যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেগুলি সেকালের ও এইরূপ স্থলের যোগ্য। দুই তিনটি কবরস্থান ও অনেক পুরাতন পাথরের ক্রশও এই স্থানে দেখিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য লাগিল এখানকার রাউণ্ড টাওয়ার। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাউণ্ড টাওয়ার এদেশের এক অতি অদ্ভুত এবং আয়ারিশ স্থাপত্যের বৈশিষ্টপূর্ণ ইমারৎ। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে এই রাউণ্ড টাওয়ার দেখা যায়—তবে গ্লেণ্ডালকে যে রাউণ্ড টাওয়ার আছে তাহার ন্যায় নিখুঁত অবস্থায় আর কোথাও দেখা যায় না। টাওয়ারটি পাথরের, ১১০ ফীট উচ্চ, গোলাকৃতি, এবং ইহার প্রবেশদ্বার জমি হইতে ১১॥ ফীট উচ্চে। ৫২ ফীট ইহার ব্যাস, এটি অভ্রমিশ্রিত প্রস্তর ও গ্র্যানেট দ্বারা নির্ম্মিত। এইটি পাঁচ তলা বিশিষ্ট, প্রত্যেক তলায় একটি করিয়া আলোক প্রবেশের পথ আছে এবং সর্ব্বোচ্চ তলায় চারিদিকে চারিটি চতুষ্কোণশীর্ষবিশিষ্ট জানালা আছে। লোকে অনুমান করে যে ইহা নিকটস্থ মহামন্দিরের ঘণ্টা গৃহ ছিল তবে বিপদের সময় যখন শত্রু গ্রাম আক্রমণ করিয়া ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে আসিত তখন গ্রামের লোকেরা তাহাদের ধন সম্পত্তি লইয়া এই টাওয়ারের ভিতর আশ্রয় লইত। মই দিয়া উঠিয়া টাওয়ারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মই

সরাইয়া লইলে ভিতরের লোক ও সম্পত্তি নিরাপদে থাকিত। এই টাওয়ারটি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বোধ হয় নর্সমেনদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে এইরূপ রাউণ্ড টাওয়ার নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উপরের হ্রদের দৃশ্য নিম্ন হ্রদের দৃশ্য অপেক্ষা অনেক সুন্দর। উপরের হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্বের এক পাহাড়ের গায়ে একটি গর্ত্ত আছে, উহার নাম "সেণ্ট কেবিন্স বেড"। এই পাহাড়টি বৃক্ষলতাদি শূন্য এবং হ্রদের মধ্য হইতেই উঠিয়াছে। এই গর্ত্তটি হ্রদের জল হইতে ৩০ ফীট উর্দ্ধে অবস্থিত এবং ইহার আয়তন ৭ ফীট × ৪ ফীট। প্রবাদ আছে যে সেণ্ট কেবিন এবং পরে সেণ্ট লরেন্স ও'টুল, যিনি ডাব্লিনের আর্চবিশপ ছিলেন, তাঁহাদের লোকালয় হইতে অন্তর্হিত হইবার ইচ্ছা হইলে তাঁহারা এই গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিতেন। ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়বাদ সর্ব্বত্রই সমান, কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে! আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরাও গুহা গহ্বরে আশ্রয় লয়।

গ্লেণ্ডালকে সর্ব্বত্রই সেণ্ট কেবিন ও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ। যাহাকে লোকে তাঁহার রান্নাঘর বলে (যথার্থ এটি তাঁহার এক গির্জ্জা ছিল) সেটি বড় অদ্ভুত। ইহার ছাদটি অত্যন্ত খাড়াই ও প্রস্তর নির্ম্মিত, স্থাপত্য বিষয়ে প্রাচীন আয়ারিশ চার্চের কতটুকু উন্নতি হইয়াছিল তাহার উদাহরণ স্বরূপ ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার পাথরের ছাদ এত গড়ানে যে কিরূপে পাথরগুলি যথাস্থানে আছে এবং কেনইবা পড়িয়া যায় না তাহা বলিতে পারি না।

সেণ্ট কেবিন সম্বন্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডের এই অঞ্চলে কতিপয় গল্প আছে। তাহাদের অন্যতম একটির কথা বলি। ক্যাথলীন নামে এক কুমারী—"ধর্ম্মবিরুদ্ধ নীলাভ চক্ষুবিশিষ্টা" ("with eyes of most unholy blue")—কেবিনের প্রেমে পড়ে এবং তাঁহাকে তাঁহার কঠোর মুনিঋষির জীবন হইতে বিরত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনেক চেষ্টা করে ও নানা প্রলোভন দেখায়। একদিন ক্যাথলীন কিছু বাড়াবাড়ি অসভ্যতা করে! ইহা অপেক্ষা অল্প অপরাধের জন্য কৈলাসে বসিয়া শিব তাঁহার ললাটস্থ নেত্র হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া মদনকে ভস্ম করেন। সে এক মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা, করুণতার চরম স্পর্শ ইহাতে উপলব্ধি হয়! তবে গেণ্ডালক হিমাচল নয়, সেণ্ট কেবিনও শিব শঙ্কর নয়, ক্যাথলীন গিরিরাজ দুহিতা উমা নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্যাথলীনের অপরাধের

জন্য বন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের বর্ব্বর সন্ন্যাসী বিছুটী গাছ দিয়া ক্যাথলীনকে মারিয়া তাহার প্রেম তাড়ান! ইহা হাস্যোদ্দীপক ও ইতর জনোচিত কাজ, তবে দেশের ও সময়ের উপযুক্ত। কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেব এক, আর গ্লেণ্ডালকের সন্ন্যাসী কেবিন অন্য। দুইজনেই বেরসিক তাহার সন্দেহ নাই, তথাপি দুইজনের কার্য্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

সেণ্ট কেবিনের আর এক গল্প আছে। একদিন এক বৃদ্ধা মাথায় করিয়া এক ঝোড়া রুটী লইয়া যাইতেছিল। সেণ্ট কেবিন তাহাকে কি লইয়া যাই-তেছে জিজ্ঞাসা করায় পাছে সাধুর রুটীর উপর লোভ পড়ে এবং সে তাহাতে ভাগ বসায় এই আশঙ্কায় বৃদ্ধা উত্তর দেয় যে সে পাথর লইয়া যাইতেছে। সেণ্ট কেবিন এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। বৃদ্ধার উত্তর শুনিয়া সে বলে যে তুমি যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ তাহা যদি পাথর হয় তাহা হইলে তাহা রুটী হইয়া যাইবে, আর তাহা যদি রুটী হয় তাহা হইলে তাহা পাথর হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধার মাথার ঝোড়ার রুটী পাথর হইয়া গেল এবং অত পাথরের ভার বহন করিতে না পারায় বৃদ্ধা তাহার মস্তক হইতে পাথরগুলি রাস্তার পাশে ফেলিয়া দিল! কেহ যদি সেণ্ট কেবিনের মাহাত্ম্যে সন্দিহান হন তাহা হইলে তিনি এখনও রাস্তার পার্শ্বে সে পাথরগুলি দেখিতে পারেন!! আমি সেগুলি দেখিয়াছি!!!

আমরা গ্লেণ্ডালকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেড়াইয়া বিকালে চা পান করিয়া ডাব্লিন যাত্রা করি। রাস্তায় এক বৃদ্ধা আমাদের মোটর কোচে উঠিলেন। তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৬৫ বা ৭০ বৎসর হইবে এবং যে আধ ঘণ্টাকাল তিনি আমাদের সহিত ভ্রমণ করিলেন তাহার মধ্যে তিন চারিটি সিগারেট পোড়াইলেন! বৃদ্ধা গাড়ীতে উঠিয়াই আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের গণতন্ত্রদল ভুক্তা এবং তিনি শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলকে চিনিতেন। ইংরাজ-দিগের উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ দেখিলাম এবং সেটি তিনি আমাদের নিকট হইতে বা গাড়ীর অন্যান্য আরোহীদিগের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। বরং তাঁহার কথার দুই একটি ক্ষুদ্র প্রতিবাদ করাতে আমরা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খয়েরখাঁ এইরূপ অনুমান করিয়া আমাদের বেশ দু পাঁচটি কথা শুনাইয়া দিলেন। বুঝিলাম এই রকম লোকের সহিত তর্ক করা বৃথা, অন্ততঃ এই মহিলাটি তর্কের বাহিরে।

**এনিস্কেরি** ঃ—ডাব্লিন হইতে আমরা মোটার কোচে একদিন এনিস্কেরি দিয়া ব্রেতে যাই। ডাব্লিনের বাহিরে এই অঞ্চলের দৃশ্য বড়ই মনোহর। ডাব্লিনবাসীদিগের এইটি এক পরম সৌভাগ্য যে শহর হইতে যে দিকে হউক না কেন দুই পা বাহির হইলেই তাহারা সর্ব্বত্র ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত, গিরিবেষ্টিত, শ্যামল ক্ষেত্র শোভিত, কোথাও বা সমুদ্র, কোথাও বা কল্লোলিনী তীরস্থ স্নিগ্ধ, নয়ন-সুরম্য পল্লী-দৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য অনেকেই শহরের জনতার মধ্যে কোলাহলের মধ্যে, দূষিত বায়ুর মধ্যে, ইঁট পাথরের অরণ্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। যদি দিবসের কার্য্যের শেষে শহরের বাহিরেই ডাব্লিনের নিকটস্থ পল্লিগ্রাম-গুলির ন্যায় এক পল্লিগ্রামে অল্প সময়ে, অল্পায়াসে, অল্পব্যয়ে রাত্রি যাপন করিবার সুযোগ থাকে সে কি শহরের কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা? ইয়োরোপের অনেক রাজধানীর ও জনাকীর্ণ নগরের অধিবাসীদিগের এই সুবিধা আছে কিন্তু বোধ হয় ঠিক ডাব্লিন অধিবাসীদের মত তাহারা তত সৌভাগ্যবান নয়।

ডাব্লিন হইতে এনিস্কেরি যাইবার পথ ছোট ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়া এবং আয়ার্ল্যাণ্ডকে কেন যে পান্নাদ্বীপ (Emerald Isle) বলে তাহার সার্থকতা ডাব্লিন হইতে এক পদ অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারা যায়। চারি-দিকেই পাহাড় এবং পাহাড়ের গায়ে ও তলে ক্ষেত। সবই সবুজ, যদিও ক্ষেতে তখন শস্য ছিল না। সর্ব্বত্রই সবুজ ঘাস। সে সবুজ রঙের মনো-হারিত্বের মধ্যে এক বৈশিষ্ট আছে সে ঘাসের রং আমাদের দেশের ঘাসের রঙের অপেক্ষা গাঢ়। ক্ষেত্রে বড় বড় গরু, হৃষ্টপুষ্ট গোলাকার মেষ, সাদা বা ফিকা গোলাপী রঙের শূকর, বলিষ্ঠ বড় বড় ঘোড়া, বিভিন্ন জাতীয় বড় বড় মুর্গী চরিতেছিল। এই জন্তুগুলিই এদেশবাসীদের প্রধান সম্পদ ও সম্বল। এইগুলি দেশদেশান্তরে রপ্তানী করিয়া, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়া, এদেশ-বাসীরা জীবিকা অর্জ্জন করে। ১৯২৩ সালে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি-পত্রে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বৃত্তি দিব বলিয়া আয়ার্ল্যাণ্ড প্রতিশ্রুত হয়। সেই বৃত্তি দেওয়া আয়ার্ল্যাণ্ড সম্প্রতি বন্ধ করাতে ইংল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইয়া সে বৃত্তি উশুল করিতেছে। সে জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানী হ্রাস হওয়াতে আয়ার্ল্যাণ্ডকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে।

**এদেশ ও আমাদের দেশ** ঃ—এ দেশের গরু, ঘোড়া, মেষ, শূকর, মুর্গীগুলি আমাদের দেশের অপেক্ষা কি হৃষ্টপুষ্ট, কি বৃহৎকায়! দেখিলেই আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্দ্ধমৃত কৃশকায় ঐ সকল জন্তুর কথা মনে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে মনে হীনাত্মিক বোধ জাগ্রত হয়। উত্তম জল বায়ুর প্রভাবে এদেশে এইসব জন্তুর এমন শ্রী তাহার কোন সন্দেহ নাই সত্য কিন্তু উহাই কি সব কারণ? এই সকল পাশ্চাত্য দেশেবাসীরা তাহাদের জন্তু জানোয়ারের উপযুক্ত প্রজননের উপর, উহাদের পুষ্টিকর খাদ্যের উপর কিরূপ যত্ন লয় তাহা যাহারা না দেখিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে না। এই সকল বিষয়ে চর্চ্চায় ও চেষ্টায় তাহারা কত যে মাথা ঘামায় কত যে শারীরিক পরিশ্রম করে তাহা বলা যায় না। আর আমাদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই আমরা কিছুমাত্র পরিশ্রম করি না। বস্তুতঃ আমরা অলস, বলি আমরা দার্শনিক, বস্তুতঃ আমরা অকর্ম্মণ্য, বলি আমরা আধ্যাত্মিক বিষয় চিন্তা করিতেছি! মাথা ঘামাইয়া, পরিশ্রম করিয়া যে জন্তু জানোয়ারকে পালন করিতে হয়, তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে হয় ও করা যায় এ ধারণা আমাদের দেশের কৃষকদিগের ত মাথায় আসেই না, শিক্ষিত লোকেরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই সকল পাশ্চাত্য দেশে কৃষকদিগের তাহাদের জন্তু জানোয়ারদিগের সযত্ন পালন ও উন্নতির জন্য ফসলের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য যত্ন চিন্তা চেষ্টা পরিশ্রম দেখিলে এবং আমাদের দেশের লোকের তৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য স্মরণ করিলে আমাদের দেশের উপর ঘৃণা বা রাগ না হউক মন বড় হতাশ হয়। কি আফিমখোরের জাতি আমরা! শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্ম্ম যে আমাদের দেশের কত অনিষ্ট করিয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই।* মিথ্যা তর্কবিতর্ক করিয়া ও হৃদয়ের আবেগে গা ভাসাইয়া দিয়া আমরা থাকি বেশ! "The sports of children satisfy the child"—ছেলেদের খেলাধূলা ছেলেদের খুসী করে। আর এদিকে আমাদের দেশ যে অর্থের জন্য হাহাকার করিতেছে অনটনে, অন্নের অভাবে তিল তিল করিয়া মরিয়া যাইতেছে, অথচ একটু পরিশ্রম করিলে, একটু মাথা ঘামাইয়া, একটু মতলব করিয়া, সৎপথে পাঁচ

* শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম উড়িষ্যার যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা অতি অল্প লোকেই জানে বা মানে। বাংলাদেশ বড় বাচিয়া গেছে।

জনে একত্রে সদ্ভাবে কর্ম্ম করিলে, যে সে অর্থকষ্টের, সে অন্নকষ্টের অনেক লাঘব হয় তাহা জানিয়াও আমরা নির্জ্জীব, নিচেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছি। ইয়োরোপের বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র অসঞ্চয়ী কৃষকেরা—আয়ারিশ কৃষকেরা—যাহা করিতে পারে আমরা তাহাও করিতে পারি না ভাবিলে মনে বড় লজ্জা হয়! বাক-বিতণ্ডা ছাড়িয়া দেশের কতিপয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক যদি পরিশ্রম করিতে কাতর না হইয়া সম্যক্‌রূপে মস্তিষ্ক চালনা পূর্ব্বক সুষ্ঠু কার্য্যে রত হয় তাহা হইলে, তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অবস্থার যে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহার কি কোন সন্দেহ আছে? এইত ইয়োরোপে সর্ব্বত্রই লোকে তাহাই করিতেছে আর আমাদের দেশে তাহা সম্ভব নয় কেন? তবে আমাদের দেশে সততাই বা কোথায়, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাই বা কোথায়? কেবল উপর-চালাকি দিয়া বাক্যজাল বিস্তার করিয়া আমরা কার্য্য সারিতে চাই! সবেতেই ভণ্ডামি!

এনিস্‌কেরি একটি ক্ষুদ্রগ্রাম। তথায় মোটর কোচ হইতে নামিয়া গ্রামটি দেখিয়া আমরা এক ক্ষুদ্র নদীর ধার দিয়া প্রায় এক মাইল পথ পদব্রজে যাইয়া একটি তেমাথার পথে আসিয়া পড়িলাম। তথায় পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় এক ছোট মিষ্টান্নের দোকানে আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি যতক্ষণ না থামিল ততক্ষণ দোকানের মেয়েটির সহিত তাহাদেরও আমাদের দেশের বিষয় কথাবার্ত্তা হইল। পরে একটি গাড়ী আসাতে আমরা উহাতে উঠিয়া ব্রে যাইলাম। ব্রেতে পরে আমরা ১৫ দিন ছিলাম, সে জায়গার কথা পরে বলিব। তথায় এইদিন যাইয়া এক কাফেতে আশ্রয় লইয়া চা অর্ডার করিলাম। কাফেটি কি সুন্দর! বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ফেব্রুয়ারী মাসের শীত, ঘরের ভিতর অগ্নিকুণ্ডে বেশ কয়লার আগুন জ্বলিতেছিল, আমরা পথ ভ্রমণের পর ক্লান্ত হইয়া সেই আগুনের সম্মুখে বসিয়া চা পান করিতে লাগিলাম। সে বড় আরাম! পরে এক ঘণ্টা তথায় বিশ্রাম করিয়া অপর একখানি মোটর কোচে করিয়া অন্য এক পথ দিয়া গিয়া সন্ধ্যাবেলা ডাব্লিনে পৌঁছিলাম। এইদিনের ছয় সাত ঘণ্টার ভ্রমণ আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

**আমাদের আয়রিশ বন্ধু**ঃ—ডাব্লিনে বাসকালে তথাকার এক

ভদ্র আয়ারিশ পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ হয়। তাহারা লোক বড় সুন্দর। এই পরিবারে এক বিধবা মা, দুই পুত্র ও দুই কন্যা। কন্যা দুইটির মধ্যে বড়টি বিবাহিতা, সে তাহার স্বামীগৃহে থাকে এবং তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কনিষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতা তবে বাগদত্তা; পুত্র দুইটির একটির বয়স ২৩ বৎসর আর একটির বয়স ২১ বৎসর, অবশ্য উভয়েই অবিবাহিত। ইহাদের ডাব্লিন শহরে তিন চারিটি প্রকাণ্ড রেষ্টোরাঁ আছে এবং সেগুলি সর্ব্বদাই লোকে পূর্ণ। আমাদের বন্ধুদের বাপের আমলে তাহারা বেশ ধনী ছিল তবে এখন আর তাহারা সেরূপ নাই। তবুও তাহাদের অবস্থা এখনও বেশ সচ্ছল এবং আমাদের হিসাবে ইহাদিগকে ধনী বলিতে হইবে। একদিন বিকালে দুই ভাই তাহাদের মোটর গাড়ী করিয়া আমাদের হোটেলে আসিয়া আমাদিগকে ডাব্লিনের পার্শ্বস্থিত এক পাহাড়ের উপর অনেক মাইল ঘুরাইয়া পরে তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল। ছেলে দুইটি বড় সুন্দর, নম্র ও অমায়িক। তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাহাদের মা ও ভগ্নী দ্বারের নিকট আসিয়া আমাদের সাদর সম্ভাষণ করিয়া গৃহের ভিতর লইয়া গেল। তাহাদের মার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে এবং লোকটি বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে লইয়া তিনি আমায় বাড়ীর সব ঘর দেখাইলেন এবং এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাদের অবস্থা আর পূর্ব্বের মত নাই তবে তাঁহার ছেলেরা বড় ভাল, তাহাদের লইয়া তিনি বড় সুখী, তাহারা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে এবং যদি সৎপথে থাকে তাহা হইলে তাহাদের জীবনে অর্থের কোন অভাব হইবে না। তাঁহার কথাবার্ত্তা ধরণধারণ ঠিক আমাদের বাঙ্গালী ঘরের অতি নরম শান্ত প্রকৃতির মায়ের মত লাগিল। বাড়ী যে খুব বড় তাহা নয়, তবে অতি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটীরূপে সাজান। বাড়ীটি বিশেষ বড় না হইলেও ইহার সংলগ্ন জমি বিস্তর, অনেক বিঘা পরিমাণ হইবে। বাড়ীটি ডাব্লিন শহরের এক প্রান্তে কিন্তু শহরের ভিতর, বাহিরে নয়। বাড়ীতে কাঁচ ঘর ( hot house ), গোশালা, পুষ্করিণী, ফুল বাগান, ফলের বাগান, তরকারীর বাগান, গরু চরিবার মাঠ প্রভৃতি অনেক কিছু আছে এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল সকল বিষয়েই এই পরিবারের লোকেদের নজর আছে, সবই তাহারা স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া

মাথা ঘামাইয়া তত্ত্বাবধান করে। মার ও ছেলেদের মুখে যে সকল গল্প শুনিলাম তাহা হইতে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। বাড়ীর বাগানে যে ফুল হয় তদ্দ্বারা প্রত্যহ রেষ্টোরাঁগুলির সব টেবিল সাজান হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে সেগুলি দোকানে বিক্রয় হয়। উষ্ণ কাঁচ ঘরে ইহারা অসময়ে ফুল, ফল, ও তরকারি ফুটাইতে বিশেষ চেষ্টা করে। একটি কাঁচের ঘরে কতকগুলি শসা ফুটিয়াছে দেখিলাম। তখন শসার দিন নয়, সেইজন্য ছেলেরা বলিল যে প্রত্যেক শসা দেড় শিলিং বা দুই শিলিং ( একটাকা বা একটাকা দশ আনা ) দামে বিক্রয় হইবে। গোশালায় পঞ্চাশটি গাভী আছে, তাহাদের দুধ ইহাদের শহরের রেষ্টোরাঁগুলিতে পাঠান হয়। গরুর খাদ্য কিয়দংশ বাড়ীর জমিতেই উৎপন্ন হয়। কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রথমে গোশালা তত্ত্বাবধান করে এবং পরে বাগানের ও ক্ষেতের কায দেখে। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রত্যহ সকালে উঠিয়া সাইকেল করিয়া বাহির হইয়া শহরে তাহাদের তিন চারিটি যে রেষ্টোরাঁ আছে তাহাদের তত্ত্বাবধান করে। ঘরে অবিবাহিতা যে মেয়েটি আছে, সমস্ত কার-বারের হিসাব রাখার ভার তাহার উপর। ইহারা তিন জনই প্রত্যহ তাহাদের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও মজুরদিগের মত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করে, মধ্যাহ্নে অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের মত ইহারা ভোজনের জন্য এক ঘণ্টা অবসর পায়, শনিবারে অর্দ্ধদিবস ছুটী পায় এবং রবিবারে ও ব্যাঙ্ক বন্ধের দিনে সমস্ত দিন ছুটী পায়। মনিবদের ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে কার্য্যের নির্দ্ধারিত সময় সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নাই। যদিও ইহাদের মোটর গাড়ী আছে জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যবসায় কার্য্যে প্রত্যহ যখন শহরে বা অন্য কোথাও যায় তখন সাইকেল করিয়া যায়, মোটর গাড়ীতে নয়। এই সম্ভ্রান্ত বংশের অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা তাহাদের পিতৃবিয়োগের পর হইতে তাহাদের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় কিরূপ নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া পিতার কারবার চালাইতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এইরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে সচরাচর কি ঘটে তাহাও স্মরণ করিলাম। এই শীতপ্রধান দেশে প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া ৫০টি গরুর গোয়ালের কার্য্য তত্ত্বাবধান করা এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশের অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে সহজ কথা নয়। সে প্রতিদিন অত সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না বলিয়া এরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে যে যথা সময়ে তাহার

বিছানার নিকট এক ঘণ্টা বাজে এবং আরো তিন মিনিট পরে এক কলের সাহায্যে তাহার গাত্র হইতে তাহার কম্বলগুলি সরিয়া যায়! তখন নিদ্রিত থাকিলেও শীতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে বাধ্য হয়! যদিও বড় কষ্ট হয় তথাপি প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময় এই ভীষণ শীত প্রধান দেশে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার উঠা চাই!

এই দুইটি ছেলে প্রত্যহ এইরূপ পরিশ্রম করে বলিয়া যে তাহারা যথা সময়ে আমোদ প্রমোদ করে না তাহা একেবারেই নয়। আমরা যে দিন তাহাদের বাড়ী যাই সেদিন কত গান বাজনা হইল, তাহারা কত স্ফূর্ত্তি আমোদ করিল! ছোট ছেলেটি তাহার মায়ের সাহায্যে আয়ারিশ ফেরীওয়ালীর "বিডি মালিগনের" বেশ পরিধান করিয়া বড় সুন্দর নৃত্য করিয়া এক অতি কৌতুকপ্রদ গান গাহিল! বোনটিও বড় সুন্দর বাজাইল ও গান গাহিল। বাস্তবিক এই সরল ভদ্র আয়ারিশ পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া ও তাহাদের ধরণ ধারণ দেখিয়া আমার কত যে আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি না। অনেকবার মনে হইল আমাদের দেশের যে সকল ছেলেরা এদেশে কায়দা-দুরস্ত করিবার জন্য আসে তাহাদের আনিয়া দেখাই এদেশের ভদ্রপরিবারের ছেলেরা কিরূপ পরিশ্রম করে ও তাহাদের আচার ব্যবহার কি সুন্দর। আমাদের দেশে কত ভদ্রপরিবারের সহিতই না আমাদের আলাপ, সম্বন্ধ আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি ধনী পরিবারেও ছেলেমেয়েদের আমি জানি না যে পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই আয়ারিশ ছেলে মেয়েদের মত প্রত্যহই নিয়মিত পরিশ্রম করে আবার যথা সময়ে এইরূপ আমোদ আহ্লাদ করে। তাহা ছাড়া কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে, ইহারা কি অমায়িক, কি নম্র, কি বিনয়ী! মাত্রা বজায় রাখিয়া পরিশ্রম করা আমোদ প্রমোদ করা আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে। বাড়াবাড়ি সব দিকেই মন্দ যদিও সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ।

**ব্রে**:—আমরা ডাব্লিনে ছয় সপ্তাহ থাকিয়া ব্রেতে যাই এবং তথায় ১৫ দিন থাকি। ডাব্লিনের নিকট অনেকগুলি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান আছে—যেমন কিংষ্টাউন (ডান লোহের) কিলাইনি, ডল্কি, ব্রে, গ্রেষ্টোন ইত্যাদি এবং গ্রীষ্মকালে এই সকল স্থানে অনেকে যাইয়া বাস করে ও তখন তথায় অত্যন্ত ভীড় হয়। এই সকল সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে ব্রেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিলাসী সমাজ কর্ত্তৃক আদৃত। আমরা ডাব্লিনে তিন চারি সপ্তাহ থাকিয়া পরে ব্রেতে

যাইয়া তথায় এক মাস কাল যাপন করিব ইহাই প্রথমে ঠিক করিয়াছিলাম কিন্তু একদিন ব্রেতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে বৃষ্টি বাদলের দিনে ও শীতের সময়ে এই সমুদ্রতীরস্থিত স্থান মোটেই সুখপ্রদ নয়। সেইজন্য আরও দুই সপ্তাহ ডাব্লিনে থাকিয়া ১লা এপ্রিল তারিখে (১৯৩৫-সাল), ব্রেতে যাইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে তখনও ব্রেতে থাকা সুখপ্রদ নয়, বড় শীত এবং হাওয়া বেশী, তবে আমরা হোটেলটি বড় সুন্দর পাইয়াছিলাম এবং হোটেলের লোকগুলি বড় ভদ্র। যে স্ত্রীলোক দুইটি হোটেলের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারা আমাদের বড় যত্ন করিত এবং আমাদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং সর্ব্ব বিষয়ে সুবিধা হয় তাহাতে সর্ব্বদা যত্নবতী ছিল। হোটেল ছাড়িয়া আসিবার সময় তাহারা অনেক করিয়া বলিয়া দিল আবার যদি কখন আমরা এদেশে আসি তাহা হইলে যেন তাহাদের কাছেই আসিয়া থাকি। অবসর মত তাহারা আমাদের কাছে বসিয়া তাহাদের দেশের গল্প করিত বা আমাদের দেশের গল্প শুনিত। দুইজন যে অতিথি ছিল তাহারাও বেশ লোক এবং অনেক গল্প করিত। কথার ছলে উনি এক দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশেই ঈষ্টারের সময়ে যে ডিমের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহার অর্থ কি? এই বিষয় লইয়া তাহারা কয়দিন যাবৎ এত মস্তিষ্ক চালনা করিতে লাগিল যে উনি শেষে মনে করিলেন যে এই প্রশ্ন করিয়া ভুল করিয়াছেন! ঈষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে খৃষ্টীয়দেশে ডিম খাওয়ার ও ডিম উপহার দেওয়ার যে প্রথা আছে তাহার অর্থ কি ও উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা তাহারা জানিত না কিন্তু বারংবার বলিল যে তাহাদের জানা উচিত ছিল এবং সত্যই ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে খৃষ্টান হইয়াও এবং আজন্ম কাল ঐ প্রথা দেখিয়াও কখন এপ্রশ্ন নিজেদের বা অন্য কাহাকেও করে নাই আর উনি খৃষ্টান না হইয়াও এক প্রাচ্যদেশ হইতে আসিয়া খৃষ্টানদিগের মধ্যে এই প্রথা দেখিয়া তাহার অর্থ কি জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেন। এই প্রশ্ন করিবার পর দিন হোটেলবাসীদের একজন গির্জায় আরাধনার পর পাদরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রথার অর্থ ও উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু পাদরির উত্তরে সে সন্তুষ্ট হইল না। পরে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রে পরিত্যাগ করিবার পর আমরা এক পত্র পাইলাম যে এক খবরের কাগজে এই সম্বন্ধে ঈষ্টারের দিন একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল উহাতে

এই প্রথার অর্থ ও উৎপত্তির বিষয়ে অনেক তথ্য দেওয়া হইয়াছে। আমার স্বামীও তাঁহাকে লিখিলেন যে উনিও ঐ বিষয়ে অপর আর একখানি খবরের কাগজে আর একটি প্রবন্ধ দেখিয়াছেন।

আমরা অসময়ে ব্রেতে যাই বলিয়া যদিও তথায় বিশেষ সুখে ছিলাম না, যথাসময়ে জায়গাটি যে চমৎকার হয় তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের হোটেল একেবারে সমুদ্রবিহারস্থানের উপরেই ছিল এবং আমাদের শুইবার বসিবার ও আহার করিবার গৃহ হইতে এক মাইল বিস্তৃত বিচরণ স্থান ও সীমান্তরেখা বিস্তৃত সমুদ্র দেখা যাইত!

ব্রে জায়গাটি বড় সুন্দর এবং শহরটিও ছোট নয়। ইহা ডাব্লিনের দক্ষিণে, তথা হইতে ১৩ মাইল দূরে। ডাব্লিন হইতে ব্রেতে যাতায়াতের বড় সুবিধা আছে কারণ ট্রেন ও প্রায়ই বাস গতায়াত করে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ইংল্যাণ্ডের সন্ধির পূর্ব্বে ডাব্লিনে যখন ইংরাজ সৈন্যাবাস ছিল তখন উচ্চ কর্ম্মচারীরাও তাহাদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গ এই সমুদ্রতীরস্থ স্থানে প্রায়ই আসিয়া বাস করিত। ইংরাজ সৈন্য চলিয়া যাইবার পর ব্রেতে আর তেমন ভীড় নাই তবে অনুকূল আবহাওয়ার সময় অনেক লোক এখানে আসে। খোলা সমুদ্রের উপর প্রায় এক মাইল লম্বা, পাথরের বাঁধান, লোহার রেলিং দেওয়া পদচারণ করিবার এখানে একটি প্রমোদোদ্যান আছে এবং তথায় বেড়াইতে বড়ই চমৎকার। ইহার এক প্রান্ত ব্রেহেড পাহাড়ে অপর প্রান্ত বন্দরে শেষ হইয়াছে। ব্রের সম্মুখে ওয়েল্‌স পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, ইহার এক পার্শ্বে ব্রে হেড পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে কিলাইনি, ডল্কি এমন কি ডাব্লিনের উত্তরে হাউথ অবধি দেখা যায়। এই দৃশ্য অতি সুরম্য এবং চিত্ত-প্রসন্নকারী এবং ইহা বার বার দেখিয়া আমরা কখন শ্রান্ত হইতাম না। সমুদ্র দিয়া জাহাজ ডাব্লিনে বের অভিমুখে যাইতেছে প্রায়ই দেখা যাইত। এই মাইলবিস্তীর্ণ ভ্রমণভূমির পশ্চাতে উদ্যান, বাদকদের আসন ইত্যাদি এবং তাহাদের পশ্চাতে এক প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার পরপারে বাড়ী—প্রায় সবগুলিই হোটেল, বোর্ডিং হাউস বা রেষ্টোরাঁ। এই বাড়ীগুলির পশ্চাৎ হইতে শহর আরম্ভ হইয়াছে এবং শহরের পশ্চাতে ডাব্লিন পাহাড় ও উইকলো পাহাড়। এই পাহাড়গুলি বড় সুন্দর। সেগুলি বিশেষ উচ্চ নয় কিন্তু তাহাদের আকার বড় সুন্দর এবং বৃক্ষাবলীতে ঘন আচ্ছাদিত ও সবুজ ক্ষেত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়া সুন্দর দেখায়। ব্রে হেড পাহাড়ের উপর

সকল সমুদ্রতীরস্থ স্থানগুলির ন্যায় সাধারণ আমোদ প্রমোদের নানা ব্যবস্থা আছে—যথা নাগর দোলা, ছোট ছোট বৈদ্যুতিক মোটরকার, জলে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক মোটর নৌকা, রেষ্টোরাঁ প্রভৃতি। এই সমুদ্রতীরের অনুকূল সময় মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এবং ঐ সময়ে ব্রে যে এক অতি উপভোগ্য স্থান হইয়া উঠে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

**আয়ারিশ শিশুবন্ধুরা** ঃ—সমুদ্রতীরে বেড়াইবার সময় অনেক ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত আমাদের আলাপ ও কথাবার্ত্তা হইত। আমাদিগকে কাল ও বিদেশী দেখিয়া তাহারা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া যদিও প্রথমে কথা না কহিয়া আমাদের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত তাহাদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলে তাহারা প্রথমে একটু ভয় পাইত। কিন্তু দুই চারিটি কথা কহিবার পর তাহাদের ভয় চলিয়া যাইত এবং আমাদের সহিত বেশ আলাপ করিত। ছোট ছেলেমেয়েরা বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হইত এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তাহাদের তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পাওয়া যাইত। আমরা কোন্ দেশের লোক জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কখন তাহার ঠিক উত্তর দিতে পারিত না। একদিন কর্কে এক রাস্তায় বেড়াইতেছি এমন সময়ে কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "কি দেখিতেছ?" তাহারা উত্তর দিল "তোমাদের দেখিতেছি।" কোন দেশ হইতে আমরা আসিতেছি জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "ইতালী"। "না", বলাতে পুনরায় জবাব করিল, "স্পেন"। তখনও, "না", বলাতে বলিল "দেখি তোমার পোষাক কি রকম!" তখন ওবারকোটের বোতাম খুলিয়া পোষাক দেখাইতে বলিল "অষ্ট্রেলিয়া হইতে তোমরা আসিতেছ"। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "ইণ্ডিয়ার" নাম কি কখন শুনিয়াছ? তখন বলিল, "হ্যাঁ, ভূগোলে পড়িয়াছি, তোমরা কি সত্যই তথা হইতে আসিতেছ?" একদিন ব্রেতে এক ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করি "তুমি ইতিপূর্ব্বে কখন ভারতবর্ষের লোক দেখ নাই কি?" সে উত্তর করিল যে সে কখন দেখে নাই তবে সে দিন তাহার বাবার এক বন্ধু ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল এবং সে তাহাদিগের সহিত ভারতবর্ষের অনেক গল্প করিল! এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোন প্রশ্ন করিলে তাহারা কখন চুপ করিয়া থাকে না বা পলাইয়া যায় না; তাহারা জবাবে তাহাদের বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

**কিলায়নি** :—ব্রেকে কেন্দ্র করিয়া আমরা ইহার আশে পাশে অনেক জায়গায় প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। এইরূপ একদিন কিলায়নি, একদিন গ্রেষ্টোন, আর একদিন এবোকা বেড়াইতে যাই। এইসব জায়গাগুলি বড় সুন্দর। কিলায়নি ব্রে হইতে ৪ মাইল উত্তরে। ইহাও সমুদ্রের উপর এবং ডাব্লিন উপসাগরের ইহা দক্ষিণ সীমানা। গ্রামটি ছোট, অত্যন্ত পর্ব্বতময়। পাহাড় সমুদ্রতীর হইতেই উঠিয়াছে এবং অতি উচ্চ না হইলে ঘন বৃক্ষাবলীতে আবৃত। স্থানটি অতি মনোহর, তলে সমুদ্র, সম্মুখে ডাব্লিন উপসাগরের মনোহর দৃশ্য, উপরে ও পার্শ্বে পর্ব্বত ও উদ্যান, পর্ব্বতের গায়ে আঁকা বাঁকা রাস্তার উপর দূরে দূরে পুষ্প বিতানের মধ্যে সুন্দর কতকগুলি বাড়ী—সব যেন একখানি ছবি। এই স্থলটি ডাব্লিন শহরের এত সমীপে অথচ এত সুন্দর, নিরিবিলি ; এখানে পাহাড়, বন, সমুদ্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সকল উপাদানই একত্রে আছে। মনে হইল যে কলিকাতার নিকটে যদি এরূপ কোন গিরিবেষ্টিত, সমুদ্রবারিধৌত, নির্জ্জন, নির্ম্মল, সুন্দর স্থান থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় তথায় এক কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতাম। এখানে বাস করিয়া অনেক লোক প্রত্যহ ডাব্লিনে গিয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। তাহাদিগের জীবন কি সুখের !

**গ্রেষ্টোন** :—কিলাইনি যেরূপ ব্রের ৪ মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে গ্রেষ্টোন সেইরূপ ব্রের ৫ মাইল দক্ষিণে। তবে ইহার পাশে ও পিছনে কিলাইনির ন্যায় এত নিকটে পাহাড় নাই। এই স্থলটিও ব্রের ন্যায় সমুদ্রতীরে তবে ব্রে অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। অনুকূল সময়ে অর্থাৎ মে হইতে অগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এখানেও অনেক লোক আসিয়া বাস করে। ব্রে হইতে রেল লাইন পর্ব্বতের উপর দিয়া সমুদ্রের পার্শ্ব দিয়া যায় এবং এই পথ দেখিতে বড় সুন্দর। এখানকার সমুদ্রতীরে বেড়াইবার রাস্তা ব্রের মত লম্বা বা সুন্দর নয় এবং সকল বিষয়ে ইহার অপেক্ষা ব্রে ভাল ও সুবিধা-জনক।

**এবোকা ও উড্‌নব্রিজ** :—একদিন আমরা এবোকা ও উড্‌ন ব্রিজ পর্য্যন্ত মোটর কোচে বেড়াইতে যাই। উড্‌ন ব্রিজ ব্রে হইতে ৩২ মাইল

দুরে এবং পথ র‍্যাথড্রাম, মীটিং অব দি ওয়াটার্স এবং এবোকা গ্রাম দিয়া যায়। উইকলো হিলের এক বিশেষ সুন্দর অংশ বলিয়া এ প্রদেশটি প্রসিদ্ধ এবং ইহার সৌন্দর্য্য টম মূরের কবিতায় উল্লিখিত আছে। যাইবার পথে দুইদিকেই পাহাড় দেখিলাম তবে পূর্ব্বদিকে সমুদ্র অতি সমীপে এবং মধ্যে মধ্যে সমুদ্রের দৃশ্যও পাওয়া যায়। যাইতে যাইতে অনেক সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়িল সত্য তবে আহামরি এমন কিছু দেখিলাম না, এবং দেখিয়া মনে কবিতার উচ্ছ্বাসও হইল না! এবোকা স্থানটি সুন্দর বটে, তবে মীটিং অব দি ওয়াটার্স যেখানে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষীণকলেবরা নদীর সঙ্গম হইয়াছে তাহার বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য দেখিলাম না। সত্যের অপলাপ ভয় এড়াইতে হইলে বলিতে হয় যে মীটিং অব দি ওয়াটার্স এর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এইরূপ দুইটি পার্ব্বত্য নদীর সঙ্গম আমি দাক্ষিণাত্যে অনেক দেখিয়াছি এবং দেখিয়া কোন দিন কোন কবিত্বই মনে জাগে নাই! বাস্তবিক সমস্ত উইকলো পাহাড় যাহা দেখিলাম এবং যাহার দৃশ্যের এত প্রশংসা শুনিলাম, যদিও সুন্দর, মনোরম বটে তবে আমাদের দেশে অনেক প্রদেশে সেরূপ দৃশ্য দেখা যায় এবং দাক্ষিণাত্যে সেরূপ দৃশ্য আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি। তবে আমাদের দেশে কেই বা সে সকল দৃশ্য উপভোগ করে, কেই বা দেখিয়া কবিতা রচনা করে, কেই বা তাহার প্রশংসা করিয়া বেড়ায়! সকল বিষয়ে যেমন এ বিষয়েও তেমনি, আমাদের এক সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, গভীর তাচ্ছিল্যের ভাব, অচল, অটল বৈরাগ্য আছে যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মভাব বলি, কিন্তু যাহা যথার্থই মনের জড়তা বা অলসতা ভিন্ন আর কিছুই নয়!

**মধ্য ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া** :—ব্রেতে ১৫ দিন থাকিয়া ১৬ই এপ্রিল তারিখে (১৯৩৫ সাল) আমরা কর্কের জন্য রওনা হইলাম। দ্বিপ্রহরের এক ধীরগতি ট্রেণ বাছিয়া ঠিক করিলাম কারণ মনে করিলাম আস্তে আস্তে যাইলে ট্রেণ হইতে দেশটির দৃশ্য অনেকক্ষণ অবধি দেখিতে পাইব। গাড়ীটি খুবই মন্থর গতিশীল এবং প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিল এবং ডাব্লিন হইতে কর্ক ১৬০ মাইল যাইতে সাড়ে সাত ঘণ্টা লাগিল। এই রেলপথ ডাব্লিন হইতে দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া যায় এবং সেই হেতু আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণভাগ দেখিতে কিরূপ তাহার একটা বেশ ভাল

ধারণা হইল। ডাব্লিনে কিংসব্রিজ ষ্টেশন ছাড়িয়া ট্রেন ফিনিক্স পার্কের পাশ দিয়া ক্লনডালকিন যায়। এই স্থলে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন এক রাউণ্ড টাওয়ার আছে। তাহার পর স্যালিন্স পার হইয়া বগ অব এলেনের হিল অব এলেন দেখা যাইল। পরে কিলডেয়ার শহরের নিকট দিয়া মেরি ব্রো ও ব্যালিব্রোফি দিয়া যাইয়া ট্রেন থার্লসএ পৌছাইল। থার্লস আয়ার্ল্যাণ্ডের এক প্রাচীন নগর। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আয়ারিশরা ডেনসদিগকে এইস্থানে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করে। থার্লসে ঘোড়া এবং গরুর খুব বড় হাট বসে এবং ইহা এক বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণু জেলার কেন্দ্রস্থল। ইহার নিকটে হোলি ক্রশ এবের ধ্বংসাবশেষ আছে—বোধ হয় আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে সেইটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ষ্টেশন গুল্ডস্ ক্রশ হইতে ছয় মাইল দূরে রক অব ক্যাশেল আছে। উহার বিধ্বস্ত মহামন্দির আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধ। ক্যাশেলের কর্মাক্স উপাসনা মন্দির ১১২৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। এই মানষ্টার রাজাদের প্রাসাদ এবং ৯০ ফীট উচ্চ রাউণ্ড টাওয়ার ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস বিখ্যাত।

থার্লস্ পার হইয়া পরের বড় ষ্টেশন লিমারিক জংসন। একদিকে লিমারিক অপরদিকে ওয়াটারফোর্ড যাইতে হইলে এই ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। লিমারিক জংসন ছাড়িয়া বুলিভ্যাণ্ট দিয়া গাড়ী ম্যাল্লোতে পৌছিল। বুলিভ্যাণ্ট যদিও ক্ষুদ্র ষ্টেশন ইহার গুরুত্ব আছে কারণ ইহার চারি বা পাঁচ মাইল দূরে কিলকোমন দুর্গে ইংরাজ কবি স্পেন্সর আট বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন এবং এই দুর্গে তিনি তাঁহার ফেয়ারি কুঈনের প্রথম তিন সর্গ রচনা করিয়াছিলেন। এ দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায়, ১৫৯৮ সালের বিদ্রোহে এই দুর্গ ধ্বংস হয়। স্পেন্সর কোন রকমে নিজ জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্রোহের প্রকোপ হইতে নিজ সন্তানকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইহার অল্পকাল পরে অতি দরিদ্রাবস্থায় লণ্ডনে স্পেন্সরের মৃত্যু হয়।

ম্যাল্লো হইতে কর্ক ১২ মাইল, ইহার দৃশ্য বড় সুন্দর। ডাব্লিন হইতে ম্যাল্লো পর্য্যন্ত ভূমি কোন কোন প্রদেশে সমতল এবং অনেক প্রদেশে অসমতল ছিল এবং পাহাড় প্রায় দূরে দেখা যাইত। ম্যাল্লো হইতে কর্ক পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি পর্ব্বতময় এবং দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র গ্রামগুলি, সবুজ অসমতল ক্ষেতগুলি, বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকাগুলি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নদীগুলি বড়ই সুন্দর দেখাইল। ম্যালোতে গাড়ী বদল করিয়া কিলার্ণি যাইতে হয় এবং ম্যালো হইতে আয়ার্লাণ্ডের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের মনো-মুগ্ধকর দৃশ্য আরম্ভ হয়।

**মোটরকার বিভ্রাটঃ**—সন্ধ্যা আটটার সময় আমরা কর্ক পৌঁছিয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম দূরে একখানি মোটর গাড়ী ও নিকটে দুই তিনটি আয়ারিশ জাণ্টিং কার ভিন্ন ষ্টেশনে আর কোন গাড়ী নাই। জাণ্টিং কারে উঠিতে এতদিন আমার সাহসে কুলায় নাই। আজও সাহস করিতে পারিলাম না, সেই জন্য কুলীকে মোটর গাড়ীর অন্বেষণে পাঠাইলাম। দেখিলাম একখানি মাত্র যে গাড়ী দূরে দাঁড়াইয়াছিল সেই কারখানি তাহার চালকের সহিত কুলী কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমাদের সম্মুখে আনিল। গাড়ীখানা দেখিতে ট্যাক্সির মত মনে হইল না এবং ইহার মীটরও দেখিতে পাইলাম না। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দিয়াই কুলী আমাদের সব মাল পত্র গাড়ীর ভিতর রাখিয়া আমাদের গাড়ীর ভিতর বসাইয়া দিল। গাড়ীটি আমাদের লইয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পৌঁছিলে চালক জিজ্ঞাসা করিল আপনারা কোথায় যাইতে চান। উনি ঠিকানা বলাতে চালক জিজ্ঞাসা করিল সে রাস্তা কোথায় এবং কোন দিক দিয়াই বা যাইতে হয়। উনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি যখন ট্যাক্সি চালক তোমার জানা উচিত রাস্তা কোথায় এবং কোন পথে যাইতে হয়"। তাহাতে সে অতি ভদ্র ভাবে উত্তর করিল এ গাড়ী ট্যাক্সি নয়, এ গাড়ী তাহার নিজস্ব। শুনিয়া আমরা বড় অপ্রতিভ হইলাম, কারণ এ যে গোল্ডস্মিথের "শি ষ্টুপস্ টু কঙ্কার" নাটকের মিষ্টার হার্ডকাসলের উপর যেরূপ উপদ্রব করা হইয়াছিল আমাদের এই ভদ্রলোকের উপর অনেকটা সেইরূপ ব্যবহার করা হইল! মনে মনে বড় হাসিও পাইল। আমরা না জানিয়া এত মালপত্র লইয়া তাহার গাড়ী অধিকার করায় দুঃখ প্রকাশ করাতে ভদ্রলোকটি বলিল "তাহা আর কি হইয়াছে, আমি ষ্টেশনের পোষ্ট আফিসে চিঠির খোঁজে আসিয়াছিলাম আপনাদের কুলী বলিল যে আপনারা ট্যাক্সি চান ও ষ্টেশনে একখানিও ট্যাক্সি নাই দেখিয়া, আর আপনারা বিদেশী, মালপত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, আমার গাড়ী আপনাদের কাছে লইয়া আসি-লাম যদি বা আপনাদের কোন উপকার করিতে পারি এই উদ্দেশ্যে।" ইহার

পর উনি আর একটি ভুল করিলেন! আয়ারিশদের বিদেশীদিগের প্রতি সুন্দর ব্যবহারের এইটি আর এক উদাহরণ উনি বলাতে ভদ্রলোকটি ভ্রম সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে জানাইল যে সে আয়ারিশ নয়, সে স্কট, এবং স্কটল্যাণ্ড হইতে মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে কর্কে আসিয়াছে! কেলেঙ্কারির চুড়ান্ত!! লোকটি রসিক—কথায় নয়, কাজে। আমরা যখন বিদেশীদিগের ভদ্রতার সুখ্যাতি করিতে এত উৎসুক তখন সে সুখ্যাতি অপাত্র আয়ারিশ-দিগের উপর পড়ে কেন, স্কটেরা তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতেই বা বঞ্চিত হয় কেন? লোকটি যথার্থ বড়ই ভদ্র, কারণ বোর্ডিংহাউসটি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং গাড়ী হইতে তিন চারি বার নামিয়া পথের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বোর্ডিংহাউসে পৌছায়। তাহার পর গাড়ী হইতে সব মালপত্র নামাইয়া সব ঠিক হইয়াছে কিনা জানিয়া বিদায় লইল। যদিও বোর্ডিং হাউসের দ্বারে পৌছিলাম, সেটি তাহার পশ্চাতের দ্বার, সেখানে কোন লোক জন দেখিতে না পাইয়া উনি ভিতরে লোক ডাকিতে যাইলেন এবং আমি লাগেজ লইয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোকটি যাইবার সময় লক্ষ্য করিয়াছিল যে আমি বোর্ডিং হাউসের ভিতর প্রবেশ করি নাই এবং দুই চারি মিনিট পরে দেখি যে ভদ্রলোক আবার গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আসিয়া বলিল আমার পরে মনে হইল যে আপনাকে এইরূপে বোর্ডিং হাউসের পশ্চাৎ দ্বারে একাকী ফেলিয়া যাওয়া আমার ঠিক হয় নাই তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি আপনাদের আর কোন সাহায্য করিতে পারি কিনা? আমি বলিলাম আমার স্বামী বোর্ডিং হাউস হইতে লোক ডাকিতে গিয়াছেন, লোক আসিলে মালপত্র লইয়া প্রবেশ করিব তাঁহার আর কোন সাহায্য করিবার আবশ্যক নাই এবং শেষে অনেক ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম। লোকটি অল্পভাষী, অতি নম্র ও অতি ভদ্র।

**কর্কের বোর্ডিং হাউস** :—উনি বোর্ডিং হাউস হইতে দাসী লইয়া আসিলে দেখিলাম দাসীটি অতিশয় রুগ্না এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে এ হোটেল নয়, এক বোর্ডিং হাউস, অত্যন্ত অপরিষ্কার। প্রবেশ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম যে এখানে আমাদের থাকা অসম্ভব কিন্তু রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, এই অপরিচিত শহরে

রাত্রে ৫।৬টা মালপত্র লইয়া কোথায় হোটেলের অন্বেষণে যাই। বাড়ী ঘর যেরূপ অপরিষ্কার খাদ্যও সেইরূপ জঘন্য এবং দুইজন যে অধিবাসী দেখিলাম তাহারাও ভদ্র বলিয়া মনে হইল না। শুনিলাম তাহারা স্বামী স্ত্রী আমাদের দেশ হইতে দুই একদিন পূর্ব্বে প্রত্যাগত এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলা এবং তাহার পরদিন তিন চারি ঘণ্টা যে তাহাদের সহিত একই বসিবার ঘরে কাটাইলাম তাহার মধ্যে আমাদের সহিত তাহারা একটিমাত্র কথাও কহিল না, তাহাদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যেও একটি কথা কহিতে শুনিলাম না, তাহারা দুইজনে দুই খানা কাগজ বা বই লইয়া মুখোমুখী হইয়া সমস্তক্ষণ বসিয়াছিল! তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া যদিও বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল তথাপি এক ট্যাক্সি লইয়া হোটেলের অন্বেষণে বাহির হইয়া দুই তিনটি হোটেল দেখিয়া একটিতে দ্বিপ্রহরে উঠিয়া গেলাম। এমন ভুল ইহার পূর্ব্বে আমরা কখনও করি নাই। তবে এটা বলি যে বোর্ডিং হাউসের যে সত্ত্বাধিকারিণী ছিল সে বড় ভদ্র এবং অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে তাহার বোর্ডিং হাউস আমাদের থাকিবার যোগ্য স্থান নয় এবং যাইবার সময় অনেক আপ্যায়িত করিয়া আমাদের বিদায় দিল।

**কর্কের হোটেল :**—বোর্ডিং হাউস বদল করিয়া আমরা যে হোটেলে উঠিলাম তাহার সত্ত্বাধিকারী আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটের পার্লামেণ্টের একজন সভ্য। হোটেল যদিও খুব বড় নয় তথায় আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই এবং হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা বড় ভদ্র। সত্ত্বাধিকারী ডলের সভ্য হইলেও তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা হোটেলের অনেক কাজ স্বহস্তে করিত। যদিও তিন জন দাসী, দুইজন চাকর ছিল তথাপি অনেক সময় সত্ত্বাধিকারীর স্ত্রী ও কন্যা আমাদের ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা তৈয়ার করা, খাবার দেওয়া নিজেরাই করিত। তাহারা সকলে আমাদের সহিত একত্রে বসিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের বিষয়ে ও ভারতের বিষয়ে অনেক গল্প আলাপ করিত এবং আমরা যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকি সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইত। সত্ত্বাধিকারীর এক পুত্র ডাক্তারী পড়িত। এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে তিন চারি ঘণ্টা যাবৎ আয়ার্ল্যাণ্ডের অনেক গল্প করিল এবং ভারতের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিল। হোটেল সত্ত্বাধিকারী ডি ভ্যালিয়েরার দলভুক্ত নয়। তাহার নিকট ডি ভ্যালিয়েরার বিপক্ষদলের মতামত অবগত হইবার কিছু সুযোগ পাইলাম।

**কর্ক শহর**ঃ—কর্ক শহর অতি প্রাচীন এবং পুরাকাল হইতে ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গুরুত্ব হিসাবে ও লোক সংখ্যায় ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডের তৃতীয় শহর। লী নদী এবং ইহার সাউথ্ চ্যানেল ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহা সমুদ্র হইতে ১৫½ মাইল দূরে এবং ইহার পুরাতন অংশটি জলাভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর, এবং কর্ক নাম আয়ারিশ "কর্কোচ" শব্দ অর্থাৎ জলাভূমি হইতে উৎপন্ন। এখন শহরটি লী নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবস্থিত এবং ইহার অনেকাংশ বৃক্ষাবৃত পাহাড়ের গায়ে বিস্তৃত। এইজন্য শহরটিকে দেখিতে, বিশেষতঃ নদীতীর হইতে, অতি সুন্দর। শহরটি কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে শহরটি সেণ্ট ফিনবার দ্বারা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, কাহারো মতে ডেনদিগের দ্বারা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই মতই সত্য হইতে পারে। সেণ্ট ফিনবার এই স্থলে যে বিহার স্থাপন করেন তাহা পরে ইয়োরোপে খ্যাতি লাভ করে এবং বিহারের চারি পার্শ্বে এক শহর ক্রমশঃ সৃষ্ট হয়। পরে ডেনরা আসিয়া তাহা লুটপাঠ করিয়া নদীর মধ্যস্থিত দ্বীপে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং তথা হইতে পরে নগরের বৃদ্ধি হয়। পরে যখন রাজা দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকালে ষ্ট্রংবো কর্ক আক্রমণ করে কর্কের নেতা ম্যাকার্থি, প্রিন্স অব ডেসমণ্ড, হেনরীর বশ্যতা স্বীকার করে। ইহারই পারিতোষিক স্বরূপ বোধ হয় হেনরী কর্কে এংলো নরম্যান সৈন্যাবাস স্থাপন করেন এবং বরার্ট ফিটস ষ্টীফেন ও মিলো দ্য কোগান নামে দুই নাইটের মধ্যে ম্যাকার্থির রাজত্বের অধিকাংশ ভাগ করিয়া দেন! রাজা দ্বিতীয় হেনরীর সময় হইতে রাজা উইলিয়াম অব অরেঞ্জের সময় অবধি কর্ক যে আয়ার্ল্যাণ্ডের কোন গোলমাল, কলহ, বিগ্রহে ফাঁক গিয়াছে বলিয়াত মনে হয় না এবং বর্ত্তমান সময়ের কলহ বিগ্রহেও (কর্কের মেয়র ম্যাকস্যুইনীর উপবাস ও মৃত্যুর কথা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন) কর্ক সব সময়ে বিশেষরূপে জড়িত।

কর্ক অতি পুরাতন নগর হইলেও ইহাতে পুরাতন বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা নাই। রাস্তার মধ্যে সেণ্ট প্যাট্রিক ষ্ট্রীট, গ্র্যাণ্ড প্যারেড, ম্যাককার্টেন ষ্ট্রীট, এবং নদীর ধারে মেরীনা প্রশস্ত ও সুন্দর, তবে ইহার গলি ঘুঁজি অপ্রশস্ত কতকগুলি রাস্তা আমার বড় সুন্দর মনে হইল। আর

এক কথা এই শহরের রাস্তার লোকেদের অন্যান্য অনেক শহরের লোকেদের অপেক্ষা আমার অনেক ভাল লাগিল। যদিও আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটের লোকেরা সর্ব্বত্রই বিদেশীদিগের প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করে এবং তাহাদের সাহায্য করিতে সদাই তৎপর, কর্কের লোকেরা এ বিষয়ে বিশেষ ইচ্ছুক বলিয়া মনে হইল। তাহাদিগের সহিত অল্পক্ষণ আলাপ করিলেই মনে হয় তাহারা করুণাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ। তাহারা দেখিতে ডাব্লিনের লোকেদের অপেক্ষা লম্বা ও বলিষ্ঠ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু লণ্ডনের পর ডাব্লিনের লোকেদের যেমন গরীব বলিয়া মনে হইয়াছিল, ডাব্লিনের পরে কর্কের লোকদের আরও গরীব বলিয়া মনে হইল। আর এক কথা; কর্কে লোককে বিনা কার্য্যে ও বাহ্যত বিনা কারণে রাস্তায় যেমন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম ইয়োরোপের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অন্য কোন দেশে সেরূপ কোথাও দেখি নাই। বিশেষতঃ রবিবার বা ছুটির দিনে রাস্তার মোড়ের মাথায়, বন্ধ দোকানের দ্বারের নিকট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক দুই বা ততোধিক লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে বা গল্প করিতেছে এইরূপ প্রায় দেখা যায়।

রাস্তায় স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে সেণ্ট প্যাট্রিক্স ব্রিজের নিকট ফাদার ম্যাথিউএর মূর্ত্তি এবং গ্র্যাণ্ড প্যারেডে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ বিশেষ দ্রষ্টব্য। আয়ার্ল্যাণ্ডের মাদক বর্জ্জন আন্দোলনের ইতিহাসে ফাদার ম্যাথিউর নাম চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। এক সময় তাঁহার প্রচার চেষ্টায় সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডের জন সংখ্যার অর্দ্ধেক লোক মদ্য পান ত্যাগ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল এবং যদিও এই আন্দোলন অধিককাল স্থায়ী হয় নাই তথাপি আয়ার্ল্যাণ্ডের মত মদ্যপায়ী দেশে যে লোক মাদক বর্জ্জন আন্দোলন এইরূপ বহুলভাবে বিস্তার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহার ক্ষমতার অসাধারণত্ব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

গ্র্যাণ্ড প্যারেডে যে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ আছে সেটি আমার বড় সুন্দর লাগিল। ইহা আয়ারিশদিগের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ও চেষ্টার প্রকৃষ্ট স্মৃতিচিহ্ন। এ চেষ্টা বহুকাল ব্যাপী এবং এই স্মৃতিচিহ্ন যদি ইংরাজ শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—এবং তাহাই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়—তাহা হইলে ইংরাজদিগের উদারতার প্রশংসা করিতেই হইবে।

**সেণ্ট ফিন্‌বার্‌স কেথীড্রাল**ঃ—কর্কের সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য ও

মনোহারী অট্টালিকা ইহার সেণ্ট ফিন্‌বার মহামন্দির। ইহাই এই বিভাগের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মহামন্দির। পুরাকালে এই স্থলে সেণ্ট ফিন্‌বার এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন এবং বর্ত্তমান অট্টালিকাটি আধুনিক হইলেও (১৮৭০ সালে নির্ম্মিত) ইহা অত্যন্ত সুন্দর। এই বৃহৎ গির্জ্জাটি আদৌ ইংরাজী গির্জ্জার ধরণের নয়; ইহা ফরাসী প্রাচীন গথিক রীতিতে গঠিত এবং ইহার পশ্চিমদিকের সম্মুখ ভাগ দেখিলে রীমস মহামন্দির মনে পড়ে। ইহা শহরের এক উন্নত স্থলে নির্ম্মিত এবং ইহার মধ্য টাওয়ার ২৪০ ফীট উচ্চ। অভ্যন্তরে ইহা ১৬২ ফীট লম্বা এবং ৫৬ ফীট প্রশস্ত এবং ইহার মধ্যভাগের ছাদ ৬৮ ফীট উচ্চ। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ভাগ ইহার বিচিত্রিত পশ্চিমের সম্মুখাংশ, তিনটী খোঁদল বিশিষ্ট তোরণ, বৃহৎ বৃহৎ "রোজ" জানালা এবং উহার জমকাল জোড়া জোড়া টাওয়ার। মধ্য তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি কুমারী মূর্ত্তি, একটি জ্ঞানের প্রতীক অপরটি নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতীক, হস্তে তাহাদের প্রদীপ এবং এই কুমারীদ্বয়ের বর স্বরূপ একটি মূর্ত্তি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

এই গির্জ্জা বাহির হইতে যেমন সুন্দর দেখায় ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে ভিতর ও কম সুন্দর দেখায় না। লাল কর্ক মার্ব্বেলের বেদীর উপর ক্ষোদিত এক কাষ্ঠের বিশপের সিংহাসন, প্যারিসে ইতালীয় শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মিশ্রিত প্রস্তরে নির্ম্মিত আসৃপ, মন্দিরের পার্শ্বস্থ রঞ্জিত কাঁচের বাতায়নে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া ওলড্ টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত নানান দৃশ্য-চিত্রিত, এ সকলই অতি মনোরম। এই গির্জ্জায় একটি অতি সুন্দর কেল পুস্তকের ধরণের হস্তাক্ষরে চিত্রিত, বেলামে নির্ম্মিত পুস্তক আছে। এই বিভাগের অন্তর্গত যে সকল লোক গত মহাযুদ্ধে তাঁহাদের জীবন দান করিয়াছেন উহাতে তাঁহাদের নাম ধাম লিখা আছে। এই সুন্দর পুস্তক খানিও দেখিলাম।

**সেণ্ট এন্স শ্যাণ্ডন গির্জ্জা:**—এই নগরের সেণ্ট এন্স শ্যাণ্ডন গির্জ্জাও প্রসিদ্ধ, তবে আমরা উহার ভিতর গিয়া দেখিতে সুযোগ পাইলাম না। বাহির হইতে ইহা দেখিলাম। ইহার চূড়া এক অদ্ভুত রীতিতে নির্ম্মিত এবং নগরের অনেক অংশ হইতে ইহা দেখা যায়। এই গির্জ্জাটি প্রসিদ্ধ ইহার স্থাপত্য কার্য্যের জন্য নয় বা অন্য কোন কারণে নয়, ইহা প্রসিদ্ধ কেবল ইহার ঘণ্টার জন্য। ফাদার প্রাউটের (রেবারণ্ড ফ্রান্সিস মীলবেষ্টর

মেহনি) কবিতা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন এবং উলিয়াম ব্ল্যাকের শ্যাণ্ডন বেল্‌স নবেলের নামও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। কবিতাটি আয়ার্ল্যাণ্ডে বিখ্যাত :—

With deep affection and recollection,
I often think of those Shandon bells,
Whose sounds so wild would, in days of childhood,
Fling round my cradle their magic spells,
On this I ponder, where'er I wander
And thus grow fonder, sweet Cork of thee
With thy bells of Shandon,
That sound so grand on
The pleasant waters of the river Lee.

* * * *

I have heard bells tolling, old Adrians mole in,
Their thunder rolling from the Vatican,
The cymbals glorious, swinging uproarious
In the gorgeous turrets of Notre Dame—
But thy sounds were sweeter than the dome of Peter
Flings o'er the Tiber, pealing solemnly.
O ! the bells of Shandon
Sound far more grand on
The pleasant waters of the river Lee.

* * * *

**ফিন্‌বার গোরস্থান** :—কর্কে, কর্কের একটু বাহিরে আর এক জায়গা দেখিবার আছে—ফিন্‌বার গোরস্থান। আমরা সেটি দেখিতে যাই। এই গোরস্থানে ম্যাকস্থইনী এবং ম্যাককার্টেনের সমাধি আছে। এই দুই ব্যক্তি যে কাহারা তাহা যাঁহারা এই শতাব্দীর আয়ারিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অল্পমাত্রও জানেন তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। এই গোরস্থানের এক অংশ আয়ারিশ গণতন্ত্রের সৈন্যভুক্ত যে সকল লোক তাহাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের সমাধির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাদের সংখ্যা কম নয়। ইহাদের কাহারও সমাধির উপর সমাধি প্রস্তর নাই, ম্যাকস্থইনী বা ম্যাককার্টেনের সমাধির উপরও নাই, কেবল ফুলের গাছ

আছে। সমাধি প্রস্তর না থাকিলেও প্রত্যেক গোরের উপর আয়ারিশ ভাষায় কিছু লিখা আছে, তবে কি লিখা আছে তাহা আয়ারিশ ভাষায় আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

**কাউণ্টি কর্ক ও কাউন্টি কেরি** ঃ—'কর্ক নগরের ভিতর অনেক কিছু দেখিবার না থাকিলেও ইহার আশে পাশে বা দূরে অনেক কিছুই দেখিবার আছে। কাউন্টি কর্ক ও তাহার পাশের কাউন্টি কেরি আয়ার্ল্যাণ্ডের কাউন্টিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহাদের সমুদ্রতীর অত্যন্ত সুদৃশ্য। এখানে পাহাড় ও সমুদ্র এক সঙ্গে মিশিয়াছে। মনে হয় যেন এই মিলনের জন্য উভয়েই বড় ব্যস্ত, উভয়েই আলিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আছে, যেন এই সঙ্গমে উভয়েই বড় সুখী! জলের সহিত পাহাড়ের এই খেলা, পাহাড়ের সহিত জলের এই মিলন এবং মধ্যে মধ্যে রঙের লুকাচুরি যে কি সুন্দর তাহা বলা যায় না। আর এক কথা। এই প্রদেশে পুরাকালের স্মৃতিচিহ্ন চারিদিকে যেরূপ ছড়াইয়া আছে আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্য কোথাও সেরূপ নাই। এই কাউন্টি কর্কে ১১টি প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ, ১০টি সাধারণ দুর্গ, ১৮টি কৃত্রিম গুহা, ২১টি পুরাতন বিধ্বস্ত গির্জ্জা, ২১টি প্রাচীন কালের মধুচক্র প্রস্তর গৃহ, ১৬টি ক্রমলেক, ১২টি বড় প্রাচীন পাথরের ক্রশ, ৩২৬টি পুরাতন মাটির দুর্গ, ৫৪টি স্মৃতি স্তম্ভ—অধিকাংশই ওঘাম লিপি ক্ষোদিত,—৬৪টি পবিত্র কূপ, ৪০টি পৌত্তলিকদিগের সময়ের পুরাতন কবর এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য পুরাতন দ্রব্য আছে। অবশ্য এই সকল স্মৃতিচিহ্ন আমাদের দেশের দিল্লী, আগ্রার, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলের প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্ন-গুলির ন্যায় কলাকুশল পূর্ণ হইবে কেহ যদি মনে করেন তাহা হইলে তিনি অত্যন্তই ভুল করিবেন। যদিও আয়ার্লাণ্ডের এই সকল প্রাচীন দ্রব্যগুলি আমাদের নিকট সামান্য ও সাধারণ মনে হয় তথাপি এইগুলিই আয়ার্লাণ্ডের পুরাকালের ধন দৌলত এবং সেই অর্থে আমাদের কাছেও ইহারা কৌতূহল-প্রদ। যাহা হউক থ্যাকারে যে দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের বর্ণনায় সে প্রদেশকে বিধ্বস্ত বিনষ্ট কিন্তু আনন্দপূর্ণ বলিয়াছিলেন তাহা যথার্থ।

এই কর্ক ও কেরি কাউন্টিদ্বয়ের যেখানে যাহা বিশেষ সুন্দর আমরা তাহার অধিকাংশ তথায় দুই সপ্তাহ থাকিয়া দেখিয়াছি। দেখিবার জন্য আমরা দুইটি কেন্দ্র করি, কর্ক ও কিলার্ণি।

**ব্ল্যাক রক কাস্‌ল :**—একদিন বাসে করিয়া কর্ক শহরের অতি নিকটে, শহর হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে, ব্ল্যাক রক কাস্‌ল দেখিতে যাই। এই দুর্গটি এখন ভগ্নাবস্থায় পরিণত কিন্তু নদীর তীরে এবং কর্ক শহরের দৃষ্টির মধ্যে থাকায় ভগ্নদশাতেই উহা অত্যন্ত সুদৃশ্য দেখাইতেছে। মনে হয় যেন এই পর্ব্বত পার্শ্বস্থ সুন্দর নগরটিকে নদীপথে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, অন্ততঃ শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ হইতে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য, উহা একজন বৃদ্ধ বিশ্বাসী যোদ্ধার ন্যায় তথায় দাঁড়াইয়া আছে। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেপুটী মাউণ্টজয় যখন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন তখন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই দুর্গ দেখিয়া ফিরিবার পথে আমাদের এক দম্পতীর সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাদের দেশ দেখিতে আমরা এত দূরদেশ হইতে আসিয়াছি জানিয়া তাহারা অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল। ডাব্লিনের এক রাস্তায় এইরূপ আর একবার এক বৃদ্ধ লোকের সহিত আমাদের আলাপ হয়। সে ভদ্রলোক রাস্তায় আমাদের থামাইয়া আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তবে যাহা বুঝিলাম আমরা যে কোন্ দেশের লোক প্রথমে তাহার কোন জ্ঞান ছিল না বরং আমাদের মুখে ইংরাজী ভাষা শুনিয়া আমরা আমেরিকা হইতে আসিতেছি তাহাই মনে করিয়াছিল। যখন শুনিল যে আমরা ভারতবর্ষের লোক তখন সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াই নানা গল্প ফাঁদিয়া দিল! সে কখন ভারতবর্ষে গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি বলিল সে কখন যায় নাই কিন্তু তাহার যাইতে বড় ইচ্ছা আছে এবং যদি কখন আয়ারিশ সুইপ লটারীতে টাকা পায় তাহা হইলে একবার আমাদের দেশ সে দেখিতে যাইবে!

**কোব বন্দর :**—আর একদিন আমরা কর্কের কোব বন্দর (কুঈন্স টাউন) দেখিতে যাই। কোব কর্ক হইতে ১৫½ মাইল দূর এবং লী নদীর মুখে। কর্ক শহরের ভিতর লী নদীর কোন বাহার নাই, ইহা অপ্রশস্ত এবং ইহার জল ময়লা, কিন্তু শহরের বাহিরে ইহার বড় বাহার এবং ইহা যতই সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে ততই ইহার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৪৯ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া আয়ার্ল্যাণ্ড দর্শনের জন্য এই বন্দরে অবতরণ করেন এবং তখন এই বন্দরের নাম "কোব" হইতে "কুঈন্স টাউনে" পরিবর্ত্তিত হয়। আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটের প্রতিষ্ঠার পর এই বন্দর "কুঈন্স টাউন" নাম বর্জ্জন

করিয়া ইহার পুরাতন "কোব" নাম পুনঃগ্রহণ করে। এই বন্দরটি প্রকাণ্ড এবং শহরটি আংশিক বন্দর পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির উপর ও আংশিক পাহাড়ের গায়ে নির্ম্মিত হওয়ায় বন্দর ও শহর বড় সুন্দর দেখায়। বন্দরটি একটি পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত সুরক্ষিত স্থান বলিয়া ইহাকে যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি সুন্দরতম বন্দরের অন্যতম বলা যাইতে পারে। এই বন্দরের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং ইহার ভিতরে তিনটি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে স্পাইক দ্বীপ এখনও ইংরাজদিগের অধিকারে আয়ারিশ ফ্রী ষ্টেটের অধিকারে নয়। সেখানে ইংরাজদিগের রণপোত সর্ব্বদা থাকে এবং সৈন্যাবাস আছে।

কোবের গিরিশীর্ষাধিকৃত মহামন্দির সকল স্থান হইতে দেখা যায়। এই গির্জ্জাটি বন্দর হইতে ১৫০ ফীট উচ্চ এক খাড়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা যখন দেশ পরিত্যাগ করিয়া এই বন্দর হইতে বিদেশ যাত্রা করে তখন এই গির্জ্জা শিখর তাহারা তাহাদের দেশের শেষ চিহ্নস্বরূপ দেখে এবং যখন বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করে তখন আবার এই মন্দিরের চূড়া দেশের সর্ব্বপ্রথম চিহ্নস্বরূপ দেখে। বন্দর দর্শন করিয়া আমরা এই মহামন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পাহাড়ে বেশ কিছু দূর উঠিতে হয়—১৫০ ফীট—এবং উঠিবার পথে একজন লোক আমাদিগকে নগর ও মহামন্দির দেখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। লোকটিকে প্রদর্শক বলিয়া মনে হইল যদিও সে প্রদর্শক বলিয়া নিজের পরিচয় দিল না। তবে তাহার সহিত যাইবার সময় দেখিলাম যে শহরের বোধ হয় এমন কোন লোক নাই যাহার সহিত তাহার আলাপ নাই, এবং পথে চলিবার সময় সকলের সহিত দুই একটি কথা না কহিয়া সে দু পা চলিতে ছিল না। মহা-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে বলিল "আপনারা ঠিক আমার পশ্চাতে থাকুন এবং আমি যাহা করি আপনারা ঠিক তাহা করুন।" এই বলিয়া সে গির্জ্জার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পবিত্র জল লইয়া তাহার মাথায় ও বুকে স্পর্শ করিল এবং গির্জ্জার ভিতর প্রবেশ করিয়া জানু নত করিয়া বেদীর দিকে মুখ করিয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিল। পরে বেদীর নিকট যাইয়া তাহার তলেস্থিত যীশুর এক ছোট মূর্ত্তি হস্তে লইয়া তাহার পদচুম্বন করিল। আমরা এসব কিছুই করিলাম না দেখিয়া লোকটি মৃদুস্বরে আমাদের জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা ক্যাথলিক ত বটে"! তাহার উত্তরে "না" বলাতে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যাহাই হউক আপনারা খৃষ্টান ত বটে!" তাহার

উত্তরেও "না" বলাতে লোকটি বিস্ময়ে ও সকৌতূহলে আমাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আপনারা কি"? আমরা বলিলাম "আমরা হিন্দু!" হিন্দু, হিন্দু মুখে ঐ বাক্য দুই তিনবার উচ্চারণ করিয়া লোকটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তাহা হইলে আমার মত আপনাদের কিছু করিতে হইবে না, কোনটি কি আপনাদিগকে বলিয়া যাই আপনারা কেবল শুনুন।" আমরা বলিলাম, হাঁ, সেই ঠিক, এতক্ষণ আমরা তাহাই করিতেছি।"

এই মহামন্দিরটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট কলম্যানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এটি প্রকাণ্ড এবং অলঙ্কৃত গথিক রীতি অনুযায়ী নির্ম্মিত। ইহার বাহির ও ভিতর সমভাবে হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম এবং পিউগিন ইহার ভাস্কর। ইহার চুড়া ৩০০ ফীট উচ্চ এবং ভিতরে ইহা ২১০ ফীট লম্বা এবং ১০০ ফীট উচ্চ। ইহার ভিতরের সাজসজ্জা অতি সুন্দর, বিশেষতঃ ইহার উচ্চ বেদী, রঞ্জিত কাঁচ বিশিষ্ট বাতায়নগুলি, সিদ্ধপুরুষদের মূর্ত্তি সকল, বেষ্টনী, ক্ষোদিত থামের চুড়াগুলি। মার্ব্বেলের পর্দ্দা ও জানালা বিশিষ্ট গির্জ্জার শেষ অংশটিও অতি চমৎকার।

এই গির্জ্জা হইতে এক মাইল দূরে ক্লনমেল গোরস্থানে উল্ফ "জন মুরের সমাধি" শীর্ষক কবিতা রচয়িতার সমাধি আছে এবং ইহার নিকটে যেখানে সার ফ্রান্সিস ড্রেক তাঁহার পাঁচটি ছোট জাহাজ কতিপয় স্পেনীয় জাহাজ দ্বারা অনুধাবিত হইয়া লুকাইয়াছিল সেই জলাশয় আছে। এই জলাশয়টিকে এখন ড্রেক জলাশয় ( Drake Pool ) বলে।

গির্জ্জা দেখিয়া আমাদের প্রদর্শকের সহিত আমরা নগর দর্শনে যাইলাম। পথে এক কনবেণ্ট পড়িল এবং আমাদের প্রদর্শক আমাদিগকে উহার ভিতর লইয়া যাইল! অবশ্য একা থাকিলে কখন এইরূপে মঠে প্রবেশ করিতে সাহস হইত না, কিন্তু এই লোকটির সহিত কনবেণ্টের ভিতর বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ হইল না। প্রবেশ করিয়া দেখি যে কনবেণ্টের উদ্যানে কনবেণ্ট প্রধানা ( mother superior ) ও তাঁহার সহিত অনেকগুলি সন্ন্যাসিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। প্রদর্শকের মুখে আমরা ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছি শুনিয়া তাহারা সকলে আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল এবং অনেক কথা আরম্ভ করিয়া দিল। কনবেণ্ট প্রধানা কথা প্রসঙ্গে সন্ন্যাসিনীদিগকে বলিলেন, "দেখ, ইঁহারা ভারতবাসী, ইঁহাদের

ভাষা ইংরাজী নয়, তথাপি ইহাঁরা কি চমৎকার ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতেছেন!" তাহারা সকলেই বলিল আমাদের ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি সত্যই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তখনই ভাবিলাম যে এক বৈদেশিক ভাষায় আমাদের ব্যুৎপত্তি আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে তবে গৌরবের বিষয় নয়। আর এই বিদেশী ভাষা কিঞ্চিৎ আয়ত্ব করিতে কত কষ্ট কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, ইহা কত বৎসরের সাধনার ফল, তাহা তাহারা কি বুঝিবে! তবে অন্য সব বিষয় অবহেলা করিয়া এই বিদেশী ভাষার অত্যধিক চর্চ্চা যে সর্ব্বতোভাবে সুফলপ্রদ নয়, ইহাতে জাতির যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা ইহাদের, জানা উচিত ও ইহারা জানে; কারণ যদিও ইংরাজী ভাষা আজ ইহাদের মাতৃভাষা তথাপি ইচ্ছা করিয়া সেই বিশ্বভাষা মাতৃভাষা ভুলিয়া যাইয়া নিজ দেশের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের অমার্জ্জিত, দেশ হইতে প্রায় সম্পূর্ণ বিতাড়িত, ভাষা, শিক্ষা করিতে ইহারা কতই না চেষ্টা করিতেছে!

এই কনবেণ্টের উপাসনাগৃহটি বড় সুন্দর যদিও ক্ষুদ্র। তথায় অনেক দেব দেবীর অর্থাৎ সাধু ও সিদ্ধপুরুষদের মূর্ত্তি ও ছবি আছে। তাহার মধ্যে সেণ্ট এনটনির মূর্ত্তি দেখিলাম। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে কোন দ্রব্য চুরি যাইলে সেণ্ট এনটনির মূর্ত্তির নিকট মানসিক করিলে সে জিনিস পুনরায় ফিরিয়া আসে এবং এই উপাসনা মন্দিরে আসিয়া লোকে সেণ্ট এনটনির মূর্ত্তির নিকট সেই প্রকার মানসিক করে! আয়ার্ল্যাণ্ড তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে কত দূরে হইবে? কুসংস্কার সমগ্র বিশ্বকে একই সূত্রে গাঁথিয়া দেয়।

**পাণ্ডার ঘরেঃ**—এই মঠ হইতে বাহির হইয়া আমরা নগরের আরও উপরে উঠিয়া এক স্থলে পৌছিলাম যথা হইতে বন্দর ও নগরের সুন্দর দৃশ্য পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া বন্দরে ফিরিবার সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন প্রদর্শক বলিল বাস ছাড়িতে যখন কিছু দেরী আছে এবং তাহার ঘরও নিকটে তখন তাহার বাড়ী গিয়া তথায় কিছুকাল অপেক্ষা করিলে সে অত্যন্ত চরিতার্থ হইবে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার বাড়ীতে যাইলাম। তথায় তাহার বৃদ্ধা মাতা আমাদিগকে যেরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিল সে ভাবের অভ্যর্থনা প্রাচ্য দেশে লোকেরা করে বটে কিন্তু

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা করে না। বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া বড় এবং গদগদ কণ্ঠে বলিল সেদিন তাহার কি সৌভাগ্য যে আমরা সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া সেই গরীবের গৃহে পদার্পণ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিলাম! বৃদ্ধার সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের ও আমাদের দেশের বিষয় অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বুঝিলাম যে বৃদ্ধা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত রুষ্টা এবং তাহার ছেলে বিদেশীদিগের নিকট ইংরাজদের নিন্দা করা ঠিক নয় মনে করিয়া তাহার মাকে কয়েকবার সতর্ক করা সত্ত্বেও বৃদ্ধার মুখ বন্ধ করিতে পারিল না! বৃদ্ধা গান্ধীজীর গুণে মুগ্ধা, তবে বলিল গান্ধীজী যে ল্যাঙ্কশিয়ার দেখিতে যাইবার সময় নগ্নাবস্থায় (অর্থাৎ ধুতি পরিধান করিয়া) মিলের স্ত্রীলোক শ্রমিকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন সে কাজটি তাঁহার ভাল হয় নাই! ধুতি গান্ধীজীর জাতীয় পোষাক, তিনি কেন তাহা পরিবেন না, তাঁহার জাতীয় পোষাক কেন তিনি বদল করিবেন একথা বৃদ্ধার পুত্র বারংবার বলা সত্ত্বেও বৃদ্ধা বলিতে লাগিল যে অন্ততঃ মেয়েদের সম্মুখে গান্ধীজীর ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত ছিল!

আমাদের প্রদর্শকের বসিবার ঘর ছোট হইলেও বেশ সজ্জিত। উহার দেওয়ালে অনেক রকম চিত্র, জমিতে কার্পেট, ম্যাণ্টেলপিসের উপর অনেক রকম খেলনা, ঘরে অনেক রকম আসবাব ছিল, যদিও সবই সুলভ, সাধারণ ও পুরাতন। ঘরে এক প্রকাণ্ড গ্র্যামোফোন ও তিন চারিখাতা সুন্দর, বিশেষতঃ আয়ারিশ গানের, রেকর্ড ছিল এবং প্রদর্শক গ্র্যামোফোন বাজাইয়া আয়ারিশ গান শুনাইয়া আমাদের অনেক আপ্যায়িত করিল। বুঝিলাম আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে আমেরিকার যাত্রীদের সাহায্যকল্পে এই লোকটি পাণ্ডার কাজ করিত। এক পাণ্ডার ঘরে এইরূপ আসবাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম এবং শহর দেখাইয়াছে বলিয়া পারিতোষিক দিতে যাইলে তাহাকে অপমান করা হইবে কিনা সে বিষয়ও মনে মনে বিশেষ সন্দেহ হইল। মনে হইল আমাদের দেশে যাহার এইরূপ বৈঠকখানা তাহাকে বকসিস দিতে যাইলে তাহাকে অপমান করা হইবে নিশ্চয়। যাহা হউক তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পারিতোষিকের কথা উল্লেখ করাতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ঠিক হাত পাতিল! ফলে লোকটি ঘরে না লইয়া যাইয়া তাহার ঘরের আসবাব পত্র আমাদিগকে না দেখাইলে সে যে বকসিস পাইত এখন তাহার

দ্বিগুণ বকসিস্ তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না! লোকটি খুব খুসী হইয়া বাস পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইল।

**ব্লার্ণি দুর্গ**ঃ—কর্কে যাহারা যায় তাহারা সকলে কর্ক হইতে ছয় মাইল দূরে ব্লার্ণি দুর্গ দেখিতে যায়। এই দুর্গের নাম হইতে ইংরাজী-ভাষায় 'ব্লার্ণি' কথার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার অর্থ মনযোগান আমোদজনক গল্প। প্রবাদ আছে যে যাহারা এই দুর্গের বন্দীশালার (keep) টাওয়ারের উপরিস্থিত প্রস্তর খণ্ডখানিকে চুম্বন করে তাহারা তেজস্বী বক্তা হয়! প্রাচীনকাল হইতে এই স্থলে এক দুর্গ আছে এবং বর্ত্তমান ভগ্ন দুর্গের পূর্ব্বে এইস্থলে দুইবার দুইটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্গটি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে এ প্রদেশের নেতা কর্ম্যাক ম্যাকর্থি নির্ম্মাণ করেন এবং পরে ক্রমওয়েলের সেনাপতি আয়ার্টন ইহা অবরোধ করিয়া হস্তগত করিলে সে ইহার অধিকাংশ ধ্বংস করে। এখন কারাগার ব্যতীত ইহার আর যে অংশ অবশিষ্ট আছে তাহা ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। কারাগারটির (keep) টাওয়ারটি ১২০ ফীট উচ্চ এবং উহার দক্ষিণ-দিকের প্রাচীরে এক প্রস্তর খণ্ড সংলগ্ন আছে, সে খানি চুম্বন করিবার জন্য লোকে এই দুর্গে আরোহণ করে। এই প্রস্তরটি চুম্বন করা বড় সহজ সাধ্য নয় এবং আরো কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা যেরূপ স্থলে ছিল তথায় যাইয়া উহাকে চুম্বন করা অধিকতর দুরূহ ব্যাপার ছিল, প্রকৃতই বিপদ-জনক ছিল। এখন কারাগারের ছাদের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এবং দুই হস্তে লৌহদণ্ড ধরিয়া কারাগারের ছাদ হইতে মাথা কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া এই শায়িত অবস্থায় প্রস্তরখানিকে চুম্বন করিতে হয়। এইরূপ করিবার সময় শরীরের নিম্নভাগ যদি কেহ ধরিয়া না থাকে তাহা হইলে টাল সামলাইতে না পারিয়া ১২০ ফীট তলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমরা পার্শ্বস্থিত দর্শকবৃন্দের হাস্য বিদ্রূপের মধ্যে দুই একজনকে এইরূপে প্রস্তরটিকে চুম্বন করিতে দেখিলাম। মনে হইল উকিল ব্যারিষ্টার ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে এইরূপে জিমনাষ্টিক করিয়া এই পাথরখানি চুম্বন করার মজুরি পোষায় না, আর ইহার স্বার্থকতা অন্য কাহার পক্ষে যদিবা থাকে স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বিপদজনক। এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন সভায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে নাই, আর

এ ক্ষমতা ঘরের ভিতর প্রয়োগ করিতে পারিলে স্ত্রীলোকের অনেক সময়ে উপকারে আসিতে পারে বটে কিন্তু সময় সময় ইহা বিপদ ঘটাইতেও পারে! যাহা হউক দুর্গটি যদিও ভগ্নাবস্থায় আছে ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং ইহার চারিপার্শ্বস্থ দৃশ্যও বড় স্নিগ্ধ।

**ইউঅল:**—কর্ক হইতে ইউঅল (youghal) ২৭ মাইল দূরে, মোটর কোচে করিয়া আমরা এক দিন এইস্থানটি দেখিতে যাই। এমন একদিন ছিল যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে ইউঅলের নাম সকলের মুখে শুনা যাইত, এখন ইহাকে এক পল্লীগ্রাম বলাও চলে। গ্রীষ্মকালে কিন্তু এখনও এখানে অনেকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যায় কারণ চারি মাইল বিস্তৃত সুন্দর বালুকাময় স্নানোপযোগী একটি সমুদ্র-তট এখানে আছে। আমাদের গাড়ী মিডিলটন ও কাস্‌ল মার্টার-গ্রাম দিয়া যায় এবং পথে বিশেষতঃ মিডিলটনের পর হইতে বড় সুন্দর স্নিগ্ধ পল্লীদৃশ্য চোখে পড়ে। মিডিলটনের কলেজে বিখ্যাত আয়ারিশ বক্তা ও রাজ-নৈতিক কারণ শিক্ষালাভ করেন এবং ইহার সমীপবর্ত্তী খেয়াঘাটে র‍্যালে একা, তাহার সৈন্য আসিয়া পড়িবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফিট্‌স্‌জিরাল্ড এবং 'বন্য'-আয়ারিশ বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ সার ওয়ালটার স্কট তাঁহার কেনিলওয়ার্থ কাস্‌ল উপন্যাসে করিয়াছেন।

ইউঅলের পুরাতন অংশ অতি-প্রাচীন এবং সেইরূপ দেখায়। ১২০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা জনের নিকট হইতে এই নগর ইহার প্রথম সনদ পায়। এক সময় ইহা এক সমৃদ্ধশালী ও বিখ্যাত নগর ছিল এবং এখনও নর্ম্মানদিগের দ্বারা নির্ম্মিত ইহার নগর—প্রাচীর গ্রামের পশ্চিম ও উত্তরদিকে বর্ত্তমান আছে। রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ডের পর এই শহরের পিউরিটনরা ক্রমওয়েলের পক্ষ অবলম্বন করে এবং ১৬৪৯ সালে ক্রমওয়েল স্বয়ং শহরের জলদ্বার দিয়া শহরে প্রবেশ করেন। এই পল্লীগ্রামের ঘর বাড়ী রাস্তা ঘাট দোকানপাট সবই দেখিতে প্রাচীন এবং লোকদিগকেও দেখিলে তাহাদের অবস্থা যে উন্নতশীল নয় তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। ইউঅলের নূতন অংশ সমুদ্রতীরে এবং সেই অংশকে ষ্ট্র্যাণ্ড বলে। এখানে অনেক ভাল বড় বাড়ী ও হোটেল আছে।

এইরূপ এক ধ্বংসমুখী শহর বা পল্লীগ্রাম দর্শন করিবার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি যে এইখান হইতেই সার ওয়ালটার র‍্যালে আমেরিকার জন্য যাত্রা করেন এবং এখানে সর্ব্বপ্রথম তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডে বার্জীনিয়া হইতে

আলু আনিয়া তাহার চাস করেন। ইংরাজী ইতিহাসে সার ওয়ালটার র‍্যালের চরিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ, রহস্যবহুল ও বৈপরীত্যময়। তাঁহার চরিত্রে অনেক দোষ ছিল। তিনি একদিকে যেমন একজন চাটুকর, দাম্ভিক, অযোগ্য, গর্ব্বিত ব্যক্তি ছিলেন, অপরদিকে তিনি তেমনি সাহসী, চতুর এবং সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে কেহই অপছন্দ করিতে পারিত না এবং তৎকালোপযোগী অবস্থার সহিত তাঁহার ভাগ্যের তুলনা করিলে সকলেই তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিবে। তবে তাঁহাকে যে ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার অনুপযুক্ত হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। বার বৎসরকাল লণ্ডন দুর্গে কারাবাস সহ্য করিয়া জহ্লাদের কুঠারাঘাতে তাঁহার মানবলীলা সাঙ্গ হয়। জহ্লাদ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি তাঁহার মাথা যূপকাষ্ঠের উপর কিরূপে রাখিতে চাহেন তিনি উত্তরে বলেন মস্তক যে ভাবেই থাকুক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না যদি হৃদয় ঠিক থাকে। সত্য, তবে ইহাও সত্য যে লোকে সেকালে দ্যূত-ক্রীড়ায় অত্যন্ত উচ্চ পণ করিত।

লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলে যে এই স্থানটির নাম ইউঅল হইয়াছিল কারণ এইখানে র‍্যালে আলুর চাষ করিয়া কিছু আলু রাণী এলিজাবেথের জন্য বাছিয়া লইবার পর লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে অবশিষ্ট আলুগুলি তিনি কাহার জন্য রাখিলেন এবং উত্তরে তিনি বলেন 'ইউ অল' (you all) তোমাদের সকলের জন্য! প্রাচীন সেণ্ট মেরী কলীজিয়েট চার্চ্চের পার্শ্বে (এই স্থলে নর্ম্মানদিগের আসিবার পূর্ব্বেও এক গির্জ্জা ছিল) মার্টিল গ্রোব বলিয়া একটি বাড়ী আছে। এই বাড়ীটি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং এই বাড়ীতে র‍্যালে কিছুকাল বাস করেন। প্রবাদ আছে যে এই বাড়ীর সম্মুখে এক ইউ গাছের তলে বসিয়া র‍্যালে এক দিবস বার্জীনিয়া হইতে আনীত তামাক সেবন করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার এক ভৃত্য প্রভুর মুখ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিয়া প্রভু অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন এই আশঙ্কায় তাঁহার উপর এক পাত্র বারি নিক্ষেপ করে। এই বাড়ীতে কবি এডমণ্ড স্পেনসরও এক সময়ে র‍্যালের অতিথি ছিলেন।*

* গ্রেট ব্রিটনে উইল্টশিয়ার কাউণ্টির অন্তর্গত সাউথ রেক্সল ম্যানর নামে এক বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম ধূমপান করা হয়। এই বাড়ীর র‍্যালে রুমে র‍্যালে এবং বাড়ীর স্বত্বাধিকারী লর্ড লং মধ্যে মধ্যে একত্রে বসিয়া রূপার পাইপ দ্বারা ধূমপান করিতেন। ইউরোপে ফ্রান্সেসকো ফের্ণান্দেজ নামে এক স্প্যানিশ ডাক্তার সর্ব্বপ্রথমে ১৫৫৮ সালে—তাম্রকূট আমেরিকা হইতে

এই গ্রামটি দেখিয়া আমাদের বড় ভাল লাগিল, কারণ ইহা অতি পুরাতন ধরণের। ধীবরবৃত্তি এখনও এখানে অনেকের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় এবং নদীতে নৌকা করিয়া মাছ ধরিতে অনেককে দেখিলাম। এই গ্রামের ধার দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে তাহার নাম ব্ল্যাক ওয়াটার এবং এই গ্রামের অন্তে সমুদ্রের সহিত এই নদীর সঙ্গম হইয়াছে। এই নদী হইতে সমুদ্রে পড়িয়া র‍্যালের ক্ষুদ্র পালতোলা জাহাজগুলি আমেরিকার অভিমুখে যাত্রা করিতেছে এই চিত্র নদী ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে দাঁড়াইয়া মানস চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এইস্থানে নদীটি বেশ প্রশস্ত এবং অপর পার্শ্বের কর্দ্দমময় সমতল তীর এবং তৎপরে বিস্তৃত ক্ষেত্র দেখিয়া আমাদের দেশের নদীর চিত্র মনে পড়িল। এই গ্রামের সরু সরু রাস্তা দিয়া চলিবার সময় গ্রামটি তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না, আর র‍্যালের আমেরিকা যাত্রা, তাহার এই স্থলে প্রত্যাবর্ত্তন ও বাস, তাহার আলুর চাষ ও ধূমপানের কথা কতই না কি মনে পড়িল! পুরাতন শহরের প্রবেশ পথে, নদী ও সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে, এক বাগান আছে এবং তথা হইতে নদীর দুই পার্শ্বস্থ তীর, তীরের পশ্চাতে সুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্র সমুদয়, সমুদ্র ও পল্লীর নানা দৃশ্য বহু দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই স্থল হইতে কর্কে ফিরিবার সময় মনে হইল যেন সপ্তদশ বা তাহার পূর্ব্বের কতিপয় শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে বিংশতি শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতেছি!

**ব্যানিট্রি বে ও গ্লেন গ্যারিফ** :—কাউন্টি কর্কে আর একটি সুন্দর স্থান আছে সেটি এই অঞ্চলে যাহারা আসে তাহাদের না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত নয়—এটি ব্যানিট্রি বে ও গ্লেনগ্যারিফ প্রদেশ। দুঃখের বিষয় আয়ার্ল্যাণ্ডের অনেক স্থলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা

আনয়ন করেন এবং ইহা সেবন করিবার সরঞ্জাম ইংল্যাণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে ১৫৮৬ সালে বার্জীনিয়ার গবর্ণর রালফ্ লেন ও সার ফ্রান্সিস ড্রেক আনেন। লেনই র‍্যালেকে ঐ সরঞ্জাম দেন এবং পরে র‍্যালে তাঁহার বন্ধু মহলে এই অভ্যাসটি প্রবর্ত্তন করেন। এই বন্ধুদিগের মধ্যে কবি স্পেন্সার অন্যতম। স্পেন্সার বলিতেন এই ধূমপান "স্বর্গীয়"। এইরূপে ইহা বিস্তার লাভ করে। র‍্যালে সহজ অবস্থায় ধূমপান করিতেনই এমন কি মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেও তিনি একবার ধূমপান করিয়া লইয়াছিলেন।

এমন অতি রঞ্জিত প্রশংসা শুনে ও পাঠ করে যে সে সকল স্থল দেখিয়া তাহাদের মন স্বতঃই সেই সমুদয় মন্তব্যের বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে এবং বলে "এমন আর কি!" পরক্ষণেই কিন্তু মনে হয় যে এইরূপ করা অন্যায় কারণ এই সকল স্থলের সৌন্দর্য্য অপার্থিব, অলৌকিক না হইলেও যে অসামান্য ও বিরল তাহার কোন সন্দেহ নাই। ব্যান্‌ট্রি বে ও গ্লেন গ্যারিফ প্রদেশ দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহারও একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়াছেন। Mr. S. C. Hall একস্থলে লিখিয়াছেন ঃ—

Language utterly fails to convey even a limited idea of the exceeding beauty of Glen Gariff which merits to the full the enthusiastic praise that has been lavished upon it by every traveller by whom it has been visited. It is a deep Alpine Valley enclosed by precipitous hills, about three miles in length and seldom exceeding a quarter of a mile in breadth. Black and savage rocks enbosom, as it were, a scene of surpassing loveliness endowed by nature with the richest gifts of wood and wafer; for the trees are graceful in form, luxuriant in foliage and varied in character and the rippling stream and the strong river and the foaming cataract are supplied from a thousand rills collected in the mountains. Beyond all is the magnificent bay, with its numerous islands, by one of which it is so guarded and sheltered as to receive the aspect of a serene lake.

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া আমার জনৈক আত্মীয়ের এক কালীপূজার রাত্রিতে তুবড়ি ছোঁড়ার কথা মনে পড়িল! সে ঘরে তুবড়ি তৈয়ারী করিয়া বাড়ীর উঠানে পোড়াইবার সময় আমাদের অপর একজন আত্মীয় পার্শ্বের বাড়ীর জানালা হইতে দেখিয়া বারংবার বলিয়া উঠিলেন "ওহে, তোমার তুবড়ি বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, গ্র্যাণ্ড হয়েছে, যদিও সবগুলি ফেটে যাচ্ছে!" সেইরূপ ব্যান্‌ট্রি বে ও গ্লেন গ্যারিফ প্রদেশের এই বর্ণনা যে একেবারে মিথ্যা তাহা নয় তবে ইহা যে অতিরঞ্জিত নয় তাহা বলি কি করিয়াই বা! কতক অংশে এই দৃশ্য সত্যই মনোহর, অতিশয় মনোরম কিন্তু সৌন্দর্য্য চরম মাত্রায় এখানে বিরাজ করিতেছে একথা বলা যায় না। নিঃসন্দেহ এই প্রদেশটি আয়ার্ল্যাণ্ডের একটি "বিউটি স্পট", সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু

ইহা গভীর "আলপাইন" উপত্যকা নয়, এখানে দুরারোহ পর্ব্বত বা গর্জ্জনশীল পার্ব্বত্য নদীও দেখিলাম না। ইহার সৌন্দর্য্য আমাদের হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের মত নয়, ইহার মধ্যে গাম্ভীর্য্য নাই চরম সৌন্দর্য্য নাই। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে "প্রিটি" বলে ইহা তাহাই, খুবই "প্রিটি", এবং আলপ্‌স্ ও হিমালয়ের বাহিরে এরূপ দৃশ্য যে দেখা যায় না তাহাও নয়। আমি ত্রিবাঙ্কুরে স্থানে স্থানে পাহাড় বন নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে কতিপয় দৃশ্য দেখিয়াছি সেই দৃশ্যগুলির অপেক্ষা এই দৃশ্যটি যে অধিকতর সুন্দর তাহা আমার মনে হইল না।

**ব্যাণ্ডন** ঃ—কর্ক হইতে গ্লেন গ্যারিফ ৭০ মাইল দূরে এবং আমরা যে পথ দিয়া যাই সে পথ ব্যাণ্ডন ও ব্যান্ট্রি শহর দিয়া যায়। এই পথ খুব সুন্দর এবং সমুদ্র যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল পথটিও উত্তরোত্তর ততই সুন্দর হইতে লাগিল। সমস্ত পথই অসমতল প্রদেশ দিয়া, পাহাড়ের পাশ কাটাইয়া, কখন বা উপত্যকার উপর দিয়া কখন আবার ভিতর দিয়া যায়। রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি, গ্রামের বাহিরে ঝোপগুলিও পথের মাঝে মাঝে পুলগুলি সবই অতি সুন্দর দেখাইল। দিনটি বেশ পরিষ্কার ছিল, রৌদ্রের আলোকে সমস্ত প্রকৃতি এক অপরূপ হাস্যমুখ ধারণ করিয়াছিল। ব্যান্ট্রি শহরের নিকটে আসিয়া যখন সমুদ্র ও পাহাড়ের সঙ্গম দেখিলাম তখন মনে হইল, যাহারা এইরূপ অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, শোভা সম্পদের মধ্যে, লালিত পালিত, যাহারা এখানে আজীবন বাস করে, তাহাদের কি সৌভাগ্য!

ব্যান্ট্রি বে আটল্যান্টিক মহাসমুদ্রের এক ক্ষুদ্র উপসাগর, দূরে ইহার সমুদ্র সঙ্গম তীর হইতে দেখা যায়। জল ঘোর নীল, পাহাড় তীর হইতে যেন সাগরসঙ্গমেচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছে, পাহাড়ের উপর ঘন বন, অনেক পর্দ্দার হরিৎ বর্ণের বৃক্ষরাজি পর্ব্বত শিখর হইতে জল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উপসাগর মধ্যে স্থানে স্থানে বৃক্ষাবৃত দ্বীপপুঞ্জ, দূরে রাস্তা তির্য্যক্‌ভাবে উপসাগরের পার্শ্ব দিয়া পাহাড়ের ধার দিয়া উঠিয়া গ্লেন গ্যারিফের বনের ভিতর অদৃশ্য হইয়াছে—প্রকৃতির এ কি অসামান্য বাহার, কি অপরূপ লাবণ্য, কি অলৌকিক শোভা! উপসাগরের নীল জল, সবুজ দ্বীপপুঞ্জ কখন বা পাহাড়ের আড়ালে লুকাইতেছে কখন বা উপসাগরের এক এক অংশ কখন বা সমস্ত উপসাগর পর্ব্বতপাদে

চিত্রের ন্যায় বা আলুলায়িতকেশা, অসংযতবসনা, অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতীর ন্যায় পর্ব্বতপাদদেশে শায়িতা দেখাইতেছে। এইরূপে প্রকৃতির সহিত লুকাচুরি খেলিতে খেলিতে অবশেষে আমরা নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু দুর অগ্রসর হইয়া গ্লেন গ্যারিফ গ্রামে পৌছিলাম।

গ্লেন গ্যারিফ গ্রাম অতি ক্ষুদ্র তবে সেখানে অনেক ছোট বড় হোটেল আছে। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া এক হোটেলে যাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলাম এবং পরে গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্য দেখিতে বাহির হইলাম। হোটেল হইতে অল্প দুর যাইয়া দেখিলাম তিন চারিটি বালক বালিকা রাস্তার ধারে খেলা করিতেছে। তাহারা অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া মনে হইল। আমাদের দেখিয়া খেলা বন্ধ করিয়া তাহারা আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নিকটে যাইয়া তাহাদের সহিত কথা আরম্ভ করিয়া দিতে তাহারা আমাদের সহিত বেশ আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা কতজন ভাই বোন (৮টি না ১০টি বলিল) কোন ভাই কোন বোন কোন স্কুলে যায় বা কোন গুলি যায় না, তাহাদের বাড়ী কোথায়, তাহাদের দোকানে কি কি জিনিস পাওয়া যায় এইসব কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নিজ থেকে তাহারা সব বলিল। আমরা তাহাদের সহিত তাহাদের বাড়ীতে যাই তাহাদের বড় ইচ্ছা দেখিলাম। যখন জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা কোন দেশ হইতে আসিতেছি বলত তখন তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল ইণ্ডিয়া হইতে। "তুমিত খুব চালাক ছেলে, কেমন করিয়া জানিলে যে আমরা ইণ্ডিয়া হইতে আসিতেছি" বলাতে সে বলিল তাহাদের এক বোন ইণ্ডিয়াতে আছে তাই তাহার মনে হইল আমরাও ইণ্ডিয়া হইতে আসিয়াছি! "তোমাদের বোন ইণ্ডিয়াতে কোথায় আছে এবং কি করে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে বালকটি উত্তর করিল যে তাহাদের বোন ইণ্ডিয়াতে এক হাঁসপাতালের নার্স, ইণ্ডিয়াতে কোথায় আছে সে জানে না তবে যদি আমরা তাহার সহিত তাহার বাড়ীতে যাই সে ম্যাপে দেখাইয়া দিতে পারে তাহাদের বোন ইণ্ডিয়ার কোন স্থলে আছে! তাহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে কিছুদুর যাইয়া তাহাদের দুই বড় ভায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ক্ষেতে মাটি কাটিতেছিল, একজনের বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে আর অপরটীর বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। তাহারা বলিল যে তাহাদের বোন লাহোরের এক হাঁসপাতালের নার্স, ইণ্ডিয়া

তাহাদের বোনের খুব ভাল লাগে ইত্যাদি। ছোট ছেলেগুলির মধ্যে একজন তাহাদিগের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিল এবং আমরা না যাওয়াতে সে বাড়ী গিয়া কতকগুলি ছবির পোষ্টকার্ড আনিয়া আমরা কিনিব কিনা জিজ্ঞাসা করিল। ছেলেটি যে বেশ চালাক তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্লেন গ্যারিফ গ্রামে ও তাহার চারিদিকে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া আমরা হোটেলে ফিরিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল যে এরূপ পার্ব্বত্য দৃশ্য (উপসাগরের দৃশ্য বাদ দিলে) আমরা দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানে দেখিয়াছি, সে দেশে এরূপ দৃশ্য আদৌ অসাধারণ নয়। সব দেখিয়া মনে হইল যে পাহাড়গুলি যদি আরও অনেক উচ্চ হইত তাহা হইলে এ প্রদেশের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হইত; সেরূপ না হওয়াতে এ প্রদেশের দৃশ্য সৌন্দর্য্যের চরম সোপানে না উঠিলেও ইহাকে সুন্দর বলিতে হইবে।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সত্বাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ ও অনেক গল্প হইল। সে বলিল যে গতবর্ষ আমাদের দেশ হইতে একজন লোক তাহার দুই স্ত্রীর সহিত আসিয়া এই হোটেলে দুই মাস ছিল! কিন্তু অল্প একটু জেরা করিবার পর—তাহার ভারতবর্ষের ভূগোল জ্ঞান অত্যন্তই ভাসাভাসা দেখিলাম—বুঝিলাম সে লোকটি বর্ম্মা বা শান দেশবাসী, তবে সেই দগ্ধানন দুই স্ত্রী বিবাহ করিয়া ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাদের লইয়া ইয়োরোপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দেশের কলঙ্ক দেশের ভিতরে রাখিলেই ত হয় বাহিরে ঢাক বাজাইয়া প্রকাশ করিবার আবশ্যক কি? দেশে কখন কদাচিৎ যাহারা একত্রে দুইটি বিবাহ করে তাহারা কোন প্রকৃতির লোক তাহা দেশের লোক ভালই বোঝে, বিদেশে বিদেশীরা তাহাদিগকে ভারতবাসীর প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লয়!

কর্কে ফিরিবার পথে এক কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিল। গাড়ী যখন কর্ক হইতে ২৫ মাইল দূরে তখন হটাৎ থামিয়া গেল এবং চালক ও কণ্ডাক্টর দুইজনেই বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর সম্মুখে এঞ্জিনে ঠেস দিয়া এক পায়ের সম্মুখে অপর পা'টি বক্রভাবে রাখিয়া দাঁড়াইল! আমরা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ব্যাপারটা কি ঘটিল এবং যখন বুঝিলাম যে এঞ্জিন খারাপ হইয়া গিয়াছে তখন সকলেই চালক ও কণ্ডাক্টরের আচরণ

দেখিয়া হাসি ঠাট্টা করিতে লাগিল। তাহাদের মুখে একটিও কথা নাই, কি হইয়াছে তাহার কোন জবাব নাই, এঞ্জিনের বনেট খুলিয়া একবার পরীক্ষাও করিল না, কিরূপে আমরা কর্কে ফিরিব কিছুই বলিল না, দুইজনে হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া কেবল এঞ্জিনে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল! অল্পক্ষণ পরে যখন রাস্তায় আর একখানা গাড়ী দেখা দিল চালক সেখানি থামাইয়া উহাতে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া, চলিয়া গেল! এদিকে কণ্ডাক্টরও অদৃশ্য হইল এবং একটু দূরে যাইয়া লুকাইয়া ধূমপান আরম্ভ করিল! গাড়ীর সকল লোকে তাহাদের এই আচরণ দেখিয়া নানারকম ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিল এবং দুইজন মেয়ে এমন গোলমাল হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করিল যে হাসিতে হাসিতে আমাদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল! মনে হইল যে এইরূপ ব্যাপার ইংল্যাণ্ডে অসম্ভব, আয়ার্ল্যাণ্ডেই সম্ভব! রাস্তায় আমরা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বসিয়া রহিলাম কিন্তু তাহার জন্য কেহ কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিল না বরং সকলেই বেশ তামাসা বোধ করিল। পরে কর্ক হইতে আর একখানি বাস আসিলে আমরা উহাতে উঠিয়া কর্কে ফিরিলাম। কর্ক পৌঁছাইতে রাত্রি ১০টা হইল।

**কিলার্ণির পথে** ঃ—কর্কে সাত দিন থাকিয়া আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি স্থান দর্শন করিয়া ২৪শে এপ্রেল (১৯৩৫) কিলার্ণির জন্য ছাড়িলাম। কিলার্ণির নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। ইহা কাউন্টি কেরির অন্তঃর্গত, আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এবং ইহার হ্রদগুলি জগদ্বিখ্যাত। উনপঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্বশুর মহাশয় কিলার্ণির হ্রদ দেখিয়া যান এবং অনেকদিন হইতে আমরা ঠিক করিয়াছিলাম যে যদি আমরা কখন আয়ার্ল্যাণ্ডে যাই তাহা হইলে আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিয়া কিলার্ণির হ্রদ দেখিয়া আসিব।

কর্ক হইতে কিলার্ণি অনেক পথে যাওয়া যায়, সম্পূর্ণ গাড়ীতে বা ট্রেনে, খানিকটা গাড়ীতে বা খানিকটা ট্রেনে। আমাদের ইচ্ছা ছিল ম্যাক্রুম, গ্লেন গ্যারিফ, কেনমেয়ার দিয়া সমস্ত পথ গাড়ীতেই যাইব। এই পথের দৃশ্য বড় মনোহর এবং রেল অপেক্ষা মোটর কোচে ভ্রমণ করিতে আমার সব সময়ে ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের সহিত কিছু বেশী মাল থাকায় গাড়ীতে যাওয়া আমাদের সুবিধা হইল না। গাড়ীতে যাইলে মাল বৃষ্টির জলে

ভিজিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল, সেইজন্য আমরা কর্ক হইতে ম্যাল্লো দিয়া কিলার্ণি রেলপথে যাইবার ঠিক করিলাম।

কর্ক হইতে ম্যাল্লো যাইতে রাস্তায় যে অতি সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ম্যাল্লো হইতে কিলার্ণি বেশী দূর নয় কিন্তু দুই পার্শ্বের দৃশ্যাবলি তেমন সুন্দর লাগিল না। এমন কি যতই কিলার্ণির নিকটে আসিতে লাগিলাম পাহাড়গুলি যদিও ততই নিকটবর্ত্তী ও উচ্চতর হইতে লাগিল আমার ততই ভয় হইতে লাগিল যে হয়ত কিলার্ণির যেমন নাম স্থানটি তেমন সুন্দর না হইতেও পারে। ষ্টেশনে পৌছিয়াও এমন কি শহরের ভিতর প্রবেশ করিয়াও হ্রদের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাওয়ায় মন আরো সন্দিগ্ধ হইল!

**আয়ারিশ জণ্টিংকার:**—কিলার্ণি শহরে প্রবেশ করিয়া ইহা ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও অপরিষ্কার মনে হইল। ষ্টেশন হইতে হোটেলে যাইবার জন্য ষ্টেশনে কোন মোটরকার ছিল না, আয়ারিশ জণ্টিংকার মাত্র ছিল। সেই উচ্চ খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিয়া, একার মত এক পাশে পা ঝুলাইয়া যাইতে এতদিন আমার সাহসে কুলায় নাই, কিন্তু এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বে উহাতে উঠিতে বাধ্য হইলাম। অনেক জিনিসই যতক্ষণ না চেষ্টা করা যায় ততক্ষণ কষ্টসাধ্য মনে হয়, দূর হইতে মনে আতঙ্ক আসে, সাহস করিলে পরে সেগুলি সহজ মনে হয়। এই জণ্টিংকারে চড়াও সেই রকম। এ গাড়ী পরে অনেকবার চড়িলাম এবং চড়িতে কিছুমাত্র অসুবিধা-জনক নয় কিন্তু যতদিন চড়ি নাই ততদিন মনে কতই না আতঙ্ক ছিল। কিন্তু ঘোড়া গোলমাল করিলে বা রাস্তা খারাপ হইলে এ গাড়ী কখন নিরাপদ হইতে পারে বলিয়া আমার ত মনে হয় না। তবে এ ধারণাও আমার ভুল হইতে পারে!

কিলার্ণিতে আমরা যে হোটেলে উঠিলাম সে হোটেলটি আদৌ বড় নয় কিন্তু তাহার বৃদ্ধা সত্বাধিকারিণী আমাদের বড় যত্ন করিয়াছিল। ঘরটিও সুন্দর পাইয়াছিলাম, বেশ বড় ও রাস্তার উপর এবং স্নানাগার কাছে এবং আমাদের নিজস্ব ছিল। হোটেলের খাদ্য অনেক রকম না হইলেও ভাল এবং প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং বৃদ্ধা সর্ব্বদাই আমাদের সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিত। এমন কি প্রায় প্রতি রাত্রি আহারের পর আমাদের নিকট বসিয়া

আয়ারিশ গান ও বাদ্য করিত। আমরা এই ছোট হোটেলে বড় আরামে ছিলাম।

আমরা যে পাঁচদিন কিলার্ণিতে ছিলাম সেই পাঁচদিনই আকাশ বড় পরিষ্কার ছিল, বেশ রোদ উঠিত ও গরম ছিল। অকালে গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল মনে করিয়া অনেকেই এমন কি শীতের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মকালের পোষাক পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। এসময়ে এইরূপ আবহাওয়া পাওয়া, ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় কারণ তখনও কিলার্ণির অনুকূল ঋতু আরম্ভ হয় নাই। আমরা যে পাঁচদিন কিলার্ণিতে ছিলাম সেই কয়দিন পরিষ্কার না হইয়া বৃষ্টি পড়িলে আমাদের কিলার্ণি যাওয়া বৃথাই হইত, কারণ কিলার্ণির হ্রদগুলি দেখিতে হইলে খোলা জন্টিং কারে করিয়া প্রত্যহ অনেক মাইল ভ্রমণ করিতে হয়, বন্ধ বা দ্রুত মোটর কারে যাইলে দেখিবার সুবিধা হয় না।

**কিলার্ণি হ্রদ :**—কিলার্ণিতে তিনটি হ্রদ আছে এবং এই হ্রদ তিনটি একদিনে দেখা যায় না, অন্ততঃ তিন দিন লাগে। সেইজন্য হ্রদগুলি দেখিবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রাতরাশ খাইয়া জন্টিং গাড়ী করিয়া তিনদিন বাহির হই এবং প্রত্যেক দিন ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগিত। আমাদের ভ্রমণের তালিকা এইরূপ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল।

প্রথম দিন—মাক্রস ডিমীন এবং এবি, লোয়ার লেক, মিড্‌ল লেক, ডিনিস দ্বীপ, জলের সঙ্গম স্থল, জলপ্রপাত, পুরাতন উইয়ার ব্রিজ।

দ্বিতীয় দিন—আ আ ডো, লোয়ার লেক, রস দ্বীপ, রস দুর্গ, লোয়ার লেকে নৌকা চালন, ইনিসফলেন দ্বীপ এবং এবে।

তৃতীয় দিন—ঈগলসনেষ্ট, লংরেঞ্জ, সুড়ঙ্গ, ডেরি কুনিহি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কিলার্ণিতে তিনটি হ্রদ আছে, এই তিনটিই দেখিতে অতি সুন্দর, এবং এই তিনটিই কিলার্ণি শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত—সর্ব্বোত্তরে লোয়ার লেক বা লফ লীন, তাহার দক্ষিণে মিড্‌ল বা টর্ক বা মাক্রস লেক এবং তাহার পশ্চিম দক্ষিণে আপার লেক। এই হ্রদত্রয়ের মধ্যে লোয়ার লেকই কিলার্ণি নগরের সর্ব্বাপেক্ষা সমীপস্থ হ্রদ—নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে কিন্তু নগর হইতে কোন হ্রদের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। লোয়ার এবং মিড্‌ল হ্রদ দুইটি বৃকীন্ ব্রিজ নামে এক সেতু দ্বারা

সংলগ্ন এবং সেই সেতুর নিম্ন দিয়া মিড্‌ল লেক হইতে জল তাহার এক ফুট মাত্র নিম্নস্থ লোয়ার লেকে যাইয়া পড়িতেছে। মিড্‌ল লেকের দক্ষিণ পশ্চিমে আপার লেক এবং লং রেঞ্জ নামে প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত এক খাল এই দুই হ্রদকে যোগ করিয়া দিয়াছে। এই দুই হ্রদের জলের উচ্চনীচ মাত্র ৫ ফীট তফাৎ। এই হ্রদগুলির চারিদিকে, কোথাও বা সমীপে, কোথাও বা দূরে, নিবিড় বনে আচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা ঘেরিয়া আছে। এই পর্ব্বত-গুলির বাহার বড় সুন্দর, উহারা সর্ব্বদাই সূর্য্যকিরণে, আলো ও ছায়াতে, তাহাদিগের বর্ণ ও আকার বদলাইতেছে। যদিও আমাদের চোখে পাহাড়গুলি বিশেষ উচ্চ দেখায় না, এবং আরও উচ্চ হইলে ইহারা আরও ভাল দেখাইত তথাপি এদেশের পক্ষে, যেখানে আমাদের দেশের তুলনায় প্রকৃতির সকল সৃষ্টি কার্য্যগুলি ছোট আকারে, ইহাদের বেশ উচ্চই বলিতে হইবে। এইরূপে হ্রদগুলিকে চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টন করিয়া আছে—পার্পল পর্ব্বত ( ২৭৩৯ ফীট উচ্চ ) ম্যানগার্টন পর্ব্বত ( ২৭৫৬ ফীট উচ্চ ), আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ শিখর ( কার্ণটুয়াল—৩৪১৪ ফীট উচ্চ ) সমন্বিত টর্ক পর্ব্বত ( ১৭৬৪ ফীট উচ্চ ), ঈগলস্‌নেষ্ট পর্ব্বত ( ১১০০ ফীট উচ্চ )। লোয়ার হ্রদ লম্বায় প্রায় ৫ মাইল, প্রস্থে তিন মাইল ; মিড্‌ল হ্রদ লম্বায় দুই মাইল, প্রস্থে এক মাইলের কিছু কম ; আপার হ্রদ লম্বায় আড়াই মাইল প্রস্থে আধ মাইল। তিন হ্রদেই কতকগুলি করিয়া দ্বীপ আছে এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আসিয়া পড়িতেছে, দ্বীপগুলি পার্ব্বত্য, সবুজ তৃণ বা বৃক্ষে আবৃত ও অত্যন্ত মনোহর। এইরূপ দ্বীপ লোয়ার হ্রদে ছোট বড় ত্রিশটি, মিড্‌ল হ্রদে চারিটি এবং আপার হ্রদে দশ বারটি আছে। এই হ্রদগুলির নিকটে তিনটি ঝরণা —টর্ক জলপ্রপাত, সালিবান গিরিনদী ও ডেরি কুনিহি গিরিনদী। উন্নত পর্ব্বত, নিবিড় অরণ্য, পরীদিগের বিহার দ্বীপপুঞ্জ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ ও প্রচুর জলপ্রপাত এ প্রদেশটিকে রূপে রংএ লাবণ্যে সাজাইয়া তুলিতে প্রকৃতিদেবী কোন উপাদানই প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই এবং ফলে ইহা যে ইয়োরোপের এক মায়ারাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহার বিচিত্র কি ?

প্রকৃতির এই অসামান্য লাবণ্য এই মনোমোহিনী রূপ দেখিতে যাহারা এখানে আসে তাহারা সকলেই মুগ্ধ হয়। এই রূপের এই লাবণ্যের এক বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা সর্ব্বদাই বদলাইতেছে, ইহা সকল অবস্থাতেই সুন্দর।

পরিষ্কার আকাশে রৌদ্রের দিনে দেখ বা মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি বাদলের দিনে দেখ, যে দিনেই দেখ না কেন ইহার দৃশ্য বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন রকমের হইলেও সর্ব্বদাই অতি সুন্দর।*

হ্রদ দর্শন করিবার জন্য এক জন্টিং গাড়ীতে যাওয়াই ঠিক, মোটর গাড়ীতে নয়, কারণ এ সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে উপভোগ করিতে হয়, তাড়াহুড়া করিবার এ স্থান নয়। আর এক কথা—এই হ্রদত্রয়ের চতুষ্পার্শে মোটর রাস্তা থাকা সত্ত্বেও হ্রদগুলিকে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে অনেক সময় মোটর রাস্তা ত্যাগ করিয়া বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া সরু রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। এই সকল স্থান দেখিতে হইলে সাইকেল বা জন্টিং কারই উপযুক্ত বাহন, মোটরকার বা মোটর সাইকেল নয়।

---

* মিঃ Justin H. McCarthy সত্যই বলিয়াছেন :—I know of lovely lakes elsewhere, I know of none more lovely than Killarney. I am not sure that I can say that I know of any quite as lovely with the peculiar hauntiug loveliness of the Irish lakes. The spirits of the mist seem to brood over those beautiful waters, softening with their caresses all forms and colours into the rarest, into the finest harmony, suffusing them with a liquid light that is at times almost unearthly in its beauty. There wooded hills, where still—or is that a legend and a dream ?—the red deer lingers, those great sheets of water that change their mood and their aspect with every changing hour, and are always beautiful, steeps the mind of the beholder in a sensuous delight that is hard to describe in words. To me the lakes, like all beautiful scenes in Nature, look their best in the splendour of a summer's day, when the waters are very still, when the woods are hushed in the heat, when the spell of the golden light is upon everything. Then Killerney is an earthly paradise, then the youth of the world seems to have returned. But on dark days when the storm is threatening, or in those hours when the threatened storm breaks and the water blackens under the rain and races into great waves before the wind, then, too, Killarney is beautiful with a beauty that is wild and not terrible. Killarney's woods and waters may inspire awe when this thunder is rumbling among the hollows of the hills and lightening is cutting slices out of the livid sky, but it never inspires terror. Its angers are the hot furies of a friend, not the forbidding wrath of an enemy. In storm and in sunshine, there is charm about the place that is all its own, a charm that will be worthwhile to travel thousands of miles to experience or to appreciate.

আমরা প্রথম দিন যাহা যাহা দেখি তাহাদের কথা সর্ব্বাগ্রে বলি। প্রাতরাশ সমাপন করিয়া শহর হইতে বাহির হইয়া কেনমেয়ার মোটর রাস্তা দিয়া জন্টিংকার করিয়া প্রথমে মাক্রস ডিমীনে যাইলাম। যাইতে যাইতে, শহর হইতে আধ মাইল দূরে, পথে ফ্লেস্ক নদীর সেতু পার হইতে হইল। এই সেতুর উপর হইতে চারিপার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম। এই গিরি-নদীটি ছোট, ক্ষরস্রোতা, ইহার জল নির্ম্মল এবং ইহার উভয়পার্শ্বস্থ ক্ষেতগুলিতে অনেক গাভী ও মেষ চরিতেছে দেখিলাম। বাম পার্শ্বে, দূরে এক গোলাপী রঙের পর্ব্বত শিখরে একটি প্রাচীন দুর্গ সূর্য্য কিরণে চক্‌মক্ করিতেছিল। উহা ফ্লেস্ক দুর্গ। সম্মুখে কিয়দ্দূরে লফ্ লীনের সবুজ জল হইতে, আরও কিছু দূরস্থিত গ্লেনা ও টোমিজ পর্ব্বত হইতে সূর্য্য রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মনে হইল কিলার্ণি হ্রদের পথ যদি এত সুন্দর হয় কিলার্ণি হ্রদগুলি না জানি কতই সুন্দর হইবে। প্রায় দুই মাইল যাইয়া মাক্রস ডিমীনের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থল হইতে লোয়ার এবং মিড্‌ল হ্রদের বহুদূর বিস্তৃত অব্যাহত দৃশ্য দেখিতে পাইলাম।

ডিমীন অর্থে জমিদারী বলা যাইতে পারে এবং মাক্রস ডিমীন লোয়ার এবং মিড্‌ল হ্রদের তীরে। এখান হইতে এই দুই হ্রদের যেরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় অন্য কোথাও হইতে সেরূপ দেখা যায় না। এই জমিদারীটি একটি প্রকাণ্ড পার্ক, এই পার্কটি গাড়ীর পথ, বেড়াইবার বীথিকা, উদ্যান প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত এবং অত্যন্ত মনোহর; লেডিস ওয়াক, রক ওয়াক অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর পথ আমি অল্পই দেখিয়াছি। মাক্রস গ্রেট ব্রিটনের মধ্যে না হইলেও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রত্যেক অংশটি বৈচিত্র্যপূর্ণ, সৌন্দর্য্যে ভরা। হ্রদ, পাহাড়, গাছ, প্রাচীর সংলগ্ন লতা, বৃক্ষের গুঁড়ি এবং সুসজ্জিত দৃশ্য সমন্বিত বিস্তৃত সমতল ভূমি ইহার সম্পদ। এই ডিমীনের আমেরিকান সত্ত্বাধিকারী সম্প্রতি আয়ারিশজাতিকে এইটি দান করিয়াছেন। এই পার্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া হ্রদের পার্শ্ব দিয়া কিছুদূরে যাইয়া চারিপার্শ্বের শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা মাক্রস এবের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশিষ্টের মধ্যে মাক্রস এবের স্থান অতি উচ্চ। ইহার কারণ এই যে এবেটি এক কল্পনাময়, মায়াজড়িত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বিরাজমান এবং অতি প্রাচীন। এই অট্টালিকাটি

ভগ্নাবস্থাতেও পবিত্রভাবোদ্দীপক। পুরাকালে এইস্থানে একটি গির্জ্জা ছিল। সে গির্জ্জাটি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অগ্নিতে ধ্বংস হয় এবং বর্ত্তমান ভগ্ন এবেটি আয়ারিশ প্রধান ম্যাকার্থি মূর ফ্র্যানসিস্‌ক্যান দলভুক্ত সন্ন্যাসী (Franciscan Friars) দিগের জন্য ১৩৪০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন। দুই শত বৎসর পরে পোপের সহিত কলহের পর ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রী তাঁহার রাজ্যস্থ বিহারগুলি বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা প্রচার করা সত্ত্বেও সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ডের এই বন্য প্রান্তে তাঁহার আজ্ঞা যে জারি হইয়াছিল তাহা ত মনে হয় না, কারণ এই এবের দেওয়ালে এক নিশানা হইতে জানা যায় যে ১৬২৬ সালে এই এবেটি মেরামত হইয়াছিল। তবে অলিবার ক্রমওয়েলের হস্ত হইতে এই এবে নিস্তার পায় নাই কারণ তাঁহার সেনাপতি লাড্‌লো এই বিহার ও রস দুর্গ ধ্বংস করেন। সেইদিন হইতে এই এবে ভগ্নাবস্থায় আছে কিন্তু এ অবস্থাতেই ইহা দেখিতে কতই না সুন্দর! এই এবে বৃহৎ নয় কিন্তু দেখিলে মনে হয় যে এক সময়ে ইহা বেশ উন্নতশীল অবস্থায় ছিল। ইহার গির্জ্জার ভিতরে মধ্যভাগে ও গান গাহিবার স্থলে কতকগুলি সমাধি আছে, তাহাদের মধ্যে বড় ও মধ্যবর্ত্তীটি গ্লেনের ও'ডনিহিউদের (O'Donoghues of the Glens). এই প্রদেশের আরও কতিপয় নেতাদিগের কবরও এই গির্জ্জার ভিতরে আছে। গির্জ্জার পার্শ্বে আচ্ছাদিত বারাণ্ডা (cloisters) আছে এবং এই বারাণ্ডার পার্শ্বে ঘর আছে। এবের এই মহলটি সাধুদিগের বাসস্থান ছিল এবং তথায় তাহাদিগের শুইবার, খাইবার, রন্ধন করিবার ঘর এবং পুস্তকাগার ছিল। চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা বেষ্টিত একটি অঙ্গনের মধ্যে ৬০ ফীট উচ্চ এক ইউ বৃক্ষ আছে এবং প্রবাদ আছে যে যখন এই এবে প্রথম নির্ম্মিত হয় তখন এবের সাধুরা এই ইউ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন।

আমরা মাক্রস ডিমীন ত্যাগ করিয়া ডিনিস রোডে পড়িলাম। এই রাস্তা এক উপদ্বীপের ভিতর দিয়া যায় এবং এই উপদ্বীপটি লোয়ার এবং মিড্‌ল হ্রদের মধ্যে অবস্থিত। যাইতে যাইতে পথের বাম দিকে মিড্‌ল হ্রদে কলীন বন রক নামে এক দ্বীপ দেখাইয়া আমাদের চালক গাড়ী চালাইতে চালাইতে কলীন বনের গল্প বলিল। অনেক সময় এই আয়ারিশ চালকের কথা বোঝা শক্ত হইত, তবুও যাহা বুঝিলাম ও যাহা স্মরণ আছে গল্পটি এই:—বন নামে এক অদ্ভুতরূপলাবণ্যসম্পন্না গরীব চাষার মেয়ে কিলার্ণি হ্রদের এই

অঞ্চলে বাস করিত—তাহার ভগ্ন কুটীর দেখিলাম—এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এক বড়লোকের ছেলে তাহার প্রেমে পড়ে এবং তাহাকে বিবাহ করে। প্রায়ই যাহা ঘটে এখানেও তাহা ঘটিল, ছেলে চাষীকন্যাকে বিবাহ করাতে ছেলের মা বড় রুষ্টা হইলেন এবং তিনি বৌকে অনেক প্রকার নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। পরে শ্বাশুড়ীর অত্যাচার এমন বাড়িল যে বন আর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক নৌকা ডাকিয়া হ্রদের এক দ্বীপে যাইয়া তথা হইতে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করে। সেই অবধি এই দ্বীপের নাম কলীনবন দ্বীপ হইয়াছে। গল্পটি আমাদের দেশের গল্পের মত শুনাইল কারণ ইয়োরোপে শ্বাশুড়ীর অত্যাচারে বৌ যে আত্মহত্যা করে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই! তবে আয়ার্ল্যাণ্ডে বিশেষতঃ বন্য কিলার্ণি প্রদেশে ইহা এক সময়ে নিশ্চয় সম্ভবপর হইত।

কলীন বন রক ( Colleen Bawn Rock ) ও তাহার সমীপবর্ত্তী কতিপয় অতি পুরাতন তাম্রখনি পার হইয়া অরণ্যের ভিতর দিয়া অত্যন্ত অসমতল ভূমির উপর রাস্তা ধরিয়া কিছুদুর যাইবার পর আমরা বৃকীন ব্রিজে পৌছিলাম। এইখানে মিড্‌ল হ্রদের জল লোয়ার হ্রদে পড়িতেছে। পরে ব্যাক চ্যানেলের পাশ দিয়া যাইয়া আমরা ডিনিস ( Dinis ) দ্বীপ ও কুটীরে পৌছিলাম।

এই দ্বীপটির পরিস্থিতি ও শোভা বড় সুন্দর এবং ইহার গাছপালা অত্যন্ত নিবিড়। সত্যই ইহা আশ্চর্য্য রকম ফুল ও গাছে শোভিত— এমন কি এখানে ক্ষীণকায় কতকগুলি বাঁশঝাড়ও দেখিলাম। এই স্থলে যে এক কুটীর আছে তাহার জানালা হইতে মিড্‌ল হ্রদের দৃশ্য অতি মনোরম দেখায়। ইহার বাগান হইতে অন্যদিকে আর এক দৃশ্য দেখা যায়— সে দৃশ্যও অত্যন্ত চমৎকার। এইখানে আপার হ্রদ ও লং রেঞ্জের জল বিভক্ত হইয়া ভিন্নদিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে— ডানদিকে লোয়ার এবং বামদিকে মিড্‌ল হ্রদে যায়। উপর হইতে জল আসিয়া একটি ঢালু স্থান দিয়া নীচে পড়িবার পর জলের এই বিচ্ছেদটি ঘটে। এই নদীটির উপর এক পুরাতন সুদৃশ্য সেতু আছে—পুরাতন উইয়ার ব্রিজ। আয়ারিশরা তাহাদের চরিত্রগত নিয়মরহিতভাবে এই স্থলটির নাম Parting of the waters ( জলের বিচ্ছেদ ) না রাখিয়া ইহার নাম দিয়াছে Meeting of the waters ( জলের মিলন )! যাহাই হউক শেক্সপীয়ার ত বলিয়াছেন যে নামে কিছু আসে যায় না,

গোলাপের যদি গোলাপ নাম না হইয়া অন্য কোন নাম হইত তাহা হইলেও তাহার গন্ধের কিছুমাত্র হ্রাস হইত না! এই জায়গাটিতে নদীর বিচ্ছেদই হউক বা নদীর মিলনই হউক ইহা যে কিলার্ণি হ্রদ প্রদেশের এক অতি রমণীয় স্থল তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

এই স্থল হইতে মিড্‌ল হ্রদের তীরে আসিয়া এক কাষ্ঠের সেতু পার হইয়া কিছুদূর মিড্‌ল হ্রদের তীর দিয়া গিয়া ডিমীন ত্যাগ করিয়া আমরা কেনমেয়ার রাস্তায় আসিয়া পড়ি। এই কাষ্ঠের সেতু যে উল্লেখ করিলাম উহার নাম "টুথ এক ব্রিজ" ( Tooth ache bridge )। আমাদের চালক আমাদিগকে বলিল এইরূপ প্রবাদ আছে এই সেতুর নিম্ন দিয়া যে জল প্রবাহিত হইতেছে সেই জল যদি কেহ তাহার দাঁতে ছোঁয়ায় তাহা হইলে তাহার জীবনে আর কখন দাঁতে ব্যথা হইবে না! আমরা এই প্রবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।

কেনমেয়ার রাস্তা কিলার্ণি রাস্তায় পড়িয়া অল্পদূর যাইয়া টর্ক জলপ্রপাতের পার্শ্বে আসিয়া পড়ে। বড় রাস্তা হইতে দশ মিনিট হাঁটিলে জলপ্রপাতে পৌঁছান যায়। এখানে গাছপালা অত্যন্তই ঘন এবং ৬০ ফীট উচ্চ হইতে জল পড়িতেছে। প্রথমে জলরাশি একটি পাতের মত অবিভক্তভাবে পড়ে; পরে বিভক্ত হইয়া একটি পাহাড় হইতে অপর আর একটি পাহাড়ে লাফাইয়া লাফাইয়া ধূম্ররাশির মত জলকনা চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে ছড়াইতে গান গাহিতে গাহিতে কখন মিলিত হইয়া কখন বা বিভক্ত হইয়া লুকাচুরি খেলিতে খেলিতে যতক্ষণ না পর্ব্বতের মধ্যে একটি গিরিসঙ্কটে পৌঁছায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ ছুটিয়া চলে। পাহাড়ের উপর উঠিলে মিড্‌ল ও লোয়ার হ্রদ, উহাদের উদ্যান সমূহ, পর্ব্বতমালা, বক্রতীর ও সুন্দর দ্বীপপুঞ্জ এই সকল দৃশ্য পাহাড়ের উপর হইতে অতি মনোরম দেখায়।

আমাদের দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণের উদ্দেশ্য লোয়ার হ্রদ ভাল করিয়া দেখা। তিনটি হ্রদের মধ্যে এইটিই বৃহত্তম এবং অনেকের মতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। লম্বায় ইহা পাঁচ মাইলের উপর, প্রস্থে প্রায় তিন মাইল এবং ইহাতে ছোট বড় ত্রিশটি দ্বীপ আছে। ইহার নামের ( লফ লীন, Lough Lean—বিদ্যার হ্রদ ) উৎপত্তি বোধ হয় ইহার তীরে ও দ্বীপে পুরাকালে যে তিনটি বিদ্যাপীঠ (Muchross, Aghadoe এবং Innis-fallen Abbeys) ছিল তাহা হইতে হইয়াছে! কিলার্ণির হ্রদ তিনটির মধ্যে লফ্‌ লীন বা

লোয়ার হ্রদই আমার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিল, তবে এ বিষয়ে থ্যাকারের (Thackeray) মতই বোধ হয় ঠিক। তিনি তাঁহার "Irish Sketch Book" নামক পুস্তকে এই প্রশ্নটি উথাপন করিয়া উহার সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন হ্রদগুলির মধ্যে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সে বিষয়ে মত দিতে হইলে দ্বিধায় পড়িতে হয়। একবার মিড্‌ল হ্রদের নিকট দাঁড়াইয়া আমরা স্থির করি আয়তনে মিড্‌ল হ্রদ লোয়ার হ্রদের এক চতুর্থাংশ হইলেও ইহা লোয়ার হ্রদ অপেক্ষা সুন্দর। পরে লোয়ার হ্রদের নিকট ফিরিয়া যাইয়া আবার মনে হয় এ সিদ্ধান্ত ভুল। তখন চিন্তা করিয়া দেখি—সত্যই এই লোয়ার হ্রদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এইরূপে এই বিশাল হ্রদত্রয়ের যেখানেই দাঁড়াইয়া চিন্তা করা যাক না কেন সম্মুখস্থ পট দৃশ্যটিই সুন্দরতম বলিয়া মনে হয়। আসল কথা এই, এটি বাস্তব সত্য, যে ইহার সবই অতি সুন্দর। থ্যাকারে ঠিকই বলিয়াছেন। সত্যই কিলার্ণি প্রদেশের সর্ব্বত্রই তাই। যে দিক দেখি সেই দিকই সুন্দর, কোন দিক বেশী সুন্দর বা কোন দিক কম সুন্দর কিছুক্ষণ দেখিবার পর মন রায় দিতে অসম্মত হয়। পূর্ব্বদিন আমরা মাক্রস ডিমীন হইতে লোয়ার হ্রদের অনেকাংশ দেখিয়াছিলাম। আজ Aghadoe (উচ্চারণ আ-আ-ডো) হইতে, রস দ্বীপ হইতে, রস দুর্গ হইতে, ইনিশফলেন দ্বীপ হইতে, ইহার আরও অনেকাংশ হইতে কখনও বা দুর হইতে কখন বা নিকট হইতে এই হ্রদ দেখিলাম। কি অপার্থিব দৃশ্য! কি মনোমোহিনীরূপ!

সোজা রস দ্বীপে বা লোয়ার হ্রদে না যাইয়া অনেক ঘুরিয়া আমরা আ-আ-ডো যাইলাম। এটি এক পাহাড়ের উপর কিলার্ণি হ্রদগুলির উত্তর সীমায় অবস্থিত এবং এই স্থল হইতে হ্রদগুলির অতি বিস্তৃত ও অতি সুন্দর দৃশ্য পাওয়া যায়—কেবল হ্রদগুলির দৃশ্য নয়, তাহাদের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার দৃশ্যও পাওয়া যায়। এই স্থলে পুরাকালের কতিপয় ভগ্নাংশ আছে—কেবল প্রাচীন খৃষ্টানদিগের সময়ের নয় পৌত্তলিকযুগের, দুর্গ, মহামন্দির, রাউণ্ড টাওয়ার সবই অত্যন্ত ভগ্নাবস্থায় আছে, অতি প্রাচীনকালের। এমন কি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি দ্বারও দেখিলাম।

আ-আ-ডো হইতে আমরা রস দ্বীপে যাই; এটি লোয়ার হ্রদের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ, আয়তনে ১৬৪ একর। পুরাকালে ইহা নিশ্চয় পার্শ্বস্থিত ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে খাল কাটিয়া ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। শাখা-নদী, অন্তরীপ, উপসাগর এবং নানাবিধ অদ্ভুত সুন্দর পাহাড় ইহার তটকে

ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে এবং ইহার সমগ্র ভূভাগ গভীর অরণ্য বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে গাঢ় সবুজ পুষ্করিণী এবং স্থানে স্থানে প্রাচীন তামার খনি দেখা যায়।

এই দ্বীপের তীরে রস দুর্গ অবস্থিত—এই মনোরম ভগ্ন দুর্গ টি আইবী লতাচ্ছাদিত। দেখিলে মনে হয় দুর্গটি যেন সতর্কভাবে হ্রদকে ও উহার দ্বীপগুলিকে পাহারা দিতেছে। এই দুর্গের সহিত নানা সুন্দর সুন্দর গল্প জড়িত আছে। কথিত আছে যে এই দুর্গে বসিয়া টেনিসন তাঁহার "দি প্রিন্সেস" (The Princess) নামক কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। এই স্থল ভিন্ন চির যৌবনের দেশ আর কোথায় থাকিতে পারে? দুর্গটি বোধ হয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কোন নরম্যান ব্যারণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন, তবে পরে ইহা আয়ারিশ ও'ডনহিউ বংশের অধিকারে আসে এবং নিঃসন্দেহ অনেক অত্যাচার, উৎপীড়ন, যুদ্ধবিগ্রহের সহিত বিজড়িত থাকে। এখানে এক প্রবাদ ছিল যে

And Ross may all assault disdain
Till on Lough Lean strange ships shall sail.

অর্থাৎ যত দিন না লফ লীনের উপর বিদেশী জাহাজ চলিবে তত দিন রস দুর্গ তাহার উপর সকল আক্রমণ উপেক্ষা করিতে পারিবে এবং যত দিন কোন শত্রু এই হ্রদের উপর নৌকা বহিয়া এই দুর্গ আক্রমণ করে নাই তত দিন এই দুর্গে ও এই প্রদেশে ও'ডনহিউ বংশধরদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গের অধিপতি যখন দেখিল, ক্রমওয়েলের সেনাপতি লডলো সসৈন্যে হ্রদের উপর নৌকা ভাসাইয়া দুর্গ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে তখন ও'ডনহিউ বংশের শেষ অধিনায়ক প্রাচীন প্রবাদের কথা অব্যর্থ ভাবিয়া দুর্গ রক্ষা করার চেষ্টা মিথ্যা ভাবিয়া এক শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গের উপরের এক বাতায়ন হইতে হ্রদের জলে ঝাঁপ দেয়। অদ্যাবধি প্রতি সাত বৎসর, মে মাসে, একবার করিয়া সেই শেষ ও'ডনহিউ তাঁহার শ্বেত অশ্ব আরোহণ করিয়া হ্রদের জল হইতে উত্থিত হইয়া তীরে ছুটিয়া বেড়ান এবং তাহারা ধন্য যাহারা তাঁহাকে তখন দেখিতে পায় এবং তাঁহার সঙ্গে যে কলতান হয় সেই কলতান শুনিতে পায়! এই গল্প অবিশ্বাস করিবার নয় কারণ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব অবধি ও'ডনহিউএর ঘোড়া দুর্গের

অনতিদূরে হ্রদের জল হইতে মাথা উঁচু করিয়া আছে সকলেই দেখিতে পাইত এবং পরে যখন এক ঝড়ে তাহা জলে মগ্ন হয় তখন হইতে মাঝিরা আর একটি শিলাখণ্ড দেখায় যেটি দূর হইতে দেখিতে ঘোড়ার মত। ইহা ভিন্ন ও'ডনহিউএর টেবিল, কারাগার, কবুতর গৃহ, গ্রন্থাগার দ্বীপাকারে এখন পর্য্যন্ত এই হ্রদে বর্ত্তমান এবং নৌকার মাঝিরা হ্রদের উপর নৌকা লইয়া যাইতে যাইতে সেগুলি দেখায় ও তাহাদের গল্প বলে।

রস দুর্গ হইতে হ্রদটি এত সুন্দর দেখাইল যে নৌকা করিয়া হ্রদে একটু ঘুরিয়া আসিবার আমাদের বড় ইচ্ছা হইল। সেই হেতু দুর্গের ঘাটে এক নৌকা ভাড়া করিয়া ইনিসফলেন দ্বীপের দিকে যাইলাম। আমাদের নৌকার মাঝি এক বালক মাত্র, বয়স তাহার ১৪ বা ১৫ বৎসর হইবে—তাহার সহিত নৌকায় যাইতে প্রথমে একটু ভয় হইল। কিন্তু অল্পদূর মাত্র যাইয়া দেখিলাম যে ছেলেটি খুব চালাক এবং আমাদের চারিদিকে বেশ ঘুরাইয়া আনিল। ইনিস্‌ফলেন যাইবার পথে কতকগুলি দ্বীপ অতিক্রম করিলাম তাহাদের মধ্যে ও'ডনহিউএর গ্রন্থাগার একটি। এই দ্বীপের নাম "লাইব্রেরী" দ্বীপ কারণ এখানে যে ও'ডনহিউএর পুস্তাকাগার ছিল তাহা নয়, এই দ্বীপের জলের ধারের পাথরগুলির আকার পুস্তকের মত দেখায় বলিয়া দ্বীপটি এই নামে আখ্যাত। ইনিসফলেন দ্বীপ বড় সুন্দর। মেকলে ইহাকে কিলার্ণির রত্ন বলিয়াছেন; তিনি আরও বলিয়াছেন ইহা স্বর্গের ছায়া নয়, ইহাতে স্বর্গের স্পর্শ পাওয়া যায়। সে কথা সত্য হউক বা না হউক, ইহা লফ লীন হ্রদের সকল দ্বীপের সেরা এবং সকল দ্বীপ অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে Tom Mooreএর কবিতা মনে পড়ে :—

"Sweet Innisfallen, fare thee well,  
May calm and sunshine long be thine,  
How fair thou art, let others tell,  
To feel how fair, yet still be mine."

"Sweet Innisfallen, long shall dwell  
In memory's dream that sunny smile,  
Which o'er thee on that evening fell  
When first I saw thy fairy isle."

কবি টম মুরের ন্যায় আমিও সুন্দরী ইনিসফলেনের শান্ত ভাব, সূর্য্যকিরণ বিধৌত রূপ এবং মধুর হাস্য দেখিলাম এবং কবির মত না হইলেও কিছু মাত্রায় অনুভব করিলাম কেন কবি বলিয়াছেন "How fair thou art".—"কি সুন্দর তব তনুর ভনিমা"! সত্যই সেই বসন্তকালের বেলা দ্বিপ্রহরে সেই ছোট নৌকায় করিয়া লফ লীনের শীতল সবুজ জলের উপর দিয়া, দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া, স্নিগ্ধ রৌদ্র-কিরণ-ধৌত ইনিসফলেনের অপ্সরা দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা, তথায় অবতরণ ও বিচরণ কখনও যে ভুলিতে পারিব মনে হয় না। নীল আকাশ ও তাহার গায়ে শাদা ছোট ছোট মেঘগুলি, হ্রদের চারিদিকে বেগুনে পর্ব্বত ও তাহাদের শিখরে ভগ্নাবশিষ্ঠ পুরাকালের স্মৃতিচিহ্নগুলি, হরিৎবর্ণ বন উপবন সমাচ্ছন্ন ছোট বড় দ্বীপগুলি, হ্রদের স্বচ্ছ সবুজ জল ও তাহার উপর ঢেউগুলি, একদিকে আইবী লতা আবৃত অজেয় পুরাতন দুর্গ বক্ষে ধারণ করিয়া রসদ্বীপ অপর দিকে ভগ্নদেবালয় বক্ষে ধারণ করিয়া ইনিসফলেন পরিদ্বীপ, এ দৃশ্য যে একবার মাত্র দেখিয়াছে সে তাহার জীবনকে কৃতার্থ চরিতার্থ মনে করিবে, এ জীবনে সে কখন এদৃশ্য ভুলিতে পারিবে বলিয়া ত মনে হয় না।

সত্যই এই দ্বীপটি হ্রদগুলির রাণী আখ্যায় সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। ইহার উপবনগুলিতে গাছপালা এতই প্রচুর যে প্রায় সেগুলি দুর্ভেদ্য বলিলে চলে। ইহার মধ্যে ছোট ছোট তৃণমণ্ডিত বনবীথিকাও আছে, আবার কিছুদূরে বেগুনী পর্ব্বতশিখরগুলি গভীর বনমধ্যে সগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহার "গ্রেট হলি" বৃক্ষটি ইয়োরোপের মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক স্থলে এশ, হলি, হথর্ণ ও আইবী চারিটি বৃক্ষ মিলিয়া একটি বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে। ইহা ভগ্ন এবে ঘাটের নিকট এবং এক সময় এই এবে যে এক বৃহৎ অট্টালিকা ছিল তাহা ইহার ভগ্নাবস্থাতেও বুঝা যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কুষ্টক সেণ্ট ফিনিয়ান এই এবে নির্ম্মাণ করেন এবং পরে সেণ্ট অগাষ্টিন দলভুক্ত সন্ন্যাসীরা এখানে বাস করিতেন। আয়ারল্যাণ্ডের আদিকালের ইতিহাস, এনালস অব ইনিসফলেন (Annals of Innisfallen), এই এবেতে রচিত হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা, খৃষ্টীয় প্রায় ১২১৫ সাল হইতে ১৩২০ সাল অবধি যদিও তাহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতপ্রবর মেলসোক্যান ও'ক্যারল (Mailsochan o'Carroll) ইহা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই এবের ভগ্ন দেওয়াল, কতিপয় কবরের পাথর এবং বেদী মাত্র এখন দেখা

যায়। অরেটরী বা লিটিল চার্চ্চ এবে অপেক্ষা এইটি প্রাচীন এবং হিবার্নো রোমানেস্ক স্থাপত্য রীতির ইহা একটি দৃষ্টান্ত।

ইনিসফলেন দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আমরা রস দুর্গের বাগানে যাইয়া চা পান করিয়া হোটেলে ফিরি। যাহাদের চায়ের দোকান তাহাদের মেয়েরা আমাদের অনেক আপ্যায়িত করিল এবং তাহাদের কে কবে আমাদের দেশে গিয়াছিল তাহার গল্প করিল।

তৃতীয় দিন আমরা ঈগলস্‌নেষ্ট পাহাড়ের পাশ দিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া ডেরি কুনিহি যাইয়া আপার হ্রদের দৃশ্য ভাল করিয়া দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম। এই পথে তিনটি হ্রদের দৃশ্য দেখা যাইলেও আপার হ্রদের দৃশ্যটি ভাল করিয়া দেখা যায়। রাস্তা হ্রদগুলির পূর্ব্বদিক দিয়া যায় এবং যাহারা গ্যাপ অব ডনলো (Gap of Dunloe) দিয়া হ্রদগুলির পশ্চিম দিক দিয়া হ্রদের দৃশ্য না দেখিতে পারে তাহারা এই পথ দিয়া যাইয়া দেখে। আমরা গ্যাপ অব ডনলো পথে যাইতে পারি নাই, কারণ সে পথে যাইতে হইলে পাহাড়ের উপর দিয়া চারি মাইল যাইতে হয়—হাঁটিতে হয়, না হয় অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে হয়। এই দুইই আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আমরা সুড়ঙ্গ দিয়া ডেরি কুনিহি (Derry Cunnihy) যাইলাম। পথে খানিকটা প্রথম দিনের রাস্তা পড়ে। কিলার্ণি শহর হইতে বাহির হইয়া সুন্দর ফ্লেস্ক নদীর সেতু পার হইয়া মাঝে মাঝে লফ লীনের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা মাক্রস গ্রামে পৌঁছিলাম। পরে টর্ক জলপ্রপাত অতিক্রম করিয়া অরণ্যের ভিতর দিয়া গিয়া মিড্‌ল হ্রদের তীরে পৌঁছিলাম। রাস্তার এই অংশ হইতে মিড্‌ল হ্রদের দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়। আবার কিছু দুর অগ্রসর হইয়া আমরা লংরেঞ্জের তীরে উপস্থিত হই এবং ইহার পার্শ্ব দিয়া কিছুদুর যাইবার পর এক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি। এই সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার পর গাড়ী হইতে নামিয়া সেই সুড়ঙ্গের উপরিস্থিত পাহাড়ে উঠি। সেখান হইতে আপার হ্রদের একটি অতি সুন্দর দৃশ্য দেখি। আপার হ্রদ আড়াই মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া এবং যদিও তিনটি হ্রদের মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ইহার দৃশ্য যে সর্ব্বাপেক্ষা বন্য ও পার্ব্বত্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেকের মতে এই তিনটির মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হ্রদ কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি লফ লীন বা লোয়ার হ্রদই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিয়াছিল। এই সুড়ঙ্গের উপর হইতে হ্রদের অপর পারে গ্যাপ অব ডনলো হইতে হ্রদের ঘাটে আসিবার পথ দেখা যায় এবং

"পার্পল মাউণ্টেন্সের" (Purple Mountains) গায়ে দুই একটি ক্ষুদ্র নদী রূপার পাতের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে তাহাও দেখা যায়।

এই সুড়ঙ্গ হইতে ডেরি কুনিহি প্রায় এক মাইল দূরে। এখানে পৌঁছাইতে শেষে এক খাড়াই রাস্তা নামিতে হয়। এখানে নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক পরিষ্কৃত স্থানে একটি কুটীর আছে। রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৬১ সালে এই স্থান পরিদর্শন করিবেন বলিয়া লর্ড কেনমেয়ার এই কুটীর নির্ম্মাণ করেন। কুটীরটি এখন ভগ্নাবস্থায় আছে তবে যখন ভাল অবস্থায় ছিল তখন ইহার বসিবার ঘরের দেওয়ালে যে এক বড় আয়না ছিল তাহার ভিতর সমীপস্থ জলপ্রপাতের সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িত। এই জলপ্রপাত অরণ্যের ভিতর এবং ইহা দেখিতে যাইবার জন্য আমাদিগকে বনের ভিতর দিয়া কিছুদূর পাহাড়ে উঠিতে হইয়াছিল। উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে সকল শ্রম সার্থক বোধ হইল। কিলার্ণির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যরাজি-সমন্বিত ও গভীর বনাচ্ছাদিত এই নির্ঝরিণী এক অতীব সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই নির্ঝরিণী একটি গহ্বরের মধ্যে পতিত হইয়া পর্ব্বত কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া ছোট ছোট নদীর আকারে প্রবল বেগে নিম্নস্থ পর্ব্বতের উপর পড়িতেছে।

**বনরক্ষী ও তাহার পরিবার :**—এই স্থলে এই বনের তত্ত্বাবধায়কের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল এবং সে আমাদিগকে চা পানের জন্য তাহার ঘরে লইয়া যাইল। তাহার সঙ্গে তাহার এক শিশু কন্যা ও এক কুকুর ছিল। কন্যার পায়ে জুতা ছিল না, পোষাক অতি সামান্য এবং সে ও তাহার কুকুর যেন ভাই বোন, এইরূপ দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব দেখিলাম। তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ঘরে যাইয়া বসিলাম। বাড়ীটি ছোট, তাহাতে তিন চারিটি মাত্র ঘর আছে, একটি বসিবার ঘর, একটি শুইবার ঘর, একটি ভাণ্ডার ও গুদাম ঘর। আমরা ভাঁড়ার ঘর দিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঐ বসিবার ঘরটিতেই খাওয়া হয় এবং তথায় রান্নাও হয়। মেঝে কাঠের, তাহার উপর কার্পেট নাই, তবে জানালায় অতি পুরাতন অপরিষ্কার পর্দ্দা আছে। এই ঘরে একটি পুরাতন টেবিল, তিনটি কাঠের চেয়ার এবং দেওয়ালের ধারে একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় সোফা আছে। এই ঘরে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড আছে

এবং তাহাতে রান্না হয় বুঝিলাম। সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর রাঁধিবার কতকগুলি বাসন হুক হইতে ঝুলিতেছে এবং অগ্নিস্থলের নিকট ছাদ হইতে ছাতা ধরা শূকরের মাংস ঝুলিতেছে। বাড়ীর বাহিরে একটি গরু, কতিপয় মুরগী ও কতকগুলি ছাগল, ভেড়া ও শূকর আছে দেখিলাম। এই বাড়ীর দুই মাইলের মধ্যে আর কোনও বসবাস নাই, বাজার হাট প্রায় তিন মাইল দূরে, রাস্তা দিয়া দুই মাইল দূরে যে বাস গাড়ী যাতায়াত করে তাহার দ্বারাই বাজার হাট হয় এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে অন্ততঃ দুই মাইল যাইতে হয়! বনরক্ষকের স্ত্রী ও দুইটি শিশু কন্যা আছে। স্ত্রীর বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে এবং সে-ই ঘরের সকল কাজ কর্ম্ম করে। স্ত্রীর সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইল, কি রকম করিয়া তাহারা এই নির্জ্জন স্থানে থাকে এবং কি রকম করিয়া তাহাদের ঘর-কন্না চলে। অগ্নিস্থলের উপর যে ছাতাধরা শূকরের মাংস পুরাতন চামড়ার মত ঝুলিতেছিল তাহার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল ছয় মাস পূর্ব্বে ঘরের এক শূকর মারিয়া তাহার মাংস জরাইয়া তাহাই ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। "এতদিন পূর্ব্বের মারা জন্তুর মাংস তোমরা খাও, সে মাংস খারাপ হইয়া যায় না" জিজ্ঞাসা করাতে সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কেন, বেশ'ত থাকে, খারাপ হইবে কেন, আরও যদি তিন চারি মাস রাখিতে পারা যায় মাংস আরও সুস্বাদু হইবে"! তাহার পর আমাদের দেশে আচার প্রস্তুত কার্য্যে সিদ্ধহস্তা গৃহিণী যেমন কিরূপে আচার তৈয়ারী করিতে হয় অনভিজ্ঞ অপ্রাপ্তবয়স্কা বৌ ঝিকে বলিয়া দেন এই বনরক্ষকের গৃহিণীও সেইরূপ আমায় কি প্রকারে শূকর মারিয়া, তাহার মাংস শুদ্ধ (cure) করিতে হয়, সেকথা অতি আগ্রহের সহিত সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল!! কি সে মনে করিল কে জানে? হয়ত ভাবিল যে তাহার নিকট হইতে এই কার্য্যকরী বিদ্যা শিখিয়া আমি আমার পরিবারের পাঁচ জনকে শূকর খাওয়াইয়া অনেক সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ লাভ করিব!!! রাম, রাম! সে ত জানিত না যে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার উনুনের উপর হইতে ছাতা ধরা পচা এই শূকরের মাংস ঝুলিতেছে দেখিবামাত্র আমার স্মেলিং সল্টের আবশ্যক হইয়াছিল। মেয়েটি বলিল যে ঘরের গরুর দুধ, মাখন, ঘরের মুর্গীর ডিম, শূকর, মেষ ও মুর্গীর মাংস এই খাদ্যই তাহাদের সাধারণতঃ যথেষ্ট হয়। ময়দা, আলু, চিনি, চা প্রভৃতি দ্রব্য প্রতি সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহে একবার

করিয়া তিন মাইল দূর বাসের রাস্তা হইতে তাহার স্বামী লইয়া আসে। রুটী তাহারা বাড়ীতে তৈয়ারী করে এবং কি প্রকারে করে তাহা মেয়েটি আমায় দেখাইল। সে ঘরের তৈয়ারী রুটী, মাখন, কেক দিয়া আমাদের চা দিল এবং যদিও চা ভাল নয় অন্যান্য খাদ্যগুলি বেশ ছিল। এইরূপে নিরালয়ে দুইটি শিশু সন্তান লইয়া তাহারা কিরূপে থাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না। এক সময়ে তাহারা দুইজনেই আমেরিকাতে ছিল, সেই দেশেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের এক ছবি—বর মর্নিং কোট পরা, টপ হ্যাট পরা, কোটে বাটান হোল পরা; কণের মাথায় ভেল দেওয়া—ঘরের দেওয়ালে ঝুলিতেছে দেখিলাম। এই অপরিষ্কার পুরাতন বস্ত্র পরিধানকারীরা যে এই ছবির দম্পতি তাহা চিনিতে কিছু বিলম্ব হইল। এই গরীব আয়ারিশ পরিবারের সহিত আলাপ হইয়া তাহাদের ঘরকন্না দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল এবং এ দেশে গরীবরা কিরূপে থাকে তাহাও দেখিলাম। তবে ইহারা গরীব হইলেও ইহাদের অনটন বিশেষ নাই, এদেশে ইহাদের অপেক্ষা আরো অধিক গরীব প্রচুর লোক আছে এবং তাহাদের দারিদ্র্যের কথা ভারতবর্ষীয় ডাক্তারী ছাত্রদিগের নিকট অনেক গল্প শুনিয়াছি। এমন অনেক পরিবার আছে যাহারা নাকি মাত্র একটি ঘরে সাত আট বা ততোধিক সন্তান লইয়া অতি কষ্টে বাস করে। এমন অনেক ঘরে ডাক্তারী ছাত্রদের যাইতে হইয়াছে, যেখানে সিঁড়িটি ভাঙ্গা, মেজেতে কার্পেট নাই, শীতকালেও অগ্নিস্থলে আগুন নাই, জানলায় কাচের বদলে কাগজ মারা, ঘরে এক কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে, ছেলে মেয়েরা মেজেতে শুইয়া আছে এবং ঘরের এক কোনে প্রসূতি এক ভাঙ্গা খাটে শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে!

**কিলার্ণি শহর :**—শেষ দিন আমরা কিলার্ণি শহর দেখি। এ শহরে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। শহরটি ছোট এবং অপরিষ্কার তবে শহরের বাহিরে আশে পাশে যে দিকেই যাই সেই দিকই সুন্দর, সেই দিক হইতেই সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। নগরের উত্তর দিকে এক উচ্চ প্রশস্ত জমির উপর এক পাগলদের হাঁসপাতাল আছে। সেখান হইতে চারিদিকে যে কি দৃশ্য দেখা যায় তাহা বলিতে পারি না। আশা করি প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা, এই শান্ত রূপ, এই মোহিনী মূর্ত্তি এই হতভাগ্যদিগের বিকৃত

মস্তিষ্কের উপর এক হিতকর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের উদ্বেলিত মনে শান্তি আনিয়া দেয়।

কিলার্ণি শহরে আর একটি জিনিস দেখিবার আছে—সেটি এখানকার মহামন্দির। বোধ হয় আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে ইহা সুন্দরতম ক্যাথলিক চার্চ্চ। পিউগিনের নক্‌সা অনুরূপ প্রাচীন ইংলিশ রীতিতে চুনাপাথর দিয়া ইহানির্ম্মিত। আমরা একদিন তথায় যাইয়া ভজন, পূজন দেখিয়া শুনিয়া আসি। বড় সুন্দর লাগিল এবং ইহার অর্গানের বাদ্য বড় মধুর ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ মনে হইল।

**আয়ারিশ রসিকতা:**—কিলার্ণি হ্রদ দেখিবার জন্য প্রদর্শকের আবশ্যক হয় না, কারণ জণ্টিংকার চালকেরা এবং নৌকার মাঝিরাই উৎকৃষ্ট প্রদর্শক। গাড়ী বা নৌকা চালাইবার সময় তাহারা অনেক রকম গল্প বলে এবং তাহাদের স্থানীয় গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত, তবে তাহাদের কথায় ভীষণ আয়ারিশ টান থাকাতে অনেক সময় তাহাদের কথা বোঝা শক্ত হয়। তাহাদের গল্প সব যে সত্য তাহা বিশ্বাস না করাই ভাল, তবে সে গল্পগুলি খুবই সুন্দর, মধ্যে মধ্যে তাহাতে হাস্যরসেরও বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। আমাদের জণ্টিংকার চালক একটি মজার গল্প বলিয়াছিল। পরে শুনিলাম অন্য চালকেরাও সেটি তাহাদের নিজ সোয়ারিদের বলিয়া থাকে। গল্পটি এই : একবার একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী কিলার্ণি হ্রদ দেখিতে আসে এবং তাহার জণ্টিংকার চালক তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখাইবার সময় তাহাদের নাম কি তাহা বলে। একটি পাহাড় দেখাইয়া চালক বলিল এ পাহাড়ের উপর যে নিম্নস্থান দেখিতেছেন তাহার নাম শয়তানের খলীন (Devil's bit)। কিছুদূর যাইয়া চালক আর এক স্থল দেখাইয়া বলিল এ স্থানের নাম শয়তানের মদ্যপাত্র (Devil's Punch Bowl)। আবার কিছুদূর যাইয়া আর এক স্থল নির্দ্দেশ করিয়া চালক বলিল ইহার নাম শয়তানের মই সিঁড়ি (Devil's Ladder). এইরূপ শয়তানের নাম বারংবার শুনিয়া ইংরাজ দর্শক আর মৌন থাকিতে না পারিয়া বলেন, "প্যাডি ( আয়াল্যাণ্ডবাসী ), দেখিতেছি তোমাদের দেশে শয়তানের আধিপত্য বড় বেশী, আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিকাংশ ভাগের মালিক তিনিই দেখিতেছি"। চালক উত্তর করিল, "আজ্ঞা, হাঁ, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য—তিনি এই স্থানের জমিদার বটে কিন্তু তিনি ত এখানে থাকেন না, তিনি ইংল্যাণ্ডেই বসবাস করেন (He is an absentee land-

lord and he lives in England)। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিষয় আরও একটি হাসির গল্প শুনি, সেটিও নূতন নয়। একজন আমেরিকানের সহিত এক আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীর সহিত আলাপ হয় এবং কথা প্রসঙ্গে দুইজনেই নিজ নিজ দেশের গর্ব্ব করিতে থাকে। ক্রমশঃ তাহাদের গর্ব্বের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। আমেরিকান বলিল "প্যাডি, আমাদের আঁমেড়িকাঁতে ট্রেণ কত দ্রুত গতিতে যায় তাহার কি তোমার কোন ধারণা আছে? তুমি যদি যে কোন আঁমেড়িকাঁন ট্রেণে চড় এবং গাড়ীর জানলা হইতে দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে রেললাইনের ধারে টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি একত্র হইয়া ঠিক এক গোছ দাঁতখোঁটা খড়কে কাটির (tooth pick) মত দেখাইতেছে!" ইয়ান্‌কির এই গর্ব্বে প্যাডি হটিবার ছেলে নয়। সে বলিল "এ'ত ভারি কথা বলিলে, তুমি। যদি তুমি আয়ারিশ ট্রেণে চড় তাহা হইলে দেখিবে রেলের ধারে যত আলু, গাজর, কপি, শালগমের ক্ষেত আছে আর দূরে যে সব মেষ চরিতেছে, সেগুলি সব মিশাইয়া গিয়া যেন এক প্লেট আয়ারিশ ষ্টু হইয়া গিয়াছে!! ইয়ান্‌কি তখন হার মানিল।*

**মধ্য ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া:—**কিলার্নিতে আমাদের আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণ শেষ হইল এবং এইখান হইতে ৩০শে এপ্রেল তারিখে (১৯৩৫) আমরা সোজা ডাব্লিনে ফিরিয়া যাইয়া পরদিন সকালে ইংল্যাণ্ডের জন্য রওনা হইলাম এবং সেইদিন বিকালেই লণ্ডনে পৌঁছিলাম।

* আয়ারিশদিগকে পরিহাস করিয়া আর একটি যে গল্প শুনিয়াছি তাহাও এইখানে বলি। একজন আয়ারিশম্যান একদিন তাহার এক ইংরাজ বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রির আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হয়। ভোজনের সময় প্যাডি একটু অতিরিক্ত পরিমানে মদ্য পান করে। ভোজনের পর যখন সে বন্ধুর বাটী হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বার খোলে তখন সে আকাশ রাস্তা সবই অন্ধকার দেখে। তখন সে এক লণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বন্ধুর ঘরে আবার প্রবেশ করিয়া তথা হইতে নিজ গৃহে ফিরিয়া যায়। পরদিন সকালে শয্যা ত্যাগ করিবামাত্র প্যাডি তাহার বন্ধুর নিকট হইতে এক চিঠি পায়। উহাতে বন্ধু লিখিয়াছিলেন "প্যাডি, তুমি কাল রাত্রিতে বাড়ী ফিরিবার সময় আমার হল হইতে কেনারী পক্ষীর যে খাঁচাটি লইয়া গিয়াছিলে সেইটি অনুগ্রহ করিয়া ফিরাইয়া দিবে। তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছিলে যে পাখি দুইটি রাস্তায় তোমায় গান শুনাইতে শুনাইতে গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে!"

কিলার্নি হইতে ডাব্লিনে রেলে করিয়া ম্যাল্লো দিয়া এবং তথা হইতে দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যদিয়া পূর্ব্বের পথে ডাব্লিন পৌছিলাম। এক মাসের বসন্ত সঙ্গমে আয়ার্ল্যাণ্ডের পল্লীদৃশ্য অধিকতর সুন্দর দেখাইল। রেলের ধারে প্রতি ক্ষেতের ফার্জের (furze) বেড়াগুলি থোলো থোলো হরিদ্রাবর্ণের ফুলে ভরা, অনেক ক্ষেতে সাদা সাদা ডেজী (daisy) ও হরিদ্রাবর্ণের ড্যাণ্ডীলিয়ন (dandi-lion) ফুটিয়া আছে, সর্ব্বত্রই সবুজ ঘাস ও মাঠে গরু, মেষ ও ঘোড়া চরিতেছে। সব দেখিতে বড়ই সুন্দর লাগিল। তথাপি ইতিপূর্ব্বে ও এই দিনে আয়ার্ল্যাণ্ডের মাঠ ঘাঠ যাহা দেখিলাম এবং ইতিপূর্ব্বে ও ইহার পরদিন হোলিহেড হইতে লণ্ডন পথে ইংল্যাণ্ডের যে সমুদয় পল্লীদৃশ্য দেখিলাম তাহাতে দুই দেশের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিলাম। ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রাম অতি পরিষ্কার অতি পরিপাটি, যেখানে যাহা আছে তাহা সবই অর্থব্যয়ে শ্রমদ্বারা অর্জ্জন করা হইয়াছে, ও সেগুলি যত্নসহকারে রাখা হইয়াছে। আর আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই অনেকটা পল্লীর সৌন্দর্য্য, ইংল্যাণ্ডের তুলনায় লোকেরা শ্রম করিয়া যত্ন করিয়া বিশেষ কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আয়ার্ল্যাণ্ডের রেলের পাশে কাঠের বা তারের যে বেড়াগুলি আছে তাহাদের একটিকেও বোধ হয় সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম না, সব হেলিয়া আছে। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু সেরূপ নয়, সেগুলির প্রতি যে যত্ন লওয়া হয় তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্ষেতের মধ্যে, গ্রামের মধ্যে অনেক স্থানে আবর্জ্জনা দেখা যায়, কোথাও কোথাও ময়লা জলের ডোবা দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের ক্ষেতগুলি, গ্রামগুলি, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রায় সকল ক্ষেতই বেড়া দ্বারা বেষ্টিত, আর যেখানে নালা ডোবা আছে সেগুলি সবই আবশ্যক বলিয়া রাখা হইয়াছে এবং যতদূর সম্ভব পরিষ্কারও রাখা হইয়াছে। ফ্রান্সের পল্লীদৃশ্য এই সব বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের মত—আয়ার্ল্যাণ্ডের মত নয়। ইংল্যাণ্ডের ক্ষেতে যে গরু ঘোড়া চরিতেছে দেখা যায় সেগুলি যত্নপুষ্ট ও বলিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের গরু ঘোড়া উত্তম জাতীয় হইলেও ঠিক তেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখায় না, তাহাদের গাত্র পরিস্কৃত নয়। আর পল্লীগ্রামের ঘরবাড়ী দেখিলে, গোলাবাড়ী দেখিলে, আসবাব পত্র অথবা চাষবাসের যন্ত্রপাতি দেখিলে, আয়ারিশরা যে ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক গরীব তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। আয়ার্ল্যাণ্ডের পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে, ইংল্যাণ্ডের পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যত

আছেই তাহার উপর মানুষের পরিশ্রম, যত্ন, চিন্তালব্ধ একটি শ্রী আছে সেটি আয়ার্ল্যাণ্ডে নাই।

**আয়ারিশ বগ ও টার্ফঃ**—আয়ার্ল্যাণ্ডের বিষয় একটি কথা ভুলিয়া যাইলে চলিবে না, ইহা আয়ার্ল্যাণ্ডের বগ ও টার্ফ (bog ও turf), জলা জমি ও তৃণাচ্ছাদিত জমি। ভারতে যখন একবার এক ইংরাজের মুখে কোন এক আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীকে "টিপ্যারারী বগ ট্রটার" ( Tipperrary bog trotter ) নামে অভিহিত করিতে শুনি তখন আমি ইহার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারি নাই - যদিও ইহা যে বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য বাক্য, অবজ্ঞাসূচক, তাহা বুঝিতে দেরী হয় নাই। আয়ার্ল্যাণ্ডে আসিয়া দেখিলাম যে বগ আয়ার্ল্যাণ্ডের এক বিশিষ্ট সম্পত্তি। এগুলি পোড়ো জোলো মাঠ অনেক দূর অবধি বিস্তৃত এবং অধিকাংশই অধিবাসী শূন্য। ইহার মধ্য দিয়া গ্রামে যাইবার সরু সরু পথ আছে বটে এবং মাঝে মাঝে ইহার উপর বা সমীপে দুই একখানি কুটীর দেখা যায় সত্য তবে সাধারণতঃ এগুলির উপর চাষবাস নাই এবং এগুলি লোকালয় হইতে দূরে। বৃষ্টির জলে যখন এই মাঠ সিক্ত হয় তখন কর্দ্দমাক্ত ত হয়ই, ইহা স্থানে স্থানে এত নরম হয় যে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু ডুবিয়া যায়। তবে এ মাঠ যে লোকের কাজে আসে না তাহা নয়। আদিমকালে এই মাঠগুলিতে বন ছিল, পরে বনের উদ্ভিদ মাটিতে পচিয়া টার্ফে পরিণত হইয়াছে। টার্ফ দেখিতে মাটির চাবড়ার মত তবে ইহাতে অনেক কাঠের কুঁচি, শিকড় ও ঘাস মিশ্রিত থাকে। লোকে এই টার্ফ কাটিয়া গৃহে লইয়া যাইয়া কয়লা বা কাঠের বদলে জ্বালায়, এমনকি এই টার্ফ যদি যত্ন-সহকারে শুষ্ক করা যায় তাহা হইলে বাতির পরিবর্ত্তে ঘরে আলো দিবার জন্যও উহাকে ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ এদেশে পল্লীগ্রামে কয়লা ব্যবহার হয় না, উত্তাপের জন্য, রন্ধনের জন্য এই টার্ফই ব্যবহৃত হয়। মাঠ হইতে মাটি কাটিয়া ঘরে লইয়া যাইয়া উহা কয়লার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা আমাদিগের চক্ষে বড় নূতন লাগিল এবং পল্লীগ্রামের রাস্তা দিয়া ঘোড়ার বা গাধার গাড়ী বোঝাই করিয়া ছোট ছোট মেয়েরা বা বৃদ্ধারা টার্ফ লইয়া যাইতেছে এদৃশ্য আয়ার্ল্যাণ্ডে অনেক প্রদেশে প্রায়ই দেখা যায়। এমনকি রেলের দুই ধারে টার্ফ কাটা জমি পড়িয়া আছে বা তথা হইতে টার্ফ কাটিয়া লইয়া যাইতেছে প্রায় দেখা যায়। এই টার্ফ জমির উপর হইতে সাধারণতঃ

ছয় হইতে বার ফীট নিম্ন পর্য্যন্ত থাকে এবং তাহার নীচে শক্ত মাটি বা পাথর পাওয়া যায়। বগে অনেক সময় ওক প্রভৃতি গাছের গুঁড়িও পাওয়া যায় এবং সেইগুলিও লোকে পোড়ায় বা উহাদের দ্বারা নানাবিধ খেলনা দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

**আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা**:—আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দেখিলাম অনেকে জিজ্ঞাসা করিল। আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডে রাজনৈতিক অবস্থা অনুশীলন করিতে তথায় যাই নাই তবে জানিতাম যে তথায় অনুধাবনযোগ্য এক বড় পরীক্ষা চলিতেছে এবং সেখানে যখন আড়াই মাস ছিলাম তখন চক্ষুকর্ণ যে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া থাকি নাই তাহা লোকের জানা উচিত। যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে মনে হয় যে আট শত বৎসর বিদেশী শাসনের এবং চৌদ্দ বৎসর জাতীয় শাসনের ফলে এখন পর্য্যন্ত আয়ারিশরা বড় সুখী বোধ করিতেছে না, তাহারা কি চায় এবং তাহাদের ক্ষমতায় কি করা সাধ্য তাহা তাহারা এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। ইহা অস্বাভাবিক নয়। এতদিন, আট শত বৎসর, কঠোর পরতন্ত্রের অধীনে বাস করিয়া এখন ১৪ বৎসর মাত্র স্বাধীনতা পাইয়া তাহারা যে এত শীঘ্র সব ঠিক মত চালাইতে পারিবে ইহা আশা করা যায় না। প্রথম কয়েক বৎসর তাহারা অনেক ভুল করিবে ইহাই স্বাভাবিক এবং অনেক ভুলও তাহারা করিতেছে। এদেশে কতগুলি যে দল আছে তাহা গণনা করিয়া বলা শক্ত এবং প্রত্যেক দলের যে কি আদর্শ বা করণীয়, কি programme বা কি platform, তাহাও ঠিক বলা যায় না। মোটামুটি এইমাত্র বলা যায় এ দেশে এক দল আছে তাহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে চায় না, তাহারা ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিতর থাকিতে চায় না, তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডকে এক স্বতন্ত্র গণতন্ত্র করিয়া গড়িতে চায়। এ দেশে আর এক দল আছে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডের ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস হইলেই সন্তুষ্ট। আরও এক দল এদেশে আছে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডে ঠিক স্বতন্ত্র গণতন্ত্র চায় না, অন্ততঃ চায় বলিয়া প্রকাশ্যে বলিতে চায় না, কিন্তু ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাসও চায় না, এবং ইংলণ্ডের সহিত যত কম পারে সংস্রব রাখিতে চায়। এই তিন ভিন্ন আর কোন দল যে নাই তাহা নয়, কারণ এখনও এমন অনেক লোক দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে আছে যাহারা আবার ইংরাজ-শাসন ফিরিয়া

আসিলে সন্তুষ্ট হইবে। চরমপন্থীদের কথা ভিন্ন কোন লোক যে কোন্ দলভুক্ত তাহা অনেক সময়ে বলা কঠিন।

এদেশের রাজনৈতিক আলোচনা করা বিদেশীর পক্ষে বিপদজনক। আয়ারিশরা যে বিদেশীর সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিতে নারাজ তাহা নয় বরং দেখিলাম অন্ততঃ ভারতবাসীদিগের সহিত তাহারা এই বিষয়ে চর্চ্চা করিতে বিশেষ উৎসুক। এমন কি, কোন কোন সময় আমরা চর্চ্চা করিতে তৎপর নয় দেখিয়া তাহারা কেহ কেহ বরং কিছু বিরক্ত হইত। আর আমাদের দেশের রাজনীতিতেও তাহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম। এটি আমরা অনেক সময় পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিতাম কারণ আমাদের দেশের রাজনীতির বিষয় তাহাদের সহিত চর্চ্চা করিয়া কোন লাভ নাই, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের দেশের বিষয় কিছু জানা, আমাদের দেশের বিষয় কিছু প্রচার করা নয়। তবে গান্ধীজী ও ভি, জে প্যাটেলের নাম এদেশে অনেকেই শুনিয়াছেন এবং ভি, জে প্যাটেল যে এদেশে কিছুদিন ছিলেন এবং তিনি যে ডি ভ্যালিয়েরার বন্ধু তাহা অনেকেই জানে। ডাব্লিন হইতে ত্রিশ মাইল দূরে রাস্তার ধারে বসিয়া এক খোঁড়া চাষাও আমাদের এই কথা জানাইল। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে এদেশে দুইটি প্রধান দল আছে—একটি যাহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে না হইলেও বিপক্ষে নয়; অপরটি তাহাদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। প্রথমোক্ত দলের যাহারা গোঁড়া তাহাদের মতে ইংল্যাণ্ডের সহিত ১৯২১ সালের সন্ধির পরি এই ১৩ বৎসর আয়ার্ল্যাণ্ড অধঃপাতে গিয়াছে; দেশের বাণিজ্য ব্যবসা অনেক গিয়াছে এবং প্রতিদিন হ্রাস পাইতেছে, চাষাদের অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয়, দেশটা শীঘ্রই দেউলে হইবে, এবং যাহাদের হাতে এখন শাসনভার ন্যস্ত—অর্থাৎ ডি ভ্যালিয়েরার দল—তাহারা চোর নয়, ঠক নয়, সত্য কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ অযোগ্য ও বিপথগামী। অন্য দলের গোঁড়ারা বলেন যে এই আট শত বৎসরের কু-শাসনের পর এই কয়েক বৎসর মাত্র আয়ার্ল্যাণ্ডে সৎ, সরল, প্রকৃত জাতীয়শাসন স্থাপিত হইয়াছে, এখন অনেক জিনিসই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, এই আট শত বৎসরের কুশাসনের আবর্জ্জনা অপসারিত করিতে হইবে, ইংল্যাণ্ডের সহিত সকল সম্বন্ধ কাটিয়া না ফেলিলে দেশের আর অন্য গতি নাই। আয়ারিশদিগের সহিত কথা আরম্ভ করিলে কে কোন্ মত লইবে তাহা প্রথমে জানা অসম্ভব এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশে অনেকে

যদি মধ্যপন্থীর মত অবলম্বন করিত তাহা হইলে আপদ থাকিত না, তবে এদেশের সে রেওয়াজ নয়। অন্ততঃ আমাদের সহিত যাহাদের দেখা ও কথা হইল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ইংরাজদিগের বিশেষ পক্ষভুক্ত, না হয় তীব্রভাবে তাহাদের বিপক্ষে, অথচ মধ্যপন্থীদল যে এদেশে নাই তাহা, হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, তবে তাহারা যেমন সর্ব্বত্র এদেশেও সেইরূপ বিপ্লবের সময় অথবা দেশ যখন কোন বিশেষ আন্দোলনে উদ্বেলিত হয় তখন তাহাদের দল ও তাহাদের মতামত কার্য্যকরী হয় না, আর যাহারা চরমপন্থী তাহাদের একদল সফল হয়, সে দল ভালই হোক আর মন্দই হোক। এখন আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংরাজদিগের বিপক্ষদলই বলবান অন্ততঃ অধিক প্রচারিত এবং এই সম্বন্ধে এক মজা দেখিলাম। অনেক দেশে পুলিসের নামে বা গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতে হইলে লোকে অনেক সময় আশে পাশে দেখে নিকটে কোন অপরিচিত লোক আছে বা শুনিতেছে কিনা। আয়ার্ল্যাণ্ডে কিন্তু দেখিলাম ইংরাজদিগের পক্ষে কিছু বলিতে হইলে লোকে আগে চারিদিকে দেখে ইংরাজদিগের সুখ্যাতিবাদ আশে পাশে পাছে কোন অপরিচিত লোক শুনিতে পায়! ইংরাজদের নিন্দা করিতে হইলে এরূপ সাবধান হওয়া এদেশের লোক প্রয়োজন মনে করে না!! এই প্রসঙ্গে এক ঘটনার উল্লেখ করি।

**আয়ারিশ মহিলার বিস্ফোরণ**:—সেণ্ট প্যাট্রিকস ডে'তে (St. Patrick's Day) সভাপতি ডি, ভ্যালিয়েরা ডাব্লিনের রোমানক্যাথলিক মহামন্দিরে যাইয়া পূজায় যোগ দেন এবং তাঁহাকে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতে দেখিবার জন্য রাস্তায় ভিড় হয়। আমরাও সেণ্ট প্যাট্রিকস্ ডে তে এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমায় হটাৎ জাপটাইয়া ধরে। আমি এই অকস্মাৎ আক্রমণে মনে করিলাম হয়ত কেহ বা আমার গায়ের গহণা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিল। তখন মুখ ফিরাইয়া দেখি এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার পশ্চাৎ হইতে আমায় আলিঙ্গন করিয়া আছেন। আমার ভীত মুখ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ও! আপনি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদিগকে কি রকমই না ভালবাসি।" ("oh! you come from India, how I love India and the Indians.") এই

বলিয়া তিনি ইংরাজদিগের বিস্তর নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন এবং আমাদের দেশের লোকেরা যদিও অতি মেধাবী তথাপি তাহারা যে কি ভয়ঙ্কর অপদার্থ এইরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। পথের মাঝে ভিড়ের মধ্যে এরূপ চর্চা আমাদের ভাল লাগিল না। তিনি এটি বুঝিয়া আমার স্বামীর দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "আপনার বোধ হয় এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না, আপনি হয়ত বিদেশী ইংরাজদিগের পক্ষপাতী।" উনি বলিলেন "এ সকল বিষয় তর্ক করিবার এ উপযুক্ত সময়ও নয় স্থানও নয় এবং এ বিষয় দুই এক কথায় নিষ্পত্তি হয় না।" ভদ্র মহিলার এ উত্তর ভাল লাগিল না এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "বলুন, ভারত কবে স্বাধীন হইবে?" উনি ভদ্র-মহিলার মুখ বন্ধ করিবার জন্য বলিলেন "আপনারা ত স্বাধীন হইতে আট শত বৎসর সময় লইয়াছেন তবে এখন বোধ হয় আশাতীত অনেক কিছু পাইয়াছেন। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমরা এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট, উদাসীন নই, অনেক দিক দেখিবার ও অনেক কিছু ভাবিবার আছে, ভারতীয় সমস্যা এস্থলে দাঁড়াইয়া এত সহজে সমাধান করা যায় তাহা মনে করিবেন না"। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "আমরা যে আশাতীত সুখ, সুবিধা, স্বাধীনতা ইংরাজদিগের হাত হইতে পাইয়াছি কে আপনাকে এ কথা বলিল, এ ধারণা আপনার সম্পূর্ণ অমূলক, আপনি জানিবেন যে যাহারা আয়ার্ল্যাণ্ডের হইয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছে তাহারা বিশ্বাসঘাতক, আমরা চাহি না যে আমাদের দেশে একজন মাত্রও ইংরাজ থাকে!" তিনি যখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া এইভাবে বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন ডি ভ্যালিয়েরার শোভাযাত্রা আমাদের নিকট আসিয়া পড়িল, লোকে "হ্যালো ডেব" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিয়া দিল এবং সেই গোলমালে বৃদ্ধার বক্তৃতা বন্ধ হইল এবং শোভাযাত্রা চলিয়া যাইবার পর তিনিও ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। বৃদ্ধার সহিত আমার পূর্ব্বেও কখন দেখা হয় নাই, পরেও আর কখন দেখা হয় নাই এবং পরে অনেকবার নিজকে প্রশ্ন করিয়াছি —এ বৃদ্ধাটি কে!

**১৯২১ সালের সন্ধির পর :**—১৯২১ সালের ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধির ফলে আট শত বৎসর ব্যাপী ইংরাজ শাসন দক্ষিণ ও মধ্য আয়ার্ল্যাণ্ডে শেষ হয় এবং তখন হইতে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় শাসন আরম্ভ হয়। এই সন্ধিতে

ইংল্যাণ্ডের নিকট অধীনতা জ্ঞাপক যে কতিপয় সর্ত্ত ছিল আয়ারিশরা ডি ভ্যালিয়েরার শাসন কালে সেগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইংল্যাণ্ডকে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বৃত্তি দেওয়া, রাজার প্রতি অনুরক্ত হইবার স্বীকারোক্তি, প্রিভি কাউন্সিলে পুনর্বিচার প্রার্থনার অধিকার, আয়ারিশ আইন সভার মতামত নাকচ করিবার জন্য ইংলণ্ডের ক্ষমতা, এমন কি আয়ারিশগণের ব্রিটিশ প্রজার মর্য্যাদা, কোন সাধারণ ব্যাপারে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজপ্রতিনিধির যোগদান এই সবগুলি আয়ারিশরা সন্ধির পর বন্ধ করিয়াছে। মনে হয় ১৯৩৫ সালের প্রিভিকাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্ট্যাট্যুট গৃহীত হইবার পর ১৯২১ সালের সন্ধির সকল সর্ত্তই আয়ার্ল্যাণ্ড অগ্রাহ্য করিতে পারে এবং করিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আইন মত কোন আপত্তি করিতে পারে না। এরূপস্থলে এখন পর্য্যন্ত আয়ারিশদিগের ইংল্যাণ্ডের উপর এত বিদ্বেষ কেন, ইংরাজদিগের আয়ারিশদিগের উপর ঘৃণা না হউক এত তাচ্ছিল্যভাবই বা কেন? অবশ্য পূর্ব্বস্মৃতি এখনও বিদ্যমান আছে। সেটা বিস্মৃত হওয়া শক্তও বটে, তবে বিস্মৃত হইতে পারিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল নয় কি? এইরূপ দুইটি প্রতিবেশী জাতি নিজের ক্ষতি না করিয়া অন্যের যে ক্ষতি করিতে পারে না তাহা ঠিক।

**আয়াল্যাণ্ডের ইংরাজী ভাষা বর্জ্জন :**—আয়ারিশরা তাহাদিগের জাতীয় চরিত্র সংগঠনের জন্য এতদূর যাইতে প্রস্তুত যে তাহারা আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ইংরাজী ভাষা দূর করিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদের পুরাতন আয়ারিশ ভাষা প্রচলিত করিতে চায়। পূর্ব্বে যে কোন কারণে বা যে কোন প্রকারে গ্যালিক ভাষা আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে বিতাড়িত হউক না কেন, ইহা সত্য যে এখন ইংরাজী ভাষা আয়ারিশদিগের মাতৃভাষা এবং অনেক বৎসর হইতে ইহাই হইয়া আসিতেছে। অবশ্য এখনও আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশে কোন কোন বন্য, বহুদূরস্থিত, জনবিরল গ্রামে পুরাতন গ্যালিক ভাষা প্রচলিত আছে, তথায় এখনও কেহ ইংরাজী ভাষা বুঝে না, তথাপি ইংরাজী ভাষাই যে এখন আয়ারিশদিগের মাতৃভাষা তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আমরা যখন কর্কে ফিন বার গোরস্থান দেখিতে যাই তখন দেখি যে সেখানে কতিপয় গোরের উপর লেখমালা আয়ারিশ ভাষায় লিখিত আছে, ইংরাজী ভাষায় নয়। কি লিখা আছে জানিবার ইচ্ছায় গোরস্থানের মালির শরণাপন্ন হই। সে ব্যক্তি বলিল সে গ্যালিক ভাষা জানে না। একজন আয়ারিশ দর্শক

আমাদের স্থায় সেই গোরস্থান দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সেও বলিল জাতিতে আয়ারিশ হইলেও সে আয়ারিশ ভাষা জানে না। সরকারি চাকুরি করিতে হইলে নিয়ম মত ইংরাজী ও আয়ারিশ দুই ভাষাই জানা চাই এবং স্কুলে এখন দুই ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এত চেষ্টা করিয়া মাতৃভাষাকে বিলুপ্ত করিয়া এক প্রাচীন, বন্য না হইলেও অত্যন্ত অনুন্নত মুমূর্ষ ভাষার পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে উদ্দেশ্য স্পষ্ট, ইংরাজদিগের উপর আক্রোশ প্রকাশ করা। তাহাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এ বিষয়ে আদৌ মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই কারণ এই উদ্দেশ্যে কোন জাতি নিজ মাতৃভাষার বিলোপ সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। না, এই আন্দোলনের আর এক গূঢ়, গভীর, নৈতিক ভিত্তি আছে এবং উহারই জন্য এই আন্দোলন এত বৈশিষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইতে পারে। এই গূঢ়, গভীর, নৈতিক ভিত্তি এই যে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা চান যে আয়ারিশরা তাহাদের পুরাতন ভাষার সহিত তাহাদের প্রাচীন আয়ারিশ আদর্শ, তাহাদের অবিমিশ্রিত পবিত্র সংস্কৃতি হইতে তাহাদের হৃতসর্ব্বস্ব আত্মার পুনরুদ্ধার করুক। তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহাদিগের ন্যায় এক অতি ক্ষুদ্র জাতি ইংরাজী ভাষা কহিয়া, ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়া, ইংরাজী সংস্কৃতি ধার করিয়া ইংরাজদিগকে নকল করিয়া কখন বড় বা মহৎ হইতে পারিবে না। প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয় তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিতর দিয়া জাতীয় ভাষার দ্বারা হওয়াই সম্ভব, ধার করা বিজেতার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি দিয়া নয়। এ যুক্তি আমরা আমাদের দেশেও শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। আমাদের দেশে এ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া আমরা মানিয়া লই, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে ইহা সঙ্গত কিনা তাহা বলিতে পারি না। জানি না ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী সংস্কৃতি আয়ারিশদিগের নিকট সত্যই বিদেশী ভাষা, বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী সংস্কৃতি কিনা, ইহাদের ভিতর দিয়া তাহাদের জাতীয় আত্মপ্রকাশ অসম্ভব কিনা। ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া আয়ারিশদিগের আত্মপ্রকাশ যদি অসম্ভব হয় তাহা হইলে এই ভাষা এই সংস্কৃতি বর্জ্জন করিয়া দেশের পুরাতন ভাষা পুরাতন সংস্কৃতি তাহাদিগকে বরণ করিতেই হইবে। আর যদি অসম্ভব না হয় তাহা হইলে মাত্র জেদের বশে, আক্রোশের বশে পুরাতন নির্য্যাতনের স্মৃতি বক্ষে পোষণ করিয়া

ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃতি ত্যাগ করিলে দেশের অমঙ্গল বিনা মঙ্গল কখন সাধিত হইবে না। আমাদের দেশে যেরূপ জাতীয় আত্মপ্রকাশ সংস্কৃত বা পারস্য ভাষার ভিতর দিয়া একেবারে অসম্ভব সেইরূপ গ্যালিক ভাষার ভিতর দিয়া আয়ারিশদিগের আত্মপ্রকাশ অসম্ভব হইতে পারে। সম্ভব হইলেও কিসের বিনিময়ে উহা করিতে হইবে সে বিষয়ে যেন দেশের নেতারা পূর্ব্বে হিসাব খতাইতে ভুলিয়া না যান। ইংরাজীর মত এক বিশ্ব-ভাষার, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় এক অদ্বিতীয় সাহিত্যের, ইংরাজী সংস্কৃতির মত এক পূর্ণতাপ্রাপ্ত সংস্কৃতির পরিবর্ত্তে গ্যালিকের মত এক অপরিস্ফুট, অনুন্নত, অমার্জ্জিত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি গ্রহণ করিলে জাতীর প্রগতি যে বহুকালের জন্য বাধা পাইবে তাহার কোন মাত্র সন্দেহ নাই। আমার মনে হয় যে আয়ারিশরা ইংরাজী ভাষায় ও সংস্কৃতিতে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে সে ভাষা বর্জ্জনের উদ্দেশ্য কখন সফল হইবে না। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের সংস্কৃত বা পারস্য ভাষার চর্চ্চার ন্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাচীন আয়ারিশ ভাষার চর্চ্চা মাত্র বিস্তার লাভ করিবে এবং তাহা হইলে উহাতে যে দেশের কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

## দশম অধ্যায়।

### স্কটল্যাণ্ডে ও ইংল্যাণ্ডের হ্রদ প্রদেশে।

**অনেকদিন হইল লণ্ডন হইতে বাহির হই নাই:**—১৯৩৫ সালের ১লা মে মাসে আয়র্ল্যাণ্ড হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৩৬ সালে অগষ্ট মাস অবধি লণ্ডনে বসিয়াছিলাম। এই একবৎসর চারি মাস লণ্ডনে ছেলেদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। ১৯৩৬ সালের অগষ্ট মাসে ছেলেরা যখন জর্ম্মনী, সুইটজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ভ্রমণে বাহির হইল তখন আমরাও ভাবিলাম দিন কতকের জন্য কোথাও ঘুরিয়া আসি। প্রথমে মনে করিলাম জর্ম্মনী যাই তবে আমার স্বামীর শরীর ভাল না থাকায় জর্ম্মনী ভ্রমণে বাহির হইতে সাহস হইল না। তাই ঠিক করিলাম কাছে স্কটল্যাণ্ডে দিন কতকের জন্য ঘুরিয়া আসি।

**এডিনবারা যাত্রা:**—২৪শে অগষ্ট ২টার গাড়ীতে লণ্ডনের ইউষ্টন ষ্টেশন হইতে এডিনবারার জন্য আমরা দুইজনে রওনা হইলাম। গাড়ী বেশ সুবিধামত ছিল ও অতি দ্রুতবেগে চলিল এবং রাগ্‌বি, ষ্ট্রাফোর্ড দিয়া গিয়া লণ্ডন হইতে ১৬০ মাইল দূরে ক্রু ষ্টেশনে বিকাল ৪-৪৫ মিনিটে প্রথম থামিল। পরে গাড়ী প্রেষ্টন দিয়া গিয়া প্রথমে ল্যাঙ্কাষ্টার পরে কারলাইল ও তাহার পর লকারবীতে থামিয়া এডিনবারাতে রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে পৌছিল। লণ্ডন হইতে এডিনবারা প্রায় ৪০০ মাইল দূর এবং গাড়ী এই পথ ভ্রমণ করিতে ৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় লইল।

কারলাইল এর পরে ট্রেণ যখন স্কটল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল তখন সন্ধ্যা সমাগত, সেইজন্য এই যাত্রায় স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত প্রদেশের দৃশ্য গাড়ী হইতে বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। তবে ইংল্যাণ্ডের পল্লী দৃশ্য গাড়ী হইতে বেশ দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং অতি স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন মনে হইল। এই দৃশ্যে যদিও বিশেষ শোভা বা সমুজ্জলতা নাই, তবুও সবই অত্যন্ত পরিষ্কার,

পরিচ্ছন্ন, নয়ন রঞ্জনকর দেখাইল। এইদেশ যে জগতের এক প্রধান উন্নতশীল জাতির বাসস্থান তাহার কোন সন্দেহই মনে রহিল না। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, ক্ষেত সবই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, কোথাও ধূলা নাই, আবর্জ্জনা নাই। দেশটা সাধারণতঃ অসমান এবং শ্যামল ঘাসে আবৃত, সব ক্ষেতগুলি বেড়া দিয়া ঘেরা, ক্ষেতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়া, গাই, মেষ চরিতেছে। মুরগীগুলি কি রকম বড় বড়!

**এডিনবারা নগর :**—এডিনবারাতে হোটেল বেশ সুবিধামত পাইলাম, ষ্টেশনের খুব নিকটে, ঘরটা বেশ বড় এবং খাওয়াও মন্দ নয়, তবে রাত্রিতে ডিনার নয়, হাই টি (অর্থাৎ একটু উঁচু দরের চা খাওয়া); আয়ার্ল্যাণ্ডের অনেক হোটেলেও এই রীতি, স্কটল্যাণ্ডেও তাই। পরদিন সকালে উঠিয়া শহর দর্শনে বাহির হইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না যে এডিনবারা যথার্থই এক অতি সুন্দর শহর, তবে কেহ কেহ যে বলে পৃথিবীর সুন্দরতম শহরের মধ্যে ইহা একটি তাহাত আমার মনে হইল না। প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট যে একটি অত্যন্ত সুন্দর রাস্তা তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই প্রকাণ্ড রাস্তার এক দিকে বড় বড় বাড়ী, হোটেল, দোকান এবং অপরদিকে এক পাহাড় এবং তাহার শিরে দুর্গ ও পাদদেশে বাগান। শহরের মধ্যে পাহাড়ের তলে এমন সুন্দর রাস্তা আমি কমই দেখিয়াছি। তবে এই রাস্তা ব্যতীত এডিনবারা শহরের সৌন্দর্য্য আর যে বিশেষ কিছু আছে তাহাত আমার চোখে পড়িল না। মোটের উপর শহরটি যে সুন্দর তাহার কোন ভুল নাই। অসমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত বলিয়া এবং মধ্যে পাহাড় থাকায় শহরের শ্রী নিঃসন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

**স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত প্রদেশ :**—সেইদিন বিকালে ২টার সময় মোটর গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। এস্ক ব্যাঙ্ক, ষ্টো, গ্যালাশিয়েল দিয়া এবট্‌সফোর্ড পৌঁছিলাম এবং এবট্‌সফোর্ড দেখিয়া মেলরোজ ও ড্রাইবার্গ এবের ভগ্নাবশিষ্ট দেখিয়া রেমারসাইড, দিয়া ৮৫ মাইল ঘুরিয়া রাত্রি প্রায় ৯টার সময় এডিনবারায় ফিরিয়া আসিলাম।

**এবট্‌সফোর্ড :**—এই সমস্ত রাস্তায় উভয় পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোহর।

স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত কাউন্টির দৃশ্য যে এত সুন্দর তাহা আগে জানিতাম না। সমস্ত দেশটাই অসমতল, দূরে সর্ব্বত্রই পাহাড়, মাঠ ক্ষেত সবই সবুজ বর্ণ, দূরে ছোট ছোট নদী ও তাহাদের উপর স্থানে স্থানে ছোট ছোট পুল, রাস্তা সর্ব্বত্রই বক্রভাবে চলিয়াছে, সমস্ত দেশটা তরুলতাচ্ছাদিত ও জলসিক্ত, সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্নিগ্ধকর ও শান্তিময়। অদ্যকার ভ্রমণ পথে তিনটি বিশেষ স্থল দর্শনযোগ্য, এবট্‌স্‌ফোর্ড, মেলরোজ এবং ড্রাই বার্গ। এবট্‌স্‌ফোর্ডের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গবৎ বৃহৎ অট্টালিকা স্যার ওয়ালটার স্কট নির্ম্মাণ করেন এবং তিনি এইখানে ২১ বৎসর পুরাকালের সামন্ত রাজাদের ন্যায় বাস করিয়া ১৮৩২ সালে দেহত্যাগ করেন। এবট্‌স্‌ফোর্ডে পৌঁছিবার বহু দূর হইতে দুর্গের মত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি দেখা যায়। ইহা টুঈড নদীর দক্ষিণ তীরে মেলরোজ রেলষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এই অট্টালিকার চারিদিকের বাগান বড় সুন্দর, টুঈড নদী উহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে হইলে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিবার মত এক দ্বারের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া এক সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে বেশ এক বড় ঘরে প্রবেশ করা যায় এবং সেখান হইতে বাড়ীর অন্যান্য ঘরে যাইতে হয়। এইসব ঘরে স্কট ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক স্মৃতিচিহ্ন আছে, সেগুলি বহু যত্নে স্যার ওয়াল্টার স্কট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইসব গৃহ হইতে নীচে টুঈড উপত্যকার দৃশ্য অত্যন্তই সুন্দর, তথায় মনে হয় যেন চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। এইস্থল যে স্কটের ন্যায় কবি ও ঔপন্যাসিকের যোগ্য আবাসভূমি তাহার কোন সন্দেহ নাই। অট্টালিকাটি অতি বৃহৎ তবে সাধারণ দর্শকদিগের এই অট্টালিকায় সর্ব্বত্র প্রবেশ ও দর্শন করিবার অধিকার নাই। স্কটের আয়ুধাগার, পাঠাগার, বৈঠকখানা, পুস্তকাগার এগুলি সকলেই দেখিতে পান। এই পুস্তকালয়ে চান্‌ট্রি নির্ম্মিত স্কটের আবক্ষ-মূর্ত্তি, প্রিন্স চার্লসের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রাখার একটি আধার, ফ্লোরা ম্যাক্‌ডো-নাল্ড, রব রয় প্রভৃতির সম্বন্ধীয় গুটিকতক কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্য আছে। স্কটল্যাণ্ডে আসিলে এবট্‌স্‌ফোর্ড না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব এবং যাহারা স্কটের পদ্য ও নবেল তৃপ্তির সহিত পাঠ করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে এবট্‌স্‌ফোর্ড এক মহা তীর্থস্থান।

**মেল্‌রোজ এবে :**—মেল্‌রোজ এবে এডিন্‌বারা হইতে ৩৭ মাইল ও এবট্‌স্‌ফোর্ড হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে। এটি এক ছোট শহরের মধ্যে অবস্থিত, টুঈড নদীর দক্ষিণ তীরে। এই এবে এখন ভগ্নাবস্থায়, ইহার অনেকাংশই লোপ পাইয়াছে এবং যাহা কিছু এখনও বর্ত্তমান আছে তাহাদের অনেকাংশের ছাদ নাই, তবে যতটুকু বর্ত্তমান আছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পুরাকালে যখন ইহার ভাঙ্গন ধরে নাই তখন ইহা কি এক অপরূপ সুন্দর অট্টালিকা ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা প্রথম ডেবিড এই এবে নির্ম্মাণ করেন এবং ইয়র্কশিয়ারের রিবোল এবে হইতে সিষ্টারসিয়ান দলভুক্ত সন্ন্যাসীরা ইহা অধিকার করে। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এডোয়ার্ড মেল্‌রোজ এবে ধ্বংস করিবার পর স্কটল্যাণ্ডের রাজা ব্রুসের সাহায্যে এই এবে পুনর্নির্ম্মিত হয়। এই অট্টালিকার অনেকাংশ পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে এবং রেফর্মেশনের পর বাড়ী প্রস্তুত করিবার প্রস্তর খনিরূপে ব্যবহৃত হইত। এখন যাহা অবশিষ্ট আছে মধ্যাংশ, উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ, উপাসনা গৃহ, গির্জ্জার বাহুদ্বয়, মীনার ও উচ্চবেদী সবই অতি সুন্দর এবং এই ভগ্ন দেবালয় রাত্রির চন্দ্রালোকে দেখিলে স্কটের বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইবে না। এই বর্ণনা অনেকের মনে থাকিবে।

If thou would'st view fair Melrose aright,
Go visit it by the pale moonlight;
For the gay beams of lightsome day
Gild, but to flout, the ruins grey.
When the broken arches are black in night,
And each shafted oriel glimmers white;
When the cold lights' uncertain shower
Streams on the ruin'd central tower;
When buttress and buttress, alternately,
Seemed framed of ebon and ivory;
When silver edges the imagery;
And the scrolls that teach thee to live and die;
When distant Tweed is heard to rave,
And the owlet to hoot o'er the dead man's grave,
Then go—but go alone the while—
Then viewst St. David's ruin'd pile

And, home returning, soothly swear,
Was never scene so sad and fair!

দেবালয়ের উপরিভাগের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ কারুকার্য্য এবং বাহুদ্বয়ের গবাক্ষগুলির সৌন্দর্য্য ও পূর্ব্বদিকের সুবৃহৎ জানালাগুলির সৌন্দর্য্য এই এবের বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছে। এই পূর্ব্বদিকের জানালার নীচে উচ্চ বেদীর তলে ব্রুসের হৃৎপিণ্ড পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল এবং সমীপে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের, ডগলাসদের ও আইলডনের উইজার্ড মাইকেল স্কটের সমাধি আছে। যে পাথরে এই এবে নির্ম্মিত তাহার গোলাপী রং বড় সুন্দর এবং ইহার খিলানগুলি বড় সুশ্রী। স্কটল্যাণ্ডের পুরাতন হর্ম্ম সকলের মধ্যে এই এবে যে এক বিশেষ দেখিবার সামগ্রী তাহার কোন সন্দেহ নাই।

**ড্রাইবার্গ এবে :**—ড্রাইবার্গ এবে মেল্‌রোজ হইতে ৪ মাইল দূরে। ইহাও ভগ্নাবস্থায়, ইহার ছাদ প্রায় নাই বলিলেই হয় এবং ইহার দেওয়ালও অনেকস্থলে পড়িয়া গিয়াছে। তবে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে এবের পূর্ব্ব গৌরব কি রকম ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে অলন্ উইক হইতে মঠের ক্যাননরা আসিয়া এই এবে প্রতিষ্ঠান করেন, তবে তাহার বহু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই স্থলে আর এক মঠ ছিল। এই এবে ইংল্যাণ্ডের প্রান্তদেশে স্থাপিত বলিয়া ইহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে এবং চারিশত বৎসরের মধ্যে ইহা চারিবার অগ্নিদগ্ধ ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ভগ্নাবস্থায় এবেটি মেলরোজ এবের মত তত সুন্দর দেখায় না, তবে কারুকার্য্যকরা পশ্চিম দেউড়ি, সংশোধনী আশ্রমের পশ্চিম দিকের রোজ জানালা ও চ্যাপ্টর হাউস বিশেষ করিয়া দেখিবার যোগ্য। এই দিকের ঘরগুলি একই সমতল ভূমির উপর নয়, কোনটি উঁচু কোনটি নীচু। এই এবেতে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বস্তুদ্বয় সার ওয়াল্টার স্কট ও গত মহাযুদ্ধের ব্রিটিশ নেতা আর্ল হেগের সমাধি। উহারা এবের পশ্চিম পক্ষের গান গাহিবার স্থানের সমীপে। এই সমাধি দুইটি অতি সাধারণ, ইহাতে বাহ্যাড়ম্বর কিছুমাত্র নাই।

২৬শে অগষ্ট আমরা শহরের ভিতর কতিপয় জায়গা বিশেষ করিয়া দেখি দুর্গ, পার্লামেণ্ট স্কোয়ার, হোলিরুডহাউস প্রাসাদ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

**এডিন্‌বারা পাহাড় ও দুর্গ :**—এডিন্‌বারা রক এবং দুর্গ সমগ্র শহরের

মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। দুর্গটি পাহাড়ের শিরে অবস্থিত এবং এই পাহাড় শহরের মাঝখান হইতে ৩৮৪ ফীট উচ্চে উঠিয়াছে। এডিন্‌বারার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য এই পাহাড় ও দুর্গের জন্য। পূর্ব্ব দিক ব্যতীত পাহাড় অন্য তিন দিক হইতে খাড়াভাবে উঠিয়াছে। ইহার তলদেশে একটি সুন্দর বাগান। আমরা এই বাগানের নিকট এক মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়া হাই ষ্ট্রীট, লন মার্কেট ও কাস্‌ল হিল দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া দুর্গের সম্মুখে এস্‌প্ল্যানেডে পৌছিলাম। এই এস্‌প্ল্যানেড দুর্গের সম্মুখে বিস্তৃত এক খোলা জায়গা, এইখানে গাড়ী থামে। পূর্ব্বে এই স্থলে বহু শত বৎসর ধরিয়া কুঠারাঘাতে অথবা জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলায় অনেক করুণ ও বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে এই এস্‌প্ল্যানেড হইতে শুষ্ক পরিখার উপর অস্থাবর সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি কুলঙ্গীতে দুইটি বর্ত্তলোহের মূর্ত্তি আছে, সে দুইটি স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই কর্ম্মবীরের, ওয়ালেসের ও ব্রুসের। টিকিট ক্রয় করিয়া এক খাড়াই সরু রাস্তা দিয়া পোটকালিস গেটে আসিতে হয়। এই দ্বারের উপর দুর্গের সরকারী কারাগার ছিল এবং উহার উপর পূর্ব্বে অর্গাইল বা কন্‌ষ্টেবল টাওয়ার ছিল। সরকারী কারাগার এখনও বিদ্যমান এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেটি দেখিলাম। পোর্টকালিস গেট পার হইয়া আর্গাইল ব্যাটারীতে পড়া যায় এবং সেখান হইতে নীচে ও দূরে এডিন্‌বারার উত্তরাংশের অতি সুন্দর ও বিস্তৃত দৃশ্য পাওয়া যায়। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম কিংস ব্যাস্‌টিয়ন বা বম্‌ব্যাটারী। সেখান হইতেও এডিন্‌বারা শহরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। এই ব্যাটারীর নিকটে সেণ্ট মার্গারেট উপাসনা মন্দির। ইহা একটি ছোট ঘর ১৭′ × ১১′, ভিতরে দেখিবার কিছুই নাই, তবে অতি প্রাচীনকালে এই উপাসনা-গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বেও এক রোমান ইমারতের উপর এই স্থলে আর একটি প্রাচীনতর উপাসনা গৃহ ছিল। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে গত মহাযুদ্ধের স্কটিশ জাতীয় স্মৃতিমন্দির এখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাহির হইতে ইহা তেমন সুন্দর দেখাইল না কিন্তু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে ইহা সত্যই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিতরে একটি "হল অব অনার" ও একটি গর্ভগৃহ আছে। এই হল অব অনারের দেওয়ালে গত মহাযুদ্ধে স্বদেশ হইতেই হউক অথবা ডোমিনিয়ন হইতেই হউক যত স্কচ্‌ সৈন্য যোগ দিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের

রেজিমেণ্টের এবং অন্য স্মৃতি ফলক আছে। যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্মানাদি দেওয়ালের বেষ্টনীতে অঙ্কিত আছে এবং প্রত্যেক স্কচ যোদ্ধা যে এই যুদ্ধে তাহার প্রাণ দিয়াছে তাহার দলের স্মৃতি চিহ্নের নিম্নে "রোল্স অব অনার" পুস্তকে তাহার নাম লিখিত আছে। গর্ভগৃহের দেওয়ালে বর্ত্তলৌহের প্রাচীরের বেষ্টনীতে নানাবিধ যোদ্ধার পোষাক পরিহিত স্কট নরনারীর চিত্র আছে এবং গর্ভগৃহের ছাদ হইতে মধ্যস্থিত মণ্ডল পেটিকার উপর সেণ্ট মাইকেলের মূর্ত্তি ঝুলিতেছে। এই মণ্ডল পেটিকাতে যুদ্ধে নিহত প্রায় এক লক্ষ যোদ্ধার নাম লেখা আছে। জাতীয় দুঃখ ও কৃতজ্ঞতার গভীরতা ও দৃঢ়তা দেখাইবার নিমিত্ত উহাদের প্রতীকস্বরূপ এই পর্ব্বতের একটি খাড়াই শিখরকে এই মন্দিরের মেজে হইতে উঠিতে দেওয়া হইয়াছে।

এই স্মৃতি মন্দিরের সমীপে প্রাসাদ অঙ্গনে বা ক্রাউন স্কোয়ারে দুর্গের পুরাতন প্রাসাদ আছে। এই প্রাসাদে মেরী কুঈন অব স্কটএর শুইবার ঘর দেখিলাম। এই ঘরে তাঁহার পুত্র স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেম্স ও ইংল্যাণ্ডের প্রথম জেম্সএর জন্ম হয়। এই ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী এক বড় ঘরে মেরীর সময়ের অনেক ছবি, নক্সা ও পরিশিষ্ট সংগৃহীত আছে। এই ঘরের যে জানালা হইতে শিশু ষষ্ঠ জেম্সকে ( পরে ইংল্যাণ্ডের প্রথম জেম্স ) নামাইয়া দিয়া দুর্গ হইতে গোপনে অপসারিত করা হইয়াছিল সে জানালাটিও দেখিলাম। ইহা যে এক দুঃসাহসিক ও বিপদজনক কার্য্য হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ঘরের পাশে রাজালঙ্কার রাখিবার ঘর। এখানে এক লোহার খাঁচায় স্কটিশ "রিগেলিয়া" (মুকুট, রাজদণ্ড, রাজ তরবারি ইত্যাদি ) এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্নাদি আছে। এই প্রাসাদের প্রাচীন পার্লামেণ্ট হল বা ভোজনাগারও দেখিলাম। পুরাকালে এই ঘরে স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইত এবং এই ঘরে অনেক ভোজ হইয়াছে। প্রথম চার্লসের স্কটল্যাণ্ডের প্রথম দর্শন উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থে এই ঘরে এক বিরাট ভোজ হয় এবং ঠিক ১৫ বৎসর পরে ক্রম্ওয়েল যখন স্কটল্যাণ্ডে আসেন তাঁহার সম্মানার্থেও এই ঘরে আর একটি বিরাট ভোজ হয়। উদীয়মান সূর্য্যের পূজা এক মাত্র আমাদের দেশেই যে প্রচলিত তাহা নয়।

**লন বাজার ও সেণ্ট জাইল্স গির্জ্জা :**—দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আমরা হোলিরুডহাউস প্রাসাদ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। কাসল হিল

হইতে নামিয়া আমরা প্রথমে লন বাজারে আসিয়া পড়িলাম। হোলিরুড-হাউস প্রাসাদ দুর্গ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। এডিন্‌বারার এই অংশ অতি পুরাতন ও অতি ঐতিহাসিক। এই মহলের রাস্তাগুলি সরু সরু, বাড়ীগুলি ছোট ছোট ও পুরাতন। পুরাকালে শহরের এই অংশে ডেবিড হিউম, বস্‌ওয়েল প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লোক বাস করিতেন। লন বাজার পার হইয়া সেণ্ট জাইল্‌স চার্চ্চ ও পার্লামেণ্ট স্কোয়ার। সেণ্ট জাইল্‌স এডিন্‌বারার একটি পুরাতন ও বিখ্যাত গির্জ্জা। রাজা প্রথম আলেক্‌জ্যাণ্ডার এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তবে তাঁহার সময়ের পূর্ব্বেও এইস্থলে এক গির্জ্জা ছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ১৩৮৫ খৃঃ অঃ যখন স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করেন তখন প্রথম আলেকজ্যাণ্ডার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গির্জ্জা এডিন্‌বারার অন্যান্য অনেক অট্টালিকার ন্যায় পুড়িয়া যায়। ইহার পুনর্নির্ম্মাণের পর রেফর্মেশনের ও জন নক্সের সময়ে এই গির্জ্জা ইতিহাসের পত্রে বিখ্যাত হয়। গির্জ্জাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অবসর ছিল না বলিয়া বাহির হইতে দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।

এই গির্জ্জার দক্ষিণদিকের খোলা জায়গাটির নাম পার্লামেণ্ট স্কোয়ার। ১৫৭২ খৃঃ অঃ এই স্কোয়ারে জন নক্‌সের সমাধি হয়। এই সমাধির চিহ্ন স্বরূপ রাস্তার মধ্যে এক পিতলের ধাতুফলক—J. K. 1572—ব্যতীত আর কিছুই নাই।

**পার্লামেণ্ট স্কোয়ার ও প্রাচীন পার্লামেণ্ট হাউস** :—পুরাতন পার্লামেণ্ট হাউসে এখন সেসন্স কোর্টের অধিবেশন হয়। এই অট্টালিকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অংশ ইহার পার্লামেণ্ট হলটি ১২২ ফীট লম্বা ৪৯ ফীট চওড়া। ইহার মেজে ও ছাদ সুন্দর ওক কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ১৬৩৯ হইতে ১৭০৭ সাল অবধি এই ঘরে স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট বসিত। এখন এই অট্টালিকাতে আদালত ব্যতীত আর একটি জিনিস আছে—স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় লাইব্রেরী। এই গ্রন্থাগারে সাত লক্ষের অধিক পুস্তক ও পুঁথি আছে এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম প্রভৃতি আর পাঁচটি গ্রন্থাগারের ন্যায় এই গ্রন্থাগারে গ্রেট ব্রিটনে মুদ্রিত প্রত্যেক পুস্তকের এক সংখ্যা বিনামূল্যে দিতে হয়।

**হোলিরুডহাউস প্রাসাদ** :—পার্লামেণ্ট স্কোয়ার হইতে হাই

ষ্ট্রীট ও ক্যাননগেট দিয়া সোজা পূর্ব্বদিকে যাইয়া আমরা হোলিরুডহাউস্ প্যালেসের দ্বারে পৌছাইলাম। এডিন্‌বারা ও স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে প্যালেস অব হোলিরুডহাউস বিখ্যাত। কথিত আছে যে পুরাকালে এই স্থলে এক এবে ছিল, রাজা প্রথম ডেবিড সেটি নির্ম্মাণ করেন। পরে এই স্থলে স্কটল্যাণ্ডের রাজারা বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহা সত্য যে রাজা চতুর্থ জেম্‌স্ এই স্থলে বাস করিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৫৪৪ সালে ইংরাজদিগের আক্রমণের সময় এই এবে ও প্রাসাদ অগ্নিতে ধ্বংস হয়। ইহার পর মেরী কুঈন অব স্কট্‌স এবং তাঁহার পুত্র স্কটল্যাণ্ডের ষষ্ঠ জেমস এই প্রাসাদে প্রায় বাস করিতেন এবং এই প্রাসাদের ইতিহাস তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। ১৬৫০ সালে এই প্রাসাদে পুনরায় আগুন লাগে তবে চতুর্থ জেম্‌স যে অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে অংশ এবারেও বাঁচিয়া যায়। ক্রম্‌ওয়েল প্রাসাদটি পুনরুদ্ধারের আদেশ দিয়াছিলেন তবে দ্বিতীয় চার্লস ক্রম্‌ওয়েলের সময়ের সকল কাজ নষ্ট করেন এবং নূতন এক প্রাসাদ নির্ম্মাণের আজ্ঞা দেন। ১৭৪৫ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর—অক্টোবর মাসে "বনি প্রিন্স চার্লস" এই প্রাসাদ অধিকার করিয়া তাঁহার দরবার এই স্থলে অনুষ্ঠান করেন। বহির্ভাগে প্রাসাদের সম্মুখে এক বৃহৎ অঙ্গন, ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্মুখে আর একটি বৃহৎ অঙ্গন ও তাহার চারিদিকে বারাণ্ডা দেখা যায়। প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিলে আমাদের দেশের প্রকাণ্ড এক রাজবাটীর মত ইহাকে মনে হয়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে বামদিকে চিত্রশালায় পড়া যায়। এই ঘরটি প্রাসাদের বৃহত্তম ঘর ১৫০'×২৪' এবং কুড়ি ফীট উচ্চ। এই ঘরের দেওয়ালে স্কটল্যাণ্ডের পুরাতন রাজা রাণীর ছবি আছে—অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত হইবে। এই ঘর দিয়া ডাচেস্ অব্ হ্যামিণ্টনের বৈঠকখানা দিয়া লর্ড ডার্ণলের গৃহে যাইতে হয়। লর্ড ডার্ণলে ছিলেন মেরী কুঈন অব্ স্কট্‌সের স্বামী, ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের পিতা। তাঁহার বৈঠকখানা, শয়নকক্ষ ও পরিচ্ছদগৃহ দর্শন করিয়া আমরা কুঈন মেরীর মহলে যাইলাম। লর্ড ডার্ণলের গৃহের দেওয়ালে অনেক পুরাতন ট্যাপেষ্ট্রী ও ছবি আছে।

ডার্ণলের বৈঠকখানা হইতে এক সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কুঈন মেরীর গৃহে যাইতে হয়। এই সিঁড়ির নিকট আর একটি গুপ্ত সিঁড়ি আছে, সেটিও দেখিলাম। এই গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া রেজিওর হত্যাকারীরা রাণী মেরীর ঘরে

প্রবেশ করিয়া নৈশভোজন গৃহে রেজিওকে হত্যা করে। বৈঠকখানার যে স্থলে হত্যাকারীরা রেজিওর মৃতদেহ রাখিয়া পলায়ন করে সেস্থলে এক পিতলের ধাতুফলকে লেখা আছে "রাণী মেরীর নৈশ ভোজনগৃহে ১৫৬৬ খৃঃ অঃ ৯ই মার্চ্চ ডেবিড রেজিওকে হত্যা করিবার পর এই স্থলে তাহার মৃতদেহ ফেলিয়া রাখা হয়।"

রাণী মেরীর বৈঠকখানা, শয়ন কক্ষ, পরিচ্ছদ গৃহ ও নৈশভোজন গৃহও দেখিলাম। এই ঘরগুলিতে ছবি ট্যাপেষ্ট্রি ও খাট প্রভৃতি কিছু আসবাব আছে তবে আসবাবগুলি মেরীর সময়ের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ কেহ কেহ বলেন যে ক্রম্‌ওয়েলের সৈন্যরা এই সকল গৃহের সমুদয় আসবাব ধ্বংস করিয়াছিল। ঘরগুলি বিশেষ বড় নয়—বৈঠকখানাটি ২৪ ফীট লম্বা ও ২২ ফীট চওড়া, শুইবার ঘরটি খুব ছোট। এ দেশে সেকালে রাজা রাণীরা যে বিশেষ জাঁকজমক বা আরামে থাকিত তাহাত এই সকল ঘর দেখিয়া মনে হইল না। তবে সাধারণ লোকেরা তখন নিশ্চয় অতি কষ্টে থাকিত এবং তাহাদের তুলনায় রাজা রাণীরা যে অতি আরামে থাকিত তাহার সন্দেহ নাই।

**এডিন্‌বারা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**—হোলিরুডহাউস প্যালেস দেখিয়া আমরা এডিন্‌বারা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে যাইলাম। এই বৃহৎ অট্টালিকা এডিন্‌বারার পুরাতন অংশে অবস্থিত, হোলিরুডহাউস প্রাসাদ হইতে দূরে নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্কটল্যাণ্ডের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক হইলেও ( ১৫৮২ খৃঃ অঃ স্থাপিত ) ইহার গুরুত্ব কিছু ন্যূন নহে। আমাদের দেশ হইতে অনেকে এখানে পড়িতে আসে বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীটি প্রকাণ্ড। ১৭৮৯ হইতে ১৮৩৪ সালের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারমণ্ডপের উপর ছয়টি বৃহৎকায় উচ্চ ডরিক থামের উপর স্থাপিত এক সুন্দর গম্বুজ। সেটি ১৫৩ ফীট উচ্চ এবং তাহার উপরে এক মূর্ত্তি—একটি যুবক জ্ঞানদীপ উঁচু করিয়া ধরিয়া আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া এক প্রকাণ্ড অঙ্গনে আসিয়া পড়িলাম। তাহার পর আরও ভিতরে যাইয়া গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতি দর্শন করিতে সময় পাইলাম না বলিয়া অঙ্গন হইতে চারিদিক দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।

**স্কটল্যাণ্ডের হ্রদ প্রদেশ :**—পরদিন, ২৭শে অগষ্ট, স্কটল্যাণ্ডের

কয়েকটি হ্রদ দেখিবার জন্য মোটর কোচ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম এবং সকাল ৯টার সময় শহর ছাড়িয়া রাত্রি ৯টার সময় ফিরিলাম। এই ভ্রমণে লিনলিথগো, ষ্টার্লিং, এবারফয়েল, ট্রসাক্‌স্‌, লক একরে, লক ক্যাট্রীন, ক্যালেণ্ডার, লক লুবনীগ, লক আর্ণহেড, আর্ডলুই, লক লমণ্ড, টারবেট, লাস্‌, ব্যালক, ড্রাইমেন, লিন্‌লিথগো, ফোর্থ ব্রিজ দিয়া এডিন্‌বারায় ফিরিয়া আসিলাম। অবশ্য এতগুলি জায়গা ভাল করিয়া দেখিতে সময় না পাইলেও হ্রদগুলি ও তাহাদের পার্শ্বস্থিত দেশের দৃশ্য কিরূপ তাহা দেখিলাম।

এই সকল স্থান সার ওয়ালটার স্কটের কবিতা ও নবেলে বিখ্যাত এবং এই সকল দৃশ্য দেখিবার সাধ মনে অনেক দিন হইতে পোষণ করিতেছিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল না যে স্কট্‌ এই সকল দৃশ্য কিছু অতিরঞ্জিত করিয়াছে। শুনিয়াছি যে সুইট্‌জারল্যাণ্ডএর হ্রদ ও পর্ব্বতের দৃশ্য স্কটল্যাণ্ডের হ্রদ ও পর্ব্বতের দৃশ্যের অপেক্ষা অনেক মনোহর ও সুমহান এবং সুইটজার-ল্যাণ্ড দেখিবার পর স্কটল্যাণ্ডের এই সকল দৃশ্য তেমন মনে লাগে না। যাহাই হউক আমি ত সুইটজারল্যাণ্ড এখন পর্য্যন্ত দেখি নাই (জেনীবা ছাড়া) তাই স্কটল্যাণ্ডের ট্রস্যাক্‌সের দৃশ্য আমার অত্যন্তই ভাল লাগিল। তথাপি মনে হইল যে হ্রদগুলির পার্শ্বস্থিত পাহাড়গুলি যদি আরও কিছু উচ্চ হইত তাহা হইলে হ্রদের শোভা আরও বৃদ্ধি পাইত। যাইবার ও আসিবার সময় লিন্‌লিথগো ও ষ্টার্লিংএ গাড়ী কিছুক্ষণ থামিল। লিন্‌লিথগোতে নামিয়া তথাকার প্রাসাদ দেখিলাম। এই প্রাসাদটি পুরাতন। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা এক হ্রদের উপর অবস্থিত। এই প্রাসাদে মেরী কুইন অব স্কট্‌সের জন্ম হয়। চতুর্থ জেম্‌স, পঞ্চম জেম্‌স ও মেরী অব গীজ এস্থলে রাজসভা করিয়া বসিতেন এবং পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রণা সভার অধিবেশনও এই স্থলে হইত। এই শহরের এক রাস্তায় রীজেণ্ট মারেকে গুলি করিয়া বধ করা হয়। এই প্রাসাদ হইতে দৃশ্য বড় সুন্দর। এই প্রাসাদে কতকগুলি অন্ধকার কারাগার ও একটি নির্য্যাতন গৃহ আছে। লিন্‌লিথগো হইতে ফল্‌কার্ক যুদ্ধক্ষেত্র সাত মাইল পশ্চিমে, ষ্টার্লিংএ যাইবার রাস্তায় ফল্‌কার্ক পড়ে। এই স্থলে দুইটি যুদ্ধ হয়, ১২৯৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা স্কটল্যাণ্ডের স্বদেশ ভক্ত ওয়ালেসকে পরাজিত করে এবং ১৭৪৬ সালে প্রিন্স চার্লি উত্তরাভিমুখে পলাইবার সময় একবার জয়লাভ করে।

ফল্‌কার্ক যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া আমরা ষ্টার্লিংএ যাইলাম। এই শহরের উচ্চ

স্থানে এক দুর্গ আছে এবং ইহা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু এখানে দেখিবার নাই। এই দুর্গ, অনেকদুর হইতে দেখা যায়। আমরা ইহার ভিতরে যাইয়া ইহা দেখি নাই। এই দুর্গ হইতে সাতটি যুদ্ধক্ষেত্র দেখা যায়, তাহার মধ্যে ষ্টার্লিং সেতু একটি। ১২৯৭ সালে ওয়ালেস এখানে যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ১৩১৪ সালে ব্যানকবার্ণএ ব্রুস ইংরাজদিগকে পরাজিত করে।

**ট্রসাকস, আর্করে হ্রদ, লক ক্যাটরীন :**—ষ্টার্লিং ছাড়িয়া আমরা ট্রসাকস এর দিকে যাইলাম। অল্প দূর গিয়া এক নূতন রাস্তা দিয়া গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল এবং কিছুদুর যাইয়া আর্করে হ্রদের পার্শ্ব দিয়া আমরা ক্যাটরীন হ্রদে আসিয়া পড়িলাম। তথায় গাড়ী হইতে নামিয়া আমরা পদব্রজে কিছু দূর যাইয়া ক্যাটরীন হ্রদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। ক্যাটরীন হ্রদ স্কটের কবিতায় প্রসিদ্ধ এবং ইহার দৃশ্য যে অত্যন্তই মনোহর তাহার কোন সন্দেহ নাই। হ্রদটি ৮ মাইল লম্বা ১ মাইল প্রশস্ত এবং সমুদ্র হইতে ৩৬৪ ফীট উচ্চ। ইহার উপর ষ্টীমারে করিয়া যাওয়া যায় যদিও তাহা যাইতে আমাদের সময় ছিল না। ইহার চারিদিক পাহাড় বেষ্টিত এবং ইহার গাছপালার শোভাও বড় সুন্দর।

**ক্যালেণ্ডার, আর্ডলুই, লক লমণ্ড :**—ক্যাটরিন হ্রদ দেখিয়া আমরা ক্যালেণ্ডারে যাইলাম। ইহা একটি পল্লীগ্রাম এবং তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া আবার বাহির হইলাম। লক লুবনীগ, লক আর্ণহেড দিয়া লক লমণ্ডের উত্তরাংশে স্থিত আর্ডলুই গ্রামে পেঁ।ছিলাম। বোধ হয় লমণ্ডহ্রদই স্কট-ল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও সুন্দর হ্রদ! তবে প্রত্যেক অংশ ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়ে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইতে পারে যে স্কটল্যাণ্ডের অন্যান্য হ্রদ ইহার অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে সুন্দর! ক্যাটরীন হ্রদের যে বৈশিষ্ট্য, রঙের সুন্দাম বৈচিত্র্য ও রঙের গাঢ়তা, তাহা ইহার মধ্যে নাই, স্কটল্যাণ্ডের অন্যান্য হ্রদের যে একটি তীব্র গাম্ভীর্য্য আছে ইহাতে তাহাও নাই। তবে সমগ্রভাবে দেখিলে মনে হয় অন্যান্য স্কটিশ হ্রদের যে সকল দৃশ্যের গুণাবলী আমাদের মুগ্ধ করে সেই সকল দৃশ্য একত্রে মিশ্রিত হইয়া ইহাতে একটি স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার আয়তন বৃহৎ—লম্বা ২১ মাইল, সর্ব্বাধিক প্রসার ৬ মাইল। ইহার

সৌন্দর্য্যের সর্ব্বোচ্চ কারণ ইহার দ্বীপপুঞ্জগুলি যেগুলি মাঝে মাঝে ইহার জলভেদ করিয়া উচ্চে উঠিয়াছে।

**লাস্** ঃ—লমণ্ড হ্রদের চারিদিকেই পাহাড়, ইহাদের মধ্যে বেন লমণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ (৩১৯২ ফীট), ইহার শিখরে উঠিবার পথ ৪ মাইল লম্বা। ষ্টীমার বা নৌকা করিয়া এই হ্রদের সর্ব্বত্র যাওয়া যায় তবে যাইতে আমাদের সময় ছিল না। আমরা লাসে নামিয়া তথায় এক ব্যক্তির গৃহে চা পান করিয়া হ্রদের ধারে বেড়াইতে যাইলাম। লাস্ গ্রামটি বেশ সুন্দর এবং এখান হইতে হ্রদের সুমনোহর দৃশ্য দেখা যায়। সময় থাকিলে লাস্ হইতে ষ্টীমার বা নৌকা করিয়া হ্রদে কিছুদূর ঘুরিয়া আসিতাম। তাহার কিন্তু সময় পাইলাম না, সুতরাং কোচে করিয়া ব্যালক, ড্রাইমেন ও ষ্টার্লিং ও লিনলিথগো দিয়া ফোর্থ সেতুতে আসিলাম। দুই দিন পূর্ব্বে এডিনবারা হইতে ফোর্থ সেতু দেখিয়া গিয়াছিলাম এবং কয়েক-দিন পরে ইনবার্নেস হইতে ফিরিবার সময় ট্রেণে করিয়া ঐ সেতুর উপর দিয়া এডিনবারা যাইলাম। সেইজন্য ফোর্থ সেতুতে আর না নামিয়া রাত নয়টার সময় এডিনবারায় পৌছিলাম।

**ক্যালটন হিল** ঃ—২৮শে আগষ্ট আমরা এডিন্‌বারাতে ঘুরিয়া বেড়াই ও ক্যালটন হিল, পোর্টোবেলো, স্পাইল গার্ডেন (কলিণ্টন পল্লীতে) দেখি। ক্যালটন হিল এডিনবারা শহরের ভিতর, ইহার উপর যে জাতীয় স্মৃতিচিহ্ন আছে সেটি অনেকদূর হইতে দেখা যায়, কারণ এই পাহাড়টি ৩৫৫ ফীট উচ্চ। এই পাহাড়ের উপর হইতে এডিনবারা শহরের ও ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। পেলিনসুলার যুদ্ধে যে সকল বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা স্মৃতিপথে জাগরুক রাখিবার নিমিত্ত পার্থিননের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জাতীয় স্মৃতিচিহ্নটি ১৮২২ খৃঃ অঃ এই পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয়। অর্থাভাবে এই স্মৃতি চিহ্নটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। তথাপি ইহার স্তম্ভগুলি অত্যন্ত সুন্দর দেখায়—বিশেষতঃ দূর হইতে। এই পাহাড়ের উপর আর একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ইহা নেলসনের স্মৃতিচিহ্ন, অনেকটা দুরবীক্ষণের আকারে। তথায় পরিশিষ্টের (relics) একটি ছোট সংগ্রহ আছে।

**পোর্টোবেলো সমুদ্র সৈকত**:—ক্যালটন হিল হইতে নামিয়া আমরা পোর্টোবেলোতে যাই। ইহা এডিনবারার একটি সমুদ্র বিহারের স্থান। জায়গাটি ছোট হইলেও সুন্দর। এখানে অনেক লোক সমুদ্রে স্নান করিতেছে বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া আছে দেখিলাম। অনেক বালক বালিকারা সমুদ্রের বালিতে খেলা করিতেছে তাহাও দেখিলাম। এই স্নিগ্ধ সমুদ্রতটে রৌদ্রে তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে বা খেলা করে। এই সব দেশে রৌদ্র এক অমূল্য পদার্থ এবং গ্রীষ্মকালে রৌদ্র উপভোগ করা এক অতি আরামের জিনিস। তাই গ্রীষ্মকালে যে পারে সে অন্ততঃ কতিপয় দিবসের জন্য কোন না কোন সমুদ্রোপকূলে যাইয়া বাস করিয়া আসে। এডিনবারার ন্যায় বড় শহরের নিকটবর্ত্তী এইরূপ সুন্দর সমুদ্র নিবাস যে লোকপ্রিয় হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

**কলিন্‌টন পাড়া**:—বিকালে আমরা এডিন্‌বারার কলিন্‌টন পাড়ায় স্পাইল গার্ডেনএ বেড়াইতে যাইলাম। বাগানটি বেশ সুন্দর, তথায় লোক সংখ্যা অতি অল্প এবং বাগানে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর হোটেলে ফিরিলাম।

**ইন্‌বার্নেস যাত্রা**:—পরদিন ২৯শে অগষ্ট মধ্যাহ্নে আমরা ইন্‌বার্নেস দেখিবার জন্য ছাড়িলাম। স্কটল্যাণ্ডের নিম্নভূমি ( Lowlands ) এক রকম দেখিলাম। উচ্চভূমি (Highlands) দেখিবার ইচ্ছায় ইন্‌বারর্নেসের জন্য যাত্রা করিলাম। ইন্‌বার্নেস স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাংশে অবস্থিত, এডিন্‌বারা হইতে রেলে যাইতে ৭ ঘণ্টা লাগিল। অবশ্য ট্রসাক্‌স এবং হ্রদ প্রদেশ দেখিবার সময় স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি যে কি রকম পূর্ব্বে তাহার কতকটা ধারণা হইয়াছিল এবং স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি দেখিবার জন্য ইন্‌বার্নেসের ন্যায় অতদূরে যাইবার আবশ্যক ছিল না, ডান্‌কেলড বা পিট্‌লক্‌রি যাইলেই চলিত। যাহা হউক স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ইন্‌বার্নেস যাইব ঠিক করিলাম।

এডিন্‌বারা হইতে রেলগাড়ী দেড়টার সময় ছাড়িল এবং ষ্টার্লিং দিয়া যাইয়া পার্থএ পৌছিল। তথায় ট্রেণ বদল করিতে হইল। তাহার পর ডান্‌কেলড,

পিট্‌লকৃরি আবিমোর জংসন ও কারব্রিজ দিয়া গিয়া রাত্রি ৮॥০ টার সময় ইন্‌বার্নেস পৌছিল। তখনও অন্ধকার হয় নাই। ইন্‌বার্নেস এডিন্‌বারা হইতে ১৯২ মাইল। উচ্চভূমির দৃশ্য ডান্‌কেলড হইতে আরম্ভ হয় এবং পিট্‌লকৃরির নিকট এই দৃশ্য অত্যন্তই সুন্দর মনে হইল। চারিদিকেই পাহাড়, সমতলভূমি কোথাও নাই, সবই উঁচু নীচু। গ্রীষ্মকালে গাছ, ঘাস, উদ্ভিদে সমস্ত দেশটা নানা পর্দ্দার হরিৎবর্ণে অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছিল। দেশটার বাহার খুবই দেখিলাম তবে হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে অভ্যস্ত আমাদের চোখে এদেশের দৃশ্য তেমন সুমহান লাগিল না। সবই সুন্দর বটে তবে সবই ক্ষুদ্র সংস্করণে। রেলগাড়ী যতই ইন্‌বার্নেসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই উচ্চভূমির উপর উঠিতে লাগিলাম সত্য তবে পিট্‌ল-কৃরির সন্নিকটস্থ দৃশ্য আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। ইন্‌বার্নেস অতি ছোট শহর, হোটেল ষ্টেশনের নিকট, খুঁজিয়া পাইতে দেরী হইল না। হোটেলটি বেশ পরিষ্কার। তাহার পরদিন ৩০শে অগষ্ট সকালে উঠিয়া শহর দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

**ইন্‌বার্নেস শহর ও ইহার আশে পাশে**ঃ—শহরটি ছোট ও তথায় বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। তবে ইহার পরিস্থিতি বড় সুন্দর এবং উত্তর স্কটল্যাণ্ডের ইহাঁ বৃহত্তম শহর। ইহা ইন্‌বার্নেস ফার্থের উপর অবস্থিত —গ্রেট গ্লেনের উত্তর পূর্ব্ব সীমায় যাহার ভিতর দিয়া ক্যালিডোনিয়ন খাল গিয়াছে। শহরটি নেস নদীর দুই পার্শ্বে স্থিত ও ঐ নদীর দুই ধারের শহরের অংশ বড় সুন্দর মনে হইল। সমস্ত সকাল শহরে বেড়াইয়া, ইহার দুর্গ দেখিয়া, মধ্যাহ্নে গাড়ী করিয়া শহরের আশে পাশে দেশটা ২৫ মাইল ঘুরিয়া আসিলাম। দেশটা সর্ব্বত্র পর্ব্বতময়, পর্ব্বতের ভিতর দিয়া নেস নদীর গতি বড় সুন্দর। প্রথমে নেস নদীর পাশ দিয়া যাইয়া দূরে অলডুরী দুর্গ পার হইয়া ডোরিসে পৌছিলাম। তথায় নামিয়া দেখিলাম যে নেস হ্রদের পারে আসিয়াছি। পরে গাড়ী এক পর্ব্বত আরোহণ করিয়া ( সমুদ্র হইতে ৮০০ ফীট উচ্চ ) এশীমুর ও এশী হ্রদে পৌছিল। উচ্চভূমিতে "মূর" (moor) কি রকম এই এশীমূরে তাহার নমুনা পাইলাম। ইহা বহুদূর বিস্তৃত খোলা পতিত ভূমি, অনুর্ব্বরা, মধ্যে মধ্যে মাত্র দুই একটি ছোট ঝোপ আছে। ইহার অনতিদূরে রাস্তার নিকটে এই দেশের আদিম নিবাসীদিগের দ্বারা

খচিত এক শিলা খণ্ডের উপর বরাহের প্রতিকৃতি দেখিলাম। তাহার পর এসিক হইতে ইনবার্নেস, ব্ল্যাক আইল, বীউলী, ইন্‌বার্নেস ফার্থের দূরের দৃশ্য দেখিয়া ইন্‌বার্নেসে ফিরিয়া আসিলাম।

**ফোর্ট অগষ্টাস যাত্রা, ক্যালিডোনিয়ন খাল :**—পরদিন ৩১শে অগষ্ট সকালে উঠিয়া আমরা ইন্‌বার্নেস হইতে ফোর্ট অগাষ্টাসে ষ্টীমারে করিয়া যাইয়া মোটর কোচ করিয়া ইন্‌বার্নেসে ফিরিলাম। ইন্‌বার্নেস হইতে এক মাইল দূরে মুয়রটাউনে বিখ্যাত ক্যালিডোনিয়ন খালের আরম্ভ এবং তথা হইতে ষ্টীমারে উঠিতে হয়। এই খাল গ্রেট গ্লেনের ভিতর দিয়া যায় এবং ইহার দুই ধারের দৃশ্য অতি চমৎকার। স্কটল্যাণ্ডের উচ্চভূমি কি রকম এই খাল দিয়া যাইলে তাহা দেখা যায়। এই গ্রেট গ্লেনটি স্বাভাবিক একটি নিম্নভূমিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা উত্তরপূর্ব্ব স্কটল্যাণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে। ইহা ফোর্ট উইলিয়ম হইতে ইন্‌বার্নেস পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে লক লেন্হুই বা ফার্থ অব লর্ণ হইতে মরে ফার্থ পর্য্যন্ত। এই নিম্নভূমিতে তিনটি বড় হ্রদ আছে, লক নেস (২৪ মাইল), লক অয়েক (৪ মাইল) ও লক লকি (১০ মাইল) এবং এই হ্রদগুলি খাল দ্বারা সংযুক্ত। ১৮০৫ সালে টেলফোর্ড এই খাল খনন করিতে আরম্ভ করেন। ইহা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০½ মাইল লম্বা তবে খালটি ২২ মাইল মাত্র এবং ইহাতে ২৯টি লক (lock) আছে। কর্পাকের নিকট সমুদ্রের সহিত লক লকির সংযোগ সাধনে মহা বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুই জায়গার মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৮ মাইল এবং ইহার মধ্যে ৮টি লক তৈয়ার করিতে হইয়াছিল, প্রত্যেকটির উচ্চতা ৮ ফীট করিয়া। মুরটাউন হইতে কিছু দূর খালে যাইয়া আমরা লক নেসএ পড়িলাম। লক নেস এর দৃশ্য অতি সুন্দর। ইহার দুই ধারে পাহাড় উঠিয়াছে এবং পাহাড়গুলি বৃক্ষে আচ্ছাদিত। এই সুন্দর সবুজ বৃক্ষাচ্ছাদিত দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে দিয়া লক নেসের সবুজ জলের উপর ২৮ মাইল যাইয়া আমরা হ্রদের শেষ প্রান্তে ফোর্ট অগাষ্টস এ পৌছিলাম ও তথায় নামিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইখানে এক দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন সেই স্থলে বেনিডিকটিন সম্প্রদায়ের এক এবে আছে এবং দূরে সন্ন্যাসিনীদের এক আশ্রম আছে। গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। এই খানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরে এক মোটর গাড়ী চড়িয়া অতি সুন্দর

দেশের ভিতর দিয়া ইন্‌বার্নেসে পৌছিলাম। পথে লক নেসের পশ্চিম পার্শ্বে গ্লেন আর্কার্টের মুখে আর্কার্ট দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। এই দুর্গ সর্ব্ব প্রথমে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। পরে ১৩০৩ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইহা অবরোধ করেন এবং ভগ্ন দুর্গটিকে পুনর্নির্ম্মাণ করেন।

ইন্‌বার্নেস ফিরিতে ৩৷৪টা বাজিল। সেই দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শহরের চারিদিকে ঘুরিয়া শেষে হোটেলে ফিরিলাম। আজ আমাদের স্কটল্যাণ্ডে পরিভ্রমণ শেষ হইল এবং পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৬ সালে) অতি সকালে পুনরায় ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

**ইংল্যাণ্ডের হ্রদ প্রদেশের জন্য যাত্রা:**—সোজা লণ্ডনে ফিরিবার আমাদের অভিপ্রায় ছিল না, মনে করিলাম লণ্ডনের পথে ইংল্যাণ্ডের লেক প্রদেশ দেখিয়া যাইব। অথচ রাস্তায় আর কোথাও নামিলে দেরী হইবে এই ভয়ে ইন্‌বার্নেস হইতে সোজা গ্রাসমিয়ার যাইলাম। ইন্‌বার্নেসে সকাল ৮টার সময় রেলে চড়িলাম এবং গ্রাসমিয়ারে সন্ধ্যা ৭টার সময় পৌছিলাম! মাঝে পার্থ, এডিন্‌বারা, কার্লাইল এবং আরো এক জায়গায় গাড়ী বদল করিয়া উইণ্ডারমিয়ারে সন্ধ্যা ৬টার পর পৌছিলাম এবং তথা হইতে মোটর গাড়ীতে চড়িয়া গ্রাসমিয়ারে ৭টার সময় পৌছিলাম। সঙ্গে বিশেষ মাল পত্র ছিল না এই রক্ষা, তথাপি দশ ঘণ্টার রাস্তায় পাঁচবার গাড়ী বদল করা কম হাঙ্গামের কথা নয়। ইন্‌বার্নেস হইতে কার্লাইলে আসিতে আমরা স্কটল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই আবার দেখিলাম। গ্রীষ্মকালে সবই সবুজ, সবই গাছপালা ও ঘাসে আবৃত, সমস্ত দেশ পর্ব্বতময়, সমতল ভূমি কোথাও চোখে পড়িল না, যেখানে পর্ব্বত নাই সেখানেও ভূমি অসমতল, দেশটি অতি সুশ্রী, মনোহর দেখাইল। অবশ্য শীত-কালে দেশটি অন্য এক মূর্ত্তি ধারণ করে সত্য তবে গ্রীষ্মকালে স্কটল্যাণ্ড যে অতি সুন্দর দেশ তাহার কোন সন্দেহ নাই। স্কটল্যাণ্ড যে এত সুন্দর দেশ তাহা সেখানে আসিবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। তবে দেশটা যে ইংল্যাণ্ডের অপেক্ষা অনেক গরীব তাহা দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম।

**ইংল্যাণ্ডের হ্রদ প্রদেশ:**—ইংলিশ লেক ডিষ্ট্রিক্টের প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়, ইংল্যাণ্ডে আর কোথাও এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নাই এবং এইরূপ বন্য পার্ব্বত্য দৃশ্য যে ইংল্যাণ্ডে আছে তাহা পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। ইংরাজী সাহিত্যেও এই লেক ডিষ্ট্রিক্ট প্রসিদ্ধ। সর্ব্ব প্রথম এই প্রদেশের সৌন্দর্য্য ইংরাজ কবিগণের মধ্যে গ্রেকেই মুগ্ধ করে। পরে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কোলরিজ, (পিতা ও পুত্র) ডি কুয়েন্সি, মিসেস হেমনস্, হ্যারিয়েট মার্টিনো, আরনল্ড অব রাগ্‌বি, ডরথি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি অনেকে এইস্থলে বাস করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিয়া এই প্রদেশকে ইংরাজী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ করেন। তবে এই লেকভূমির সৌন্দর্য্য ওয়ার্ডস-ওয়ার্থকে বোধ হয় সকল সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রদেশের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার এত বিলম্বে হয় কারণ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ উনবিংশ শতাব্দীর কবি। এই লেকভূমি ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড, কাম্বারল্যাণ্ড এবং ল্যাঙ্কাশিয়ার (অল্পাংশ মাত্র) কাউন্টির অন্তর্গত। উত্তর দক্ষিণে এই প্রদেশ ত্রিশ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৫ মাইল বিস্তৃত। এই অল্প সীমানার মধ্যে সতরটি হ্রদ আছে, অসংখ্য গিরিনদী আছে এবং চারিদিকেই পাহাড়। ইহাদের সাতটি শৃঙ্গ তিন হাজার ফীট উচ্চ।

**উইণ্ডারমিয়ার**:—এই প্রদেশের দুইটি অংশ আমরা দুই দিনে ভাল করিয়া দেখি, ইহার দক্ষিণ বা উইণ্ডারমিয়ার অংশ এবং ইহার উত্তর বা কীজ-উইক অংশ। পূর্ব্ব দিনে ইন্‌বার্ণেস্ হইতে গ্রাসমিয়ারে আসিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সেই দিন সন্ধ্যার পর আহারান্তে আর হোটেল হইতে বাহির হই নাই। পরদিন সকালে উঠিয়া বাসে করিয়া উইণ্ডারমিয়ারে যাইলাম। যদিও উইণ্ডারমিয়ার এক রেলষ্টেশন ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, সর্ব্বতোভাবে আধুনিক। উইণ্ডারমিয়ার হ্রদ এই গ্রামের অতি নিকটে। গ্রাম ৩০০ ফীট উচ্চ তবে হ্রদে যাইতে হইলে প্রায় দুই মাইল দূরে বোনেস দিয়া যাইতে হয়। আমরা বোনেসে এক ষ্টীমার চড়িয়া উইণ্ডারমিয়ার হ্রদে ওয়াটার হেড্ অবধি বেড়াইতে যাইলাম। এই হ্রদ উত্তর দক্ষিণে প্রায় দশ মাইল লম্বা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে এক মাইল। হ্রদের দৃশ্য অতি মনোহর, চারিদিকে পাহাড় মধ্যে মধ্যে দ্বীপ, সব সবুজ ঘাস ও লতাপাতায় আবৃত, দূরে মাঝে মাঝে গ্রাম, এখানকার প্রাকৃতিক শোভা যে কি মনোহর তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। ওয়াটারহেডে নামিয়া আমরা নিকটে এম্বল্‌সাইড গ্রামে বাসে করিয়া যাইয়া

সেখানে রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরে এক রেষ্টোরাঁয় গিয়া চা পান করিলাম। তাহার পর এম্বল্‌সাইড হইতে ওয়াটারহেডে ফিরিয়া আসিয়া তথায় আবার ষ্টীমারে চড়িয়া হ্রদ দিয়া বোনেস পৌছিলাম এবং তথা হইতে উইণ্ডারমিয়ার ও এম্বল্‌সাইড দিয়া বাসে করিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রাসমিয়ারে ফিরিলাম। উইণ্ডারমিয়ারের নিকটবর্ত্তী জল ও স্থলের দৃশ্য যে কি মধুর তাহা কিছু উপলব্ধি করিলাম।

**গ্রাসমিয়ার**:—পর দিন সকালে উঠিয়া প্রথমে গ্রাসমিয়ার গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী দৃশ্যাবলী দেখিতে বাহির হইলাম। সমস্ত দেশটি ঘন লতা পাতায় আবৃত, কয়েক দিন বৃষ্টি হওয়াতে স্যাঁতসেঁতে মনে হইল। গ্রামটি অতি পুরাণ ধরনের, রাস্তাগুলি সরু সরু, আঁকা বাঁকা, বাড়ীগুলি ছোট ছোট এবং পুরাতন রীতির। প্রথমে আমরা গ্রাসমিয়ার হ্রদ দেখিতে যাইলাম, পরে সেণ্ট অসওয়াল্ড চার্চ ও তাহার সমাধিভূমি দেখিলাম। এই সমাধি স্থানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও তাঁহার পরিবারের দুই তিন জনের এবং হার্টলে কোলরিজের কবর আছে দেখিলাম। গির্জ্জাটি অতি পুরাতন ধরণের। ইহার ছোট আয়তন, আড়ম্বর শূন্য স্থাপত্যরীতি, এড়োএড়িভাবে বর্গা লাগান নীচু ছাদ, সামান্য পুরাতন আসবাব সবই গ্রামের উপযুক্ত। এই গির্জ্জায় ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ অনেক দিন উপাসনা করিয়াছিলেন। নিকটে ডাব কুটির। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ যখন ১৭৯৯ সালে প্রথমে গ্রাসমিয়ারে আসেন তখন তিনি এখানে বাস করিতেন এবং ১৮০৮ সাল অবধি তিনি এখানেই থাকেন। পরে ডিকুয়েন্সিও এই বাড়ীতে বাস করেন। এই বাড়ীতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার নব বিবাহিতা বধূকে আনেন এবং এই বাড়ীতে তাঁহার সন্তানদিগের জন্ম হয়। এই বাড়ীতে তিনি "গ্রীন লিনেট", "মাইকেল", "দি ড্যাফোডিল্‌স", "দি ওড অন দি ইন্টি-মেশনস অব ইম্মর্টালিটি", "দি প্রেলিউড" রচনা করেন এবং "দি এক্সকার্শন"এর গোড়া আরম্ভ করেন। গ্রাসমিয়ার দেখিয়া আমরা গাড়ী করিয়া কীজউইক যাইলাম। কীজউইক লেক প্রদেশের উত্তরাংশে। এই শহরটি বেশ বড ও সমৃদ্ধিশালী এবং ইহা হাটবাজারের একটি কেন্দ্র স্থল, এটি গ্রেটা নদীর উপর ডারওয়েণ্টওয়াটার হ্রদের উত্তরতীরের নিকটে। অনেকে ডারওয়েণ্টওয়াটার হ্রদকে ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হ্রদ বলিয়া মনে করেন। গ্রাসমিরায় হইতে কীজউইকের রাস্তা অত্যন্ত সুন্দর, দুই পার্শ্বে পাহাড়, এবং কিছুদূর রাস্তা থার্ল-

মিয়ার হ্রদের পাশ দিয়া চলে, ইহার পূর্ব্বদিকে তিন হাজার ফীটের অধিক উচ্চ হেলবেলীন পর্ব্বত। কীজউইক শহর দেখিয়া এবং তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া আমরা মোটর গাড়ী করিয়া কাম্বারল্যাণ্ডের এই অংশ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। স্কিড্ড ও স্যাড্‌লব্যাকের চতুর্দ্দিকস্থ রাস্তা পরিভ্রমণ করিতে গাড়ী চারি ঘণ্টা লইল। রাস্তা থ্রেল্‌কেল্ড্, মানগ্রীসডেল, বোস্কেল, মোজডেল, হেস্কেট নিউমার্কেট, কল্ডবেক দিয়া গিয়া আলডেল কমন অতিক্রম করিয়া আলডেল গ্রাম, ব্যাসেন্থওয়াটার হ্রদের পশ্চিম কূল দিয়া কীজউইকে ফিরিয়া আসে। রাস্তা প্রায় সবটাই অত্যন্ত উঁচু নীচু, অনেক অংশে জঙ্গলে পূর্ণ তবে কোন কোন স্থলে সমতল। স্কিড্ড (৩০৫৪ ফীট উচ্চ) ও স্যাডলব্যাক (২৮৪৫ ফীট উচ্চ) আমাদের রাস্তার প্রায় সর্ব্বত্র হইতে দেখা গিয়াছিল। পথে কল্ডবেক পড়ে। সুবিখ্যাত শিকারী জন পীলের নামের সহিত জড়িত বলিয়াই এই গ্রাম প্রসিদ্ধ। তাঁহার নামে যে গান আছে সেটি পৃথিবীর যেখানেই ইংরাজী ভাষা প্রচলিত আছে সেইখানেই গীত হয়। *

* এই গান এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

D' ye ken John Peel with his coat so gay ?
D' ye ken John Peel at the break of day
D' ye ken John Peel when he's far far away
With his hounds and his horn in the morning ?
Then here's to John Peel from my heart and soul
Let's drink to his health, let's finish the bowl :
We 'll follow John Peel through fair and through foul
If we want a good hunt in the morning.

Chorus.

For the sound of his horn brought me from my bed.
And the cry of his hounds which he oft times led,
Peel's view hulloo would awaken the dead.
Or a fox from his lair in the morning.
Gone are the days when my heart was young and gay :
Gone are my friends from the cotton fields away ;
Gone from the earth to a better land I know.
I hear their gentle voices calling "Old Black Joe."

Chorus.

I'm coming I'm coming
For my head is bending low

কল্ডবেক জন পীলের জন্মস্থান এবং ইহার গির্জ্জার মধ্যে তাঁহার গোর আছে। আমরা সেটিও দেখিলাম। কল্ডবেকে এক প্রকাণ্ড অব্যবহৃত জলপ্রবাহিত চক্রও দেখিলাম। চারি ঘণ্টা গাড়ী করিয়া এই বন্য দেশ দিয়া যাইয়া আমরা শেষে কীজউইকে ফিরিলাম এবং তথা হইতে বাসে করিয়া সন্ধ্যার পর গ্রাসমিয়ারে পৌঁছিলাম। দুই দিন যদিও সমস্ত দিন ধরিয়া ঘুরিলাম তথাপি হ্রদ প্রদেশের দৃশ্য দেখিয়া আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইল না। সময় থাকিলে বিশেষতঃ হাঁটিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা থাকিলে আরও দিন কতক এই প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। যাহা হউক এখন বুঝিতে পারিলাম ইংরাজী লেক কবিরা কেন এই প্রদেশের সৌন্দর্য্যে এত মোহিত হইয়াছিল। যাহা দেখিলাম তাহাতে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, তবে সবই অতি রমণীয়, অতি সুশ্রী, শান্ত ও মনোহর। পাহাড়, জল, সবুজ তৃণ ও গাছপালা, এই সকলের সমাবেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রকৃতি দেবীর রূপ ও সাজ ফুটিয়া উঠে, এখানেও তাই।

পরদিন সকালে গ্রাসমিয়ার ছাড়িয়া বিকালে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম। রেলগাড়ী ইংল্যাণ্ডের পরিচিত, সবুজ, মার্জ্জিত, সুরক্ষিত অসমতল, ক্ষেতের মধ্য দিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া ভীষণ জনাকীর্ণ লণ্ডন শহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এইখানে আমাদের এই বৎসরের মত গ্রীষ্মের ভ্রমণ শেষ হইল।

I hear their gentle voice calling. "Old Black Joe."
Where are the hearts once so happy and so free ?
The children so dear that I held upon my knee ?
Gone to the shore where my soul has longed to go.
I hear their gentle voices calling "Old Black Joe."
I'm coming etc.

## একাদশ অধ্যায়

### দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ইংল্যাণ্ডে।

**ইয়োরোপে গ্রীষ্মকাল:**—পুরাকালে আমাদের দেশের রাজারা যেরূপ বর্ষা ঋতুর অপগমে ও শরৎ ঋতুর আগমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন ইয়োরোপেও সেইরূপ তথাকার রাজারা, অর্থাৎ জনসাধারণ, শীত ও বসন্ত ঋতুর অপগমে ও গ্রীষ্ম ঋতুর আগমে দিগ্বিজয়ে বাহির হন। বসন্তঋতুর অবসানে ও গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে মধুমক্ষিকারা যেমন তাহাদের মধুচক্র পরিত্যাগ করিয়া দূরে বা নিকটে যেখানেই হউক চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হয় ইয়োরোপেও সেইরূপ সকলেই ঘর পরিত্যাগ করিয়া দূরে বা নিকটে যে কোন স্থলেই হউক চলিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হয় এবং যাহার যতটুকু সাধ্য সে সেই পরিমাণে সাত দিনই হউক, পনের দিনই হউক বা এক মাসই হউক ঘর ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া আসে। অফিসের কেরাণীরা এই সময় ১৪ দিনের ছুটি পায়, অফিসের কর্ত্তারা যদি পারে ত তিন সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য অফিসের কার্য্য হইতে অবসর লয়। ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, ব্যবহারজীবী প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোকেরাও এই সময় দিন কতকের জন্য আপন আপন কার্য্য-ত্যাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ধনী লোকদের ত কথাই নাই এমন কি দোকানদারেরা, বাড়ীর ঝি চাকরেরাও এই সময় সাত দিন, বা দশ-দিনের জন্য কার্য্য বন্ধ করিয়া যদি পারে ত নিকটস্থ কোন এক সমুদ্রতীরস্থ সস্তা স্থানে যাইয়া বাস করে। গ্রীষ্মকালে সমস্ত ইয়োরোপের লোকেরা চলাচলে ব্যস্ত হইয়া উঠে। নরওয়ে, সুইডেন হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্স, ইতালী, সুইটজারল্যাণ্ড, জর্ম্মনী, স্পেন, চেকোশ্লোবাকিয়া পর্য্যন্ত ইয়োরোপের এমন কোন দেশ নাই যেখানে পর্য্যটকরা দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে এই দৃশ্য গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ চোখে না পড়ে। তাহারা সমস্ত ইয়োরোপকে তোলপাড় করিয়া দেয়, আলোড়িত করিয়া তোলে। তুমি নরওয়ের নিরালা, মনোন্মাদিনী ফিয়োর্ডেই যাও আর সুইটজারল্যাণ্ডের গিরিসঙ্কুল, অরণ্য

বেষ্টিত তুষারাবৃত গ্রামেই যাও সর্ব্বত্র একই কথা শুনিবে, একই দৃশ্য দেখিবে—পর্য্যটকদিগের অবিরাম আগমন ও তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য উদ্যোগ। মনে হয় যেন দুই তিন মাসের জন্য—জুন, জুলাই ও অগষ্ট মাসে—সমস্ত ইয়োরোপ তাহার পুরাতন যাযাবর বৃত্তির পুনরুদ্ধার করিয়াছে! এই চাঞ্চল্য জুন মাসে আরম্ভ হয় ও সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়।

ইহা হয়ত অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমাদের দেশ হইতে যাঁহারা এদেশে আসেন তাঁহারা প্রথম বৎসর তেমন শীত বোধ করেন না যেমন দ্বিতীয় ও তৎপরবর্ত্তী বৎসর শীত অনুভব করেন। আমার স্বামী যখন অধ্যয়নের জন্য এদেশে বাল্যকালে আসেন তখন প্রথম শীতঋতুতে তিনি হাতের দস্তানা ব্যবহার করিতেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার এক শিক্ষক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি এত গরম দেশ হইতে এদেশে আসিয়া শীত অনুভব কর না তাহার কারণ কি।" এ প্রশ্নের কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই বলেন "বোধ হয় তুমি তোমার দেশ হইতে কিছু সুপ্ত উত্তাপ (latent heat) শরীরে পুরিয়া আনিয়াছ!" সেইরূপ আমাদের বিলাতে প্রথম গ্রীষ্মকালের বাসের সময় আমরা লণ্ডন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইবার প্রেরণা অনুভব করিলাম না। বস্তুতঃ প্রথম বৎসরে ( ১৯৩৫ সালে ) আমরা ফেব্রুয়ারি মাসে বাহির হইয়া লণ্ডনে মে মাসের প্রথমেই ফিরিয়া আসি। পর বৎসর ( ১৯৩৬ সালে ) কিন্তু গ্রীষ্মকালে আর লণ্ডনে থাকিতে পারিলাম না, সে বৎসর কয়দিনের জন্য স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের হ্রদ প্রদেশে ঘুরিয়া আসিলাম। ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা লণ্ডন হইতে প্রায়ই বাহিরে যাইতাম, কখন কখন যেদিনে যাইতাম সেই দিনেই ফিরিয়া আসিতাম ও কখন আবার দিন কতকের জন্য লণ্ডনের বাহিরে যাইয়া থাকিতাম। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের ভ্রমণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৯৩৭ সালের ভ্রমণের কথা এইখানে সংক্ষেপে বলি।

**ক্যাণ্টারবেরি :**—শীতের প্রকোপ একটু হ্রাস হইলেই এপ্রেল মাসে আমরা দুই জনে দুই পুত্রকে লইয়া এক দিন লণ্ডন হইতে মোটোর কোচে করিয়া ক্যাণ্টারবেরি ঘুরিয়া আসিলাম। আমাদের কোচ মেডষ্টোন ও এষফোর্ড দিয়া যায় এবং এই রাস্তায় ক্যাণ্টারবেরি লণ্ডন হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে। মোটর কোচে ভ্রমণ করিতে আমার বড় ভাল লাগে, কারণ সমস্ত পথ গাড়ী

এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর দিয়া যায় এবং কোচগুলি বড় আরামদায়ক। আমরা সকাল ৯টার সময় লণ্ডন হইতে বাহির হইয়া প্রায় ১টার সময় ক্যাণ্টারবেরি পৌঁছাই এবং মধ্যে মেডষ্টানে আহারের জন্য কিছুক্ষণ থামি। সমস্ত পথ ইংল্যাণ্ডের উদ্যান কাউন্টির অর্থাৎ কেণ্টের ভিতর দিয়া কোচ চলিল। কেণ্টের দৃশ্য বড় মনোরম, অত্যন্ত স্নিগ্ধ। পথ সবই অসমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে তবে বিশেষ উচ্চ পাহাড় কোথাও দেখা যাইত না। রাস্তার দুই ধারেই "হপের" ক্ষেত। এই শস্য হইতে এক রকম মদ্য তৈয়ার হয় এবং এই শস্য কাটিবার সময় লণ্ডন শহরের গরীব পল্লী হইতে দলে দলে লোক কেণ্ট কাউন্টিতে আসে।

ক্যাণ্টারবেরি যে এক অতি পুরাতন শহর ইহা তথায় কোচ হইতে নামিবা মাত্র বুঝিতে পারিলাম। অবশ্য সময়ে শহরের অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও ইহার সরু সরু রাস্তা, ছোট ছোট সেকালের ধরণের বাড়ীগুলি ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডের নানাস্থান হইতে লোকে দলে দলে এই শহরের মহামন্দিরে তীর্থ যাত্রায় আসিত, এমন কি ইয়োরোপের মহাদেশ হইতেও অনেকে আসিত। এই সকল যাত্রীরা পথে কিরূপ আমোদ আহ্লাদ করিত তাহা আমরা চসারের "ক্যাণ্টারবেরি টেলস" হইতে কিছু কিছু আভাস পাই। সে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদের থা। ক্যাণ্টারবেরির মাহাত্মের উৎপত্তি টমাস বেকেটের হত্যা হইতে। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর হটকারিতাই এই হত্যার কারণ এবং এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ইয়োরোপ স্তম্ভিত হয় ও নিজেকে কলঙ্কিত মনে করে। দ্বিতীয় হেনরীর এই ভ্রমটির সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে চতুর পোপেরা লেশমাত্র অবহেলা করে নাই। রোমনদিগের রাজত্বকালে ক্যাণ্টারবেরি একটি সামান্য বাণিজ্যস্থল ছিল এবং তখন ইহার নাম ছিল ডিউরোবের্ণাম। পরে স্যাক্সনদিগের সময়ে ইহা ক্যাণ্টারবেরাবিরিগ নামে অভিহিত হইয়া কেণ্টের রাজা এথেলবর্টের রাজধানী হয় ( ৫৬০ খৃঃ অব্দ )। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক সেণ্ট অগাষ্টিন এইস্থলে দুইবার আসেন। প্রথমবারে ( ৫৯৭ খৃঃ অঃ ) আসিয়া তিনি এইখানে এক মঠ স্থাপন করেন এবং দ্বিতীয়বারে ইংল্যাণ্ডের বিশপ হইয়া আসিয়া আর একটি মঠ ও একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। এই গির্জ্জা হইতেই পরে কেথীড্রলের উৎপত্তি হয় এবং টমাস বেকেটের হত্যাই ক্যাণ্টারবেরির সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে।

পুরাকালে যাত্রীরা কেথীড্রল দর্শন করিবার জন্য শহরের হাই ষ্ট্রীট হইতে মার্সেরি লেন দিয়া কেথীড্রলের সম্মুখে উপস্থিত হইত। আমরাও তাহাই করিলাম তবে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর মার্সেরি লেন যাত্রীদিগের তীর্থ পণ্যে পূর্ণ নয়। আমরা যেদিন ক্যাণ্টারবেরি যাই সেটি এক পর্ব্বদিন, সেইজন্য দেখিলাম যে গির্জ্জাটি লোকে লোকারণ্য এবং সেখানে উপাসনা চলিতেছে। সেইজন্য আমরা উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, ক্লয়েষ্টার প্রভৃতি যাহা কিছু বাহির হইতে দেখা যায় তাহা সব দেখিয়াই ফিরিলাম। সবই অতি প্রাচীন এবং সেইজন্য অতি চিত্তাকর্ষক মনে হইল। কেথীড্রল হইতে আমরা শহরের পুরাতন পশ্চিম দরজা দেখিতে যাইলাম। পুরাকালে শহরের এই প্রকার আরও পাঁচটি দ্বার ছিল এবং সেগুলি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে নির্ম্মিত হয়। তাহার পর শহরটির অন্যান্য অংশ পরিদর্শন করিয়া বিকালে আবার কোচে চড়িয়া সন্ধ্যার পর লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

**ব্রাইটন ও এলক্রিসটন :**—যে মাসে আমরা একদিনের জন্য ব্রাইটন ও নিউহেবেন দিয়া এলক্রিস্টন নামক এক অতি পুরাতন ক্ষুদ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া আসি। সমস্ত রাস্তাই আমরা আমাদের মোটরকারে যাই। লণ্ডন হইতে ব্রাইটন রাস্তা দিয়া যাইলে ৫২ মাইল দূর। আমরা যে রাস্তা দিয়া গিয়াছিলাম সে রাস্তা মিছ্হাম, সাটন, রাইগেট, ক্রলে দিয়া যায়। পথের দুই পার্শ্বের দৃশ্য বড় মনোরম, বিশেষতঃ রাস্তাটি যখন সাস্কেস ডাউন্‌স দিয়া যায়। লোকে ব্রাইটনকে ব্রিটনের সমুদ্র তীরস্থ স্বাস্থ্যাবাস-গুলির রাণী বলে এবং ইহার এই আখ্যা কেবল ইয়র্কশিয়ার সমুদ্র তীরস্থ স্কার্বারা প্রতিবাদ করিতে সাহস করে। ব্রাইটন এখন বেশ বড় শহর, এখানে প্রায় দেড়লক্ষ লোকের বাস, তবে ইহা অতি আধুনিক শহর। এখানে কোন বন্দর নাই, তবে ইহার সমুদ্রতীর চারি মাইল বিস্তৃত। রাজা চতুর্থ জর্জ যখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ছিলেন তখন তিনি এইখানে মধ্যে মধ্যে বসবাস করিতেন এবং তিনি ইহার প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করেন। তিনিই এই শহরের বৃদ্ধি, উন্নতি ও জনপ্রিয়তার জন্য দায়ী।

শহরটি বেশ বড় এবং যতক্ষণ না সমুদ্রতীরে আসা যায় ততক্ষণ ইহাকে ইংল্যাণ্ডের এক সাধারণ সমৃদ্ধশালী প্রাদেশিক নগর বলিয়া ভ্রম হয়, তবে

একবার কিন্তু সমুদ্র তীরে আসিলে ইহার চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। এই স্থলে ইহার বৃহৎ পীয়ার, ইহার জলাশয়, ইহার সমুদ্রধারের সুদূর বিস্তৃত ও প্রশস্ত ভ্রমণোদ্যান, সমুদ্র সৈকত ইহাকে সমুদ্রতীরস্থ আমোদ প্রমোদ করিবার একটি বিশিষ্ট স্থল বলিয়া ঘোষণা করে। নগরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও জনাকীর্ণ, ইহার বাগানগুলি সুন্দর ও সুরক্ষিত এবং ইহার সমুদ্রতীর জনতাপূর্ণ। গত কয়েক বৎসরের রীতি অনুসারে অনেক অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ ও বিরলবেশা রমণীরা "সূর্য্যস্নান" ( sun bath ) করিবার জন্য ইহার সমুদ্রতীরে শুইয়া আছে দেখা যায়। সূর্য্যকিরণে সকলের সর্ব্ব শরীর গল্‌দা চিংড়ির মতন লাল হইয়া গিয়াছে দেখায় তথাপি তাহারা নগ্নপ্রায় দেহে সর্ব্বজন সমক্ষে সূর্য্যস্নান করিতে অর্থাৎ সমুদ্রধারে শুইয়া থাকিতে বিরত হয় না।

ব্রাইটনের প্যালেস পীয়ার ( Palace Pier ) ১৭১০ ফীট লম্বা এবং ইহার শেষ ভাগে সমুদ্রের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে বড় ভাল লাগে। জলাশয়টি এই পীয়ার এর গোড়ায়। ইহা একটি বৃহৎ অট্টালিকার ভিতর তবে রাস্তার সমতল ভূমির নীচে এবং ইহার উপরে বাদ্যমঞ্চ ও কাফে আছে। অট্টালিকাটির ভিতরে অনেক জলজন্তু রাখিবার জলাশয়, একটি ক্লাব ও কতিপয় স্নানাগার আছে। ব্রাইটনে ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিয়া আমরা রটিংডীনে যাইলাম। সেখানে আমার এক আত্মীয়ার সহিত তাঁহার নূতন বাড়ীতে আহারান্তে আমরা এলফ্রিস্‌টন দেখিতে যাইলাম। পথে নিউহেবেন বন্দর পড়িল। এই বন্দর হইতে ফ্রান্সের ডিয়েপ বন্দরের জন্য প্রত্যহ জাহাজ ছাড়ে। নিউহেবেন এক ক্ষুদ্র গ্রাম এবং ইহা পার হইয়া এলফ্রিস্‌টনে যাইলাম। ইহা এক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং এখানে পৌঁছাইতে কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রামের ভিতর দিয়া আমাদের যাইতে হইল। এই গ্রামে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর এক চটি আছে, সেটি বড় সুন্দর। পুরাকালে ইংল্যাণ্ডের চটিগুলি কিরূপ ছিল ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই চটির পুরাতন আসবাব, রন্ধন করিবার সামগ্রী, পুরাতন ধরনের কারুকার্য্য বড়ই কৌতূহল-প্রদ। ইহার বাগানে গাছের তলে অনেক চেয়ার টেবিল সজ্জিত আছে এবং তথায় গাছের ছায়ায় বসিয়া চা পান করিতে বড় আরাম। মনে হইল হঠাৎ যেন তিন চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের ইংল্যাণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছি। এই স্থল হইতে আমরা রটিংডীন ও ব্রাইটন দিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

**বোর্ণমাথ** :—পরে একদিন আমরা চারিজনে লণ্ডন হইতে বোর্ণমাথে যাই এবং তথায় তিন দিন এক হোটেলে থাকিয়া নিউফরেষ্ট দিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসি। পূর্ব্বে আমরা কেণ্ট ও সাসেক্স কাউণ্টিদ্বয় দেখিয়াছিলাম এইবার হ্যাম্পশিয়ারের অনেকটা দেখিলাম। যাইবার সময় ষ্টেন্স, বেসিং-ষ্টোক, উইনচেষ্টার দিয়া যাই এবং ফিরিবার সময় নিউফরেষ্ট, রিংউড, লিণ্ডহার্ষ্ট, রমজে ও উইন্‌চেষ্টার দিয়া শেষে পূর্ব্ব পথ ধরিয়া ফিরি। রেলপথে বোর্ণমাথ লণ্ডন হইতে ১০৮ মাইল।

শহরটি বেশ বড়, ইহার জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং ইহাতে বড় বড় অনেক হোটেল, রেষ্টোরাঁ, থিয়েটার, সিনেমা, ব্যাঙ্ক, চিত্রশালা প্রভৃতি শহর উপযোগী সব আসবাব ও আমোদপ্রমোদ প্রচুর পরিমাণে আছে। এই শহরের তিন দিকে পাইন বৃক্ষের বন ও একদিকে সমুদ্র। যতক্ষণ না সমুদ্রের তীরে আসিয়া পড়িলাম ততক্ষণ সমুদ্র তীরস্থ এক স্বাস্থ্যাবাসে আসিয়াছি বলিয়া মনে হইল না, যেন লণ্ডনেরই এক পল্লীতে আছি বলিয়া মনে হইল! যখন বিকালে সমুদ্র তীরে যাইলাম তখন সেখানে প্রায় আধ মাইল ব্যাপীয়া মোটারকার দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম! ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রতটস্থ এক সাধারণ স্বাস্থ্য নিবাসে যত গাড়ী দাঁড়ায় আমাদের কলিকাতার গঙ্গা তীরে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখে বা লেকে কখন তত মোটর গাড়ী থাকে না। তাহা হইলেও সমুদ্র ধার বেশ খোলা এবং তথায় তিন দিন বেশ সুখে ছিলাম।

বোর্ণমাথে থাকিবার সময় একদিন সোয়ানেজ, পুল ও কর্ফ কাস্‌ল দিয়া যাইয়া কিছু দূর ঘুরিয়া আসি। পুলের বন্দর অতি পুরাতন ও সুদৃশ্য। কর্ফ কাস্‌ল এখন ভগ্নাবস্থায় আছে তবে ইহারও কিছু ইতিহাস আছে। এই দুর্গ লেডী ব্যাঙ্কস্ ছয় সপ্তাহ ধরিয়া ছয় শত পার্লামেণ্টারী সৈন্যের বিপক্ষে রক্ষা করেন এবং এই স্থলে পূর্ব্বে স্যাক্সনদিগের এক দুর্গ ছিল। এই দুর্গের দ্বারে রাজা এডওয়ার্ডকে তাঁহার বিমাতা এলফ্রিডা ৯৭৯ সালে হত্যা করে এবং এই দুর্গে রাজা দ্বিতীয় এডওয়ার্ড তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুদিন বন্দী হইয়া থাকেন।

**নিউফরেষ্ট** :—লণ্ডন ফিরিয়া যাইবার সময় নিউফরেষ্ট ও উইন্‌চেষ্টার দিয়া যাই। নিউফরেষ্ট ইংল্যাণ্ডের রাজাদিগের এক অতি পুরাতন ও

প্রিয় শিকার ভূমি ছিল। ইহা ৯৩০০০ একার বিস্তৃত এবং উইলিয়াম দি কংকারার নিজ শিকারের জন্য ইহা রক্ষা করেন। এখনও মাঝে মাঝে এই অরণ্যে হরিণ দেখা যায় সত্য তবে তাহার অপেক্ষা টাট্টু ঘোড়া ও শূকরই বেশী দেখা যায়। বনটি দেখিতে বেশ মনোহর। অবশ্য কারে করিয়া আমরা ইহার অভ্যন্তরের দুর্গম স্থানের বিশেষ মনোহর দৃশ্য গুলি দেখিতে পাইলাম না। স্থানে স্থানে পর্য্যটকেরা বনের মধ্যে বড় বড় বৃক্ষের ঝোপের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছে অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া বনভোজন করিতেছে দেখিলাম।

**উইনচেষ্টর:**—উইন্‌চেষ্টর ইংল্যাণ্ডের এক অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শহর যদিও এখন ইহার জনসংখ্যা ২৫০০০ এরও কম। এক সময় এই নগর ইংল্যাণ্ডের রাজধানী ছিল এবং এখনও ইহা ইহার কেথীড্রল ও পাব্লিক স্কুলের জন্য জগৎ বিখ্যাত। ৫১৯ সালে এই নগরটি ওয়েসেক্স এর রাজধানী হয় এবং পরে ৮২৭ সালে এইখানে এগবার্ট সমস্ত ইংল্যাণ্ডের রাজা বলিয়া অভিষিক্ত হন। উইন্‌চেষ্টরই আলফ্রেড দি গ্রেটএর রাজধানী ছিল এবং পরে ক্যানিউট ও অন্যান্য ডেনিশ রাজাদিগেরও ইহাই রাজধানী ছিল। উইলাম দি কংকারার ও তাঁহার পরেও কতিপয় রাজারা লণ্ডনে যেমন অভিষিক্ত হইতেন উইনচেষ্টরও সেইরূপ অভিষিক্ত হইতেন। বাণিজ্যেও লণ্ডন উইনচেষ্টরের অনেকদিন প্রতিদ্বন্দী ছিল—বিশেষতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে। শহরটিকে দেখিলেই অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া মনে হয় এবং ইহা অসমতল ভূমির উপর স্থিত। ইহার কেথীড্রলটি অতি পুরাতন, অত্যন্ত মনোরম, তবে উচ্চ টাওয়ার না থাকায় বাহির হইতে তেমন জমকাল দেখায় না। আমরা সময় অভাবে ইহার ভিতরে যাইয়া ভাল করিয়া দেখিতে পারিলাম না।

**অল্ডর্শট টর্চ্‌লাইট ট্যাট্টু:**—ইহার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা টর্চ্‌লাইট ট্যাট্টু দেখিতে লণ্ডন হইতে অল্ডর্শট যাই। লণ্ডন হইতে অল্ডর্শট ৩৬ মাইল। অল্ডর্শট ইংল্যাণ্ডের একটি প্রধান সামরিক কেন্দ্র এবং প্রতি বৎসর জুন মাসে ইহার বিরাট ময়দানের চারিদিকে বিশাল গ্যালারী নির্ম্মাণ করিয়া সামরিক ট্যাট্টু দেখান হয়। এই ট্যাট্টুতে যে কত লোকে যোগ দেয় তাহা

বলা শক্ত তবে সবই খুবই বৃহৎ আকারে হয় এবং এই খেলার কিয়দংশ কেবল জমকাল দৃশ্য মাত্র এবং অপরাংশে যুদ্ধে যাহা ঘটে তাহাই দেখান হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা এই অতি জমকাল দৃশ্য দেখিয়া আমরা প্রায় মধ্যরাত্রে বাড়ী ফিরিলাম।

**ডেবন্‌, কর্ণ্‌ওয়াল ও সমসে´ট্‌শিয়ার; মোটরকার দুর্ঘটনা:** —ইহার পর যে আমরা জুলাই মাসে লণ্ডন হইতে বাহির হইলাম সে দুই সপ্তাহের জন্য এবং আমরা ডেবন্‌শিয়ার, কর্ণওয়াল ও সমসে´ট্‌শিয়ারে অনেক স্থল ঘুরিয়া আসিলাম। সকালে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া আমরা চারিজন আমাদের কারে করিয়া বাহির হইলাম। সেদিন আমাদের গন্তব্যস্থান ছিল পেণ্টন—বেসিংষ্টোক, সলস্‌বেরি, শাফট্‌স্‌বেরি, ইয়োভিল, একজিটার, টেন্‌-মাথ ও টর্কি দিয়া। এই রাস্তা প্রায় ১৯২ মাইল হইবে। কার নূতন, রাস্তা সুন্দর, আকাশ নির্ম্মল, বায়ু মৃদু ও স্নিগ্ধ, আমরা অতি সুখে ইংল্যাণ্ডের প্রফুল্ল গ্রাম্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছি এমন সময় লণ্ডন হইতে ৪০।৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ মেঘ গর্জ্জনের মত কড়্‌ মড়্‌ কড়্‌ মড়্‌ শব্দে যেন আশমান হইতে আর একখানি কার আসিয়া আমাদের কারের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তীরের মত বেগে চলিয়া গেল। আমাদের যে ছেলে গাড়ী চালাইতেছিল এবং আমরা অন্য তিন জনেও প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না ব্যাপারটা কি ঘটিল। গাড়ী থামাইয়া দেখি যে আমাদের গাড়ীর মাড্‌গার্ড ও দরজায় কিছু চোট লাগিয়াছিল মাত্র ইহা ব্যতীত গাড়ীর কলকব্জা কিছু খারাপ হয় নাই। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম যে, যে গাড়ীটি আমাদের ধাক্কা দিয়া চলিয়া গিয়াছিল সেটি দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং সেখান হইতে একজন লোক নামিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। ভদ্রলোক আসিয়াই তাঁহার টুপি তুলিয়া অভিবাদন করিয়া এই দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ ও সহানুভূতি জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপারটি ঠিক কিরূপে ঘটিল। আমরা বলিলাম যে আমাদের গাড়ী রাস্তার বাম পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল আর একখানি গাড়ী উল্টা দিক্ হইতে রাস্তার ডান পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিল এমন সময় তাহার গাড়ী আমাদের উল্টা দিক হইতে অতি দ্রুত বেগে আসিয়া দুইখানা গাড়ীর মধ্য দিয়া যাইতে চেষ্টা করাতে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। ভদ্রলোক বলিল যে তাহার মেয়ে তাহার গাড়ী চালাইতেছিল, সে এই

ঘটনার জন্য অত্যন্তই দুঃখিত এবং তাহার নাম লিখিত কার্ড আমাদের দিয়া আমাদের কার্ড লইয়া চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কোন বাদানুবাদ, গণ্ডগোল কিছুই হইল না, এ যেন দুই বন্ধুর মধ্যে রাস্তায় দেখা হইয়া দুই চারিটি কথার পর উভয়ে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, এইরূপ দেখাইল! কিন্তু তাহাত নয়, আমাদের এ বিষয়ে আরও কিছু করিবার ছিল। যে স্থলে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল সল্‌সবেরিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ পুলিস ষ্টেশন। আমরা তথায় যাইয়া এই দুর্ঘটনার বিবৃতি লিখাইলাম। তাহার প্রায় তিন সপ্তাহ পর একদিন এক পুলিস অফিসার সল্‌সবেরি ষ্টেশন হইতে আমাদের লণ্ডনের ফ্ল্যাটে আসিয়া আমাদের ছেলেকে বলে যে চারি দিন বাদে তাহাকে সল্‌সবেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। ইহার তিন দিন পর পুলিস আবার জানায় যে আমাদের ছেলের সাক্ষ্য দিবার আবশ্যক নাই। বোধ হয় মেয়েটি তাহার দোষ স্বীকার করিয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক যথাসময়ে অপর পক্ষের বিমা কোম্পানির নিকট হইতে গাড়ী মেরামত করিবার সকল খরচই আমরা পাইলাম।

**টর্কি ও পেণ্টন :**—এই ঘটনার পর সল্‌সবেরিতে পুলিস বিবৃতি লিখান ব্যতীত আমরা পেণ্টন পৌঁছাইবার পূর্ব্বে আর কোথাও থামি নাই তবে টেনমাথে চা পান করিবার জন্য এক রেষ্টোরাঁতে আধ ঘণ্টার জন্য নামিয়া ছিলাম বটে। রাস্তায় সল্‌সবেরি ও একজিটর এ দুই প্রসিদ্ধ মহামন্দির ছিল কিন্তু সেগুলি আর দেখা হইল না। এই দুইটিই বেশ বড় শহর, বিশেষতঃ একজিটরের রাস্তায় বড় গাড়ীর ভিড় পাইয়াছিলাম। আমরা টর্কি দিয়া যাইয়া ইহার সমীপবর্ত্তী পেন্‌টন গ্রামে এক হোটেলে উঠি এবং তথায় দুইদিন থাকি। পেণ্টন ও টর্কি অতি সুন্দর জায়গা। এখানে যে লোকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে দেখিয়া সেরূপ মনে হয় না। এখানে সকলেই খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ করিতে, ডেবন্‌শিয়ারের ষ্ট্রবেরি ও ক্রীম খাইতে আসে। ও! ষ্ট্রবেরি ও ক্রীম কি সুন্দর! দক্ষিণ ডেবনশিয়ারের ও কর্ণ্‌ওয়ালের জলবায়ু অতি স্নিগ্ধ, অতি মৃদু, ইহাদের সমুদ্র উপকূলের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর। সমস্ত জায়গাটা উঁচু নীচু, এক তিল পরিমাণ বোধহয় সমতল ভূমি নয় ডেবনশিয়ারে বা কর্ণ্‌ওয়ালে নাই, অথচ কোন স্থান দুরারোহ, অগম্য নয়। পাহাড়, পাহাড়, সর্ব্বত্রই পাহাড়, সবই পাহাড়,

কিন্তু সে পাহাড় নিরোধক নয়, দূরে রাখে না, বিতৃষ্ণা জন্মায় না, সে আকর্ষণ করে। সমুদ্রের ঘোর নীল জল, পাহাড়ের গোলাপী রং, উভয়ের মধ্যস্থিত বালুকাময় সৈকতভূমি, গাঢ় সবুজবর্ণের লতা পাতা, সুন্দর নিরালা ঝোপ ও কুঞ্জবন, আর ফুল, ফুল, সর্ব্বত্রই ফুল, প্রকৃতি দেবী ইংল্যাণ্ডের এই দুই কাউন্টিকে জগতের এক প্রমোদোদ্যান করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তাহার উপর আবার মানুষের যত্নে, পরিশ্রমে, দূরদর্শিতায় যতদূর সম্ভব এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সমুদ্রতীরে শত শত লোক বিরলবেশে রৌদ্রে শুইয়া আছে সমস্ত গ্রীষ্মকালেই দেখা যায়। কেহ পুস্তক পাঠ করিতে রত, কেহ বা বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত বাক্যালাপে মগ্ন, কেহ আইসক্রীম বা ষ্ট্রবেরি ও ডেবনশিয়ার ক্রীম বা অন্য কিছু দ্রব্য আহার করিতে ব্যস্ত, কেহ বা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া প্রণয়ী প্রণয়িণীর সহিত ভালবাসার বা প্রাণের কথা কহিতে উন্মত্ত। কেহই কোন কাজে ব্যস্ত নয়, কাহারও তাড়া নাই, সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধতা, শান্তি!

পেণ্টন টর্কি হইতে দুই মাইল মাত্র দূরে এবং আমরা দুই দিনই সমস্ত দিন ধরিয়া হয় টর্কি না হয় পেণ্টনে থাকিতাম, হোটেলে প্রায় থাকিতাম না। এই প্রদেশের এক বিশেষত্ব দেখিলাম—এখানকার ফুলের বাহার ও প্রাচুর্য্য। যেখানেই যাই সেইখানেই ফুল ফুটিয়া আছে—আর কি সুন্দর ফুল, কত রকমেরই বা, ও কি পরিমাণে; তবে ফুলে গন্ধ নাই।

**ব্রিক্সহাম:**—পেণ্টন ও টর্কি ছাড়িবার পূর্ব্বে আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য ব্রিক্সহাম নামে এক গ্রামে যাই ও ডেবনশিয়ারের অন্তর্ভাগে কিছু দূর গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া আসি। ব্রিক্সহাম একটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক জেলেদের গ্রাম, অতি ক্ষুদ্র ও কিছু অপরিষ্কার। এই গ্রামে আমাদের এক পুত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে এক মেছোর বাড়ী যাইয়া তথায় ছয় সাত দিন থাকিয়া আসে। গ্রামের বাস করিবার গৃহগুলি প্রায় সবই এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর। আমাদের কার অতি কষ্টে এই পাহাড়ের উপর চড়িল এবং আমাদের পুত্র যে ধীবর গৃহে ছিল সে বাড়ীও দেখিলাম। তথায় তাহার বর্ণনায় সে অতি সুখেই ছিল—ধীবর পরিবারের সহিত এক টেবিলে খাওয়া দাওয়া করিত, সন্ধ্যাবেলায় সকলের সহিত একত্রে বসিয়া খোস গল্প করিত ও দিনের বেলায় তাহাদের নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে যাইত! আমরা যখন এই

গ্রামে যাই তখন আমাদের ছেলের কতিপয় ধীবর বন্ধুর সহিত আমাদের দেখা হইল। গ্রাম ও বন্দর অত্যন্তই ক্ষুদ্র তবে উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা হইবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়া হল্যাণ্ড হইতে এদেশে ১৬৮৮ সালে আসেন তখন তিনি জাহাজ হইতে এই গ্রামে নামিয়া ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন। যে প্রস্তরখণ্ডের উপর তিনি পা দিয়া ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম নামেন সেই প্রস্তরখণ্ডটি পীয়ারে এখনও রক্ষিত হইয়াছে এবং তথায় এই ঘটনা পরিচায়ক এক স্মৃতিস্তম্ভও আছে।

**পেনজ্যান্স :**—পেণ্টন ও টর্কিতে দুই দিন থাকিয়া আমরা পেনজ্যান্সের জন্য সকালে রওনা হই। পেণ্টন হইতে পেঞ্জ্যান্স কত দূর ঠিক মনে নাই, প্রায় একশত মাইল হইবে। পথটি প্লিমাথ, ডেবনপোর্ট ও ট্রুরো দিয়া যায় অর্থাৎ ডেবনশিয়ার ও কর্ণওয়াল দুইটি কাউণ্টির ভিতর দিয়া। রাস্তা অত্যন্ত উঁচুনীচু দেশের ভিতর দিয়া যায় এবং যদিও নিকটে কোথাও উচ্চ পর্ব্বত নাই কোথাও একটু মাত্রও সমতল ভুমিও নাই। চারি পার্শ্বের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর, বড় মনমুগ্ধকর।

বেলা দ্বিপ্রহরে পেনজ্যান্সে পেঁছিয়া আমাদের হোটেল পাইতে একটু কষ্ট হইল, কারণ যেখানে যাই সেখানেই সকলে বলে ঘর নাই। শহরটি ছোট, সাধারণতঃ ১৩ বা ১৪ হাজারের অধিক লোকের তথায় বাস নাই, কিন্তু এই গ্রীষ্মের সময় শহরটি পর্য্যটকে পূর্ণ। রাস্তায়, হোটেলে, রেষ্টোরাঁয়, সমুদ্রতটে যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি পর্য্যটকের ভীড়। অবশেষে আমি ও আমার স্বামী একটি বাড়ীতে এবং আমাদের দুই ছেলে অপর আর একটি বাড়ীতে স্থান পাইলাম। পরে আমাদের চারিজন মাদ্রাজী ও একজন পাঞ্জাবী বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তাহাদিগেরও হোটেলে স্থান পাইতে কষ্ট হইয়াছিল। পেনজ্যান্সের সমুদ্রতট অতি বিস্তীর্ণ ও খুব খোলা কিন্তু ইহা এবং সমস্ত শহরটি অপরিষ্কার বলিয়া মনে হইল। আসল কথা এই যে এখানে সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেরা বড় আসে না, "এরি" "এরিয়েট" বা নিম্নবিত্ত লোকেরাই প্রায় গ্রীষ্মকালে এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসে। এই সব লোকেরা তখন এইখানে এত ভীড় করিয়াছিল যে আমাদের গৃহকর্ত্রী তাহার ড্রয়িংরুমে খাট পাতিয়া আমাদের শুইতে স্থান দেয়। যাহাই হউক, এখানে মাত্র দুই দিন থাকিয়া আমরা ইলফ্রাকুম্বের জন্য রওনা হইলাম।

**ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ড :**—পেনজ্যান্স হইতে ইলফ্রাকুমের পথে ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ড পড়ে। এই স্থলটি ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের সর্ব্বশেষ ভূমি—পেনজ্যান্স হইতে এইস্থান ১০ মাইল দূরে। ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ডে বিশেষ কিছুই দেখিবার নাই —খোলা ভাঙ্গা অসমতল ভূমি চারিদিকে পড়িয়া আছে মাত্র। এখানে ঘর বাড়ীও বিশেষ নাই কেবল পর্য্যটকদিগের জন্য হোটেল রেষ্টোরাঁ প্রভৃতি গুটিকতক বাড়ী আছে। এই স্থলের শেষ ভাগ ইংল্যাণ্ডের চরম শেষ সীমা, ঘাসে ঢাকা, সমুদ্র হইতে ৬০ ফীট উচ্চ এক গ্র্যানেট পাহাড় মাত্র এবং ইহার উপরে ইংল্যাণ্ডের শেষ বাড়ীর ছাদে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে যে ইহা ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রথম বা সর্ব্বশেষ বাড়ী! এই দৃশ্য দেখিয়া আমার কুমারীকা অন্তরীপের কথা মনে পড়িল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুমারীকা অন্তরীপে ভারতের যে শেষ স্থল দেখিয়াছিলাম সে দৃশ্য ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ডের দৃশ্যের অপেক্ষা অনেক সুন্দর! কুমারীকা অন্তরীপের দুই তিন মাইল দূর হইতে এক দুর্গের প্রাচীর হইতে কুমারীকা অন্তরীপের যে দৃশ্য পাওয়া যায় তাহাতে ভারতের শেষ ভাগ যে এক সূচ্যাগ্রের আকারে পরিণত হইয়াছে এবং কুমারীকা যে ভারতের শেষ স্থল বিন্দু তাহা বেশ বিশদরূপে প্রতীয়মান হয়। ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ডে আমরা এক রেষ্টোরাঁতে মধ্যাহ্ন ভোজন খাইয়া কেপ কর্ণওয়াল, সেণ্ট ঈভস্‌, বীউড, বীডফোর্ড ও বার্ণষ্টেপল দিয়া ইল্‌ফ্রাকুমে পৌছিলাম। ল্যাণ্ড্‌স্‌ এণ্ড হইতে ইল্‌ফ্রাকুমের রাস্তা অত্যন্তই অসমতল এবং অত্যন্ত সুন্দর। আমরা যে গ্রামগুলি পার হইলাম সেগুলি খুব ছোট এবং দেশটা যেন ব্যস্ত সমস্ত কর্ম্মবহুল ইংল্যাণ্ডের অংশ বলিয়া মনে হইল না! রাস্তা ঘাটে লোক ও গাড়ী অতি অল্প এবং কেহ যে কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত তাহা ত মনে হইল না!

**ইল্‌ফ্রাকুম :**—আমরা বিকালে ইল্‌ফ্রাকুম পৌছিলাম। এই শহরটি ছোট, ইহার জনসংখ্যা ১৩০০০ এর অধিক হইবে না কিন্তু বৃষ্টল চ্যানেলের দক্ষিণদিকে ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য অত্যন্তই মনোহর। এই শহরটির ভিতর ও আশেপাশে তিনদিকে পাহাড় একদিকে বৃষ্টল চ্যানেল। এই স্থানটি লতা পাতায়, ফুলে ফলে টর্কির মতই দেখাইল এবং টর্কি অপেক্ষা কোন বিষয়ে ইহা নিকৃষ্ট নয়। আমার ত এই স্থলটি অত্যন্তই ভাল লাগিল এবং মনে হইল যে ইংল্যাণ্ডে সমুদ্র তটবর্ত্তী ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর স্থান আমি

কোথাও দেখি নাই। ইলফ্রাকুমে তিন দিন থাকিয়া আমরা সকালে বাথের জন্য ছাড়িলাম। রাস্তায় লিনটন, মাইনহেড, ব্রিজওয়াটার ও গ্ল্যাসটন-বেরি পড়িল। এই রাস্তা দিয়া যাইতে ইংল্যাণ্ডের যে পল্লীদৃশ্য চোখে পড়ে তাহাকে কেবল সুন্দর বা মনোহর বলিলে তাহার প্রতি অবিচার ও অন্যায় করা হয়, এইরূপ সুন্দর মনোহর দৃশ্য ইংল্যাণ্ডে অতি বিরল এবং জগতের অন্যত্রও সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য পাহাড় ও সমুদ্রের সমন্বয়ে এই দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে—সর্ব্বত্রই পাহাড় ও মাঝে মাঝে সমুদ্র। রাস্তাটি অত্যন্ত বন্ধুর এবং অনেক স্থলে মোটার কারে করিয়া ঐ রাস্তার উপর দিয়া যাওয়া বিপদজনক মনে হইল। যাহা হউক কয়েক ঘণ্টা প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় শোভা উপভোগ করিয়া বিকালে বাথে আসিয়া পৌঁছিলাম।

**বাথ:**—বাথে পৌঁছিয়া সমস্ত দিন রাস্তা পর্য্যটনের পর আমাদের সকলের বড় গরম লাগিল এবং আমরা সকলে হোটেলে যাইয়া সর্ব্বপ্রথমে বেশ ভাল করিয়া স্নান করিলাম। হোটেলটি বড় সুন্দর পাইয়াছিলাম।

বাথ নগরটি সমসের্টশিয়ারের অন্তর্গত এবং ইহা ইংল্যাণ্ডের এক অতি প্রাচীন শহর। ইহার জনসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার হইবে এবং ইহা অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত, ও অত্যন্ত পরিষ্কার। এই শহরটির কি এক অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি আছে যেটি আমাকে অত্যন্তই মুগ্ধ করিল। ইহার রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও ঋজু. ইহার বাড়ীগুলি সুন্দর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ছায়া ইহার উপর আদৌ পড়ে নাই বলিয়া মনে হইল। এক সময় বাথ দেশের সকল গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত সৌখীন লোকেদের তীর্থস্থান ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে বোধ হয় এমন কোন সম্ভ্রান্ত বা বিখ্যাত লোক ছিল না যে বাথে না গিয়াছিল। এক সময়ে বো ন্যাস এই স্থলে বিরাজ করিতেন। ইহার কারণ এই যে বাথের মাটির অভ্যন্তর হইতে এক ধাতু মিশ্রিত জল বাহির হয় যাহা মানুষের অনেক রোগের ঔষধ বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। এই জলের মাহাত্ম্য কে আবিষ্কার করে তাহা জানি না। কথিত আছে যে রাজা লিয়ারের পিতা, শূকর পালক রাজাই, এইটি আবিষ্কার করেন কারণ এই জলের ব্যবহারে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। এ কথা যদি সত্য না হয় তবে রোমনরাই ইহার মাহাত্ম্য প্রথম আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। ৪৪ খৃঃ অব্দে তাহারা এই

স্থলে কতিপয় বৃহৎ সুবিন্যস্ত স্নানাগার স্থাপন করে এবং উহার অনেক অংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্নানাগারগুলি এক সময় ৬।৭ একার জমি অধিকার করিয়াছিল এবং ইহাদের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। সেগুলি এখনকার শহরের নীচে, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দেখিতে হয় এবং পুরাকালে রোমনদিগের স্নানাগার কিরূপ ছিল এইগুলি হইতে বেশ বিশদরূপে সব জানা যায়। একটি স্তম্ভওলা ঘরে ( ১১০ × ৬৮ ফীট ) একটি ৮২ × ৪০ ফীট বিস্তীর্ণ জলাশয় আছে। এটি অতি ভাল অবস্থায় আছে ইহার পুরাতন মেজে সমেত। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি জলাশয় এইস্থলে আছে। রাস্তার উপরে গ্র্যাণ্ড পাম্প রুমে একটি পাথরের ফোয়ারা আছে, সেটি হইতে অনবরত ১২০° উষ্ণ জল বাহির হইতেছে। এইজলে চূণ, কারবোনেটস, সালফেটস, ক্লোরাইডস, রেডিয়াম ও নাইটন আছে। এই ফোয়ারাটি এক বেশ বড় বসিবার ঘরের মধ্যে। সেখানে চেয়ার, টেবিল, সোফা, লিখিবার সরঞ্জাম, খবরের কাগজ ইত্যাদি আছে এবং লোকে এইখানে বসিয়া ধীরেসুস্থে এই জল পান করিতে পারে। আমরাও তাহাই করিলাম। এক গ্লাস জলের জন্য তিন না ছয় পেনি দিতে হয়।

বাথের এবি গির্জ্জাও সুন্দর এবং সেটিও আমরা দেখিলাম। এখানকার বাগানে বসিয়া দুইদিন বিকালে কনসার্ট শুনিলাম। সেও বড় সুন্দর লাগিল।

বাথ সমর্সেট এবন নদীর তীরে একটু নিম্নভূমির উপর এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে বনরাজি আচ্ছাদিত পর্ব্বত উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতমালার গায়ে স্তরে স্তরে গথিক স্থাপত্যের পার্পেণ্ডিকুলার রীতি অনুসারে অনেক অট্টালিকা আছে এবং নীচে শহর হইতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অত্যন্ত মনোহর। এই শহরে অনেক উদ্যান ও পার্ক আছে। শহরটিকে দেখিলে ইহা এখনও যেন অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে নির্গত হইতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়!

**ব্রিষ্টল ও রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি:**—আমরা বাথ হইতে একদিন ব্রিষ্টল দেখিয়া আসি এবং ফিরিবার পথে ওয়েল্‌স, মেনডিপ্ হিল্‌স ও উকেহোল দেখি। বৃষ্টলে আমরা তীর্থযাত্রায় যাই, কারণ সেখানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি আছে। যখন বাথে আসিলাম তখন এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সমাধিস্থল না দেখিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া

সম্ভব হইল না। কিন্তু ব্রিষ্টলের মত এক বড় শহরে কোথায় কোন গোর-স্থানে রামমোহন রায়ের সমাধি খুঁজিয়া পাইব তাহা বাথ ছাড়িবার পূর্ব্বে ঠিক করিতে পারিলাম না। যাহা হউক ব্রিষ্টল শহরে প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে এক বৃহৎ গোরস্থান দেখিলাম। এই রকম গোরস্থান ব্রিষ্টলে আরও অনেক থাকিবে নিশ্চয় জানিয়াও এই গোরস্থানে প্রবেশ করিলাম এবং ইহার অফিস ঘরে যাইয়া তথায় এক মহিলা কর্ম্মচারিণীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি এই গোরস্থানেই আছে এবং তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন! আমাদের ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে কারণ বিনা ক্লেশে এই মহাত্মার সমাধিস্থল আবিষ্কার করিলাম। এই স্মৃতিচিহ্নটি গোরস্থানের দ্বারের খুব নিকটে। এই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন কিছুক্ষণ ধরিয়া অতি ভাল করিয়া দেখিলাম। ইহা আমাদের ভারতের স্থাপত্য রীতির অনুকরণে মন্দিরের আকারে নির্ম্মিত এবং এইরকম ধরণের আর কোন স্মৃতিচিহ্ন এই গোরস্থানে নাই। আমাদের ছেলেরা ইহার ফটোগ্রাফ লইল। গোরস্থান হইতে বাহির হইয়া আমরা ব্রিষ্টল শহর দেখিতে যাইলাম। ব্রিষ্টল অতি পুরাতন নগর, ডুমস্‌ডে জরীপের সময়ে ইহা ইংল্যাণ্ডের চতুর্থতম বৃহৎ শহর ছিল। অতি পুরাকালে এই বন্দর হইতে ইংরাজ ক্রীতদাস লইয়া যাইয়া ইয়োরোপের মহাপ্রদেশের বাজারে বিক্রয় করা হইত এবং অনেক শতাব্দী পরে বৃষ্টল কাফ্রী ক্রীতদাস বাণিজ্য আমেরিকার সহিত অতি বৃহৎ পরিমাণে করিত। এ বিষয়ে শহরটির নাম "অনার্য্যযুষ্ট", "অস্বর্গ", "অকীর্ত্তিকর"। শহরটি অত্যন্ত জনতাপূর্ণ এবং ইহাতে বিশেষ কিছু দেখিবার জিনিস আছে বলিয়া আমার মনে হইল না। অন্ততঃ এ শহরটি আমার আদৌ ভাল লাগিল না।

**ওয়েলস শহর** :—ফিরিবার পথে ওয়েল্‌স শহর ও কেথীড্রল দেখিলাম। শহরটি পুরাতন ধরণের, মহামন্দিরটিও তাহাই। রাস্তা ঘাট বাড়ী সবই সেকালের—মোটের উপর মন্দ নয়। কেথীড্রলটি ছোট কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এইরূপ কেথীড্রল অতি বিরল, এবং ইহা অতি প্রাচীন। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১১৮৬ সালে আরম্ভ হয়। পিউরিটান ও মন্মাথের সৈন্যদিগের হাতে ইহার অনেক ক্ষতি হয়।

**উকে হোল পর্ব্বত গুহা :**—ওয়েল্‌সের নিকট উকে হোল নামে এক গুহা দেখিলাম। ইহা মেণ্ডিপ হিল্‌সের অভ্যন্তরে, ৫০০ ফীট লম্বা এবং ইহা ব্রিটনের সর্ব্বপ্রাচীন "বোন ক্যাবারন" ( bone cavern )। ইংল্যাণ্ডে যে এইরূপ গুহা থাকিতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না এবং সত্যই ইহা এক দেখিবার জিনিস। এই গুহা অনেক স্থলে জলে পূর্ণ এবং ইহার ছাদ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অনেক স্থলে জল পড়িতেছে। ইহার অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময়, তলদেশ অত্যন্ত অসমান ও উঁচু নীচু, অনেক সিঁড়ির ধাপ দিয়া অনেকবার উঠিতে ও নামিতে হয় এবং সাধারণতঃ ইহার ছাদ উচ্চ হইলেও অনেক স্থলে ইহা অতি নীচু এবং মাথা হেঁট করিয়া চলিতে হয়। ইহা বেশ প্রশস্ত। আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত গুহাটি দেখিলাম। ইহা বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত থাকে কিন্তু ঐ আলো নিভিয়া গেলে এখান হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব! ইহার ছাদের অনেক স্থল হইতে ষ্টালাক-টাইটস্ (stalactites) ঝুলিতেছে। এ এক আশ্চর্য্য দৃশ্য।

বাথ হইতে আমরা চিপেনহ্যাম, মর্লবারো, নিউবেরি, রেডিং দিয়া শেষে লণ্ডনে ফিরি। রাস্তা কত মাইল হইবে জানি না, সম্ভবতঃ ১৫০ মাইলের কম নয়। ইংল্যাণ্ডের অনেক পল্লীগ্রামের ভিতর দিয়া আসিলাম, বড়ই ভাল লাগিল। আমাদের দুই সপ্তাহের পর্য্যটন আবার লণ্ডনে শেষ হইল।

**ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অন এবন যাত্রা, শেক্সপীয়ারের জন্ম গৃহ :**— লণ্ডনে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া আমরা শেক্সপীয়ারের দেশ দেখিতে তিন দিনের জন্য বাহির হইলাম। বিলাতে এতদিন থাকিয়া শেক্সপীয়ারের দেশ না দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব তাহা অসম্ভব। তাই একদিন সকালে আমাদের কারে করিয়া বার্ণেট, আইল্‌সবেরি, বিসেষ্টার দিয়া ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অন এবনের জন্য রওনা হইলাম। লণ্ডন হইতে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড রেলপথে দুই তিন দিক দিয়া যাওয়া যায় এবং দূর ৯৩ মাইল হইতে ১১০ মাইল। আমরা কারে করিয়া লণ্ডন হইতে সকাল ৯।১০টার সময় ছাড়িয়া ইংল্যাণ্ডের অতি সুন্দর পল্লীদৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিকালে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অন এবনে পৌঁছিলাম। হোটেলটি বেশ সুবিধাজনক পাইলাম। শেক্সপীয়ারের দেশ দেখিতে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ লোক পৃথিবীর সকল দেশ হইতে তীর্থে আসে। ষ্ট্র্যাটফোর্ড

অন্ন এবনে কতিপয় পুরাতন বাড়ী আছে বটে তবে শেক্সপীয়ারের পরে শহরটির অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে এবং পুরাতন কতিপয় বাড়ী ভিন্ন এখনকার ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড যে শেক্সপীয়ারের সময়ের ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের ন্যায় তাহা হইতেই পারে না। এই শহরের হেনলি ষ্ট্রীটে শেক্সপীয়ারের পিতার পাশা-পাশি দুইখানা বাড়ী ছিল এবং এই দুইটির একখানিতে, পশ্চিমদিকের বাড়ীতে, ২৩শে এপ্রেল ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে শেক্সপীয়ারের জন্ম হয়। তিনি যে ঘরে জন্মিয়াছিলেন সে ঘরটি দেখিলাম। ইহা দ্বিতলে, ইহার মেজে কাঠের এবং ইহার দেওয়াল ছাদ প্রভৃতি বেশীর ভাগই কাঠে নির্ম্মিত। বাড়ী দুইটি বেশ ভাল অবস্থায় আছে তবে ইহার অনেক মেরামত ও পুনরুদ্ধার হইয়াছে যদিও পুরাতন পাথর ও কাঠের সাহায্যে। পূর্ব্বদিকের বাড়ীটিতে শেক্সপীয়ারের সম্বন্ধে একটি মিউজিয়াম আছে এবং নীচের ঘর হইতে উপরে যাইবার কাঠের সিঁড়িটি আমার বড় নূতন ধরণের লাগিল। শেক্সপীয়ারের সময়ের সব বাড়ীতেই কাঠের খুব ব্যবহার হইয়াছে দেখিলাম এবং সব বাড়ীগুলিই এখন আমাদের চোখে বড় অদ্ভুত দেখায়।

**শেক্সপীয়ারের বাসস্থান, শেক্সপীয়ারের স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ী "শটারী"** :—শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান দেখিয়া চ্যাপেল ষ্ট্রীটে তিনি যে তাঁহার বসবাসের জন্য ১৫৯৭ সালে বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন এবং যে বাড়ীতে ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয় সেটি দেখিলাম! ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড হইতে প্রায় এক মাইল দূরে তাঁহার স্ত্রীর পৈতৃক বাড়ী "শটারী"ও দেখিলাম। এই বাড়ীতে ও ইহার আশে পাশে শেক্সপীয়ার নিশ্চয় এন হ্যাথওয়েকের সহিত কোর্টশিপ করিতে যাইতেন। তখনকার দিনে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড হইতে যাইতে হইলে নিশ্চয় মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে হইত, এখন গ্রামের অলি গলি দিয়া যাইতে হয়। এন হ্যাথওয়ের বাড়ী বড় কৌতূহলপ্রদ। এই বাড়ীও দ্বিতল তবে উপর তলায় কেবল শয়ন কক্ষ আছে। ইহার রান্নাঘর বেশ বড় ও রান্নাঘরের পুরাতন আসবাব উনান সব বড় অদ্ভুত নূতন ধরণের লাগিল। এবাড়ী তৈয়ার করিতে বড় বড় অনেক কাঠ খরচ হইয়াছে—এটি এলিজাবেথীয় যুগের "অর্দ্ধকাষ্ঠ নির্ম্মিত" এক পাকা বাড়ী, তবে ইহার ছাদ খড়ের। ইহার এক শয়নাগারে একটি পুরাতন খাট আছে।

**উইমকোট, শেক্সপীয়ারের মাতুলালয় :**—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের কয়েক মাইল দূরে, উইমকোট গ্রামে, শেক্সপীয়ারের মা মেরী আর্ডেনের বাপের বাড়ী দেখিলাম। শেক্সপীয়ারের মাতামহ একজন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক ছিল এবং তাহার বাড়ীটিও বেশ বড় ছিল। এই বাড়ীটিকেও অতি যত্নে পুরাকালের অবস্থাতেই রাখা হইয়াছে। বাড়ীর পিছনে একটি বেশ বড় অঙ্গন আছে, বাড়ীর ঘরগুলিও ছোট নয়। দেখিলেই মনে হয় যে শেক্সপীয়ারের মাতামহের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল।

**এবন নদী :**—শেক্সপীয়ারকে "এবনের হংস" ( Swan of Avon ) বলে কিন্তু ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের কাছে এবন নদী একটি অতি সরু খাল মাত্রও দেখায় না, একটি গ্রামের নর্দ্দমা মাত্র দেখায়! এই নদী দেখিয়া মনে কোন কবিত্বের ভাব উদয় হওয়া অসম্ভব !!

**ষ্ট্রাটফোর্ডে শেক্সপীয়ার থিয়েটারে "কিং লীয়ার অভিনয় :**—একদিন রাত্রে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডে "কিং লীয়ার" অভিনয় দেখিলাম। গ্রীষ্মকালে প্রতি বৎসর এক বিশেষ উৎকৃষ্ট নাট্যদল শেক্সপীয়ারের জন্মস্থানে শেক্স-পীয়ারের নাটকের অভিনয় করে। থিয়েটারটি খুব বড় না হইলেও অতি সুন্দর এবং কনক্রীট ও পাথরে নির্ম্মিত। ইহাতে কিং লীয়ারের যে অভিনয় দেখি-লাম তাহা সত্যই অতি উঁচু দরের। সবই এত স্বাভাবিক ও এত চমৎকার! এস্থলে একটি বড় অদ্ভুত বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার শোক তাপের মধ্যে, তাঁহার উৎকণ্ঠা, মনঃপীড়ার মধ্যে রাজা লীয়ার ক্রমশঃ কিরূপ আস্তে আস্তে বৃদ্ধ হইতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর কিরূপ ভাঙ্গিতে লাগিল, তাহা অতি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে অভিনয়ে দেখান হইয়াছিল এবং প্রথম অঙ্কের রাজা লীয়ার ও শেষ অঙ্কের রাজা লীয়ার, এই উভয়ের মধ্যে চেহারায়, ভাবভঙ্গীতে, ধরণ-ধারণে যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইলেও খুব আশ্চর্য্য মনে হইল। তথাপি প্রত্যেক অঙ্কে এই ক্রম পরিবর্ত্তন অতি ধীরে ধীরে, অতি অল্প অল্প হইতেছিল, পর পর কোন দুই অঙ্কের মধ্যে হঠাৎ কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল না।

আমরা ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অন্ এবন-এ দুই দিন থাকিয়া অক্সফোর্ড ও হেনলি দিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

**সাউথএণ্ড :**—অগষ্টমাসে আমরা লণ্ডন হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য সাউথ্ এণ্ড নামে টেমস নদীর মুখে এক পল্লীতে বেড়াইতে যাই। সেদিন অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল এবং রৌদ্রে লোকেদের মুখ সব লাল হইয়া গিয়াছিল। এই পল্লীটিতে সম্ভ্রান্ত লোকেরা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যায় না, "এরি" ও "এরিয়েটরা"ই যায়। সব ব্যবস্থাই নিম্নশ্রেণীর লোকেদের জন্য—ভাজা কুঁচোচিংড়ি অবধি—তথাপি ঐ রৌদ্রে তাহাদের আমোদ প্রমোদ করিবার কি উৎসাহ! সমুদ্রতট বিরলবেশ নরনারীতে পূর্ণ, অনেকে প্রচণ্ড রৌদ্রে তটে শুইয়া বা বসিয়া আছে দেখিলাম। রেষ্টোরাঁতে লোকে লোকারণ্য, ফুটপাথ দিয়া চলা প্রায় অসম্ভব! সেখানে দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া পুনরায় লণ্ডনে চলিয়া আসিলাম।

**হুইপস্নেড চিড়িয়াখানা :**—লণ্ডন হইতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমি একবার হুইপস্নেড দেখিতে যাই। ইহা লণ্ডন হইতে ঠিক কত-দূর তাহা মনে নাই বোধ হয় প্রায় ৩৫ মাইল হইবে। আমরা কারে করিয়া সেণ্ট অলবন্স ও ডান্সটেবল দিয়া যাই ও সেইপথেই ফিরিয়া আসি।

হুইপস্নেডে লণ্ডন জুয়লজিকাল সোসাইটির এক স্বাভাবিক পশু উদ্যান আছে। এখানে সব জন্তু যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকে। বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুও খাঁচার মধ্যে নাই, অনেকটা স্থান খনন করিয়া চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহাদের রাখা হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থানগুলি এইরূপ কৌশলে খনন ও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে তাহারা গর্ত্তের ভিতর হইতে জমির উপর উঠিতে পারে না। বাঘ ও সিংহ রাখিবার জন্য মহিশূরে আমি এইরূপ স্থান দেখিয়াছিলাম। অন্যান্য জন্তুগুলিরও কাহারও খাঁচা নাই, সবাই খোলা জায়গায় বিচরণ করিতেছে। পশুশালাটি খুব বৃহৎ, এবং ইহার ভিতর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে বাসে করিয়া যাওয়া যায়। এখানে জন্তু নানাপ্রকারের আছে। যতদূর সম্ভব সকলেই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### বিলাতে ঘরকন্না পাতি।

**বেলসাইজ এভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে:**—প্রথমবার বিলাতে আমরা লণ্ডনে দুই সপ্তাহ এক হোটেলে থাকিয়া পরে সাউথ কেন্‌সিংটন পাড়াতে এক বোর্ডিং হাউসে উঠিয়া যাই এবং তথায় আড়াই মাস থাকিয়া ফ্রান্স যাত্রা করি। সেবার বিলাতে ঘরকন্না পাতিবার কোন চেষ্টা করি নাই। দ্বিতীয়বার বিলাতে আসিয়া অনেক দিন থাকিব বলিয়া হোটেল বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সুবিধা হইবে না ভাবিয়া এক সুসজ্জিত ফ্ল্যাট লইয়া তথায় নিজ বন্দোবস্ত মত সংসার চালাইব, এই স্থির করি। আমরা লণ্ডন পৌছিবার পূর্ব্বেই ছেলেরা আমাদের জন্য কতকগুলি ফ্ল্যাট দেখিয়া রাখে এবং আমরা লণ্ডনে পৌছাইলে সেগুলির মধ্য হইতে হ্যাম্‌ষ্টেড (Hampstead) পাড়ায় এক ফ্ল্যাট নির্ব্বাচন করিলাম। ফ্ল্যাটটি তিন তোলা ও চারি তোলার উপর, ইহাতে দুইটি শুইবার ঘর, একটি বসিবার ঘর, একটি পড়িবার ঘর, একটি খাইবার ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি স্নানাগার ছিল। ঘরগুলি বেশ বড়, সেগুলির মধ্যে দুইটি ২৪´×২০´ করিয়া, দুইটি ২০´×২০´ করিয়া, স্নানাগারও বেশ বড়, তবে পড়িবার ঘর ছোট এবং রান্নাঘর যদিও ছোট নয় কিন্তু অন্ধকার ও তাহার ছাদ নীচু ছিল। ঘরের সব আসবাব অতি উত্তম না হইলেও মন্দ ছিল না, ভালই ছিল এবং সংখ্যায় পর্য্যাপ্ত ছিল। ভাড়া সপ্তাহে চারগিনি ধার্য্য হইল, ইলেক্‌ট্রিক আলো, বাসন, তোয়ালে, টেবিলক্লথ ইত্যাদি ও রাঁধিবার বাসন সমেত। স্নানাগারে সকল সময় গরম জলও অমনি পাইবার কথা ছিল, বসিবার ঘরে কয়লা জ্বালাইবার অগ্নিস্থল ছিল, অন্য সকল ঘরে গ্যাসের অগ্নিস্থল ছিল কিন্তু কয়লা গ্যাস ও টেলিফোনের খরচ ভাড়ার মধ্যে নয়, স্বতন্ত্র, যেমন খরচ হইবে সেই মত দাম দিতে হইবে ঠিক হইল। হ্যাম্‌ষ্টেড় পাড়া ভাল এবং আমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ও নিস্তব্ধ ছিল। আমরা কেবল আমাদের পরিধেয় বস্ত্র লইয়া ফ্ল্যাটে প্রবেশ করি এবং সংসার

পাতিবার জন্য আর যাহা কিছু আবশ্যক ফ্ল্যাটে সবই পাইব এই কথা ছিল। ফ্ল্যাটটি বেশ পাইলাম, সম্মুখে নির্জ্জন প্রশস্ত রাস্তা, সম্মুখে ও পশ্চাতে বাগান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক খোলা এবং সূর্য্য উঠিলে দুই দিক হইতে ঘরে আলো আসিত ও অনেকক্ষণ অবধি থাকিত।

**ফ্ল্যাটের গৃহস্বামিনী :—**গৃহস্বামিনী কথায় অনেক আপ্যায়িত করিয়া আমাদের যখন যাহা কিছু আবশ্যক হইবে তাহাতে সে ও তাহার ঝি সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদিগকে ফ্ল্যাটে তুলিল। প্রবেশ করিয়া দেখি যে ঘরকন্নার জন্য যে সকল আসবাব আবশ্যক তাহা সব দেয় নাই। কিছু কিছু দিবার বাকি ছিল এবং যদিও পরে সব দিল, আজ দিব কাল দিব বলিয়া অনেক বিলম্ব করিল। গৃহস্বামিনী এক ঝি ঠিক করিয়া দিবে এই কথা ছিল এবং সেই কথামত একজনকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম যে তাহার দ্বারা আমার কাজ চলিবে না, কারণ সে বৃদ্ধা ও দেখিতে রুগ্না। সেও দুইদিন মাত্র কাজ করিয়া কিছু না বলিয়া ও মাহিনা না লইয়া পলাইয়া গেল! এদিকে আমরা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করিবার পরক্ষণেই গৃহস্বামিনী এমন অদৃশ্য হইল যে তাহার ঘরের দ্বারে ধাক্কা দিয়াও দুই দিন তাহার দেখা পাইলাম না। যাহা হউক আমার ঝি চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে গৃহস্বামিনীর ঝি আমার জন্য অপর একজন ঝি আনিয়া দিল এবং এই দুইদিন গৃহস্বামিনীর ঝি আমার কাজ কর্ম্মে কিছু সাহায্য করিল, যদিও বিনা বক্‌সিসে নয়। গৃহস্বামিনী সকল জিনিস পত্র না দেওয়ায় এবং দুইদিনের পর ঝি দুইদিন না থাকায় লণ্ডনে ঘরকন্না পাতিতে প্রথমে আমার একটু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তবে শীঘ্রই সব সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল যদিও এই ফ্ল্যাটে থাকার শেষ দিন পর্য্যন্ত গৃহস্বামিনী ও তাহার দেওয়া ঝি আমায় বিরক্ত করিয়াছিল।

গৃহস্বামিনী এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিল। সে যে দুষ্ট বা ধড়িবাজ ছিল তাহা নহে তথাপি সে আমায় বেশ একটু নাকাল করিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে আমি বেশী কিছু প্রত্যাশা করি নাই, সে যাহা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল তাহা যদি করিত তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইতাম। ফ্ল্যাটে প্রবেশ করিয়া দেখি যে বাসন পত্র, তোয়ালে, টেবিলক্লথ ইত্যাদি যাহা দিবার কথা ছিল তাহা সব দেয় নাই এবং

বারম্বার বলিবার পর বিলম্ব করিয়া একটি দুইটি করিয়া কিছু কিছু দিতে আরম্ভ করিল যদিও অবশেষে যাহা যাহা আবশ্যক প্রায় সবই দিল। তাহার পর স্নানাগারে যে সর্ব্বদা গরম জল দিবার কথা ছিল কিছুদিন দিবার পর তাহা দিতে বন্ধ করিল এবং অনেকবার বলা সত্ত্বেও কল খুলিলে সকালে ১০টার পূর্ব্বে কখন গরম জল পাইতাম না। ইহার কারণ এই যে সকালে বিছানা ছাড়িয়া জল গরম করিবার পাত্রে আগুন দেওয়া গৃহস্বামিনীর সুবিধা হইয়া উঠিত না এবং রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে উহাতে কয়লা দিয়া জ্বালাইয়া রাখিলে খরচ বেশী হইত সেজন্য তাহাও সে করিত না। দোকান হইতে আমাদের জিনিসপত্র আসিলে কখন সে হলে বা সিঁড়ির নীচে রাখিয়া দিত না, কখন সে তল ঘরে (basement) রাখিয়া দিত, কখন বা তাহাও করিত না, দোকানদারের লোক তলঘরের দ্বারের বাহিরে রাখিয়া যাইত। এমন কি কখন কখন আমাদের বন্ধুরা দ্বারে ঘণ্টা বাজাইলেও গৃহস্বামিনী দরজা খুলিয়া দিত না! ইহার কারণ বোধ হয় সব সময়ে সে পুরা পোষাক পরিয়া থাকিত না! সে যে আমাদের উপর কোন বিশেষ আক্রোশের জন্য এইরূপ ব্যবহার করিত তাহা নয়। আসল কথা এই যে লোকটা অশিক্ষিতা, নিম্নশ্রেণীর, অত্যন্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য ছিল, কাজের কোন গোছ জানিত না, কিছু না খাইয়াই পোষাক-পরিচ্ছদ না পরিয়া মধ্যাহ্নকাল অবধি বিছানায় শুইয়া থাকিত এবং অলস লোকের সাধারণতঃ যে দোষ থাকে সেটি তাহার পুরা মাত্রায় ছিল, সে বেজায় মিথ্যা কথা কহিত। তবে সমস্ত দিন অপরিষ্কার চুলে, অপরিষ্কার বেশে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় বেশভূষা করিয়া যখন সে তাহার বৈঠকখানায় গিয়া বসিত তখন তাহার বাহার দেখে কে! কোন কোন দিন আবার বন্ধুবান্ধব লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া পিয়ান বাজাইয়া মজলিস আরম্ভ করিয়া দিত। তখন কে বলিবে যে সে আমাদের সমস্ত দিনের কুবেশী অভব্যা গৃহস্বামিনী! আবার যখন ফার কোট পরিয়া মুখে রং মাখিয়া ও ঠোঁটে লিপষ্টিক দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইত তখন তাহাকে সমস্ত দিনের অপরিষ্কার, ছিন্নবেশা, অলস গৃহস্বামিনী বলিয়া চিনিবার কাহারও সাধ্য হইত না। যাহা হউক সে ফ্ল্যাটের অধিকারিণী মাত্র, সে আমার খাদ্য যোগাইত না বা কাজ কর্ম্ম কিছুই করিত না; সেইজন্য তাহার সহিত আমায় বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে হয় নাই। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা আসিয়া যখন আমাদের সহিত গল্প করিয়া যাইত তখন তাহাকে মন্দ লাগিত না; কিন্তু তাহার সহিত কোন কাজের সম্পর্কে সাক্ষাৎ

হইলে আমার বিরক্ত বোধ হইত। মুখে সে সর্ব্বদাই বেশ প্রফুল্লভাব দেখাইত এবং কথাতে খুব আপ্যায়িত করিত। তাহার নিকট হইতে কোন দিন কোন প্রকার সাহায্য পাই নাই এবং এমন মিথ্যা কথা বলিত যে দুই এক দিন তাহার সহিত ব্যবহার করিবার পর তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্য লই-বার চেষ্টাও করিতাম না। বিলাতের গৃহস্বামিনীর প্রশংসা আমাদের দেশের অনেক ছেলেদের মুখে অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলাম এবং ভাল ভদ্র গৃহস্বামিনী যে নাই তাহা নয়, নিশ্চয়ই আছে, যেমন সর্ব্বত্র বিলাতেও সেইরূপ। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের ছেলেরা সহজেই অল্পতেই ইয়ো-রোপের গৃহস্বামিনীদের মিষ্ট কথায় ও হাবভাব দেখিয়া ভুলিয়া যায় এবং তাহারাও ছেলেদের যেমন মিষ্ট কথায় ভুলাইতে যায় মেয়েদের তেমন যায় না এবং যাইলেও মেয়েরা কেবল মিষ্ট কথায় ভোলে না। এ সকল দেশে সহজে বিনা কারণে অপ্রিয় কথা ত কেহ কাহাকে বলে না এবং অপ্রিয় ব্যবহারও কেহ কাহার সহিত করে না, তবে সব সময়ে তাহারা যাহা মুখে বলে তাহা তাহাদের মনের কথা নয় এবং ইহারা টাকাটা বড় বোঝে এবং টাকার জন্য যাহারা যথার্থ ভদ্রলোক নয় তাহাদের কথা অনেক সময় বেঠিক হয়। আমাদের দেশের লোকেরা যখন ঠকাতে চায় তখন বড় বোকার মত, অসভ্যের মত গোলমাল করিয়া ঠকায়, আর এই সকল দেশের লোকেরা যখন ঠকাতে চায় তখন ঠকায় ঠিকই তবে উহারই মধ্যে নিঃশব্দে প্রথমে দুইটা মিষ্ট কথা কহিয়া একটু কায়দা করিয়া সভ্যভাবে ঠকায়। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে শেষে অতি অভদ্র ব্যবহারই করে।

**আমার লুসি ঝি ও তাহার কাজ কর্ম্ম :**—গৃহস্বামিনী [illegible] সে যে ঝি আমাকে দিয়াছিল সেই ঝি আমায় বেশী নাকাল করে। তাহাকে যখন আমার কাজে নিযুক্ত করি তখন তাহার সহিত ঠিক হয় যে সে প্রত্যহ সকালে ৮টার সময় আসিয়া ২টা পর্য্যন্ত থাকিবে এবং আবার ৪॥/৫ মধ্যে আসিয়া রাত্রি ৮টা অবধি থাকিবে। তাহার কাজ ঠিক হইল সব ঘরগুলি সকালে আসিয়া পরিষ্কার করা, বিছানা করা, বাসন মাজা, রান্না করা অর্থাৎ ঘরের সকল কাজই করা। "রান্না কি রকম জান" জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে সে সাদাসিদা বিলাতি খাবার প্রস্তুত করিতে জানে। আমরা তাহার নিকট হইতে পোলাও কালিয়া রন্ধন ঠিক আশা করি নাই, তাই বলিলাম

যে উহাতেই হইবে। কি রকম ছুটি চাও জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে যদিও সাধারণতঃ ঝিয়েরা সপ্তাহে দুই দিন আধ বেলা ছুটি পায় সে তাহা চায় না, কেবল প্রতি রবিবার সকালে কাজ করিয়া দিয়া সে দিন বিকালে আর কাজে আসিবে না। এই বন্দোবস্তে আমি রাজি হইলাম এবং মাহিনা সপ্তাহে এক পাউণ্ড ও দিনে তিনবার খাওয়া পাইবে ঠিক হইল। কাজ আরম্ভ করিবামাত্র দেখিলাম যে সে রান্নার কিছুই জানে না—এমন কি অমলেট, কাষ্টার্ড পুডিং, আরও আশ্চর্য্যের কথা ভাল করিয়া রুটি টোষ্ট করিতেও জানে না! আমি ত দেখিয়া অবাক হইলাম এবং কিরূপে এইরূপ লোক লইয়া সংসার চালান সম্ভব হইতে পারে ঠিক করিতে পারিলাম না। ঘরের কাজ কর্ম্ম প্রথম দিন সে যেরূপ করিল তাহা দেখিয়াও আমি অবাক্ হইলাম। দেখিলাম যে সে ঘরদোর মাজা ঘসা বেশ করিল, জিনিস পত্র ঝাড়া পোঁছাও বেশ করিল কিন্তু যদিও এদেশে বাচবিচার প্রত্যাশা করি নাই তথাপি যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি নির্ব্বাক হইলাম। দেখিলাম যে সে যে ন্যাতা, বুরুশ, ঝাড়ন, বাল্‌তি লইয়া পাইখানা পরিষ্কার করিল সেইগুলি লইয়াই অন্য সকল ঘরের এমন কি রান্না ঘরের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ত অনেক বৎসর মান্দ্রাজী প্যারিয়া লোকজন লইয়া সংসার করিয়াছি কিন্তু আমাদের দেশে এমন অনাচার কখনও দেখি নাই। আরো দেখিলাম যে বাড়ী পরিষ্কার করিবার সরঞ্জাম, এমন কি জুতা পরিষ্কার করিবার সরঞ্জাম পর্য্যন্ত সব রান্না ঘরে রাখিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিলাম যে আমরা এ রকম কাজ বড় অপরিষ্কার মনে করি এবং নিশ্চয় সে জানে যে এরকম কাজ অত্যন্তই অস্বাস্থ্যকর, যে যে সব দ্রব্য লইয়া পাইখানা পরিষ্কার করা হয় সেগুলি সেইখানেই রাখিতে হইবে, অন্যত্র সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে না, খাদ্যদ্রব্য ও খাবার বাসন ভিন্ন রান্নাঘরে অন্য কিছু রাখিলে চলিবে না এবং বাড়ী পরিষ্কার কার্য্য শেষ হইলে সাবান দিয়া হাত ধুইবার পর রান্না ঘরের কার্য্য করিতে হইবে। লোকটা চালাক ছিল, ঠিক বুঝিয়া লইল এবং পরদিন হইতে এরূপ অনাচারের কাজ আর করিত না; তবে শেষ অবধি হাত ধোয়া লইয়া তাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এদেশের লোকেদের বাচবিচারের সংস্কার না থাকায় যাহারা ভাল শিক্ষা না পাইয়াছে তাহারা অনেক বিষয়ে অত্যন্ত অপরিষ্কার। অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেককে হাতে ময়লা থাকিলে মুখের থুতু দিয়া হাত পরিষ্কার করিতে

দেখিয়াছি এবং জাহাজে একবার একজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী মহিলাকে মুখের থুতু দিয়া জামা ইস্ত্রি করিতে দেখিয়াছি! আমার ঝিকে বাসন মাজা কার্য্যও আমায় অনেকবার দেখাইয়া দিতে হইয়াছে। বাসন পরিষ্কার করিতে সে কখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল ব্যবহার করিত না যদিও বাসন ধুইবার স্থানের উপরেই জলের কল ছিল এবং কল খুলিলেই জল পাইত। এক গামলায় অল্প জলের মধ্যে সব বাসন ভিজাইয়া সেগুলি পুঁছিয়া রাখিতে সে অভ্যস্ত ছিল। সবই ইহারা পরিষ্কার করে পুঁছিয়া, জলে ধুইতে বড় একটা চায় না। তাহার এ দোষটা একেবারে সংশোধন করিতে কৃতকার্য্য হই নাই। রান্না কিছুই না জানিলেও ঝিটি আমার গ্যাসের অপচয় করিতে বিশেষ পটু ছিল। এ বিষয়েও তাহার মতিগতি আমাদের দেশের চাকর লোকজনের মত ছিল, গ্যাস বৃথা পুড়াইলে যে মনিবের খরচ হয় সেটি মাথায় ঢুকিত না। অনেক সময় সে গ্যাস জ্বালাইয়া উহার উপর মিথ্যা এক কেট্‌লি জল বসাইয়া দিয়া কাজ করিতে নীচে চলিয়া যাইত। অনেকবার বলা সত্ত্বেও তাহার বৃথা গ্যাস জ্বালাইয়া রাখার অভ্যাস আমি বন্ধ করিতে পারি নাই। একটা কাজ সে সত্যই ভাল করিয়া করিত—সেটাও মস্ত কাজ—ধূলা ঝাড়া, ঘসা মাজা, পালিস করা; এবং ঘরের মেজে ও ঘরগুলি ও কার্পেট এবং অন্যান্য আসবাব পত্র সে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত, সব চক্‌চক ঝকঝক করিত। রান্নার কার্য্য না জানায় সে রান্নাঘরে ঢুকিতে নারাজ ছিল।

আমাদের দেশের লোকজনের বুদ্ধিশুদ্ধি যেরূপ আমার লুসি ঝির (আমার ঝির নাম যে লুসি উ—ড তাহা আমার পূর্ব্বে উল্লেখ করা উচিত ছিল) বুদ্ধিশুদ্ধিও ঠিক সেইরূপ ছিল। আমাদের দেশের যে সব রাঁধুনী ভাল রাঁধিতে জানে না তাহারা সকলেই প্রথমে আসিয়া বলে কি রকম নুণ ঝাল তেল আপনারা খান তাহা'ত জানি না একটু দেখাইয়া দিন তাহা হইলে ঠিক রাঁধিব। দুই চারিবার দেখাইয়া দিলে যদি চালাক হয়ত তাহারা রান্নাটা একটু শিখিয়া লয়। লুসিকেও কোন রান্না রাঁধিতে বলিলে সে বলিত কি রকম ঠিক চান দেখাইয়া দিলে আমি তাহার পর রাঁধিয়া দিব! তাহার পর, দিন কতক তাহার কাজ তত্ত্বাবধান না করিলে সে কাজে আলগা দিত। আবার কোন কাজ খারাপ করিলে তাহার ছুতা সব সময়ে সাজান থাকিত। দরকারে, অদরকারে মিথ্যা কথা কহিতে সে কখনও

কুষ্ঠিত হইত না। প্রথম কয়েক সপ্তাহ দেখিলাম সে আর যাহাই হউক না কেন সে চোর নয়, কিন্তু পরে দেখিলাম চুরি বিদ্যাও তাহার অজানা নয়! সে অতি কম খাইত। এমন কি আমি আশ্চর্য্য হইতাম যে সে এত কম খাইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকে এবং কাজ করে। সকালে আসিয়া সে প্রাতরাশে অতি অল্প রুটি ও চা খাইত, রুটির সহিত মাখন খাইত না, মধ্যাহ্ন ভোজনে একটু মাছ ও একটু পুডিং খাইত এবং রাত্রে একটু মাংস ও একটু পুডিং খাইত। আমাদের জন্য যাহা রান্না হইত সে তাহা হইতেই খাইত, তাহার জন্য আলাদা রান্না হইত না, তবে সে আমাদের খুব খাবার খাইত না। প্রথমে আসিয়া সে ঠিক রুটিও খাইত না, ইহার ছিল্‌কা খাইত, আমার কাছে কিছুদিন থাকিবার পর ঐ ছিলকা আর তাহার রুচিতে ধরিত না, চাক্‌লা করিয়া কাটা রুটি ও মাখন খাইত এবং তাহার আহারের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইল। আমাদের দেশের চাকর লোকজনেরও ঠিক তাই হয়। তথাপি, খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও, ইহা কম ছিল এবং আমি তাহাকে বেশী দিলেও সে খাইত না। আমার কাছে কিছুদিন থাকিবার পর কিন্তু দেখিলাম যে সে চা চিনি দিয়াশলাই প্রভৃতি সামগ্রী মাঝে মাঝে বাড়ী লইয়া যাইতেছে এবং আমার বালিশের একটা ওয়াড়ও সে চুরি করিয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। জানিয়াও আমি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করি নাই কারণ এই একটি মাত্র লোক, এইতো লোকের কষ্ট, এত খুঁজিয়াও তাহার বদলে লোক পাইলাম না, স্পষ্ট করিয়া বলিলে পাছে চলিয়া যায় ভয় হইত। তবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে আমি বেশ বুঝাইয়া দিতাম যে আমি জানি যে সে চুরি করে এবং তাহাকে জানাইয়া দিলে সে কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ চুরি বন্ধ করিত।

**লুসির প্রতিশোধ** :—এদেশে সকলে সকলকে বেশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা শুনাইতে জানে এবং সেইরকম করিয়া বলিলেই উদ্দেশ্য অনেক সময় সাধিত হয় এবং বিনা অশান্তিতে কার্য্যোদ্ধার হয়—অন্ততঃ যতখানি হইবার হয়। এদেশে কেহ কাহাকেও মোটা বলে না হৃষ্টপুষ্ট বলে, কেহ কাহাকেও চোর বলে না, কোদালকে কোদাল বলে না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুশীল বালকের মত কেহ কাণাকে কাণা বলে না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে না। এই সম্বন্ধে আমার ছেলে এক গল্প বলে। সে তাহার অফিসের এক কাজে

কি একটা ভুল করিয়াছিল। তাহার প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ অফিসের একজন অংশীদার তাহার কাগজ দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে তাহার কার্য্যপ্রণালীতে ভুল হইয়াছে তথাপি আমার ছেলেকে সে বলিল না যে তাহার ভুল হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে বলে যে তুমি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই কাজটা করিয়াছ তাহা আমার নূতন ধরণের বলিয়া মনে হইতেছে, আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রিন্সিপ্যালকে বুঝাইতে গিয়া আমার ছেলের মনে সন্দেহ হইল হয়ত প্রণালীটা তাহার ভুল হইয়াছে। তখন প্রিন্সিপ্যাল বলিল তোমার পদ্ধতি ঠিক হইতে পারে কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না; যাহা হউক আমি যদি তুমি হইতাম আমি এইরকম করিয়া করিতাম (If I were you I should have done it in this way) এবং এই বলিয়া ঠিক পদ্ধতি দেখাইয়া দিল। আমার ছেলে বুঝিল যদিও তাহার পদ্ধতি একেবারে ভুল হইয়াছিল এবং If I were you ইত্যাদির মানে যে সে বোকার মত ভুল করিয়াছিল তথাপি তাহার প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে একবারও বলিল না যে সে ভুল করিয়াছিল! আমি এইরকম করিয়া আমার ঝির অনেক দোষ ধরিতাম, তাহাকে রেহাই কখনও দিতাম না, এবং সেও বুঝিতে পারিত যে আমি তাহার দোষ ধরিয়াছি। তবে সেও আরও কায়দা করিয়া আরও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একবার যে আমার দোষ ধরিয়া দিয়াছিল সে ঘটনা আমার অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। সে ঘটনাটি এই—একদিন সে বলে "ম্যাডাম, আপনি জানেন না কাল রান্না ঘরে ঢুকিয়া আমি কি রকম ভয় পাইয়াছিলাম।" আমি উত্তর দিই "লুসি, বোকার মত কথা কহিও না, রান্না ঘরে ঢুকিয়া ভয় পাইবার কি আছে?" সে বলিল "ম্যাডাম আপনি ত তাই বলিবেন, সকলেই তাই বলিবে, কিন্তু আমি যে কি ভয় পাইয়াছিলাম তাহা আপনাকে আর কি বলিব! আমি জানি আমি বড় বোকা, কিন্তু কি করিব আমি সত্যই বড় ভয় পাইয়াছিলাম।" এইরূপ আরও কিছু ভনিতার পর বলিল "তবে শুনুন কাল আমার কি হইয়াছিল। আমি কাল সন্ধ্যাবেলা যখন রান্নাঘরে ঢুকি, চৌকাঠ পার হই নাই, তখনও দরজার বাহিরে, তখন টপ, টপ, টপ, টপ এক শব্দ শুনি। কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে কিছুক্ষণ কান খাড়া করিয়া শুনি। মনে হইল শব্দ রান্নাঘরের কোণ হইতে আসিতেছে তবে তাহা নাও হইতে পারে। প্রথমে মনে হইল রান্নাঘরের ছাদে কে সিঁদ কাটিতেছে। আবার

ভাল করিয়া শুনিলাম। না, এ শব্দ ত ছাদের উপর হইতে আসিতেছে না। ভাল করিয়া আবার শুনিলাম, মনে হইল হয়ত ছাদে কোথাও ফাটা আছে সেইখান হইতে জল পড়িতেছে। না, তাহাও নয়। তাহার পর মনে হইল ইঁদুর রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে নাকি! ও মাগো! তাহা হইলে ত আমার সব রান্না নষ্ট করিবে। ভাল করিয়া আবার শুনিলাম, টপ, টপ, টপ, টপ শব্দ আর বন্ধ হয় না। তখন আমি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলাম এবং ঘরের মাঝখান পর্য্যন্ত যাইলাম। বুঝিলাম যে শব্দটি ঘরের কোণ হইতে আসিতেছে এবং তখনও থামিল না। তাহা হইলে ত এ ইঁদুর নয়। ঘরের কোণের দিকে আস্তে আস্তে তখন গিয়া দেখি না hot caseএর (খাবার গরম রাখিবার আধার) নীচে জল। সে জল ছাদ থেকে আসিতে পারে না। এ ত বড় মজা! ওখানে কোথা হইতে জল আসিতে পারে? আমি ত দ্বিপ্রহরে মেজে পরিষ্কার করিয়া তবে বাড়ী যাই। জল আবার কোথা থেকে আসিল! তখন হট কেস আস্তে আস্তে খুলিয়া দেখি, ও লর্ড! আপনি যে সুপ (soup) তৈয়ার করিয়া হটকেসের ভিতর রাখিয়াছিলেন তাহাই টপ, টপ, টপ, টপ করিয়া পড়িতেছিল! আমি কি বোকা, কেন যে এত ভয় পাইয়াছিলাম তাহা জানি না। তখন আবার সুপের পাত্রটা ভাল করিয়া বসাই, হটকেসের ভিতর ও তাহার নীচে মেজে ভাল করিয়া সাফ করি—কি কাণ্ডই সব হয়েছিল।" এই কাহিনীর উদ্দেশ্য আমায় বলা যে আমি অসাবধানে সুপের পাত্রটি হটকেসের মধ্যে রাখিয়াছিলাম এবং তাহা হইতে সুপ পড়াতে ঝিকে হটকেস ও তাহার নীচেটা দুইবার করিয়া পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল! এই কথাটি জানাইবার জন্য এত কথার সৃষ্টি!!

**লুসির চালচলন :**—ঝি যদিও সপ্তাহে মাত্র এক পাউণ্ড এবং তাহার স্বামী কোন এক সওদাগরী অফিসে কাজ করিয়া সপ্তাহে দেড় পাউণ্ড মাত্র উপার্জ্জন করিত, তবুও সে আমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিত যেন তাহার মধ্যে ও এদেশের ভদ্র মহিলাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই! আমার কাজে ঢুকিবার পূর্ব্বে অনেকদিন তাহার কাজ না থাকায় প্রথমে তাহার মেজাজ নরম ছিল। তখন সে বলিত ম্যাডাম, আপনি খাদ্যের উপর বড় বেজায় খরচ করেন, কখন চর্ব্বি ('lard) ব্যবহার করেন না

সকল রান্নাতে মাখন ব্যবহার করেন, গরু বা শূকরের মাংস আনেন না মটন ও মুরগী আনেন, এতে তো আপনার বেজায় খরচ পড়ে। দিন কতক আমার কাছে থাকিয়া তাহার সুর বদলাইয়া গেল এবং সে যেরূপ গল্প করিত তাহাতে সে আমায় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিত যে সেও কখন তাহার ঘরে চর্ব্বি ব্যবহার করে না এবং সেও সস্তার গরু বা শূকরের মাংস খায় না, মটন ও মুরগী খায়, এবং যদিও রান্না বলিতে সে কিছুই জানিত না তবুও সে তাহার নিজের ঘরে অনেক রকম মিষ্টান্ন পাক করিত। আর মাঝে মাঝে তাহার স্বামীর ক্লাবে নাচ ও whist driveএ না যাইলে তাহার মন ভাল থাকিত না! সে এই রকম আঁচ দিত যেন খাওয়া পরা চালচলনে তাহাতে ও যে কোন লর্ডএর ঘরের মেয়েতে কোন প্রভেদ নাই! তবে দুঃখের বিষয় এই যে তাহার কথার উচ্চারণ ছোট লোকেদের কথার উচ্চারণের ন্যায়ই ছিল এবং তাহার আকৃতি প্রকৃতি একটুও ভদ্রলোকের মত ছিল না। আমাদের দেশের যেমন সারদা মোক্ষদা ঝিয়েদের অভ্যাস আছে আমার লুসি ঝিও কথা কিছু বেশী কহিত এবং তাহার সহিত রান্না ঘরের কাজ করিবার সময় অনেক সময় অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমায় তাহার গল্প শুনিতে হইত। অনেক সময় বিরক্ত হইয়া আমি তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতাম এবং যখন সে পাড়া প্রতিবাসীর ঘরের কেলেঙ্কারীর কথা বলিতে আরম্ভ করিত তখন আমি রূঢ়ভাবে তাহাকে থামাইতাম এবং স্পষ্টই বলিতাম যে সে সকল গল্প শুনিতে আমার আদৌ ভাল লাগে না।

**লুসির কৌতুহল সমাধান**ঃ—আমার নিকট কিছুদিন থাকিবার পর লুসি একদিন বলে, "ম্যাডাম, আপনি একদিনও গরুর মাংস আনেন না, গরুর মাংস ত খুব ভাল, তবে কখনও খান না তাহার মানে কি?" আমি বলিলাম "লুসি, ছি, ছি, চুপ কর, ও কথা আর মুখে এন না, গরুর মাংস কি খেতে আছে? যে জন্তু আমাদের দুধ দেয়, যাহার দুধ হইতে মাখন হয়, পনীর হয়, সেই জন্তুকে কাটিয়া খাওয়া কি উচিত, তাহার উপর এমন কৃতঘ্নের মত ব্যবহার কি করিতে আছে? লুসি, তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ জাতি, তোমাদের শরীরে আদৌ মায়া দয়া বলিয়া কোন জিনিস নাই তাই ঐরকম বড় বড় জন্তুগুলাকে ড্যাং ড্যাং করিয়া কাটিয়া খাও"। আমার কথা শুনিয়া

লুসি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তা কেন, তা কেন, গরু হইতে উপকার পাই বটে তবে তাহার রক্ত হইতে জাত দুধ যখন খাই তখন তাহার মাংসই বা খাইব না কেন?" আমি বলিলাম, "লুসি, তুমি বোকার মত কথা বলিতেছ। তুমি তোমার মায়ের দুধ খাইয়াছ, তা ব'লে তোমার মাকে কেটে কি তাহার মাংস খাইতে পার? যাহা হোক আমি কৃতজ্ঞ, তুমি নয়, ইহাতেই তোমায় আমায় প্রভেদ।" লুসি গরু খাইবেই, তাহাকে রোখা যাইবে না, সে কথা চাপাদিবার জন্য সে বলিল "আচ্ছা, গরুর কথা থাক, তাহার কাছ থেকে উপকার পান তাই তাহার মাংস খান না, কিন্তু শূকরের মাংসও ত আপনি বাড়ীতে আনেন না, তাহাও আপনি খান না, সে ত দুধ দেয় না, তাহার দুধ হইতে মাখন বা পনীর হয় না।" আমি বলিলাম, "লুসি, কি বলছ তুমি, ছি, ছি, রাম রাম, ঐ কদাকার অপরিষ্কার জন্তুর মাংস কি কখনও খাইতে আছে, ঐ জন্তুটা কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী, কি রকম সর্ব্বদা ঘোঁত ঘোঁত করে, দেখিতে একটু ভাল হইলে উহার মাংস না হয় খাইতাম। ওর যেরূপ আকৃতি ওর সেইরূপ প্রকৃতি, যেমন করিয়াই উহার মাংস রাঁধ না কেন ওর মাংস একবার পেটে গেলেই বমি হইয়া যাইবে।" এইবার লুসি মনে করিল আমি উপহাস করিতেছি এবং বলিল "ও ম্যাডাম, আপনি কি বলেন, আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করিতেছেন", এই বলিয়া চুপ করিল।

**বিলাতে ঝিএর কষ্ট ঃ**—লুসির রান্না কাজ ভাল নয় বলিয়া দিন কতক দেখিয়া তাহার বদলে অপর একজন ঝি রাখিব বলিয়া ঠিক করিলাম। ভৃত্য সরবরাহকারী এক অফিসে (Servants Registry Officeএ) এইজন্য আধ ক্রাউন মাশুল দিলাম এবং তথা হইতে পরে পরে দুই তিন জন ঝি আসিয়া কাজ করিব বলিয়া ঠিক করিয়া যাইল কিন্তু কেহই কাজে যোগ দিল না। পরে জানিলাম যে আমাদের গৃহস্বামিনী ও তাহার ঝি ভাঙচি দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতেছিল! লুসি তাহাদের দেওয়া ঝি এবং সে তাহাদেরও কিছু কাজ করে এই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। গৃহস্বামিনীর আরো এক উদ্দেশ্যও ছিল। আমি বিলাতে ঘরকন্না পাতিবার সময় আমাকে দুই এক জন ভয় দেখায় যে আমি এখানে ঘরকন্না চালাইতে পারিব না। আমি বলিয়াছিলাম দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় অনেক কাল হইতে সুশৃঙ্খলে ঘরকন্না যখন চালাইয়া আসিয়াছি তখন বিলাতেই বা পারিব না কেন

তাহার কারণ কি? এর উত্তরে তাহারা বলে আর কিছুই যদি না হয় ঝি লইয়া গোলযোগ হইবে এবং আমিও ভাবিলাম যে সবে একটি মাত্র ঝি লইয়া যখন কাজ করিতে হইবে সে যদি হঠাৎ চলিয়া যায় বা দিন কতক যদি কামাই করে তাহা হইলে আমি কি করিব? এই ভাবিয়া ফ্ল্যাট ভাড়া লইবার সময় গৃহস্বামিনীকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে যদি ফ্ল্যাট চালাইতে না পারি তাহা হইলে তাহার বোর্ডার্স হইয়া আমরা থাকিব। এই কথা বলাই আমাদের ভুল হইয়াছিল, কারণ সেই জন্যই বোধ হয় ভাল ঝি যাহাতে না পাই এবং আমরা তিন চারিজন তাহার বোর্ডার্স হইয়া থাকি তাহাই তাহার মতলব ছিল। তাহা করিলে ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া অপেক্ষা তাহার অনেক অধিক লাভ হইত। সেই জন্য সে লুসির বদলে আমায় আর অন্য কোন লোক আনিতে দিল না। যাহা হউক, ঝি আর বদল করিতে পারিলাম না এবং লুসিকেই রাখিতে হইল।

এদেশে রান্না কাজ এত সহজ যে ঝি রান্না না জানাতে আমাদের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই। অবশ্য সে থাকিতে থাকিতে কিছু রান্না শিখিয়াছিল সত্য, তথাপি শেষ অবধি সে ভাল রান্না করিতে পারিত না এবং আমায় তাহাকে কখন কখন সাহায্য করিতে হইত। কিন্তু অন্য বিষয়ে লুসি আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। যখন কাজে নিযুক্ত হয় তখন কথা ছিল যে সে সকালে ৮টার সময় প্রত্যহ আসিবে কারণ আমাদের একটি ছেলেকে সকালে ৯টার মধ্যে খাইয়া অফিস যাইতে হইত। লুসি কিন্তু ৮টা ১৫ মিনিটের পূর্ব্বে কখনও আসিত না বরং আরো দেরী করিত এবং প্রতি রবিবারে প্রায় ৯টার সময় আসিত। বিকালে তাহার ৫টার মধ্যে আসিবার কথা ছিল সে ক্রমশঃ আস্তে আস্তে সময় বাড়াইয়া পরে ৫৷৷০টার পূর্ব্বে কখন আসিত না। সপ্তাহে আধ বেলা প্রতি রবিবারে তাহার ছুটি পাইবার কথা ছিল। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাহাই হইল, পরে এক একদিন বিশেষ কাজ আছে বলিয়া অতি ভদ্রভাবে আধবেলা ছুটি চাহিল। পরে দুই তিন সপ্তাহ সেইরূপ কোন না কোন ওজর দিয়া ছুটি লইতে আরম্ভ করিল এবং শেষে দাবী করিল যে সকল ঝিই যেমন সপ্তাহে দুই দিন আধ বেলা ছুটি পায় সেও তাহা লইবে। এইরূপে সে যখন দেখিল যে তাহার বদলে আমরা কোন লোক পাইলাম না তখন সে অনেক রকম গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। অবশ্য দেশে এরূপ যৎসামান্য দেরী করিলে কিছু ক্ষতি হইত না কারণ

সেখানে অনেক লোকজন লইয়া কাজ হয় কিন্তু এদেশে একটি মাত্র লোকের উপর নির্ভর এবং সে যদি অল্পমাত্রও গোলযোগ করে তাহাতে ক্ষতি হয়। এমন কি খৃষ্টমাসের সময় পুরা দুই দিন ঝি কাজে আসিল না এবং ঘরের সকল কাজই আমায় করিতে হইল এবং খৃষ্টমাসের বক্‌সিস লইয়া সে তাহার ঘরে বসিয়া রহিল! পূর্ব্বে মনে করিতাম যে এদেশের ঝিরা সকলে খুব খাটে, কিন্তু এদেশে সংসার পাতিয়া সে ধারণা দূর করিতে হইল। আসল কথা এই যে এই সব দেশে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা সকলের আছে, গায়ে বল আছে, তবে সকলেই যে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক তাহা নয়, যদিও যাহারা পরিশ্রম না করে তাহারা ইচ্ছা করিয়া, দুষ্টুমি করিয়া করে না। এই শীতপ্রধান দেশে গরু শূকর খাওয়া শরীর লইয়া খাটিতে কোন কষ্ট হয় না, বরং চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই কষ্টকর। সেই জন্য এ দেশে সকলেই খাটিতে সক্ষম এবং অনেকেই খাটে, যাহারা আপনাদের ঘরের কাজ করে না তাহারা বাহিরে পরের কাজ করে, যাহারা কাজে ব্যস্ত নয় তাহারা আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকে। এ দেশে দাস দাসীরাও খাটে, মনিবরাও খাটে—আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক বেশী খাটে—আমাদের বিশ্বাস যে মেয়েরা সাজিয়া গুজিয়া সোফার উপর কুসনে হেলান দিয়া এলাইতা হইয়া পটের বিবিটি সাজিয়া সারাদিন বসিয়া থাকে, এ ধারণা একেবারে অমূলক। অবশ্য ধনী পরিবারের মেয়েরা এ দেশে পরিশ্রম করে না, তাহাদের বাড়ীতে দুই তিন বা ততোধিক দাস দাসী থাকে, মনিব কোন কাজই করে না। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে সেরূপ নয়, তথায় একটি মাত্র দাসী থাকে এবং সে জুতা শিলাই হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত সকল কাজই করে। অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহিণী ও মেয়েরা রান্না কাজ করে এবং একটি ঠিকা ঝি প্রত্যহ এক বেলা দুই তিন ঘণ্টার জন্য আসিয়া ঘর ও বাসন পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়। এই রকম ঝিও এ দেশে অনেকে রাখে। এই প্রথাই মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যে রেওয়াজ এবং সেইরকম ঝিকে সপ্তাহে কম বেশী দশ শিলিং মাহিনা দিতে হয়।

**আমাদের ঘরকন্নার কার্য্য:**—আসল কথা এই যে এ দেশে ঘরের পরিশ্রম বাঁচাইবার কৌশল এত রকম ব্যবহৃত হয় এবং ঘরের ও বাহিরের বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে ঘরকন্নার সকল কাজই অতি সহজে অল্প আয়াসে

সম্পন্ন হয়। আমাদের ঘরকন্নার কথা সকাল হইতে বলিলে ইহা বুঝা যাইবে। অতি সকালে সাতটার মধ্যে ডেরীর লোক দুধের বোতল বাড়ীর দ্বারের বাহিরে বসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। ডেরীর লোক আবার ১টা ২টার সময় দ্বিতীয়বারের দুধ সেইরূপ দিয়া যায় এবং পূর্ব্বদিনের খালি বোতল লইয়া যায়। তাহাকে বলিলে সে মাখন, ক্রীম ও ডিম দিয়া যায়। ইচ্ছা করিলে এই সকল দ্রব্য দোকানেও ক্রয় করা যায়। ডেরীর লোক সপ্তাহে সপ্তাহে বিল দেয়। ঝি যখন সকালে কাজে আসে তখন সে দ্বারের নিকট হইতে এই সব সামগ্রী লইয়া ঘরে প্রবেশ করে। প্রাতরাশ যদি অতি সকালে অর্থাৎ ৯টার মধ্যে আবশ্যক হয় তাহা হইলে ঝি আসিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রাতরাশ তৈয়ার করে। যদি অত সকালে আবশ্যক না হয় ঝি আসিয়া প্রথমে ঘর পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। আমাদের এক ছেলেকে ৯টার মধ্যে অফিস যাইতে হইত বলিয়া আমরা অন্য কেহ প্রাতরাশ খাইবার পূর্ব্বে ঝি আসিয়া প্রথমেই তাহার খাবার প্রস্তুত করিয়া পরে ঘর পরিষ্কার করিত। তাহার পর আমরা দশটার সময় খাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে ঝি আমাদের জন্য খাবার রন্ধন করিত। আমাদের প্রাতরাশ তৈয়ার করিতে আধ ঘণ্টা সময় যথেষ্ট হইত। এই কার্য্যের পর সে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিত এবং ঐ কার্য্য শেষ করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য রন্ধন করিত। সেও আধ ঘণ্টার কাজ। ১॥০টার সময় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হইলে সে বাসন পরিষ্কার করিয়া ঘরে যাইত। চারিটার সময় আমাদের চা পান করিবার সময়, সে হাজির থাকিত না, আমরা নিজেরা চায় জল ষ্টোবে ফুটাইয়া লইতাম। তাহার পর ৫টার সময় ঝি আসিয়া চার বাসন পরিষ্কার করিয়া ডিনার রাঁধিত, এ কার্য্যও এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইত। আমরা সওয়া সাতটার সময় ডিনার খাইতাম এবং ৮টার মধ্যে ঝি টেবিল ও বাসন পরিষ্কার করিয়া ঘরে চলিয়া যাইত। বিকালে তাহার কাজ অতি অল্পই থাকিত এবং সেই সময়ের মধ্যেই সে পশম বুনিত, মোজা রিপু করিত বা খবরের কাগজ পাঠ করিত। সকালের ও মধ্যাহ্নের আহারের মধ্যে অর্থাৎ ১০টা ও ১টার মধ্যে দোকান হইতে সব বাজার আসিয়া পড়িত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দুধ মাখন ডিম সকাল ৭টার মধ্যে ডেরীর লোক দিয়া যাইত এবং দ্বিতীয়বার আবশ্যক হইলে ২টার সময় আবার আসিত। অন্যান্য দ্রব্যের জন্য দোকানে খবর দিয়া আসিতে হইত। আমাদের দেশের মাসকাবারির জিনিস, অর্থাৎ ময়দা, চিনি, চা ইত্যাদি সপ্তাহে বা দশ দিনে একবার করিয়া

মুদির দোকানে ফোন করিলে বা সেখানে যাইয়া বলিয়া আসিলে তাহারা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সব জিনিস বাড়ী পাঠাইয়া দিত। দৈনিক বাজার, অর্থাৎ মাছ, মাংস, ফল, তরকারি ইত্যাদি বাড়ী হইতে দোকানে ফোন করিলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সব আসিয়া পড়িত, তবে আমরা প্রত্যহ একবার দোকানে যাইয়া যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক পছন্দ করিয়া দিতাম এবং দোকানদারও সেগুলি শীঘ্রই বাড়ী পাঠাইয়া দিত। এমন কি কখন কখন আমরা বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই সেই দ্রব্যগুলি বাড়ী পৌঁছাইত! দোকানদারের লোক মাল পৌঁছাইতে আসিলে তখন পরদিন কি কি আবশ্যক তাহার মারফৎ বলিয়া দিলে আর দোকানে যাইবার বা ফোন করিবার কোন আবশ্যক হইত না। তবে একবার দোকানে যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া জিনিসগুলি বাছিয়া দিলে নিজ পছন্দমত সামগ্রী পাওয়া যাইত। এখানে সকল জিনিস দোকানীরা খরিদ্দারের বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয় এবং ঝি চাকরকে কোন দ্রব্যের জন্য দোকানে পাঠাইবার আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ বাড়ীতে যদি ফোন থাকে। আমাদের দেশে মাসকাবারি ও দৈনিক বাজার করিতে আমাদের চাকর লোকজনের কতই না সময় নষ্ট হয়। এখানকার দোকানে দর দস্তুর নাই বলিয়া বাজার করিতে সময় লাগে না, যেটুকু লাগে সে কেবল জিনিস পছন্দ করিতে। প্রত্যেক পাড়াতে মাছের দোকান, মাংসের দোকান তরকারি ও ফলের দোকান, রুটী, মাখন, কেক ইত্যাদির দোকান আছে, বাড়ী হইতে দু'পা বাড়াইলেই সব পাওয়া যায়। তবে বাজারের সময় কোন কোন দোকানে লোকের ভিড় হয় এবং যে যেমন আসিয়াছে তাহাকে সেই অনুসারে পরে পরে দোকানীরা বিক্রয় করে, "ওহে আমায় আগে দাওনা" বলিয়া কেহ চীৎকার করে না। মাসকাবারি বা দৈনিক বাজার বাড়ীতে ১২টার বা ১টার মধ্যে পৌঁছিয়া যায়। জিনিস নগদ মূল্যে ক্রয় করা যায় বা দোকানদারের সহিত বন্দোবস্ত করিলে সপ্তাহে সপ্তাহে দাম চুকান যায়।

এদেশে বাজার করা যেমন সহজ ব্যাপার, দৈনিক ঘর পরিষ্কার কার্য্যও সেইরূপ অতি সহজ ব্যাপার। এদেশে ধুলা বড় কম, তাহার অন্যতম কারণ এই যে বৃষ্টি প্রায়ই এদেশে লাগিয়া আছে, মাটি প্রায় সর্ব্বক্ষণই ভিজা থাকে এবং আরো এক কারণ এই যে এদেশে দরজা জানালা প্রায় সমস্তক্ষণই বন্ধ থাকে। এককালে পাঁচ ছয়টি ঘর পরিষ্কার রাখিতে বিশেষ কিছু শ্রম করিতে হয় না। ঘর ঘর করিয়া চাঁকা ঘুরাইয়া একটি কলের বুরুস

কার্পেটের উপর ঠেলিয়া লইয়া গেলে ঘরের মেজের কার্পেট অতি শীঘ্র ও সহজে পরিষ্কার হইয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে অতি শীঘ্র ও সহজে ঘর পরিষ্কার করা যায়। এমন কি মেজে পরিষ্কার করা আসবাব পত্র পালিশ করাও অতি সহজে এবং শীঘ্র হয়। এই সব কার্য্যের জন্য কতিপয় সরঞ্জাম আবশ্যক এবং এই সকল দ্রব্যের উন্নতি প্রতিদিনই হইতেছে এবং যাহা দ্বারা কার্য্য সহজে, শীঘ্র ও কম ব্যয়ে সাধিত হয় তাহারই কাট্‌তি বাজারে বেশী। এই সব সামগ্রী দিয়া একটু ঘসিলেই জিনিস পত্র পরিষ্কার হয়, চকচক করে এবং এর জন্য পরিশ্রম অতি অল্পই করিতে হয়। চার পাঁচটি ঘর পরিষ্কার করিতে, মেজে ও জিনিসপত্র পালিশ করিতে, বিছানা করিতে, রান্না ঘর, স্নানাগার সাফ করিতে আমার ঝির দিনে দুই ঘণ্টার অধিক সময় কখনও লাগিত না। বাসনপত্র মাজিতে তাহার দৈনিক কুড়ি মিনিটের অধিক সময় লাগিত না। ঘর সাফ করা, বাসন মাজা বাদ তাহার আর এক দৈনন্দিন কাজ ছিল সেটি রান্না করা। চার পাঁচ জনের জন্য দিনে তিনবার রন্ধন করিতে সমস্ত দিনে দুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগিত না। এই ত বিলাতের ছোট পরিবারের ঝিয়ের মোট কাজ, তাহাতে সে বেশী খাটে বলিয়া তাহার বাহাদুরি লইবার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশের লোকে এদেশে আসিয়া এইরূপ সব সুবন্দোবস্তর মধ্যে পড়িয়া ও সব শ্রম বাঁচাইবার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া এদেশের লোকের মতই কাজ করিতে পারে।

**এদেশের রান্নাঘর:**—এদেশে বাজার করা যেমন সহজ, বাসন, আসবাবপত্র ও ঘর পরিষ্কার রাখা যেমন সহজ, রান্না করাও সেইরূপ সহজ। এদেশের একটি ভাল রান্নাঘর আমাদের দেশের সকলকে দেখাইতে আমার বড় ইচ্ছা করে। এই ঘরে রাঁধিবার ও খাইবার সকল সামগ্রী থাকে—এখানে গরু হারাইলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়—এবং যদিও সাধারণতঃ বড় নয় সুসজ্জিত বলিয়া কাজের বড় সুবিধা হয়। রান্না ঘরে গ্যাসের উনান থাকে, উনানের নীচে হটকেস থাকে, আলাদা হটকেসও থাকে, প্লেট, কাপ, পিরীচ, কাঁটা, চামচ, ছুরি, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি রাখিবার আলমারি থাকে, ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল ও জলপাত্র থাকে, বাসন মাজিবার পাত্র থাকে, মাংস থুড়িবার বা ঐ রকম কাজের জন্য টেবিল থাকে, ভাঁড়ার রাখিবার জন্য আলমারি থাকে, কখন কখন বাড়ীর সর্ব্বদা গরম জল সরবরাহ করিবার জন্য বয়লার

( গরম করিবার জলপাত্র ) থাকে ( তাহাতে বাড়ীর ময়লাও পোড়ান যায় ), রেফ্রিজারেটর থাকে। এদেশের রান্নাঘরের উন্নতির জন্য অনেক লোক মাথা ঘামাইতেছে এবং কিরূপ উন্নতি হইল তাহা প্রতি বৎসর প্রদর্শনীতে দেখান হয়। একথা সত্য যে এদেশের রান্নাঘর যদি অতি ক্ষুদ্র বা অন্ধকার না হয় তাহা হইলে সেখানে রান্না করিয়া সুখ আছে। যাহা আবশ্যক তাহা রান্নাঘরের মধ্যে যথাস্থানে হাত বাড়াইলেই পাইবে এবং কোন দ্রব্য আনিবার জন্য রান্নাঘর হইতে এক পা বাহিরে যাইতে হইবে না। গরীব লোকের বাড়ীতে রান্নাঘরই তাহার বৈঠকখানা।

**আমাদের দৈনিক খাদ্য ও তাহার রন্ধন** ঃ—প্রাতরাশে আমাদের প্রত্যেকের জন্য দুইটা ডিম (boiled, poached or fried or omlet প্রভৃতি ডিমের কোন একটা ডিশ ), পরিজ (porridge) বা Force বা Cornflake এবং টোষ্ট, মাখন, জ্যাম বা মার্মালেড (marmalade) এবং চায়ের ব্যবস্থা হইত। এ রান্না আধ ঘণ্টার মধ্যে হইয়া যাইত। লাঞ্চ বা মধ্যাহ্নভোজ বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় হইত, উহাতে দুইটা ডিশ হইত—মাছ বা ডিমের কোন ডিশ এবং পুডিং, এছাড়া ফল ও পনীর। অনেক সময় পুডিং এর বদলে দোকান হইতে মিষ্টান্নও আনিতাম। এই লাঞ্চ তৈয়ারী করিতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিত না। বিকালে চা তৈয়ার করিতে কোন পরিশ্রম হইত না, গ্যাস ষ্টোবে জল ফুটান ভিন্ন, কারণ কেক বিস্কুট প্রভৃতি দোকান হইতে আসিত। রাত্রিতে ডিনারে আমাদের তিনটা ডিশ হইত, সাধারণতঃ মাছ, মাংস এবং পুডিং। ইহা রাঁধিতে এক ঘণ্টা সময়ও লাগিত না। এইত আমাদের দৈনন্দিন খাওয়ার বহর, তবে সখ করিয়া আমি আমাদের দেশের আহার প্রায়ই প্রস্তুত করিতাম এবং বিনা সাহায্যে তাহা প্রস্তুত করিতে ইংরাজী খাদ্য প্রস্তুত করা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিত। বাস্তবিক আমাদের দেশের ও এদেশের রান্না তুলনা করিয়া যখন ভাবি তখন মনে হয় এদেশে রান্না কাজটা ইহারা কতই না সহজ করিয়া লইয়াছে। এমন কি আমাদের দেশে দাস-দাসীরাও স্বহস্তে তাহাদের সামান্য আহার পাক করিতে এবং আহারান্তে বাসন-পত্র ধোয়া শেষ করিতে অন্ততঃ আড়াই ঘণ্টা সময় লয়, আর এদেশে সেই শ্রেণীর লোকের সেইরূপ কার্য্য করিতে সিকি ঘণ্টা সময়ও লাগে না। আর আমাদের দেশের গৃহস্থ পরিবারের রান্নার হাঙ্গামার ত কথাই নাই। সকালে ছয়টার সময়

আরম্ভ করিয়া বেলা ১টার মধ্যে রান্না খাওয়া বাসন মাজা যদি শেষ হয় এবং বিকালে ৫টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দশটার মধ্যে ঐ সকল কার্য্য যদি শেষ হয় তাহা হইলে সেই কার্য্য অতি শীঘ্র হইল বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের পরিবারে শুক্তনি, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘন দুধ বা পায়সে শেষ করিয়া কত রকম রান্নাই না রাঁধিতে হয়। এখানকার সাধারণ গরীব লোকের ঘরে যদি কোনরকম রান্না অন্ন না জুটে তাহা হইলে গৃহস্থের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না, কারণ খানিকটা রুটি মাখন ও পনীর হইলে তাহাদের বেশ এক রকম ডিনার হইয়া যায় এবং তাহার উপর বাজার হইতে ক্রয় করা রাঁধা মাছ বা মাংস যদি পায় তাহা হইলে আর কি আবশ্যক হইতে পারে? আমাদের দেশে যদি কোন কারণে এক বেলা বাড়ীর উনানে আগুন না পড়ে তাহা হইলে বাড়ীতে এক হুলু স্থূল ব্যাপার পড়িয়া যায়, আর এ দেশে ঘরে প্রত্যহ যে রান্না করিতেই হইবে তাহার কোন মানে নাই এবং অনেক সময়ে অনেক গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ উনান জ্বলে না। সকালে প্রাতর্ভোজনটা প্রায় সকলেই ঘরে তৈয়ার করে ও খায় বটে কিন্তু তাহার জন্য গ্যাসষ্টোব দশ বা পনর মিনিটের অধিক জ্বালাইবার আবশ্যক হয় না। বাস্তবিক এদেশে লোকে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা এত সহজ করিয়া লইয়াছে যে ঘরে রন্ধন করা বিষয়ে কাহারো কোন ভাবনা নাই। আর আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। অবশ্য খাওয়ার হাঙ্গামা আমাদের বাংলাদেশে যেরূপ ভারতে অন্য কোথাও সেরূপ নয়। সকাল ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ১টা অবধি আবার বিকাল ৫টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০টা অবধি রান্নাঘরের কাজ, খাবার ঘরের কাজ কোন গৃহস্থের বাড়ীতে না চলে? আর গৃহস্থের কতজন লোকই না এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে? বাড়ীর বৌ, ঝির, গৃহিণীর ত সংসারে ঐ মুখ্য কার্য্য, অনেক সময় মনে হয় তাহাদের জীবনের উহাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য! প্রথমে ছেলে মেয়েদের খাওয়া, পরে বাবুদের খাওয়া, তাহার পর বৌ ঝিদের, হয়ত তাহারও পর গৃহিণীদের ও সব শেষে দাস দাসীদের—একার্য্যের যেন আর শেষ নাই। প্রত্যহ কত সময় কত শক্তি যে এই কার্য্যে ব্যয় ও অপব্যয় হয় তাহা বলা যায় না। অবশ্য রন্ধন কার্য্যে সময় ব্যয় করা যে গৃহিণীর বা বাড়ীর বৌ ঝির সময় অপব্যয় করা লেকথা আমি একবারও বলি না। বাজে নবেল নাটক পাঠ করিয়া, পর-নিন্দা পরচর্চা করিয়া, খোস গল্প করিয়া সময় অতিবাহিত করার অপেক্ষা গৃহস্থের

রান্নাবান্না করা শত গুণে ভাল। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে রান্না কার্য্যে আমরা প্রতিদিন যত সময় ব্যয় করি আমাদের যদি রান্নাঘরের ও পারিবারিক কার্য্যে সুবন্দোবস্ত থাকিত তাহা হইলে ঐ সময় আবশ্যক হইত না, অনেক সময় বাঁচাইতে পারিতাম। যে কাজটা এক ঘণ্টায় করা যায় ঠিক সেই কাজই যদি দুই ঘণ্টায় করি তাহা হইলে এক ঘণ্টা সময়ের অপব্যয় করিলাম বলিতেই হইবে। আমার মনে হয় আমাদের বাঙ্গালীর খাদ্যে এত রকম খুঁটি নাটি যদি না থাকিত, আমরা যদি এদেশের মত অল্প পরিশ্রমে কার্য্যোদ্ধার করিবার কৌশল জানিতাম, আমাদের সংসারে ও বাহিরে যদি অধিকতর সুব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে আমাদের দৈনন্দিন শ্রমের অনেক লাঘব হইত। আর এক কথা। আমাদের ছোঁয়া ছুঁয়ি বিচার থাকার জন্য আমরা এদেশের মত সময় ও শ্রম লাঘব করিতে পারি না। বিচার আচার, ছোঁয়া ছুঁয়ি যে একেবারে বর্জ্জন করা উচিত তাহা আমি বলিতেছি না, কারণ পুরাকালে ঐ সকল সংস্কার স্বাস্থ্যের জন্য বিহিত হইয়াছিল। তবে ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে আঁস, নিরামিষ, মাছ, মাংস, শকড়ি, ছোঁয়া ইত্যাদি বালাই এদেশে না থাকাতে এদেশের রন্ধন এবং অন্যবিধ গৃহকার্য্য আমাদের দেশের অপেক্ষা সত্বর ও সহজে হইয়া যায়। আর এক কথা —যদিও আমাদের নিকট আমাদের খাদ্য অত্যন্ত মুখরোচক, সে খাদ্য যে কত পুষ্টিকর সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। আমাদের খাদ্যে হাত দিলে আমাদের আঁতে আঘাত দেওয়া হইবে জানিয়া আমি এস্থলে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না (পরে দুই এক কথা বলিব) তবে এই মাত্র বলি যে আমাদের খাদ্যে কি পরিমাণ সারাংশ আছে এবং যদি বিশেষ কিছু না থাকে তাহা হইলে তাহা কিরূপে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক এবং আমাদের সকলের জানা আবশ্যক। এ বিষয়ে কোন গবেষণা যে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই তাহা নয় তবে জনসাধারণের জ্ঞান এ বিষয়ে অতি অল্পই। গবেষণার ফল জনসাধারণের জানা একান্ত আবশ্যক এবং এই জ্ঞান হইলে উন্নতির ও সংস্কারের চেষ্টা পরে আপনা হইতেই আসিবে। অবশ্য খাদ্য বিষয়ে হঠাৎ অত্যধিক পরিবর্ত্তন কেহ আশা করে না এবং বাঞ্ছনীয়ও বোধ হয় নয়, তবে আমাদের জানা উচিত এই কঠোর অর্থকষ্টের ও ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের খাদ্যের মধ্যে কতটুকু প্রকৃত সারবান অংশ আছে ও তাহাদের কত ভাগ আমাদের শরীর গ্রহণ করিতে পারিতেছে। [illegible]

এ সব চর্চ্চা যাক, এ আমার ধান ভানতে শিবের গীত হইল! মোটের উপর আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এদেশে রান্নাঘরে এত প্রকারে শ্রমলাঘব করিবার বন্দোবস্ত আছে এবং বাহিরে খাদ্যের দোকানে এত রকম পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায় যে এদেশে অন্ততঃ শহরে পরিবারের আহার যোগান এক অতি সহজ ব্যাপার হইয়াছে—খেলা বলিলেও হয়। সেইজন্য লুসি রান্না বেশী না জানিলেও আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইত না। যখন এদেশে সংসার পাতি তখন মনে বড় ভয় হইয়াছিল যে দেশে কতজন দাস দাসীর সাহায্য পাইয়াও সমস্ত দিন সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত আর এই বিদেশে একজন মাত্র দাসী লইয়া কিরূপে সংসার চালাইব। পরে দেখিলাম যে আমাদের চারি জনের সংসারে একজন মাত্র দাসীরও পুরা কাজ নাই এবং দেখিতাম যে ঝি রান্নাঘরে বসিয়া অনেক সময় খবরের কাগজ পড়িতেছে বা পশম বুনিতেছে। প্রত্যহ তাহার চারি পয়সা দিয়া একখানা খবরের কাগজ কেনা চাই! এ যে ইংরাজ ঝি বলিয়া এত সময় পাইত তাহা নহে, আমাদের দেশের লোক এদেশে যদি আনিতাম এবং সে যদি একটু চট্‌পটে হইত তাহা হইলে তাহারও পুরাদিনের কাজ থাকিত না।

**বাসন পরিষ্কার :**—এখানে রন্ধন কাজও যেমন সহজ বাসন পরিষ্কার কাজও সেই রকম সহজ। রান্নাঘরে বাসন পরিষ্কার করিবার স্থান থাকে এবং তাহার উপর ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল থাকে। এদেশে এক রকম ন্যাতা পাওয়া যায়, যেন এক রকম পুঁতি ও কবুকরে জরি দেওয়া, যাহার সাহায্যে সোডা দিয়া বাসন ঘসিয়া সাবান দেওয়া গরম জলে ধুইলে বাসন অতি সহজে পরিষ্কার করা যায়। আমাদের দেশে প্রত্যহ বাসন পরিষ্কার করা, কড়া মাজা, বাসন মাজা ইত্যাদি এক বিরাট ব্যাপার এবং তাহার জন্য দুই বেলা একটি লোককে কতই না পরিশ্রম করিতে হয়। সে সব বালাই এদেশে নাই। ইহারা সবই সোজা করিয়া লইয়াছে, সবই অতি অল্প সময়ের মধ্যে, অতি অল্প আয়াস সাধ্য।

হ্যামষ্টেডে এই ফ্ল্যাটে আমরা সাড়ে পাচ মাস থাকি, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ অবধি। তখন শীতের দিন—এদেশে শীতকালে সকালে শয্যা ত্যাগ করিবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আবার রাত্রিকালে শয়ন কবিবার সময় অবধি সমস্ত ক্ষণ বসিবার ঘরে আগুন

জ্বলিত, যে দিন কুয়াসা হইত সে দিন দ্বিপ্রহর ১১।১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শুইতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত ঘরে আলো জ্বলিত, যে দিন কুয়াসা না হইত সেদিনও বিকাল ৩টা ৪টা হইতে ঘরে আলো জ্বালিতে হইত। আগুন হইতে একটু দূরে যাইলেই শীতে হিহি করিতাম, সে গায়ে যতই কেন গরম কাপড় চাপাই না। আর প্রত্যহ শুইতে যাইবার সময় কাপড় ছাড়া ও বিছানায় ঢোকা এবং সকালে বিছানা ত্যাগ করিয়া উঠা ও কাপড় পরা এক ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার হইত, তবে এটা আমরা শুইবার ঘরে আগুন জালাইয়া তাহার সম্মুখে করিতাম। শীতকালে দিনের পর দিন আকাশ মেঘে ও কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকিত, রাস্তাতে বিকাল ৩।৪টা হইতে আলো জ্বলিত, জোরে না পড়িলেও বৃষ্টি ঝিম ঝিম করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই পড়িত, স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা রাস্তা দিয়া ওবারকোটে আবৃত হইয়া ত্বরিত পদক্ষেপে ভূতের মত চলিয়া যাইত, সব বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ থাকিত। লণ্ডনের শীতকালের এই অভিজ্ঞতা যাহাদের কখনও হয় নাই তাহারাই ধন্য কারণ তাহারা ইহা কখন অনুমানও করিতে পারিবে না। এই ঋতুতে ঘরে আগুনের কাছে বসিয়া লেখা পড়া করা বা অন্য কোন কাজ করাই সুখকর ছিল, তবে আমার আবার আগুন সহ্য হইত না, বিশেষতঃ গ্যাসের আগুন। সেইজন্য এদেশে শীতকালে আমার যথার্থ কষ্টই হইত।

**মেডাবেলের বাড়ীতে:**—মে মাসে (১৯৩৫ সালে) আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা এক সপ্তাহ এক হোটেলে থাকিয়া পরে মেডাবেল (Maida Vale) পাড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করি। বাড়ীটি এইরূপে নির্ম্মিত যে ইহার এক তলায় সিঁড়ি ব্যতীত অন্য কোন ঘর ছিল না, দ্বিতলায় বসিবার ঘর, খাইবার ঘর ও রান্নাঘর ছিল এবং তিন তলায় তিনখানা শুইবার ঘর ও স্নানাগার ছিল। আমরা সমস্ত বাড়ীটিই ভাড়া লইয়াছিলাম—সপ্তাহে ৪॥০ গিনিতে। বাড়ীটি বড় সুন্দর, ইহার আসবাবগুলি অতি পছন্দমত, সব ঝর্‌ঝরে তক্‌তকে, বাড়ীতে বেশ আলো ছিল এবং ইহা এক খুব প্রশস্ত রাস্তার উপর। এখানে আরো এক সুবিধা ছিল, বাড়ী হইতে পা বাড়াইয়া ফুটপাথে এক পা ফেলিলেই টিউব ষ্টেশনে প্রবেশ করা যাইত। বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে বাগান ছিল এবং সমস্ত দিন হয় রাস্তার সম্মুখের ঘরগুলিতে না হয় বাড়ীর পশ্চাতের ঘরগুলিতে রৌদ্র আসিত। আর রান্নাঘরটিও বড় সুন্দর

ছিল, ইহাতে রান্নাঘরের সকল প্রকার আসবাব ও সরঞ্জাম ছিল, ইহা বড় রাস্তার উপর, খুব আলো ছিল এবং এই ঘরে রান্না করিয়া সুখ পাইতাম। যাহার বাড়ী সে এক কালে এক ধনী লোকের পুত্র ছিল, ইয়র্কশিয়ারে তাহার দুর্গতুল্য এক সুন্দর বাড়ী ছিল, তবে তাহার বাপের সময়েই সে বাড়ী তাহারা হারায়। ইয়র্কশিয়ারের এই বাড়ীতে এই লোকটির পূর্ব্বপুরুষদিগের বসতি দুই শত বৎসরের অধিক ছিল এবং কথিত আছে যে কার্ডিনাল উল্‌সে যখন রাজা অষ্টম হেনরীর অপ্রীতিভাজন হন এবং রাজা তাঁহাকে লণ্ডনে আসিতে আজ্ঞা করেন তখন সেই আজ্ঞা কার্ডিনাল উল্‌সে এই বাড়ীতে বাস কালে পান। এই গৃহ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিবার পথে কার্ডিনাল উল্‌সের মৃত্যু হয়। সে যাহা হউক আমাদের গৃহস্বামী যে এক সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের ছেলে তাহা আমরা তাহার কথাবার্ত্তায় বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু মনে হইল সে একজন অমিতব্যয়ী, তাহার টাকা কিছুই নাই ও টাকার আবশ্যক হইয়াছে এবং তাহার কথার উপর কত দূর নির্ভর করা যায় সে বিষয়েও মনে বিশেষ সন্দেহ হইল। প্রথমেই সে ভাড়ার বেজায় দর কষাকষি আরম্ভ করিল। সপ্তাহে ছয় গিনি ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে আমাদের মতে ৪৷৷০ গিনিতেই রাজি হইল। পরে বায়না ও অগ্রিম ভাড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে কিন্তু আমরা তাহা দিতে সম্মত হই নাই। লোকটার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল সে বিশ্বাসযোগ্য কিনা কিন্তু তৎক্ষণাৎ ইহাও মনে হইল যে আমাদের অপরিচিত বিদেশী দেখিয়া তাহারও মনেত সন্দেহ হইতে পারে যে আমরাও হয় ত বিশ্বাসযোগ্য নই এবং ভাড়া না দিয়া পলাইয়া যাইতে পারি, অন্ততঃ যথা সময়ে ভাড়া না দিতে পারি। যাহা হউক আমরা আমাদের বিষয় যে পরিচয় দিয়াছিলাম তাহার সন্ধান লইয়া সে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে, কারণ পরে দেখিলাম যে কোন একরারনামা না করিয়াই বাড়ীর আসবাবের কোন ফর্দ্দ না করিয়াই আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাহার চমৎকার সুসজ্জিত বাড়ী আমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া সে চলিয়া গেল, এমন কি বিশেষ মূল্যবান কতকগুলি দ্রব্য এক আলমারিতে রাখিয়া তাহাতে চাবি না দিয়াই আমাদের উপর বিশ্বাস করিয়া রাখিয়া গেল। এদেশে দেখিয়াছি কোন বিশেষ সন্দেহের কারণ না থাকিলে লোকে লোকের উপর অনেকটা বিশ্বাস করে, অবশ্য লোকে বিশ্বাস রাখে বলিয়াই এইরূপ বিশ্বাস

করে। যাহা হউক, শেষ অবধি এই গৃহস্বামী আমাদের সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদের সহিত সদালাপ করিয়া যাইত। কিন্তু এদেশের ভদ্র লোকের ভদ্রতার ও আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ভদ্রতার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। সে প্রভেদটি এই যে ব্যবসা ক্ষেত্রে ইহাদিগের চক্ষু লজ্জা বলিয়া কিছু নাই। এটি যে ইহাদের এক দোষ আমি তাহা বলি না, কারণ অনেক সময় আমরা চক্ষু লজ্জার খাতিরে এক রকম বলি ও পরে অন্য রকম কার্য্য করি, চক্ষু লজ্জার খাতিরে লোকের সম্মুখে চুপ করিয়া থাকি এবং পরে গর্জ্জাই মনে মনে! চক্ষু লজ্জা না করিয়া সব খোলাখুলি স্পষ্ট কথা বলিয়া কার্য্য সম্পন্ন করাই ভাল। আমরা যখন বাড়ী ছাড়িয়া দিলাম আমাদের গৃহস্বামী তাহার ফর্দ্দ মত কতকগুলি দ্রব্য মিলাইয়া লইল। এইরূপ মিলাইতে গিয়া সে দেখিল যে ১৮ খানা তোয়ালের স্থানে ১৭ খানা তোয়ালে আছে। তাহার নিশ্চয় গুণিতে ভুল হইয়া থাকিবে মনে করিয়া সে দুই তিনবার এক একখানি করিয়া তোয়ালেগুলি গুণিল। আমি তখন বলিলাম যে তাহা হইলে আমি একখানা হারাইয়া ফেলিয়া থাকিব এবং তাহার হারান পুরাতন তোয়ালের বদলে আমি আর একখানা পুরাতন ময়লা তোয়ালে তাহাকে দিব ও সেখানি ধোয়াইবার দাম দিব। সে বলিল তাহাই বেশ হইবে, একবারও ভদ্রলোক বলিল না যে পুরাতন তোয়ালে একখানা হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তুমি আবার কেন গুনকার দিবে, অন্ততঃ ধুইবার জন্য দুই পেনী তোমাকে দিতে হইবে না। আমাদের দেশের ভদ্র লোক এস্থলে তাহাই বলিত! আমি তাহাকে আবার বলিলাম যে আমার ঝি তাহার একটা চায়ের বাটি ও একখানা সুপ পাত্রের ডালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার দাম দিতে চাহিলাম। সে বলিল তাহাই বেশ হইবে সে দোকান হইতে কিনিয়া আমায় বিল পাঠাইয়া দিবে এবং পরে তাহা করিয়া তিন শিলিং এর বিল পাঠাইয়াছিল! তাহার আর কিছু লোকসান আমি করি নাই এবং যদি করিতাম সে ধরিতে পারিত না কারণ আমায় সে কোন ফর্দ্দ দেয় নাই। যদিও আমরা চারি মাসের জন্য তাহাকে প্রায় ৮২ পাউণ্ড ভাড়া দিয়াছিলাম তাহার যাহা লোকসান করিয়াছিলাম তাহার জন্য সে তিন শিলিং নগদ ও একখানা পুরাতন তোয়ালে ও দুই পেনী ধোলাইয়ের জন্য লইতে দ্বিধা করিল না! এটা আমাদের কেমন কেমন মনে হইল কিন্তু বুঝিলাম যে

তাহার বিবেচনায় সে কিছুই অন্যায় করে নাই এবং আমিও ভাবিলাম যে সে লইয়াই বরং ভালই করিয়াছিল কারণ আমি বুঝিলাম যে আমি তাহার কিছু ধারি না ও সেও তাই বুঝিল, এ বেশ খোলা খুলি কাজ হইয়া গেল! তবে এটাও আবার বলি যে এরূপ স্থলে আমি এরূপ দাবী করিতে পারিতাম না অথবা আমাদের দেশের যে কোন ভদ্র লোক এরূপ দাবী করিতে পারিত না। এদেশে সাধারণতঃ লোকে পরস্পরের সহিত বিধি মত খোলা খুলি ব্যবহার করে কিন্তু সে ব্যবহারে আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে এদেশের লোকের চোখের পর্দ্দা নাই!

আমরা মেডাবেলের বাড়ীতে প্রায় চারি মাস থাকি এবং বাড়ীটা এত সুখকর হইয়াছিল যে আমাদের ইজারা ফুরাইয়া যাইতে আমাদের বাড়ী ছাড়িতে কষ্ট হইয়াছিল। বাড়ী ত সুবিধার হইয়াছিল বটেই এ বাড়ীতে অন্যান্য বিষয়েরও অনেক সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দিনে আমাদের গৃহস্বামী পাড়ার দোকানী পসারীদের নিকট আমাদিগকে লইয়া যাইয়া আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় এবং তাহাদিগকে আমরা স্বয়ং যাইয়া বা ঝির দ্বারা বলিয়া আসিলে বা একজন দোকানদার বাড়ীতে জিনিস দিতে আসিলে তাহার দ্বারা অন্য দোকানদার-দিগকে সেদিনকার জন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক বলিয়া পাঠাইলে দৈনিক বাজার যথা সময়ে বাড়ীতে আসিয়া পড়িত। আমাদের গৃহস্বামী একদিন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলে যে পাড়াতে আমাদের বড় সুখ্যাতি হইয়াছে! আমরা বলিলাম সে কি রকম, আমরাত কাহাকেও জানি না, পাশের বাড়ীর লোকের সহিত দেখা হইলে দুই চারিটা কথা হয় মাত্র। পাড়ার আমাদের কাহারও সহিত যখন আলাপ পরিচয় নাই তখন এখানে আমাদের সুখ্যাতি অখ্যাতি হওয়া কি প্রকারে সম্ভব। সে বলিল, না, লণ্ডনে দুই চারি বৎসর পাশাপাশি থাকিলেও চেনা পরিচয় হয় না, লোকের সুখ্যাতি এখানে দোকানদারদিগের দ্বারাই বিস্তার হয়! তাহারা সকলে সকলকে চেনে এবং পাড়ার জনমত তাহারাই সৃষ্টি করে এবং সকল দোকানদারেরাই তোমাদের বড় সুখ্যাতি করিতেছিল। সে আরও বলিল যে তাহার যখন কোন লোকের বিষয় সন্ধান লইবার আবশ্যক হয় তখন সে সেই লোকের পাড়ার দোকানদারদিগের নিকট সন্ধান লয়!

**আমার লিজি ঝি:**—আমাদের গৃহস্বামী আমাদের একজন ঝিও জোগাইয়াছিল। এই ঝির নাম লিজি ( এলিজাবেথ ) ল্যাং***জ, ইহার মা অনেক বৎসর আমাদের গৃহস্বামীর মায়ের নিকট চাকুরি করিয়াছিল এবং লিজি-গৃহস্বামীর জানা লোক বলিয়া সে তাহাকে আমাদের দিল। লিজি ঝি লোক মন্দ ছিল না, লুসি ঝির অপেক্ষা শতগুণে ভাল। তাহার বয়স পঞ্চাশ হইবে, যদিও সে বলিত তাহার বয়স ৪০শের কম, তবে লুসিও বলিত তাহার বয়স ৩০ বৎসর যদিও তাহার বয়স ৪০ বৎসরের একদিনও কম ছিল না। কথাবার্ত্তায় লিজি বেশ নরম সরম লোক ছিল এবং সে নিয়মমত প্রত্যহ ঠিক কাজে আসিত এবং একদিনের জন্যও কামাই করে নাই তবে সব লোকেরই দোষ গুণ থাকে, লিজি লোকটা বেশ একটু পেটুক ছিল, লুসির তিনগুণ আহার করিত। তবে ইহাতে আমাদের কিছু আপত্তি ছিল না কিন্তু বিশেষ আপত্তির কারণ ছিল এই যে দেখিতাম তাহার মুখ সদাই চলিতেছে এবং বারম্বার নিষেধ করা সত্ত্বেও রন্ধন করিতে করিতে মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া হাত পরিষ্কার করার অভ্যাস তাহার আমি ছাড়াইতে পারিলাম না! তাহার পেট সর্ব্বদাই জ্বলিত, মুখ সর্ব্বদাই চলিত, আধ ইঞ্চি পুরু মাখন মাখাইয়া কতকগুলি রুটীর খণ্ড যে লিজি ঝি আমার প্রত্যহ সাবাড় করিত—অবশ্য আমায় না বলিয়া—তাহার হিসাব আমি রাখিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত ঘরের দুই একটা ছোট জিনিসপত্র যথা কাঁচিটা, বালিসের ওয়াড়টা যে লিজি চুরি করে নাই তাহাও সত্যের খাতিরে আমি বলিতে পারি না। রান্না কাজ তাহার মোটামুটি বেশ জানা ছিল যদিও আমাকে তাহা শিখাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল! তাহার গৃহ পরিষ্কার কার্য্য লুসির অপেক্ষা অপরিষ্কার ছিল, এবং লুসি যেমন রান্না কার্য্যে ফাঁকি দিত লিজিও সেইরূপে ঘর পরিষ্কার কার্য্যে ফাঁকি দিত এবং সেইজন্য মধ্যে মধ্যে মিথ্যা কথাও কহিত! মোটের উপর সাধারণতঃ তাহার শ্রেণীর লোকের যে দোষ গুণ থাকে আমার লিজি ঝিরও তাহা সবই ছিল তবে সে সমিহ করিয়া কার্য্য করিত, ঝির মতই তাহার চাল চলন ছিল, লুসির ন্যায় সে নিজেকে লাট পত্নী বা লাট কন্যা বলিয়া মনে করিত না! লুসির পর তাহাকে পাইয়া আমি মেডাবেলের বাড়ীতে বড় শান্তিতে ছিলাম।

**ফিনলে রোডের ফ্ল্যাট** :—অগষ্ট মাসের শেষে (১৯৩৫ সালে) মেডাবেলের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অন্য বাড়ী পাইতে আমাদের একমাস দেরী হইল। এই একমাস আমরা রাসেল স্কোয়ারএ এক হোটেলে ছিলাম। হোটেলটি বেশ সুন্দর, বড় নয়, তবে ঘরগুলি ভাল, খাওয়াও ভাল। প্রত্যেকের জন্য সাড়ে তিন গিনি করিয়া দিতে হইত, মধ্যাহ্ন ভোজন ও চা বাদে। এই একমাসে অনেক বাড়ী দেখিলাম, পরে ফিনলে রোডে একটি ফ্ল্যাট ঠিক করিলাম। ফ্ল্যাটটি বেশ সুন্দর ও বড়, দ্বিতলের উপর। ইহাতে দুইটি বসিবার ঘর, একটি খাইবার ঘর, দুইটি শুইবার ঘর, একটি পড়িবার ঘর, তাহা ছাড়া রান্নাঘর ও স্নান করিবার ঘর ছিল। ঘরগুলি বেশ বড় বড়, সেগুলিতে বেশ আলো ছিল ও আসবাব, সরঞ্জাম অনেক ছিল, একটা বড় পিয়ানো অবধি। একটি বসিবার ঘর ও খাইবার ঘরটি এক বড় রাস্তার উপর, সেখানে একটু রাস্তার শব্দ শুনা যাইত তবে শুইবার ও পড়িবার ঘর ভিতরদিকে, সেখানে কোন গোলমাল ছিল না। ফ্ল্যাটটির ভাড়া প্রথম ছয় মাস সপ্তাহে ৫ গিনি করিয়া, দ্বিতীয় ছয় মাস সপ্তাহে ৫ পাউণ্ড করিয়া এবং পরে ১ বৎসর দুই মাস ৪॥০ গিনি করিয়া সপ্তাহে। এই ফ্ল্যাটে আমরা দুই বৎসর দুই মাস ছিলাম। প্রথম হইতে এই ফ্ল্যাটে কোন বিষয়ে অসুবিধা হইল না কেবল প্রথম ৫ মাস ঝি লইয়া যা অসুবিধা হইয়াছিল। এই ৫ মাসে ৫ জন ঝি আসিল ও চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে একজন এতই অকেজো যে দুইদিন কাজের পর তাহাকে এক সপ্তাহের মাহিনা দিয়া তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলাম! একজন প্রায় তিন মাস ছিল, তাহার নাম এল্‌জি ম্যা**য়েল, সে বড় মজার লোক, রান্না সে কিছুই জানিত না, বয়স অল্প, ১৭ বৎসর মাত্র, তবে অত্যন্ত উৎসাহী, খুব নিয়মানুবর্ত্তী, অনেক ধমক ধামক সত্ত্বেও সর্ব্বদাই হাসি মুখ। তাহাকে যাহাই কেন বল না, সে সর্ব্বদাই হাসি মুখে উত্তর দিত এবং রান্নাঘরের জানালা হইতে পাশের বাড়ীর (এক রেষ্টোরার) চাকর লোকজনের সহিত হাসি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিত। তাহার বাড়ী নিউ কাস্‌লে এবং তাহার বাপ তাহাকে তথা হইতে ডাকিয়া পাঠাইতে সে চলিয়া যায়।

**আমার জেনেট ঝি** :—এত লোক পরিবর্ত্তনের পর মনে করিলাম যে একটু বেশী মাহিনা দিয়া লোক না রাখিলে এই রকম লোকের কষ্ট

হইবে। সাধারণতঃ সপ্তাহে এক পাউণ্ডই ঝিএর মাহিনা। আমরা এক পাউণ্ড ৫ শিলিং দিয়া এক ঝি রাখিলাম। সে আমাদের কাছে এক বৎসর আট মাস ছিল অর্থাৎ যত দিন না আমরা এই ফ্ল্যাট ছাড়িয়া দিলাম। এই ঝিয়ের নাম জেনেট ম**ন, ইহার বয়স ২৩ বৎসর, ইহার দেশ ওয়েলস্এ। ইহার বাপ একজন রাজমিস্ত্রি তবে অনেক বৎসর পূর্ব্বে সে আমাদের দেশে সৈনিক হইয়া গিয়াছিল। জেনেট রান্না বিশেষ কিছুই জানিত না, অত্যন্ত সাধারণ রকমের জানিত, তবে অন্য সব কার্য্য বেশ ভাল করিয়া করিত। সে বেজায় চালাক, পাউণ্ড শিলিং পেন্স খুব বুঝিত এবং সাধারণতঃ বেশ চুপ চাপ করিয়া কাজ করিত, তথাপি সে যে মাঝে মাঝে উৎপাত করে নাই এমন নহে! কয় মাস থাকিবার পর এক দিন সে বলিল যে মোজা, রুমাল ইত্যাদি ছোট ছোট কাপড় সে কাচিবে না, আমার সাড়ী ইস্ত্রি করিবে না আর সপ্তাহে দুই দিন আধ বেলা করিয়া তাহার ছুটি চাই—এক দিন আধ বেলা নহে। তাহা হইলে আমি তাহাকে রাখিতে পারিব না বলাতে সে পূর্ব্বের মত কাজ করিতে লাগিল! কয়েক মাস পরে সে বিকালে দেরী করিয়া আসিতে লাগিল। তাহাতে আমি আপত্তি করায় সে দিন কতক খুব গরম মেজাজে কাজ করিতে লাগিল। তাহাতে আবার বলিলাম যে যদি সে আমার কাজে থাকিতে চায় তাহা হইলে ঐ রকম গরম মেজাজে থাকিলে চলিবে না। আরও বলিলাম সে অত্যন্ত অবিবেচক ও অকৃতজ্ঞ, এক বৎসর কাজের পর আমি তাহার মাহিনা ২৫ শিলিং হইতে ২৭ শিলিংএ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি, যদিও রাত্রে ৮॥০ টা অবধি তাহার থাকিবার কথা তাহার কাজ ৮টার আগে প্রায় প্রত্যহই হইয়া যায় বলিয়া সে ৮টার আগে চলিয়া যায়। এই কথা শুনিয়া সে ঠাণ্ডা হইল এবং পূর্ব্বের ন্যায় কাজ করিতে লাগিল। আসল কথা এই যে সে বুঝিত তাহার কাজ অপেক্ষা তাহার মাহিনা অধিক, সেইজন্য সে আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে একেবারে অনিচ্ছুক ছিল। লোকটা যদিও রান্না ছাড়া অন্য কাজ বেশ করিত এবং সাধারণতঃ সময়মত কাজে আসিত, সে আদৌ কৃতজ্ঞ ছিল না, যতটুকু করিত সে কেবল ভয় ভক্তিতে। সময় সময় সে আমার ভাল ব্যবহারের সুবিধা লইতে চেষ্টা করিত এবং আমি শক্ত হইলেই সেও নরম হইত। যাহা হউক দুই তিনবার ছাড়া এই এক বৎসর আট মাসের মধ্যে তাহার সহিত আমার কোন গোলমাল হয় নাই এবং সে আমায় অন্য কোন রকম কষ্ট দেয় নাই।

এদেশে মনিব ও চাকরের সম্বন্ধ সবই চুক্তির উপর, দুই পক্ষেই চুক্তির সর্ত্ত খুবই চালাইতে চেষ্টা করে, কড়ায় গণ্ডায়, একটু ব্যতিক্রম হইলে দুই পক্ষই ফোঁস করিয়া উঠে, মনিব ও চাকরের সম্বন্ধে সাধারণতঃ মায়া, দয়া, স্নেহ, মমতা, কৃতজ্ঞতা বড় একটা স্থান পায় না। এইজন্য এই সব দেশে নিযোক্তা নিযুক্তের মধ্যে এত বিবাদ বিসম্বাদ, হরতাল, কাজ করিতে না দেওয়া! কোন পক্ষই সহানুভূতির ধার ধারে না। আমাদের চক্ষে মনিব চাকরের এই সম্বন্ধ অত্যন্তই কঠোর, নির্ম্মম এমন কি নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু একথাও মানিতে হইবে যে চুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, হরতাল ও বিতাড়নের ভিতর দিয়া এই সকল দেশে নিযুক্তদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশে মনিবেরা চাকরদিগের অসহায় অবস্থার অনেক অযথা সুবিধা লয়। এদেশে তাহার উল্টা, এখানে চাকররাই অযথা সুবিধা লয়। সম্প্রতি নিযুক্তেরা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার অধিক কার্য্য করিবে না সে বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চালাইতেছে এবং ফ্রান্সে ও অন্যান্য কোন কোন দেশেও অনেক কাজে এই নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে। অপর পক্ষে নিযুক্তদের মাহিনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষ আবশ্যক না হইলে এ সকল দেশে ধনীরা ভিন্ন অন্য কেহ চাকর লোকজন বড় একটা রাখে না, উত্তরোত্তর পরিবারগুলি ছোট হইতেছে এবং ঘরের কাজ কর্ম্ম যাহাতে অল্প আয়াসে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য লোকে অনেক রকম কৌশল প্রয়োগ করিতেছে।

**এ দেশে সবই মহার্ঘ** :—এ সকল দেশে সবই মহার্ঘ, আমাদের দেশের তুলনায় অত্যন্তই মহার্ঘ। ঠিকা ঝির মাহিনা সাধারণতঃ সপ্তাহে এক পাউণ্ড হইতে পঁচিশ শিলিং, দিনে দুই তিনবার খাওয়া ছাড়া। লণ্ডনে বাসড্রাইবরদের মাহিনা সপ্তাহে ৪৷৷০ পাউণ্ড, অর্থাৎ মাসে ২৬১ টাকা, বাসকণ্ডাক্টরদের মাহিনা সপ্তাহে চারি পাউণ্ড চারি শিলিং অর্থাৎ মাসে ২৪৩ টাকা! তাহারা দিনে আট ঘণ্টা মাত্র কার্য্য করিবে এই কড়ার। একটা লোক যদি দুই ঘণ্টা কাল কার্য্য করিয়া কতিপয় জানালার সার্সি পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায় তাহাকে ৫।৬ শিলিং দিতে হয়। একবার একটা ছুতরমিস্ত্রি দেড় ঘণ্টার জন্য কয়টা ইস্ক্রুপ বসাইয়া ও ছোট ছোট কাজ করিয়া দিয়া গেল তাহাকে ১৪ শিলিং দিতে হইল। একজন প্লাম্বার এক ঘণ্টা ময়লা জলের ট্যাঙ্ক মেরামত করিয়া দিয়া গেলে তাহাকে

নয় শিলিং দিতে হইল। জানিনা আমাদের অপেক্ষা হয়ত এদেশের লোক এই সকল কাজ কমে করাইয়া লয়, আমাদের বিদেশীদিগের বেশী দিতে হয়! ঔষধ ব্যতীত বিলাতী দ্রব্য আমাদের দেশে যে দরে বিক্রয় হয় এদেশে তাহা অপেক্ষা সস্তায় পাওয়া যায় সত্য, তাহা ব্যতীত সবই এখানে আমাদের দেশের অপেক্ষা মহার্ঘ। এদেশে লোকজনের মজুরী ও দোকান চালাইবার আনুসঙ্গিক খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়া জিনিসের দাম এত বেশী।

**জিনিস পত্রের দাম**ঃ—বিলাতী পোষাক আমাদের দেশে যে দরে পাওয়া যায় সেই শ্রেণীর ও তাহা অপেক্ষা ভাল কাপড়ের ও কাট ছাঁটের পোষাক এদেশে তাহা অপেক্ষা অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। বিলাতী টিনে আঁটা খাদ্য দ্রব্য যথা বিস্কুট, জ্যাম, টিনের ফল আমাদের দেশে যে দরে বিক্রয় হয় এদেশে সেইগুলি তাহা অপেক্ষা সস্তায় পাওয়া যায়। অন্যদিকে মাছ, মাংস, ডিম, মাখন, আলু, টোমাটো, বীটপালঙ্গ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের দাম আমাদের দেশ অপেক্ষা এদেশে অনেক অধিক। প্রতি পাউণ্ড ওজনের মাছের দাম ১ শিলিং চারি পেনী হইতে ২॥০ শিলিং অবধি, প্রতি পাউণ্ড ওজনের মাটনের (দেশী, আমদানী মাংস নয়) দাম ১ শিলিং দুই পেনী হইতে ১ শিলিং ৬ পেনী, মুরগীর দাম (দেশী) প্রতি পাউণ্ড ওজনে ১ শিলিং ৬।৮ পেনী, মুরগীর ডিমের (দেশী) প্রতি ডজন হিসাবে ১ শিলিং দুই পেনী হইতে ২ শিলিং অবধি, মাখনের (ডেনমার্কের) দাম (জ্বালাইবার) প্রতি পাউণ্ড ওজনের ১ শিলিং ১ পেনী হইতে ১ শিলিং ২।৩ পেনী, প্রত্যেক পাউণ্ড ভাল মাখনের দাম ১ শিলিং ৪ পেনী, আলুর দাম প্রত্যেক ৫ পাউণ্ড ৬ পেনী হইতে ১৫ পেনী পর্য্যন্ত. টোমাটোর (বিদেশী) দাম প্রতি পাউণ্ড ওজনের ৬ পেনী হইতে ৮।১০ পেনী, ভাল একটা ফুলকপির দাম ৬ পেনী হইতে ৮ পেনী, বাঁধাকপির দাম প্রতি পাউণ্ড ওজনের ২ পেনী ৩ পেনী, ছোট একটি বীটপালঙ্গের (সিদ্ধ করা) দাম ৩।৪ পেনী, একটা শসার দাম ৬।৮ পেনী, একটা কলার দাম এক পেনী, একটা পেয়ারার দাম ২।৩ পেনী, এক পাউণ্ড কলাই-শুঁটির দাম প্রথমে ২॥০ শিলিং হইতে আরম্ভ করিয়া পরে ২।৩ পেনীতে নামে। এক ডজন দিয়াশলাইএর দাম ৮ পেনী। আমাদের দেশী রান্নার জন্য আমি আমাদের দেশী দোকান হইতে দ্রব্য কিনিতাম। সে সকল দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে আসিত এইজন্য তাহাদের দাম বড় বেশী হইত। এক পাউণ্ড

পোলাওয়ের চালের দাম ছয় পেনী, দেড় পোয়া সরিসার তেলের দাম ২॥০ শিলিং, সিকি পাউণ্ড দারুচিনি ছয় পেনী, সিকি পাউণ্ড বড় এলাইচের দাম ১ শিলিং, এক আউন্স ছোট এলাইচের দাম ৮ পেনী, একটা বেগুনের দাম ( বড়, ভাল—ইহা স্পেন বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে আসে ) ছয় পেনী বা ৮ পেনী, একটা আমের দাম ( West Indies হইতে বোধ হয় আসে ) আট পেনী হইতে ১ শিলিং।*

**কাপড় ধোলায়ের দাম :**—ধোপার খরচও এদেশে অত্যধিক। সাধারণতঃ এদেশে গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকে ময়লা কাপড় ধোপাকে পরিষ্কার করিতে দেয় না, তাহারা আপনারাই তাহা পরিষ্কার ও ইস্ত্রি করে। এই কার্য্যের জন্য প্রতি পরিবারে সপ্তাহে এক দিন নির্দ্ধারিত থাকে। একটা সুতীর বা ফ্লানেলের সার্ট ধোয়াইতে লয় ছয় পেনী, সিল্কের সার্ট ধোয়াইতে ১ শিলিং, একটা নরম কলার ধোয়াইতে ১½ পেনী, কড়া কলার ধোয়াইতে ২ পেনী, পায়জামা স্যুট ধোয়াইতে ৮ পেনী, রুমাল ধোয়াইতে ১ পেনী, গেঞ্জী ৩ পেনী, তোয়ালে ২ পেনী, মোজা ২ পেনী, নাইট গাউন ৬ পেনী, বিছানার চাদর ৪ পেনী বা ৪॥০ পেনী, বালিসের ওয়াড় ২ পেনী।

**এদেশের দুধ :**—এদেশের দুধ বড় ভাল, খুব ঘন, অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং জ্বাল দিলে ইহার উপর পুরু হলুদ বর্ণ সর পড়ে। এদেশে দুধ সকলে সব সময়ে কাঁচা পান করে, জ্বাল দেয় না। জ্বাল দিলে, ইহারা বলে, দুধের অনেক সদ্‌গুণ নষ্ট হয়। চা, পরিজ, বা সাধারণতঃ পান করিবার জন্য সব সময়েই কাঁচা দুধ ব্যবহৃত হয়। জ্বাল দিলে দুধের অনেক গুণ নষ্ট হয় সত্য, তবে আমাদের দেশে দুধ জ্বাল না দিয়া পান করা বিপদজনক। সম্মুখে গাই আনিয়া দুধ দুহিয়া দিলেও সে দুধও জ্বাল দিতে হয় কারণ গাইএর চেহারা দেখিয়া কি অসুখ আছে তাহা বলা যায় না। বিলাতে সব দুধই প্যাষ্টোরাইজ (pasteurised) করা হয় এবং কিছু বেশী দাম দিলে বিশেষ

---

* এদেশে "orange" বলিলে দোকানে কমলানেবু দিবে না, সরবতীনেবু দিবে, কমলানেবু চাহিলে "ট্যাঞ্জারীন" বলিতে হইবে। "সোলান" বলিলে এদেশে সুজি দিবে না, "সেমোলীনা" বলিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট ও পরীক্ষিত গরুর দুধ প্রত্যহ পাইবার বন্দোবস্ত সহজেই করা যায়। এইরূপ দুধ কাঁচা পান করায় কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ঘরে ঘরে দুধ বিলি করিবার বন্দোবস্তও বড় সুন্দর। লণ্ডনে দিনে দুইবার দুধ বিলি হয়, সকালে ছয়টা সাতটার আগে একবার এবং দ্বিতীয় বার ২টার আগে। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ এক কোয়ার্ট দুধের দাম ছয় পেনী, শীত ও শরৎকালে সাত পেনী। ইহা প্যাষ্টোরাইজ করা এবং ইহাতে আদৌ জল নাই। বিশেষ প্রণালীতে বিশুদ্ধ করা বা বিশেষ জাতীয় গরুর দুধের দাম ইহা অপেক্ষা একটু বেশী।

**এদেশের ডাক্তার ঃ**—এদেশের লোকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও, লোকেরা সবাই এত সবল সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং এদেশে এত হাঁসপাতাল ও প্যানেল ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও এত বেসরকারী ডাক্তারদের পসার যে এদেশে কি প্রকারে হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় এদেশের লোকের কাহারও অতি সামান্য অসুখ হইলেই সে ডাক্তার দেখায়। এদেশের চাকর লোকজন, কলকারখানার কর্ম্মীরা, অফিসের কর্ম্মচারীরা ( উচ্চ বেতনধারী ভিন্ন ) সকলের স্বাস্থ্যই বীমাকরা বাধ্যতামূলক। ফলে তাহারা বিনা মাশুলে ডাক্তার দেখাইতে পারে। এই বীমার জন্য সাপ্তাহিক বেতন হইতে তাহাদের কিছু দিতে হয় এবং তাহাদের মনিবদেরও কিছু দিতে হয়। আমার ঝি তাহার সাপ্তাহিক ২৫ শিলিং বেতন হইতে স্বয়ং ৭ পেনী করিয়া দেয় এবং আমিও তাহার স্বাস্থ্য বীমার জন্য ও ভবিষ্যতের কর্ম্ম শূন্যতার জন্য ৭ পেনী করিয়া দিই। এই বীমার বিনিময়ে সে তাহার নির্দ্ধারিত প্যানেল ডাক্তার দ্বারা তাহার অসুখ হইলে বিনা ফীতে চিকিৎসিত হইতে পারে। এই প্যানেল ডাক্তার ব্যতীত দেশে কত শত না হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে প্রত্যহ কত রোগীই না যায়। তাহা ছাড়া প্রতি পাড়ায় কতই না সাধারণ বেসরকারী ডাক্তার আছে। সাধারণতঃ এই সকল ডাক্তারদের ফী ১০ শিলিং ৬ পেন্স যদি রোগী তাহাদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ১২ শিলিং ৬ পেন্স যদি তাহাদিগকে রোগীর বাড়ীতে আসিতে হয়। ইহারা ব্যতীত লণ্ডনে হার্লে ষ্ট্রীট ও নিকটবর্ত্তী আরো কতিপয় রাস্তায় কত শত বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞ ডাক্তার আছে এবং দেশের অন্যান্য শহরেও এইরূপ অনেক আছে। হার্লে ষ্ট্রীট প্রভৃতির এই

সকল অভিজ্ঞ ডাক্তারদিগের ফী সাধারণতঃ তিন গিনি তবে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশেষ লব্ধ প্রতিষ্ঠ তাহারা ৪ গিনি এমন কি ৫ গিনি পর্য্যন্ত লয়, তাহাদিগের বাড়ীতে রোগী যাইলে। পরামর্শ ফী কাহারও ৫ গিনির অধিক নাই। এই সকল ডাক্তার বাড়ীতে আসিলে ৫ গিনি হইতে দশ গিনি অবধি ফী প্রত্যেক বিজিটের জন্য লয়। অস্ত্রোপচার করিবার জন্য অনেকে অনেক রকম ফী লয়। হাঁসপাতাল ভিন্ন এদেশে অনেক নার্সিং হোম আছে, তথায় ডাক্তাররা যাইয়া চিকিৎসা করে। এই নার্সিং হোমগুলিকে ছোট ছোট বেসরকারী হাঁসপাতাল বলিলেই হয়, তবে সেখানে রোগীকে খরচ দিয়া থাকিতে হয়। এদেশে বিশেষ অসুস্থ হইলে নিজের বাড়ীতে কেহ বড় একটা চিকিৎসা করায় না। হাঁসপাতালে যাইয়াও অনেককে পয়সা দিয়া থাকিতে ও চিকিৎসা করাইতে হয়।

**আমাদের তিন বৎসরের সংসার ও মোট খরচ :**—এই রকম আমাদের মত ফ্ল্যাট বা বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় থাকিয়া ঘর কন্না করিতে কিরূপ ব্যয় হয় তাহা জানিতে হয়ত অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। বিলাতে আমাদের সংসারে গরু বা শূকরের মাংস আসিত না এবং রন্ধনের জন্য চর্ব্বিও আসিত না, রন্ধন মাখন জ্বালাইয়া হইত। আমরা দেশী (অর্থাৎ বিলাতে জাত) মাংস ও ডিম খাইতাম, অষ্ট্রেলিয়া বা আর্জেন্টিনা হইতে আনীত মাংস বা হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম বা অন্য কোন দেশ হইতে আনীত ডিম খাইতাম না। কাঁচা খাইবার জন্য ডেনিশ মাখন আনিতাম, ইংরাজী নয়। মাছ আমাদের প্রায় প্রত্যহই আসিত। এদেশে অন্য মাংস অপেক্ষা গরু ও শূকরের মাংস সস্তা, মাখন অপেক্ষা চর্ব্বি সস্তা, ইংরাজী মাংস বা ডিম অপেক্ষা বিদেশ হইতে আনীত মাংস বা ডিম সস্তা, তবে আমরা যে ডেনিশ মাখন কাঁচা খাইতাম সেটি ইংরাজী মাখন অপেক্ষা সস্তা। মাছও এদেশে বেশ মহার্ঘ। ভারতীয় খাদ্য আমাদের প্রায়ই হইত এবং ইহার মাল মসলা বিলাতে বেশ মহার্ঘ। এই সকল কারণে আমাদের খাদ্যের জন্য যাহা ব্যয় হইত তাহা হইতে অতি সহজেই কিছু কমান যাইত, যদি আমরা গরু, শূকর, বিদেশী মাংস, ডিম, চর্ব্বি ব্যবহার করিতাম এবং মাছ তত বেশী না খাইতাম। আমরা যেরূপ থাকিতাম তাহাতে আমাদের কিরূপ খরচ হইত তাহার তিন বৎসরের হিসাব এই স্থানে দিলাম।

| সাল | ফ্ল্যাট বা বাড়ী ভাড়া | হোটেল খরচ | দাসীর মাহিনা | দৈনিক বাজার | দুধ | গ্যাস ও কয়লা | ধোপা | মোট খরচ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পা. শি. পে. | পা. শি. পে | পা. শি. পে. | পা. শি. পে. | পা. শি. পে. | পা. শি. পে. | পা. শি পে. | পা. শি. পে. |
| ১৯৩৪-৩৫ সেপ্টেম্বর হইতে অগষ্ট পর্য্যন্ত | *১৭৯ ১৪ ১ | ৯৬ ১৩ ৫ | ৪৩ ৫ ৯ | ৯৫ ১৭ ৪ | ৯ ১০ ৬ | ১৩ ১৭ ৩ | ২০ ১৭ ২ | ৯৯৫ ১০ ৫ |
| ১৯৩৫-৩৬ সেপ্টেম্বর হইতে অগষ্ট পর্য্যন্ত | ২৬০ ৬ ৭ | ৭১ ৩ ৭ | ৫৯ ১৩ ৭ | ১২৩ ১১ ১০ | ১৬ ১৭ ১ | ৩৩ ৬ ৬ | ২৭ ৪ ৯ | ১০৪৬ ১১ ৬ |
| ১৯৩৬-৩৭ সেপ্টেম্বর হইতে অগষ্ট পর্য্যন্ত | ২৫৯ ১৬ ১০ | ৩৮ ৫ ৮ | ৭০ ১৯ ১ | ১৩৪ ৩ ১ | ১৫ ১৭ ২ | ৩০ ১৫ ৫ | ২৭ ১৬ ৬ | †১১৩৪ ১০ ১০ |
| মোট ... | ৬৯৯ ১৭ ৬ | ২০৬ ২ ৮ | ১৭৩ ১৮ ৫ | ৩৫৩ ১২ ৩ | ৪২ ৪ ৯ | ৭৭ ১৯ ২ | ৭৫ ১৮ ৫ | ৩১৭৬ ১২ ৯ |
| প্রতি বৎসরের গড় হিসাব | ২৩৩ ৫ ১০ | ৬৮ ১৪ ৩ | ৫৭ ১৯ ৬ | ১১৭ ১৭ ৫ | ১৪ ১ ৭ | ২৫ ১৯ ৯ | ২৫ ৬ ২ | ১০৫৮ ১৭ ৭ |

| | | টাকা | আনা | পাই |
|---|---|---|---|---|
| * এক পাউণ্ড | ... | ১৩ | ৬ | ০ |
| এক শিলিং | ... | ০ | ১০ | ৯ |
| এক পেনী | ... | ০ | ০ | ১১ |

† এক মোটর কার ক্রয় করিবার মূল্য—১৪৫ পাউণ্ড সমেত।

দৈনিক বাজার, দুধ, গ্যাস ও কয়লা এবং ধোপা তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় আড়াই বৎসর আমাদের চারি জনের খরচ এবং ছয় মাস তিন জনের জন্য খরচ।

ফ্ল্যাট বাড়ী ভাড়া—ইহাতে ইলেক্‌ট্রিক আলোর খরচ ধরা হইয়াছে।

**হোটেল খরচ :**—যখন লণ্ডনে ফ্ল্যাটে বা বাড়ীতে না থাকিতাম তখন হোটেলে থাকিতাম। ইহা অবশ্য অতি অল্পকালের জন্য। লণ্ডনের বাহিরে ভ্রমণ করিবার সময় সর্ব্বদা হোটেলেই থাকিতাম, তবে সে সময় প্রায় আমরা দুইজনে থাকিতাম। তখন আমাদের ছেলেরা প্রায় লণ্ডনে থাকিত বা বাহিরে ভ্রমণ করিত। তাহাদের পৃথক ভ্রমণের খরচ এই হোটেলের হিসাবে ধরা হয় নাই।

**গ্যাস ও কয়লা :**—রন্ধনের ও কোন কোন ঘরের অগ্নিস্থলের জন্য গ্যাস ব্যবহৃত হইত। বসিবার ঘরের অগ্নিস্থলের জন্য এবং দিন রাত্র গরম জলের জন্য কয়লা ব্যবহার হইত।

**ধোপা :**—আমাদের পরিধেয় কাপড় ব্যতীত বিছানা ও খাইবার টেবিলের আবরণাদি, জানালার পর্দ্দা ইত্যাদির ধোলায়ের খরচ ইহাতে ধরা হইয়াছে।

**খরচের মোট :**—তিন বৎসরে আমাদের দুইজনের ও ছেলেদের দুইজনের সকল বিষয়ে যত খরচ হইয়াছে সব "মোট খরচের" মধ্যে দেখান হইয়াছে।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ইহারা ও আমরা।

(১) **দেশে ফিরিয়া বিপদ** :—প্রথমবার বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আমি এক বিপদে পড়িলাম। বিপদটা এই যে দেশে ফিরিয়া আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, যাঁহাদিগেরই সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তাঁহারা সকলেই আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন বিলাত আমার কিরূপ লাগিল। কি উত্তর দিই? তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে বিলাত খুবই ভাল লাগিল, বিলাত অতি সুন্দর দেশ, সকল দেশের সেরা, সে দেশে সবই ভাল, যাহারা সে দেশ চর্ম্মচক্ষে দেখে নাই তাহাদের এ জড় জীবন বৃথা, এই উত্তরই যে তাঁহারা প্রত্যাশা করিতেছিলেন তাহা আমি জানিতাম। দেশে ফিরিয়া বিলাতের নিন্দা করা যে শিব নিন্দার অপেক্ষা পাপ, কেহ যে তাহা কখন সজ্ঞানে করে না তাহাও আমি জানিতাম! বিলাতের সবই ভাল একথা আমি আজন্মকাল বিলাত প্রত্যাগত আমার আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব সকলের মুখ হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমি সে উত্তর দিতে পারিলাম না। অথচ বিলাত দেশ যে ভাল নয়, সে দেশ যে মন্দ তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইত, মিথ্যা কথা বলা হইত। আবার অল্পকথায় বিলাত দেশটা পাদ্রির ডিমের মত কতক ভাল কতক মন্দ বলিলে নিজকে হাস্যাস্পদ হইতে হইত। তাই বলিতেছি যে দেশে ফিরিয়া আমি মহা বিপদে পড়িলাম, কারণ আমার যথাযথ মত ব্যক্ত করিতে হইলে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হইত এবং তাহা বলিবার বিদ্যা, বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেই হেতু আমি আমার আত্মীয় স্বজনের, বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নের উত্তরে বলিতাম যে বিলাত দেশটা সুন্দর, খুবই সুন্দর, ভাল, খুবই ভাল, তবে বিলাত দেশটা যে মাটির তাহাতে অন্ততঃ আমার মনে কোন সন্দেহ নাই! দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন!!

(২) **বিদেশের সম্বন্ধে টিপ্পুনি কাটা** :—একজন বিচক্ষণ লোক বলিয়াছিলেন যে লোকে স্বদেশ হইতে বিদেশে যাত্রা করিবার সময় তাহাদের critical faculty অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহারা গৃহে রাখিয়া যায়! কথাটি খুব সত্য। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে পদার্পণ করিবামাত্র অনেক নূতন ও অদ্ভুত দ্রব্য ও দৃশ্য ভ্রমণকারীর চোখে পড়ে, আর সেইগুলি খুব ভাল বা খুব মন্দ, অতি সুন্দর বা অতি বিশ্রী বলিয়া ভ্রমণকারীর সাধারণতঃ মনে হয়। সেই সকল দ্রব্য বা দৃশ্য কেবল নূতন বলিয়াই তাহাদের চরম বিশেষণে বিশেষিত করিবার লোভ পর্য্যাটনকারীরা সহজে সংবরণ করিতে পারে না। নূতন দেশে ভ্রমণ করিবার সময় যদি সে দেশের একজন সামান্য সাধারণ লোকের সহিত আমার সে দেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয় তাহা হইলে সেই অতি সামান্য সাধারণ লোকটিকেও সে দেশের একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য করিয়া সে যাহা বলে সব বেদবাক্য বলিয়া মনে করিতে প্রলোভন বড় অধিক হয়। নূতন দেশের রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি কেহ আমার পকেট কাটে তাহা হইলে ঐ নূতন দেশের সকল লোকের উপর বিশ্বাস হারাই, বিদেশে বাস করিবার সময় সেখানবার দুইচারি জন লোক যদি আমার প্রতি অন্যায় বা অপ্রিয় ব্যবহার করে তাহা হইলে সে দেশের সকল লোকের উপরই আমার বিতৃষ্ণা জন্মাইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য বিদেশের বিষয় কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে তথায় অনেকদিন বাস করিয়া, ভালমন্দ সব মনস্থির করিয়া বিবেচনা করিবার পর মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ ধীরে সুস্থে মন্তব্য প্রকাশ করা শক্ত, কারণ মনের ছাপগুলি যখন স্পষ্ট থাকে তখন প্রকাশ করাই সহজ। গরম গরম লুচি তরকারি পাতে দিলে যে খায় তাহারও ভাল লাগে আর যে খাওয়ায় তাহারও দেয় খাদ্যের দোষগুণ অনেকটা ঢাকা পড়ে! তথাপি ইহা বলা বাহুল্য যে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে—হউক না সে স্বদেশের কথা হউক না বা সে বিদেশের কথা—তাহা বিশেষ বিবেচনার পর করা কর্ত্তব্য, আর বিদেশের বিষয় মতামত প্রকাশ করিতে হইলে আরও অধিক সাবধানের সহিত করা উচিত। কারণ অনেক সুস্পষ্ট কারণ বশতঃ বিদেশের বিষয় আমাদের মতামত মিথ্যা হওয়া সম্ভব এবং তখন তাহার প্রতিবাদও খণ্ডন করা কঠিন। এই নিয়ম অনুসরণ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা অন্যে বলিতে পারে, আমি পারি না।

(৩) **আমরা সাহেবিয়ানা কি রকম ভালবাসি**:—ইয়োরোপের, ইয়োরোপবাসীদিগের এবং ইয়োরোপ প্রত্যাগত আমাদের দেশের লোকেদের সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসীদিগের মনোভাব অনেকদিন অবধি অতি-অদ্ভুত ছিল। একদিকে ইয়োরোপে যাইলে বা দেশে বসিয়া ইয়োরোপীয় খাদ্য খাইলে আমাদের দেশের লোকের মনে আঘাত লাগিত এবং আমাদের দেশের যে সকল লোকেরা ইয়োরোপে যাইত বা দেশে বসিয়া ইয়োরোপীয় খানা খাইত তাহাদিগকে আমাদের সমাজ জাতিচ্যুত করিত। অথচ মনে মনে আমাদের দেশের লোকেরা সাহেবিয়ানাটা নিঃসন্দেহ বড়ই ভালবাসিত। আজকালের মত চলিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকেদের কাছে হ্যাট কোটের মান্য, বিলাতী খানার, চাল চলনের, আদর বড় অধিক ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার কথা বলি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার এক কৃষ্ণকায় বন্ধু ধুতি পরিধান করিয়া মাথায় সোলার টুপি দিয়া অশ্বারোহণে এক গ্রামের রাস্তা দিয়া ছুটিতে ছুটিতে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। লোকটি ভূমি হইতে উঠিয়া বলিয়া উঠিল, "ব্যাটা যদি সাহেব না হইত তাহা হইলে আজ ব্যাটাকে মেরেই ফেলতাম!" "ব্যাটার" মাথার সোলার টুপি একমাত্র তাহার সাহেবত্বের নিদর্শন ছিল। তাহাই তখনকার দিনে সম্মান পাইবার জন্য যথেষ্ট। ছেলে বা ভাই সাহেব হইয়াছে, এটা বাপ বা ভায়ের নিকট আমাদের সংসারে কম গৌরবের কথা ছিল না। আবার বিলাত প্রত্যাগত লোকেরা যদি টেনে টেনে বাংলা কথা কহিত, তাহাদের সন্তানেরা যদি বাংলা ভাষায় কথা না বলিয়া আমাদের দেশের ইংরাজদিগের সন্তানদিগের মত হিন্দী ভাষার জবাই করিত তাহা হইলে আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্তই মুগ্ধ হইত! অপর দিকে আবার সেইজন্যই কিন্তু সমাজ তাহাদিগের ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে দ্বিধা করিত না! সাহেব বলিতে আমরা অজ্ঞান হইতাম, যদিও আমরা সেই সাহেবকে—বিলাতীই হউক বা দেশীই হউক—আমাদের জলস্পর্শ করিতে দিতাম না। এইরূপ স্পষ্ট অসঙ্গত বিপরীত মনের ভাবের ও ব্যবহারের তিনটি কারণ থাকিতে পারে। এক কারণ হইতে পারে যে আমরা বানরের মত নকল করিতে বড় ভালবাসিতাম ও সে কার্য্যে অতি পটু ছিলাম। নূতন কিছু দেখিলেই তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া অন্ততঃ দিন কতকের জন্য দখল করিতে চাহিতাম। ইহার দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে আমরা অনেক

পুরুষ হইতে আমাদের স্বাধীনতা হারাইয়া আমাদের দাসপ্রবৃত্তি এরূপভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে আমরা বিজেতার পাদুকাও গলার হার করিয়া পরিধান করিতে নিজেকে শ্লাঘ্য মনে করিতাম! ইহার তৃতীয় কারণ এই হইতে পারে যে আমরা এতই এক বুদ্ধিমান জাতি ছিলাম, আমাদের মেধা এতই তীক্ষ্ণ ছিল যে কোন প্রকার ভাল সুবিধাজনক দ্রব্য বা প্রথা দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা আমাদের উপকারী হইবে বুঝিতে পারিয়া আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা গ্রহণ করিতাম। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের এতই অধিক ছিল যে আমরা কোন বিদেশী রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, আদপ কায়দা দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা আপন করিয়া লইতাম। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে আমরা পারস্য দেশের সংস্কার ও আদপ কায়দার পক্ষপাতী ছিলাম এবং যেদিন হইতে ইংরাজ রাজত্ব আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল সেইদিন হইতে আমরা সমভাবে সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হইলাম।

(৪) **বিলাতে আমাদের ছেলেদের বিপদ:**—(ক) আমাদের দেশের ছেলেরা ইয়োরোপে আসিয়া এদেশের প্রেমে যে মোহিত হইয়া পড়ে সেকথা বোধ হয় আমাদের দেশে কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের দেশের অনেকে তাহার উত্তর দিতে পারে কিনা সন্দেহ। এদেশে আসিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয় যে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাহাদের দাসমনোভাব ইহার অন্যতম কারণ বটে কিন্তু তাহা ব্যতীত ইহার আরও দুইটি কারণ থাকিতে পারে। এক কারণ এই যে আমাদের দেশের ছেলেরা এদেশে অতি অল্প বয়সে আসে। তাহাদের মন তখন তরল, অতি কোমল থাকে, অতি সহজেই তাই যে কোন জিনিষ তার উপর দাগ দিতে সক্ষম হয়। বয়সের অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহারা সহজে ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না। আমি দেখিয়াছি যে এদেশে একটু বেশী বয়সে যাহারা আসে তাহারা সহজে এদেশের মোহে পড়ে না বা পড়িতে কিছু বিলম্ব করে। ইহার অন্যতম কারণ আমার মনে হয় এই যে আমাদের দেশ হইতে ইয়োরোপের দেশগুলি সর্ব্ববিষয়ে এত ভিন্ন, এত পৃথক, এত অন্য ধরণের যে এই সকল দেশের সব দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের মস্তিষ্কের স্থায়ী বিকৃতি না জন্মাইলেও অন্ততঃ দিন কতকের জন্য চোখে যে ধাঁধা লাগে

তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এইটা অনেকের পক্ষে চোখের ধাঁধা ভিন্ন যে আর কিছু নয় তাহার প্রমাণ এই যে সেই ছেলেরা আবার স্বদেশে ফিরিয়া যাইলে অতি অল্পদিনের মধ্যে এইরূপ "পান্তা ভাত" হইয়া যায় যে তখন আবার মনে হয় তাহারা ইয়োরোপে বৃথাই গিয়াছিল!

(খ) এদেশের রাস্তাঘাট এত পরিষ্কার, এত সুন্দর, এদেশের ঘরবাড়ী এত পরিচ্ছন্ন, এত সুসজ্জিত, এদেশের লোকেদের বিশেষতঃ মেয়েদের চোখের চাহনী, মুখের হাসি, গলার স্বর, বলার ধরণ, চলার ভঙ্গী, বেশভূষার পারিপাট্য, এতই মধুর মনে হয় যে এদেশে যে কিছু মন্দ থাকিতে পারে তাহা এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ধারণা করা কঠিন হয়। যে দেশে বাহ্যত সব পরিষ্কার, সব পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী, সব সুন্দর, যে দেশে ধূলা নাই, কাদা নাই, গোলমাল নাই, যে দেশে কাজকর্ম্ম সব ঘড়ীর কাঁটার মত, কলের মত চলে সে দেশে কি কিছু মন্দ থাকা সম্ভব?

(গ) এদেশে যাহা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের দেশের অনেক ছেলেরা মুগ্ধ হয় তাহা যে মন্দ তাহা আমি একবারও বলিতেছি না, বরং আমার মনে হয় যে ইহা অতি আক্ষেপের বিষয় যে তাহাদের এই মনের ভাবগুলি এতই ক্ষণস্থায়ী, তাহাদের মনের এই ছাপ এতই ক্ষীণ যে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে না যাইতেই এগুলিও সব ভুলিয়া যায়। আমাদের দেশ হইতে ত দলে দলে ছেলেরা ইয়োরোপে আসিতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন দেশে ফিরিয়া নিজ দেশের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার ও সুন্দর করিতে ও রাখিতে, ঘর বাড়ী পরিচ্ছন্ন পরিপাটি রাখিতে ও তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি করিতে, বেশভূষার উন্নতি করিতে, কাজকর্ম্ম ঘড়ীর কাঁটার মত কলের মত চালাইতে চেষ্টা করে? তবে আমার ইহাও বলিবার উদ্দেশ্য যে ঘরে ফিরিয়া এই সকল কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়া সফল হইলেও এদেশে আসিবার উদ্দেশ্য সফল হইল না। আমাদের দেশের ছেলেরা এদেশে আসিয়া যাহা দেখিয়া আত্মহারা হয় তাহা অধিকাংশই বাহ্য বস্তু, বহিরাবরণ মাত্র। এ সকলই গৌণ বস্তু। ছেলেরা ভিতরের বস্তু, অন্তরের দ্রব্য, তলাইয়া দেখে না। এই অন্তর্মুখী দৃষ্টিই প্রকৃতপক্ষে মুখ্য বস্তু। এদেশের লোকেদের স্বদেশ প্রেম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, বিপদে ধৈর্য্য, শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বল ও সৎসাহস, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সততা, কার্য্যদক্ষতা, পরিচালনার ক্ষমতা, পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা, সময় নিষ্ঠতা, সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি যে

সদ্‌গুণগুলি প্রত্যহই চোখে পড়ে সেগুলি শিক্ষা করিয়া আমাদের দেশের কয়জন ছেলে দেশে ফিরে? এদেশে কত বিদ্যালয়, কত হাঁসপাতাল, কত গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, কত সমিতি, সেবাসঙ্ঘ এবং এই অসংখ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনহিতকল্পে কত শত সহস্র বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দয়ালু, ধনী, নির্ধন ব্যক্তি না আত্মসমর্পণ করিয়াছে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কত শত সহস্র প্রকৃত যোগী পুরুষেরা প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরোন্নতি সাধনে, দুঃখব্যাধির উপশমের জন্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, দেশ ও জগতের হিতের জন্য, ক্রীতদাসের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছে।* সেই সকল নিঃস্বার্থ নরনারীর দয়া, দাক্ষিণ্য, পরিশ্রম, আত্মবিসর্জ্জন আমাদের দেশের কয় জন ছাত্র দেখিতেছে বা দেখিয়া তাহাদের পদানুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে? ইহা না করিয়া এদেশের লোকেরা কি রকম করিয়া উঠে বসে, কি রকম করিয়া চলে ফিরে, কথা কয়, কি রকম করিয়া হাসে কাশে, কি রকম করিয়া নাচে আমোদ প্রমোদ করে তাহাই শিক্ষা করিতে কি আমাদের গরীব দেশের ছেলেরা তাহাদের পিতামাতার অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থ এই ধনী দেশের কোলে ঢালিয়া দিবার জন্য এখানে আসিয়াছে?

(ঘ) শুনিয়াছি যে একা লণ্ডন নগরে তিন সহস্র ভারতবাসীর বাস।

* "Since dawn the man had been seated on a stone at the bottom of the ravine. Three peasant women on their way to the vineyards exchanged "Good Day" with him as they passed to their work. At sunset when they returned, the watcher was still there, seated on the same stone, his eyes fixed on the same spot. 'A poor innocent' one whispered to the others, 'pe' caire! A poor innocent'; and all the three made the sign of the cross. Fabre, the incomparable naturalist, waiting to discover what is instinct and what is reason in insect life, is to the vintagers, an object of supreme commiseration, an imbecile in God's keeping, wherefore they crossed themselves."

Discovery by R. A. Gregory.

**এই অতি আধুনিক কীটবিদ্যাবিশারদের মধ্যে ও আমাদের দেশের প্রাচীনকালের মুনি ঋষিদিগের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় কি? যদি হয় তাহা আত্মত্যাগে, আত্ম-বিস্মৃতিতে, একাগ্রচিত্ততায় নয়, হয়ত উদ্দেশ্যে। একের উদ্দেশ্য জ্ঞানের সীমারেখা একটু হটিয়ে দেওয়া, যেখানে অন্ধকার ছিল তথায় আলোক আনা, আর অপরটির উদ্দেশ্যে অনেক সময় নিজ আত্মার মুক্তি। কোন উদ্দেশ্যটি কম স্বার্থপর, মহত্তর?**

আমাদের দেশের লোক যে কিরূপ গরীব তাহাত আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। এই তিন সহস্র লোকের অধিকাংশই বিদ্যাশিক্ষার্থে এখানে আসিয়াছে, তাহারা অল্প বয়স্ক ছাত্র। তাহাদের লণ্ডনে পাঠাইতে তাহাদের পিতামাতা অভিভাবকদিগের মনোকষ্টের কথা দূরে থাক তাহাদিগকে কতই না অর্থ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তথাপি আশার কুহকে পড়িয়া দিবারাত্র মনোকষ্ট, অর্থকষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহারা যে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিকে এই অতি ব্যয়সঙ্কুল দেশে রাখিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করিতেছেন তাঁহাদের কয়জনের মনোরথ পূর্ণ হইবে?

(ঙ) লণ্ডনের এই বহুসংখ্যক ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সকলেই যে তাহাদের সময়, সুযোগ ও অর্থের অসদ্ব্যবহার করিতেছে তাহা আমি বলিতেছি না। তবে আমি যাহা শুনিয়াছি ও যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের অনেক ছাত্রেরাই এদেশে আসিয়া তাহাদের সময়, সুযোগ ও অর্থের অপব্যয় ও স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে অপব্যয়ীর সংখ্যা এত অধিক যে দেখিলেই ইহাদের জন্য, ইহাদের পিতামাতা অভিভাবকদিগের জন্য এবং ইহাদের দেশের জন্য মনে বড় কষ্ট হয়। এবিষয়ে ছেলেদের আমি যত না দোষ দিই উহা-দিগের পিতামাতা অভিভাবকদিগের অধিকতর দোষ দিই। কত ছেলেরাই না অতি সাধারণ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া এদেশে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে, কত ছাত্রই না আইন, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে, কত ছেলেই না কেবল এ সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ডিগ্রী লইতে আসে। শিক্ষার্থে বিদেশীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হওয়া অন্নার্থে পরদ্বারে ভিক্ষা করার ন্যায় অপমানকর না হইতে পারে তথাপি ইহা যে আমাদের আত্মমর্য্যাদা বা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করে না একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? স্কটল্যাণ্ডের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক একজন ভারতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমাদের দেশের কলেজের অধ্যাপকরা কোন জাতীয়—নিশ্চয় তাহারা ইংরাজ বা স্কচ হইবে"। আমাদের দেশের কলেজের অধ্যাপকরা প্রায় সকলে ভারতীয় বলাতে সে বিস্মিত হইল এবং বলিল "নিশ্চয় যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশ্ন করে ও কাগজ দেখে তাহারা সকলে বিদেশী!" আমাদের দেশের এত ছেলেদের শিক্ষার্থে তাহাদের দেশে আসিতে দেখিয়া আমাদের

দেশের উপর তাহার এই ধারণা হইয়াছে। আমরা যে বাধ্য হইয়া, দায়ে পড়িয়া, দলে দলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই বিদেশে পড়িতে আসি সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছু নয়। তবে চোরের উপর রাগ করিয়া ভূমিতে ভাত খাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় এবং এখনও আমাদের অনেক প্রকার শিক্ষার জন্য এই সকল দেশে আসিতে হইবেই এবং আসা উচিত। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে আমাদের দেশে কি আইন, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লইবার এমন কোন সুযোগ নাই যে সাধারণ মেধাবিশিষ্ট ছেলেদেরও ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে ইয়োরোপে আসিতে হইবে? আমি জানি ইয়োরোপে ঐ সকল বিষয়ে এবং আরও অপর অনেক বিষয়ে আমাদের দেশ অপেক্ষা শিক্ষা ভাল হয়, কিন্তু সেই কারণে ঐ উচ্চতর শিক্ষালাভের যাহারা যথার্থ উপযুক্ত ও অধিকারী তাহাদেরই ইয়োরোপে আসা উচিত, সাধারণ শিক্ষার জন্য সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রদিগের এখানে আসা উচিত নয়। আমাদের দেশে ঐ সকল বিষয়ে যতদূর শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা শেষ করিয়া যদি উচ্চতর শিক্ষালাভ প্রয়াসে আমাদের দেশ হইতে ইয়োরোপে যথার্থ মেধাবী ছাত্রেরা আসে সে ব্যবস্থা খুবই ভাল। আমাদের দেশে বিলাতী সাধারণ উপাধির আমাদের স্বদেশী উপাধির অপেক্ষা যে বেশী আদর, অধিক মান্য তাহা আমাদের দাস মনের পরিচয় দেয় মাত্র আর কিছুই নয়। কই, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জর্ম্মনী হইতে বিদেশে সাধারণ শিক্ষা করিতে কয়জন ছাত্র যায়? এই সকল দেশ হইতে ছেলেরা যে শিক্ষার্থে বিদেশে যায় না তাহা নয়। তাহারা যায়, কিন্তু কোন বিশেষ বিদ্যার্জ্জনের জন্য যায়, সাধারণ শিক্ষা বা উপাধির জন্য অতি অল্পমাত্র ছাত্র বিদেশে যায়। আমাদের দেশ হইতে যে ছাত্রের সংখ্যা ইয়োরোপে আসে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যা আসিলে আমাদের দেশের মঙ্গল ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, কারখানায় এমন অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে যাহার শিক্ষা অদ্যাপি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, অফিস ব্যতীত এই সকল স্বাধীন উন্নতিশীল দেশে আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার আছে। কিন্তু যাহারা সেই সকল শিক্ষা গ্রহণের যথার্থ উপযুক্ত ও অধিকারী তাহাদেরই আসা উচিত, অল্প বয়স্ক সাধারণ বুদ্ধির ছেলেদের আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, লাভ নাই। বরং তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট বই কোন ইষ্ট সাধিত হয় না।

(চ) আমাদের দেশের কত ছেলেই যে এদেশে আসিয়া তাহাদের সময়ের ও অর্থের অপচয় করিতেছে, স্বাস্থ্যের, চরিত্রের হানি করিতেছে এবং নিজেদের, পিতামাতার ও দেশের মুখে চুণ কালি দিতেছে, তাহা যাঁহারা এদেশে না আসিয়াছেন তাঁহাদের ধারণাই হইতে পারে না। এইরূপ অনেক ছেলে আছে যাহারা দেশে কিছু শিক্ষা না করিয়া বা অতি সামান্য শিক্ষা করিয়া এদেশে চারি, পাঁচ বা ছয় বৎসরকাল বাস করিতেছে। এইরূপ একটি ছেলের সহিত আমার একবার দেখা হয়। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে এদেশে কত বৎসর আছে। সে অতি গর্ব্বের সহিত বলিল যে সে এদেশে ছয় বৎসর আছে। বুঝিলাম যে এতদিন এদেশে থাকাই যেন অতি গৌরবের বিষয় সে মনে করে। জিজ্ঞাসা করিলাম "কি করিতেছ?" উত্তরে সে বলিল যে সে আইন পড়িতেছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "কবে ঘরে ফিরিয়া যাইবে মনে করিতেছ।" তাহার উত্তরে সে বলিল যে তাহা সে ঠিক জানে না এবং তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়াই বা কি হইবে, সে বেশ ত আছে এখানে! পরে শুনিলাম যে ঐ ছেলেটি একটি মদের পিপে!! এইরূপ আরও কয়েকটি ছেলের সহিত এদেশে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা এদেশে কিছু না করিয়া চারি পাঁচ বৎসর এখানে আছে এবং এদেশে এত দীর্ঘকাল থাকা এবং দেশে ফিরিবার ইচ্ছা না থাকা একটা গর্ব্বের বিষয় বলিয়া তাহারা মনে করে!

(ছ) এইরূপ আমাদের দেশের অনেক ছেলে এখানে আছে যাহারা আপনার কিছুই করে না এবং অন্য ছেলেদেব কিছু করিতে দেয় না, কেবল তাহাদের অনিষ্ট করে। এইরকম ছেলের দলে পড়িলে কাহারও আর অব্যাহতি নাই। তাহাদের নিজেদের জীবন উচ্ছৃঙ্খল এবং অন্য ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খল পথে লইয়া যাওয়াই যেন তাহাদের এদেশে আসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া তাহারা মনে করে। এদেশে কেবল তাহারা আদব কায়দা শিখিতে আসিয়াছে। একবার এইরকম একটি ছেলেকে তাহার বন্ধু I.C.S. পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সে আমায় উত্তর দেয় "আপনি কি ভাবেন যে লোকে I.C.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে তাহারা মানুষ নয়?" তাহার উত্তরে আমি বলি যে I.C.S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও লোক মানুষ হয় বৈকি, হবে না কেন, খুব হয়, তবে বাছা এটিও জানিও যে বাঁদর

হইলে এইরূপ এক শক্ত পরীক্ষা ছেলেরা সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এদেশে আসিয়া যে সকল ছেলেরা বিপথে যায় তাহা তাহাদের স্বদেশী বন্ধুদিগের সঙ্গদোষে।

(জ) তথাপি আমি আবার বলি যে এই সকল ছেলেদের আমি তেমন দোষ দিই না যেমন তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকদের দোষ দিই। যাহারা স্বদেশে ভালরূপে লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছে, যাহাদিগের স্বভাব চরিত্র দেশে ভাল ছিল তাহাদিগের মধ্যে অল্প ছেলেই এদেশে আসিয়া বিপথে যায়। আর যদিও দুই একজন যায় সে বিপদের সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে হইবেই। বিপথে যায় তাহারা যাহারা নিজ দেশ হইতে অল্প বয়সে বিশেষ কিছু শিক্ষালাভ না করিয়া বিলাতের গন্ধটা মাত্র গায়ে মাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে এদেশে আসে, অথবা যাহারা দেশেই অলস, চঞ্চলমতি বা বিলাসপ্রিয় ছিল। আমি ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে আমাদের দেশ হইতে ছেলেরা যে সকল দোষগুণ লইয়া এদেশে আসে তাহাদের সেই সকল দোষগুণ এদেশে আসিয়া বৃদ্ধি পায়। যে ছেলে দেশে অলস বা চঞ্চলমতি বা বিলাসপ্রিয় ছিল সে এদেশে আসিয়া কায়দা দুরস্ত হইতে পারে, সে কখন পরিশ্রমী বা স্থিরবুদ্ধি হয় না। যে ছেলের চরিত্র দেশে মন্দ ছিল সে এদেশে আসিয়া তাহার চরিত্র সংশোধন করে না, বরং অধিকতর অসচ্চরিত্র হয়। অপর পক্ষে যাহারা দেশে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী ছিল তাহাদের সেই সদ্‌গুণগুলি এদেশে আসিয়া বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। চালচলন, শিক্ষা বা চাকৃচিক্কণের জন্য অল্প বয়সে অন্য কোন ছেলেদের এদেশে পাঠান যে কি ভুল তাহা তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকরা পরে বুঝিতে পারেন, পাঠাইবার সময় অনেকে বুঝিতে পারেন না। পাঠাইবার সময় বুঝিতে পারিলে যাঁহারা পাঠান তাঁহাদের মঙ্গল হইত এবং যাহাদিগকে পাঠান তাহাদেরও মঙ্গল হইত। কোন দেশে কোন কালে কোন ছেলে ন্যায্যত এইরূপ দাবি করে নাই, করিতে পারেও না যে সে যদি আপনাকে বিশেষ যোগ্য না দেখাইতে পারে তাহা হইলেও তাহার পিতামাতা তাহাকে শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠাইতে বাধ্য।

(ঝ) বিশেষ বিবেচনা না করিয়া ইয়োরোপে শিক্ষার্থে ছেলে পাঠানর আমি পক্ষপাতী নই বটে, তবে এই সকল দেশ যে ভাল নয় তাহা

আমি একবারও বলি না। যে দেশগুলি সর্ব্ববিষয়ে এত বড় হইয়াছে সে সকল দেশের লোকেদের বহু সদ্‌গুণ না থাকিলে কি তাহাদের এত বড় হওয়া সম্ভবপর হইত ? আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে ইয়োরোপ যে বড় হইয়াছে সে কেবল গায়ের জোরে, টাকার বলে। আমার মনে হয় এ ধারণা একেবারে অমূলক, ভিত্তিহীন। ইয়োরোপ যে আজ এত বড় হইয়াছে সে মস্তিষ্কের জোরে, হৃদয়ের বলে ও চরিত্রের গুণে। তবে এই সকল দেশ ভাল এই সকল দেশের লোকদিগের পক্ষে, আর ভাল বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধীর স্থির প্রকৃতি বিদেশীদিগের পক্ষে, যাহারা সত্য সত্যই এই সকল দেশের ভাল মন্দ বিচার করিয়া ভালটি বাছিয়া লইতে ও মন্দটি বর্জ্জন করিতে পারে। আর এক কথা। এই সকল দেশ বড় বলিয়া ইহাদের সবই যে ভাল তাহাও হইতে পারে না। এমন কি আমার মনে হয় যে গান্ধীজীর "ড্রেন ইন্সপেক্টর"এর * ন্যায় কোন এক ব্যক্তি জঘন্য, কদর্য্য, পঙ্কিল দ্রব্যের অন্বেষণে যদি এই সকল দেশে আসে তাহা হইলে সে ব্যক্তিও যে বহুদিন ধরিয়া তাহার অনুসন্ধিৎসু কর্দ্দমপ্রিয় চিত্তকে তৃপ্তিদান করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার এইরূপ অনেক বস্তু এই সকল দেশে আছে যেগুলি তাহাদের লোকেদের পক্ষে মন্দ না হইতে পারে আমাদের দেশের লোকেদের পক্ষে অনিষ্টকর, যেমন এই সকল দেশের নাচের প্রথা। ইয়োরোপে স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চশ্রেণীয়, নিম্নশ্রেণীয়, নগরবাসী, গ্রামবাসী সকল লোকেই নাচে। এদেশে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরাও নাচে আবার আমার লুসি ও জেনেট ঝিও মধ্যে মধ্যে নাচে। এই সকল দেশের ছেলে মেয়েরা তাহাদের জ্ঞান হইতে দেখিতেছে যে তাহাদের বাপ মা, জ্যাঠা জ্যাঠাই, কাকা কাকী, মামা মামী, ভাই বোন এমন কি ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা, দাদাবাবু দিদিমা সকলেই নাচিতেছে। নাচ এই সকল দেশের লোকেদের পক্ষে এক জিনিস আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের ছেলেদের নাচিতে হইলে সাধারণতঃ এখানকার হয় দাসী না হয় দোকানের কর্ম্মচারিণী আর খুব ভাল হয়ত অফিসের টাইপিষ্ট মেয়ে বা বিদেশী পোল বা চেকোশ্লাব্ ইউনিবার্সিটি ছাত্রী-

---

* মিস ক্যাথারিণ মেয়ো।

দিগের সহিত নাচিতে হইবে। ফল যে কি হয় তাহা অনুমান করা শক্ত নয়।

( ঞ ) এদেশে এই বড় বিপদ। প্রথমতঃ আমরা এখানে বিদেশী, তাহার পর আমাদের ছেলেরা এদেশের ভদ্রলোকদিগের তুলনায় সাধারণতঃ অত্যন্তই গরীব। বিদেশী ও গরীব বলিয়া আমাদের দেশের ছেলেরা এদেশের ভদ্র বংশের ছেলে মেয়েদের সহিত সমাজে মেলামেশা করিবার জন্য সাধারণতঃ সুযোগ পায় না। সেইজন্য সাধারণতঃ তাহাদিগকে গরীব ও অশিক্ষিতা গৃহ-কর্ত্রীর বোর্ডিং হাউসে বা গরীব ও অশিক্ষিত পরিবারে আশ্রয় লইতে হয়। এদেশে অনেক সম্ভ্রান্ত বোর্ডিং হাউস বা পরিবার আছে, যথায় আমাদের দেশের ছেলেরা স্থান পায় না। ইংরাজ উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেদের অনেক সদ্‌গুণ আছে সত্য কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা আদৌ উদারপন্থী নয় বরং অত্যন্ত রক্ষণশীল, সঙ্কীর্ণমনা এবং গ্রাম্য। তাহারা বিদেশীদিগকে—কেবল ভারতবাসী নয় অন্য বিদেশীদিগকেও—ঘৃণার চক্ষে না দেখিলেও সাধারণতঃ সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাহারা যে বিদেশীদিগের প্রতি মন্দ বা অন্যায় ব্যবহার করে তাহা নয়, তবে বিদেশীদিগের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, তাহাদের সহিত কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করিতে চায় না। আমাদের দেশের ছেলেরা যাহারা এদেশে আসিয়াছে তাহারা গরীব হইলেও সাধারণতঃ সদ্বংশ-জাত। তাহারা এদেশে আসিয়া সাধারণতঃ যে সকল পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে সেই সকল পরিবার তাহাদের যোগ্য নয়। সাদা চর্ম্ম বলিয়া আমরা অনেক সময় সাত খুন মাপ করি কিন্তু এদেশের নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরা আমাদের ভদ্রবংশের ছেলেদের যে সম্পূর্ণ অযোগ্য সেকথা বলা বাহুল্য। কিন্তু অন্য উপায় নাই। এদেশের লোকেদের এই বিষয়ে সব সময় দোষ দেওয়া যায় না দেশের, সমাজের ও পরিবারের দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া এবং হাতে পয়সা পাইয়া আমাদের দেশের ছেলেরা কখন কখন এরূপ অসদ্ব্যবহার করে যাহা দ্বারা তাহারা এদেশের ভদ্রলোকেদের নিকট হইতে সম্মান হারায় এবং এদেশের যে সকল লোক আমাদের দেশের লোকেদের নিকট হইতে অভদ্র আচরণ পাইয়াছে তাহারা সকল ভারতবাসীকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে। ইহা ব্যতীত ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশেই বা কয়টা ভদ্রবংশ তাহাদের গৃহে গরীব বিদেশীকে স্থান দিয়া তাহাদিগকে আপন পরিবারভুক্ত করিয়া লয়? গরীব লোক সদ্বংশজাত হইলেও তাহাকে

বিদেশে যাইয়া সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আশ্রয় লইতে হয়। তবে আমাদের দেশের ছেলেদের এই দোষ যে তাহারা এদেশের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের আদপ কায়দা, ভাব ভঙ্গি, আচার ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হয়, আপনাদিগের সম্বংশোচিত আচরণ, রীতিনীতি, আদর্শ, চরিত্র, সর্ব্বস্ব তাহাদের পদে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ মনে করে। অপদার্থ মনে করিবারই কথা !

(ট) এদেশে আসিয়া আমাদের দেশের ছেলেরা যতদিন না তাহাদের দায়িত্ববোধ হারায় ততদিন তাহাদের এদেশে বিপথে যাইবার কোন আশঙ্কা নাই। তবে একবার অসৎসঙ্গে পড়িলে দায়িত্ববোধ হারাইতে বিলম্ব হয় না এবং একবার হারাইতে আরম্ভ করিলে শেষে তাহারা পশুর মত ব্যবহার করে। তখন লজ্জা সরম সব জলাঞ্জলি দিয়া, দেশে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের ভাল-বাসা, স্বার্থত্যাগ, অর্থকষ্ট, চোখের জল সব বিস্মৃত হইয়া কি উদ্দেশ্য সাধনে তাহারা এদেশে আসিয়াছে তাহা ভুলিয়া গিয়া এদেশে উচ্ছৃঙ্খল, সম্পূর্ণ দায়িত্ব-জ্ঞানহীন জীবন যাপন করিতে থাকে। শেষে শারীরিক ও নৈতিক অবনতির চূড়ান্ত দশা প্রাপ্ত হইয়া হয় দেশে ফিরে, না হয় এদেশে দাসী শ্রেণীর কোন এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া এক অন্ধকার সেঁতা তলঘরে দোকান বা রেষ্টোরাঁ খুলিয়া অতি কষ্টে তথায় বাস করে। আমাদের দেশে ছেলেরা ছাত্রাবস্থায় সাধারণতঃ যেরূপ আশ্রিত অবস্থায় (in sheltered state) অভিভাবকদিগের তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করে তাহাতে পরে বিদেশে যাইয়া নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহাদিগের জন্মায় না। অল্প বয়সে সমাজ ও পরিবারের বন্ধন ছেদ করিয়া, বিদেশে যাইয়া, হাতে টাকা পাইয়া তাহা-দিগকে নিজ শক্তি, বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। নিজেদের অল্প বয়স, জীবনের অনভিজ্ঞতা এবং তাহারা দেশে কিরূপে প্রতি-পালিত হইয়াছিল তাহা সব বিস্মৃত হইয়া বিদেশে সমবয়স্কদের সকলকেই "স্বাধীন" দেখিয়া প্রথমে তাহাদের মনে এক মানসিক বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ জাগে ও পরে সেটি অবিমৃষ্যকারিতায় পরিণত হইয়া অনিষ্টের কারণ হয়। জীবনের এই কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে দেওয়া, তাহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় ফেলা আমাদের দেশের ছেলেদের অভিভাবকদের এই ব্যবস্থাটা আদৌ সমীচীন বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে এই সকল দেশ আমাদের দেশ

অপেক্ষা অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু তাহা আমি স্বীকার করি না। তবে আমি ইহা মানি যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে যাইতে ইচ্ছা করিলে আমাদের দেশ অপেক্ষা এই সকল দেশে সে পথে যাওয়া সহজ। আমাদের দেশে বিপথে যাইতে হইলে চোখ খুলিয়া সকলের সম্মুখে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে হয় এবং সে কার্য্য করিতে আমাদের দেশে আমাদের সমাজে ভদ্রবংশীয় স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী ছেলেমেয়েরা অতি অল্পই সম্মত হয়। আমাদের সমাজে হয় তুমি ভাল, না হয় তুমি খারাপ "That sin loses half its evil by losing all its grossness" * একথা এক বিদ্বান বিচক্ষণ ইয়োরোপবাসী বলিয়াছিলেন আমাদের দেশের কোন বিদ্বান বিচক্ষণ লোক এ মত সহজে সমর্থন করিবেন না। এ সকল পাশ্চাত্য দেশে বিপথে অতি আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, প্রায় অজ্ঞাতসারে, এমন কি অতি ভদ্রভাবে কিছুদূর যাওয়া যায় এবং এই পথে এইরূপ যাওয়া বিদেশীর পক্ষে অতি সহজ। এদেশে সময় সময় অল্প পরিমাণে মদ্য পান করা, ভদ্রবংশের অপরিচিত স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপ বা বন্ধুত্ব করা দোষনীয় কার্য্য নয় এবং আমাদের দেশের ভাল ছেলেরাও এদেশে আসিয়া কখন কখন নিজ চরিত্রের বলের ও দেশের কুসংস্কার হইতে মুক্তির প্রমাণ দেখাইবার জন্য কোনরূপ বিপদ আশঙ্কা না করিয়া এই পথে অগ্রসর হয়। যতদিন তাহারা মাত্রা রাখিয়া চলে ততদিন এদেশের কেহই তাহাতে আপত্তি করে না, সকলেই এরূপ কার্য্য স্বাভাবিক ও সাধারণ বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেরা মাত্রা রাখিয়া বেশীদিন এ পথে চলিতে পারে না, কারণ তাহাদের অনুবৃত্তি (heredity) এবং দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া (environment) উভয়েই তাহাদিগের বিপক্ষে এবং এই দুইটির কোনটিকেই অগ্রাহ্য করা চলে না কারণ ইহারা উভয়েই আমাদের জীবনের নির্ম্মম কর্ণধার। আমগাছে কখন আপেল ফলে না, বিলাতের মাটিতে রোপণ করিলেও ফলে না। আমাদের দেশের ছেলেরা ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই পিচ্ছিল পথে চলিতে কোন কালে অভ্যস্থ ছিল না। অনভিজ্ঞ ছেলেরা অনভ্যস্থ এই পথে অগ্রসর হইলে অচিরে পতঙ্গের ন্যায় বহ্নিমুখে পতিত হয় এবং অধিকদূর অগ্রসর হইয়া যখন পতন অনিবার্য্য উপলব্ধি করিতে থাকে তখন ফিরিবার পথ হারাইয়া তাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের পূর্ব্বকল্পিত উদ্দেশ্য যতই সাধু থাকুক না কেন

* Edmund Burke.

আহারা এখন পথহারা বিপথগামী এবং আগুনের সহিত খেলা করা সকল অবস্থাতেই বিপদজনক। আমাদের দেশের ভাল ছেলেরা এদেশে আসিয়া অনেক সময় অনেকে এইরূপে নষ্ট হয়। দেশে যাহারা মন্দ থাকে এ সকল দেশে আসিয়া তাহাদিগের নষ্ট হইবার অনেক পথ আছে, সে বিষয় কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

(ঠ) যে সকল ছেলেরা সত্যই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ তাহারা জানে যে তাহারা অতি অল্পদিনের জন্য, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এদেশে আসিয়াছে, সুতরাং এদেশে আসিয়া কোন অনাবশ্যক ঝুঁকি (risk) লইবার প্রয়োজন নাই এবং তাহা লওয়া বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নয়। তাহারা যে উদ্দেশ্য সাধনে বিদেশে আসিয়াছে সে উদ্দেশ্য সাধন করিয়া তাহাদের স্বদেশে ফিরিতে হইবে, এখানকার অনেক আচার ব্যবহার মন্দ না হইলেও তাহাদের উপযোগী নয় এবং সেগুলি নকল করাও অনাবশ্যক। তাহারা আরো জানে যে এ সকল যদিও স্ফূর্ত্তি ও আমোদের দেশ তাহারা স্ফূর্ত্তি বা আমোদ করিতে এ সকল দেশে আসে নাই এবং এত স্ফূর্ত্তি আমোদের এত বিলাসের মধ্যে থাকিয়া এ সকল দেশের লোকেরা কি কঠোর পরিশ্রম করে তাহাও তাহারা এ সকল দেশে দুইদিন থাকিলেই দেখিতে পায়। এ সকল দেশের স্ফূর্ত্তি আমোদ! এই আমোদের প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিতে কি আমাদের ছেলেদের লজ্জা করে না? উহাতে মত্ত হইবার আমাদের দেশের ছেলেদের কি অধিকার আছে? এ সকল স্ফূর্ত্তি আমোদ যে কর্ত্তব্যচ্যুত বা পরাধীন লোকেদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, এ সকল স্ফূর্ত্তি আমোদ যে মাত্র স্বাধীন জাতির জন্য, সাহসী জাতির জন্য সেকথা আমাদের দেশের ছেলেরা বিস্মৃত হয় কেন? তাহারা ভুলিয়া যায় কেন যে

None but the brave
None but the brave
None but the brave deserves the fair? *

আজ শনিবার, আজ যে ইংরাজ বা ফরাসী বা জর্ম্মণ যুবক স্ফূর্ত্তি আমোদ করিতেছে পরশ্ব সোমবার হইতে শুক্রবার অবধি সে প্রত্যহ আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিবে, তাহার পরের সপ্তাহ হয়ত কর্ত্তব্যের ডাকে, দেশের

* কবি John Dryden। প্রথম পংক্তিতে "none" এর উপর জোর, দ্বিতীয় পংক্তিতে "but" এর উপর ও তৃতীয় পংক্তিতে "brave" এর উপর জোর দিয়া পড়িতে হয়।

ডাকে কাঁধে বন্দুক রাখিয়া হাসিমুখে সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলিয়া যাইবে। তাহার প্রণয়িনী যাহার সহিত সে স্ফূর্ত্তি আমোদ করিত সেও কামানের রসদ জোগাইবার জন্য ক্রীতদাসীর মত পরিশ্রম করিবে। আর আমাদের দেশের যুবকেরা নিজ দেশরক্ষার ভার বিদেশীর হস্তে সঁপিয়া দিয়া বিপদের সময় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন অদৃষ্টের দোষ দিয়া হাহাকার করিবে! আমাদের দেশের ছেলেরা যাহারা এ সকল দেশে আসিয়া স্ফূর্ত্তি করে, আমোদ করে তাহাদিগকে কবির * ভাষায় জিজ্ঞাসা করি—

> You have the Pyrrhic dance as yet,
> Where is the Pyrrhic phalanx gone ?
> Of two such lessons, why forget
> The nobler and the manlier one ?
> You have the letters Cadmus gave—
> Think ye he meant them for a slave ?

না, আমাদের দেশের বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ছেলেরা বুঝে যে তাহারা যে সুযোগ পাইয়াছে সে সুযোগ তাহাদের সমপাঠী বালকদিগের সহস্রের মধ্যে একজনের ভাগ্যেও ঘটে না এবং দেশে তাহাদের জন্য অনেক কাজ পড়িয়া আছে। তাহারা জানে কর্ম্মীর জন্য তাহাদের দেশ হাহাকার করিতেছে, বুদ্ধিমান, সৎ ও উদ্‌যোগী কর্ম্মীর অভাবে দেশটা জঙ্গল হইয়া গিয়াছে! দেশের কাজ বিদেশী কোন দেশে কোন যুগে করে নাই, করিতে পারিবেও না, আমাদের দেশেও করিবে না, করিতে পারিবেও না। দেশের ছেলেদেরই দেশে ফিরিয়া সেই দেশের কাজ করিতে হইবে।

(৫) **ইহাদের ও আমাদের সমাজ :**—ইয়োরোপে অনেক দেশে অনেক বিষয়ে বাহ্যাড়ম্বর, বহিচাকচক্য বড়ই বেশী, আমাদের দেশে সেটা বড়ই কম। এ সকল দেশের লোকেদের সহিত তুলনা করিলে আমার অনেক সময় মনে হয় যে আমাদের দেশের লোকেরা কি অসভ্য, মনে হয় যে আমরা না জানি বসিতে না জানি দাঁড়াইতে, না জানি চলিতে না জানি কথা কহিতে! আমাদের আচার ব্যবহার, আদব কায়দা, রীতিনীতি যে অন্য ধরণে (pattern) বোনা, অন্য ছাঁচে ঢালা, ইয়োরোপের

* Lord Byron.

আদর্শই যে চরম আদর্শ নয় সেকথা আমরা এদেশে আসিয়া অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আর ইয়োরোপের মাপকাটি দিয়া যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল লোককে সকল বস্তুকে মাপিতে হইবে একথাই বা কে বলিল? তথাপি অনেক সময় ইয়োরোপবাসীরা তাহাদের বাহিরের চাকচক্যের জন্য অযথা সুখ্যাতি পায় আর আমাদের সেটি নাই বলিয়া আমরা অযথা অখ্যাতি পাই। এদেশে কথায় কথায় "Thank you" (তোমায় ধন্যবাদ) বলিবার রীতি আছে। কেহ আমার বিশেষ কিছু করুক বা না করুক একটু কিছু করিলেই তাহাকে আমায় ধন্যবাদ দিতে হইবে। দাসী যদি আমার হাতে এক গেলাস জল দেয়, দোকানদার যদি টাকার ভাঙ্গানি দেয় তাহাকে আমায় ধন্যবাদ দিতে হইবে। কেহ যদি রাস্তায় চলিবার সময় আমার পা মাড়াইয়া দেয় বা ভিড়ে আমায় ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় তাহা হইলে হয়ত তাহাকে ধন্যবাদ না দিলেও চলিতে পারে কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য কোন স্থলে এদেশে ধন্যবাদ না দিলে বোধ হয় অসভ্য ব্যবহার করা হইবে! এইরূপ সকল কথায় ধন্যবাদ দিলে শোনায় মন্দ নয় কিন্তু এ ধন্যবাদের কি কোন মূল্য আছে, কোন মানে আছে? আমরা কথায় কথায় "Thank you" বলি না বলিয়া ইয়োরোপবাসীরা আমাদিগকে অভব্য বলে, অভদ্র বলে এমন কি অসভ্য ও অকৃতজ্ঞ বলে। অথচ সমগ্র ভূমণ্ডলে যদি কোন যথার্থ সভ্য ও প্রকৃত কৃতজ্ঞ জাতি থাকে সে জাতি আমাদের দেশের লোক। ইয়োরোপের লোকেরা বলে যে ভারতবাসীরা স্ত্রীজাতিকে মান্য করিতে জানে না, তাহাদের প্রতি তাহারা বড় হীন ব্যবহার করে। আমি স্বীকার করি যে আমাদের দেশের পুরুষদের ব্যবহার হইতে ঐরূপ অনেক সময় মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ কি সত্য? ইয়োরোপীয় পুরুষ পরিচিত কোন রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে টুপী তোলে, গাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা প্রবেশ করিয়া স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে পুরুষেরা স্বস্থান তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় (আজকাল আর বড় একটা দেয় না, শুনিয়াছি যে অনেক মেয়েরা পুরুষদিগের এইরূপ স্থান ছাড়িয়া দিবার প্রথা স্ত্রীলোকের দীনতা প্রকাশ করে বলিয়া এই পুরাতন প্রথা অনুমোদন করে না) এবং আমরা তাহা করি না! আর এইরূপ স্থলে আমরা যদি কখন কদাচিৎ ইয়োরোপীয় প্রথা অনুসরণ করি তাহা হইলে এরূপ অভব্য, ইতস্ততঃ ভাবে, করি যে তাহা অপেক্ষা কিছু না করাই ভাল দেখায়! কিন্তু যথার্থই কি আমাদের দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোক-

দিগের প্রতি আন্তরিক সদ্ব্যবহার করে না, নিজেদের মা, জেঠাই, কাকী, মাসী, পিসী, ভগ্নিদিগকে যত্ন, শ্রদ্ধা ভক্তি করে না? আমাদের দেশে ভদ্র পরিবারের মেয়েরা যেরূপ আন্তরিক যত্ন, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা পায় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা তাহা পায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইয়োরোপবাসীদিগের চোখে আমাদের পুরুষেরা অভব্য, অসভ্য কারণ বাহ্যতঃ তাহারা যত্ন, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা দেখাইতে জানে না ইয়োরোপবাসীরা যেমন জানে। তবে ইয়োরোপবাসীদিগের বিশেষ দোষ নাই, কারণ সাধারণতঃ এই সকল বিষয়ে মানুষ বাহিরের চাকচক্য দেখিয়া বিচার করে এবং তাহাই সহজ, ভিতরের জিনিস তলাইয়া দেখিয়া বিচার করিতে অনেকেরই সময়ও নাই ক্ষমতাও নাই।

(খ) বস্তুতঃ এখানকার বহিরাবরণ সবই সুন্দর, সবই পরিষ্কার, আমাদের বাহিরের অনেক দ্রব্যই বিশ্রী, অপরিষ্কার। আর এক কথা, অনেক সময় মন্দ কিছু দেখিলেই এদেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই তৎক্ষণাৎ আপত্তি করে, তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করে, আর অনেক শতাব্দী ধরিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক দাসত্ববশতঃ, নিষ্পেষণের ফলে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি, কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় পাইয়াছে। মনে অনেক সময় বুঝি কি ভাল কিন্তু তাহা করিতে মনে বা বাহুতে বল পাই না, মনে অনেক সময় বুঝি কি মন্দ কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে মনে বা বাহুতে শক্তি পাই না—অন্ততঃ আমরা মনে করি যে আমাদের বল বা শক্তি নাই—কেবল কপালের দোহাই দিয়া, পরের উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি! তখন আমাদের মনের দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্য আমরা বলি—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মম্ ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।*

এইরূপ ক্লীব অবস্থায় হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যে আমাদিগকে কোন কার্য্যেই নিযুক্ত করিতে ঘৃণা বোধ করেন তাহা আমরা ভুলিয়া যাই! এইরূপ অবস্থায় আমাদের স্পর্শদোষ এমন কি দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টি দোষভয়ে হৃষীকেশ আমাদের হৃদয় আসন ত্যাগ করিয়া দৃষ্টির অগোচরে, দূরে চলিয়া যান!!

* পাণ্ডবগীতা।

(গ) তথাপি কতিপয় মুখ্য বিষয়ে, যেগুলির ক্ষতিবৃদ্ধি উপেক্ষার বস্তু নয়, ইয়োরোপবাসীরা যে অদ্যাপি আমাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই সে বিশ্বাস এদেশে আসিয়া আমার মনে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। সত্যকথা বলিতে কি ইয়োরোপে পদার্পণ করিবামাত্র আমার মনে হইল আমি যেন বাহিরের প্রকৃতির মুক্ত বাতাস হইতে আসিয়া চারিপার্শ্বে কাচে বেষ্টিত, উপরে কাচে আচ্ছাদিত, প্রকাণ্ড এক উষ্ণগৃহে (hot house) প্রবেশ করিলাম। এই উষ্ণগৃহ যে দেখিতে অত্যন্তই রম্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। এখানে অনেক রমণীয়, মহার্ঘ, দুর্লভ, বিচিত্র, অসাধারণ লতাপাতা, ফলফুল, নানা বর্ণের ও নানা আকারের, আছে, ইহা সুন্দররূপে সজ্জিত ও প্রতিষ্ঠিত, দেখিবামাত্র মনে হইল সত্যই ইহা বিলাসের লীলাভূমি, ভোগের রঙ্গভূমি, কিন্তু কৈ, এখানে সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়? এইসব লতাপাতা, ফলফুল সবই এই উষ্ণগৃহে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এমন কি এখানকার মাটিও স্বাভাবিক নয়, দূরদেশ হইতে আনা, রাসায়নিক সার সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এখান হইতে কিছু লতাপাতা, ফলফুল গৃহে লইয়া যাইয়া ঘর সাজাইতে পারি কিন্তু দিনান্তে পরিশ্রমের পর এই উষ্ণগৃহের ভিতর আসিয়া বিশ্রাম লভিতে পারি না, সংসারের দুঃখ, জ্বালায় দগ্ধ হইয়া এখানে আসিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি না। এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নাই, আছে কেবল মানুষের শিল্প, চেষ্টার ফল, উদ্যমের পারিতোষিক। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি যে যত রকমে পারে মানুষ এদেশে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম দিতে সর্ব্বদা সজ্জিত, প্রকৃতিকে জয় করিতে সতত উদ্যত। ফলে, যে দেশটা একসময়ে প্রকৃতির মনের মত ছিল সেটা এখন ইহারা মানুষের মনের মত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু বহু স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বস্তুর বলিদানে এই জয় লাভ হইয়াছে। এদেশে পুষ্পের পরিমলের আদর নাই, সৌন্দর্য্যের আদর আছে। এদেশে গোলাপের গন্ধ নাই অদ্ভুত বাহার আছে, এদেশে বনের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আদর নাই, ইহারা বনে যায় বনভোজন করিতে, ইহারা বন কাটিয়া সুচারু ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়াছে। এদেশে সমুদ্রের মহান্ সৌন্দর্য্যের অনুভূতি নাই, তাহার তীরে ইহারা গল্‌ফ লিঙ্কস্ ও নানাবিধ দ্যূতক্রীড়ার জন্য ক্যাসিনো নির্ম্মাণ করিয়াছে! এখানে যাহা দেখি সবই সঠিক, সুন্দর, পরিষ্কার, সুবিন্যস্ত। যাহা ছিল পূর্ব্বে সুমহান, গম্ভীর, বিরাট তাহা ইহারা যথাসাধ্য খাট করিয়া লইয়াছে। এদেশের রাস্তাঘাট পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, এখানে ধূলি নাই,

কাদা নাই, কোলাহল নাই, এখানকার ঘরবাড়ী সুন্দর, সুশোভিত, উহাদের বাতায়নের মধ্য দিয়া দেখিলে মনে হয় যেন গৃহমধ্যে সুখের কিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, যেন তথায় বিলাসের উৎস উছলিয়া উঠিতেছে! দেশের চারিদিকে বড় বড় কারখানা, বড় বড় চিত্রালয়, সংগ্রহাগার, পুস্তকাগার, হাঁসপাতাল, বিদ্যালয়, গবেষণাগার, মৌচাকে মৌমাছির মত সকলে নিজ নিজ কর্ম্মে সতত রত! এদেশের লোকেরা সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী, ভব্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পর ব্যবহারে সর্ব্বদাই আদবকায়দা দুরস্ত! তথাপি এই অতুল ঐশ্বর্য্যভোগের মধ্যে, এই বিলাসিতা ও সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এই সকল দেশে একটা কি আসল জিনিসের, এক অমূল্য পদার্থের অভাব সর্ব্বদাই বোধ করি যে অভাব দেশে কখন অনুভব করি নাই। এই কৃত্রিম দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে এক অকৃত্রিম স্বাভাবিক জিনিসের অভাব বড়ই বোধ করি। তবে সেটা যে কি তাহা বলা শক্ত। কখন কখন মনে হয় হয়ত ইহাদের হৃদয়ে যেন কোমলতা নাই, স্নেহ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, ইহাদের মন অর্থ পিপাসায় ও লালসায় ভরপুর, ইহারা ভীষণ লোভী, অত্যন্ত ভোগলোলুপ, ইহাদের জীবন ভীষণ স্বার্থপর। মনে হয় যেন ইহারা সাধারণতঃ ত্যাগ কি তাহা জানে না, ভোগ কি তাহা জানে, শান্তি কি তাহা জানে না, বিগ্রহ কি তাহা জানে, জীবনের আনন্দ কি তাহা জানে না, জীবনের উত্তেজনা কি তাহা জানে। সাফল্যই ইহাদের ইষ্ট দেবতা এবং এই দেবতার চরণে ইহারা সক্রিয়তার ধূপ জ্বালাইয়া তাহার পূজা করে। ইচ্ছা করে ইহারা যদি পরস্পর পরস্পরের সহিত একবার মন খুলিয়া সরল অকৃত্রিমভাবে দুইটা কথা কয় তাহা যেন কাণ পাতিয়া শুনি। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যে মন্দ ব্যবহার করে তাহা নয়, অন্ততঃ আমাদের অপেক্ষা ভাল ব্যবহারই করে, অন্ততঃ অতি ভদ্র ব্যবহার করে, তবে সবই যেন প্রাণহীন, কলের পুতুলের মত কৃত্রিম, আন্তরিকতা শূন্য। ইহাদের গলার স্বর, মুখের হাসিও কৃত্রিম, অস্বাভাবিক। আমরা আমাদের কর্ত্তব্যপালনে ইহাদের অপেক্ষা কম কৃতকার্য্য কিন্তু আমরা যতটুকু করি ততটুকু যেন অন্তরের সহিত করি। ইহাদের পারিবারিক আচার ব্যবহার আমাদের নিকট অত্যন্ত নীরস, কঠোর, প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। এইস্থলে একটি প্রকৃত ঘটনার গল্প বলি। আমি লণ্ডনে প্রথমবার আসিয়া এক হোটেলে দিনকতক থাকি এবং তথায় ৬৫ বৎসর বয়েসের এক বৃদ্ধার সহিত আমার আলাপ হয় আলাপ হইলে আমি তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি "তুমি

এই হোটেলে কতদিন আছ।" সে বলিল সে চারিমাস আছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার এই বয়সে এইরূপ এক হোটেলে একাকী বাস করিতে কি ভাল লাগে?" দেখিলাম যে বৃদ্ধা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল "একাকী থাকিবনাই বা কেন? আমি এখন একা তাই একাকী থাকি। আমার সাত ছেলে। যতদিন সকল ছেলের বিবাহ না হইয়াছিল ততদিন আমি আমার অবিবাহিত পুত্রদের লইয়া সংসার করিতাম। আমার ছোট ছেলের চারিমাস পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন আমার ছেলেদের আর কাহারও আমায় আবশ্যক নাই, তাহারা সবাই আপনাপন সংসার করিতেছে, এ অবস্থায় আমার ঘর বাড়ী পাতিয়া থাকিবার আর প্রয়োজন কি, তাই আমি হোটেলে আছি।" বৃদ্ধা আরো বলিল "যখন এই হোটেল আমার ভাল লাগিবে না তখন অন্য এক হোটেলে উঠিয়া যাইব। আমার এক পুত্রবধূ কয়েকমাস পূর্ব্বে এক পুত্র সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে, সেই নাতির স্কুলের যখন বড় ছুটি হয় তখন সে আমার কাছে থাকে, সে যখন না থাকে তখন আমি একাই থাকি। আমার ছেলেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার সহিত এই হোটেলে দেখা করিয়া যায়, ইহার অধিক তাহারা আর কি করিবে? আমি বেশ আছি, এ বয়সে ইহা অপেক্ষা আর অধিক ভাল কি থাকিব?" বৃদ্ধার এই সকল কথা শুনিয়া আমার মন যে কিরূপ বিচলিত হইল তাহা আমি আর কি বলিব? এই ৬৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা, সাত ছেলের মা, অথচ তাহাদের কাহারও কাছে তাহার থাকিবার স্থান নাই, তাহার জীবনের যে কয়েকটা দিন আর অবশিষ্ট আছে সে একাকিনী এক হোটেল হইতে অন্য হোটেলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন শেষ করিবে! পরে একদিন বৃদ্ধা তাহার এক পুত্রের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিল, পুত্র সেদিন তাহার মাতার সহিত হোটেলে ঘণ্টা দুইএর জন্য দেখা করিতে আসিয়াছিল এবং মা তাহার পুত্রকে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল (মায়ের অধর্ম্ম আর কি!) মনে হইল আমি তাহাকে বলি, "ওরে হতভাগা, তুই তোর বুড়ী মাকে এই হোটেলে এই বয়সে ফেলিয়া রাখিয়া তোর স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সংসার করিতেছিস, এই কি তোর কর্ত্তব্যজ্ঞান? তোর ঘরের এক কোণে কি এমন একটু স্থান নাই যেখানে তোর গর্ভধারিণী তাহার জীবনের যে

কয়েকটা দিন বাকি আছে সেই শেষ কয়েকটা দিন তোদের পানে চাহিয়া শান্তিতে কাটায়?" কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলাম এই ব্যক্তিকে কোন কথা বলিবার আমার কি অধিকার আছে? সে যে নিজ কর্ত্তব্যপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না, কেবল তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সংসার করাই যে তাহার ধর্ম্ম, এটা তাহার নিজের বিশ্বাস, তাহার মায়েরও বিশ্বাস এবং তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব দেশের সকলেরই সেই বিশ্বাস। সে যে তাহার মায়ের প্রতি অনুমাত্র অন্যায় ব্যবহার করিতেছে একথা একবারও তাহার নিজের মনে হয় নাই, তাহার মায়ের বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদিগেরও মনে হয় নাই। এদেশে এরূপ ব্যবহার আদৌ অস্বাভাবিক নয়—অনেক হোটেলে, বোর্ডিং হাউসে, ফ্ল্যাটে দুই একখানি ঘর লইয়া, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরে, অনেক বৃদ্ধা বিধবা মাতা বা অবিবাহিতা বা বিধবা ভগ্নী একাকিনী বাস করে, অন্য আত্মীয়দের ত কথাই নাই।

(ঘ) আর আমাদের দেশে সাধারণতঃ এইরূপ সাত ছেলের মায়ের কি রকমই না তাহার ছেলেদের উপর দাবি চলে! মায়েরা কেন জেঠাই, কাকী, পিসী, মাসী ভাই বোনেরা আমাদের উপর কি রকমই না দাবি করে এবং আমরাও তাহাদের উপর কতই না দাবি করি? এ কথা সত্য যে এরূপ দাবি করি বলিয়া সময় সময় আমরা মনক্ষুণ্ণ হই, কষ্ট পাই এবং অভিমান করি, যদি আমাদের দাবি আমাদের আত্মীয়েরা না রাখে। যদি সংসারে সুখ চাই, অন্ততঃ শান্তি চাই তাহা হইলে হয়ত এইরূপ দাবি একটু কম করিলেই ভাল, কিন্তু এই দাবির মধ্যে আমরা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত স্নিগ্ধ শীতল নদীস্রোতের কল কল শব্দের ন্যায় সংসারের দারিদ্র্য, জ্বালা, কলহ, বিগ্রহ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতার মধ্য দিয়া মানুষের হৃদয় তন্ত্রীর স্পন্দন শুনিতে পাই, আর এদেশের লোকের পারিবারিক কায়দা দুরস্ত ব্যবহারে তাহার কোন পরিচয় পাই না। এদেশের লোকেদের পারিবারিক আচার ব্যবহার দেখিলে ইহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু মনের কোমলতা, মায়া, মমতার অতি অল্প পরিচয় পাই। শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞান যতই তীক্ষ্ণ, যতই বলবান হউক না কেন তাহার সহিত আন্তরিক স্নেহ, মায়া, মমতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা যদি জড়িত না থাকে তাহা হইলে সে কর্ত্তব্যজ্ঞান অতি তুচ্ছ, অতি অসার, অপদার্থ। আমি জানি যে এদেশের লোককে বাহ্যত যেমন কঠিন, কঠোর দেখায় প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেরূপ

নয় তবে আমরা যেরূপ আশৈশব সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিয়া পরে অনেক সময় হয়ত শিথিল কৃত্রিম হৃদয়াবেগের বশীভূত ( flabby sentimental) হইয়া পড়ি, এদেশের লোকেরা তাহার বিপরীত দিকে বাল্যকাল হইতে কৃত্রিমভাবরস গুলিকে (sentimentality) দমন করিতে প্রয়াস পাইয়া পরে নিজ কোমল চিত্তবৃত্তিগুলিও ( sentiments ) অনেক পরিমাণে হারায় না কি ? অল্প কথায় বলিতে হইলে আমার মনে হয় যে ইহা বলা যায় যে আমরা দুর্ব্বল, আমরা সংসারে কিরূপ লোকের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে হয় জানিয়াও অনেক সময় সেরূপ করিতে পারি না, আর ইহারা সবল, ইহারা ভাল ব্যবহার করিতে পারে তবে ভাল ব্যবহার কি তাহা অনেক সময় ইহারা জানে না।

(ঙ) এদেশের আরও কতকগুলি পারিবারিক প্রথা এদেশের লোকেদের মন কঠিন করে, ইহাদিগকে স্বার্থপর করিয়া তুলে। এদেশে অতি অল্পবয়স হইতে ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে রাখিবার প্রথা খুব প্রচলিত। অর্থাৎ যাহারা সক্ষম তাহারা প্রায় সকলেই ছেলেমেয়েদের সাত আট বৎসর বয়স হইতে প্রথমে বোর্ডিং স্কুলে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখে। বড় ছুটির সময় মাত্র ছেলেমেয়েরা বাড়ী আসে প্রায় অন্য সকল সময়ে স্কুলে বা কলেজে থাকে। অতি অল্প বয়স হইতে পিতামাতা, ভাই ভগ্নীর, সঙ্গ হারাইয়া, তাহাদের স্নেহ যত্ন ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া সহপাঠীদিগের সহিত পড়াশুনা, খেলাধূলা, বন্ধুত্ব, প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা অনেক বিষয়ে শক্ত, সমর্থ ও মানুষ হইয়া উঠে সত্য, তবে তাহারা স্বজনের প্রতি স্নেহ, মায়া, ভালবাসা যে হারায় তাহার কোন সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে বন্ধুদিগের দাবি আপন লোকদিগের দাবি অপেক্ষা তাহাদের নিকট বলবৎ বলিয়া মনে হয় এবং স্বজন যদি বন্ধু না হয় তাহার দাবি বোধ হয় অতি অল্পই চলে। মোটের উপর জাতীয় জীবন গঠনে ইহা ভাল কি মন্দ সে বিচার আমি এস্থলে করিতেছি না, তবে এই শিক্ষা দিবার প্রথা এদেশের পারিবারিক বন্ধনকে যে শিথিল করে তাহা নিঃসন্দেহ এবং সেই কথাই বলিতেছি। আমি যতদুর দেখিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় যে এদেশের ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই বন্ধুদের লইয়া যেরূপ মেলামেশা করে আ

স্বজনদিগকে লইয়া সেরূপ কিছুই করে না। এদেশে আত্মীয়স্বজন, কুটুম্বের টান বড় শিথিল। *

(চ) তাহার পর এদেশের বিবাহ প্রথা পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার মূলে আঘাত করে। ছেলে বা মেয়ে বড় হইলে আত্মীয়স্বজনের এমন কি পিতামাতারও তাহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কোন দায়িত্ব থাকে না। ভদ্র, সম্ভ্রান্ত বংশে পিতামাতারা যে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন এবং পুত্রকন্যারা যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহা নয় (ফ্রান্সে একেবারেই স্বাধীন নয়) যদিও গরীব নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তাহাই বটে। আর আমাদের দেশে কন্যাদায় অপেক্ষা গুরুতর দায় পিতামাতার জীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। এই দুই দেশের প্রথার মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ সে আলোচনা এস্থলে করিবার আবশ্যক নাই, তবে এই মাত্র বলি যে আমাদের দেশের বিবাহ পদ্ধতি আমাদের দেশের পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করে এবং এদেশের বিবাহপদ্ধতি এদেশের পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল হইতে শিথিলতর করে। এদেশের বিবাহ প্রথা এদেশের লোককে এই পথে এতদূর লইয়া গিয়াছে যে আমাদের চক্ষে ইহা অমানুষিক মনে হয়। এদেশের স্বয়ম্বর প্রথার সহিত আর এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে এবং সেইটি এই যে পুত্র বিবাহ করিয়া বধূকে পিতৃগৃহে লইয়া আসিয়া তথায় বাস করিতে পারে না, পুত্র বিবাহ করিলে সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া, পিতামাতা ভাই ভগ্নী সকলকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া তথায় একাকী নববধূর সহিত নিজ সংসার পাতিতে হয়! আমি সকল অবস্থায় একান্নবর্ত্তী পরিবারের পক্ষপাতী নই, তথাপি এই দেশের এই প্রথা আমার অদ্ভুত, স্বার্থপর, গর্হিত বলিয়া মনে হয়। যতদিন পিতামাতা উভয়ে বা তাঁহাদের মধ্যে একজন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া

* Oscar Wilde তাঁহার The Importance of being Earnest নামক নাটকে বিদ্রূপ করিয়া একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন—

Algernon, "My dear boy, I love hearing my relations abused. It is the only thing that makes me put up with them at all. Relations are simply a tedious pack of people, who haven't got the remotest knowledge of how to live nor the smallest instinct about when to die."

আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া পুত্রদের নিজ সংসার স্থাপন করিবার প্রথা আমাদের সমাজে অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই এবং এপ্রথা যতদিন প্রচলিত না হয় ততদিনই মঙ্গল।

(ছ) এদেশের লোকেদের অনেক সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও আমরা যে ইহাদের সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও আকৃষ্ট হই না তাহার কারণ কি? অবশ্য ইহার এক কারণ হইতে পারে যে আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিজেতার বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছে অথচ বিজেতার প্রভুত্বের দাবি করে না এবং এই বেশে এই সভ্যতা যে আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন অনেক লোকের বরেণ্য নয় তাহা বিচিত্র কি! বিজেতার বেশে আসিয়া অথচ বিজেতার প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া এই সভ্যতা সুবিচার পায় না, উপযুক্ত আদরও পায় না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে যে সভ্যতা লাভ করিয়া আসিতেছি ইহা উপস্থিত স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলেও ইহা যে অতি প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—এবং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে পৃথিবীর কোন্ এক অজ্ঞাত, অপরিচিত, সুদূর অংশ হইতে আগত তথাকার বিদ্রোহাত্মক ও পরিবর্ত্তনশীল সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা সতর্ক থাকিব। এই সভ্যতা আজ যতই উৎকৃষ্ট, যতই গতিশীল হউক না কেন, ইহা এক নূতন সভ্যতা, কতিপয় ভীষণ লোভী, দুর্দ্দমনীয়, দুরন্ত জাতির সভ্যতা। এক সহস্র তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম ইয়োরোপের লোকেরা কতিপয় দুর্দ্দান্ত হিংস্র বন্য পশু সদৃশ জাতি ছিল। অনেক চেষ্টার পর, অনেক পরিশ্রমের পর, এক অসীম, অপার, অগাধ দয়ার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এবং গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির সাহায্যে ইহারা আজ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্যালেষ্টীন হইতে ধার করা ধর্ম্মের সহিত ইহাদিগের স্বধর্ম্ম এখনও মিল খায় নাই, ধার করিবার দিন হইতে অদ্যাবধি এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, মাঝে মাঝে ইহাদের পুরাতন ধর্ম্ম (paganism) জয়লাভ করিতেছে। মধ্যযুগে ইয়োরোপ সেই ধার করা অপার দয়ার ধর্ম্মকে এক ভীষণ উৎপীড়নকারী ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিল, আজ সেই ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতেছে। সে যাহাই হউক, ওজস্বী হওয়ায় ও জলবায়ুর আনুকূল্যে অনুগৃহীত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে ইয়োরোপবাসীদিগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা ইহাদের গৌরবের কথা বলিতে হইবে, ইহাদের অমান্যের কথা নয়। চেষ্টা, শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা

ইহাদের উন্নতির মূল কারণ, ইহাদের সভ্যতা চেষ্টা, শিক্ষা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর স্থাপিত। ইহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই তাহারা শিক্ষা পায়, নিয়মানুবর্ত্তী হয়, পরে বিদ্যালয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে আজীবন ইহারা শিক্ষা পায়, নিয়মানুবর্ত্তী হয়। ইহাদের পৌরুষ শিক্ষা, চেষ্টা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা চালিত হইয়া আজ প্রায় সমগ্র জগৎ জয় করিয়াছে। ভদ্রবংশে জাত হইলে ইহারা শৈশবকাল হইতে অনেক সদ্‌গুণ শিক্ষা করে, নিম্ন অশিক্ষিত ঘরে জন্ম হইলে তাহা সম্ভব হয় না। আজকাল শিক্ষা বিস্তারের সহিত আচার ব্যবহারে সুরুচি, ভব্যতা, কোমলতা, আদবকায়দা প্রভৃতি ইহারা অনেকেই শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে। তবে তন্মধ্যে অনেকেই বাহিক কতিপয় সদ্‌গুণ শিক্ষা করিয়া ক্ষান্ত থাকে অন্তরের গূঢ়তর গুণগুলি আয়ত্ত করা কঠিন বলিয়া তাহা শিখে না। এ সকল দেশে এমন অনেক মেয়েদের স্কুল আছে যেখানে, এমন কি কম্বেণ্ট স্কুলেও, অতিথি বন্ধুবান্ধবদিগকে বৈঠকখানায় কথাবার্ত্তার দ্বারা কি প্রকারে সম্ভাষণ ও আপ্যায়িত করিতে হয়, কি রকম করিয়া তাহাদিগকে চা পরিবেষণ করিতে হয় সে বিষয়ও সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহে একদিন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু পিতামাতা বা অন্যান্য গুরুজনকে কি রকম আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, মান্য করিতে হয়, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজনকে কি প্রকার আন্তরিক ভালবাসিতে হয়, সে সকল শিক্ষা এ সকল দেশের অনেক ছেলেমেয়েরা ঘরেও পায় না বাহিরেও পায় না। এখানে ঘরে বাহিরে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা শিক্ষার অনেক সুযোগ ও ব্যবস্থা আছে কিন্তু বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিবার সেরূপ বন্দোবস্ত আছে বলিয়া জানি না। পূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করিয়া গির্জ্জায় যাইয়া তাহারা এ শিক্ষা পাইত, আজকাল গির্জ্জায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা ব্যতীত আর কেহ যে নিয়মিতভাবে যায় তাহাত দেখি না। ১৬, ১৭ বৎসর বয়স হইতে এদেশে সকলেই স্বাধীন, স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। এমন কি ইহাদের বিবাহমন্ত্রে স্ত্রী স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করিবার যে প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য ইহাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

(জ) এই সকল দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সর্ব্বদাই উচ্চশ্রেণীর লোকেদের নকল করিতেছে এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী এইরূপ দুই প্রকার বিভাগ

সমাজে আর কেহ রাখিতে চায় না, এমন কি "নিম্নশ্রেণী" "উচ্চশ্রেণী" এই দুই পদও তাহারা তাহাদের ভাষা হইতে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কোন লোকের সম্বন্ধে বা শ্রেণীর সম্বন্ধে এই দুয়ের একটি পদ ব্যবহার করিলে অনেকে আজকাল দোষ ধরে। সমাজে এইরূপ বিভাগ থাকা উচিত অথবা এই বিভাগ যাহাতে উঠিয়া যায় তাহা চেষ্টা করা যে মন্দ সে কথা আমি একবারও বলিতেছি না। তথাপি বাস্তব চিরকালই বাস্তব থাকিবে, সত্য চিরকালই সত্য থাকিবে, সকল লোকের মস্তিষ্ক ও চরিত্র কখনই সমান হইবে না এবং এই সকল পাশ্চাত্য দেশে জাতিভেদ না থাকিলেও শ্রেণীভেদ বিলক্ষণ আছে। তবে আজকাল এখানে প্রায় সবই পয়সার খেলা। অর্থ থাকিলে এক পুরুষে না হউক দুই তিন পুরুষে নিম্নশ্রেণীসম্ভূত লোক উচ্চশ্রেণী লোকেদের মধ্যে গণ্য হয়। আমাদের দেশেও যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা বা চেষ্টা একেবারে করে না তাহা নয়। একা লোক গণনার বিবৃতি পাঠ করিলে এ বিষয়ে কাহার মনে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তথাপি এ বিষয়ে ইয়োরোপের লোকেদের চেষ্টায় ও আমাদের দেশের লোকেদের চেষ্টায় অনেক প্রভেদ আছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের মত শিক্ষা নাই, চেষ্টা নাই, নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই তবে আমাদের সভ্যতা ইহাদের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া, অন্য ধরণের বলিয়া, আমাদের সমাজে আচার ও সংস্কারের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল এবং ইহারাই আমাদের সমাজে ইয়োরোপীয় সমাজের শিক্ষা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে সমাজ মুখ্যতঃ জাতিভেদের উপর গঠিত। জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যুক্তি দ্বারা, ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা সমর্থন করা যায় না বটে তথাপি আমাদের দেশের সভ্যতা প্রাচীন ও স্থিতিশীল বলিয়া, জাতিভেদের উপর স্থাপিত বলিয়া, সংস্কার ও আচারের প্রভাব আমাদের দেশে এত প্রবল। আচার ও সংস্কারের প্রভাব যে আমাদের সমাজের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে বা মোটের উপর হিতকর তাহা আমি মানি না তবে আমি এইমাত্র বলি যে আমাদের দেশে পূর্ব্বকালের সমাজে, আচার ও সংস্কার শিক্ষাও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব কতকটা পূরণ করিয়াছিল। সেইজন্য অদ্যাপি আমাদের অনেক অশিক্ষিত ও তথাকথিত নিম্নজাতির মধ্যে প্রাচীন কালের একটা নম্রতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, উদারতা দেখা যায়, সেগুলি পাশ্চাত্য দেশে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

ইহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষা, দীক্ষা পায় নাই তাহারা অনেকেই অত্যন্তই নীচ। এই প্রসঙ্গে মহানুভব গোপালকৃষ্ণ গোখেলের উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপবাসী অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়, নিকৃষ্ট ভারতবাসী, নিকৃষ্ট ইয়োরোপবাসী অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, কিন্তু সাধারণ ইয়োরোপবাসী সাধারণ ভারতবাসী অপেক্ষা উন্নত।*

শিক্ষার বলেই ইয়োরোপের জাতিগুলি আজ এত উন্নত, তবে কতিপয় বিষয়ে ইহারা অদ্যাপি ভাল শিক্ষা পায় নাই এবং শিক্ষা পায় নাই বলিয়া ইহারা সেই সকল বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা হীন। অপর পক্ষে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের গর্ব্ব করিবার বিশেষ কোন অধিকার নাই কারণ আচার ও সংস্কার অন্ধ বলিয়া সেগুলি আমাদের সমাজে অনেক হানি করিয়াছে ও করিতেছে। আমি যতই ভাবি ততই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে আমাদের দেশের সভ্যতার অনেক চিন্তাধারা ও আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ, এত উচ্চ যে দুঃখের বিষয় তাহারা অলভ্য বলিলেই চলে, অন্ততঃ আমরা অনেকে তাহা লাভ করিতে অক্ষম। এই সকল ভাবধারা ও আদর্শলাভ সাধারণ লোকের পক্ষে এত অসম্ভব যে আমাদের দেশের অনেকেই তাহা লাভ করিবার চেষ্টাই করে না এবং তাহারা অন্ধভাবে আচার ও সংস্কার অনুসরণ করিয়া আমাদের সামাজিক উচ্চ আদর্শকে নষ্ট করে, এমন কি অন্য কোন সুরুচি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শে তাহারা পৌছাইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সমাজের এক আদর্শের কথা উল্লেখ

---

* আমাদের গরীব মূর্খ লোকেদের ভদ্রতা ও সৌজন্য সম্বন্ধে এই মত এক অতি অপ্রত্যাশিত পক্ষ হইতে সমর্থিত হইয়াছে। সাম্যবাদীদের শিক্ষাগুরু, শ্রেণীগত বিদ্বেষ ও শ্রেণীগত সংগ্রাম প্রচারক, কার্ল মার্কস, কখন হিন্দু সমাজ ও হিন্দু আদর্শের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তথাপি তিনিও একস্থলে আমাদের দেশের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"At all events, we may safely expect to see, at a more or less remote period, a regeneration of that great and interesting country, whose gentle natives are, to use the expression of Prince Soltykow, even in the most inferior classes "plus fins et plus adroits que les Italians" whose submission even is counterbalanced by a certain calm nobility, who notwithstanding their natural langour, have astonished the British officers by their bravery, whose country has been the source of our languages, our religions and who represent the type of the ancient German in the Jat, and the type of the ancient Greek in the Brahmin.

করি। ত্যাগ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ও সমাজের এক আদর্শ, ইহার উপর আমাদের সমাজ গঠিত, ইহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত। ত্যাগ কি তাহা আমরা সকলেই অতি সহজেই বুঝি, এমন কি অশিক্ষিত চাষাভূষা, দোকানী পসারীরাও বুঝে—

* অর্থাঃ পাদরজোপমাঃ গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জলবিন্দুলোলচপলং ফেনোপমং জীবনম্
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্
পশ্চাৎ তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে।

এই বলে নূপুর বাজে
সাজ সাজ সাজ, ছাড়ি গৃহ কাজ
কিবা প্রয়োজন কাল ব্যাজে
অনিত্য সংসারে প্রমত্ত হইয়ে
পরমার্থ কেন যাস রে ভুলিয়ে
রঙ্গভূমি মাঝে নট সাজিয়ে
কাল কেন ব্যাজ মিছে কাজে।

এই শ্লোকের অর্থ, এই গানের তাৎপর্য্য, আমাদের দেশে কে না বুঝে, কে না ইহাদের রসগ্রহণ করে? আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন ইহার অর্থ বুঝে কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন লোক এই আদর্শ অনুসরণ করে বা করিতে চেষ্টা করে? যাহারা এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করে তাহারা অনেকে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ এই আদর্শের কদর্থ করে। আমাদের দেশের শত সহস্র অলস, অকর্ম্মী, অশিক্ষিত, উৎসাহহীন তথা কথিত সন্ন্যাসী বা স্বামিজীরা ইহার উদাহরণ। অপর পক্ষে ইয়োরোপীয় সভ্যতার চিন্তাধারা ও আদর্শ আমাদের সমাজের চিন্তাধারা ও আদর্শ অপেক্ষা অনেক নীচু হইলেও উহাদের নাগাল পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া ইয়োরোপবাসীরা চেষ্টা, শিক্ষা, দীক্ষা দ্বারা সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে। এককালে—মধ্যযুগে—ইয়োরোপও আমাদের দেশের ন্যায় কতিপয় অনধিগম্য আদর্শ (যেমন সন্ন্যাসধর্ম্ম) অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পরে সে আদর্শগুলি তাহাদিগকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া ইয়োরোপবাসীরা নিজ ভ্রান্তি

* হিতোপদেশ মিত্রলাভ অধ্যায়।

সংশোধন করে। আমাদের দেশের ন্যায় আজ আর ইয়োরোপে লালাবাবুর বা পরমহংসদেবের আদর নাই—এক সময়ে যে ছিল না তাহা নয়—তবে ইয়োরোপে কেহ ধর্ম্মের নামে আজ আর বিকৃত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় চলিত হয় না, তথায় আজ আর দল দল গাঁজাখোর ভণ্ড তপস্বীও নাই—এক সময়ে যদিও ইয়োরোপেও অনেক মগুপায়ী ভণ্ড তপস্বী ছিল—তথায় শত সহস্রলোক আজ ধর্ম্মের নামে, অসাধ্য আদর্শের নামে, অলস, নির্জ্জীব, চরিত্রহীন জীবন যাপন করে না, যদিও এক সময়ে তাহারা যেমত ইয়োরোপেও করিত। তাহাদের পরিবর্ত্তে ইয়োরোপে আজ দল দল কর্ম্মী আছে, যাহারা সংসার ত্যাগ না করিয়া, সংসারে সংসারী থাকিয়া পর হিতের জন্য, জ্ঞানের জন্য, সত্য সন্ধানের জন্য আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। তাহারা জানে যে মনের আবেগে আপনাকে অভিভূত করায় আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধন করা হয় না, আত্মার মুক্তির পথ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম একত্রে তিন মার্গ দিয়া, ইহাদের মধ্যে কেবল এক মার্গ দিয়া নয়।

(ঝ) ইয়োরোপের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অতি অল্পদিন বাস করিলেই এই সকল দেশের ও আমাদের দেশের মধ্যে কি যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। এই সকল দেশের রাস্তাঘাট বাগান, মাঠ, বাজার জলাশয়ের ন্যায় ইহাদিগের ঘরবাড়ীও সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি এবং আমাদের দেশের সবই অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, বিশৃঙ্খল। এ সকল দেশে অতিশয় ধনী ব্যক্তি ভিন্ন স্ত্রী পুরুষ সকলেই নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি এক মুহূর্ত্তও তাহাদের অবকাশ নাই। বিশেষতঃ মেয়েরা যে কি অদ্ভুত রকম পরিশ্রম করে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। আর পরিশ্রম যা করে তাহা বুদ্ধিমান লোকের মত করে গর্দ্দভের মত নয়, তাহাদের কাজে শৃঙ্খলা আছে, রীতি, পদ্ধতি আছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত না থাকায় তাহাদের পরিবারগুলি ছোট, অনেক স্থলে অত্যন্ত ছোট, এবং তাহার জন্য রন্ধন কার্য্য সকালে আধ ঘণ্টার মধ্যে এবং সন্ধ্যাবেলা আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্যাসের উনানের রন্ধনশালায় পরিশ্রম বাঁচাইবার কৌশলের সাহায্যে শেষ হইয়া যায়। আর আমাদের দেশে এই কাজ লইয়া বাড়ীর গৃহিনী, বৌ, ঝি, দাস, দাসী কত লোকেই না "হিমসীম" খাইয়া যায়! দিনে এই এক ঘণ্টা ব্যতীত সমস্ত সময়ই বাড়ী পরিষ্কার করিতে, কাপড় জামা তৈয়ার বা মেরামত

ঘা পরিষ্কার করিতে, বাজার করিতে, পুত্রকন্যাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে, পড়াশুনা, আমোদপ্রমোদ করিতে অতিবাহিত হয়। ফলে তাহাদের ঘর বাড়ী পোষাক পরিচ্ছদ যে "ঝক্‌মক্ তক্‌তক্" করিবে, তাহাদের পুত্রকন্যারা যে নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে মানুষ হইবে, ইহারা যে নিজেদের মানসিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

মনে আছে অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি একদিন এক উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত এক অতি ধনী মুসলমান বণিকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। বাড়ীটি অতি সুন্দর, অত্যন্ত জমকালভাবে সজ্জিত, সেই একটি বাড়ীতে ঝাড় লণ্ঠন আসবাব পত্র যাহা ছিল তাহা দ্বারা তিনটি বাড়ী অতি উত্তমরূপে সাজান যাইত! কিন্তু সেই বহুমূল্য ঝাড়ের মধ্যে ঝুল, সুন্দর মার্ব্বেল টেবিলের উপর ময়লা এবং মূল্যবান কার্পেটের উপরে ধূলা! আমার সঙ্গী, সেই অতি বাস্তব প্রকৃতির ইংরাজ ভদ্রলোকটি, সকল দ্রব্যের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বাহিরে আসিয়া অতি ধীরভাবে বলিল "এ বাড়ীর আসবাব পত্র সবই বড় সুন্দর, যথার্থই মূল্যবান, এখানে সবই আছে নাই কেবল গৃহিণীপনা" (lacks the housewife's eye)। তখন মনে হইল যে ভদ্রলোকটি অতি সত্য কথাই কহিয়াছে, আমাদের আঁতে ঘা দিয়াছে, আমাদের জাতীয় এক বিষম দোষ ধরিয়া দিয়াছে। দোষটি এই, আমাদের মধ্যে অনেক সময় প্রকৃত গৃহিনীপনার অভাব দেখা যায়—we lack the housewife's eye.

আমাদের এই দোষটি কোথা হইতে আসিল ? আমার মনে হয় যে আমাদের এই দোষের জন্য প্রকৃতিদেবী অনেক পরিমাণে দায়ী। আমাদের দেশের উপর এই দেবীর দয়ার অন্ত নাই। আমাদের দেশে এই দেবী আমাদের স্নেহময়ী মা, তিনি মুক্তহস্তে উভয় করে মুঠা মুঠা করিয়া তাঁহার দান আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন, আমরা না চাহিলেও আদর করিয়া দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, আর ঐ দেবী এই সকল ইয়োরোপীয় দেশের বিমাতা স্বরূপ (সৎমা), উহাদিগকে অনেক অনিচ্ছাসত্ত্বে উহাদের অনেক কান্নাকাটির পর তিনি বাম হস্তে দুই চারিটি জিনিস ছুঁড়িয়া দিয়াছেন। ফলে আমরা এত দ্রব্য এত অল্পায়াসে, অল্প চেষ্টায় অযাচিতভাবে লাভ করিয়া ধনীব্যক্তির সন্তানের ন্যায় তাহাদের মূল্য জানি না, কদর বুঝি না আর ইয়োরোপবাসীরা যাহা পাইয়াছে তাহাকে অতি যত্নে, অতি আদরে, গ্রহণ করিয়া, অতি কষ্টে তাহার বৃদ্ধি করিয়া অনবরত পরিশ্রম করিয়া

তাহাদের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। অনেক স্থলে যেমন ঘটে আমাদের মায়ের এই অযত্ন ভালবাসা ও কৃপা আমাদের অনর্থের মূল হইয়াছে এবং ইয়োরোপীয়দিগের বিমাতার অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য ও কার্পণ্য ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে আমাদের বাড়ী, এমন কি ধনীলোকদেরও বাড়ী, অপরিষ্কার ও ময়লা, সেখানে গোছবিলি নাই, শৃঙ্খলা নাই, গৃহিণীপনার নজর নাই, আর এখানে মুটে মজুরের বাড়ীও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহাদের গৃহদ্বারে ইলেকট্রিক বেল আছে, জুতা পরিষ্কার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য সরঞ্জাম আছে, জানলার কার্ণিসের উপর লাল জিরেনিয়াম ফুলের টব আছে, জানলার শার্শি পরিষ্কার, জানলায় সাদা লেসের পর্দ্দা, ঘরে ইলেকট্রিক আলো এবং যেরূপ আসবাব পত্র আছে তাহা আমাদের ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতেও থাকে না। এই পার্থক্যের কারণ এই যে এই বিলাতী মুটে মজুর আমাদের দেশের লোকের মত নিজ দেহকে এক অশুদ্ধ পদার্থ, অতি হীন, অতি তুচ্ছ, এক মুষ্টি ছাই মাত্র মনে করে না, এই সংসারকে পান্থশালা মনে করে না, আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে, স্বর্গে বাসা বাঁধিতে ব্যস্ত নয়! এই জীবন যে অতি অনিত্য তাহা তাহারা যে জানে না তাহা নয়, তবে ইহাকে এবং ইহার কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া, ধর্ম্মের নামে হৃদয়াবেগে অভিভূত হইয়া দুই হাত তুলিয়া হরিবোল বলিয়া, রাধাকৃষ্ণ বলিয়া, উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করা, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন কাজ না করিয়া অপরের পরিশ্রম লব্ধ অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করা সৎলোকের কার্য্য বলিয়া ইহারা স্বীকার করে না, বলে ইহা প্রবঞ্চকের কার্য্য! এক যুগে ইহাদেরও সন্ন্যাসী ছিল, সন্ন্যাসিনী ছিল, মঠ ছিল, ইহারাও নিছক বাতুলতাকে ধর্ম্ম বলিত, অপরের কষ্টলব্ধ অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে ত্যাগ বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম বলিত, ইহাদের পুরোহিতেরাও এক সময় দেবতার সম্মান ও পূজা পাইত, ধর্ম্মের নামে ইহারা অনেক অমানুষিক কাণ্ড করিয়াছে, অনেক যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়াছে ও অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরে যখন ইহারা দেখিল যে এই সকল মিথ্যা তখন এই সকল ত্যাগ করিয়া তাহারা প্রকৃত সৎকর্ম্মীর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিল এবং স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া সংসার করিতে লাগিল। ইহা সত্য যে পরে "জাতি" "জাতি" করিয়া ( nationality লইয়া ) ইহারা আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিজদের

সুখের জন্য সাম্রাজ্যের নাম দিয়া গোমানুষের আবাদ (human cattle farm) রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য তাহারা অনেক অমানুষিক, গর্হিত কার্য্য করিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ইহারা প্রকৃতস্থ হইবে এবং আবার পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া শান্তির মধ্যে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে থাকিবে। তবে গত মহাযুদ্ধে ইহাদের কাহার কাহারি ঘোর মোহ ভঙ্গ হইয়াছে এবং তদবধি ইহারা অনেকে জীবনের কাছ হইতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করে না।

(ঞ) সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে আমরা আজ এক গরীব বনেদী বংশের ছেলে আর ইয়োরোপবাসীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সম্প্রতি বড় লোক হইয়াছে। তাই গরীব বনেদী ঘরের ছেলেদের যে সব দোষগুণ থাকে (অনেকে বলিবেন যে দোষের ভাগই বেশী, গুণের ভাগ কম) আমাদের সেই দোষ গুণ সবই আছে। আর স্বনামধন্য নূতন বড়মানুষদের যে সকল দোষ গুণ থাকে ইয়োরোপের লোকেদের সে সব দোষ গুণ আছে। তাই বলিতেছি আমরা দীন হইলেও হীন নই, আমাদের গরীব বনেদী ঘর হইতে আজিও এমন দুই একখানা শাল দোশালা, অলঙ্কার আভরণ, বাসনপত্র, খাট আলমারি বাহির করিয়া দিতে পারি যাহা নূতন বড় লোকদের ঘরে পাওয়া যায় না। দুই পক্ষের কোন পক্ষেরই গর্ব্ব করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। উভয়ে উভয়ের দোষগুলি যদি দেখিতে পায়, উভয়ে উভয়ের গুণগুলি যদি উপলব্ধি করিতে পারে তবেই উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল। আমাদের দেশ হইতে যাহারা এই সকল দেশে আসে তাহারা ন্যূনাত্মক জ্ঞান বর্জ্জন করিয়া নিজেদের নীচ বা হীন জ্ঞান না করিয়া আমরা বনেদী ঘরের ছেলে যদিও গরীব এই কথা স্মরণ রাখিয়া ইহাদিগের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া ভদ্রভাবে ইহাদের সহিত ব্যবহার করিয়া ইহাদের বাহিরের আড়ম্বরে, চাকচক্যে, দিশাহারা না হইয়া ইহাদের যে সকল সদ্‌গুণ আছে তাহা শিক্ষা করিয়া যদি ঘরে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের নিজেদের মঙ্গল এবং তাহাদের দেশেরও মঙ্গল সাধিত হইবে।

(৬) **বিলাতে নূতন কি দেখি ?**—অধুনা আমাদের দেশ সভ্যই বলুন বা চতুরই বলুন এরূপ হইয়াছে যে তথা হইতে ইয়োরোপের এমন কি

জগতের গতিশীল যে কোন দেশে আসিয়া পড়িলে আমাদের চোখে এখনও ধাঁধাঁ লাগে সত্য তথাপি তথায় পৌছাইয়া হঠাৎ যে সবই অজানা অচেনা দেখি তাহা নয়। জাহাজ হইতে মার্সেই বা লণ্ডনে নামিলে আমাদের চির পরিচিত অনেক সামগ্রীই আমরা আমাদের চক্ষুর সমক্ষে দেখিতে পাই। অল্প বিস্তর অন্ধকার রেলওয়ে ষ্টেশন, সাহেব মেম, ট্র্যাম, বাস, মোটরকার, বড় বড় বাড়ী, পাথরের বাঁধান ফুটপাথ, শিলাজতুদ্বারা বাঁধান প্রশস্ত রাস্তা, বিলাতী দোকান আমরা যাহা কিছু দেখি সবই পূর্ব্বে যে কখন দেখি নাই তাহা নয়। অবশ্য কতকগুলি দ্রব্য ও দৃশ্য নূতন দেখি বটে যেমন সাহেব কুলি, সাহেব ঝাড়ুদার বা সাহেব চাষী, সাহেব মেম দাস দাসী, নূতন ধরণের বাড়ী, সদা রুদ্ধদ্বার ও কপাটবিহীন কাচের জানালা, ইংল্যাণ্ড ব্যতীত ইয়োরোপের রং বেরঙের ছাউনিওলা ফুটপাথের উপর কাফেগুলি। কতিপয় দ্রব্য নূতন হইলেও অদ্ভুত বা অপ্রত্যাশিত কিছুই নয়। তথাপি চেনা অচেনা, জানা অজানা সকল দ্রব্য ও দৃশ্যের সমাবেশ বড় নূতন, বড় অদ্ভুত, মনে হয়। বোধ হয় ইয়োরোপের বাড়ীগুলির নির্ম্মাণ কৌশল, রাস্তাঘাটের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, লোকেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, তাহাদের চলাফেরা ও কাজকর্ম্ম, কার্য্য করিবার ধরণ ধারণ, ক্ষিপ্রতা, কর্ম্মকুশলতা এগুলি আমাদের দৃষ্টি ও মন সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট করে। যতদিন সেগুলি নূতন লাগে, যতদিন এদেশের সকল দ্রব্যের প্রতি আমাদের কৌতূহল থাকে ততদিন বুঝিতে হইবে যে ঔষধ খাটিতেছে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে আমাদের শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, আর যে দিন সেগুলি আমাদের চক্ষু ও মনকে আকৃষ্ট করিতে বিরত হইবে সেদিন হইতে বুঝিতে হইবে যে আর আমাদের এদেশে শিক্ষার জন্য থাকিবার প্রয়োজন নাই, হয় এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে না হয় সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তথাপি এ সকল দেশে আমাদের যে সব দৃশ্য নূতন লাগে, চোখে ধাঁধাঁ দেয় সে জিনিসগুলি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই বলিয়া নয়, নূতন লাগে তাহার কারণ পূর্ব্বে যে দ্রব্য বা দৃশ্যগুলি ছোট দেখিয়াছিলাম সেগুলি এখানে বড় দেখি, দেশে যেগুলি কম দেখিয়াছিলাম এদেশে সেগুলি অনেক দেখি. ঝুড়ি ঝুড়ি, রাশীকৃত দেখি। কলিকাতা শহরে বাস বা মোটরকারের অভাব নাই তথাপি লণ্ডন শহরের যে কোন বড় রাস্তায় দাঁড়াইলে বাসগুলি পিপীলিকার শ্রেণীর মত একের পশ্চাতে আর একটি করিয়া, মোটরকারগুলি বরের

গাড়ীর পশ্চাতে বরযাত্রীদিগের গাড়ীর ন্যায় অবিরত অনবরত শোভাযাত্রার মত চলিতেছে দেখা যায় এবং কাহার এরূপ সাধ্য যে চলাচল নিয়ন্ত্রনী পুলিসের সঙ্কেত ব্যতীত রাস্তা পার হইতে চেষ্টা করে? * লণ্ডনে একটি দুইটি রাস্তা নয়, দশটি বারটি রাস্তা নয়, গলিঘুঁজি বাদ প্রায় সকল রাস্তায় বাস বা মোটরকার ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্নের কয়েক ঘণ্টার জন্য গাড়ীর এই ভিড় কমে বটে তবে তাহাও সকল রাস্তায় নয়। রাস্তায় যেরূপ কারের ও বাসের ভিড়, রাস্তার ফুটপাথের উপর সেইরূপ লোকের জনতা! সাহেব মেম ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সকলেই দেখিয়াছে, অন্ততঃ তাহারা ত আমাদের চোখে নূতন নয় তবে তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও ভীষণ জনতাই এদেশে নূতন। যে দিকে যাই যে দিকে চাহি সেই দিকেই দেখি উহারা ভিড় করিয়া আছে! ইংরাজী দোকানও আমরা সকলে অনেক দেখিয়াছি তবে কলিকাতার প্রত্যেক বিলাতী দোকানের তুলনায় লণ্ডনে উহাদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট সহস্র দোকান আছে। দেশে'ত ইংরাজী হোটেল ও রেষ্টোরাঁ অনেক দেখিয়াছি। লণ্ডনের অনেক রাস্তায় প্রতি একশত গজের মধ্যে একটি হোটেল বা রেষ্টোরাঁ মিলিবে এবং প্রত্যেকটিতে কি ভিড়! বাল্যকাল হইতে ত ট্রেণগাড়ী দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু মার্সেইএ জাহাজ হইতে নামিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইয়া যে রেলগাড়ী দেখিলাম সেগুলি কি ভীষণ প্রকাণ্ড মনে হইল। বিলাতের ঘোড়াগুলাও কি প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড, এক একটি ছোট হাতী প্রমাণ! এইরূপ সকল পদার্থই। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় রাস্তায় অন্ততঃ এক ডজন ব্যাংক থাকিবে এবং লণ্ডনে এমন কোন পাড়া নাই যেখানে অন্ততঃ দশটি ব্যাংক নাই। আর থিয়েটার, সিনেমা, হাঁসপাতাল, বাগান, মূর্ত্তি, ফোয়ারা তাহাদের সংখ্যাই বা কে গণনা করিতে পারে? তাই বলিতেছি এই সকল দেশ নূতন জিনিস দেখাইয়া আমাদিগকে তেমন পরাস্ত করে না যেমন পরিচিত জিনিসের আয়তন বা প্রাচুর্য্য দেখাইয়া হার মানায়। ভিড়, ভিড়, ভিড় এখানকার বড় বড় শহরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল দ্রব্যের ভিড়। রাস্তায় ছয় সাত তোলা বাড়ীর সংখ্যা, দোকানের সংখ্যা, দোকানে

* ১৯৩৫ সালে এক সমাচার পত্রিকায় দেখিলাম যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ঘণ্টায় রাস্তায় চাপা পড়িয়া তিন জন লোক মারা যায়!

দ্রব্যের সংখ্যা, বাস, কার, লোকের ভিড়, দোকানে, থিয়েটারে, সিনেমায় ক্রেতা ও দর্শকবৃন্দের ভিড়, রেষ্টোরাঁ কাফেতে খাইবার লোকের ভিড়, অন্তর্ভৌমিক রেলে ও টিউবে যাত্রীদিগের ভিড়, সর্ব্বত্রই লোকে-লোকারণ্য। গ্রেট বৃটেনেত চারি কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের অধিক বাস নাই, তখন কোথা হইতে এত লোক ইহার শহরগুলিতে আসে? মনে হয় যেন এ দেশের সকলেই একত্রে ছুটিতেছে, খাইতেছে, আমোদপ্রমোদ করিতেছে, কেহ যেন কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হইয়া বসিয়া নাই। তাহাই হইবে। বিনা কাজে ঘরের ভিতর কেহ লণ্ডন বা প্যারিসে যে এক মুহূর্ত্তের জন্য থাকে তাহাত আমার মনে হয় না এবং শয়ন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই শহরের লোকেরা তাহাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে না। অন্যান্য বড় শহরেও তাহাই।

(৭) **ইয়োরোপের সভ্যতা কি আধিভৌতিক, ভারতের কি আধ্যাত্মিক?**—আমাদের দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে এক সর্ব্বজনীন বিশ্বাস আছে এবং ইহা এই যে ইয়োরোপের সভ্যতা আধিভৌতিক, আমাদের দেশের সভ্যতা আধ্যাত্মিক, ইয়োরোপবাসীদিগের দৃষ্টি ইহ জীবনের প্রতি নির্দ্দিষ্ট, তাহাদের চেষ্টা সতত কি প্রকারে এ জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে এমন কি ভোগ বিলাসে অতিবাহিত হয়, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাস এ জীবনে কিরূপে বৃদ্ধি পায়, আর আমাদের দৃষ্টি পরজীবনের দিকে, আমাদের সতত চেষ্টা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ বিলাস উপেক্ষা করিয়া, লালসা দমন করিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে বিলীন করা। কিন্তু আমাদের এ বিশ্বাস কি সত্য এবং যদি সত্য হয় তাহা হইলে কতদূর সত্য, কি অর্থে সত্য, এই বিশ্বাসের মূলে ইহার ভিত্তিই বা কি এবং ইহার বিস্তারই বা কতটা? আমাদের এই বিশ্বাস সত্য হইলেও ইহা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য নয়, আংশিক-ভাবে এবং কোন এক বিশেষ অর্থে সত্য তাহা এ বিষয়ে যাঁহারা কিঞ্চিৎ মাত্র চিন্তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ ইহা হইতেই পারে না যে আমরা বলিতে চাহি যে ইয়োরোপবাসী মাত্রেই ঘোর বস্তুতান্ত্রিক, সর্ব্বদা ভোগবিলাসে মত্ত, তাহারা কখন পরমার্থ বিষয় চিন্তা করে না আর আমরা সকলেই ভোগবিলাস লালসা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা

পরমার্থ ধ্যানে মগ্ন। সেণ্ট ফ্রান্সিস অব্ এসিসি হিন্দু ছিলেন না এবং আমাদের জমিদার বাবুর পুত্র ইয়োরোপীয় নন। অপর পক্ষে আমার বিশ্বাস যে ইয়োরোপের অনেক দেশে আমাদের দেশের অপেক্ষা শতকরা অনেক অধিক সংখ্যক নিস্পৃহ, পরোপকারী, আত্মসংযমী, আত্মত্যাগী লোক দেখা যায় যাহাদের জীবন ঘোর বাস্তব সংসারের জড়তার মধ্যে অতিবাহিত হইলেও আমাদের দেশের পুরাকালের মুনিঋষিদিগের জীবন অপেক্ষা কোন অংশে কম নিঃস্বার্থ, আধ্যাত্মিক নয়। ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প নয়, তথাপি প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন মহাপুরুষ জ্ঞান মন্দিরে সত্যের পাদপীঠে আত্মবলি দিয়া বিশ্বজননীর পূজায় রত তাহা আমাদের দেশের কয়জন লোক দেখিয়াছে? ইহারা ব্যতীত আরও কতশত আত্মসংযমী, আত্মত্যাগী মহাত্মারা ইয়োরোপের সকল দেশে সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া, ভোগ লালসা ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিঃস্বার্থ জীবন লোকের হিতের জন্য, সত্যের জন্য উৎসর্গ করিতেছে একথা আমাদের দেশের কয়জন লোক জানে? এই সকল মহাত্মারা যে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের তপোবনবাসী মুনিঋষিদিগের অপেক্ষা কম আধ্যাত্মিক, এই সকল মহাপুরুষেরা যে সভ্যতার অঙ্গ সেই সভ্যতার যে তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতেছে না এ কথা বলিবার কাহার সাহস হয়?

(খ) সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কোন যুগে কোন দেশে সভ্যতা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক হইতে পারে না, যেমন এটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকও হইতে পারে না, কারণ, সভ্যতা কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ মানব কর্তৃক প্রাকৃতিক শক্তির দমন। বিশ্বে দুই প্রকার বল আছে, ভৌতিক বল এবং আধ্যাত্মিক বল। মানুষ সকল যুগেই যে এই দুই প্রকার শক্তির অস্তিত্ব মানিতে প্রস্তুত ছিল তাহা নয়। আদিম মানব বিশ্বের এই দুই প্রকার শক্তির অস্তিত্ব যে অস্বীকার করিত তাহা নয় তবে তাহাদিগকে মিশাইয়া ফেলিত, গুলাইয়া ফেলিত। তাই তাহারা তাহাদের চারিদিকে আকাশে, মাটিতে, নদীতে, বৃক্ষে ভূত-প্রেত দেখিত এবং তাহাদিগকে পূজা করিত। আধুনিক মানব অনেক স্থলে একের অস্তিত্ব অস্বীকাব করিয়া অন্যের অস্তিত্ব সমর্থন করে। ইহার কারণ এই যে যে লোক বিশ্বের যে বিভাগ অধিক অনুশীলন করে সে সেই বিভাগের মুখ্যতা প্রতিপন্ন করিতে অধিক চেষ্টা করে। আধুনিক কালে বিশ্বের

ভৌতিক বলের চর্চ্চা ও গবেষণা আধ্যাত্মিক বলের অনুশীলন অপেক্ষা অধিক হইয়াছে বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিক বলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক সময় সন্দিহান হই। কিন্তু এই দুই শক্তিই এক উৎস হইতে উৎপন্ন, তবে আধ্যাত্মিক বলের গবেষণা এতই জটিল ও সূক্ষ্ম এবং তাহাতে পরীক্ষা করিবার তেমন সুযোগ নাই বলিয়া ইহার চর্চ্চা আধুনিক কালে তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। আমরা যখন সরাসরী ৫০ আউন্স মাত্র ওজনের মস্তিষ্ক এবং পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয় লইয়া এই অদ্ভুত বিশ্বমাঝে বিচরণ করি তখন ইহাদের দ্বারা যে বিশ্বের ঘোর তমসা, জটিল রহস্য, ভেদ করিয়া ইহার সকল সমস্যার সমাধান কোন কালে করিতে পারিব তাহাই বা কিরূপে আমরা আশা করি? তথাপি এই মাত্র বলি যে বিশ্বে যদি ভৌতিক বল ভিন্ন অন্য কোন শক্তি না থাকে, বিশ্বের যদি কোন নৈতিক উদ্দেশ্য না থাকে এবং বিশ্বের কার্য্য যদি নৈতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে বলতেয়ারের সহিত আমাদের বলিতে হয় যে আমাদের এই জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক পাগলা গারদ ভিন্ন আর কিছুই নয়! চারিদিকে বিপুল শক্তির যেরূপ খেলা চলিতেছে আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বে ছোট বড় সকল দ্রব্যেই যে সৌন্দর্য্য যে কল্পনা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, সেগুলি যদি কোন এক মহান্, বিপুল, সুন্দর নৈতিক বলের দ্বারা চালিত না হয় এবং ঐরূপ কোন এক উদ্দেশ্যের দিকে চালিত না হয় তাহা হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে পাগলা মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য বই আর কিছুই নয়. তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। তবে কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট রঙ্গভূমি মাত্র, যথায় আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত আলোকের, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত বিচিত্র অদ্ভুত গীতবাদ্যের সাহায্যে উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসির মধ্যে অনাদিকাল হইতে পঞ্চভূতের এক উৎকট উদ্দাম নৃশংস নৃত্য চলিয়া আসিতেছে? এই সিদ্ধান্ত মানুষের যৎসামান্য বুদ্ধিও বাতিল করিবে। না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বস্তু জগৎ ভিন্ন আর কিছুই নাই, এখানে কোন আধ্যাত্মিক বল কার্য্য করে না, এখানে কোন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নাই ইহা যাহারা ইচ্ছান্ধ তাহারাই বলে। যাহারা সন্ধ্যাগমে আকাশের এক কোণে একটি মাত্র তারকা উঠিতে দেখিয়াছে, প্রাতে রক্তারুণরশ্মিরঞ্জিত শিশির-স্নাত মাঠের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফুল ফুটিতে দেখিয়াছে, জীবনে একটি মাত্র প্রকৃত স্বার্থত্যাগের কাহিনী শুনিয়াছে তাহারা তাহা কখন বলিতে পারে না। যখন মাঠের একটি মাত্র তৃণের, গাছের একটি মাত্র পাতার, পথের

ধারের একটি মাত্র প্রস্তর খণ্ডের উৎপত্তির জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শত সহস্র যুগ ব্যাপিয়া কঠোর প্রসব বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছে তখন কিরূপে বলি যে বিশ্বের বিশ্বনিয়ন্তা কেহ নাই বা তাঁহার উদ্দেশ্য মহান নহে। অথচ অপর পক্ষে হাক্সলের- উক্তি যে প্রকৃতির দশন ও নখর রক্তে রক্তাক্ত মানুষ কি প্রকারে তাহা সত্যের খাতিরে উপেক্ষা করিতে পারে, জগতের এত যাতনা এত অন্যায় মানুষ কি প্রকারে বিস্মৃত হইতে পারে? আমার শ্বশুর মহাশয় বলিতেন যে যখন ইতিহাস পাঠ করি, মানুষের মানুষের উপর ভীষণ অমানুষিক দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতনের কাহিনী পাঠ করি তখন মনে হয় যে বিশ্বের কোন এক কোণে এক করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকিলে এরূপ ঘটনা সম্ভব হইত না। তিনি আরও বলিতেন যে আবার যখন জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করি তখন মনে হয় যে বিশ্বে ঈশ্বর না থাকিলে, তাঁহার এক মহান্ উদ্দেশ্য না থাকিলে এই বিরাট সৃষ্টিও সম্ভব হইত না। ৭৯ খৃঃ অব্দে বিসিউবিয়াস পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পে ও হারকুলেনিয়মের ধ্বংসের, লিস্‌বনের ১৫৩১ ও ১৭৫৫ সালের, বিহারের ১৯৩৪ সালের, কোয়েটার ১৯৩৫ সালের ভূমিকম্পের বিবরণ পাঠ করিলে সর্ব্বশক্তিমান অথচ করুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস ধাক্কা পায়। বিবেক জিজ্ঞাসা করে ১৭৫৫ সালের লিস্‌বনের ভূমিকম্পে যে ৫০,০০০ লোক, বিহারের ভূমিকম্পে যে ৫০০০ লোক, কোয়েটার ভূমিকম্পে যে ৩০,০০০ লোক, ভাল মন্দ, দোষী নির্দ্দোষ হঠাৎ মারা গেল তাহা কিসের জন্য? তাহারা সকলেই কি পাপী, তুমি আমি যাহারা আজ জীবিত আছি, হাসি খেলা করিতেছি, তাহারা সকলেই উহাদের অপেক্ষা কি কম পাপী, এইরূপ মৃত্যুদণ্ডের কি উহারা সকলেই যোগ্য? তাহা যদিও বা হয় তাহা হইলেও কি পারস্য কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা কি সম্পূর্ণ "বৃদ্ধ খৈয়াম" এর মাদকতা প্রসূত প্রলাপ বাক্য মাত্র?—

O Thou, who dids't with Pitfall and with Gin.
Beset the Road I was to wander in,
Thou wilt not with Predestination round
Enmesh me and impute my Fate to Sin?
O Thou, who Man with baser Earth didst make
And who with Eden did'st devise the Snake;
For all the sin wherewith the Face of man
Is blackn'd Man's Forgiveness give—and take !*

* ওমর খৈয়ামের রুবায়ৎ।

এই জগতে কু-এর (Evilএর) অস্তিত্বের বিষয় কেহ সন্দিহান হইতে পারে না তবে ইহা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আছে সে বিষয়ে মত-ভেদ থাকিতে পারে। আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কি ভয়ানক, কি বীভৎস ঘটনাবলী ঘটিতেছে তাহা যদি কোন মানুষের হৃদয়ে ক্যামেরার মত চিত্রিত হইয়া যাইত তাহা হইলে সে মানুষ কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য চৈতন্য না হারাইয়া জীবিত থাকিতে পারিত না! তথাপি উপনিষদের ঋষি উচ্চৈঃস্বরে সকলকার নিকট ঘোষণা করিতেছেন—

শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ।২।৫
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" ৩।৮ *

বিশ্ব কবি গেয়টের ফাউষ্ট নামক পুস্তকে উদ্যান দৃশ্যে, মার্গারেট যখন ফাউষ্টকে জিজ্ঞাসা করে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে কিনা তখন ফাউষ্ট বলে—

Faust.—My love, who dare say, I believe in God? You may ask priests and philosophers, and their answer will appear but a mockery of the questioner.

Margaret.—You don't believe, then?

Faust.—Mistake me not, thou lovely one! Who dare name Him? and who avow, 'I believe in Him not'? The All-embracer, the all-sustainer, does he not embrace and sustain thee, me, Himself? Does not the heaven arch itself there above? Lies not the earth from here below? And do not the eternal stars rise, kindly twinkling, on high? * * * With it fill thy heart, big as it is, and when thou art wholly blest in the feeling, then call it what thou wilt! Call it Bliss!—

* শ্বেতাশ্বতরো উপনিষৎ।

Heart!—Love!—God! I have no name for it!
Feeling is all in all. Name is sound and smoke, clouding heaven's glow.

Margaret.—That is all very fine and good. The priest says nearly the same, only with somewhat different words.

Faust.—All hearts in all places under the blessed light of day say it, each in its own language—Why not I in mine?

ঠিক কথা! মার্গারেটও ঠিক বলিয়াছে, ফাউষ্টও ঠিক বলিয়াছে! তবে বুঝিবার মত কিছুই নয়! সকলেই এক কথা বলিয়াছে, কিন্তু বলিয়াছে কি? আসল কথা আমাদের গোড়ায় গলদ, আমাদের ৪৮ বা ৫০ আউন্স মাত্র ওজনের মস্তিষ্ক, তাহার অপরিস্ফুট অবস্থা ও পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয়। আমরা যদি সরল স্পষ্টবাদী হই তাহা হইলে গীতা আত্মার বিষয় যাহা বলিয়াছে আমরা ঈশ্বরের বিষয়ও তাহা ছাড়া আর কি বলিতে পারি—

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" *

কে জানে উপনিষদের কথা সত্য কি না! আর অমৃতের পুত্রই বা কাহারা? তবে ইহা সত্য এবং ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান এই বাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করে যে বিশ্বে কিছুরই নাশ নাই, প্রকৃত জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, জন্ম, মৃত্যু সবই কেবল অবস্থানের পরিবর্ত্তন মাত্র—পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন, প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন, অনাদিকাল হইতে শাশ্বতকাল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন, ইহাই বিশ্বের নিয়ম। ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের আদি মন্ত্র! তখন আমরা যাহাকে জন্ম বলি তাহার পূর্ব্বে যে কিছু ছিল না, আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহার পর যে কিছু থাকিবে না এ বাদ বিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত নয়। তবে জন্মের পূর্ব্বে কি ছিল, মৃত্যুর পরে কি থাকিবে যদি কেহ বলে সে জানে, হয় সে ঠক নয় সে আত্মপ্রবঞ্চক! বোধ হয় কবি অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন

"Well didst thou speak, Athena's wisest son!
All that we know is, nothing can be known." †

তাই এ জগতে অনেক সময় মানুষ মুমূর্ষু গ্যেটের ন্যায় অসহায়ভাবে ক্ষীণস্বরে

* শ্রীমদ্ভগবদগীতা—২য় অধ্যায় ২৪ শ্লোক।

† কবি লর্ড বাইরণের চাইল্ড হারল্ড।

ঈশ্বর চরণে কেবল একটি মাত্র ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে পারে—আরও আলো, আরও আলো ! *

(গ) যদিও জগতে নৈতিক বলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব, তথাপি কি নিয়মে কিরূপে সেই শক্তিগুলি কার্য্য করে তাহা অদ্যাপি কেহ যে বলিতে পারিয়াছে তাহা'ত আমার মনে হয় না। সে যাহা হউক মানুষ সভ্য হইতে আরম্ভ করিলে তাহাকে বিশ্বের ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার শক্তিকেই নিজ বশে আনিতে হইয়াছে অর্থাৎ তাহাকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুই প্রকার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। †

তাই বলিতেছি যে সকল দেশে সকল যুগে সভ্যতা কতক ভৌতিক ও কতক আধ্যাত্মিক এবং এইরূপ না হইয়া কোন দেশে কোন যুগে সভ্যতার সৃষ্টি ও বিস্তার হইতে পারে নাই। যাঁহারা সংস্কৃত সভ্যতার ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহাদের একথা অবিদিত নাই যে আমাদের দেশের সেই প্রাচীন তথাকথিত আধ্যাত্মিক সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে কি ঘোর বস্তুতান্ত্রিক ছিল। বেদের সভ্যতা হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারত রামায়ণ মহাকাব্য যুগের সভ্যতার ভিতর দিয়া পৌরাণিক যুগের সভ্যতায় আসিবার সময় দেখিতে পাই যে পুরাকালে আমাদের তথাকথিত আধ্যাত্মিক সভ্যতা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে কি ভীষণ বস্তুতান্ত্রিক আধিভৌতিক সভ্যতা ছিল। কালের ও ঘটনার পরিবর্ত্তন ধরিলেও সংস্কৃত সভ্যতা যে আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার অপেক্ষা মোটের উপর কম বস্তুতান্ত্রিক ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে পুরাকালে আমাদের দেশের মুনিঋষিরা আধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতেন। শুধু তাহাই নয়—ইহার জন্য তাঁহাদের

* Goethe died on the 22nd March 1832. His last articulate words were "more light." Goethe by A. Haywood, Page 222.

† আমি বিশ্বের শক্তিকে দমন করিবার, বশে আনিবার কথা বলিয়াছি বটে কিন্তু বশে আনিতে হইলে বল প্রকাশ করিয়া বিশ্বের শক্তিগুলিকে দমন করা মানুষের সাধ্য নয়। বিশ্বের বলকে বশে আনিতে হইলে মানুষকে নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের উন্নতির জন্য দেখিতে হইবে কি উপায়ে নিজের হানি না করিয়া বিশ্বের শক্তির ক্রিয়ার নিয়ম সকল বুঝিয়া ও মানিয়া তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করা যায়।

যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হইবে—তাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন প্রচুর এবং ভৌতিক শক্তিকে এই আধ্যাত্মিক শক্তির আয়ত্তের ভিতর আনিবার প্রচেষ্টাও তাহাদের কম ছিল না। আমাদের দেশের মহাপুরুষেরা তপোবনে নিভৃতে নির্জ্জনে পরমার্থ বিষয় চিন্তা করিয়া আধ্যাত্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তপোবনের বাহিরে ঘোর বস্তুতান্ত্রিক সমাজে আধ্যাত্মিক নিয়ম কারণ প্রয়োগ করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এইজন্য আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে দর্শন, ধর্ম্ম এবং সামাজিক আচার ব্যবহার রীতিনীতির মধ্যে পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমাদের সমাজে কোথায় দর্শন শেষ হইল ধর্ম্ম আরম্ভ হইল কোথায় দর্শন ও ধর্ম্ম দুইই শেষ হইল সামাজিক রীতিনীতি আরম্ভ হইল কেহ তাহা বলিতে পারিত না। অনেকে বলিতে পারেন যে জগতে সর্ব্বত্র সকল দেশে সভ্যতার প্রাক্কালে এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিবর্ত্তন নিয়ম অনুসারে ( according to the law of evolution ) সভ্যতার উন্নতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন অংশ ও ক্রিয়ার বিচ্ছেদ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। এ কথা সত্য, তবে আমি বলিতে চাই যে আমি যে সভ্যতার বিষয় বলিতেছি সে মানবের আদিম অবস্থার সভ্যতা নয়, সে পরবর্ত্তী অবস্থার অতি উন্নত সভ্যতা এবং আমাদের প্রাচীন সভ্যতার চরমেও দর্শন, ধর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি সংমিশ্রিত ছিল, কখনও পৃথক হয় নাই। আমার অনেক সময় মনে হয় যে আমরা পুরাকালে এক অতি বৃহৎ, অতি জটিল, সামাজিক পরীক্ষায় লিপ্ত হইয়াছিলাম। এমন কি ইহাও হয়ত বলা যাইতে পারে যে সেণ্ট সাইমনের জন্ম হইবার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমরা আমাদের সমাজে এক অতি জটিল সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা করিয়াছিলাম। প্রাচীনকালে আমাদের দেশের সমাজনৈতিকরা এবং সমাজের নেতারা অনেক শতাব্দী ধরিয়া এক কঠিন সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সমস্যাটি এই যে কিরূপে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দলের ( ethnic groups ), ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের, ভাষার, সভ্যতার লোকদিগকে এক বিশাল জনবিরল গিরিবনসঙ্কুল দেশে দ্রুতগামী ও কার্য্যোপযোগী যানবাহনাদিশূন্য, অভিযান ও বিদ্রোহের মধ্যে এক সভ্য জাতিতে গঠন করা যায় যে জাতি আত্মরক্ষার ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করিবার জন্য, নিজেকে শক্তিশালী করিতে পারে এবং সেই অতি অনুগৃহীত জাতি অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াও যাহাতে এক

অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ চিরকাল জাজ্বল্যমান রাখিয়া ভবিষ্যতের হাতে সেটি উপহার দিয়া যাইতে পারে। তবে একথা সত্য যে জগতের ইতিহাসে অনেক জাতিকেই এইরূপ সমস্যা-সম্মুখীন করিতে হইয়াছে এবং যখন যে জাতি সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতে প্রথম চেষ্টা করিয়াছে তখন সেই জাতিকেই কোন না কোন আকারে কোন না কোন প্রকারে এইরূপ সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে। তবে সকল জাতির সমস্যা সমানভাবে দুরূহ ছিল না এবং সাধারণতঃ এই সমস্যা জগতের প্রায় সকল জাতি অসির সাহায্যে অত্যাচার, উৎপীড়ন, ধ্বংসের দ্বারা সমাধান করিয়াছে এবং অদ্যাপি করিতেছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যে এই নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করা হয় নাই তাহা কেহ বলিতে পারে না। পুরাকালে গ্রীস ও রোমকে এই সমস্যা সমাধান করিতে হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের সমস্যা আমাদের সমস্যা অপেক্ষা অনেক সরল ছিল। তথাপি তাহারা যে এই সমস্যা ভাল করিয়া সমাধান করিতে পারে নাই তাহা বলা বাহুল্য কারণ তাহাদের সমাজ, তাহাদের সংস্কৃতি দাসত্বের উপর স্থাপিত ছিল এবং এরিষ্টট্লের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী পুরুষ গ্রীক সমাজের এই ভিত্তি—দাসত্ব-প্রথা—সমর্থন করিয়া গিয়াছেন! করিন্থ নগরে—যখন ইহার ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠিয়াছিল—৪,৬০,০০০ জন ক্রীতদাস ছিল, ইজীনাতে ৪,৭০,০০০ জন ক্রীতদাস ছিল, তাহাদের স্বাধীন নাগরিকদিগের দশগুণ! এমন কি এথেন্সে, যাহার স্বাধীন অনুষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের কথা পাঠ করিয়া জগৎ অদ্যাপি মুগ্ধ হয় সেই এথেন্সে, এক সময়ে ৩,৬৫,০০০ জন ক্রীতদাস এবং কেবল মাত্র ৯০,০০০ জন নাগরিক ছিল এবং ইহার স্বাধীন অনুষ্ঠানগুলি এবং শাসনতন্ত্র কেবল এই ৯০,০০০ লোকেদের জন্য! বর্ত্তমানকালে আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশকে এই সমস্যা সমাধান করিতে হইয়াছে, অতি নিষ্ঠুরভাবে। আমাদের দেশেও আর্য্যদিগের এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে অতিশয় নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হইতে হয় সত্য কিন্তু পরে তাহাদিগের পন্থা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারা অতি সাহসের সহিত, বুদ্ধি সহকারে ও অপেক্ষাকৃত অল্প বলপ্রয়োগ দ্বারায় এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য হয়ত তাহারা সুখ্যাতিলাভের অধিকারী। জীবনের আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করিয়া, ধর্ম্ম এবং দর্শনের সাহায্যে, তাহারা সমাজের এমন একটি রূপ সৃষ্টি করিয়াছিল যে ইহা

জগতের সম্মুখে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিন চারি সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বিরাজ করিয়াছে। এখন ইহার ধ্বংসাবস্থায় ভগ্ন ইঁট পাঠকেল দেখিয়া বলা ঠিক নয় যে তাহাদের সমাধানটি প্রথম হইতে সম্পূর্ণরূপে ভুল হইয়াছিল। ইহার আবর্জ্জনা সরাইলে এখনও হয়ত অনেক স্থলে দেখিতে পাইব যে সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত এবং হর্ম্মটির কোন কোন অংশ অতি সুচারুরূপে কল্পিত এবং অতি নৈপুণ্যসহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে ইহাও মানিতে হইবে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এই সমাধানের মধ্যে অনেক ভুল ছিল এবং এখন আমরা বেশ উপলব্ধি করিতেছি যে মানুষে মানুষে এত ভীষণ প্রভেদ করা ( যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করিয়াছিল ), যে দর্শন ও ধর্ম্মের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে স্মৃতিকারদিগের, সংস্কারকদিগের, রক্ষণশীলদিগের সাহায্যের জন্য সর্ব্বক্ষেত্রে সময়ে অসময়ে টানিয়া আনা, সামাজিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য ধর্ম্ম ও দর্শনের ভয় দেখান আপাতঃ সুবিধাজনক এবং কিছুকালের জন্য উপকারী হইতে পারে কিন্তু এই পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, অন্যায়, এবং পরিণামে ইহা অত্যন্তই অনিষ্টকর। আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতা ইয়োরোপের সামাজিক সমস্যা অন্য উপায়ে সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে সভ্যতা দর্শন, ধর্ম্ম ও সামাজিক সমস্যা কিছু পৃথক রাখিতে চেষ্টা করিয়া দর্শনের রাজ্যে দর্শনকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়া, ধর্ম্মের রাজ্যে ধর্ম্মকে একাধিপতি করিয়া ইহলোকের সাধারণ নিত্য ব্যাপারের জন্য ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়া সামাজিক সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য এই তিনটিকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা অসম্ভব এবং সামাজিক ব্যাপারে ইয়োরোপে দর্শন এবং ধর্ম্মের যে কোন প্রভাব নাই সে কথা কেহ বলিতে পারে না। মোটামুটি বলিতে হইলে বলা যায় যে সামাজিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য ইয়োরোপীয় সংস্কারকদিগের একটি পন্থা সামাজিক স্বাভাবিক পদমর্য্যাদার পরিবর্ত্তে চুক্তিমূলক স্থিতির প্রবর্ত্তন করা ( substitution of contract for status ), দ্বিতীয় পন্থা প্রামানিকতার পরিবর্ত্তে যুক্তি ( substitution of reason for authority ), তৃতীয় পন্থা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথাসাধ্য বৃদ্ধি করা। ইহাদিগের সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য ও গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠি হইতেছে লোককে অধিকতম সুখদান করা। এইসকল পন্থা ইয়োরোপবাসীরা অবলম্বন করায় ইহাদিগকে বস্তুতান্ত্রিক

বা নাস্তিক বলিয়া গালি দিবার কোন কারণ দেখি না। অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ইহাদিগের পরীক্ষা এখনও চলিতেছে, কালে যদি সফল না হয় তাহা হইলে ইহারা যে ইহাদের পথ পরিবর্ত্তন করিতে অসম্মত হইবে তাহাত মনে হয় না। তবে ইহাদের গবেষণাগারে প্রবেশ করিয়া ইহাদের পরীক্ষাগুলি কিছুকাল নিরীক্ষণ করিয়া যাহা দেখিলাম ও বুঝিলাম তাহাতে আমার মনে হয় যে এই পরীক্ষা হইতে ইহারা উপস্থিত কতকগুলি অতি মহামূল্য উপসর্গ ফল (bye products) পাইয়াছে যাহা যাহারা আমাদের ন্যায় প্রাচ্যে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা পায় নাই। এই সকল দেশে সাধারণ লোকর পার্থিব সুখের উচ্চ আদর্শ, ইহাদের মনের সজাগভাব, মনের জুজুর ভয় হইতে মুক্তি, তাহাদের দক্ষতার আধিক্য প্রভৃতি গুণগুলি এই পরীক্ষার উপসর্গ ফল বলিয়া আমার মনে হয়। তবে ইহাদের পরীক্ষা অদ্যাপি শেষ হয় নাই, অদ্যাপি অতি জোরে চলিতেছে এবং সম্পূর্ণ সফল হইবে কি না তাহা এখন পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারে না। ইহাদের দুর্দ্দমনীয় লোভ, ভীষণ স্বার্থপরতা, অন্ধ জাত্যাভিমান, বিলাসপ্রিয়তা, কপটতা প্রভৃতি চরিত্রের দোষগুলি যে ইহাদের উপস্থিত পরীক্ষাটি বশে আনিতে পারিবে সে বিষয় আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। হয়ত কালে আমাদের দেশের চির পরিচিত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহাদের এই সকল দোষ দমন করিতে হইবে। ইয়োরোপ এখন যে পথে যাইতেছে তাহা দেখিয়া আমার মনে হয় যে শীঘ্রই ইহারা ইহাদের কতিপয় উন্মাদ রাসায়নিক, উন্মাদ জীববৈজ্ঞানিক, কতিপয় উন্মাদ রাজনৈতিক দ্বারা পরিচালিত হইয়া পৃথিবীতে মানবজাতির ধ্বংস সাধন করিবে। অনেক সময় আমার মনে হয় যে হয়ত ইহাদিগের এই বৃহৎ পরীক্ষা একদিন এক ভীষণ ধ্বংস আনয়ন করিবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে অন্ততঃ ইহার উন্নতিশীল অংশকে এক প্রচণ্ড দাবানলে দগ্ধ করিবে। ইয়োরোপের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে তাহার অধিবাসী-দিগের মস্তিষ্ক যে পরিমাণে পরিণত হইয়াছে তাহাদের মন ও চরিত্র সেই পরিমাণে পরিণত বা উন্নত হয় নাই। তাহাদের সভ্যতার উন্নতির সহিত তাহাদিগের মনের যে অবনতি হইয়াছে তাহা আমি স্বীকার করি না, তবে ইয়োরোপের বিপদ এই যে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া ইয়োরোপবাসীরা যে সকল শাণিত অস্ত্র হস্তগত করিয়াছে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিবার উপযুক্ত উদার মন তাহারা এখন পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে

বলিতে হয় যে তাহাদের মস্তিষ্কের উন্নতি তাহাদের নৈতিক উন্নতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যদিও উভয়েরই উন্নতি হইয়াছে একের উন্নতির হার অন্যের উন্নতির হারের অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে।

(ঘ) ইয়োরোপের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার আরো একটি কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ইয়োরোপেও অতি অল্প ছিল। গত একশত বৎসরের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিত লোক ইয়োরোপের অনেক দেশে আর নাই বলিলেই হয়। কিন্তু যাহারা শিক্ষা পাইয়াছে তাহারা সকলেই কি প্রকৃত শিক্ষিত? তাহারা শিক্ষা পাইয়াছে, ভোট পাইয়াছে কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের অনেকেরই আসে নাই। পূর্ব্বে কেবলমাত্র প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে সকল বিষয় আলোচনা করিত, সমাধান করিত আজ সেইগুলি অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত, প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত ভোটের অধিকারী জন সাধারণ আলোচনা করিতেছে, তাহার সমাধান করিতেছে। পূর্ব্বে ইয়োরোপের জনসাধারণ নিজবুদ্ধির সীমা (তাহাদিগের limitations) জানিত এবং সেইজন্য রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিত না, উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা বা পাদ্রিরা যাহা বলিত তাহারা তাহাই বলিত ও করিত। এখন তাহাদিগের সন্তানসন্ততিরা অল্পমাত্র শিক্ষা পাইয়া আর আপনা-দিগকে অশিক্ষিত মনে করে না, সকল বিষয়ে সকল সময়ে নিজ মতামত প্রকাশ করিবার নিজেদের সম্পূর্ণ যোগ্য ও অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করে। যে দেশের লোক যত বুদ্ধিমান, যে দেশে শিক্ষা যত বিস্তার লাভ করিয়াছে সে দেশ এ বিষয়ে তত উচ্ছৃঙ্খল। তাই এ বিষয়ে ফ্রান্সের দশা আজ এত শোচনীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মতবিস্তার শুনিবার শিক্ষামাত্র তাহারা লাভ করিয়াছে, ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা তাহারা প্রকৃতপক্ষে এখনও পায় নাই। তাই যে দেশে মতবিস্তার যত জোরে চলিতেছে, যে দেশে মত বিস্তারের পরিকল্পনা যত কার্য্যকরী সেই দেশে সেই মতানুসারে লোক সাম্যবাদ বা ফ্যাসিসম্ বা নাটসিসম্ অধিক সংখ্যায় অনুমোদন করিতেছে। ষ্টলিনই হউক আর হিটলারই হউক আর মুসোলিনিই হউক যে যত চতুরভাবে তাহার মত বিস্তার চালাইতে পারিবে সে সেই পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে। অবশ্য ইহার প্রতিবিধান জনসাধারণের মধ্যে

শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করা নয় বরং সেই শিক্ষার উন্নতি করা। ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এই সমস্যা উঠিবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শিক্ষার বিস্তার অপেক্ষা শিক্ষার উন্নতিই দেশের পক্ষে অধিকতর হিতকর।

ইয়োরোপের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা আর যাহাই হউক না কেন তাহারা নির্ব্বোধ নয় এবং তাহারা যে তাহাদের অনুবর্ত্তন ক্ষমতা (power of adaptability) হারাইয়াছে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহারা বিপদ আশঙ্কা করিলে তাহার প্রতিকারের জন্য যে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবে না তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। কি উপায় তাহারা অবলম্বন করিবে তাহা এখন বলা যায় না, তবে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বিশ্বের অন্য শক্তি অর্থাৎ আধ্যাত্মিকের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিলে কি ভাল হয় না? ভাল হইবার যে সম্ভাবনা আছে সেকথা ইহাদিগের মধ্যে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধার্ম্মিক, স্ত্রীপুরুষরাও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে অন্যদিক দেখিয়া ইহারা ভয় পাইতেছে। পুরাকালে প্রাচ্যে যে সকল দেশে এ বিষয় গবেষণা ও চেষ্টা হইয়াছিল সে সকল দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ইহারা ভয় পাইতেছে এবং ভয় পাইবার যে কোন কারণ নাই, সেকথা বলা ভুক্তভোগী আমাদের মুখে সাজে না। তবে এই বলিতে পারি যে প্রতীচ্য দেশের লোকেরা যদি প্রাচ্যদেশের পুরাতন পরীক্ষা-গুলি আবার আরম্ভ করে সে পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপর চালিত হইবে এবং হয়ত পুরাকালের প্রাচ্যের অপেক্ষা আধুনিককালের প্রতীচ্য অধিকতর সফল হইতে পারিবে। যাহা হউক, নানা প্রকার বিষাক্ত গ্যাস, রোগবীজাণু, বিমানপোত প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্য দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ মানব সভ্যতাকে সাবধানতার সহিত রক্ষা করাই এখন একান্ত প্রয়োজন।

**(৮) জগৎকে ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—বিরোধ প্রবৃত্তি। ভারতে ইহার অস্তিত্ব:**—আমাদের দেশ হইতে ইয়োরোপে যাহারা আসে তাহারা এখানকার ভৌতিক ও হৃদয়হীন যান্ত্রিক সভ্যতার নিদর্শনগুলি যে কেবল দেখিতে আসে এবং সেইগুলি দেখিয়া যে সন্তুষ্টচিত্তে দেশে ফিরিয়া যায় তাহা নয়। এখানকার যান্ত্রিক সভ্যতাজাত দ্রব্যগুলি যে আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে না তাহা নয়, বরং সেইগুলি সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমাদিগের চঞ্চল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাদের

দেশের শিক্ষিত লোকেরা এ সকল দেশে আসিয়া আরও কিছু দেখিতে চায়—এই বস্তু জগতের ও যন্ত্র জগতের বাহিরে ইয়োরোপীয় মনের কার্য্য ও তাহার প্রণালী। বস্তুজগতে ও যন্ত্র জগতে ইয়োরোপ যতই অগ্রসর হউক না কেন, ইয়োরোপ আমাদের চোখের সম্মুখে তাহার সস্তার সূতার কাপড়ের, কাচের বাসনের, খেলনা পত্রের যতই দোকান সাজাইয়া বসুক না কেন, যতই চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রং বেরঙের পণ্যদ্রব্য লইয়া আমাদের ভুলাইয়া আমাদের গাঁটের টাকা খসাইয়া লউক না কেন, আমরা কিন্তু ইয়োরোপবাসী-দিগের সহিত কেনাবেচা করিবার পরক্ষণেই বেশ বুঝিতে পারি যে আমরা প্রতারিত হইয়াছি, যে তাহারা চতুর লোক এবং আমরা গর্দ্দভ! এই সকল বিষয়ে ইয়োরোপ আমাদের দুর্ব্বলতার সুবিধা লয় মাত্র, এবং আমরা যে তাহা বুঝিতে পারি না তাহা নয়। এই সকল বস্তুর দ্বারা আমরা যথার্থ ইয়োরোপের দিকে আকৃষ্ট হই না, আমরা আকৃষ্ট হই ইয়োরোপের সাহিত্যের দ্বারা, ইয়োরোপের বিজ্ঞানের দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি ইয়োরোপের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা। বাল্যকালে এইগুলির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইলে, যৌবনে এইগুলির চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলে মনে হয় কি না এক অমূল্য ধন হাতে পাইয়াছি, মনে হয় কৈ ঠিক এই রকম ত আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী সভ্যতার ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। এমন কি তখন অবিমৃষ্যকারী, পক্ষপাতদুষ্ট, দাম্ভিকতাপূর্ণ মেকলের কথায়ও প্রায় সায় দিই যে প্রতীচ্যের এক তাক মাত্র পুস্তক প্রাচ্যের এক গ্রন্থাগার পূর্ণ পুঁথির অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।*

কি ঘোর নেশা! পরে বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত মোহ কমে বটে এবং আমরা আমাদের মাপকাটি পরিবর্ত্তন করি সত্য তথাপি ইয়োরোপীয় সাহিত্য, ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান তথাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের আদর আমাদের কমে না, সে নেশা আর

* লর্ড মেকলে এইরূপ কথা কোথায় কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই তবে ঐ প্রকারের আর একটি তাহার উক্তি মিঃ ট্রেবেলীয়নের পুস্তকে আছে। ইহা এই "It may safely be said that the literature now extant in the English language is of far greater value than all the literature which three hundred years ago was extant in all the languages of the world together. "মিঃ ম্যাথিউ আর্ণল্ড লর্ড মেকলের এই উক্তিকে "Vulgar" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! সত্যই Vulgar।

ছুটে না। ইহার কারণ আর কিছুই নয় ইয়োরোপের ইতিহাসের ভিতর দিয়া, ইয়োরোপের সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া আমরা প্রথম হইতেই যে স্বাধীনতার এক স্বর্ণসূত্র দেখিতে পাই সে সূত্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, নানাবর্ণে রঞ্জিত ফলফুলে, নানা মূর্ত্তিতে, নানা পরিকল্পনায় ইয়োরোপের সমাজ-ট্যাপেষ্ট্রিকে যেরূপ চিত্রিত ও সুশোভিত করিয়াছে ঠিক সেইরূপ আর জগতে কোথাও দেখি না। যুগ-যুগান্তরব্যাপী সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক গোলামীর মধ্যে লালিতপালিত হইয়া আমরা কেন যে এই স্বাধীনতার দিকে এইরূপ আকৃষ্ট হই তাহা আমি বলিতে পারি না। হয়ত আমাদেরও সামাজিক ও রাজনৈতিক দাসত্বের মধ্য দিয়া এমন কোন একটি ক্ষীণকায়া অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছিল যেটি আমাদের জাতীয় আত্মাকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল অনেকটা যেমন আমাদের ন্যায় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ইতালীয়ানরাও সব হারাইয়া মধ্যযুগে তাহাদের শিল্প, কবিতা, ভাস্কর্য্য, চিত্র, গীত তাহাদিগের জাতীয় আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। সম্প্রতি একজন অতি বিদ্বান বিচক্ষণ ঐতিহাসিক জর্ম্মন নবজীবনের ( Renaissance এর ) বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কোন জাতির রাজনৈতিক ভালমন্দ বিবেচনা করিবার শক্তির সহিত তাহার আধ্যাত্মিক বা শিল্পচিত্তের প্রগতির বস্তুতঃ কোন সম্পর্ক নাই।* এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না বোধ হয় অনেকটা সত্য হইলেও হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে ইয়োরোপের অসংখ্য কার্য্যকলাপের মধ্যে, নানাদিকে তাহার বিপুল চেষ্টাও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, তাহার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ইচ্ছা, শিক্ষা ও সংগ্রামই জগৎকে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মহান দান বলিয়া আমার মনে হয়। এই দান অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর আধ্যাত্মিক দান জগতের কোন যুগের সভ্যতা যদি জগৎকে করিয়া থাকে উহা হইলে তাহা আমার অবিদিত। এই শিক্ষা, এই ইচ্ছা, এই সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রাপ্তির জন্য নয়, তাহত বটেই, তাহা অপেক্ষা আরও কিছু মহত্তর বস্তু প্রাপ্তির জন্য। কারণ, ইয়োরোপে এই সংগ্রাম অতি

* "There is, however, no necessary connection between the political good sense and the spiritual and artistic progress of a people." রাইট অনারেবল এচ্. এ এল ফিশার।

পুরাকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং আধুনিক ইয়োরোপে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম জাতীয়ভাবের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ এবং জাতীয় ভাবের প্রাদুর্ভাব ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই বিশেষ দেখা যায়। এমনকি মধ্য ইয়োরোপে, জর্ম্মনীতে, জাতীয়ভাবের জন্ম নেপোলিয়ান দ্বারা জেনার যুদ্ধের জর্ম্মনদের পরাজয়ের পর হইতে আরম্ভ এবং সে বেশীদিনের কথা নয়। আমি যে মহত্তর স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, সে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ইহার জন্য শিক্ষা, ইচ্ছা ও সংগ্রাম ফরাসী বিপ্লবের অনেক পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়, তবে সে সংগ্রাম প্রথমে ঠিক খাঁটি ধর্ম্মবুদ্ধির স্বাধীনতা সংগ্রাম, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত ছিল না, যেমন ইংরাজদিগের ষ্টুয়ার্ট রাজাদের বিপক্ষে সংগ্রাম, ডাচ্‌দিগের স্পেনীয়ার্ডদিগের বিপক্ষে। আভিজাতিক সম্প্রদায়ের বা মুখ্য তান্ত্রিকতার (oligarchy) বিপক্ষে প্রজাদিগের স্বাধীন হইবার চেষ্টা, অথবা ধর্ম্মপ্রচার বা ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম জগতের ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইয়োরোপ যে সে পথ আধুনিক জগৎকে সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছে তাহা নয়। ইয়োরোপের বিশেষত্ব ও গৌরবের কথা এই যে বহুকাল হইতে, নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া তাহার কোন না কোন অংশে মানবের মানবত্ব ও মনুষ্যোচিত স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সে তার বাণী প্রচার করিয়াছে, সে তার দেশবাসীকে শিক্ষা দিয়াছে, আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হইয়া সে সংগ্রাম করিয়াছে। এই সংগ্রাম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংগ্রাম, বিবেকের স্বাধীনতার সংগ্রাম,—কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠার শক্তির দ্বারা ব্যাহত হইয়া সে জীবন ধারণ করিতে চায় না—সে চায় অব্যাহত চিন্তার ক্ষমতা, কর্ম্মের ক্ষমতা—সে চায় নিজ বিবেক দ্বারা চালিত হইয়া নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কর্ম্ম করিতে, চিন্তা করিতে, বাঁচিতে। প্রাচীন হিন্দু, চৈনিক ও গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যেগুলি হইতে জগৎ অনেক কিছুই লাভ করিয়াছে, এ সকল হইতে ইয়োরোপের এই ইচ্ছা, এই শিক্ষা, এই চেষ্টা তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। *

* কেহ কেহ বলেন যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত—কারণ এই ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে এবং অনেকদিন অবধি গরীবের, নিম্নজাতির, উৎপীড়িতদিগের এবং এমন কি দাসদিগের ধর্ম্ম ছিল। (১)

(১) "Christianity grew up in the Catacombs, not in the Palatine"—ম্যাথিউ আর্নল্ড।

সে যাহা হউক, ইয়োরোপের এই মীমাংসা পরাঙ্মুখ মনোবৃত্তি, এই বিদ্রোহ প্রবৃত্তি ইহা যেন পার্থিব নয় বলিয়া মনে হয়। হয়ত গ্রীক পুরাণে প্রমিথিয়াসের বিষয় যে গল্প আছে তাহার অর্থ এই যে তিনি এই প্রবৃত্তি এই অগ্নি স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আনিয়াছিলেন। ইহার পদে পদে অনেক বিপদ আছে সত্য, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান সম্পত্তি মানবের আর কি আছে? কে জানে এই অমৃতের অন্বেষণেই কি সত্যযুগে দেব দানবেরা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈরভাব ভুলিয়া সমুদ্র মন্থনে উদ্যত হইয়াছিল এবং এই অমৃতেরই সহিত কি সমুদ্র গর্ভ হইতে হলাহল উঠিয়াছিল। আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে অমৃত ও হলাহলের উৎপত্তি একই স্থলে এবং অমৃত অন্বেষণ করিয়া লাভ করিবার পূর্ব্বে গরল পাওয়াই সম্ভব। এই অমৃত সন্ধানে ইয়োরোপ যে অনেকবার গরল পাইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি এই সংগ্রাম তথায় বহুকাল হইতে চলিয়াছে।

(খ) আমাদের দেশের পুরাকালের ইতিবৃত্ত নাই ইহা সত্য এবং প্রাচীন সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যের শরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু পুরাকালের তথা কথিত ইতিহাস অপেক্ষা তৎকালীন সাহিত্য হইতে পুরাকালের সমাজের অবস্থা আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি। এই সাহিত্যের সাহায্যে দেখা যায় যে পুরাকালে আমাদের দেশে স্বাধীনতার স্পৃহা, বিরোধ প্রবৃত্তি, বিবেকের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বহুকাল অবধি বর্ত্তমান ছিল। তাহা না হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান, প্রচার ও বিস্তার আমাদের দেশে কিরূপে সম্ভব হইল। তৎকালীন হিন্দুধর্ম্ম যে সকল শিক্ষা, অনুষ্ঠান, আচার, পদ্ধতিকে পবিত্র, অলঙ্ঘ্য, স্বতঃসিদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয়, অকাট্য মনে করিত বৌদ্ধধর্ম্ম সেগুলির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গেল। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, দর্শন, দেবদেবী, স্বর্গ, নরক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, পূজাপদ্ধতি, যাগযজ্ঞ, হিন্দুজীবনের হিন্দু সমাজের প্রাচীনতম, দৃঢ়ধৃত, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ভাবধারা ও বিশ্বাসগুলি বুদ্ধ দূরে নিক্ষেপ করিল। এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বুদ্ধ কোন মতামত প্রকাশ করিল না। তেত্রিশকোটী দেবদেবী-সেবকদের সে বলিল না যে স্বর্গে একটি দেবও আছে। হিন্দু সমাজে, হিন্দুর মনে, স্বাধীন প্রবৃত্তি, বিরোধ প্রবৃত্তি, না থাকিলে, দেশে বিবেকের স্বাধীনতা না থাকিলে এইরূপ ঘোর বিপরীত ভাবাত্মক ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার কিরূপে

সম্ভব হইত ?* চার্ব্বাক একজন নাস্তিক দার্শনিক ছিল। পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্য তর্পণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কেহ বলাতে সে বলে তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। তুমি নীচের ঘরে বস আর ঠিক তাহার উপরের ঘরে তোমার পিতা বসুন, তুমি তোমার পিতার উদ্দেশে তোমার সম্মুখে কিছু খাদ্য রাখ, দেখ সেই খাদ্য তোমার পিতার নিকট পৌছায় কিনা, তাহা খাইয়া তিনি তৃপ্তি বোধ করেন কিনা ? হিন্দু সমাজের মত বাঁধাবাঁধির মধ্যে তাঁহার বিপ্লবাত্মক মত তিনি কিরূপে প্রচার করিলেন ? হিন্দুসমাজের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া একজন লিখিল যে বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না

নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। †

* লোকটির কি অমের ক্ষমতা, কি বিস্ময়কর প্রতিভা! হিমাচলের পাদদেশে এক অতি ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজপুত্র এমন কি এক বার্ত্তা ঘোষণা করিল, সে এমন কি এক সুসমাচার প্রচার করিল যাহার ফলে বিশাল এশিয়া মহাদেশের যবদ্বীপ হইতে সাইবীরিয়া পর্যান্ত, কম্বোজ, চীন, জাপান হইতে পারস্য, আরবা, প্যালেষ্টাইন, সীরিয়ার সীমা পর্য্যন্ত লোকে তাহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল! বুদ্ধ কোন রকম লোভও দেখায় নাই, ঘুসও দেয় নাই, ভয়ও দেখায় নাই, উপরে স্বর্গ আছে, নীচে নরক আছে তাহাও বলে নাই। সে কেবলমাত্র বলিয়াছিল লালসা ত্যাগ কর, জীবে দয়া কর, সর্ব্ববিষয়ে সংযত মধ্যপন্থী হও।" তাহার পূর্ব্বে এ বার্ত্তা অন্ততঃ হিন্দুদেশে অনেকেই ঘোষণা করিয়াছিল তবে প্রায় সমগ্র এশিয়া তাহাকেই বা শুনিল কেন, তাহার পূর্ব্বের লোকদিগকেই বা শুনিল না কেন? কেন, এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বুদ্ধকে তেমন বাহবা দেওয়া যায় না যেমন তাহার শিষ্যদিগকে ও তাহাদিগের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে বাহবা দিতে আমরা বাধ্য হই। এই সময়ে হিন্দুদেশে নিশ্চয় এক অদ্ভুত বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যেরূপ বিপ্লব বোধ হয় ফ্রান্স ভিন্ন জগতের ইতিহাসে কখন কোন জাতির মধ্যে ঘটে নাই। তাহারই ফলে বুদ্ধের ধর্ম্ম এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগ ভিন্ন সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। যে দেশে এইরূপ বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল যে দেশের লোকেরা তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি তদানীন্তন প্রায় সমস্ত সভ্য জগতে ও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচার করিল তাহাদের কি সাহস, কি উদ্যম, কি স্বার্থত্যাগই না ছিল! সে জাতির বীরত্ব, সে যুগের গরিমা আমরা আজও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। সে যে এক অতি—মানবের যুগ, অতি—মানবের দেশ ছিল তাহার লেশ মাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায় জগতের কোন জাতির ইতিহাসে কোন অধ্যায়ের সহিত তুলনা হয় না।

† মহাভারত—বনপর্ব্ব।

যে সমাজ যুগ যুগান্তর হইতে বেদ ও স্মৃতিকে মানিয়া আসিতেছে, যে সমাজ বেদ ও স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সমাজে ও সময়ে মুনিঋষিরা দেবতার অধিক সম্মান ও পূজা পাইত, যে সমাজে ও সময়ে ধর্ম্ম বলিতে লোকে অজ্ঞান হইত সেই সমাজে ও সেই সময়ে কিরূপ করিয়া এই লোকটি বলিল যে বেদ কিছু নয়, স্মৃতি কিছু নয়, মুনিঋষিরাও কিছু নয়, তাহাদিগের কথা শুনিবার কিছু প্রয়োজন নাই কারণ তাহারা সকলে এক কথা বলে না, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ ও আদেশ দেয় এবং সেই হেতু সত্য না হইতে পারে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া উত্তেজিত হইবার কোন কারণ নাই, কারণ ধর্ম্ম যে কি তাহা কেহ জানে না, ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না! বুদ্ধ, চার্ব্বাক ও এই লোকটি যদি তিন বা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তথাকার পাদ্রিরা ও গবর্ণমেণ্ট সমাজের সহানুভূতি ও সাহায্যে তাহাদিগকে কোন এক হাটের মধ্যে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিত! আর এদেশে বুদ্ধ জীবনে দেব সম্মান পাইয়াছিল এবং তাহার ধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবাসী-দিগের সাহায্যে সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিল এবং মৃত্যুর পর বুদ্ধ হিন্দুদিগের দশ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলিয়া গণ্য হইল এবং এখন পর্য্যন্ত লোকে চার্ব্বাকের মত আলোচনা করে এবং উপর্য্যুক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করে।

আমাদের দেশে পরেও যে স্বাধীনতা স্পৃহা, বিরোধ প্রবৃত্তি, বিবেকের স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন দেখা দেয় নাই তাহা নয়, কারণ, আমাদের দুর্দ্দিনেও রাণা প্রতাপ সিংহ ইহার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কেহ যদি মনে করেন যে সেই মেবারাধিপতি কেবল তাঁহার ক্ষুদ্র রাজত্বের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি আকবর শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা হইলে তিনি এই সংগ্রামের ইতিহাস ভুল করিয়া পাঠ করিয়াছেন। বাহ্যত আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অমর সিংহের ন্যায় প্রতাপসিংহও মেবারের এবং নিজের স্বাধীনতা অতি অনায়াসে, অক্লেশে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। না, তিনি জাতীয় স্বাধীনতা অপেক্ষা এক উচ্চতর আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন—স্বাধীন বিবেকের জন্য, ইচ্ছানুযায়ী চিন্তা করার, কর্ম্ম করার ও জীবন ধারণ করার স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহার এই সংগ্রাম। শুধু

তাহাই নয়। তাঁহার বাসনাকে দমন করিতে জগতের তদানীন্তন যে প্রবলতম শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল এই সংগ্রাম তাহাকে উপেক্ষা করার নামান্তর মাত্র। তখন প্রবল পরাক্রান্ত "দিল্লিশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" আকবর বাদসাহের বশ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের সীমার ভিতরের ও বাহিরের রাজন্যবর্গ স্বীকার করিলেও বাদসাহের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী এক অতি ক্ষুদ্র, অতি অনুর্ব্বরা পর্ব্বত মরুভূমি বিশিষ্ট রাজ্যের দরিদ্র অধিপতি স্বাধীনতাকে এতই মহৎ, এতই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিল যে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে আর্য্যাবর্ত্তের একছত্রাধিপতি আকবর শাহের সহিত যুদ্ধ দিতে উদ্যত হইল, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। এই কার্য্য হয় এক উন্মাদের না হয় এক অতিমানবের যোগ্য, এই কার্য্য বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান লোক বলিয়া আমরা যাহাদিগকে স্বীকার করি তাহাদের কাহারও কার্য্য নয়। যে মুসলমান সম্রাট ভারতের মুসলমান ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম। হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের জন্য আন্তরিক ও বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং যে চেষ্টায় সাহায্য করা দেশের জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল তাঁহারই বিপক্ষে দাঁড়াইয়া সেই বাদসাহের সহিত একা যুদ্ধ দিয়া মেবারাধিপতি কি এক অদ্ভুত কাণ্ডই না করিয়াছিলেন। আমাদের যুক্তি বলে আকবর ঠিক করিয়াছিলেন, আবুল ফজলের পথও ন্যায়যুক্ত, তোডড়মল্ল, মানসিংহ উভয়ই ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রতাপসিংহ যে পথ ধরিয়াছিলেন তাহা প্রমাদপূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? স্বাধীনতার জন্য যে নরসিংহ আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মীয়স্বজন, দারাপুত্র, রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এমন কি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া এক তাড়িত বন্য জন্তুর ন্যায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে গুহা হইতে গুহান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, লুকাইয়া থাকিতেন, আমাদের বিবেক বলে যে বন্য পশুর ন্যায় পশ্চাদ্ধাবিত সেই প্রতাপসিংহ ঠিক পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর আকবর ভুল করিয়াছিলেন, বিদ্বান আবুল ফজল ভুল করিয়াছিলেন, সচীব তোডড়মল্ল ভুল করিয়াছিলেন, কাবুল ও বঙ্গবিজেতা মানসিংহ ভুল করিয়াছিলেন। অপর এক কালে শিখগুরুরাও এই স্বাধীনতার জন্য কত অত্যাচার, কত নির্য্যাতন কত উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন। তবে আমাদের দেশে এই স্বাধীনতার প্রবৃত্তির—বিবেকের স্বাধীনতার, নিজের ইচ্ছানুসারে চিন্তা

করিবার ও নিজের ইচ্ছানুসারে জীবন চালাইবার স্বাধীনতার—আদর অনেক সময় ছিল না। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে এখনও আমরা জুজুর ভয়ে ত্রস্ত কেন, আমাদের চারিদিকে ভূতপ্রেত দেখি কেন, আমাদের চিন্তাধারা এইরূপ নিশ্চল, গতিহীন কেন? যে দেশে এই স্বাধীন মনোভাবের আদর আছে সে দেশের নাম পশ্চিম ইয়োরোপ, আর আমাদের "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী" এবং মিথ্যা পৌরাণিক গল্পের তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া হৃদয়ের আবেগে অভিভূত হইয়া, ধর্ম্মের নামে উন্মাদপ্রায় হইয়া আমরা মিথ্যা তর্ক, তুচ্ছ বিবাদ করিয়া স্বার্থপর, অসৎ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া আমাদের নিরর্থক, কদর্য্য জীবন অতিবাহন করিতেছি!

(৯) **ইয়োরোপের বর্ত্তমান অবস্থা:**—তাই অনেক আশা করিয়া আমি ইয়োরোপে আসিয়াছিলাম। আধুনিক বস্তু জগতের ও যন্ত্র জগতের সভ্যতার ভোগবিলাসের অনেক নিদর্শন এদেশে যে দেখিতে পাইব তাহা আমি জানিতাম এবং যাহা দেখিলাম তাহা পর্য্যাপ্ত মনে হইল। অধিক আর কিছু দেখিবার বাসনা নাই। কিন্তু আমাদের বাল্যকালে এবং যৌবনে যে ইয়োরোপের প্রতিমা মনে মনে পূজা করিতাম সে ইয়োরোপ কোথায়? তাহা যে দেখিতে পাইলাম না।

(খ) সত্যের সম্মান রাখিয়া যদি বলিতে হয় তাহা হইলে বলি যে ইয়োরোপের অবস্থা আজ অত্যন্তই শোচনীয়। আজ ইয়োরোপ এক জ্বালামুখীর গহ্বরের ভিতর ফুটিতেছে। গত মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮ সালে) কেবল যে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি এবং কোটি কোটি লোক আহত হইয়াছিল তাহা নয়। মাত্র যদি ইহাই হইত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপরিমেয় অর্থনাশই যদি সব হইত তাহা হইলে ইয়োরোপের বিশেষ অনিষ্ট হইত না, কারণ এক পুরুষেই ইয়োরোপ আবার সে ক্ষতি পূরণ করিত, তাহারা মাথা তুলিয়া উঠিত। আমার মনে হয় যে গত মহাযুদ্ধে ইয়োরোপের মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল, এমন কি উহার বিবেক ও আত্মাও আহত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইয়োরোপ আন্তর্জাতীয় নীতির ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া যাহা একটু লজ্জা নিবারণ করিত এখন সেই বস্ত্রও ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ-ভাবে নৃত্য করিতেছে! কি ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য!! কারণ এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে ইয়োরোপ এক বিশাল জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং

পূর্ব্বের অনেক পরিচয় চিহ্ন ও দিক নিদর্শক আর দেখা যাইতেছে না। যদিও পূর্ব্বের দুই একটি প্রতিভাসম্পন্ন জাতি, যেমন ইংরাজ ও ফরাসী, এখন পর্য্যন্ত এই জলাভূমির পঙ্কিলে নিমগ্ন হয় নাই তাহারা যে কতদিন আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তাহা কে বলিতে পারে? ১৪৩৮ সাল হইতে ১৮০৬ সাল পর্য্যন্ত হোলি রোমান সাম্রাজ্যের অধিকারী হাপ্স-বার্গদিগের ১৩ শতাব্দী হইতে সাত শত বৎসরের অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্য ইয়োরোপের মানচিত্র হইতে লোপ পাইয়াছে এবং তাহার সাত শত বৎসরের রাজবংশই বা আজ কোথায়? তাহার পুরাতন রাজধানী বিয়েনা নগর যদিও অদ্যাপি শরীর ও সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ইহা যে আর বেশীদিন ইহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে তাহাও মনে হয় না। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের স্থলে এখন কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলির সব ছলকলায় পূর্ণ, বিবাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষাতে পূর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন। ইয়োরোপের ইতিহাসে জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেষ্টা, সংস্থাপন বা রক্ষার জন্য এই সাম্রাজ্য যে কখন বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল তাহা নয়, বরং ইহা সকলপ্রকার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার জন্য বহুকাল হইতে বিখ্যাত ছিল। এই অত্যাচারী গোড়ামীর ক্ষমতার লোপে কাহারও বিলাপ করিবার কোন কারণ নাই বটে, তবে তৎপরিবর্ত্তে তথায় অদ্যাপি কোন উৎকৃষ্ট রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। সে যাহা হউক, মধ্য ইয়োরোপের বক্ষস্থল হইতে এই বিপুল প্রস্তরখণ্ড যে অপসৃত হইয়াছে তাহাই লাভ, তবে এই অতি পুরাতন প্রস্তরখণ্ডের তলদেশ হইতে অদ্যাপি কীটপতঙ্গ পোকামাকড় ভিন্ন আর কিছুই বাহির হয় নাই।

(গ) জর্ম্মণী! দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যে, কর্ম্মঠ ও নিয়মানুবর্ত্তীতার জীবন-যাপনে অভ্যস্ত জগতে আর কোন্ জাতি তাহার সমকক্ষ ছিল, তাহার অপেক্ষা অগ্রসর ছিল? তথাপি জর্ম্মণীর অবস্থা আজ কি শোচনীয়! এই পরিশ্রমী, প্রতিভাসম্পন্ন জাতি আজ এক অত্যাচারীর পদতলে লুণ্ঠিত, আজ সে জাতি আপনার আত্মাকে আপন বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করে না; যাহার জন্য জগৎ তাহাকে এতদিন পূজা করিত তাহারই জন্য সে আজ লজ্জিত, আজ সে এক অষ্ট্রীয়ান নির্য্যাতনকারীর পাদুকা শিরে বহন করিয়া নিজকে শ্লাঘ্য মনে করিতেছে। সেই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের দেশে, যে দেশে বিদ্যার এত চর্চ্চা,

এত আদর, এত মান্য ছিল সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন মেধাবীপুরুষ, তথায় আর স্থান পাইলেন না, তাঁহাকে তস্করের ন্যায় বন্য পশুর ন্যায় তাড়নার ভয়ে স্বস্থান ত্যাগ করিতে হইল। তথায় ইহুদীদিগের উপর আজ যেরূপ ভীষণ অত্যাচার, নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছে সেইরূপ অত্যাচার বিংশতি শতাব্দীতে এক সভ্য জাতি তাহার অন্তর্গত এক সংখ্যা লঘু গোষ্ঠির উপর আচরণ করিতে পারে তাহা পূর্ব্বে ধারণা করা কঠিন ছিল। উপস্থিত ৮০ হাজার ইহুদী জর্ম্মণী ত্যাগ করিয়া নিঃসম্বলে বিদেশে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং যাহারা দেশে আছেন তাঁহাদিগের দুর্গতির সীমা নাই। অথচ জর্ম্মণীর মতিগতির এই পরিবর্ত্তন বেশীদিনের কথা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রেডারিক দি গ্রেট জর্ম্মণীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে কার্য্যে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হন নাই। নেপোলিয়নের কামানের ভীষণ গর্জ্জনে জর্ম্মণীর ঘুম পাতলা হইয়া গিয়াছিল সত্য কিন্তু তাহার নিদ্রা জেনার যুদ্ধক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয় নাই। বিস্মার্কই তাহার বজ্র মুষ্টির আঘাতে জর্ম্মণীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। ফলে যে জাতি জগতে দর্শনে, বিজ্ঞানে ও সঙ্গীতে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই জাতি এই সকল ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল, আশে পাশে সকল গ্রামে গিয়া পরের ঘরে ডাকাতি করিতে সুরু করিল! ইয়োরোপের এই "পাগলা ফকির" (mad mullah) ইয়োরোপের এক সমস্যা, এক বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জর্ম্মণীর নেতারা তাহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি, ন্যায় অন্যায় বোধ, স্বাধীনতাজ্ঞান, সদ্‌ব্যবহার, ভদ্রতাজ্ঞান এবং সহজবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়া যেরূপ দস্যুর ন্যায় আচরণ করিতেছে তাহাতে একা জর্ম্মণীর উপর কেন সমগ্র ইয়োরোপের লোকের উপর বিতৃষ্ণা না জন্মাইলেও সংশয় জন্মে। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে ইয়োরোপ মনের যে সকল কুসংস্কার, আবর্জ্জনা, পঙ্ক অপসৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল আজ জর্ম্মণী সেগুলি আবার পূজার দ্রব্য বলিয়া সযত্নে আহরণ করিতেছে। প্রচণ্ড বিপ্লবসুরাপানে মত্ত হইয়া যুগব্যাপী পুরাতন নির্য্যাতনের জ্বালা স্মরণ করিয়া ফরাসী ইতর শ্রেণীর জনতা বেশ্যা প্রজ্ঞার (Reasonএর) যে পূজার প্রতিষ্ঠান করিয়াছিল সে পূজা আজ জর্ম্মণীর থর, ওডিন, নর্ডিক প্রকৃতির ভূত-প্রেত পূজার অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট ছিল তাহা কে বলিতে সাহস করে? আর এই সব কিসের জন্যই বা? হিটলার প্রকাশ্যে বলে জর্ম্মণ আত্মসম্মানের পুনরুদ্ধারের

জন্য, গোপনে বলে জর্ম্মণীতে বোল্‌সেভিক্ রীতির বিস্তার স্থগিত করিবার জন্য। না, আবার গোলাগুলি, কামান বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বিমানপোত, বিষাক্তগ্যাস সৃষ্টি করিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে, ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে, ধ্বংস করিবার জন্য। এ খেলাত জর্ম্মনী একবার খেলিয়াছিল এবং তাহাতে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিল তবে জুয়াড়ীর মত জর্ম্মণী আর একবার সেই দ্যূতক্রীড়া খেলিতে চায় ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মেলাংটন ও লুথারের দেশ হইতে, কেপলার, হেলমহোলট্‌স্‌এর দেশ হইতে, গ্যেটে ও শীলারএর দেশ হইতে বীটোবেন ও বাগনারএর দেশ হইতে কাণ্ট, হেগেল ও ফিকটের দেশ হইতে আজ স্বাধীনতার, বিদ্যার, সত্যের, চর্চ্চার আদর, অন্ততঃ বাহ্যতঃ চলিয়া গিয়াছে, আছে কেবল উন্মাদ জাতীয় গর্ব্ব, কাপালিক শক্তি পূজা, ভীষণ স্বার্থপর সাফল্যের আরাধনা। ইহা নিশ্চয় অল্পদিনের জন্য। তাহা যদি না হয় তাহা হইলে ইয়োরোপের ও জগতের ভবিষ্যৎ অত্যন্তই অন্ধকারময়।

(ঘ) জর্ম্মণীর পূর্ব্বদিকে এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্র অবধি বিস্তৃত বিশাল, বিরাট সোবিয়েট গণতন্ত্র। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে রুশিয়া কোন দিন উচ্চ আসন লয় নাই, এমন কি ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসেও উহার মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব সৌরজগতে ধূমকেতুর ন্যায় মনে হইত। তথাপি প্রাকৃত জনগণের স্বাধীনতার নামে রুশিয়া আজ যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইতে অন্য সকল কিছু উদ্ভূত হইতে পারে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা যে উহা হইতে উৎপন্ন হইবে তাহাত মনে ধারণা করা যায় না। অদ্য রুশিয়াতে অন্য যাহা কিছু থাকুক না কেন, স্বাধীনতা যে নাই একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই ঘোর স্বৈরতা হইতে স্বাধীনতার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব, তাহা নিছক গোঁড়া সাম্যবাদী ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারেন না। তবে তাঁহারা বলেন যে সাম্যবাদীরা ও আমরা এত দিন যে মন্দিরে যে স্বাধীনতার প্রতিমা একত্রে পূজা করিব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সে প্রতিমা মাটির বলিয়া তাঁহারা আর সে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সে দেবীর পূজা করিতে চাহেন না। সে যাহা হউক, আজ সমগ্র ইয়োরোপ রুশিয়ার এই পরীক্ষাটি নিরক্ষণ করিতেছে এবং ইহা হইতে জাত বিষাক্ত ধূম যদি ইয়োরোপীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য, বিবেকের স্বাধীনতা প্রভৃতি কোমল ফুলগুলি নষ্ট না করে তাহা হইলেই মঙ্গল।

(ঙ) ইয়োরোপের দক্ষিণ দিকে ইতালী অর্থাৎ মুসোলীনি, বেনিতো মুসোলীনি। তিনিই আজ ইতালী। তাঁহার ও ইতালী রাজার সম্বন্ধে এক যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য না হয় তবে সত্য হওয়া উচিত। গল্পটি এই যে এক রাজসভায় ইতালীর রাজার ও মুসোলীনির সাক্ষাৎ হয়। দুই চারিটি কথার পর রাজার হাত হইতে তাঁহার রুমালখানি ভূমিতে পড়িয়া যায়। রুমালখানি ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া মুসোলীনি রাজাকে বলেন, মহারাজ, এই রুমালখানি আপনার স্মরণার্থ আমায় রাখিতে দিন। উত্তরে রাজা অতি করুণস্বরে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট, তুমি ত আমার যথা সর্ব্বস্বই লইয়াছ, আমার রুমালখানি মাত্র আমায় রাখিতে দাও, সেখানি হইতে আমায় আর বঞ্চিত করিও না!' এই বলিয়া রাজা তাঁহার রুমাল মুসোলীনির হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন।

(চ) মুসোলিনী ইতালীর জন্য অনেক করিয়াছেন সত্য। গল্প শুনিয়াছি যে তিনি ইতালীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার পূর্ব্বে লোকে রোমের ট্র্যাম গাড়ীতে উঠিলে বলিতে পারিত না কবে নিজ গন্তব্যস্থানে যথায় যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করিয়াছিল তথায় পৌছিবে! এমন কি ট্র্যামটি যে নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌছিবার পূর্ব্বে রাস্তায় চুরি হইয়া যাইবে না তাহাও কেহ বলিতে পারিত না!! তাহার পরিবর্ত্তে আজ সেই ইতালী অত্যন্ত উন্নতশালী, তাহার রাস্তাঘাট সুন্দর, রেল, বাস, ট্র্যাম খুব নিয়মিতভাবে চলে, স্কুল, কারখানা, অনেক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অতি সুষ্ঠভাবে চলিতেছে, সমস্ত দেশ মৌচাকের ন্যায় গুণ গুণ করিতেছে। মুসোলিনীর ইতালী আর পুরাতন অলস, অকর্ম্মণ্য, ঘৃণিত ইতালী নাই, আজ ফরাসীরা, জার্ম্মাণরা তাহার বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত, ইংরাজরাও তাহার বিরুদ্ধে যাইতে চাহে না। এইসব এবং আরও অনেক কিছু মুসোলিনীর ইতালীর সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে কিন্তু কিসের বিনিময়ে, কিসের বলিদানে ইতালী ইহা লাভ করিয়াছে? ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবলডির সময় ভিন্ন ইতালী যে কোন যুগে (আমি ফ্লোরেন্স ও বেনিসের গণতান্ত্রিকের ইতিহাস বিস্মৃত হই নাই) স্বাধীনতার জন্য—স্বাতন্ত্রের বা বিবেকের স্বাধীনতার জন্য—বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। তথাপি এ বিষয়ে যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল এখন ইতালী তাহাও হারাইয়াছে, দেশটা আজ দেউলীয়া হইবার মুখে

দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার চরম অধোগতি এই যে ইতালী তাহার দেহ মন আজ মুসোলিনীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছে। তাহা না হইলে কি জগতের ইতিহাসের ঘোর কলঙ্ক, আবিসিনিয়া ডাকাতি, বিংশতি শতাব্দীতে সম্ভব হইত? একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে মুসোলীনি যত বড় লোক হউন না কেন তিনি নেপোলিয়ন নন এবং নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তিনি তাহার দশমাংশের এক অংশও করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে সেই নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের মঙ্গলের জন্য ফ্রান্স ত্যাগ করিতে হয়। সে যাহা হউক, আমরা ইয়োরোপ বলিতে যাহা বুঝি ইতালী সেই ইয়োরোপের অন্তর্গত আর নাই এবং পুনরায় তাহার ভিতর আসিতে হইলে মুসোলিনীর মৃত্যুর পর স্বাধীনতার জন্য পুনর্বার ইতালীকে যুঝিতে হইবে।

(ছ) স্পেন, পোর্টুগাল, গ্রীস অনেক কাল হইতে ইয়োরোপের ইতিহাসে স্থান পায় নাই এবং জগৎও তাহাদের অভাব অনেক কাল হইতে বোধ করে নাই। আজও তাহারা নিজ নিজ গৃহ বিবাদবিসম্বাদ লইয়া ব্যস্ত। ইয়োরোপ বলিলে আমরা যাহা বুঝি ইহারা তাহার ভিতর নাই।

(জ) উত্তর ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, এবং মধ্য ইয়োরোপের গণতন্ত্র, সুইটজারল্যাণ্ড, গত মহাযুদ্ধে যোগদান করে নাই এবং উপস্থিত তাহাদের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না হইলেও তাহাদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং ইহা মন্দ নয়। তাহারা বিনা বিবাদবিসম্বাদে স্ব স্ব ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি চালাইতেছে, তবে অনেকদিন হইতে ইয়োরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহাদের অংশ অতি অল্পই ছিল।

(ঝ) গত মহাযুদ্ধের পর, তাহার দুই প্রধান নেতা, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, ইয়োরোপের দুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী শক্তি হইয়াছে, এবং ইহাদের অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব ইয়োরোপের এক অতি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইহাঁদের অবস্থা কিরূপ দেখিলাম? অল্প কথায় বলিতে হইলে এইমাত্র বলা যায় যে ইহারাই আজ ইয়োরোপে পার্লামেণ্টারী সাধারণ তন্ত্রের দ্বারে দুই প্রতিহারীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র বলিতে আমরা এতদিন যাহা বুঝিতাম তাহা সুইটজারল্যাণ্ড ও উত্তর ইয়োরোপের ক্ষুদ্র কতিপয় রাজ্য ভিন্ন শুধু এই দুই দেশেই আছে এবং সাধারণতন্ত্র যদি এই দুই দেশ হইতে লোপ পায় তাহা হইলে ইহার ধ্বংস অনিবার্য্য—অন্ততঃ

কিছু কালের জন্য। ফ্রান্সের অবস্থা এখন ঠিক কিরূপ তাহা আমি জানি না, তবে মোটের উপর ইহা যে ভাল নয় তাহা জানি। *

গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং যদিও তাহার দুইটি প্রদেশ জর্ম্মনীর নিকট হইতে ফিরিয়া পায় এবং তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বৃদ্ধি লাভ করে তথাপি ফ্রান্স গত মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া গণিত হইলেও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। দেশের দশ ভাগের এক ভাগ—সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী ও উন্নতশীল ভাগ—জর্ম্মনরা ধ্বংস করে এবং যদিও ফরাসীরা পুনরায় অসীম চেষ্টা ও উদ্যমের পর তাহা উদ্ধার করিয়াছে তথাপি তাহারা অদ্যাপি যুদ্ধের ব্যয়ে অবনত। যুদ্ধের পর ফরাসীদিগের ব্যবসাবাণিজ্য যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ত দেখি না এবং তাহারা প্রতিবৎসর তাহাদের আয় ব্যয় সমান করিতে না পারায় বা অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহাদের জাতীয় উন্নতি বৃদ্ধি পাইতেছে না। যে যুদ্ধকে লোকে শেষ যুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিল সেই যুদ্ধের অবসানে ফরাসীদিগকে দেশ রক্ষার জন্য আবার যুদ্ধ সজ্জা করিতে হইয়াছে এবং ইহার ব্যয় তাহাদিগকে নিষ্পেষণ করিতেছে! এই অত্যন্ত সাহসী, তর্ক-নিপুণ, বিচক্ষণ, দেশভক্ত জাতির চরিত্রে কতিপয় দোষ থাকায় ইহাদের গবর্ণমেণ্ট ইংরাজদিগের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সৎ বা কর্ম্মদক্ষ বলিয়া মনে হয় না এবং ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক পরিস্থিতি যেমন তাহার অনুকূলে ফ্রান্স সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত। সে যাহাই হউক, ফ্রান্সের কৃষকেরা সাহসী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, দেশভক্ত, বুদ্ধিমান কিন্তু অতিশয় রক্ষণশীল। এই কৃষকেরা ফ্রান্সকে বারবার ভীষণ সঙ্কট ও আসন্ন ধ্বংস হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং এইবারও আবার সেইরূপ করিবে। তাহারা জানে যে সাধারণতন্ত্র, সরল, সৎ ও কার্য্যদক্ষ, উঁহা

* যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সের লোক সংখ্যা ছিল ৩,৭৭,৯৭,০০০ বঙ্গদেশের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটী। ফ্রান্সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল (১৯ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) ৯৪,২০,০০০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার চারি ভাগের এক ভাগ! ফরাসী প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিল ৮৪,১০,০০০ জন। যুদ্ধে ফ্রান্সে ১৩,৬৪,০০০ জন সৈন্য বিনষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ যুবা মরিয়াছিল। তাহাদের কাহারও বয়স ৩২ বৎসরের বেশী ছিল না। ১০টি departments বা জিলা বিধ্বস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ২৮৮০ মাইল রেলপথ নষ্ট হয়, খাল নষ্ট হইয়াছিল ৯৯২ মাইল, কারখানা নষ্ট হইয়াছিল ১১,৫০০। এগুলা নেহাৎ ছোট নয়। ইহাদের মধ্যে ৩৫০০ কারখানায় ৬৭৯,০০০ মজুর খাটিত, গড়ে প্রতিকারখানায় প্রায় ২০০ মজুর।

তাহাদের ও তাহাদের ধ্বংসের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান এবং জাতীয় সঙ্কটে দিশাহারা না হইলে তাহারা যে পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিবে তাহাত মনে হয় না। ফ্রান্সে পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র কিছুকালের জন্য নিরাপদ যদিও ইহারা আকার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। উপস্থিত অর্থসঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ক্যাবিনেটের আদেশমত আইন সৃষ্ট ও জারি হইয়া পরে উহা পার্লামেণ্ট দ্বারা অনুমোদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্সের এত ভিন্ন ভিন্ন দলই তাহার পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের ও দেশের হিতের বিপক্ষে এবং ইহারাই তাহার প্রধান বিপদ। মনে হয় যেন এদেশে যত লোক তত দল!

(ঞ) ইংল্যাণ্ডেও মনে হয় পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র অনেককালের জন্য নিরাপদ। ইংরাজ জাতি অতিশয় রক্ষণশীল, অত্যন্ত সাবধানী এবং হাতী যেরূপ অনিরাপদ সেতু পার হইবার সময় প্রতি পদবিক্ষেপের পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া লয় সেতুটি তাহার শরীরের ভার বহন করিতে সক্ষম কিনা, ইহারাও সেইরূপ কোন কাজে অগ্রসর হইবার সময় প্রত্যেক পদক্ষেপের পূর্ব্বে ভীষণ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করে। তবে ইহারাও যে সময় সময় বিষম ভুল করে নাই তাহা নয়। ইহারা ত প্রথম হইতে শেষ অবধি বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডে অমিত, অমার্জ্জনীয় ভুল করিয়া আসিয়াছে এবং আমেরিকাতে যে ভীষণ ভুল করিয়াছিল তাহার জন্য ইহারা ইহাদের জাতীয় ইতিহাসের শেষ অধ্যায় অবধি কখনও আপনাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। আমাদের দেশেও প্রায় দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া ইহারা যে ভুল করিয়া আসিতেছে তাহার জন্যও ইহারা পরে পরিতাপ করিবে। ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের বিপদ তাহার চরম রক্ষণশীলদের ও চরম সমাজতান্ত্রিকদের হাতে। তবে তাহারাও ইংরাজ এবং তাহারাও হাতে ক্ষমতা পাইলে যে তাহাদিগের ইংরাজ জাতীয় চরিত্রের মজ্জাগত সতর্কতা ভুলিয়া যাইবে তাহা মনে হয় না। বেকার সমস্যাই আজ ইংল্যাণ্ডের প্রধান বিপদ এবং ইহার সমাধানে রক্ষণশীল ইংরাজরা সমাজতন্ত্রের (socialism এর) পথে কতদূর অগ্রসর হইবে না তাহা কেহ বলিতে পারে না। বর্ত্তমানেই ইংল্যাণ্ডের পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার প্রাচীন দুই দল যুক্ত গবর্ণমেণ্ট এখন আর নাই এবং কবডেন, ব্রাইট, মিল প্রভৃতি অসংখ্য অবাধ বাণিজ্যানুরাগীদিগের শিক্ষা ও

উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ইংল্যাণ্ড আজ সংরক্ষণনীতি (Protection) অবলম্বন করিয়াছে, আমদানী রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য শুল্কের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং অনেক স্বদেশী শিল্পকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এই সকল ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডে অর্থনীতি বিরুদ্ধ এবং অক্ষম ও বিপথগামী জাতির অখ্যাতিপূর্ণ অস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত এবং নিক্ষেপকারীকে প্রতিঘাত করিতে সেই অস্ত্র পুনরায় ফিরিয়া আসে ইহাই ছিল তাহাদের ধারণা। আজ ইংল্যাণ্ড প্রতিগৃহের ছাদ হইতে "ব্রিটিশ পণ্য ক্রয় কর" বলিয়া চিৎকার করিতেছে, এমন কি ইংল্যাণ্ড নৌ-বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। আপাতশুভ, আশু ফল লাভ করিয়া ইংল্যাণ্ড শুল্ক ও সাহায্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে যেমন অন্যান্য দেশগুলি পূর্ব্বে যাহারা সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদিগকে করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যেমন অবাধবাণিজ্যানুরাগী অর্থনীতিবিদগণ পূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অবাধবাণিজ্য ভাল কি মন্দ, সংরক্ষণনীতি তাহার বেকার সমস্যার যথার্থ সমাধান কি না সে বিষয় অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সে আলোচনা করিবার এ উপযুক্ত স্থল নয়। তবে ইংল্যাণ্ডকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, অন্য জাতির সমপর্য্যায় তাহাকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাকে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া শুল্ক নির্দ্ধারণ করিতে ও দেশীয় শিল্পকে সাহায্যদান দ্বারা উন্নত করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার শ্রমের এবং পরিচালনার দক্ষতায় উপর, তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের গুণের উপর, সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য আজ ইংল্যাণ্ডকে তাহার দেশবাসীর স্বদেশ প্রেমের উপর উৎকট দাবি করিতে হইতেছে। বিধির কি বিড়ম্বনা! আমি এদেশের লোকেদের কাণ্ড দেখি আর হাসি, কারণ আমাদের প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের কথা মনে পড়ে। তখন ইংরাজ কর্ম্মচারীরা, ইংরাজ সমাচার পত্রিকাগুলি, আমাদিগকে কতই না উদার, উচ্চ নীতি উপদেশ দিত, কতই না উচ্চ, জটিল অর্থ নীতি শিক্ষা দিত, আমাদের বুঝাইতে কতই না চেষ্টা করিত যে দেশপ্রেমের উপর দাবি করিয়া স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয় স্বদেশে বিস্তার করিবার চেষ্টা করা, বিদেশী দ্রব্য বিদেশী বলিয়া বর্জ্জন করা এক ঘোর মহাপাতক যদি না হয় ইহা

যে এক "লক্ষ্মীছাড়ার কর্ম্ম", সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বজন গৃহীত অর্থনীতির মূল সূত্রের বিরুদ্ধাচার, ইহা যে নির্ব্বোধের এমন কি বাতুলের কার্য্য তাহার লেশমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না! আর আজ "ব্রিটিশ পণ্য ক্রয় কর" "ব্রিটিশ পণ্য ক্রয় কর" সর্ব্বত্রই এই চীৎকার শুনিতে পাই কেন? সেদিন ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনে বাটা কোম্পানীর জুতার কারখানার বিষয় এক বক্তৃতা ছিল বলিয়া এ দেশের সমগ্র পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলি বি বি সির উপর এত গালি বর্ষণ করিতে লাগিল কেন? এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এক কলেজের এক জেসুইট অধ্যাপকের কথা মনে পড়ে। তিনি একদিন জিয়লজির ক্লাসে বক্তৃতা দিবার সময় বলেন যে আমাদের পৃথিবী আস্তে আস্তে বহু কোটি বৎসর পর যে ইহার বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এটা যেন ছাত্রেরা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখে। তখন একজন ছাত্র বলিল, "এ কি রকম কথা আজ বলিলেন আপনি, কালই ত বাইবেল ক্লাসে বলিয়াছিলেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ৪০০৪ খৃঃ পূর্ব্বতে ছয় দিনে নির্ম্মিত হইয়াছিল।" তখন অধ্যাপক মহাশয় কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "বৎস, সেটি বলিয়াছিলাম ধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতায়, বাইবেল ক্লাসে, আর এটা বিজ্ঞানের বিষয় বক্তৃতায় বলিতেছি এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে যাইও না। উভয়ই সত্য।" ইংল্যাণ্ডও এখন নিশ্চয় বলিবে যে পূর্ব্বে সে আমাদের যাহা বলিয়াছিল তাহাও সত্য এবং আজ সে স্বদেশে যাহা করিতেছে তাহাও সত্য। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ইংল্যাণ্ড আমাদের যে শিক্ষা দিয়াছিল আজ জাপান চীন দেশে নিশ্চয় সেই শিক্ষা দিতেছে। তবে একদিকে ইংল্যাণ্ড ও জাপান, অপরদিকে ভারত ও চীন দেশ! সে যাহা হউক, আমি এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিতে চাহি যে এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে কবডেন, ব্রাইট এবং মিল এর ইংল্যাণ্ড অন্য এক সম্পূর্ণ সংরক্ষণশীল দেশ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার সহিত এ বিষয়ে জর্ম্মনী বা আমেরিকার সহিত কোন প্রভেদ নাই। বেকার বিপদ লাঘব করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড এই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে সত্য কিন্তু এপথে অনতিদূরে অনেক বিপদ আছে। জাতীয়তা (nationalism) বর্ত্তমান বিকৃত আকারের যে অমঙ্গল আনয়ন করে ইয়োরোপ তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই জেনীবার পরিকল্পনা—তবে অর্থনৈতিক জাতীয়তা

( Economic nationalism ) অধিকতর অনিষ্টকর। অর্থনৈতিক জাতীয়তার নীতি আজ ইয়োরোপে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং ইহাই আজ রাজনৈতিক জাতীয়তার প্রধান অবলম্বন ও মূল অস্ত্র। অর্থনৈতিক জাতীয়তা জাতীয়তা হইতে পারে—সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে কারণ ইহা জাতীয়তার কোন মঙ্গলই সাধন করে না—তবে ইহা অর্থনৈতিক কোন প্রকারেই নয়। ইহা রাজনৈতিক জাতীয়তার এক উৎকট সংক্রামক ব্যাধি, ইহা বাতুলতা, কারণ এইরূপ কখন সম্ভব নয় যে যত পারে আমার দেশ অন্যদেশে দ্রব্যের রপ্তানি করিবে আর যথাসাধ্য আমার দেশ সে দেশ বা অন্য কোন দেশ হইতে দ্রব্যের আমদানী করিবে না। সে যাহাই হউক, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ পথ যে বিপজ্জনক তাহার কারণ এই যে ইংল্যাণ্ড ও তাহার ডোমিনিয়ন্-দিগের মধ্যে নৈতিক বন্ধন ব্যতীত আর কোন প্রকার বন্ধন নাই, ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি আজ ষ্ট্যাট্যুট অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার এর কৃপায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং ইংল্যাণ্ডে সংরক্ষণনীতি ও অর্থনৈতিক জাতীয়তা জোরে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে সে বন্ধন ছিন্ন হইবে। এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। উপস্থিত গরুর মাংস আমদানী লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ইংল্যাণ্ডের মনান্তর আরম্ভ হইয়াছে এবং অটোয়া চুক্তিতে ইংলাণ্ড ডোমিনিয়নদিগের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে ডোমি-নিয়নরা ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে তাহার অধিক যদি লাভ না করিত তাহা হইলে এই চুক্তিতে তাহারা সম্মত হইত না। মনে রাখিতে হইবে যে ডোমিনিয়নগুলি 'ইণ্ডিয়া' নয়। পরে এই বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। ইংল্যাণ্ড যদি সাবধান না হয়, সে যদি তাহার সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে সংরক্ষণনীতি ও অর্থনৈতিক জাতীয়তা ত্যাগ করিতে হইবে। আর তাহা যদি ইংল্যাণ্ড না করে ইংল্যাণ্ড নিশ্চয় তাহার সাম্রাজ্য হারাইবে। ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্য হারাইলে ইংল্যাণ্ডের আর কি থাকিবে?

(ট) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইয়োরোপের কতিপয় ক্ষুদ্র দেশ এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ব্যতীত ইয়োরোপে প্রতিনিধি মূলক গবর্ণমেণ্ট বা পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র আর কুত্রাপি নাই এবং ইয়োরোপে যদি পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র লোপ পায় জগতে আর কোথায় ইহা বৃদ্ধি পাইবে? অবশ্য আমেরিকা এবং ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি আছে।

আমেরিকার বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না তবে আমার মনে হয় তাহার ভবিষ্যতের বিষয় কেহ কিছু সাহস করিয়া বলিতে পারে না। সেই বৃহৎ দেশে পরকীয় সভ্যতার দ্বারা (borrowed civilisationএর দ্বারা) সব কিছু হইতে পারে আবার কিছুই নাও হইতে পারে। আর ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন-গুলি, সেগুলি এ বিষয়ে নগণ্য। তাহারা জগতের মানচিত্রে বড় দেখায় বটে, তবে তাহাদের ইয়োরোপীয় জনসংখ্যা ২,০৬,০৪,৮১২ মাত্র * এবং তাহারা অদ্যাপি জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য কিছুই করে নাই। তাহাদেরও সভ্যতা পরকীয় ( borrowed ) এবং প্রতিরোপিত ( transplanted )। অনেক চেষ্টা, অনেক সাধনার পর আজ যদি ইয়োরোপীয় সাধারণতন্ত্র লোপ পায় তাহা হইলে ( আমেরিকা ভিন্ন ) জগতের আর কোথাও যে ইহা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে তাহাত মনে হয় না।

(ঠ) অনেকে বলিতে পারেন যে ইয়োরোপে পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র যদি লোপ পায়, আর অন্য কোথাও যদি ইহার উন্নতি না হয় তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? সাধারণতন্ত্র যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী, পার্লামেণ্টারী সাধারণ-তন্ত্রই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধারণতন্ত্র তাহাই বা কে বলিল? ডাঃ ইন্‌জ (Inge) মেনের (Maine) বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই যে পুরাকালে যদি প্রত্যেক লোকের স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বাচনী ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে স্পিনিং জেনী, যান্ত্রিক বয়ন যন্ত্র, শস্য ছাটাই কল এবং পোপ গ্রেগেরীর ব্যবস্থায় দিন পঞ্জিকা সংশোধন সম্ভব হইত না এবং ইংল্যাণ্ড পুনরায় ষ্টুয়াটদিগকে তাহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিত! ব্রিটনেই বা কিরূপ পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্র আজ প্রচলিত আছে? ব্রিটিশ ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে হাউস অব লর্ডসের অস্তিত্ব সাধারণতন্ত্রনীতি বিরুদ্ধ। এই হাউস অব লর্ডসের সভ্যগণ বংশ পরম্পরায় এই সভায় আসন লাভ করিয়া আসিতেছে। তাহার পর আর এক কথা। সমাজতন্ত্র (Socialism) বা সাম্যবাদ (Communism) কি একেবারে অসার—ইহারা কি ভবিষ্যতের গবর্ণমেণ্টের নব কলেবর সৃষ্টি করাতে, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাতে, আমাদের পরিকল্পনায় কোন সাহায্যই করিতে পারে না? তাহা হইলে গত শতাব্দীতেও লর্ড স্‌ল্‌সবেরী আমাদিগকে কেন বলিয়াছিলেন যে আমরা তখনই সবাই সমাজতান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলাম? তবুও পাছে পার্লামেণ্টারী

* কোন দেশের ১৯৩১ কোন দেশের ১১৩৪ বা ১৯৩৬ সালের আদমসুমারী গণনায়।

সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হয় সেজন্য এত ভয় কেন? এ সকল অতি দুরূহ সমস্যা, ইহাদের সমাধান দুই এক কথায় চেষ্টা করা যায় না। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সর্ব্বকালের সর্ব্বাবস্থার সর্ব্বলোকের সুবিধাজনক কোন নিখুঁত শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি হইতে পারে না। বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্ব ইহাই বিশ্বের নিয়ম। "পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন, নিয়ত পরিবর্ত্তন, শাশ্বত পরিবর্ত্তন" ইহা আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন বিপুল পরিশ্রম ও গবেষণার পর সমর্থন করিয়াছে। আমাদের প্রাচীনেরা যে সকল বিষয়ে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা দিবার উপদেশ দিতেন সে উপদেশ অগ্রাহ্য করা চলে না। তবে ইহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে যে শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রত্যেক মানুষ নিজ স্বাধীন সত্ত্বার উপলব্ধি করিতে পারে, যাহার অধীনে প্রত্যেক মানুষ তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে যেখানে সকলে সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় সেই শাসনতন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উত্তর ও পশ্চিম ইয়োরোপে এবং মধ্য ইয়োরোপের কোন কোন অংশে মানুষ আজ যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে তাহাদিগের পক্ষে আজ পার্লামেণ্টারী সাধারণতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসনতন্ত্র এবং এই অবস্থায় আনিতে ইচ্ছা করিলে অন্যত্রও সতর্কতার সহিত আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া এই সাধারণতন্ত্রমূলক গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপ আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিতেছিল, এতদিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপ আমাদের কর্ণে এই মন্ত্রই জপিতেছিল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আজ আর ইয়োরোপ সে কথা বলে না, সে শিক্ষা দেয় না, বরং বলিতেছে যে সে সকল শিক্ষা মিথ্যা, অপদার্থ, অনিষ্টকর তাহা বিস্মৃত হও। আজ ইয়োরোপ রাষ্ট্র পূজার, উলঙ্গ শক্তি পূজার, বীভৎস কাপালিক পূজার বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। এই যজ্ঞে যে মন্ত্র আবৃত্ত হইতেছে তাহার অর্থ আমি বুঝি না, সে মন্ত্রের ভাষা আমার ভাষা নয়, সে ভাষা শিক্ষা করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। আমি এ প্রলাপ বাক্য গ্রাহ্য করি না; আমি বিশ্বের কতিপয় শাশ্বত, চিরন্তন, মূলমন্ত্রে এখনও বিশ্বাস রাখি, ন্যায়, সততা, স্বাধীনতা ও মহানুভবতার পরাভব স্বীকার করি না, বিশ্বনিয়ন্তার সৎ উদ্দেশ্যে বিশ্বাস হারাই নাই। এই রহস্যময় জগৎ যে কেবল পরমাণু সমূহের উদ্দাম নৃত্য অথবা এক বৃহৎ উইটিপি বা মৌচাক তাহা আমি মনে করি না, ইহাকে আত্মোৎকর্ষের চরমস্থান

(Vale of soul making) বলিয়া বিশ্বাস করি। আজ মধ্য ইয়োরোপ যে পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গের বন্যনীতিকে সনাতন মানবধর্ম্ম বলিয়া প্রবর্ত্তন করিতেছে, যে আদিম দস্যু-মানবের ধর্ম্মকে—

* * * The good old rule
Sufficeth them, the simple plan,
That they should take who have the power,
And they should keep who can.*

আজ সভ্য জগতের ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তাহারা উভয়েই আমার নিকট অবোধগম্য। পক্ষান্তরে আমি আশা করি যে আমাদের স্বদেশপ্রেমিক কবি আমাদের দেশের ভবিষ্যতের বিষয় যাহা আশা করিয়াছেন ইয়োরোপের সম্বন্ধেও তাহা হইবে। কে জানে আজিও মধ্য ইয়োরোপের কোন বিজন কাননে, কোন তুঙ্গ গিরিশিখরে কোন জর্ম্মণ যুবক একাকী আমাদের কবির গীত গাহিতেছে কিনা—

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহিত মেষ।
দেবি আমার! সাধনা আমার!
স্বর্গ আমার! আমার দেশ।

**(১০) ভারতের দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়:—** যাক, এসকল কথা যাক। আমার ভ্রমণ কাহিনীতে এই সকল অতলস্পর্শী বিষয় চর্চ্চা করা ধান ভান্‌তে শিবের গীতের মত শুনায়। এসকল দেশে আসিয়া অনেক কিছু দেখিলাম অনেক কিছু শুনিলাম এবং যখন দেখিতাম বা শুনিতাম তখন অনেক দ্রব্যই অনেক দৃশ্যই বড় ভাল লাগিত; কিন্তু পরক্ষণেই আবার মন বড়ই খারাপ হইয়া যাইত। এই সকল দেশের কার্য্যকলাপ দেখিয়া শুনিয়া, ইহাদের রাস্তাঘাট, নগর পল্লীগ্রাম, ইহাদের বিদ্যা প্রদানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, নানা বিষয়ের নানাকলার স্কুল কলেজগুলি,

* ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

ইহাদের কারখানা সকল, মিউজিয়াম, হাঁসপাতাল এমন কি ইহাদের ঘোড়া, গরু, মেষ, মুর্গীগুলি, দেখিয়া সকলের উপর ইহাদের শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা সুশৃঙ্খল জীবন, পরিচালনা ক্ষমতা, পরস্পর পরস্পরের সহিত ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অনেক সময় আমার মন বড় চঞ্চল হইত। সুন্দর দ্রব্য বা দৃশ্য দেখিয়া স্বর্ণাঙ্গুরীয় দেখিয়া রাজা দুষ্মন্তের চিত্তের ন্যায় আমার মন এত খারাপ হইবার কারণ কি? কারণ এই যে এ সকল দেশে সব দেখিয়া শুনিয়া সর্ব্বদাই আমার মনে হইত ইহারাও মানুষ আর আমরাও মানুষ, তখন ইহারা যাহা করিতে পারে আমরাই বা তাহা করিতে অক্ষম কেন, আমরা এক এত প্রাচীন, এত উচ্চ সভ্যতার অধিকারী হইয়াও আমাদের দেশে এত দারিদ্র্য, এত হীনতা, এত উচ্ছৃঙ্খলতা কেন? সময়ে সময়ে সব দেখিয়া শুনিয়া আমার মন এতই হতাশে পূর্ণ হইত, মনে এতই ব্যথা পাইতাম যে তখন মনে হইত যে আর্য্যাবর্ত্তে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতীরে জন্মগ্রহণ না করিয়া যদি তমসাচ্ছন্ন আফ্রিকার নাইজার কুলে জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে মনে এ দুঃখ, এ ক্ষোভ, থাকিত না। যে দেশের লোক ত্যাগ কি এত সহজে বুঝে সে দেশে এত শঠতা, এত স্বার্থপরতা কেন, যে দেশের লোকের ধর্ম্ম প্রতি কথায় ইহলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাস তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখায় সে দেশের এত লোক এরূপ যৎসামান্য লাভের জন্য পরপদলেহী কেন, এরূপ কদাচার করে কেন?

(খ) কারণ বিনা কার্য্য হয় না, আমাদের দুরবস্থার কারণ কি? অবশ্য ইহার অনেক কারণ আছে, তবে আমার মনে হয় যে ইহার প্রধান কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা, ক্লীবতা এবং ইহা হইতে জাত আমাদের আলস্য, যুগব্যাপী আলস্য, সর্ব্বসময়ে সর্ব্ববিষয়ে আলস্য। যুগযুগান্তর হইতে আমরা সকলে সকলকে সকল বিষয়ে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছি এবং তাহারই ফলে দেশটা আজ মরুভূমিপ্রায়। অবশ্য মানুষ কোন অবস্থাতেই কার্য্য বিনা নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, সেইজন্য কাহার ঘরে কাহার মেয়ের দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইল না, পুষ্করিণীর পাড়ে কাহার ঘরের বৌ ঝির দিকে কে তাকাইল তাহাদিগকে সমাজচ্যুত কর, কাহার ঘরে কে অখাদ্য খাইল, কাহার ছেলে সাগর পারে যাইল তাহাদিগকে জাতিচ্যুত কর এইরূপ সব তুচ্ছ বিষয় লইয়া আন্দোলন ও দলাদলি করিয়া আমরা সময় অতিবাহিত করিতাম। ছাগের মাংস শুদ্ধ, তাহা মা কালীর কাছে বলি

দেওয়া চলে এবং বলি দিলে শাক্তেরা সকলেই সে মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত; কিন্তু মুরগীর মাংস অশুদ্ধ, তাহার বলি আমাদের বাংলা দেশে চলে না ( যদিও দাক্ষিণাত্যে এই বলিই গ্রাম্য দেবতার সম্মুখে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ) এবং সে মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হইতে হইত, যে উহা খাইত আমাদের সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিত! অবশ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এইসব কার্য্যকলাপ আজ আমাদের হাসি রহস্যের কথা, গিলবার্ট ও সালিবানের গীতিনাট্যের যোগ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ইহাই আমাদের জাতীয় জীবন ছিল, দেশের জনমত এইদিকেই আকৃষ্ট হইত। তখন যাহাদের অর্থ ছিল, ক্ষমতা ছিল, যাহাদের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল তাহারা আজ ইতিহাসের আদালতে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে! আমরা এখন আর এত মূর্খ নাই, এত নির্ব্বোধ নাই, যে আমাদের ত্রুটি আমরা বুঝিতে পারি না কিন্তু তাহা ঢাকিবার জন্য এখনও আমরা নিজেদের ক্লীবতাকে আমরা বলি ধর্ম্মভাব। ধর্ম্মকে আমরা যে অনেক যুগ হইতে অহিফেনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি সে কথা আজ আমরা নিজেরা স্বীকার না করিলেও জগতে কাহারও অবিদিত নাই। আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া আমরা ইহলোকের সকল কর্ত্তব্য অবহেলা করি একথা যে বলে সে হয় মিথ্যাবাদী না হয় নির্ব্বোধ। যথার্থ ধর্ম্মভীরু জাতি কখনও আমাদের অবস্থায় আসিতে পারিত না। আমরা একান্ত দুর্ব্বল, অত্যন্ত নির্জ্জীব, আমরা কখনও কোন বিষয়েই আমাদের মাথা ঘামাইতে চাহি না, সকল সময়েই আমরা শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে একেবারে বিমুখ, অনেক সময় সহজে অল্পায়াসে "উপর চালাকি" দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহি, অনেক সময় ধর্ম্মের ঝুলি হাতে লইয়া ভণ্ডতপস্বী হইয়া বসিয়া থাকি। ইয়োরোপে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহৎ, যাহা দেখিয়া যাহা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই, মনে তৃপ্তি পাই তাহা আসমান হইতে ইয়োরোপের মাটিতে পড়ে নাই, তাহা ইয়োরোপবাসীদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দান, কঠোর, দুর্দ্দান্ত, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পারিতোষিক ভিন্ন সেগুলি আর কিছুই নয়। আঙ্গুর ফল টক, ইয়োরোপীয় সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক, সে সভ্যতা আমাদের যোগ্য নয়, এই বলিয়া ইয়োয়োপীর সভ্যতাকে গালি দিয়া বাতিল করিয়া দিলে কোন লাভ নাই। আমরা যতই কেন আধ্যাত্মিক হই না, আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন যখন ইহকালে সুখ চায়, ঐশ্বর্য্য চায়, লক্ষ্মীশ্রী চায় এবং তাহা না পাইয়া জীর্ণ,

শীর্ণ, ক্লিষ্ট হইয়া হাহাকার করে তখন যে উপায়ে অন্ততঃ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অন্ন-বস্ত্র পাওয়া যায়, যে উপায়ে ইয়োরোপ তাহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছে সে উপায় একেবারে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন? আমাদের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম করিতে নারাজ বটে, তথাপি এমন অনেকে আছে যাহারা পরিশ্রম করিতে রাজি এবং সত্যই পরিশ্রম করিতেছে অথচ তাহাদের সে পরিশ্রম নিরর্থক ও নিষ্ফল। এ অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের পরিশ্রম স্বার্থক ও ফলপ্রদ হয়, কি উপায় অবলম্বন করিলে বি. এ., এম. এ. পাশ করিবার পর প্রত্যহ ৭/৮ ঘণ্টার পরিশ্রমের পর যাহাতে মাসে ৩০ টাকার বদলে অন্ততঃ ১০০ টাকা তাহারা পায়, সারাদিন ক্ষেতে কার্য্য করিয়া দিনান্তে ছয় আনার বদলে ১৬ আনা পায় সে প্রথা শিক্ষা করায় হানি কি? এ শিক্ষা আমাদিগকে একা পাশ্চাত্য দেশগুলিই দিতে পারে। আমরা যথার্থই যদি আমাদের দেশের মঙ্গল চাই তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমতঃ মানসিক সৎ (mentally honest) হইতে হইবে, সরলভাবে গভীর চিন্তা করিতে হইবে এবং সে চিন্তার ফল অপ্রত্যাশিত হইলে ভীত হইলে চলিবে না। এখানে নিজের মনকে ফাঁকি দিলে চলিবে না। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনে একান্তভাবে ঠিক করিতে হইবে যথার্থই আমরা জাতীয় বাস্তব উন্নতি (material improvement) চাহি কি না। এ বিষয়ে মনে কোন প্রকার দ্বিধা বা কুণ্ঠা রাখিলে চলিবে না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন মীমাংসার নিষ্পত্তি করিলে চলিবে না। আমরা যদি সৎচিত্তে (honestly) ঠিক করি যে আমরা জাতীয় বাস্তব উন্নতি চাহি না, যেমন আছি সেইরূপ যদি থাকিতে চাহি, তাহা হইলে বলিবার আর কিছুই নাই, করিবারও নাই, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেই হইবে —তবে তখনও মনে রাখিতে হইবে যে নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমরা যে যেমন অবস্থায় আছি সে তেমন থাকিব তাহা নয়, উত্তরোত্তর আমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কেহ স্থির থাকিতে পারে না—চন্দ্র সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া অণু পরমাণু অবধি নয়—কোন কালে কোন অবস্থাতেই নয়—চেতন অচেতন কোন বস্তুই নয়, মানুষও পারে না, মানুষের সমাজও পারে না, হয় তোমার উন্নতি হইবে না হয় তোমার অবনতি হইবে। বিধাতার এই অলঙ্ঘনীয় নির্দ্দেশ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জাহ্নবীতীরে আমাদের জন্যই আবিষ্কার করিয়াছিল। আজ ইয়োরোপ তাহার প্রচুর গবেষণাগারে অনেক পরিশ্রম বহু পরীক্ষার

পর অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া এই সত্য সমর্থন করিয়াছে মাত্র ইহার আবিষ্কার করে নাই। যাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন না, যাঁহারা সমাজ স্থিতিশীল হউক ইহাই চাহেন তাঁহারা সমাজের অবনতিই চাহেন তাহাই বলিতে হইবে, কারণ তাহাই অনিবার্য্য। আর যাঁহারা উন্নতি চাহেন তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন এবং তখন তাঁহারাও তাহার ফল দেখিয়া ভীত হইবেন না। যাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন তাঁহাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের চিরদিনের জন্য মন স্থির করিয়া লইতে হইবে যে প্রকৃতই তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিবেন কিনা, আদর্শ লক্ষ্যের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না। ইহাতে হয়ত তাঁহাদের চির অনুমোদিত প্রোৎসাহিত প্রথা, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানাদি, এমন কি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের শান্তিকেও যদি উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী বলিয়া মনে হয় তাহাও বিসর্জ্জন দিতে হইবে, একমাত্র নিজের আত্ম-বিশ্বাস ( conviction ) ব্যতীত সকলই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার দ্বিধা, কোন রকম সন্দেহ থাকিলে চলিবে না। ইহা ব্যতীত আরও একটি জিনিস, ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত উপেক্ষা না করিতে শিখিতে হইবে। এইখানেই আমাদের গলদ। আমরা এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলিয়া আমাদের ইয়োরোপের দিকে তাকাইতে অনেকের ইচ্ছা নাই, লজ্জা করে, আবার আমরা দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের অনেকের সেদিকে তাকাইবাব ক্ষমতাও নাই। সকল দেশেই যাহারা অলস, যাহারা স্থূলবুদ্ধি, যাহারা দুর্ব্বল তাহারা জুজুকে বড় ভয় করে। আমাদের দেশের সেই প্রকৃতির লোক আমাদিগকে দুইটি জুজুর বড় ভয় দেখায়—প্রথমটি আমরা কখন কোনপ্রকার সংস্কার করিতে চাহিলেই তাহারা আমাদিগকে ভয় দেখায়, লজ্জা দেয়, এই বলিয়া যে আমরা ইয়োরোপকে নকল করিতেছি। সত্য, শিব, সৌন্দর্য্যের একাধিপত্য বা "কপি রাইট" বিশ্ববিধাতা একা ইয়োরোপকে দেন নাই, সে কথা আমরা বিস্মৃত হই কেন? দ্বিতীয়টি, আমাদিগকে শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপ অনেক সময় চায় যে আমরা তাহার নকল না করি এবং যেমন আছি সেইরকমই থাকি। এই নকলের ভয় দেখাইয়া, লজ্জা দিয়া, আমাদিগকে যে ইয়োরোপের গ্রাসের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা আমাদের দেশের লোকেরা যাহারা ভয় দেখায় তাহাদের এ তথ্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই।

তাহারা আবার আমাদিগের সম্মুখে আর একটি জুজু খাড়া করিয়া বলে যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক এবং সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের অনিষ্ট হইবে। ইয়োরোপের আদ্যোপান্ত সব নকল করিবার আবশ্যক নাই সত্য—তাহা করা সম্ভবও নয়, প্রার্থনীয়ও নয়—তথাপি ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জাহাজের দিঙ্-নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় রাখিতে হইবে এবং যে স্থলে যুক্তিসঙ্গত মনে হইবে সেইস্থলে যথোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বিনা দ্বিধায় ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। আলো আকাশের যেদিক হইতেই আসুক না কেন আমাদিগকে সেইদিকের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া ঘরে সেই আলো আনিতে হইবে। আমরা গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক বিলম্ব করিয়া, অনেক অনিচ্ছসত্ত্বে, তাহাই করিতেছি, তাহাতে এত লজ্জা, এত ভয়, কেন? ইহাতে যে আমাদের মানের লাঘব হইবে, এ আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। ইয়োরোপের সকল জাতি সকল জাতিকে সকল বিষয়ে অনেক পরিমাণে আবশ্যক মত অনুকরণ করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতেছে বলিয়া কোন জাতির গৌরব লাঘব হইতেছে না। দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, শিল্প বল, শাসনতন্ত্র বল সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বক্ষেত্রে ইয়োরোপের সকল জাতি সকল জাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিতেছে, ধার করিতেছে। পুরাকালে চীন ও জাপান হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের ধর্ম্ম, দর্শন এবং বোধ হয় কোন কোন শিল্পশিক্ষাও ধার করিয়াছিল এবং হিন্দুরাও যে চীন দেশ হইতে বা অন্যদেশ হইতে কিছু শিক্ষালাভ করে নাই তাহাও নয়। সংস্কৃত ভাষায় রেশমের কাপড়ের নাম চীনাংশু এবং হিন্দুদিগের এক জ্যোতিষশাস্ত্রের নাম ছিল রোমক। পুরাকালে আমরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে তাহাদের ভাস্কর্য্যও কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম। বিজেতা রোম বিজিত গ্রীসের নিকট হইতে অনেক কিছু বিদ্যা ও ঋণ করিয়াছিল এবং গ্রীকেরাও ক্রিটান সভ্যতার নিকট হইতে অনেক কিছু বিদ্যা ও ঋণ করিয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ আদানপ্রদান সর্ব্বত্রই সর্ব্ব সময়ে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা ধার করা যেমন লজ্জার কারণ নয়, ধার না করিলে ব্যবসাবাণিজ্য যেমন উৎকর্ষতা লাভ করে না বিদ্যা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক উন্নতির জন্য সেইরূপ কার্য্য করা কিছুমাত্র

দোষনীয় নয়, তাহাতে মানের কোন হানি হয় না ; তবে এই মাত্র দেখিতে হইবে যে বানরের ন্যায় নকল যাহাতে না করি, যাহা কিছু গ্রহণ করি তাহা আমাদের পক্ষে উপকারী, সত্যই তাহা শিক্ষা করিবার যোগ্য এবং যাহা গ্রহণ করিলাম তাহা আত্মস্থ করিতে পারিলাম, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম। সব ঋণ করিয়া জগতের ইতিহাসে কোন জাতি কখন বড় হয় নাই এবং সব ঋণ করাও সম্ভব নয়, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। যতদিন আমাদের মনে আত্ম সম্বন্ধে হীনবোধ থাকিবে ততদিন সাফল্যমণ্ডিত বিদেশীর সব নকল করিবার বাসনা আমাদের মনে উদয় হইবে। আবার যতদিন না সেই ন্যূনাত্মিকবোধ আমাদের মন হইতে অপসৃত হইবে ততদিন আমাদের মনে সর্ব্বদা ভয় থাকিবে কি জানি আমরা অন্য জাতিকে নকল করিতেছি কিনা। তাই বলিতেছি ইয়োরোপকে নকল করিতেছি এ ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আসল কথা মস্তিষ্ক স্থির রাখিয়া সরলভাবে চিন্তার ফলকে আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে এবং তাহা যদি আমাদিগকে বলে যে বিদেশীর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলে আমাদের যথার্থ মঙ্গল হইবে তাহা হইলে আমরা নকল করিতেছি এই ভয়ে তাহা গ্রহণ না করা মূর্খের কার্য্য, বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। যাঁহারা উন্নতি চাহেন, পরিবর্ত্তন চাহেন তাঁহাদের হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই ইয়োরোপের চিন্তার, চেষ্টার, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে, কিন্তু তখনও ইয়োরোপের দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের সম্মুখে রাখিতে হইবে, যেমন জাহাজের গতি দক্ষিণমুখী হইলেও উত্তরদিঙ্মুখী দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটা অনবরত নিরীক্ষণ করিতে হয়। এই জুজুর ভয় ত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য পরিশ্রম করিব বলিয়া মনকে দৃঢ় করিয়া ইয়োরোপ কোন্ বিষয়ে যথার্থই প্রগতিশীল, কোন্ বিষয়ে সত্যই উন্নত, তাহা মনে স্থির করিয়া পরে ইয়োরোপ কি কারণে উন্নত এবং কি উপায়ে উন্নত হইয়াছে, আমাদের উপায়ই বা কি তাহা দেখিতে হইবে। পাছে আমরা আমাদের দেশে ইয়োরোপের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা প্রবর্ত্তন করি সে ভয়ে আমরা সততই ত্রস্ত। এ ভয় করিবার কোন কারণ নাই, কারণ আমাদের জাতীয় ইতিহাস, আমাদের মতি গতি অন্য প্রকার, চেষ্টা করিলেও আমরা তাহা করিতে সক্ষম হইব না। তবে ইহাও ঠিক যে আজকালের ন্যায় আমাদের দুই নৌকায় পা দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব। আমরা বীজ বপন করিয়া তাহার শিকড়

বাহির হইল কি না সর্ব্বদাই কি তাহা উৎপাটন করিয়া দেখি? কার্য্য করিবার সময় মনে এত সন্দেহ, এত দ্বিধা, থাকিলে কার্য্য ভালরূপে সিদ্ধ হয় না। সন্দেহ, দ্বিধা কার্য্য পরিকল্পনা করিবার পূর্ব্বেই থাকা ভাল, পরে নয়। যখন আমরা সংকল্প করিয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হইব তখন আর সন্দেহের অবকাশ রাখিলে চলিবে না। তখন হইতে সদাসর্ব্বদা স্বচ্ছ নির্ম্মল উদ্দেশ্যকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া জয় যাত্রার অভিযানে পাড়ি দিতে হইবে।

(গ) আমি এদেশে আসিয়া যদি কিছু শিক্ষা করিয়া থাকি তাহা এই এবং ইহাই আজ আমার দৃঢ়, অচল, অটল বিশ্বাস, ইয়োরোপের উন্নতির প্রধান কারণ, মূলমন্ত্র, "বল"—শারীরিক, মানসিক, চরিত্রের বল। এই বিশ্বে দুর্ব্বলের স্থান নাই, যদি থাকে তাহা হইলে সে স্থান মাটির নীচে। দুর্ব্বলের আশু ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহাই বিশ্বের ধর্ম্ম—চেতন ও অচেতন পদার্থের দুয়েরই ধর্ম্ম—বাস্তব জগতে আমরা ইহা প্রতিক্ষণ দেখিতে পাই, নৈতিক জগতেও দেখিতে পাই। বিধাতার এই বাহ্য কঠোর, নিষ্ঠুর, নিবন্ধন কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। মহাকবি মিল্টন নিশ্চয় তাঁহার দিব্যচক্ষে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াই বলিয়াছেন—

Fallen Cherub, to be weak is miserable,
Doing or suffering ;*

আমরা যদি উন্নতির আশা করি তাহা হইলে আমাদের সে আশা কার্য্যে পরিণত করিবার একমাত্র উপায়—দ্বিতীয় উপায় নাই—শক্তি পূজা।

(ঘ) আমাদের শরীরে বল নাই, মনে বল নাই, চরিত্রে বল নাই—আর বল নাই বলিয়াই বল লাভ করিবার ইচ্ছাও নাই, চেষ্টাও নাই—এবং সেইজন্য আমরা এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা, এত তাড়না সহ্য করি। তাই বলিতেছি যে মিথ্যা তর্ক, মিথ্যা যুক্তি, মিথ্যা বাকবিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া যাহাতে শরীরে, মনে, চরিত্রে বল পাই তাহার বিধান আমাদের করিতে হইবে। আমাদের যত দুঃখ, যত দৈন্য, যত হীনতা, পঙ্কিলতা সকলই এই বলের অভাবে, এই দুর্ব্বলতার জন্য। আমরা দুইঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিতে পারি না আমাদের শারীরিক বলের অভাবে, আমরা

* মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট, প্রথম পুস্তক।

দুই ঘণ্টাকাল সরল চিন্তা করিতে পারি না আমাদের মানসিক বলের অভাবে, আমরা সতত প্রলোভনের মুখে পতিত হই চরিত্রের বলের অভাবে। ইয়োরোপে আসিয়া আমার এক ধারণা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে এবং সেটি এই যে ইয়োরোপবাসীরা তাহাদের শারীরিক বলে, মানসিক বলে, চরিত্র বলেই আজ এত উন্নত, এত প্রগতিশীল এবং সেইগুলির অভাবেই আমরা আজ এত দীন, এত হীন। অবশ্য আমি জানি ইয়োরোপীয়দিগের উন্নতির, প্রগতির আরও তিনটি কারণ আছে—তাহাদের শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) এবং তাহাদের পরিচালনার ক্ষমতা (power of organization)। এই তিনটি অস্ত্র দিয়া ইয়োরোপ আজ প্রায় সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছে বটে কিন্তু এই গুণগুলির আদি কারণ তাহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও চরিত্রের বল। আমাদের বল নাই, সেই হেতু আমাদের শিক্ষা নাই, নিয়মানুবর্ত্তিতা নাই, পরিচালনা শক্তি নাই। আজিও যদি ইয়োরোপের কোন শিক্ষা দিবার অধিকার থাকে তাহা হইলে আজিও ইয়োরোপ এই ত্রিমূর্ত্তি শক্তি পূজার শিক্ষা দিবে। ইয়োরোপের নিকট এক অতি প্রাচীন প্রাচ্য জাতি যে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে সে বিষয়ে অনেকে পূর্ব্বে সন্দিহান ছিলেন। এখন আর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জাপান ইয়োরোপের নিকট এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

(ঙ) বল—শারীরিক, মানসিক, চরিত্রের বল—এবং ইহা হইতে সম্ভূত শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিচালন ক্ষমতা, জগতের সকল দেশে, সকল যুগে মানুষের স্বতন্ত্র এবং জাতীয় ইতিহাসের গতি অনেকবার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। যে লোক শারীরিক, মানসিক ও চরিত্রের বলে বলীয়ান্, যাহার শিক্ষা আছে, নিয়মানুবর্ত্তিতা আছে, পরিচালন ক্ষমতা আছে তাহার জীবনে সাফল্য অনিবার্য্য, সে তাহার নিজ ভাগ্যকে উপহাস করিতে পারে। শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং পরিচালনাশক্তি অনেক জাতির ইতিহাস অনেকবার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই সকল গুণ হইতে মনে সাহস আসে। ফরাসী বিপ্লবের সময় সঙ্ঘবদ্ধ রাজাদের সৈন্য যখন চারিদিক হইতে ফ্রান্সের অভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল, সমগ্র ইয়োরোপ যখন ফ্রান্সকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল তখন বিপ্লবী নেতা দাঁতঁ ভয়বিহ্বল বিপ্লবী ফরাসীদিগের মনে সাহস সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে বলে যে জয়লাভ করিতে হইলে একমাত্র সাহসই তাহাদিগের আবশ্যক—de

l'audace, de l'audace, tousjours de l'audace, encore de l'audace সাহস, সাহস, সর্ব্বসময়ে সাহস, অধিকতর সাহস ইহাই আবশ্যক, আর কিছুই নয়। বিপ্লব পিশাচ দাঁতঁ তাহার স্বদেশবাসীদিগকে চিনিত না। কোন যুগে ফরাসীরা সাহসে পশ্চাৎপদ হয় নাই। কার্ণোই তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে চিনিতেন। তিনি জানিতেন যে ফরাসীদিগের সাহস বিলক্ষণ ছিল—ছিল না কেবল নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচালনা শক্তি। তিনি ফরাসী সৈন্য ও জাতিকে নিয়মানুবর্ত্তী ও শৃঙ্খলবদ্ধ করিতে লাগিলেন। ফলে ফরাসীরা সমগ্র ইয়োরোপের যুক্তরাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া ইয়োরোপের মনে এক ভীষণ ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। ইয়োরোপের ইতিহাসে কার্ণো organiser of victories নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারই নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচালনা শক্তি শিক্ষা এই বিষম সঙ্কটে ফ্রান্সকে রক্ষা করে, ফরাসী সাহস নয়। আমার অনেক সময় মনে হয় হিন্দুরা যে পাঠান, মোগল, পারস্য শত্রুদিগের দ্বারা বার বার পরাস্ত হইয়াছিল তাহার কারণ ছিল না যে হিন্দুরা এই সকল বিদেশী আক্রমণকারীদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় কম বা যুদ্ধ কৌশলে বা সাহসে নিকৃষ্ট ছিল, কারণ ছিল এই সকল বিদেশী আক্রমণকারীরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা যুদ্ধশাস্ত্রে অধিকতর শিক্ষিত ছিল, তাহারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ছিল; হিন্দুদিগের অপেক্ষা তাহাদের পরিচালনা শক্তি অধিক ছিল। পরে মহারাষ্ট্রীয়রা যতটুকু নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচালনা শক্তি শিক্ষা করিতে পারিয়াছিল সেই পরিমাণে যুদ্ধ ও শাসন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই পরে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালনা শক্তি সম্পন্ন জাতির নিকট তাহারা পরাস্ত হইল। শিখ জাতির ইতিহাসও তদ্রূপ। তাহারা পাঠানদিগের অপেক্ষা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ছিল বলিয়া তাহারা পাঠানদিগকে পরাভূত করিল এবং ইংরাজদিগের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত বলিয়া, সুচারুরূপে পরিচালিত নয় বলিয়া, ইংরাজদিগের হস্তে পরাজিত হইল। আর শিখসৈন্য ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও উত্তমরূপে পরিচালিত ছিল বলিয়াই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে ইংরাজদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ইহাতে ভাগ্যের কথা আসে না। সৈন্যের সংখ্যা ও শৌর্য্যাধিক্যই যে কেবল যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার

অনুকূল দৃষ্টি লাভ করে তাহা নয়—যে জাতি অধিকতর যুদ্ধশাস্ত্রে শিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও যাহার পরিচালনা ক্ষমতা অধিক তাহারই প্রতি তিনি অধিকতর সদয়। শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং পরিচালনা শক্তি যে কি দুর্লঙ্ঘণীয় বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাদের দ্বারা দুঃসাধ্য কার্য্য যে কিরূপ সহজসাধ্য হয় তাহা আমাদের ধারণাতীত। এই সকল দেশের লোকেদের এই তিন গুণের ফল সর্ব্বত্রই আমাদের চোখে পড়ে। ইহার দুই একটি অতি সামান্য ও সাধারণ উদাহরণ দিই। ইংলণ্ডে কখন আমি কোন শিশু-সন্তানকে, যতই ছোট হউক না কেন, ক্রন্দন করিতে শুনিয়াছি বলিয়াত মনে পড়ে না। কেহ যেন ইহা আমার এক অদ্ভুত আবিষ্কার বলিয়া মনে না করেন। ছেলেরা যে একেবারে কাঁদে না তাহা নয় তবে নিশ্চয় আমাদের দেশের ছেলেদের মত অত সহজে নয়। সম্ভবতঃ ইহার এক কারণ এদেশের ছেলেদের স্বাস্থ্য আমাদের দেশের ছেলেদের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল, তবে এখানকার ছেলে মানুষ করিবার প্রথাও যে ইহার এক প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাহাই আমি বলিতে চাহি। এদেশে সিনেমা, থিয়েটার, রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট ক্রয় করিবার সময় বা ট্রেণ ধরিবার সময় অতি ভীষণ জনতার মধ্যে কখনও যে ধাক্কাধাক্কি হইয়াছে তাহা আমি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে নাই। জনতা হইলে এমন কি পাঁচ ছয় জন লোক কোন উদ্দেশ্যে একত্র হইলে এদেশে তাহারা "কিউ" গঠন করিয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং যে যেমন যেমন আসিয়াছে সে সেই অনুসারে টিকিট ক্রয় করে বা সিনেমা, থিয়েটার বা রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করে।* এমন কি কোন দোকানেও কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় চারি পাঁচ জন লোক একত্র হইলে কিউ গঠন করে। ইংল্যাণ্ডের এই কিউ প্রথা যদিও অতি সাধারণ জিনিস তবুও ইহা সত্যই বড় আশ্চর্য্যকর বোধ হয় এবং এটি ইহাদের নিয়ম নিষ্ঠার ফল। এ প্রথা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করা

---

* একটি সংবাদ পত্র "কিউ"এর বিষয় এইরূপ লিখিয়াছিল—

"During the last war (war of 1914-18) we became thoroughly accustomed to the queue system. It is a hundred years since that Carlyle hailed the talent of the French for 'spontaneously standing in queue.' England took longer to learn the lesson and to appreciate this 'art or quasi art' but when the queue came it stayed."

অত্যন্তই বাঞ্ছনীয়। এই কিউ প্রথা ইংল্যাণ্ডে এতই প্রচলিত হইয়াছে যে লোকে থিয়েটর বা সিনেমার সম্মুখে ছোট চেয়ার ভাড়া করিয়া (সেইখানেই ছয় পেনী দিলে এইরূপ চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়) থিয়েটর খুলিবার অনেক ঘণ্টা পূর্ব্বে সেগুলি তথায় রাখিয়া যায় এবং থিয়েটর বা সিনেমা খুলিবার অল্পক্ষণ মাত্র পূর্ব্বে তথায় আসিয়া আপন আপন চেয়ারের স্থানে দাঁড়াইয়া যায়! এই চেয়ারগুলি রাস্তার পার্শ্বে যদিও অনেক ঘণ্টা পড়িয়া থাকে তথাপি কেহ সেগুলি চুরি ত করেই না, কেহ সরাইয়াও দেয় না বা কেহ অন্যের স্থাপিত চেয়ার দখল করে না। আমাদের দেশে এইরূপ করিলে চেয়ারগুলির দশা কি হইত! এদেশে এত নিয়মানুবর্ত্তিতা আছে বলিয়া এদেশের লোক এত নিয়মনিষ্ঠ বলিয়া ইহাদের কার্য্য এত ফলপ্রদ। সকল বিষয়, অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ বিষয় অবধি, ইহারা যাহার যতটুকু শিক্ষা তাহার পরিচালনা করে, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ব-কার্য্যে যথাসাধ্য রীতি অনুযায়ী কার্য্য করে। এখানে সকল দ্রব্য, সকল প্রতিষ্ঠান সুনিয়ন্ত্রিত, তাহা না হইলে ইহাদের এই বিরাট ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কি সাফল্যমণ্ডিত হইত? ইহাদের বিরাট সৈন্য ও নৌ-বাহিনী, ইহাদের বিরাট ব্যবসা বাণিজ্য, ছোট বড় অফিসের কার্য্য, ইহাদের দৈনিক গৃহ কার্য্য, ভিতরের বাহিরের সকল কার্য্য, কলের কাঁটার মত ইহারা নিয়মিতভাবে চালায়, অন্ততঃ চালাইবার চেষ্টা করে। আমরা যে শিক্ষা পাই তাহা শুধু পুঁথিগত, রীতিনীতি ও পরিচালনা যদি কখন শিক্ষা করি বা অনুসরণ করি তাহা সাধারণতঃ বিদেশী চালিত পরের অফিসে, কোন বিষয়ে রীতিনীতি বা নিয়ন্ত্রণ যে আবশ্যক তাহা আমাদের মাথায় সাধারণতঃ প্রবেশ করে না। আর প্রচলিত রীতি বা পদ্ধতির যে উন্নতি করিব সে কথা একবারও আমাদের মনে উদয় হয় না! আমরা যতদিন এই উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে কার্য্য করিব ততদিন আমাদের উন্নতির কোন আশা ভরসা নাই। আমরা দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না। আমরা বাল্যকাল হইতে ইতিহাসে পাঠ করিয়া আসিতেছি যে ইংরাজেরা যে আমাদের দেশ জয় করিল তাহা অনেকটা আমাদের দেশের সৈনিকদিগকে শিক্ষা দিয়া, নিয়মনিষ্ঠ করিয়া, পরিচালনা করিয়া। ইংরাজ আমলে আমাদের দেশে শাসনের বা অন্যান্য বিষয়ের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা একমাত্র শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচালনা শক্তির দ্বারা। ইহা যদি না হইত তাহা

হইলে আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি, আমাদের মনের ভাব সম্বন্ধে যাহারা এত অনভিজ্ঞ তাহারা যে শাসন সংস্থাপন করিয়া এই বিরাট দেশের কার্য্য চালাইবে তাহাও কি কখন সম্ভব হইত? আর আমরা পূর্ব্বে যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত ছিলাম আজও সেইরূপ অনিয়ন্ত্রিত আছি, দুইজনে মিলিয়া মিশিয়া সামান্য সততা যাহা সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায়, সেইরূপ সততার সহিতও কোন কার্য্য করিতে শিক্ষা করি নাই। এই সকল পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা যে আমাদের দেশের লোকেদের অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক বুদ্ধিমান তাহা আমি স্বীকার করি না। তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত এবং আমাদের অপেক্ষা তাহাদের অনেক অধিক পরিচালনা শক্তি আছে অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা তাহাদের অনেক শারীরিক মানসিক ও চরিত্রের বল আছে সেকথা আমি স্বীকার করি। সুতরাং আমরাও যদি ইহাদিগের মত সাফল্য লাভ করিতে ইচ্ছা করি এই বল আমাদিগকেও অর্জ্জন করিতে হইবে। অন্য উপায় নাই।

(চ) এই সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে—আমাদের দেশের লোকেদের সততার বিষয়। ইহা অতি আক্ষেপের বিষয় যে বড় বিষয়েই হউক বা ছোট বিষয়েই হউক, আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবদিগকেই হউক বা অপরিচিত লোকদিগকেই হউক, আমরা সে পরিমাণে বিশ্বাস করিতে পারি না যে পরিমাণে ইয়োরোপবাসীরা তাহাদিগের স্বজাতীয়গণকে বিশ্বাস করে। আমাদের দেশে পাঁচটা কুলী খাটাইতে হইলে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হয় আর অফিসে, ব্যাঙ্কে, বড় বড় দোকানে যেখানে টাকাকড়ি দেওয়া নেওয়া হয় সেখানে কত লোকেই না কত লোকের কার্য্য তত্ত্বাবধান করে এবং কত রকমই খাতাপত্র না তাহার জন্য রাখিতে হয়! বিলাতে রেলে ভ্রমণ করিবার সময় ব্রেকব্যানে মাল দিলে তাহার জন্য পয়সা দিতে হয় তবে তাহার জন্য বা মালের জন্য কোন রসিদ পাওয়া যায় না! ট্রেন ষ্টেশনে থামিলে আপনাপন মাল লইয়া সকলে চলিয়া যায় তবে কেহ যদি অন্য লোকের মাল লইয়া চলিয়া যায় তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। সাধারণতঃ কেহ সেরূপ করে না, কারণ যদি করিত বা করিবার কোন আশঙ্কা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় মালের জন্য রসিদ দিবার প্রথা প্রচলিত

থাকিত। উত্তর পশ্চিম ইয়োরোপে ও আমাদের দেশে যাহা দেখিয়াছি তাহা হইতে আমার মনে হয় যে ইয়োরোপের ঐ অঞ্চলে সাধারণ ব্যাপারে প্রত্যেক লোককেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় যদি সে কোন বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করিয়াছে বলিয়া জানা না থাকে এবং আমাদের দেশের প্রত্যেক লোককেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া ঠিক করিয়া লওয়া হয় যদি সে বিশ্বাসের যোগ্য বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণ না দিয়া থাকে! এই সিদ্ধান্ত দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণ ইয়োরোপীয়দিগের অভিজ্ঞতা এই যে সাধারণতঃ তাহাদিগের দেশের লোকের সততার উপর তাহারা নির্ভর করিতে পারে এবং আমরা দেখিয়াছি যে আমাদিগের দেশের লোকদিগের সততার উপর সাধারণতঃ আমরা নির্ভর করিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন কোন অনুষ্ঠানের নাম করিতে পারি না, সে সরকারিই হউক বা বেসরকারিই হউক, যেখানে চুরি বা ঘুস না চলে—তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এইমাত্র যে কোথাও কম এবং কোথাও বেশী চলে। বিলাতে আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ নয়। বড় বড় বিষয়ে চুরি বা ঘুস পশ্চিম ইয়োরোপেও চলে তবে আমাদের দেশের মত অত বিস্তৃত বলিয়া মনে হয় না। ছোট ছোট বিষয়ে, বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্যে, আমাদের সততা অনেক ইয়োরোপীয় জাতির অপেক্ষা যে অতি কম তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর আমাদের দেশে নকল বা ভেজালের কথা কি বলিব? ইহা সকলেই জানেন যে আমাদের দেশে এমন কোন সামগ্রী নাই যাহাতে ভেজাল দেওয়া অসম্ভব বা যাহার ভেজাল অথবা নকল না হয়। চাল, ডাল, তেল, ঘি, ময়দা, দুধ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই বাজারে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র পাওয়া যায় না। ইহাতে দেখা যায় আমাদের দেশের লোকেরা কত সৎ! আমরা নিত্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে চরমলিপি দিতেছি, অন্ততঃ দিব বলিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু আমাদের দোকানদারদিগকে এক চরমলিপি দিয়া দেখিলে কি হয় না? না, আমরা নিশ্চেষ্ট, অসাড়, অচৈতন্য, এ বিষয়ে আমরা কিছুই করি না। পশ্চিম ইয়োরোপের লোকেরা আমাদের দেশের মত অবস্থা কি একদিনের জন্য সহ্য করিত? ইয়োরোপে চোর, ঠক্, মিথ্যাবাদী সবই আছে, তাহা না থাকিলে সেখানে এত সলিসিটর, ব্যারিষ্টার খায় কি করিয়া, এত আদালত চলে কি রকমে? তবে পশ্চিম ইয়োরোপ আর যাহাই হউক না কেন ইহা অন্ততঃ "ছিঁচকে চোরের" দেশ নয়। তাহারা "মারে ত

গণ্ডার, লুঠে ত ভাণ্ডার," আমাদের দেশের মত দুই চারি পয়সা, দুইচারি আনা এমন কি দুইচারি টাকার জন্য তাহারা মিথ্যা কথা কয় না, শঠতা করে না বা চুরি করে না। সাধারণ দৈনিক ব্যবহারে, দোকানে জিনিস পত্র ক্রয় করিবার বিষয়ে তাহারা আমাদিগের চক্ষে অদ্ভুত রকম সৎ বলিয়া মনে হয়। ডেরী হইতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া আমার রুদ্ধ দরজার সম্মুখে ডেরীর লোক দুধের বোতল বসাইয়া দিয়া যাইত এবং ঐ বোতল সেখানে অন্ততঃ সকালবেলায় দুই ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত। রাস্তা দিয়া অনবরত ত লোক আমার দরজা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত তথাপি সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইবার বোতল হইতে দুধ ঢালিয়া কে পান করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ধোপা প্রতি সোমবার ময়লা কাপড় লইয়া গিয়া প্রতি শুক্রবার পরিষ্কার কাপড় দিয়া যাইত, লইবার সময় সে ফর্দ্দ মিলাইয়া কাপড় লইয়া যাইত না, দিবার সময় সে ফর্দ্দ মিলাইয়া কাপড় ফেরৎ দিয়া যাইত না, তথাপি একদিনের জন্য একখানি কাপড়ও সে বলে নাই যে সে কম পাইয়াছে, বা আমি বলি নাই যে আমি কম পাইয়াছি, একদিনও একখানি কাপড় ছেঁড়ে নাই বা হারায় নাই। বাড়ী হইতে ফোন করিয়া দৈনিক বাজার হুকুম করিলে তুমি যে রকম মাপের বা ওজনের বা দরের দ্রব্য অর্ডার করিয়াছিলে ঠিক তাহাই পাইবে। যে কোন দ্রব্যই হউক তুমি কি চাও তাহা যদি একবার ফোনে বুঝাইয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমার বাড়ীতে দোকানদার ঠিক সেই দ্রব্যই পৌঁছাইয়া দিবে। বিভিন্ন দোকানে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম থাকিতে পারে তবে যে দর তোমার নিকট হইতে লইবে তাহাই সেই দোকানের দর, কমও নয়, বেশীও নয়, অন্য সকলের নিকটও সেই দোকানদার ঠিক সেই মূল্য চাহিবে। এইরূপ সততা আছে বলিয়া এই বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসা কলের মত চলিতেছে আর আমাদের মধ্যে সেরূপ সততা নাই বলিয়া আমরা বড় ছোট যে কোন ব্যবসাই আরম্ভ করি তাহা দিনকতকের মধ্যে বন্ধ করিতে বাধ্য হই। ইহা অবশ্য সত্য যে আমরা পরিচালনা করিতে জানি না, কল কৌশল, রীতি-নীতি জানি না, শ্রম করিতেও বিমুখ এবং সেইজন্য অনেক সময়ে আমরা ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হই; তবে আমরা সাধারণ সততার অভাবেও যে অনেক সময় অকৃতকার্য্য হই তাহার লেশমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোকেরা যে বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই তাহার

এক মুখ্য কারণ এই যে আমরা নমুনা মত মাল পাঠাই না এবং ইয়োরোপীয় বণিকদিগের মধ্যে এক বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে নমুনা মত মাল পাঠাইবার বিষয় ভারতীয় বণিকদিগকে বিশ্বাস করা যায় না! আমরা যদি দেশের মঙ্গল চাই, উন্নতি চাই তাহা হইলে আমাদিগকে আরো অনেক সৎ হইতে হইবে।

(১১) **বাংলাদেশের দুরবস্থা—খাদ্য সংস্কারের আবশ্যকতা।** আর এক কথা বলিয়া আমি আমার এই ভ্রমণ কাহিনী শেষ করি—আমাদের খাদ্যের বিষয়। আমি পূর্ব্বেই এবিষয়ে কিছু বলিয়াছি (পৃষ্ঠা ৩৮৯) কিন্তু বিষয়টি অতি গুরুতর বলিয়া এখানে আরও দুইচারি কথা বলি। ইয়োরোপ হইতে, এমন কি যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব বা উড়িষ্যা ভিন্ন ভারতের অন্য কোন প্রদেশ হইতে কলিকাতায় রেলমার্গে প্রবেশ করিলে আমাদের "সুজলাং, সুফলাং, মলয়জশীতলাং, শস্যশ্যামলাং" বাংলা দেশ ও তাহার অধিবাসীদিগকে কিরূপ দেখায়? আমি ত যতবারই বাহির হইতে কলিকাতায় প্রবেশ করিয়াছি ততবারই আমাদের দেশের ও দেশবাসীদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি! অতি অল্প কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে দেশটাকে জলা, অত্যন্ত অপরিষ্কার, অনাদৃত, সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যবাসের অযোগ্য দেখায় এবং দেশের লোকদিগকে নির্জ্জীব, কৃশকায়, খর্ব্বাকার, অত্যন্ত রুগ্ন বা অত্যন্ত স্থূলকায়, পেশীশূন্য—বাঁচিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য দেখায়! পনরশত বা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কবি যে আদর্শ শরীরের বর্ণনা করিয়াছিলেন—"আত্মকর্ম্মক্ষমম্ দেহম্, ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ" সে আদর্শ কোথায় গেল—সমগ্র বাংলাদেশ অন্বেষণ করিলে সেইরূপ কয়জন লোক দেখিতে পাই? আর আমাদের ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত, কলেরা দলিত, যক্ষ্মারোগ পীড়িত, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন দেশের জন্য এখনকার সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়া আমরা কি আশা করি যে আমরা পৃথিবীর সকল জাতির সহিত যুঝিতে পারিব—কারণ ইহা সত্য যে আমাদের জাতির নিরুপদ্রব, নিরালা, জীবন শেষ হইয়াছে এবং এখন যদি আমরা বাঁচিতে চাই তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোন জাতির সহিত আমাদিগের যুদ্ধ দিতে সদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অনেক দিন হইতে বাহিরের আক্রমণ, দেশরক্ষার ভার আমরা বিদেশী বা ভারতের অন্যপ্রদেশের লোকেদের

উপর ন্যাস্ত করিয়া আমাদের কলঙ্কলিপ্ত জীবন আমরা অতিবাহন করিতেছি। অনেকদিন হইতেও আমরা আমাদিগের দেশের দৈনিক শান্তিরক্ষার কার্য্যও ভারতের অন্য প্রদেশ হইতে আনিত প্রহরী পাহারার উপর ন্যস্ত করিয়াছি! রেলওয়ে ষ্টেশনে ও রাস্তায় ভার বহনের কার্য্য, ট্যাক্সি, বাস, ট্র্যাম, লরি চালান, রাস্তা পরিষ্কার, তৈয়ার ও মেরামৎ করা, ঘর বাড়ী তৈয়ার ও মেরামৎ করা, দেশে সমুদয় কল কারখানার শ্রমিকের কাজ করা আমাদের ক্ষমতার অতীত, তাহার জন্যও আমরা দেশের বাহির হইতে সহস্র সহস্র লোক আমদানী করি। বস্তুতঃ আমাদের দেশের এমন কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য নাই যাহার জন্য আমরা অন্য প্রদেশ হইতে লোক না আনাই। এদিকে আবার যে সকল বিষয়ে সততা, দূরদর্শিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সহজবুদ্ধি আবশ্যক হয়—যেমন ব্যবসা বাণিজ্যে—সে সকল বিষয়েও মারবাড়ী, ভাটিয়া প্রভৃতি ভারতের অন্য প্রদেশের লোক আসিয়া বাংলার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছি। বাংলাদেশের যে ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীর হাতে নাই তাহা সবই প্রায় ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের হাতে আছে—আমাদের নিজদেশে আমরা তাহাদিগেরই অনুগ্রহপ্রার্থী। এতদিন আমরা মনে করিতাম যে আমরা যদি আর কিছুর যোগ্য না হই আমরা অন্ততঃ কেরানীগিরির যোগ্য এবং এই পেশা আকাশে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন আমাদের হাতে থাকিবে! এখন দেখিতেছি যে মাদ্রাজীরা দলে দলে আমাদের দেশে আসিয়া তাহাও আমাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইতেছে! এখন আমরা থাকি কি লইয়া? তাহা হইলে কি সত্যই আমরা এক মুমূর্ষু জাতি? আর এখনও যদি আমাদের চৈতন্য না হয় তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে কি শোচনীয়, কি ভীষণ তাহা কি কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবে?*

আমরা আমাদিগকে ও আমাদিগের দেশকে কিরূপে এই অবস্থায়

---

* ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বাঙ্গালাদেশে আসিয়া লোকের তথায় পক্ষপাত-শূন্য প্রতিদ্বন্দিতায় ব্যবসা বাণিজ্য করা, চাকুরী করা আমাদের বন্ধ করা উচিত সে কথা আমি একবারও বলিতেছিনা। এখানে আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ঐ সকল লোক দেখাইয়া দিয়াছে যে আমাদের মধ্যে অনেক সাধারণ গুণের অভাব আছে এবং আমরা যদি বাঁচিতে চাহি তাহা হইলে আমাদের সে গুণগুলি অর্জ্জন করিতে হইবে।

পরিণত করিলাম? ইহা দুই একদিনের কার্য্য নয়, ইহা বহু শতাব্দীব্যাপী অবহেলার ফল, কুম্ভকর্ণের নিদ্রার ফল, ইহা যুগযুগান্তব্যাপী অবসাদের, জড়তার ফল। অনেককাল হইতে আমরা আমাদের ন্যায়বুদ্ধি (Reason) ব্যবহার করিতে বিরত হইয়াছি; আমাদের হইয়া আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, রাজপুরুষেরা তাহা ব্যবহার করিতেছে এবং তাহার যে ফল তাহা এখন আমরা ভোগ করিতেছি! সে যাহা হউক ইহা সত্য যে যদি আমরা আবার আমাদিগের দেশটাকে নূতন করিয়া গড়িতে চাই তাহা হইলে এক নয় অনেক উপায় আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে আমাদিগের খাদ্যের সংস্কার একটি প্রধান। আমাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা আমাদিগের অনেক অনর্থের, অনেক অনিষ্টের মূল এবং সেই দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য আমাদের প্রথমতঃ খাদ্য সংস্কার করিতে হইবে। পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত, লুচি মুখরোচক হইতে পারে কিন্তু এই সকলের দ্বারা বলিষ্ঠ, মেধাবী, কর্ম্মঠ এক জাতি গঠন যে করা যায় না তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কি খাদ্য দ্বারা এইরূপ এক জাতি গঠন করা যায় তাহা অনেক গবেষণার পর ঠিক করিতে হইবে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ম্যাকারিসন নামে এক আই. এম. এস ডাক্তার এ বিষয়ে নীলগিরি অন্তঃর্গত কুন্নুর পাহাড়ে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি লণ্ডনে বি. বি. সি রেডিওতে তাঁহার এক বক্তৃতা শুনিলাম। তাঁহার মতে ভারতের সকল প্রদেশের খাদ্যের মধ্যে পঞ্জাবের লোকদের খাদ্যই শরীর গঠনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই খাদ্যে যেমন গম হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি আছে সেইরূপ দুধ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও আছে। আমি জানি যে কলিকাতার ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনে আমাদের দেশের খাদ্য সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। সে যাহা হউক আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এ বিষয়ে আর অবহেলা করা উচিত নয়, এ গবেষণা যতদূর চলা সম্ভব চলুক, পরে এক সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্য নির্দ্ধারিত করা উচিত এবং তাহাই যেন কিছুকালের জন্য এদেশের খাদ্য সম্বন্ধে চরম ব্যবস্থাপত্র হয়, যতদিন না আবার নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা তাহা সংশোধন করিতে পারি। এই খাদ্য নির্দ্ধারিত করিবার পর আমাদের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে এক তুমুল আন্দোলন করা উচিত যাহাতে লোকে ঐ খাদ্য গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে ফেন ফেলিয়া দিয়া ভাত রন্ধন যদি আমাদের দেশের লোকেরা বন্ধ করে, অধিক পরিমাণে তাহারা ফল ও শাকসব্জি খায় তাহা হইলে মন্দ কি? তবে গবেষণার ফলে আমাদিগের খাদ্যের যে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহার জন্য কি আমরা প্রস্তুত?

(১২) **বিদায়:**—এইখানে আমি আমার ভ্রমণকাহিনী শেষ করি এবং আমার পাঠকপাঠিকার নিকট বিদায় লই। এদেশে প্রথমে তিন মাস ও পরে তিন বৎসরের অধিক কাল অতি সুখে কাটাইয়াছি। স্বামী, পুত্র কাছে আছে কেবল, মেয়ে ও দৌহিত্র দেশে আছে এবং তাহাদিগকে ও আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। যাহা হউক আর বেশী দিন নয়, শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাইব বলিয়া আশা করি। যে উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছি তাহার অর্দ্ধেক সার্থক হইয়াছে এবং ভগবানের কৃপায় আর অর্দ্ধেকও কয়েক মাসের মধ্যে সার্থক হইবে বলিয়া আশা করি।* তাই দেশের দিকে মন বড় টানিতেছে। তথাপি লোকে যে স্থলে কিছুদিন বাস করে সে স্থল যেমন হউক না কেন তাহার উপর কেমন এক অপূর্ব্ব মায়া পড়ে। কে জানে আবার দেশে ফিরিয়া যাইয়া এই দেশের থাকার সকল কথা স্মরণ করিয়া কবির ভাষায় আক্ষেপ করিয়া বলিব কি না:—

স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্।
অসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথানামতটপ্রপাতাঃ ॥†

**সমাপ্ত।**

* তাহাই হইল, ১৯৩৮ সালের জুন মাসে।

† অভিজ্ঞান শকুন্তলা—ষষ্ঠ অঙ্ক।